(সমসাময়িক ভারত—একবিংশ খণ্ড)

সমসাময়িক ভারত

(চতুর্থ কল্প—ইউরোপীয়ান্ পর্য্যটক)

একবিংশ খণ্ড

৺ যতীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

বি.এ, এম্. আর. এ. এস্ প্রণীত

সর্ব্বজন প্রশংসিত নাটকাবলী

(১) মণিমালা ॥৵০ (২) শিখের কথা ৸০ (৩) অভিশাপ ১৲

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

প্রত্নতত্ত্ববাগীশ

বি.এ, এফ্. আর. ই. এস্, এফ. আর. হিষ্ট. এস্. এম্. আর্. এ. এস্, এম্. আর্. এস্. এ মহাশয়ের

(১)	অর্থনীতি ...	...	১৲
(২)	অর্থশাস্ত্র ...	...	১।০
(৩)	ইংরাজের কথা ...	...	১॥০
(৪)	সমসাময়িক ভারত ...	(প্রথম খণ্ড) ...	১॥০
(৫)	সমসাময়িক ভারত ...	(দ্বিতায় খণ্ড) ...	১॥০
(৬)	সমসাময়িক ভারত ...	(তৃতায় খণ্ড) ...	১৸৵০
(৭)	সমসাময়িক ভারত ...	(চতুর্থ খণ্ড) ...	৩॥০
(৮)	সমসাময়িক ভারত ...	(অষ্টম খণ্ড) ...	৩৲
(৯)	সমসাময়িক ভারত ...	(একাদশ খণ্ড) ...	৩৲
(১০)	সমসাময়িক ভারত ...	(ঊনবিংশ খণ্ড) ...	৩৲
(১১)	সমসাময়িক ভারত ...	(একবিংশ খণ্ড) ...	৪৲
(১২)	সাহিত্য পঞ্জিকা ...	প্রথম বৎসর ...	১।০
(১৩)	থাট্টা—গল্পের বই (যন্ত্রস্থ)		

শ্রীনলিনাক্ষ রায়।

মোরাদপুর (পাটনা)

(সমসাময়িক ভারত—একবিংশখণ্ড)

ইউরোপীয়ান্ পর্য্যটক

(তৃতীয় খণ্ড)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

প্রকাশক

শ্রীনলিনাক্ষ রায়

"সমসাময়িক ভারত" কার্য্যালয়,

মোরাদপুর (পাটনা)

১৩২৪

প্রকাশক—শ্রীনলিনাক্ষ রায়

"সমসামযিক ভারত" কার্য্যালয়, মোরাদপুর (পাটনা)

এজেণ্ট—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্—

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিলাতের এজেণ্ট—বি. এইচ্. ব্লাকওয়েল—

৫০, ৫১, ব্রডষ্ট্রীট, অক্সফোর্ড।

কলিকাতা—১০ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,

মহেশ প্রেসে

শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

টাইটেল ও Introduction—২২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কাত্তিক প্রেসে মুদ্রিত।

সূচী

বার্নিয়ার

অতিরিক্ত পাদটীকা

অতিরিক্ত পাদটীকা

চিত্রসূচী

"একজন সমসাময়িক সাক্ষীর বিরুদ্ধে হাজার জন পরবর্ত্তীযুগের নকল নবিশ খাড়া হইলেও ঘটনা সম্বন্ধে তাহাদের সাক্ষ্যের কোন মূল্য নাই; তাহাদের কথা সমালোচনা হইতে পারে, ইতিহাসের মূল উপাদান নহে।"

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়

(অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন)

শ্রীশঃ

পরহিতব্রতরত

জনপ্রিয়

সাহিত্যানুরাগী

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা কমলেশ্বরী সিংহ বাহাদুরকে

ভক্তি ও শ্রদ্ধার ক্ষুদ্র নিদর্শনস্বরূপ

এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইল।

নিবেদন

'সমসাময়িক ভারত' গ্রন্থাবলীর চতুর্থ কল্প ইউরোপীয়ান্ পর্য্যটকের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। সর্ব্বশুদ্ধ আট খণ্ড পাঠকসমীপে উপস্থিত করিতে সমর্থ হইলাম। আট বৎসরাধিককাল পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড যন্ত্রস্থ হইয়াছিল—এই সুদীর্ঘ সময়ে আমার আরব্ধ কার্য্যের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ সম্পন্ন হইল। জানিনা ব্যাধি-প্রপীড়িত, শোকগ্রস্ত দেহে কোন্‌দিন আমার ব্রত উদ্‌যাপন হইবে।

বার্নিয়ার সুবৃহৎ গ্রন্থ। অনেকস্থল দুর্ব্বোধ্য। আমার অক্ষমতা নিবন্ধন ভ্রমের সহিত মুদ্রাযন্ত্রের দোষে অনেক ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে। সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াও এই সকল অসম্পূর্ণতা নিরাকরণ করিতে পারি নাই।

যে সকল মহোদয় আমাকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিতেছেন তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

যে পুণ্যভূমির আশ্রয়ে আসিয়া ও যাঁহাদিগের অযাচিত করুণা, অনুগ্রহ ও স্নেহলাভে নিজেকে ধন্য বিবেচিত মনে করিতেছি, অশেষ-গুণভাজন শ্রদ্ধেয় মান্যবর কুমার শিবনন্দন প্রসাদ সিংহ তাঁহাদিগেরই অন্যতম। তাঁহারই পূজনীয় পিতৃদেব, দানব্রত সাহিত্যানুরাগী শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা কমলেশ্বরী সিংহ বাহাদুর এইখণ্ড তাঁহার সুপ্রতিষ্ঠিত নামের সহিত সংযোগ করিতে দিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার এরূপ অনুগ্রহ কিছুতেই ভুলিবার নহে।

পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্., এ, সি. আই. ই মহোদয় এই খণ্ডের ভূমিকা লিখিয়া গ্রন্থের মূল্যবৃদ্ধি করিয়াছেন। কোন কারণে ভূমিকা ইংরাজীতে লিখিত হইয়াছে—বঙ্গানুবাদও প্রদত্ত হইল। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের মূলাধারকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন আমার অক্ষম লেখনীর অসাধ্য। শ্রীযুক্ত অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয়ের ইংরাজী আওরংজেব গ্রন্থ হইতে যে সাহায্য পাইয়াছি এবং তিনি মুসলমানী নাম লিখনে যে সহায়তা করিয়াছেন তজ্জন্য ধন্যবাদ দিতেছি।

শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি. এ মহাশয় পূর্ব্বাপর প্রুফ সংশোধনে ও শ্রীমান্ বিনয়ভূষণ মজুমদার এম্. এ নির্ঘণ্ট প্রণয়নে যে সাহায্য করিয়াছেন তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ থাকিলাম।

গ্রন্থের ভ্রমপ্রমাদ অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও, মহাকবির কথায় বলি

"দুর্ব্বল মোরা কত ভুল করি,
অপূর্ণ সব কাজ !
নেহারি আপন ক্ষুদ্র ক্ষমতা
আপনি যে পাই লাজ।
তা বলে' যা পারি তাও করিব না ?
নিষ্ফল হব ভেবে ?"

পাটলিপুত্র

আশ্বিন, ১৩২৪

INTRODUCTION

(By Mahamahopadhaya Pandit
HARAPRASAD SASTRI, M. A., C. I. E.)

It was in the seventies of the last century while still at College that I read Bernier's Travels and I still feel the delight with which I read it. Accustomed as I was to chronological narratives that go by the name of history, Bernier's Travels appeared to me more as a novel than history. The vivacity of the French author was perceptible in every line of the work, though I read it in English translation. Bernier's Travels cover the same period of the history of India as Macaulay's work covers that of the history of England. Both the works were written in a charmingly attractive style ; but Bernier was an eye-witness and he could impart his own genuine feeling into his writings, while Macaulay simply echoes the feelings of Pepys whose Diary he extensively uses as his materials but the attraction of both the works is almost the same. Both read as novel and the reader is swayed by a variety of feelings and sentiments as he goes on. The memory of the delight which I felt in reading Bernier still lingers in my mind and therefore I cordialy welcome a Bengalee edition of it by a young and enthusi-

astic Bengalee scholar like Mr. Jogindranath Śamaddar. It will afford my countrymen both entertainment and useful information of which they stand in great need. And Mr. Samaddar has laid the Bengalee reading public under obligation by this translation. His Bengalee is simple and elegant but often disfigured with Sanskritised expressions. He has enlivened the work with a few notes, and the selection of illustrations is all that can be desired.

The talented author has requested me to write a preface. I take it it is simply a token of the esteem in which he holds me. And I do not much understand the utility of my preface to a work which is regarded as a classical work all over the world.

A study of the history of the Moghul empire is of vital importance to all Indians with any pretensions to learning and scholarship, but the histories come mostly from Mahomedan sources and therefore, one-sided, as the lion painting himself. There may be sources of information available to one author which are not available to others. One author might have had greater opportunities of personally observing the movements of great personages and of great events than his rivals. But it is all the same—Mahomedans writing the history of Mahomedans. The court-historians were bound to be a bit flattering. To a very great extent the Mahomedan historians either ignore

altogether or slightly mention great movements in Hindu society during the period covered by their histories. They also either ignore or neglect the doings of foreigners. It is therefore a matter of congratulation that a French author, a contemporary and eyewitness should be more widely known in India. Bernier is really an invaluable store-house of information for checking Mahomedan historians. But there are other sources also available which should be more largely availed of. These are the *Khyats* of Rajputana written as a rule by contemporaries in position to know what was going on around them: The *Bardic* chronicles written by *Charons* who were courtiers and companions of the princes of whom they write: The state papers which in some of the states have been scrupulously preserved; *Futkor dohas* or stray verses which are in every body's mouth in Rajputana and the occasions in which they are uttered are well-known: The *Bokhers* or histories written by Maharattas: The *Pourahs* or long ballads written by professional poets called *Gandhalis* celebrating heroic deeds of Maharatta military men, *Katas* or war-songs: The Hindi literature all over India, many works of which are purely historical, and from which much valuable historical information might be picked up, are more or less known. But the information imbedded in the Sanskrit literature of the period is absolutely unknown. The seventeenth century was a century of

great activty among Pandits all over India. This activity is barren of originality, but it tried to explain, modify, modernise and codify all branches of knowledge in which the Hindus were interested. And the centre of this activity was Benares and Nawadip. The two Hindu codes, *Bhagawant Vaskar* from which emanated the Mayukhas and Koustava were both written at this period, and these are the principal authorites relied on in matters of law & ritual all over what once constituted the Moghul empire. The best commentary of *Amarkosh* was written at this period. That inimitable little tract of logic, *Bhashaparichad,* with an exigecies by the Bengalee author himself and its commentary by a Maharatta Pundit—all of which are still studied throughout the length and breadth of India were composed of at this time. The Maharatta recast of Panini entitled *Sidhanta Koumudi* with most of its commentaries and subcommentaries and treatises based on it which have driven all other grammars into a corner were written in the seventeenth century. Arabic system of astronomy and astrology were during this century fully incorporated in the Sanskrit system by scholars who were proficient in both. This was the great period in which the numerous sectaries which threatened to slip off from the Hindu society and to weaken it vitally, were by the influence of deeply read Pundits re-incorporated in it. This was also the period when Hindu monks especially

of the Sankar sect tried to extend the sphere of their influence by writing learned treatises and by the establishment of big monasteries. Students in hundreds and thousands well-versed in sanskrit lore and trained by master minds issued from Benares and Nadia and established themselves in the Eastern parts of the empire where Hindus were the predominant population and aryanised many of the local customs and gave the sanction of Sastras to much that was not regarded as orthodox. The influence of these was felt even by Musalmans who adopted some Hindu customs, giving some to the Hindus in return. The wild tracts in Central India also throbbed with Hindu life. And great centres of Hindu influence were established in them. The abolition of pilgrim tax from the *Tirthas* was an encouragement to constant temporary migrations of Hindus to distant parts of India and a constant source of enlightenment. These and other sources of information are to be ransacked, studied, systematised, digested and then incorporated in the history of the Moghul period, if a complete history of Indian life under that empire is to be written. And the spirit in which the subject is to be approached should be that of the seeker

truth imbued with patriotism and absolutely without any bias either in favour of religion, nationality, language or culture, with the single-minded devotion to know one's one country in all its bearings. The translation of Bernier's travels is a source of

this all-sided history. But it should not be the only source. And Mr. Samaddar should not rest content with revealing this source alone to his countrymen.

26, Pataldanga Street,
Calcutta, Septr. 18, 1917 } HARAPRASAD SHASTRI.

ইংরাজী ভূমিকার মর্ম্মানুবাদ

গত শতাব্দীর শেষ সপ্তদশকে, কলেজে থাকা অবস্থায় আমি বার্নিয়ারের ভ্রমণ-কাহিনী পাঠ করি এবং ইহা অধ্যয়নকালে যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম, তাহা এখনও আমার অনুভব হয়। ইতিহাস নামধেয় যে সকল ধারাবাহিক বৃত্তান্ত আমি পাঠ করিতাম, তাহাদের নিকট, আমার পক্ষে বার্নিয়ার ইতিহাস অপেক্ষা উপন্যাস বলিয়াই বোধ হইত। এই ভ্রমণ-কাহিনীর ইংরাজী অনুবাদ পড়িলেও, এই ফরাসী-গ্রন্থকারের সজীবতা তাঁহার গ্রন্থের প্রত্যেক পংক্তিতে পরিদৃশ্যমান হইত। মেকলের ইংলণ্ডের ইতিহাস যে সময়ের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছে, বার্নিয়ারের পুস্তকও ভারতবর্ষের ইতিহাসের সেই সময়েরই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছে। উভয় গ্রন্থই মনোরম চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখিত; কিন্তু বার্নিয়ার বর্ণিত ঘটনানিচয় তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং এইজন্য তাঁহার লেখায় তাঁহার যথার্থ ভাব প্রকটিত হইয়াছে; পক্ষান্তরে, মেকলে পেপিসের দৈনন্দিন লিপি (Pepys Diary) যথেচ্ছা ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া, পেপিসেরই ভাবের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন মাত্র। তথাপি উভয় গ্রন্থেরই মনোহরত্ব প্রায় একই প্রকার। পাঠকালে উভয় গ্রন্থই উপন্যাসের ন্যায় মনে হয় এবং পাঠকের মন নানাবিধ ভাব ও রসে আপ্লুত হয়। বার্নিয়ার পাঠে আমি যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম, সেই স্মৃতি এখনও আমার অন্তঃকরণে জাগরূক রহিয়াছে এবং তজ্জন্যই আমি শ্রীমান্ যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের ন্যায় উৎসাহশীল ও অভিজ্ঞ যুবক কর্তৃক সম্পাদিত বার্নিয়ারের অনুবাদ সমাদরে গ্রহণ করিতেছি। আমার দেশবাসিগণ এই গ্রন্থপাঠে একাধারে আনন্দ উপভোগ ও প্রয়োজনীয় বহু জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন। এই অনুবাদ দ্বারা শ্রীমান্ যোগীন্দ্র বঙ্গভাষী ব্যক্তিদিগকে বিশেষ কৃতজ্ঞতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা সরল ও সুন্দর কিন্তু সংস্কৃতমূলক শব্দের ব্যবহার হেতু বিকৃত। তিনি টীকা দ্বারা গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং চিত্র নির্ব্বাচন অভিলাষানুরূপ হইয়াছে।

ধীসম্পন্ন গ্রন্থকার মহাশয় আমাকে এই গ্রন্থের একটী ভূমিকা লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমি মনে করি যে, যে সম্ভ্রমের চক্ষে তিনি আমাকে দেখিয়া থাকেন, ইহা তাহারই চিহ্নমাত্র এবং যে গ্রন্থ পৃথিবীর সর্ব্বত্র একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত, সে গ্রন্থের ভূমিকা লিখিবার সার্থকতাও আমি বুঝিতে পারি না।

যে সকল ভারতবাসী কিঞ্চিন্মাত্রও জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের গৌরব করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে মোগল-সাম্রাজ্যের ইতিহাস অধ্যয়ন করা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু এই সকল ইতিহাস প্রায়ই মুসলমান কর্ত্তৃক লিখিত এবং তজ্জন্য এগুলি একদেশদর্শী। একজন গ্রন্থকারের নিকট যেরূপ এক শ্রেণীর উপাদান সহজলভ্য, অন্যের নিকট ঐগুলি সেরূপ নহে। কোন গ্রন্থকারের পক্ষে কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ যেরূপ সুবিধাজনক ছিল, অন্য একজনের পক্ষে সেরূপ ছিল না। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা সেই একই কথা—মুসলমান কর্ত্তৃক মুসলমানের ইতিহাস লেখা। রাজকীয় ঐতিহাসিকগণ চাটুকার না হইয়া পারিতেন না। অনেক পরিমাণে মুসলমান ঐতিহাসিকগণ ঐ সময়ের হিন্দুসমাজের প্রধান প্রধান ঘটনাসমূহ হয় একেবারে তুচ্ছ করিয়াছেন, অথবা সামান্য ভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা বৈদেশিকগণের কার্য্যাবলী হয় তুচ্ছ না হয় উপেক্ষা করিয়াছেন। এইজন্যই একজন ফরাসী সমসাময়িক ও প্রত্যক্ষদর্শী গ্রন্থকার যে ভারতবর্ষে অধিকতর রূপে পরিচিত হইবেন, ইহা প্রকৃতই গভীর আহ্লাদের বিষয়। মুসলমান ঐতি-হাসিকগণের ভ্রম নিরাকরণের জন্য বার্নিয়ারের পুস্তক অমূল্য তথ্য-ভাণ্ডার। কিন্তু, এই প্রসঙ্গে অন্যান্য উপাদানগুলিও অধিকতররূপে ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক। সেগুলি এই:—রাজপুতনার খিয়াটগুলি—এই সকল সাধারণতঃ, যে সকল সম-সাময়িক ব্যক্তিগণের তৎকালীন ঘটনা জানিবার উপায় ছিল তাঁহাদিগের দ্বারাই লিখিত; সভাসদ্ ও অনুচর চারণগণ তাঁহাদের রাজাদিগের সম্বন্ধে যে সকল কবিতা লিখিয়াছিলেন; রাজ্যসম্বন্ধীয় কাগজ পত্র যাহা বিশেষ যত্নসহকারে রক্ষিত হইতেছে; দোহা—অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত কবিতা যাহা রাজপুতনার সকলেরই মুখে মুখে রহিয়াছে এবং যে উপলক্ষে এই সকল আবৃত্তি হইয়া থাকে তাহাও সকলে অবগত আছেন মহারাষ্ট্রগণ লিখিত বোখার বা ইতিহাস; গান্ধালি নামক

বৃত্তিভুক কবিগণ লিখিত দীর্ঘ গাথা সকল, যাহাতে মহারাষ্ট্র বীরগণের বীরকাহিনী বিবৃত আছে; যুদ্ধ-সঙ্গীত; ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রব্যাপী হিন্দি সাহিত্য যাহার অনেক গ্রন্থ প্রকৃত ইতিহাস এবং যাহার অপরগুলি হইতে মূল্যবান ঐতিহাসিক সংবাদ সংগৃহীত হইতে পারে। এইগুলির অধিকাংশই অল্পাধিক পরিমাণে পরিজ্ঞাত। কিন্তু, তৎকালীন সংস্কৃত সাহিত্যে যে সকল তথ্য নিহিত রহিয়াছে তাহা এতাবৎকাল সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। সপ্তদশ শতাব্দীতে সমগ্র ভারতখণ্ডে পণ্ডিতবৃন্দের মধ্যে বিশেষ কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হইয়াছিল। ইহাতে মৌলিকতা ছিল না বটে কিন্তু যে সকল শাস্ত্রে হিন্দুগণ অনুরক্ত ছিলেন, পণ্ডিতবৃন্দ সেইগুলি ব্যাখ্যা করিতে, রূপান্তরিত করিতে,, আধুনিকভাবে প্রবর্ত্তিত করিতে ও ধারাবাহিকরূপে গ্রথিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আর এই কার্য্যের কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল বারানসী ও নবদ্বীপ। ভগবন্তভাস্কর (যাহা হইতে ময়ুখ উৎপত্তি হইয়াছে) এবং কৌস্তুভ—এই দুইখানি হিন্দু-সংহিতাই এই সময়ে লিখিত হইয়াছিল এবং যে সকল জনপদ তৎকালীন মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূর্ত ছিল, সেই সকল স্থানেই বিধি ও ক্রিয়াপদ্ধতি সম্বন্ধে এই দুইখানি গ্রন্থই প্রধান প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইত। অমরকোষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট টীকা এই সময়েই লিখিত হয়। কোনও বঙ্গদেশীয় গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সভাষ্য অননুকরণীয় ভাষাপরিচ্ছেদ নামক ক্ষুদ্র একখানি ন্যায়গ্রন্থ ও মহারাষ্ট্র দেশীয় কোনও পণ্ডিত কর্ত্তৃক ইহার টীকা (যাহা বর্ত্তমানেও ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পঠিত হয়) এই সময়েই রচিত হয়। মহারাষ্ট্রগণ কর্ত্তৃক সপ্তদশ শতাব্দীতেই পাণিনী হইতে সিদ্ধান্ত কৌমুদী ও তাহার টীকাটিপ্পনী (যাহা অন্যান্য ব্যাকরণকে দূরীভূত করিয়াছে) রচিত হইয়াছিল। আরবী ও সংস্কৃত উভয় ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক আরবীয় খগোলবিজ্ঞান ও ফলিত জ্যোতিষ সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃতে সম্মিলিত হইয়াছিল। এই মহাসময়েই যেসকল বিভিন্ন মতাবলম্বী হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ ও সঙ্গে সঙ্গে সমাজের জীবনীশক্তি খর্ব্ব করিতে প্রচেষ্ট হইয়াছিল, তাহারাই প্রগাঢ় বিদ্বান পণ্ডিতবৃন্দের প্রভাবে পুনর্ব্বার হিন্দুসমাজের অন্তর্ভূত হইয়াছিল। ঠিক এই সময়েই শঙ্করাশ্রমী ও অন্যান্য সন্ন্যাসীগণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থাদি লিখিয়া ও সুবৃহৎ মঠ স্থাপন করিয়া নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত-শাস্ত্রাভিজ্ঞ ও সুপণ্ডিত দ্বারা শিক্ষিত শত সহস্র শিক্ষার্থী

বারাণসী ও নবদ্বীপ হইতে হিন্দু অধিবাসীর প্রাধান্যপূর্ণ সাম্রাজ্যের পূর্ব্বাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্থানীয় আচরণসমূহকে প্রণালীবদ্ধ করিয়া ও যাহা অধর্ম্মানুমোদিত ছিল তাহাকে শাস্ত্রানুমোদিত করিয়াছিলেন। এই সকলের প্রভাব মুসলমানগণের উপরেও বিস্তৃত হইয়াছিল এবং ইহারই ফলে মুসলমানগণ হিন্দুদের কতকগুলি আচরণ আদান ও নিজেদেরও কিছু কিছু হিন্দুদিগকে প্রদান করিয়াছিল। মধ্য-ভারতের বন্যভূমিতেও হিন্দুজীবনের বিকাশ এবং হিন্দুসভ্যতার মহা কেন্দ্রসমূহ স্থাপিত হইয়াছিল। তীর্থে যাত্রীগণের নিকট হইতে কর গ্রহণ প্রথা বিলুপ্ত হওয়ায়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে সদা সর্ব্বদা গতায়াতের ও সর্ব্বদা জ্ঞানলাভের পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। মোগল-সাম্রাজ্যের অধীনস্থ ভারতীয় জীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস প্রণয়ন করিতে হইলে এই সকল এবং অন্যান্য উপাদান সংগৃহীত, পঠিত, প্রণালীবদ্ধ এবং সুবিন্যস্ত করিতে হইবে। স্বদেশের সকল তথ্য জানিবার জন্য স্বদেশ ভক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রকৃত সত্যানুসন্ধানকারীর ন্যায় নিজ ধর্ম্ম, জাতীয়তা, সভ্যতা বা ভাষার প্রতি অনাসক্ত হইয়া এক মনে পরিচালিত হইতে হইবে। বার্নিয়ারের অনুবাদ এইরূপ সর্ব্বদিকস্পর্শী ইতিহাসের একটী উপাদান মাত্র। কিন্তু ইহাই একমাত্র উপাদান যেন না হয়। এবং শ্রীমান্ যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার কেবল এই একটী উপাদান স্বদেশবাসীর নিকট প্রকাশ করিয়াই যেন ক্ষান্ত না থাকেন। *

কলিকাতা
১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৭।

---

* শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অমরেশ্বর ঠাকুর এম্, এ, কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

তাজমহল

বার্ণিয়ার

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুগল-রাজ্যে বিদ্রোহের ইতিহাস।

পৃথিবীর সকল দেশ দর্শন করিবার ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া এবং যে ইচ্ছাবশেই আমি পালেষ্টাইন ও মিশরে গমন করিয়া ছিলাম, সেই ইচ্ছাই আমাকে আমার পর্য্যটন বিস্তৃতি করিবার জন্য প্রণোদিত করিয়াছিল এবং তদনুযায়ীই আমি লোহিতসাগরের এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্ব পরিদর্শন করিবার বাসনা করি। এই কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া আমি যে গ্রাণ্ড কাইরোতে (১) এক বৎসরের অধিককাল বাস করিয়া-ছিলাম উহা পরিত্যাগ করিয়া ও সার্থবাহগণ যেভাবে পথ পর্য্যটন করেন, সেইরূপ ভাবে অগ্রসর হইয়া দ্বাবিংশ দিবসে সুয়েজ নগরে উপনীত হইলাম। এই স্থানে আমি একখানি ক্ষুদ্র জাহাজে করিয়া ও উপকূল সন্নিকটে রাখিয়া সপ্তদশ দিবসে গিড্ডা বন্দরে উপস্থিত হইলাম। গিড্ডা মক্কা হইতে অর্দ্ধ দিবসের পথ। আমার আশার প্রতিকূলে

(১) নীলনদ তীরে অবস্থিত মিশরের রাজধানী।

ও লোহিতসাগরের বেগ্ (২) আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন তাহা তিনি ভঙ্গ করাতে, আমি মহম্মদের এই কথিত পবিত্র ভূমিতে অবতরণ করিতে বাধ্য হইলাম। ইতিপূর্ব্বে এই স্থানে আর কোন স্বাধীন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী পদস্থাপন করিতে সাহসী হন নাই। প্রায় পাঁচ সপ্তাহ নিগ্রহ ভোগ করিয়া, আমি একটী ক্ষুদ্র তরীতে আরোহণ করিলাম। ইহা আরেবিয়া ফেলিক্সের উপকূলভাগ হইয়া অগ্রসর হওতঃ পঞ্চদশ দিবসে আমাকে বাবেল্‌মণ্ডব প্রণালীর নিকটবর্ত্তী মোকায় আনয়ন করিল। এক্ষণে আমার ইথিওপিয়া রাজ্য বা হাবেকের (৩) রাজধানী গোণ্ডারের (৪) পথে মাসোয়া দ্বীপ ও আর্কিকো গমন করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল; কিন্তু, আমি অবগত হইলাম যে, যতদিন হইতে রাজ-মাতার চক্রান্তে, বসোরা হইতে আনীত জিস্যুইট ধর্ম্মযাজককে (৫) ও পর্ত্তুগীজগণকে সংহার বা নিষ্কাশিত করা হইয়াছিল, ততদিন হইতে ঐ রাজ্য ক্যাথলিকগণের পক্ষে নিরাপদ ছিল না। এবং, প্রকৃতপক্ষে একজন হতভাগ্য ক্যাপুচিন (৬) সম্প্রতি ঐ রাজ্যে প্রবেশ করিবার

---

(২) বে—Bey (Beig—বার্নিয়ার)। কর্ম্মচারী বিশেষ। মক্কাগামী তীর্থযাত্রিগণের কতকাংশের ভার ইহারই উপর ন্যস্ত থাকিত।

(৩) আরাবীক "হাবাস"—আবিসিনিয়ার অন্যতম নাম হইতে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের নিগ্রোমাত্রেই "হাবসি" নামে অভিহিত হয়।

(৪) গোণ্ডার বা গুয়েণ্ডার (Guendar)—আবিসিনিয়া রাজ্যের পূর্ব্বতম রাজধানী। ভারতবর্ষের সহিত এই স্থানের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। এই স্থানের দুর্গনির্ম্মাণে ভারতীয় স্থপতি নিযুক্ত হইয়াছিল।

(৫) "Jesuit Patriarch"—জিস্যুইটদিগের প্রধান ধর্ম্মযাজক।

(৬) "Capuchin"—এক জাতীয় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ধর্ম্মযাজক। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে ম্যাথু ডি বাসী কর্তৃক এই সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানেও অষ্ট্রিয়া ও সুইজারলাণ্ডে কয়েক সহস্র ক্যাপুচিন দৃষ্ট হয়।

প্রয়াসে সুয়াকেনে (৭) নিহত হইয়াছেন। বস্তুতঃ, আমার বোধ হইল যে, গ্রীক্ বা আর্ম্মেনিয়ানের ছদ্মবেশ অধিকতর নিরাপদের হেতু হইবে; এবং যখন রাজা বুঝিতে পারিবেন যে, আমি তাঁহার কোন না কোন কার্য্যে আসিব, তখন সম্ভবতঃ তিনি আমাকে ভূমি দান করিবেন এবং আমার সামর্থ্য হইলে ক্রীতদাস ক্রয় করিয়া আমি ঐ ভূমি কর্ষণ করিতে পারিব। পক্ষান্তরে, ঐরূপ করিলে আমি তৎক্ষণাৎ গ্রীক্ চিকিৎসকের ছদ্মবেশ ধারণ করাতে উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হইব এবং ঐ দেশ পরিত্যাগ করিতে কদাচ আশা করিতে পারিব না।

পরবর্ত্তীস্থলে উল্লিখিত কারণ ও এই সকল হেতুর জন্য আমাকে গোওার পরিদর্শনের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে হইল। তজ্জন্য, আমি একটী ভারতীয় তরীতে আরোহণ করতঃ বাবেল্‌মণ্ডব প্রণালী অতিক্রম করিলাম এবং দ্বাবিংশ দিবসে মহাপরাক্রান্ত মুগল সম্রাটের রাজ্য হিন্দুস্থানের অন্তর্গত সুরাটে উপনীত হইলাম। তখন শাহ জাহান বা পৃথিবীপতিই এই রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। এতদ্দেশীয় প্রচলিত পুরাবৃত্তে অবগত হওয়া যায় যে ইনি জাহাঙ্গীর বা পৃথিবী-বিজেতার পুত্র এবং মহাপরাক্রমশালী আকবরের পৌত্র। সুতরাং, আকবরের পিতা হুমায়ুন বা সৌভাগ্যবানের পূর্ব্বপুরুষবৃত্তান্ত আলোচনা করিলে দৃষ্ট হয় যে, এই নরপতি "তাইমুরলংগ" (৮) বা খঞ্জপ্রভু বা "রাজপুত্র" হইতে দশম স্থান অধিকার করেন। এই "তাইমুরলংগকে"ই আমরা সাধারণতঃ (যদিও ভ্রমবশতঃ) "টামেরলেন" বলিয়া থাকি। দেশ-বিজয়ের জন্য সুপরিচিত এই "টামেরলেন," তাঁহার একটী আত্মীয়াকে বিবাহ করেন (৯)। এই

---

(৭) লোহিত সাগরের অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ বন্দর।

(৮) তাইমুর লঙ্গ।

(৯) তাইমুর লঙ্গ বল্কের শাসনকর্ত্তা আমির হোসেনের ভগ্নীকে বিবাহ করেন।

কন্যাটী গ্রেট্ টার্টারী দেশবাসী মুগলাধিপতির একমাত্র সন্তান ছিলেন। এই মুগল নামটী এক্ষণে ভারতীয়দের দেশে হিন্দুস্থানের শাসনকর্ত্তাদিগের প্রতিই ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু, ইহা হইতে কেহ যেন এরূপ অনুমান না করেন যে, বিশ্বাস ও আভিজাত্য-বিষয়ক পদগুলি কেবল এই মুগল-বংশসম্ভূত ব্যক্তিগণই ভোগ করেন; অথবা সৈন্য মধ্যে কেবল ইঁহাদেরই প্রবেশাধিকার আছে। এই সকল পদগুলি তাঁহারা ও বৈদেশিকগণ নিরপেক্ষভাবেই ভোগ করেন। অধিকাংশ পদগুলি পারসীক্, কতক আরব্ ও কতক তুর্কীগণ ভোগ করেন। শুভ্রবদন ও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হইলেই মুগল বলিয়া বিবেচিত হওয়া যায়; এই মুগল হইতে ইউরোপের খৃষ্টীয়ান ও তাম্রবর্ণীয় হিন্দুকে পৃথক করা হয়। পূর্ব্বোক্তকে *"ফেরিঙ্গি" (১০) এবং শেষোক্তকে "জেণ্টাইল" (১১) বলা হয়।*

এই স্থানে উপনীত হইয়া আমি আরও অবগত হইলাম যে, এই পৃথিবী-পতি শাহ জাহানের বয়ঃক্রম সত্তর বৎসর এবং ইঁহার চারিটী পুত্র ও দুইটী কন্যা (১২) আছেন; কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার চারিটী পুত্রকে তাঁহার চারিটী সুবৃহৎ প্রদেশ বা রাজ্যের প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করিয়াছেন; এবং গত দ্বাদশ মাস তিনি একরূপ ব্যাধিতে পীড়িত আছেন, যাহাতে আশঙ্কা করা হইতেছে যে, তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। পিতার এইরূপ অবস্থা দর্শনে পুত্রগণ দুরাকাঙ্ক্ষাপ্রণোদিত হইয়া প্রত্যেকেই রাজসিংহাসন অধিকারে ইচ্ছুক হইয়াছেন এবং তাহারই ফলে প্রায় পঞ্চ বৎসরব্যাপী যুদ্ধ চলিয়াছে।

---

(১০) ইউরোপীয় ফ্রাঙ্ক হইতে পারসীক ফারাঙ্গী।

(১১) পর্ত্তুগীজ "জেন্সিও" (Gentio)—অধার্ম্মিক।

(১২) শাহ জাহানের চারিটী কন্যা ছিল—বার্নিয়ার মাত্র দুইটীর উল্লেখ করিয়াছেন।

এই যুদ্ধের (যাহার অনেকগুলি গুরুতর ঘটনা আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি) বর্ণনা করিতে আমি প্রয়াস পাইব। অষ্টবর্ষকাল আমি দরবারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ ছিলাম; কারণ, দস্যুগণের হস্তে নিপতিত ও সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হওয়ায় ও প্রায় সাত সপ্তাহকাল সুরাট হইতে মুগলদিগের প্রধান নগর—দিল্লী ও আগ্রা পর্য্যন্ত পথ ভ্রমণকালে প্রচুর ব্যয় হওয়ায়, আমি মহাপরাক্রান্ত মুগল সম্রাটের অধীনে বেতন গ্রহণ করিয়া চিকিৎসকরূপে চাকুরী গ্রহণ করিতে প্রোৎসাহিত হইয়াছিলাম; এবং, কিয়দ্দিবস পরেই সৌভাগ্যবশতঃ, আমি এসিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষিত, অশ্বারোহী সৈন্যের ভূতপূর্ব্ব প্রধান নেতা ও বর্ত্তমানে দরবারের সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত যশস্বী ওমরাহ (১৩) দানেশখাঁর (১৪) অধীনে একটী চাকুরী লাভে সক্ষম হইয়াছিলাম।

মুগল সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা বা দরিয়াস; দ্বিতীয় সুলতান শুজা বা "সাহসী রাজপুত্র"; তৃতীয় আওরংজেব বা "রাজসিংহাসনের অলঙ্কার"; চতুর্থ বা কনিষ্ঠ মুরাদবখ্‌শ বা মনোবাঞ্ছাপূর্ণকারী। কন্যাদ্বয়ের মধ্যে প্রধানটী বেগম সাহেবা বা প্রধানা কন্যা; (অর্থাৎ জাহানারা বা পৃথিবীর অলঙ্কার)। এবং, দ্বিতীয়টী রৌশন-আরা (আলোকমণ্ডিত) বেগম।

এতদ্দেশে রাজবংশীয়দের এই প্রকার নামকরণের প্রথা রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ শাহ জাহানের পত্নীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইনি ইঁহার রূপের জন্য সুপ্রসিদ্ধা ছিলেন এবং ইঁহার সমাধি (যাহা মিশরের

---

(১৩) আরবী আমীর শব্দের বহুবচন ওমরা।

(১৪) মহম্মদ সাফী নামক পারসীক বণিক্। আন্দাজ ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে ইনি সুরাটে আগমন করিলে শাহ জাহান ইঁহাকে আহ্বান করেন এবং বক্সীর পদে নিযুক্ত করিয়া দানিসমন্দ খাঁ উপাধি প্রদান করেন। আওরংজেবের রাজত্বকালে ইনি শাজাহানাবাদের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। এই স্থানেই ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।

অসম্বদ্ধাকারের প্রস্তরস্তূপাপেক্ষা) পৃথিবীর আশ্চর্য্যের মধ্যে পরিগণিত হওয়া আবশ্যক। ইনি তাজমহল বা ".অন্তঃপুর-চূড়ামণি" নামে অভিহিতা হইতেন। জাহাঙ্গীরের পত্নী, (যিনি স্বামীর মত্ততা ও ব্যসন-কালে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন), প্রথমে নুরমহাল বা "অন্তঃপুরের আলো" এবং পরে নুরজাহান বেগম বা "পৃথিবীজ্যোতিঃ" বলিয়া আখ্যাতা হইয়াছিলেন।

ইউরোপে যেরূপ রাজ্য বা প্রদেশানুযায়ী মহৎ ব্যক্তিগণের নামকরণ হয়, এতদ্দেশে সেরূপ না হইবার কারণ এই ; সাম্রাজ্যের সকল ভূমি সম্রাটেরই অধিকার-ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় এখানে 'আর্ল্‌ডম,' 'মার্কুইসেট,' বা 'ডাচি' হইতে পারে না। ভূমি বা অর্থ রাজাই প্রদান করিয়া থাকেন এবং ইচ্ছানুসারে উহাই দান, বৃদ্ধি, হ্রাস বা পুনর্গ্রহণ করিয়া থাকেন।

সুতরাং ইহা আশ্চর্য্যজনক বোধ হইবে না যে, এমনকি ওমরাহগণও এই প্রকার উপাধিভূষিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একজন আন্দেজ খাঁন, একজন সফ্—শিকন্-খাঁ, তৃতীয় বর্ক—অবন্দেজ-খাঁ এবং অন্যান্য কেহ দিয়ানৎ-খাঁ, কেহ দানিশমন্দ খাঁ, অথবা ফাজিল খাঁ উপাধিতে পরিচিত হইয়া থাকেন। উপর্য্যুক্ত উপাধিগুলির অর্থ—রা'দ্ আন্দাজ খাঁ, ও বর্ক-আন্দাজ খাঁ = বজ্রের ন্যায় দ্রুত আক্রমণকারী বীর। সফ্-শিকন্ খাঁ = শত্রুব্যূহভেদী বীর। দানিশমন্দ = বুদ্ধিমান। দিয়ানৎ = সাধু। ফাজিল = বিদ্বান্ বীর।

দারার (১৫) সদ্গুণের অভাব ছিল না ; তিনি প্রিয়বাদী, ব্যঙ্গোক্তিতে

---

(১৫) বাদশাহ শাহ জাহান বলিতেন "অনেক সময় আমার আশঙ্কা হয় যে, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা সকল সুচরিত্রবান ব্যক্তির শত্রু হইয়াছেন ; মুরাদ মদ্যপানেই

দক্ষ, বিনয়ী এবং অত্যন্ত উদার ছিলেন; কিন্তু, তিনি নিজের দক্ষতা সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্চমত পোষণ করিতেন; তিনি মনে করিতেন যে, তিনি স্বীয় বুদ্ধিমত্তা বলে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারেন এবং পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারেন এরূপ কোন ব্যক্তি নাই এইরূপ মনে করিতেন। যাঁহারা তাঁহাকে পরামর্শদানে সাহসী হইতেন, তিনি তাঁহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন এবং এই কারণেই তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতৃগণের গোপনীয় চক্রান্ত সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত, তাঁহার প্রিয়তম বন্ধুগণও তাঁহাকে নিবেদন করিতে সাহসী হইতেন না। অধিকন্তু, তিনি ক্রোধশীল ছিলেন; ভয় প্রদর্শন করাইতেন; প্রধান প্রধান ওমরাহকেও অপমান ও কুবচন প্রয়োগ করিতেন;

জীবনাতিপাত করিবেন; শুজার পরিতৃপ্তি ব্যতীত অন্য কোন গুণ নাই। কিন্তু, আওরংজেবের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও বুদ্ধিবল দেখিয়া মনে হয় যে, তিনি ভারতবর্ষশাসনের দুরূহ কার্য্য গ্রহণে সক্ষম হইবেন। কিন্তু, তাঁহার শারীরিক ব্যাধি ও দুর্ব্বলতা রহিয়াছে। সুতরাং সম্রাট্ কাহাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিবেন এবং কাহার প্রতিই বা তাঁহার অন্তঃকরণ অনুরক্ত হইবে?" (Anecdotes :—৪০-৪১ পৃষ্ঠা)।

দারার চরিত্র সম্বন্ধে "আওরংজেব" ২৯৬—৩০০ পৃষ্ঠা (প্রথম খণ্ড) দ্রষ্টব্য। "দারার প্রতি শাহ জাহানের অত্যধিক স্নেহের জন্য দারার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। সদাসর্ব্বদাই শাহ জাহান তাঁহাকে নিকটে রাখিতেন এবং কান্দাহারের তৃতীয় অবরোধ ব্যতীত দারার কদাপি কোন অভিযানে বা প্রদেশ-শাসনের অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সুযোগ ঘটে নাই। বিপদ বা দুর্য্যোগকালে মনুষ্যকে পরীক্ষা করিবার সুযোগলাভও হয় নাই এবং তিনি যুদ্ধকার্য্যে-ব্রতী সৈন্যগণ হইতে দূর হইয়া পড়িয়া ছিলেন। এই জন্যই তিনি "যোগ্যের জয়ে" জয়ী হইতে পারেন নাই। পিতার প্রসাদভোগে ব্রতী থাকিয়া ও সকলের তোষামোদের পাত্র হইয়া তিনি অনেক প্রকার দোষের আকর হইয়াছিলেন। আওরংজেব পরবর্ত্তিকালে দারাকে অহঙ্কারী, অভিজনগণের প্রতি ঔদ্ধত্যকারী এবং ব্যবহারে ও বাক্যে সংযমহীন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার শত্রুর সাক্ষ্যে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যয়স্থাপন না করিয়া আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারি যে, তাঁহার

কিন্তু, তাঁহার ক্রোধ ক্ষণস্থায়ী ছিল। মুসলমান হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ঐ ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠানে যোগদান করিতেন; কিন্তু, যদিও এইভাবে প্রকাশ্যে তিনি ঐ ধর্ম্মানুচরণ করিতেন, তথাপি গোপনে হিন্দুগণের নিকট হিন্দু ও খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকট তিনি খৃষ্টিয়ান ছিলেন। সদাসর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে কয়েকজন পণ্ডিত বা হিন্দুদিগের আচার্য্য থাকিতেন; তিনি ইঁহাদিগকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিতেন; এবং, ইহা হইতে বোধগম্য হয় যে ইঁহাদের নিকট হইতে তিনি স্বধর্ম্মানমুমোদিত মত গ্রহণ করিতেন। হিন্দুদের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে যখন আমি আলোচনা করিব, তখন আমি কয়েকটী মন্তব্য প্রকাশ করিব। অধিকন্তু, কিয়দ্দিবস হইতে তিনি পূজনীয় ফাদার বুজী (১৬) নামক জিসুইট ধর্ম্ম

অপরিমিত ঐশ্বর্য্য এবং ক্ষমতার জন্য তিনি সংযম, দূরদর্শিতা প্রভৃতি শিক্ষা লাভের অবসর প্রাপ্ত হন নাই; পক্ষান্তরে, সকলে তাঁহাকে যেরূপ গর্হিতভাবে তোষামোদ করিত তাহাতে নিশ্চয়ই তাঁহার স্বাভাবিক অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কান্দাহার অবরোধের বর্ণনায় আমরা তাঁহাকে অনুপযুক্ত, দাম্ভিক, আত্মশ্লাঘায় একপ্রকার উন্মত্ত এবং কার্য্যকালে বালকের ন্যায় দেখিতে পাই। সাম্রাজ্য সংক্রান্ত বিবাদে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, বহুবর্ষব্যাপী অর্থ ও ক্ষমতাভোগ সত্বেও তাঁহার অনুরক্ত অনুচরের অভাব ছিল। .... দারা অনুরক্ত স্বামী, স্নেহময় পিতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র ছিলেন; কিন্তু, মনুষ্যশাসনে তিনি একেবারেই অপারগ ছিলেন।" (History of Aurangzib. Vol. I. Pp. 300 ff.)

কাট্রু তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন "ক্ষমতা প্রাপ্তির পর হইতেই দারা অহঙ্কারী হইয়াছিলেন। কেবল কয়েকজন ইউরোপীয়ানই তাঁহার বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন। জিসুইটগণকে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাস করিতেন। জিসুইটগণের পরামর্শ অবলম্বন করিলে দারার সিংহাসন প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্থানে খৃষ্টধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইত।" (History of the Mogul Dynasty in India).

(১৬) "Buzze" (বার্নিয়ার) বা "Busee" (কাট্রু)। পূর্ব্বোক্ত পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

সানুচর দারাশুকো

প্রচারকের উপদেশ গ্রহণ ও তদনুযায়ী আচার অবলম্বনও করিতেছিলেন। কতকগুলি লোক বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে দারা কোন ধর্ম্মাবলম্বীই ছিলেন না এবং কৌতূহল ও আমোদের বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি এইরূপ আচার অবলম্বন করিতেন; অপর পক্ষ বলেন যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন মানসেই তিনি কোন সময়ে হিন্দু হইতেন এবং কোন সময়ে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইতেন—উদ্দেশ্য, গোলন্দাজী সৈন্যমধ্যে অনেক খৃষ্টান থাকাতে তাহা-দিগের প্রিয় হইবেন এবং হিন্দুরাজগণের প্রীতি লাভ করিবার জন্য, ও আবশ্যকানুযায়ী এই সকল ব্যক্তির সাহায্য লাভের জন্য তিনি ইহাদের সহিত সখিতাবলম্বনে আবদ্ধ থাকিতেন। কিন্তু, দারার এইরূপ আচরণে কোনরকমে তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি হয় নাই; পক্ষান্তরে, পরে দৃষ্ট হইবে যে, আওরংজেব তাঁহাকে হত্যা করিবার কারণ স্বরূপে নির্দ্দেশ করেন যে, দারা কাফির বা পৌত্তলিক হইয়াছিলেন (১৭)।

সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান শুজার অনেকগুলি লক্ষণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারার ন্যায় ছিল; কিন্তু, তিনি অধিকতর বিচক্ষণ ও অধিকতর

---

(১৭) অদ্বৈতবাদ সংক্রান্ত পুস্তকপাঠে দারার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি ইহুদী ও খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের ও সুফীদের ধর্ম্মপুস্তক ও বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি উপনিষদ পারসী ভাষায় ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সমন্বয়ে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। আওরংজেব যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন তাহাতে দারার বিরুদ্ধে মুসলমান ধর্ম্ম অস্বীকার করার কথা উল্লেখ করেন নাই। ব্রাহ্মণ, যোগী এবং সন্ন্যাসীর সহিত ঘনিষ্ঠতা, 'প্রভু' শব্দ অঙ্কিত অঙ্গুরী পরিধান, রমজানের সময় উপবাস হইতে বিরত থাকা এই সকল অপবাদ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। (History of Aurangzib Vol. I. P 298.) দারা মুসলমান ধর্ম্মের মূল তত্ত্বসমূহের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করেন নাই; তবে, হিন্দু দর্শনশাস্ত্র লইয়া নাড়াচাড়া করায় তিনি গোঁড়া মুসলমানগণের বন্ধুত্ব হারাইয়াছিলেন (Ibid. Vol. I. P 299.) চারি ভ্রাতার চরিত্র মেনুসী কি ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা ঐ খণ্ডে বর্ণিত হইবে।

সঙ্কল্পনিষ্ঠ ছিলেন এবং দারা অপেক্ষা সচ্চরিত্র ও প্রিয়বাদী ছিলেন। চক্রান্ত করিতে তিনি অধিকতর সুদক্ষ ছিলেন এবং গোপনে অর্থদান করিয়া ওমরাহগণের বিশেষতঃ জয়সিংহ (১৮) প্রভৃতি মহাপরাক্রান্ত রাজগণের বন্ধুত্বলাভে সক্ষম হইয়াছিলেন। তথাপি তিনি ব্যসনের দাস ছিলেন; এবং একবার বহুস্ত্রীগণ পরিবৃত হইলে তিনি দিবারাত্র নৃত্যগীত ও মদ্যপানে অতিবাহিত করিতেন। তিনি তাঁহার ক্ষণস্থায়ী ইচ্ছানুযায়ী বয়স্যগণকে মূল্যবান্ বসন প্রদান ও তাহাদের বেতন হ্রাসবৃদ্ধি করিতেন। স্বার্থপর পারিষদগণ তাঁহাকে এরূপভাবে জীবনাতিপাত করিতে বিরত হইতে দিতেন না; তজ্জন্য রাজকার্য্যে অনেকসময় শৈথিল্য দৃষ্ট হইত এবং প্রজাগণের ভালবাসাও অনেকপরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল।

যদিও পিতা এবং ভ্রাতৃগণ তুর্কীদের ধর্ম্মমতাবলম্বী ছিলেন, তথাপি সুলতান শুজা পারসীকদের ধর্ম্মাচরণ করিতেন। মহম্মদীয় ধর্ম্ম নানা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত; এবং, তজ্জন্যই গুলিস্তানের গ্রন্থকার সুপ্রসিদ্ধ শেখ্ সাদি নিম্নোদ্ধৃত দ্বিপদী রচনা করিয়াছিলেন—

"আমি একটী মদ্যপায়ী ফকীর; প্রত্যক্ষে আমার কোন ধর্ম্ম নাই;
আমি বাহাত্তরটী সম্প্রদায়েই পরিচিত।"

এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে দুইটী প্রধান শাখা আছে—এই দুইটীর শিষ্যগণ একে অপরের প্রতি আমরণ বৈরী। একটী তুর্কীরা আচরণ করে—পারসীকগণ ইহাকে ওসমান সম্প্রদায় বলে; কারণ তুর্কীরা ওসমানকে মহম্মদের প্রকৃত বংশধর বলিয়া গণনা করে। এই মহম্মদই প্রধান ধর্ম্মশিক্ষক এবং একমাত্র ইঁহারই কোরাণ ব্যাখ্যা করিবার ও

---

(১৮) যোধপুরের মহারাজা যশোবন্ত সিংহ। ইনি আওরংজেবের একজন প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে জামরুদ দুর্গে দেহত্যাগ করেন।

বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার অধিকার ছিল। পারসীক নামক অন্য সম্প্রদায়কে তুর্কীগণ শিয়াস্, রাফেজ্জী এবং আলিমর্দ্দান (অর্থাৎ, পারসীকগণ অবিশ্বাসী এবং আলির পক্ষভুক্ত) বলে; কারণ পারসীকগণ বিশ্বাস করে যে, এই মাত্র উল্লিখিত উত্তরাধিকার ও ধর্ম্মশিক্ষা দান কেবল মহম্মদের জামাতা আলি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যখন সুলতান শুজা শেষোক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া নিজেকে প্রকাশ করিলেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই রাজনৈতিক অভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া এইরূপ করিয়াছিলেন; কারণ, পারসীকগণ রাজ্যের প্রধান প্রধান পদ-ভোগ এবং মুগলদরবারে অত্যধিক ক্ষমতা পরিচালন করিতে ছিলেন দেখিয়া, তিনি আবশ্যকানুযায়ী এবম্প্রকারে নিজ স্বার্থসিদ্ধি ও তাহাদের সাহায্যলাভ আশা করিয়াছিলেন।

তৃতীয় ভ্রাতা আওরংজেবে দারাতে যে সৌজন্য ও প্রিয়বাদিত্বের প্রশংসা করা হইত, এই উভয় গুণেরই অভাব দৃষ্ট হইত; কিন্তু, দারাপেক্ষা ইঁহার বিচারশক্তি অধিকতর তীক্ষ্ণ ছিল এবং ইনি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী নির্ব্বাচনেও অধিকতর সুদক্ষ ছিলেন। আওরংজেব বদান্যতাসহকারে, কিন্তু পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া, যাহাদের নিকট উপকার লাভ আবশ্যক, তাহাদিগকেই উপহার প্রদান করিতেন। তিনি অল্পভাষী, ধূর্ত্ত এবং ছলনায় দক্ষ ছিলেন। পিতৃসকাশে এরূপ পিতৃভক্তি দেখাইতেন যাহা তিনি কদাচ অনুভব করেন নাই এবং প্রকাশ্যে সাংসারিক বৈভবের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতেন; অথচ, গোপনে গোপনে ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেন। দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধি পদে নিযুক্ত হইলেও তিনি সাধারণকে এইরূপ বিশ্বাস করাইতে চেষ্টা পাইলেন যে ফকিরী লইতে পারিলে তিনি অধিকতর প্রীত হইতেন; প্রার্থনা বা ধর্ম্মনিষ্ঠাই তাঁহার অন্তরের প্রিয়তম বস্তু এবং রাজকার্য্যের দায়িত্ব এবং ক্লেশ হইতে

দূরে থাকাই অধিকতর বাঞ্ছনীয় ছিল। তথাপি, তিনি জীবনব্যাপী চক্রান্তে ব্যাপৃত ছিলেন, কিন্তু ইহা এরূপ সুচতুরভাবে সম্পাদন করিতেন, যে দরবারে একমাত্র তাঁহার ভ্রাতা দারা ব্যতীত অন্যান্য সকলেই তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেন। শাহ জাহান আওরংজেবের সম্বন্ধে যে উচ্চ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে দারার ঈর্ষা প্রজ্বলিত হইয়াছিল এবং সময় সময় তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতার মধ্যে কেবলমাত্র "নামাজী" বা গোঁড়াই তাঁহার সন্দেহ উদ্রেক করিত (১৯)।

সম্রাটের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ বখ্শ অন্যান্য তিন ভ্রাতাপেক্ষা বিচার-শক্তি ও অভিভাষণে নিকৃষ্ট ছিলেন। কি প্রকারে তিনি সদাসর্ব্বদাই আমোদ

(১৯) পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫ পাদটীকা দ্রষ্টব্য। অধ্যাপক সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন "শাহ্ জাহানের মন্ত্রিবর্গ, এমন্‌কি বাদশাহ স্বয়ং, আওরংজেবকে সর্ব্বাপেক্ষা সুচতুর মনে করিতেন। শাহ জাহানের চারি পুত্রের মধ্যে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকুশল ও দক্ষ ছিলেন। (History Vol. I. P 369) বার্নিয়ার বলিতেছেন যে আওরংজেবের প্রিয়বাদিতা ও সুজনতার অভাব ছিল। বস্তুতঃ পক্ষে তাহা নহে। দারা অনেক অভিজনের প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন ও অনেকের সহিত উদ্ধত ব্যবহার করিতেন। কিন্তু, আওরংজেব সকলের সহিতই সৌহৃদ্য রাখিতেন। (Anecdotes ৩৮ পৃষ্ঠা) শাহ জাহান অনেক সময় দারাকে এ সম্বন্ধে সাবধান হইতে বলিতেন। আওরংজেব সকলের সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন বলিয়া শাহ জাহান তাঁহাকে ওরূপ করিতে নিষেধ করিতেন "My child ! it is proper for Kings and their Sons to have a lofty spirit and to display elevation of mind" অর্থাৎ রাজা ও তাঁহাদের পুত্রগণের পক্ষে উচ্চ প্রকৃতি প্রদর্শন করা আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন "আমি শুনিয়াছি যে, তুমি আমার সকল কর্ম্মচারীর প্রতিই অত্যধিক দীনতা দেখাও।" এতদুত্তরে আওরংজেব নিবেদন করেন যে "বাদশাহ্ যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য। তবে "যিনি দীনতা প্রকাশ করেন, ভগবান তাঁহার উপরে অনুগ্রহ বর্ষণ করেন" এই বাক্য প্রতিপালন করি।" (Anecdotes ৩৯ পৃষ্ঠা)।

জাহানারার সমাধি।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।
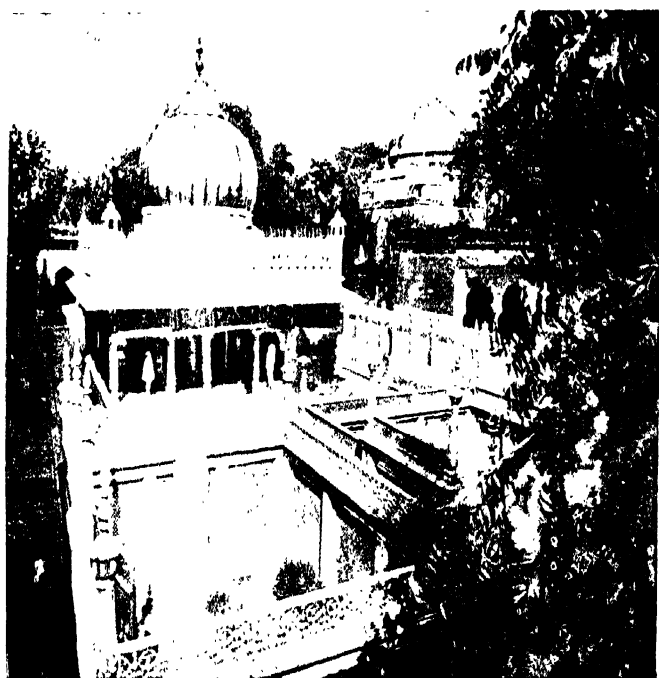
প্রমোদে রত থাকিবেন, ইহাই তাঁহার সর্ব্বক্ষণের চিন্তার বিষয় ছিল এবং আহার ও মৃগয়া তাঁহার আসক্তির বস্তু ছিল। কিন্তু, তিনি উদার ও শিষ্ট ছিলেন। তিনি অহঙ্কার করিয়া বলিতেন যে, তাঁহার কিছুই গোপনীয় নাই; তিনি গুপ্ত মন্ত্রণা ঘৃণা করিতেন এবং তাঁহার বাহু ও তরবারীর উপরই সমস্ত নির্ভর করিতেন। বাস্তবিক তিনি অত্যন্ত সাহসী ছিলেন; এবং, যদি ঐ সাহস যৎকিঞ্চিৎ সাবধানতা দ্বারা চালিত হইত, তাহা হইলে, খুব সম্ভব, (আমরা ইহা দেখিতে পাইব), তিনি তাঁহার অন্য তিন ভ্রাতাকে পরাজিত করিয়া হিন্দুস্থানের একমাত্র অধীশ্বর হইতেন।

শাহ জাহানের জ্যেষ্ঠা কন্যা বেগম সাহেবা অত্যন্ত সুশ্রী ও সুচতুরা ছিলেন এবং শাহ জাহান কন্যার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। জনরব এই যে তাঁহার এই আসক্তি এতদূর ছিল যে তাহা বিশ্বাস করা সুকঠিন ছিল এবং দোষ নিরাকরণের জন্য তিনি মোল্লাদের ব্যবস্থার "দোহাই" দিতেন (২০)। মোল্লাদের মতে, যে বৃক্ষ বাদসাহ স্বয়ং রোপণ করিয়াছিলেন তাঁহাকে তাহার ফল গ্রহণ করিতে না দেওয়া অন্যায় হইত। শাহ জাহান এই প্রিয়তমা কন্যার প্রতি অত্যন্ত আস্থা প্রদর্শন করিতেন; কন্যাই তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন এবং তিনি এরূপভাবে এই কার্য্য সম্পাদন করিতেন যে, কন্যার নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত না হইলে কোন খাদ্যই সম্রাটের সম্মুখে স্থাপিত করা হইত না। সুতরাং, সহজেই ইহা অনুমেয় যে, মুগলদরবারে তাঁহার ক্ষমতা একপ্রকার অপ্রতিহত ছিল; তিনি সদাসর্ব্বদাই তাঁহার পিতাকে সন্তুষ্ট রাখিতেন, এবং গুরুতর কার্য্যসমূহে তিনি স্বীয় প্রবল ক্ষমতা পরিচালন করিতেন। এই রাজকুমারী নিজ বৃত্তি হইতে ও তিনি একাকিনী যে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন

(২০) মেনুসী বলিয়াছেন যে ইহার কোন সত্যতা নাই।

তজ্জন্য চতুর্দ্দিক হইতে যে সকল মূল্যবান্ উপহার আসিত, তাহা হইতে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। দারার কার্য্যাবলীসমূহ সাফল্যলাভ করিতে লাগিল এবং তিনি রাজানুগ্রহ লাভ করিতে থাকিলেন, কারণ রাজকুমারী দারারই পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন এবং প্রকাশ্যে তাঁহার দলভুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিলেন। দারাও তৎপরতাসহযোগে এই পরাক্রান্তা সহযোগিনীর স্নেহ অনুশীলন করিতে লাগিলেন। এবং প্রকাশ যে, সিংহাসন লাভ কারলে তিনি রাজকুমারীকে উদ্বাহে সম্মতি প্রদান করিবেন এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এই প্রতিজ্ঞা কিছু অদ্ভুত; কারণ, হিন্দুস্থানে রাজকুমারীদের বিবাহ হয় না—এরূপ সম্মানের উপযুক্ত কেহই বিবেচিত হয় না; কারণ, আশঙ্কা করা হয় যে, রাজকুমারীর স্বামী এই প্রকারে পরাক্রমশালী হইয়া রাজসিংহাসনের প্রতি লোভ করিতে পারেন।

রাজকুমারীর প্রেমিক ব্যাপার সম্বন্ধে আমি দুইটী আখ্যায়িকা এইস্থানে বিবৃত করিব এবং আমি আশা করি যে, আমি ইহাতে উপাখ্যানের বিষয় সৃষ্টি করিতেছি বলিয়া দূষণীয় হইব না। আমি যাহা লিখিতেছি তাহা ইতিহাসেরই বিষয়ীভূত এবং এতদ্দেশবাসীর রীতির প্রকৃত বর্ণনা করাই আমার উদ্দেশ্য। এসিয়ায় ইহা যেরূপ বিপজ্জনক, ইউরোপে সেরূপ নহে। ফ্রান্সে এ সকল ব্যাপারে কেবল পরিহাস উদ্রেক করে, এবং শীঘ্রই উহা সকলে বিস্মৃত হয়। কিন্তু পৃথিবীর এই অংশে অত্যল্প সময়েই এই সকল ঘটনা ভয়ঙ্কর ও সাংঘাতিক ঘটনায় পর্য্যবসিত হয়।

কথিত হয় যে, বেগম সাহেবা অন্তঃপুরে আবদ্ধ ও অন্যান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় প্রহরীবেষ্টিত থাকিলেও, নিম্নবংশীয় প্রিয়দর্শন এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট গমনাগমন করিত। যাহাদের ঈর্ষা তিনি উদ্দীপ্ত করিয়াছিলেন সেই সকল স্ত্রীলোকদ্বারা পরিবৃতা থাকিয়া তাঁহার ব্যবহার যে অপ্রকাশ

থাকিবে, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। শাহ জাহান কন্যার ব্যবহারের কথা অবগত হইয়া, অসময়ে ও অতর্কিতভাবে তাঁহার অন্তঃপুর-প্রবেশে স্থির-সংকল্প হইলেন। তাঁহার আগমনবার্ত্তা এত আকস্মিক হইয়াছিল যে, লুকাইত রাখিবার একটী মাত্র স্থান ব্যতীত অন্য স্থান সম্ভবপর ছিল না। ভীত যুবক স্নানার্থ ব্যবহৃত বৃহৎ কটাহ-মধ্যে স্থান গ্রহণ করিল। বাদশাহের মুখে বিস্ময় বা বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ পাইতে ছিল না; তিনি কন্যার সহিত নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন; কিন্তু পরিশেষে কথোপকথনান্তে প্রকাশ করিলেন যে, বেগম সাহেবার ত্বক্ দেখিলে বোধ হইতেছে যে, তিনি আবশ্যকীয় স্নানে অমনোযোগী হইয়াছেন এবং তাঁহার স্নান অত্যাবশ্যক হইয়াছে। তিনি তখন খোজাগণকে পূর্ব্বোক্ত কটাহের নিম্নে অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিতে আদেশ দিলেন এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত খোজাগণের ইঙ্গিতে তিনি না বুঝিতে পারিলেন যে, হতভাগ্যের প্রাণ বহির্গত হইয়াছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই স্থান ত্যাগ করিলেন না।

কিয়দ্দিবস পরে বেগম সাহেবা অন্য আর একটী প্রেমপাত্র ঠিক করিলেন—এই ব্যাপারও শোকে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার খানসামার পদে নাজের খাঁন্ নামক একজন পারসীককে নির্ব্বাচিত করিলেন। এই যুবক সদ্বংশজাত, সুশ্রী, বুদ্ধিমান্, তেজস্বী, উচ্চাকাঙ্ক্ষা-পূর্ণ ও দরবারে সকলের প্রিয় ছিলেন। আওরংজেবের খুল্লতাত সায়েস্তা খাঁ (২১) এই পারসীককে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং বেগম সাহেবার সহিত ইঁহার উদ্বাহের প্রস্তাব করিতে সাহসী হইয়াছিলেন; কিন্তু, এই প্রস্তাব সম্রাট্ অত্যন্ত ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। বাদশাহ ইতিপূর্ব্বেই, সকলের প্রিয়পাত্র এই ব্যক্তি ও বেগম সাহেবার প্রণয় সম্বন্ধে

---

(২১) সায়েস্তা খাঁ শাহ জাহান ও আওরংজেবের সময়ে অনেক উচ্চ পদ ভোগ করিয়া ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

কিছু কিছু সন্দেহ করিয়াছিলেন; এবং, কিরূপে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন, সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বিলম্ব করেন নাই। তিনি প্রকাশ্য দরবারে বিশেষ সম্মানের চিহ্নস্বরূপ এই অসংদিগ্ধ যুবককে তাম্বূল উপহার প্রদান করিলেন এবং এতদ্দেশীয় প্রথানুযায়ী তিনি উহা চর্ব্বণ করিতে বাধ্য হইলেন। সুগন্ধী পত্র ও অন্যান্য উপকরণ এবং সামুদ্রিক কড়ী প্রস্তুত চুণ দ্বারাই পাণ হয়। এই ঔষধ মুখকে রক্ত বর্ণ করে এবং শ্বাস প্রশ্বাসকে সুগন্ধময় করে। অসুখী যুবক যে সম্রাটের স্বহস্তদত্ত বিষ পান করিলেন তাহা তিনি মনেও করেন নাই; তিনি ভবিষ্যৎ সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়া রাজপ্রাসাদ হইতে নির্গত হইয়া নিজ পাল্কীতে আরোহণ করিলেন। কিন্তু, ঐ বিষ এরূপ তেজস্কর ছিল যে, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

বাদশাহের কনিষ্ঠা কন্যা রৌশন-আরা বেগম তাঁহার জ্যেষ্ঠাপেক্ষা কম সুশ্রী ও অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিমতী ছিলেন; তথাপি, তিনিও প্রফুল্লতা ও সুখ-অন্বেষণে কম ব্রতা ছিলেন না। তিনি আওরংজেবের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং তিনি যে দারার বিদ্বেষিণী ছিলেন তাহা গোপন করিতে কোনরূপ চেষ্টা করিতেন না। সম্ভবতঃ, এই কারণেই তিনি অধিক অর্থ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়েন নাই এবং রাজকার্য্যেও অধিক হস্তক্ষেপ করেন নাই। তথাচ, অন্তঃপুরবাসিনী বলিয়া এবং ছলনায় অপরিপক্ক ছিলেন না বলিয়া তিনি গুপ্তচর দ্বারা অনেক মূল্যবান্ সংবাদ আওরংজেবকে প্রেরণে সক্ষম হইয়াছিলেন।

যুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, পুত্রগণের উদ্ধতস্বভাবের জন্য শাহ জাহান উদ্বিগ্ন ও ভীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই বিবাহিত ও প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন; কিন্তু, স্বগোত্রের সকল বন্ধন তুচ্ছ করিয়া, প্রত্যেকেই অপরের প্রতি মারাত্মক ঘৃণার বশবর্ত্তী হইয়া রাজমুকুট আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলেন।

এবং তজ্জন্য দরবারে কয়েকটী বিভিন্ন দল দেখা দিয়াছিল। বাদশাহ নিজের জীবনের জন্য ভীত হইয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতে তাঁহার যে সকল বিপদ ঘটিবে সেই সম্বন্ধে শঙ্কান্বিত হইয়া সাহ্লাদে গোয়ালিয়র দুর্গে এই সকল অবিনীত পুত্রগণকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই গোয়ালিয়র দুর্গে রাজবংশীয় অনেকে অনেক সময় কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই দুর্গ অগম্য পর্ব্বতোপরি অবস্থিত ও দুর্গ মধ্যে সুপেয় বারি ও প্রচুর আহার্য্য থাকাতে দুর্জয় বলিয়া মনে হইত। কিন্তু, তিনি যথার্থই মনে করিলেন যে, তাঁহারা এত পরাক্রমশালী হইয়াছেন যে, তাঁহাদিগকে ঐরূপ সরাসরি উপায়ে কারারুদ্ধ করা সম্ভবপর হইবে না। বস্তুতঃ পক্ষে তিনি সদা সর্ব্বদাই আশঙ্কা করিতেন যে, তাঁহারা অস্ত্র গ্রহণ করিবেন এবং স্বাধীন, স্বতন্ত্র রাজ্যস্থাপন অথবা রাজ্যকে রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করিয়া নিজ নিজ বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন (২২)। সুতরাং আসন্ন ও সমূহ বিপদ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য শাহ জাহান চারি পুত্রকে চারিটী দূরস্থ প্রদেশের শাসনভার অর্পণে মনস্থ করিলেন। সুলতান শুজা বঙ্গদেশ, আওরংজেব দাক্ষিণাত্য, মুরাদ বখ্স গুজরাট এবং দারা কাবুল ও মুলতানের ভার প্রাপ্ত হইলেন। প্রথমোক্ত তিনজন বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করিয়া নিজ নিজ প্রদেশে গমন করিয়া শীঘ্রই স্বীয় স্বীয় প্রকৃতির পরিচয় দিলেন। প্রত্যেক প্রকারে তাঁহারা স্বাধীন নরপতিগণের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগি-

(২২) পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে চারি ভ্রাতায় বিন্দুমাত্র সম্প্রীতি ছিল না। তবে অন্য তিনজনই দারার প্রতি বিরূপ ছিলেন। দারা ও আওরংজেবের অসদ্ভাবের কথা সাম্রাজ্যের সকলেই অবগত ছিলেন এবং আওরংজেবকে দরবার হইতে দূরে রাখিয়াই উভয়ের মধ্যে আপাততঃ শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। শাহ জাহানের পরে সিংহাসন লইয়া যে ভীষণ রক্তারক্তি হইবে ইহা সকলেই আশঙ্কা করিতেন। (History, প্রথম খণ্ড ২৯৩—২৯৫)।

লেন ও নিজ নিজ প্রয়োজনে রাজকর ব্যয় করা ও শান্তিস্থাপন ও সম্মান-বৃদ্ধির ছলে বিপুল সৈন্যসঞ্চয় করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠ রাজসিংহাসনা-রোহণ করিবেন বলিয়া, দারা বাদশাহের দরবার পরিত্যাগ করিলেন না। শাহ জাহানও ঐ আশা পূর্ণ করিবেন বলিয়া দারাকে আদেশ প্রদানের ক্ষমতা দান ও নিজ সিংহাসনের নিম্নে ও ওমরাহগণের আসনের মধ্যে তাঁহার উপবেশনের জন্য একখানি ক্ষুদ্র সিংহাসনও প্রদান করিলেন; সুতরাং বোধ হইতে লাগিল যে, তুল্য ক্ষমতা লইয়া দুইজন রাজত্ব করিতে-ছেন (২৩)। কিন্তু, বিশ্বাসের এরূপ কারণ রহিয়াছে যে, বাদশাহ দ্বৈধীভাব পোষণ করিতেছিলেন এবং দারার নম্র ও স্নেহশীল ব্যবহার সত্ত্বেও, সম্রাট্ তাঁহার প্রতি সমধিক আসক্ত ছিলেন না (২৪)। বৃদ্ধ নরপতি সদাসর্ব্বদাই বিষাক্ত হইবার আশঙ্কা করিতেন এবং এইরূপ বোধ হয় যে, আওরংজেবের সহিত গোপনে পত্র ব্যবহার এবং তাঁহার রাজকার্য্য পরিচালনের ক্ষমতা সম্বন্ধে উচ্চ মত পোষণ করিতেন।

(২৩) শাহ জাহান যে দারাকে সিংহাসন প্রদান করিবেন ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় তিনি পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছিলেন। স্বাভাবিক নিয়মানুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্রেরই সিংহাসন প্রাপ্য ছিল। বহুদিন হইতে বাদশাহ দারাকে রাজকার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য নিজের সন্নিকটে রাখিতেছিলেন। এলাহাবাদ, পাঞ্জাব, মুলতান প্রভৃতি প্রদেশের শাসন-ভার দারার উপরে ন্যস্ত হইলেও তিনি প্রতিনিধিদ্বারা এই সকল প্রদেশ শাসন করিয়া নিজে দরবারেই কালাতিপাত করিতেন। সম্রাট্ অন্যান্য প্রকারেও দারার সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। দারা সম্রাটের নাম ও মোহর ব্যবহারেও অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (History, প্রথম খণ্ড, ২৯২—২৯৬)।

(২৪) ইহা বার্নিয়ারের ভুল (History, প্রথম খণ্ড, ২৯৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য): "His father's excessive love did him a distinct harm". (পিতার অত্যধিক স্নেহ তাঁহার অত্যন্ত অপকার করিয়াছিল)। পূর্ব্ববর্ত্তী ৫ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

এই ইতিহাসের প্রকৃত ভূমিকাস্বরূপ এবং পরবর্ত্তী ঘটনা সম্যকরূপে বিবেচনা করিয়া সুবিচার জন্য আমি শাহ জাহান ও তাঁহার পুত্রগণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিয়াছি। তাঁহার কন্যাদ্বয় সম্বন্ধেও—যাঁহারা এই বিয়োগান্ত নাটকে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন—আমি কিছু কিছু বৃত্তান্ত সংযোজিত না করিয়াও পারি নাই। ভারতবর্ষ, কনষ্টান্টিনোপল এবং অন্যান্য স্থানে অধিবাসিদের অজ্ঞাতসারে স্ত্রীলোকগণের চক্রান্তে অনেক গুরুতর ঘটনা সম্পাদিত হয় এবং অধিবাসিগণ এই প্রকার নিন্দনীয় উপপ্লবের প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে অনেক প্রকার পরিকল্পনা করে।

আমার বর্ণনা আরও পরিস্ফুট হইবে যদি আমি যুদ্ধের অব্যবহিতপূর্ব্বে আওরংজেব, গোলকন্দাধিপতি ও তাঁহার উজীর মিরজুমলার কার্য্যাবলী আলোচনা করি। ইহাতে এই ইতিহাসের নায়ক ও ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নরপতি আওরংজেবের চরিত্র ও বুদ্ধির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে।

প্রথমে আমরা, মিরজুমলা কিপ্রকারে শাহ জাহানের তৃতীয় পুত্রের ক্ষমতা ও প্রাধান্যের ভিত্তি সংস্থাপিত করিলেন, তাহারই বর্ণনা করিব।

যে সময়ে আওরংজেব দাক্ষিণাত্যের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে গোলকন্দাধিপতির মিরজুমলা নামক এক পারসীক উজীর ও সেনাপতি ছিলেন (২৫)। এই মিরজুমলা ভারতবিখ্যাত ছিলেন। উজীর

---

(২৫) ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মিরজুমলা পারস্যের অন্তঃর্গত আর্দ্দিস্থানের সৈয়দ-বংশভূত ছিলেন। ইঁহার প্রকৃত নাম মীর মহম্মদ সৈয়দ—ইনি ইস্পাহানের এক বণিকের পুত্র ছিলেন। ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি দাক্ষিণাত্যে আগমন করেন। হীরক-ব্যবসায়ে ও বুদ্ধিমত্তায় তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া গোলকন্দাধিপতি তাঁহাকে মন্ত্রীত্ব প্রদান করেন। তাঁহার পরিশ্রম, কার্য্যদক্ষতা, শাসন-কার্য্য পরিচালনে অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা ও সামরিক বুদ্ধিবলে তিনি অতি শীঘ্রই গোলকন্দায়

উচ্চবংশ সম্ভূত ছিলেন না; কিন্তু, তাঁহার বুদ্ধি ও কৌশল অতি তীক্ষ্ণ ছিল; তিনি সুদক্ষ সৈন্য ও কার্য্যদক্ষ ছিলেন। তাঁহার প্রচুর অর্থ, কেবল যে এক সমৃদ্ধিশালী রাজ্যের মন্ত্রীরূপে সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা নহে; পৃথিবীর নানাস্থানের সহিত তাঁহার বাণিজ্যসম্পর্ক ছিল এবং কল্পিত নামে তিনি অনেক হীরকখান রাখিতেন। এই সকল খনিতে অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত কার্য্য করা হইত এবং তাঁহার হীরকসমূহ কোষে করিয়া গণিত হইত (২৬)। ইহাও সহজে অনুমিত হইতে পারে যে, তাঁহার রাজনৈতিক ক্ষমতারও অবধি ছিল না; কারণ, তিনি যে কেবল গোলকন্দাধিপতির সৈন্যাবলী পরিচালনা করিতেন তাহা নহে; নিজব্যয়ে সুশিক্ষিত সৈন্য ও প্রধানতঃ ফ্রাঙ্ক বা খ্রীষ্টীয়ান সৈন্য-পূর্ণ-গোলন্দাজবাহিনী রক্ষা করিতেন। ইহাও উল্লিখিত হইবার যোগ্য যে, উজীর কর্ণাট (২৭) আক্রমণের সুবিধা পাইয়া এই প্রদেশের সকল প্রাচীন মন্দির লুণ্ঠন ও সঙ্গে সঙ্গে অপর্য্যাপ্ত ধন-সংগ্রহে সক্ষম হইয়াছিলেন।

প্রধান স্থান অধিকার এবং প্রচুর অর্থও সংগ্রহ করিলেন। শাহ জাহানের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার কালে তিনি বাদশাহকে পঞ্চদশলক্ষ মূল্যের উপহার প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ঐ সময় আওরংজেব ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকেও প্রচুর উপহার প্রদান করেন। নিজব্যয়ে তিনি ৫০০০ অশ্বারোহী ও ২০,০০০ পদাতিক সৈন্য রক্ষা করিতেন। গোলকন্দার সকল সৈন্য ও সেনানী তাঁহার বশীভূত ছিল। এই প্রকারে তিনি গোলকন্দাধিপের ভৃত্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি স্বাধীনই ছিলেন। (History, প্রথম খণ্ড, ২১৭—২১৯)। মেনুচী বলিয়াছেন যে, মিরজুমলা প্রথমে গোলকন্দায় পাদুকা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন (প্রথম খণ্ড, ২৩২)।

(২৬) মিরজুমলার কুড়িমণ ওজনের হীরক ছিল (History, প্রথম খণ্ড, ২১৮ পৃষ্ঠা)।

(২৭) ইতিপূর্ব্বে গোলকন্দার সুলতানগণ কোনক্রমেই কর্ণাট অধিকার করিতে পারেন নাই। মিরজুমলা অনেকগুলি ইউরোপীয় গোলন্দাজের সাহায্য গ্রহণ করিয়া উহা জয় করেন।

গোলকন্দার রাজার (২৮) ঈর্ষা স্বভাবতঃই প্রধূমিত হইয়াছিল; এবং, তিনি ঔৎসুক্যসহকারে, কিন্তু গোপনে, এই ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিনষ্ট বা দূরীভূত করিবার অবসর খুঁজিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে মন্ত্রীর অনুরক্ত ব্যক্তিবর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকাতে তাঁহার উদ্দেশ্য গোপন রাখা কর্ত্তব্য ছিল; কিন্তু, যখন তিনি মিরজুমলা ও রাজমাতার (যিনি এক্ষণেও সুন্দরী ছিলেন) কলঙ্ককাহিনীর কথা অবগত হইলেন, তখন তিনি এতকালব্যাপী যে কষ্টভোগ করিতেছিলেন, তাহা অসতর্কাবস্থায় প্রকাশ করিয়া, পরাক্রান্ত শত্রুর প্রতি প্রতিহিংসা সাধনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

উজীর এই সময়ে কর্ণাটে ছিলেন; কিন্তু, দরবারের প্রত্যেক পদে তাঁহার নিজের বা স্ত্রীর বা বন্ধুগণের আত্মীয়গণের অধিকার থাকাতে, তিনি শীঘ্রই তাঁহার বিপদের কথা অবগত হইলেন। এই ধূর্ত্তব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমেই গোলকন্দার রাজদরবারেস্থিত তাঁহার একমাত্র পুত্র মহম্মদ আমির খাঁকে যে কোন ছলেই হৌক রাজদরবার পরিত্যাগ ও কর্ণাটে তাঁহার সহিত যোগদান করিবার জন্য পত্র দিলেন; কিন্তু, তিনি যেরূপ সতর্কতার সহিত রক্ষিত হইতেছিলেন, তাহাতে পলায়ন অসম্ভব দেখিলেন। এই কার্য্যে হতাশ হইয়া উজীর নিম্নলিখিত দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করিলেন এবং এই কার্য্যে গোলকন্দাধিপতির বিনাশের মূল কারণ হইল। প্রকৃতপক্ষে যিনি নিজ মন্ত্রণা গোপন রাখিতে পারেন না, তিনি তাঁহার সিংহাসনও রক্ষা করিতে পারেন না। মিরজুমলা দাক্ষিণাত্যের রাজধানী দৌলতাবাদে অবস্থিত আওরংজেবকে নিম্নোক্তমর্ম্মে এক পত্র লিখিলেন (২৯):—

---

(২৮) আব্দুল্লা কুতবসা; ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

(২৯) মিরজুমলা একসঙ্গে মোগল দরবার, বিজাপুর ও পারস্যের সাহার সহিত

"সমস্ত পৃথিবী অবগত আছেন যে, আমি গোলকন্দার রাজার সমূহ উপকার সাধন করিয়াছি এবং প্রত্যুপকার স্বরূপ তিনি আমার নিকট বিশেষরূপ ঋণী। তথাপি, তিনি, আমার ও আমার বংশের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতেছেন। তজ্জন্য আমি কি আপনার আশ্রয় ভিক্ষা করিতে পারি? আপনার নিকট আমি যে দয়ালাভ করিব, এই আশায় আমি একটী প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছি, যদ্দ্বারা আপনি সহজেই গোলকন্দা-রাজ ও রাজ্য স্ববশে আনয়ন করিতে পারিবেন। আমার কথায় প্রত্যয়স্থাপন করুন এবং তাহা হইলে এই উদ্যম কঠিন বা বিপজ্জনক হইবে না; আপনার অশ্বারোহী সৈন্যের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট চারি কি পাঁচ সহস্র সমবেত করুন এবং বিশেষ দ্রুতগতি সহকারে গোলকন্দাভিমুখে অগ্রসর হউন; ষোড়শ দিবসে আপনি গোলকন্দায় উপনীত হইতে পারিবেন; পথিমধ্যে প্রচার করুন যে, এই অশ্বারোহী সৈন্য শাহ জাহানের দূতের

চক্রান্ত করিতেছিলেন। আওরংজেবের প্ররোচনায় শাহ জাহান মিরজুমলাকে অভয় প্রদান করিয়া নিজ দরবারে তাঁহাকে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। মিরজুমলা এ প্রস্তাবে সহজে সম্মত হন নাই। তবে অভিপ্রায় গোপন রাখিয়া প্রকাশ্যে প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেন। আওরংজেব মিরজুমলার ইচ্ছা বুঝিতে পারিয়া শাহ জাহানকে নিম্নোক্ত মর্ম্মে পত্র লেখেন "আমি বিবেচনা করি যে মিরজুমলা প্রকৃত পক্ষে বাদশাহের কর্ম্মগ্রহণে ইচ্ছুক নহেন কারণ তিনি এক্ষণে দুর্গ বন্দরাদি সমন্বিত বৃহৎ রাজ্যের অধিপতি। সম্রাটের বেতন গ্রহণের অভিলাষ প্রকাশ করা কেবল তাঁহার চাতুরী মাত্র।" কিন্তু, মিরজুমলার চক্রান্ত প্রকাশ পাওয়াতে বিজাপুর ও গোলকন্দা একত্র হইয়া তাঁহাকে শাসন করিতে উদ্যত হওয়াতে তিনি আওরংজেবের সাহায্য প্রার্থনা করেন। আওরংজেব এ প্রস্তাব এক প্রকার প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু, গোলকন্দাধিপতি মিরজুমলার পরিবারবর্গকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলে আওরংজেব মিরজুমলার সহিত যোগদান করেন। (History, প্রথম খণ্ড, ২২২ পৃষ্ঠা।)

শরীররক্ষী রূপে যাইতেছে এবং এই দূতের, ভাগনগরে (৩০) অবস্থিত গোলকন্দাধিপতির সহিত বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য আছে।

"দাবির--যাঁহার প্রমুখাৎ রাজা সর্ব্বপ্রথমে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন আমার আত্মীয়—আমারই নিয়োজিত কর্ম্মচারী এবং আমার বিশেষ অনুরক্ত; আপনাকে কেবল দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে হইবে এবং আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ইহা এরূপভাবে সম্পাদিত হইবে যে আপনি শাহ জাহানেরই দূত, অন্য কেহ নহেন এসম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহও উদ্রেক হইবে না। দেশাচারানুসারে রাজা প্রত্যয়-পত্র গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলে, আপনি সহজেই প্রথমে তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবারবর্গকে বন্দী করিতে পারিবেন এবং যেরূপ ইচ্ছা করেন সেই ভাবেই ব্যবস্থা করিতে পারিবেন; কারণ, যে ভাগনগর প্রাসাদে তিনি সদাসর্ব্বদা বাস করেন, উহা অরক্ষিত ও প্রাকার-বিহীন। ইতিমধ্যে, আমি এই অভিযানের সকল ব্যয় বহন করিব, এবং যতদিন এই কার্য্য চলিতে থাকিবে ততদিন দৈনিক পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিব।"

আওরংজেব সদাসর্ব্বদাই দুরাকাঙ্ক্ষাপরায়ণ ছিলেন এবং এই পত্রের প্রস্তাবিত পন্থাবলম্বনের জন্য প্রস্তুত হইলেন (৩১)। তিনি তৎক্ষণাৎ গোল-

(৩০) ভাগনগর—কুতব সা মহম্মদ কুলীর প্রিয়তমা বেগম বাগমতী অথবা ভাগ্যমতী নামক নর্ত্তকীর নামানুসারে অভিহিত। ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত। বর্ত্তমানে হায়দারাবাদের প্রধান নগর এবং হায়দারাবাদ নামে পরিচিত।

(৩১) পূর্ব্ববর্ত্তী ২৯ পাদটীকা দ্রষ্টব্য। আওরংজেব ১৬৫৬ সনের জানুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত এই কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। মিরজুমলা ২০শে মার্চ্চ তারিখ আওরংজেবের সহিত যোগদান করেন, ৭ই জুলাই দিল্লী যাইয়া উজীরের পদে নিযুক্ত হন এবং ১৬৫৭ সনের ১৮ই জানুয়ারী দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাগমন করিয়া আওরংজেবের সহিত যোগদান

কন্দাধিপতির রাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং এরূপ সতর্কতার সহিত এই চক্রান্ত সম্পাদিত হইতেছিল যে, যখন ভাগনগরে উপনীত হইলেন, তখন এই বিপুলবাহিনী যে সম্রাটের দুতের শরীররক্ষারূপে গমন করিতেছিল, সে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ উদ্রেক হয় নাই। চিরন্তন প্রথানুযায়ী, গোলকন্দাধিপতি দুতকে যথোপযুক্ত সমাদরে ও সম্মানের সহিত গ্রহণ করিবার জন্য উদ্যানে গমন করিলেন এবং অসংদিগ্ধচিত্তে তাঁহার বিশ্বাসঘাতক শত্রুর দিকে অগ্রসর হইবারকালীন পূর্ব্বনির্দ্ধারিত উপায়ে দশ কি দ্বাদশজন ক্রীতদাস তাঁহাকে ধৃত করিবার উদ্যোগ করিলে, একজন চক্রান্তকারী ওমরাহ আকস্মিক অনুতাপ ও দয়াপরাবশ হইয়া বলিয়া উঠিলেন "এক্ষণেই পলায়ন না করিলে আপনি বিনষ্ট হইবেন; ইনি আওরংজেব, দুত নহেন।" রাজার ত্রাস বর্ণনা করা বাহুল্যমাত্র; তিনি তৎক্ষণাৎ সেইস্থান হইতে পলায়ন করিলেন এবং পূর্ণবেগে অশ্বারোহণে ভাগনগর হইতে তিন মাইল দুরবর্ত্তী গোলকন্দা দুর্গে পৌছিলেন (৩২)।

আওরংজেব ব্যর্থমনোরথ হইলেও স্থির করিলেন যে, আশঙ্কার কোন কারণ নাই এবং রাজাকে বন্দী করিবার প্রয়াসে যত্নবান হইলেন। পরে তিনি রাজপ্রাসাদ সর্ব্বপ্রকারে লুণ্ঠন করিলেন। তিনি প্রাসাদের সকল দ্রব্য গ্রহণ করিলেন, কিন্তু, প্রচলিত রীত্যনুযায়ী স্ত্রীলোকগণকে রাজার নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি দুর্গে অবস্থিত গোলকন্দাধিপকে অবরোধ করিলেন; কিন্তু, দুর্গাবরোধের আবশ্যকীয় কামানের অভাব হওয়াতে

করেন। এই আক্রমণসম্পূর্ণরূপে "(Unprovoked)" অহৈতুক বলা যাইতে পারে। ("Anecdotes", ৬ পৃষ্ঠা)

(৩২) (History of Aurangzib) ২৩০ পৃষ্ঠা দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে, কুতবসা পলায়ন না করিলে সেই স্থানেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইতেন।

বিলম্ব হইতে লাগিল এবং শাহ জাহান অবরোধের দুইমাস পরে তাঁহার পুত্রকে তৎক্ষণাৎ এই দুষ্কর্ম্ম পরিত্যাগের এবং বিলম্ব না করিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাগমনের আদেশ প্রেরণ করিলেন। সুতরাং, যদিও দুর্গ, খাদ্য ও যুদ্ধের অভাবে আত্মরক্ষার শেষসীমায় উপনীত হইয়াছিল, তথাপি আওরংজেব পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইলেন।

আওরংজেব অবগত ছিলেন যে, সম্রাটের এই সকল আদেশের মূলে দারা ও বেগম সাহেবা আছেন। তাঁহারা উভয়েই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, গোলকন্দাধিপের বিরুদ্ধে কৃতকার্য্য হইলে, আওরংজেব অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইবেন। আওরংজেব কোনরূপ বিদ্বেষ প্রকাশ করিলেন না; কিন্তু, আদেশ প্রতিপালন পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিলেন। পশ্চাৎপদ হইবার পূর্ব্বে তিনি যুদ্ধসজ্জার জন্য প্রচুর অর্থপ্রাপ্ত হইলেন (৩৩), এবং ইহাও স্থিরীকৃত হইল যে, মিরজুমলা পরিবার, সম্পত্তি ও সৈন্যসহ স্থানান্তরে যাইতে পারিবেন ও গোলকন্দার মুদ্রায় ভবিষ্যতে শাহ জাহানের নাম মুদ্রিত হইবে। অধিকন্তু, তিনি তাহার পুত্রের সহিত গোলকন্দার

---

(৩৩) কুতবসা এরূপ অর্থবান ছিলেন যে, আওরংজেব ও তাঁহার পুত্র সুপ্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিলেও, লুণ্ঠনের কোন চিহ্নই পরিদৃষ্ট রাজধানীতে হইল না। "Most of the stores and property of Qutb-ul-mulk, such as precious books and other costly things beyond computation, were plundered by Prince Sultan. Much of Qutb-ul-mulk's property—among the rareties of the age—was confiscated by Aurangzib. But so rich was the King and so vast his wealth that, inspite of these several acts of looting so much treasure was left behind at Aurangzib's retreat that nobody could suppose that the treasury and palace had been looted." (History, প্রথম খণ্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা)। ইহার মর্ম্ম উল্লিখিত হইয়াছে।

রাজার জ্যেষ্ঠা কন্যার উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন এবং তাঁহার পুত্র গোলকন্দার রাজা হইবেন এরূপ প্রতিশ্রুতি আদান করিয়া লইলেন। কন্যার যৌতুকস্বরূপ রামগড়ের দুর্গ ও তাহার সাজসজ্জা গ্রহণ করিলেন।

মিরজুমলা ও আওরংজেব, এই পরাক্রমশালী ব্যক্তিদ্বয় নানারূপ দুঃসাহসিক কর্ম্মারম্ভে অধিক বিলম্ব করেন নাই এবং দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাগমনকালে তাঁহারা বিজাপুরের অন্যতম সুরক্ষিত দুর্গ বিদর অবরোধ এবং করায়ত্ত করিলেন। তৎপরে, তাঁহারা দৌলতাবাদে যাইয়া একত্র পরম সৌহৃদ্যে বাস ও ভবিষ্যৎ বিবৃদ্ধির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। হিন্দুস্থানের ইতিহাসে ইঁহাদের সংযোগ একটী মূল্যবান ঘটনা বলিয়া স্মরণ করিতে হইবে; আওরংজেবের সমৃদ্ধি ও সুযশবৃদ্ধির পথ ইঁহার দ্বারাই প্রস্তুত হইয়াছিল।

মিরজুমলা তাঁহার দক্ষতাদ্বারা শাহ জাহানের দরবারে পুনঃপুনঃ নিমন্ত্রিত হইয়া অবশেষে আগ্রায় গমন করিলেন ও বাদশাহকে সন্তুষ্ট করিয়া গোলকন্দা ও বিজাপুর এবং পর্ত্তুগীজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে সক্ষম হইবেন আশায় নানাপ্রকার বহুমূল্যবান উপহার লইলেন। এই সময়েই তিনি শাহ জাহানকে আকারে ও সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়, সেই সুবিখ্যাত হীরক উপহার প্রদান করিলেন। বাদশাহের পার্ব্বত্য, কান্দাহারে অভিযান প্রেরণাপেক্ষা মূল্যবান প্রস্তরপূর্ণ গোলকন্দা আক্রমণের জন্য তাঁহাকে একাগ্রচিত্তে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন এবং কমরীণ অন্তঃরীপ পর্য্যন্ত রাজ্যভুক্ত না হইলে অভিযান স্থগিত করা কোনরূপে যুক্তিযুক্ত নহে বলিলেন।

সম্ভবতঃ, গোলকন্দার হীরকগুলি (৩৪) শাহ জাহানের অন্তঃকরণে মিরজুমলার অভিষ্ট ফলোদয় করিয়াছিল; কিন্তু, অধিকাংশেরই মত এই

(৩৪) মিরজুমলা ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুলাই দিল্লী পেঁৗছেন। তাঁহার আগমনে

যে, জ্যেষ্ঠ পুত্রের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ধৃষ্টতা দমনের উদ্দেশ্যে তিনি একদল নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিবার সুবিধা পাইয়া আহ্লাদিত হইয়াছিলেন এবং এই কারণেই তিনি মিরজুমলার মত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যাহাই তাঁহার উদ্দেশ্য থাকুক, তিনি মিরজুমলার অধীনে দাক্ষিণাত্যে একদল সৈন্য প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন।

সম্প্রতি দারা প্রকাশ্যে ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টায় পিতার বিরাগ-ভাজন হইয়াছিলেন; কিন্তু, এতদ্ব্যতীত আরও একটী ঘটনার জন্য শাহ জাহান দারাকে অত্যন্ত ত্রাস ও ঘৃণার সহিত দেখিতেছিলেন এবং সম্রাটের ইহা ক্ষমা করিবারও একান্ত অনিচ্ছা ছিল—উজীর সাদুল্লা খাঁনের হত্যা (৩৫)। এই অভিজনকে বাদশাহ এসিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা সুদক্ষ রাজনৈতিক বলিয়া গণ্য ও বিশেষ সম্মান করিতেন। দারা যে ইঁহার কি দোষে ইঁহাকে হত্যা যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন, তাহা নির্ণীত হয় নাই। হয়ত, তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, বাদশাহের মৃত্যুর পরে, উজীরের অত্যধিক প্রাধান্যে তাঁহারই হস্তে সিংহাসনের যোগ্য ব্যক্তির ন্যস্ত করিবার ভার পড়িবে এবং তিনি তাঁহার প্রিয়পাত্র শুজাকেই রাজমুকুট দান করিবেন; অথবা, ইহাও সম্ভবপর যে, হিন্দুবংশজ সাদুল্লা দরবারের পারসীকগণের ঈর্ষা প্রণোদিত করায় তাঁহার বিরুদ্ধীয় জনপ্রবাদ দ্বারা দারা তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলেন। জনশ্রুতি এরূপ যে,

---

দারার পক্ষ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িলেন। মিরজুমলা-দত্ত উপহার, অমূল্য হীরক, মুক্তা প্রভৃতি বাদশাহের চক্ষুকে ঝলসিত করিল। "যে দেশে এরূপ হীরক উৎপাদিত হয়, সে দেশ অবশ্যই অধিকৃত হইবার যোগ্য।" (History, প্রথম খণ্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠা)

(৩৫) ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। কাট্রু ও বলিয়াছেন যে, দারাই সাদুল্লার মৃত্যুর কারণ। মেনুচী প্রথম খণ্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। মেনুচী বলিয়াছেন যে, সাদুল্লা আওরংজেবের পক্ষভুক্ত ছিলেন।

শাহ জাহানের মৃত্যুর পরে সাতুল্লা রাজসিংহাসন হইতে মুগলগণকে দূরীভূত করিয়া হয় পাঠানদিগকে কিংবা স্বয়ং বা তাঁহার পুত্রকে সিংহাসনারোহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী পাঠান বংশীয় ছিলেন, এবং এইরূপ জনপ্রবাদও ছিল যে, তাঁহার অভিসন্ধি পোষণোদ্দেশ্যে তিনি সাম্রাজ্যের নানাস্থানে সুসজ্জিত পাঠান সৈন্য রক্ষা করিতেন।

দারা ইহা প্রণিধান করিতে পারিয়াছিলেন যে, দাক্ষিণাত্যে অত সৈন্য প্রেরণে আওরংজেবের শক্তি বৃদ্ধি হইবে। তিনি নানাপ্রকার যুক্তি ও প্রার্থনা দ্বারা ও যে প্রকারে পারেন এই প্রস্তাবে আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু, শাহ জাহানকে এই সম্বন্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া (৩৬) তিনি তাঁহাকে নিম্নোক্ত সর্ত্তে আবদ্ধ করেন; যথা :—আওরংজেব যুদ্ধব্যাপারে কোনরূপ স্বীয় ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিবেন না; দৌলতাবাদে নিজ বাসস্থান নির্দ্দেশ করিবেন; দাক্ষিণাত্যের শাসনেই সীমাবদ্ধ থাকিবেন; মিরজুমলা সর্ব্বপ্রকারে ও সম্পূর্ণরূপে সৈন্যের উপরে আধিপত্য করিবেন এবং তিনি প্রতিভূস্বরূপ নিজ পরিবারবর্গকে দরবারে রাখিয়া যাইবেন। শেষোক্ত সর্ত্ত মিরজুমলার অত্যন্ত অপ্রিয়কর হইয়াছিল; কিন্তু, শাহ জাহান তাঁহাকে এই সর্ত্ত স্বীকার করিতে প্রবৃত্ত করিলেন এবং ইহা দারার খেয়াল সন্তুষ্ট করিবার জন্যই করা হইয়াছে এবং তাঁহার প্রস্থানের অব্যবহিত পরেই তাঁহার পত্নী ও সন্তানগণকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করা হইবে এইরূপ বলিলেন। মিরজুমলা সুসজ্জিত সৈন্যাবলীর অধিনায়ক হইয়া দাক্ষিণাত্যে

---

(৩৬) প্রকৃতপক্ষে শাহ জাহানের জন্যই সন্ধি সংস্থাপিত হইয়াছিল। ৩০শে মার্চ্চ শাহ জাহানের বিশেষ আদেশে আওরংজেব গোলকন্দা-অবরোধে বিরত হইলেন। History, প্রথম খণ্ড, ২৪০ পৃষ্ঠা।)

যাত্রা করিলেন এবং তথায় বিলম্ব না করিয়া বিজাপুর প্রবেশ করিয়া সুরক্ষিত কালিয়ানী (৩৭) অবরোধ করিয়া কার্য্যারম্ভ করিলেন।

হিন্দুস্থানের এই অবস্থার সময় বাদশাহ পীড়াগ্রস্ত (৩৮) হইলেন। তাঁহার বয়ক্রম সত্তর বৎসরের অধিক হইয়াছিল। পীড়ার বিষয় অবর্ণনীয়। তবে, এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তাঁহার বয়সের ব্যক্তির ক্ষয় না করিয়া শরীর পোষণ করাই সমীচীন ছিল।

বাদশাহের ব্যাধির সংবাদে সমগ্র সাম্রাজ্য আন্দোলিত ও আশঙ্কা-পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দারা সাম্রাজ্যের প্রধান নগরদ্বয় দিল্লী ও আগ্রায়

(৩৭) বিদরের ৪০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। প্রাচীন চালুক্য বংশের রাজধানী কালিয়ানী অবরোধের বিস্তৃত বিবরণের জন্য History, প্রথম খণ্ড, ২৭১—২৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ২৭ শে এপ্রিল হইতে ২৯ জুলাই পর্য্যন্ত অবরোধ ও যুদ্ধ চলিয়াছিল।

(৩৮) ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর শাহজাহান দিল্লীতে মূত্রকৃচ্ছ ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। সাতদিবস তিনি অতিকষ্টে কালাতিপাত করেন। তিনি আহারাদি-গ্রহণে একেবারে বিরত ছিলেন এবং পূর্ব্বে প্রত্যাহিক যেরূপ প্রজাবৃন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইতেন তাহা করিবার ক্ষমতাও রহিল না। অবশেষে ১৪ই সেপ্টেম্বর তিনি অত্যন্ত ক্লেশে শয়ন কক্ষের গবাক্ষের নিকটে উপস্থিত হইলে প্রজাবৃন্দ তাঁহাকে দর্শন করিতে সক্ষম হইল। কিয়দ্দিবস পরে দরবারস্থ ওমরাহগণের সম্মুখে তিনি দারাকে নিজের উত্তরাধিকারী বলিয়া নির্ব্বাচিত করিলেন। অক্টোবর মাসের অষ্টাদশ দিবসে শাহজাহান দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া আগ্রায় গমন করিলেন। স্থান পরিবর্ত্তনে তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইল এবং ২৬শে নবেম্বর নৌকা করিয়া বাহাদুরপুর হইতে আগ্রায় গমন করিলেন। তথায় নয় দিবস থাকিয়া ও দিল্লী যাইবেন এরূপ স্থির করিয়া নয় দিবস অন্তে পুনরায় তিনি আগ্রায় প্রত্যাগমন করেন। (History, প্রথম খণ্ড, ৩০২—৩০৫)।

বিপুল সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করিলেন (৩৯)। বঙ্গদেশে সুলতান শুজাও ঐ প্রকার আয়োজনে ব্রতী হইলেন। দাক্ষিণাত্যে আওরংজেব এবং গুজরাটে মুরাদবখ্স উভয়ে এরূপ সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন যাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, সাম্রাজ্যের জন্য তাঁহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া যুদ্ধ করিবেন। চারি ভ্রাতাই নিজ নিজ বন্ধু ও মিত্র পরিবেষ্টিত হইলেন; প্রত্যেকেই পত্র লিখিয়া, নানারূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া এবং নানারূপ চক্রান্তে আবদ্ধ হইলেন। দারা এই প্রকার কয়েকখানি পত্র রোধকরতঃ বাদশাহের সম্মুখে উপস্থিত ও ভ্রাতৃগণের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে অপবাদ করিতে লাগিলেন। বেগম সাহেবাও তাঁহার তিন ভ্রাতার বিরুদ্ধে পিতাকে উত্তেজনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু, শাহ জাহান দারার উপরে কোন আস্থাই স্থাপন করিলেন না এবং দারা তাঁহাকে বিষপ্রয়োগ করিবে আশঙ্কায় বিশেষ ভয় ও সাবধানতা ব্যাতরেকে কোন খাদ্যই গ্রহণ করিতেন না (৪০)। এরূপও বিশ্বাস হয় যে, তিনি এই সময়ে আওরংজেবের সহিত পত্রব্যবহার করিতেন এবং দারা এই ব্যাপার অবগত হইয়া এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি তাহার পিতাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন

(৩৯) প্রকৃতপক্ষে, সিংহাসনাধিরোহণের জন্য দারা কোনরূপ ব্যাগ্রতা প্রদর্শন করেন নাই। History প্রথম খণ্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা।

(৪০) বার্নিয়ার লিখিত এসকল বর্ণনাই ভ্রমপূর্ণ। শাহ জাহানের পীড়ার সময় দারা তাঁহার অত্যধিক যত্ন করিতেন। "When Shah Jahan's illness first took a favorable turn (14th September), he heaped on Dara promotion and rewards worth 2½ lakhs of rupees, and again on 20th December presented him with one crore of rupees besides jewellery valued at 34 lakhs in recognition of his filial piety and tender nursing during the Emperor's illness." (History, প্রথম খণ্ড, ৩০৬ পৃষ্ঠা)।

(৪১)। ইতিমধ্যে, বাদশাহের ব্যাধি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন এইরূপ জনরব হইল; সমস্ত দরবারে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল; আগ্রার অধিবাসিবৃন্দ সন্ত্রস্থ হইয়া উঠিল; অনেক দিবস ধরিয়া বিপণিগুলি বন্ধ রহিল এবং চারি ভ্রাতাই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণের জন্য তরবারীকেই একমাত্র মধ্যস্থ বলিয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করিলেন। বস্তুতপক্ষে, এক্ষণে আর পশ্চাদগমনের সময় ছিল না; যুদ্ধজয়ে রাজমুকুট লাভ, পরাজয়ে মৃত্যু নিশ্চয়। এক্ষণে আর সাম্রাজ্য বা মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান ছিল না; বাদশাহ্ যেরূপ নিজ ভ্রাতৃগণের রক্তে হস্ত কলঙ্কিত করিয়া সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই যুদ্ধে অকৃতকার্য্য-ভ্রাতৃগণও বিজেতার হস্তে হত্যা হইবেন।

সর্ব্বাগ্রে সুলতান শুজাই যুদ্ধারম্ভ করিয়াছিলেন। সমৃদ্ধিশালী বঙ্গদেশে তিনি কয়েকটী রাজাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া এবং অন্যান্যকে লুণ্ঠন করিয়া নিজ রাজকোষ পূর্ণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি এক বিপুলবাহিনী সংগ্রহে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং যে সকল পারসীক ওমরাহের ধর্ম্মমত পোষণ করিতেন, তাঁহাদের সাহায্যের আশা করিয়া, তিনি দ্রুতবেগে আগ্রাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দারা পিতাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিয়াছেন, তিনি এই নৃশংস হত্যার প্রতিশোধ লইয়া শূন্য সিংহাসনে অধিরোহণ করিবেন, এই সকল মর্ম্মে তিনি এক ঘোষণা-পত্র প্রচার করিলেন। দারার প্ররোচনায়, শাহ জাহান তাঁহার হত্যা সম্বন্ধে জনরবের

অর্থাৎ শাহ জাহানের ব্যাধি কিঞ্চিৎ আরোগ্য হইলেই তিনি পিতৃভক্তি ও বাদশাহের অসুস্থাবস্থায় শুশ্রূষা করিবার জন্য দারাকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করেন।

(৪১) এসকল বর্ণনায় কোন আস্থা স্থাপন করা যায় না। তিনি তাঁহার শেষ উইলে দারাকে উত্তরাধিকারী বলিয়া মনোনীত করেন এবং সাম্রাজ্যের প্রধান ২ কর্ম্মচারিবৃন্দকে দারার আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য আদেশ প্রদান করেন।

প্রতিবাদ করিলেন; তিনি বলিলেন যে ঔষধের গুণে তাঁহার ব্যাধি আরোগ্য হইতেছে এবং শুজাকে বঙ্গদেশে প্রত্যাগমনের জন্য বিশেষভাবে আদেশ প্রেরণ করিলেন। কিন্তু, দরবারস্থ সুলতান শুজার বন্ধুগণ সম্রাটের ব্যাধি আরোগ্যের অসাধ্য বলিয়া বর্ণনা করায়, তিনি রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং এরূপ ভান করিতে লাগিলেন যে তাঁহার পূজনীয় পিতৃদেবের মৃত্যুসম্বন্ধে তাঁহার কোন সন্দেহই নাই এবং যদি তিনি জীবিতই থাকেন, তবে তাঁহার পদচুম্বন ও আদেশ গ্রহণ করিবেন মাত্র।

আওরংজেবও নিজ ঘোষণা-পত্র প্রচার করিলেন এবং সুলতান শুজার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য পরিচালিত করিতে লাগিলেন। তিনিও আগ্রাভিমুখে যাত্রা করিবার কল্পনা করিতেছিলেন, এমন সময় শুজার ন্যায় বাদশাহ ও দারার নিকট হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। দাক্ষিণাত্য পরিত্যাগ করিলে তিনি শাস্তি পাইবেন, দারা তাঁহাকে এবংপ্রকার ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনিও তাঁহার বঙ্গীয় ভ্রাতার ন্যায় কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তদ্রূপ উত্তর প্রেরণ করিলেন। কিন্তু, তাঁহার অর্থবল না থাকায় এবং তাঁহার সৈন্যবাহিনী প্রচুর না হওয়ায়, তিনি অস্ত্রদ্বারা যাহা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর নহে, তাহা ছলনাদ্বারা হস্তগত করিবার চেষ্টা করিবেন। মুরাদ ও মিরজুমলাই তাঁহার চক্রান্তের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গীভূত হইয়াছিলেন। প্রথমোক্তকে তিনি নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করেন—

"ভ্রাতঃ, আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাহি না যে, রাজ্য আমার প্রকৃতির কত বিরক্তকর। দারা ও সুলতান শুজা সাম্রাজ্যলিপ্সায় সন্তাপিত; কিন্তু, আমি ফকিরী গ্রহণের জন্য ব্যগ্র। যদিও সাম্রাজ্যের প্রতি সকল দাবী পরিত্যাগ করিয়াছি, তথাপি আমি, হে বন্ধো, আমার

মনেরভাব আপনাকে ব্যক্ত করিতে আমি বাধ্য, কারণ, আমি আপনার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত। দারা যে কেবল রাজকার্য্য পরিচালনের অনুপযুক্ত, তাহা নহে; কিন্তু সে সিংহাসনাধিরোহণেরই সম্পূর্ণ অযোগ্য। কারণ সে কাফের, পৌত্তলিক এবং সকল পরাক্রান্ত ওমরাহই তাহাকে ঘৃণা করেন। সুলতান শুজাও এবম্প্রকারে রাজমুকুটের অনুপযুক্ত; কারণ, তিনি প্রকাশ্যে রাফজে—অবিশ্বাসী—এবং হিন্দুস্থানের শত্রু। আপনি কি ঐ সকল কারণে আপনাকে এই বৃহৎ সাম্রাজ্য শাসনের একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি বলিতে আমাকে অনুমতি প্রদান করিবেন? এই মত কেবল আমি একা পোষণ করিনা; সকল প্রধান প্রধান অভিজনই এই মত পোষণ করেন এবং তাঁহারা আপনার অদ্ভুত বীরত্বের জন্য আপনাকে সম্মান ও রাজধানীতে আপনার উপস্থিতি কামনা করেন। নিজের সম্বন্ধে এইমাত্র বলিতে চাহি যে, যদি আপনি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে রাজসিংহাসন লাভ করিলে আপনি আমাকে আপনার রাজ্যের এক নিভৃত বন্দরে নিরাপদে ভগবানের আরাধনার অনুমতি প্রদান করেন, তবে আমি এক্ষণেই আপনার সহিত যোগদান করিতে, আমার পরামর্শ দান ও বন্ধুদের সহিত আপনার সাহায্য এবং আমার সকল সৈন্য আপনার হস্তে ন্যস্ত করিতে প্রস্তুত আছি। সময় অত্যন্ত সংক্ষেপ: সুতরাং, আপনি একমুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া সুরাট দুর্গ অধিকার করিবেন; কারণ, ঐ দুর্গই রাজ্যের ধনাগার"।

মুরাদ বখ্‌শের অর্থ ও ক্ষমতা অধিক ছিল না; সুতরাং, তিনি ভ্রাতার প্রস্তাব ও তৎসহ প্রচুর মুদ্রা অতিশয় সন্তোষের সহিত গ্রহণ করিলেন এবং ভবিষ্যৎ সুখময় দেখিয়া আশাতীত গৌরবান্বিত হইলেন। পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া সকলে আহ্লাদসহকারে তাঁহার সৈন্যদলে যোগদান করিবেন ও ধনী বণিক্‌গণ তাঁহাকে অর্থ প্রদান করিবেন মনে করিয়া

ঐ পত্র সকলকে প্রদর্শিত হইল। তিনি এক্ষণে যথোপযুক্ত আড়ম্বরসহ রাজদণ্ড গ্রহণ করিলেন; সকলকেই প্রচুর পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং এরূপ সুকৌশলে কার্য্য সম্পন্ন করিলেন যে শীঘ্রই এক বিপুল বাহিনী সংগ্রহে সমর্থ হইলেন। এই সৈন্য হইতে তিনি সাহসী খোজা সা আব্বাসের অধীনে, সুরাট দুর্গ অবরোধের জন্য তিন সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিলেন।

অনন্তর, আওরংজেব মিরজুমলার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত করিলেন। তিনি তাঁহার নিকট তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান মুহম্মদকে—যিনি গোলকুণ্ডাধিপের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন—পাঠাইয়া বিশেষ আবশ্যকীয় সংবাদ জ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মিরজুমলাকে দৌলতাবাদে আসিতে অনুরোধ করিলেন। এই সংবাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রণিধান করিতে মিরজুমলার তিলমাত্রও বিলম্ব হইল না, এবং কালিয়ান অবরোধে নিযুক্ত সৈন্যদল পরিত্যাগ করিয়া তিনি দৌলতাবাদে যাইতে অস্বীকার করিলেন; উত্তরস্বরূপ বলিলেন যে, তিনি সম্প্রতি আগ্রা হইতে সংবাদ পাইয়াছেন যে সুলতান জীবিত আছেন। যতদিন তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদি দারার আয়ত্ত রহিয়াছে, ততদিন পর্য্যন্ত তিনি কোনক্রমেই আওরংজেবের সহিত যোগদান করিতে সম্মত হইবেন না; তিনি এ বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন যে তিনি এই বর্ত্তমান বিবাদে কোন পক্ষাবলম্বন করিবেন না।

তাঁহার দৌত্যকার্য্যের উদ্দেশ্য বিফল হইল দেখিয়া সুলতান মুহম্মদ মিরজুমলার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া দৌলতাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; কিন্তু আওরংজেব কোনক্রমেই অসন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুলতান মাজুমের সহিত দ্বিতীয় সংবাদ প্রেরণ করিলেন। সুলতান মাজুম এরূপ প্রিয়বাদিতা ও সৌজন্যের সহিত স্বীয় কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিলেন ও এরূপভাবে বন্ধুত্বের পরিচয় দিলেন যে মিরজুমলা

কোন প্রকারেই তাঁহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। তিনি কালিয়ান দুর্গাধিকারে বিশেষ সচেষ্ট হইলেন এবং অবরুদ্ধ সৈন্যদল আত্মসমর্পণ করিলেই, তিনি তাঁহার সৈন্যাবলীর উত্তমাংশ সহকারে দ্রুত-গতিতে দৌলতাবাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন (৪২)।

আওরংজেব মিরজুমলাকে বিশেষ বন্ধুত্বসহকারে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাহাকে 'বাবা' 'বাবাজী' সম্বোধনে আপ্যায়িত করিলেন (৪৩)। তিনি শত শতবার তাঁহার প্রিয় অভ্যাগতকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহাকে একপার্শ্বে লইয়া নিম্নোক্তপ্রকারে সম্বোধন করিলেন "আপনি সুলতান মুহম্মদের নিকট যে আপত্তির কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্ব-প্রকারে স্বীকার করিতেছি এবং দরবারে আমার যে সকল বিচক্ষণ বন্ধু আছেন, তাঁহাদের মত এই যে, আপনার পরিবারবর্গ দারার হস্তে আবদ্ধ-কালে প্রকাশ্যে আমার পক্ষাবলম্বন করা অথবা আমার পক্ষসমর্থনকারী কোন প্রকার ভাব প্রকাশ করাও আপনার পক্ষে অবিমৃষ্যকারিতা হইবে। কিন্তু, সহজে অতিক্রমনীয় সামান্য কিছু প্রতিবন্ধক আছে; তাহা আপনাকে নিবেদন করা আমার পক্ষে ভাল দেখাইবে না। আমার মনোমধ্যে একটী কল্পনা উঠিয়াছে, তাহা শ্রবণ করিলে আপনি প্রথমে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন; কিন্তু, আমার সন্দেহ নাই, যে উহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে আপনার পরিবারবর্গের বিপদ দুরীভূত হইতে পারে। আপনি কারারুদ্ধ হইতে সম্মতি প্রদান করুন; ইহাতে পৃথিবীর লোক প্রতারিত হইবে এবং ইহা হইতে আমাদের অভিপ্রায়ানুযায়ী

(৪২) মিরজুমলা আরওঙ্গাবাদে ১৬৫৮ সালের ১ জানুয়ারী প্রত্যাগমন করেন।

(৪৩) বার্নিয়ার লিখিত এই ঘটনা অনেকাংশে সত্য। যাহাতে দারা মিরজুমলার পরিবারবর্গের কোন অনিষ্ট না করেন, তজ্জন্যই এইরূপ চক্রান্তের আবশ্যকতা হইয়াছিল।

সার্থকতা লাভ হইবে; কারণ, কে ইহা বিশ্বাস করিবে যে আপনার ন্যায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অনায়াসে কারারুদ্ধ হইতে স্বীকৃত হইবেন? ইতোমধ্যে, আমি আপনার সৈন্যাংশ আপনার ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করিতে পারিব; এবং, আমাদের কার্য্যসাধনোদ্দেশে এবং আপনার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুযায়ী, আশাকরি, আপনি আমাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতেও বিমুখ হইবেন না। এই সৈন্য ও অর্থসহকারে আমি নিরাপদে ভাগ্য পরীক্ষা করিতে পারিব। সুতরাং, আপনাকে দৌলতাবাদের দুর্গে লইয়া যাইতে অনুমতি করুন; তথায় আমার এক পুত্র আপনার প্রহরীর কার্য্য করিবে; পরে, আমরা কি প্রকারে অগ্রসর হইব তাহা বিবেচনা করিব। আমি বিবেচনা করিতে পারি না ইহাতে দারার মনে কিরূপে সন্দেহ হইবে অথবা আমার শত্রুর স্ত্রী ও সন্তানগণের প্রতি সে কি প্রকারে মন্দ ব্যবহার করিবে?"

আওরংজেব যে এই প্রকার ভাষাই প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা বলিবার আমার প্রমাণ আছে। মিরজুমলা যে যে কারণে এই আশ্চর্য্য প্রস্তাবগুলির উত্তর দিয়াছিলেন তাহা বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায় না। তবে, ইহা নিশ্চয় যে, তিনি উহাতে সম্মত হইয়াছিলেন; আওরংজেবের অধীনে সৈন্য স্থাপনে ও অর্থ প্রদানে এবং আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে দৌলতাবাদের দুর্গে নীত হইতে সম্মতিও প্রদান করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে, মিরজুমলা সম্মতি প্রদানে যে সকল সুবিধাভোগ করিবেন, তাহাতেই প্রলুব্ধ হইয়া সম্মতি দান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাতে ও আওরংজীবে অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ হওয়াতেও তিনি ঐরূপ স্বীকার করিয়াছিলেন। অন্যান্য সকলে বিশ্বাস করেন এবং, সম্ভবতঃ ইহাই অধিকতর প্রত্যয়যোগ্য যে, তিনি ভয়বশতঃ আওরংজেবের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন; কারণ, আওরংজেবের দুই পুত্র সুলতান মুজাম ও সুলতান মুহম্মদ ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন; প্রথমোক্ত অস্ত্রশস্ত্রে

সম্পূর্ণরূপে সুসজ্জিত ছিলেন এবং তাঁহার বাহ্যিকভাবে তাঁহার মানসিক অবস্থা প্রকাশ করিতেছিলেন; দ্বিতীয়টী প্রথমে আপনার হস্ত উত্তোলন করিয়া তদ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিয়া ও পরে অস্বাভাবিক মুখভঙ্গী করিতেছিলেন। কারণ, মুহম্মদ দৌত্যকার্য্যে বিফল ও ভ্রাতা সফল হওয়ায় ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন এবং কোনপ্রকারেই তাঁহার বিরক্তিভাব লুক্কায়িত রাখিতেছিলেন না।

মিরজুমলার কারারোধের সংবাদ প্রকাশিত হইলে, বিজাপুর হইতে আনীত সৈন্যসমূহ তাহাদের সৈন্যাধ্যক্ষের মুক্তি উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করিতে লাগিল এবং যদি তাহারা আওরংজেবের ছলনাদ্বারা শান্ত না হইত তবে শীঘ্রই তাহারা কারাগৃহের দ্বার উন্মোচন করিত। আওরংজেব উক্ত সৈন্যের প্রধান কর্ম্মচারিগণকে জ্ঞাত করাইলেন যে মিরজুমলার কারারোধ ইচ্ছাকৃত এবং বস্তুতঃপক্ষে উভয়ের মধ্যে নির্দ্ধারিত চক্রান্তের অংশ-বিশেষ। বিশেষতঃ, তিনি উপহার প্রদানে মুক্তহস্ত ছিলেন; তিনি কর্ম্মচারিবৃন্দের উন্নতির প্রতিশ্রুতি করিলেন; নিম্নস্থ সৈন্যগণের বেতন-বৃদ্ধি ও তাঁহার উদার সঙ্কল্পের নিদর্শনস্বরূপ তিন মাসের অগ্রিম বেতন প্রদান করিলেন।

এই প্রকারে, মিরজুমলার অধীন সৈন্যগণ আওরংজেবের সঙ্কল্পিত অভিযানে যোগদান করিতে প্রোৎসাহিত হইল এবং আওরংজেব এই উপায়ে শীঘ্রই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হইলেন। তিনি শীঘ্র সুরাট অধিকারের জন্য ঐ দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঐ দুর্গ অপ্রত্যাশিত ও ভীষণভাবে আক্রমণকারীদিগকে বাধা প্রদান করিতেছিল; কিন্তু, তাঁহার যাত্রার কয়েক দিবস পরেই তিনি ঐ দুর্গের আত্মসমর্পণের (৪৪) সংবাদ পাইলেন। তিনি তখন মুরাদ বখ্‌শকে অভিনন্দন করিয়া এক

(৪৪) জানুয়ারী, ১৬৫৮।

পত্র প্রেরণ করিলেন; মিরজুমলা সংক্রান্ত সকল ঘটনা ও তিনি যে প্রচুর অর্থশালী, তিনি এক্ষণে বিপুল বাহিনীর অধ্যক্ষ হইয়াছেন, প্রধান প্রধান সভাসদগণের সহিত তাঁহার বন্দোবস্ত স্থির হইয়াছে, এবং তিনি বুর্হানপুর (৪৫) ও আগ্রা যাইতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত এই বিষয় সকল বিবৃত করিলেন। তিনি তাঁহাকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিয়া উভয় সৈন্যের সংযোগস্থান নির্দ্দেশ করিলেন।

সুরাটে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ দৃষ্টে মুরাদ হতাশ্বাস হইয়াছিলেন; হয়ত ঐ অর্থের পরিমাণ সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি প্রচারিত হইয়াছিল; অথবা, সাধারণে যেরূপ বিশ্বাস করে, তাহাতে বোধ হয় দুর্গের শাসনকর্ত্তা অর্থের অধিকাংশ নিজ ব্যবহারের জন্য আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। মুরাদের হস্তে যে অর্থ পতিত হইল তদ্দ্বারা তিনি কেবল নিজ সৈন্যদের বেতন প্রদানে সমর্থ হইয়াছিলেন; এই সৈন্যেরা সুরাট দুর্গের অপরিমিত অর্থের আশায় তাঁহার দলভুক্ত হইয়াছিল। দুর্গাধিকারে রাজকুমারের সামরিক সুযশও অধিক বৃদ্ধি পায় নাই; কারণ, দুর্গের রীতিমত প্রাকার পরিখাদির অভাব হইলেও, একমাসের অধিককাল তাঁহার শক্তিকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল এবং যতদিন পর্য্যন্ত ওলন্দাজগণ তাঁহাকে দুর্গপ্রাচীরগর্ভে ছিদ্র করিতে শিক্ষা দান না করিয়াছিল, ততদিন পর্য্যন্ত তিনি দুর্গাবরোধে কোনরূপেই অগ্রসর হইতে পারেন নাই। দুর্গ প্রাচীরের অনেকাংশ উড়াইয়া দেওয়াতেই অবরুদ্ধ সেনাদের ভীতি জন্মে এবং তৎক্ষণাৎ তাহারা আত্মসমর্পণের প্রস্তাব উত্থাপন করে।

সুরাটের পতন মুরাদের ভবিষ্যৎ কার্য্যের সুবিধা উৎপাদন করিয়াছিল। ইহাতে তাঁহার সুনামবৃদ্ধি পাইয়াছিল; প্রাচীরে ছিদ্র করা ভারতবাসীদের মধ্যে সুজ্ঞাত ছিলনা এবং মুরাদ বখ্‌শ কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথমে প্রবর্ত্তিত

(৪৫) আকবর কর্ত্তৃক ১৬০০ সনে অধিকৃত হয়।

এই কার্য্যসাধক প্রক্রিয়ায় তাহারা যেরূপ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল, এরূপ আর কোনপ্রকারে তাহাদের হইবার সম্ভাবনা ছিলনা। অধিকন্তু সর্ব্বত্রই এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে প্রচুর অর্থ তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু এই ঘটনার অর্জ্জিত সুযশ ও আওরংজেবের তোষামোদজনক প্রতিজ্ঞাসত্ত্বেও খোজা সা আব্বাস্ আওরংজেবের অপরিমিত প্রতিশ্রুতির প্রতি অধিক আস্থা স্থাপনে ও আওরংজেবের হস্তের ক্রীড়নক হইতে মুরাদকে নিষেধ করিতেছিলেন। "যতক্ষণ আমার পরামর্শ প্রদানের সময় থাকে ততক্ষণ আমার কথা শ্রবণ করুন; তাঁহাকে মিষ্টকথায় সন্তুষ্ট রাখুন; কিন্তু, তাঁহার সৈন্যের সহিত নিজ সৈন্যের যোগদানে কৃতসঙ্কল্প হইবেন না। তাঁহাকে একাকী আগ্রাভিমুখে অগ্রসর হইতে দিউন। আমরা ক্রমে ক্রমে আপনার পিতার ব্যাধির বিষয় অবগত হইব এবং কি ভাবে ঘটনা ঘটে তাহাও লক্ষ্য করিতে পারিব। ইতোমধ্যে আপনি সুরাট সুরক্ষিত করুন। ইহা একটী মূল্যবান্ স্থান এবং ইহা অধিকারে প্রচুর রাজকর প্রদানকারী বিশাল রাজ্য আপনার হস্তগত হইবে এবং কিঞ্চিৎ চেষ্টায় দাক্ষিণাত্যের দ্বার স্বরূপ বুর্হানপুর অধিকার করিতে পারিবেন।"

কিন্তু, আওরংজেবের নিকট হইতে প্রত্যহ প্রাপ্ত পত্রগুলি মুরাদ-বখ্শকে তাঁহার কার্য্যে শিথিলতা প্রকাশে নিষেধ করিতেছিল এবং সা আব্বাসের সুপরামর্শ উপেক্ষিত হইতেছিল। এই সুবিজ্ঞ রাজ-নৈতিকের অন্তঃকরণ স্নেহময় ও উৎসাহ পূর্ণ ছিল এবং তিনি তাঁহার প্রভুর অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। রাজকুমার এই সুপরামর্শ গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই সুখী হইতেন; কিন্তু, মুরাদ সাম্রাজ্য-লিপ্সায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন; তাঁহার ভ্রাতার পত্রে ক্রমাগত তাঁহার প্রতি আওরংজেবের সম্পূর্ণ সৌহৃদ্যতা প্রকাশ পাইতেছিল এবং মুরাদ বিবেচনা করিলেন যে আওরংজেবের সহায়তা ব্যতীত তিনি কোন কালেই তাঁহার কল্পনাশ্রিত

মহত্ত্বশিখরে উপনীত হইতে পারিবেন না। সুতরাং, তিনি আমেদাবাদ-স্থিত স্কন্ধাবার উঠাইয়া লইয়া ও গুজরাট পরিত্যাগ করিয়া, পর্ব্বত ও বনভূমি দিয়া অগ্রসর হইয়া আওরংজেব-নির্দ্ধারিত মিলন স্থানে উপনীত হইলেন। আওরংজেব ইতঃপূর্ব্বেই সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

উভয় সৈন্যের সম্মিলন বিশেষ আমোদ প্রমোদ ও উৎসব সহকারে অনুষ্ঠিত হইল। উভয় ভ্রাতা অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন এবং আওরংজেব তাঁহার অপরিবর্ত্তনীয় ভালবাসা ও সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থতার কথার পুনরুক্তি করিলেন। রাজ্য সম্বন্ধে তিনি পুনর্ব্বার বলিলেন যে, তাঁহার কোনই চিন্তা নাই; তাঁহাদিগের উভয়ের শত্রু দারার সহিত যুদ্ধ ও মুরাদকে সিংহাসনাধিরোহণের জন্যই তিনি সৈন্য পরিচালিত করিতেছেন। রাজধানী অভিমুখে উভয় সৈন্যের অগ্রসর হইবার কালেও আওরংজেব ঐরূপ ভাবেরই কথা কহিতেছিলেন এবং প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে কোন সময়েই সম্রাটের প্রতি প্রজার যে সম্মান ও দৈন্য প্রদর্শন করা উচিত তাহা করিতে বিস্মৃত হন নাই এবং মুরাদকে হজরৎ প্রভৃতি বলিয়া অভিহিত করিতেছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মুরাদ কখনও তাঁহার অভিসন্ধির সাধুতা বিষয়ে সন্দিহান হন নাই অথবা, গোলকন্দার প্রতি অনুষ্ঠিত কার্য্য দেখিয়াও তাঁহার মনে কোনরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু, এই রাজ-কুমার সাম্রাজ্য লাভের উচ্চ আকাঙ্ক্ষায় সম্পূর্ণরূপে অন্ধ হইয়াছিলেন এবং যে ব্যক্তি সম্প্রতি একটী রাজ্য অধিকারে অত অকীর্ত্তি অর্জ্জন করিতে পারেন, তিনি যে ফকীরের ন্যায় জীবনাতিপাত করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন, ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দিহান নাই।

সম্মিলিত সৈন্য দেখিতে সুন্দর হইয়াছিল এবং তাহাদের অগ্রসরের

সংবাদে রাজধানীতে বিশেষ ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল। ইহা অপেক্ষা আর অন্য কিছুতেই দারার উদ্বেগ বৃদ্ধি করিতে পারে নাই এবং শাহ জাহানও এইরূপ বিভীষিকাময় ঘটনা দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন। তাঁহার কল্পনাশক্তিকে তিনি যতই প্রশ্রয় দিউন না কেন, আওরংজেবের বুদ্ধি ও মুরাদ বখ্‌শের নির্ভীকতার একত্র সম্মিলনে যে, যে কোন দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে তাহা তিনি চিন্তাতেও আনয়ন করিতে পারেন নাই। তিনি বৃথা দূতের পর দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহার আরোগ্য-সংবাদ প্রেরণ করিতে লাগিলেন এবং উভয় ভ্রাতা তৎক্ষণাৎ নিজ নিজ শাসন-স্থলে প্রস্থান করিলে তিনি তাঁহাদের কার্য্য বিস্মৃত হইবেন এরূপ প্রত্যাশা দিতে লাগিলেন। যুক্ত সৈন্যদল অগ্রসর হইতে লাগিল এবং বাদশাহের ব্যাধি সাংঘাতিক বলিয়া, উভয় রাজকুমারই ছলনা অবলম্বন এবং বাদশাহের মোহরাঙ্কিত পত্রগুলি দারার জাল বলিয়া প্রকাশ করিলেন (৪৬)। শাহ জাহান মৃত বা মৃততুল্য হইয়াছেন এবং তিনি জীবিত থাকিলে তাঁহারা তাঁহার পদদেশে ষাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে এবং দারা কর্তৃক তিনি যে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ তাহা উন্মোচন করিতেই তাঁহারা ইচ্ছুক এইরূপ বলিয়া পাঠাইলেন।

দারার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলেমান্ শুকোঃ সুলতান শুজার গতিরোধে প্রবৃত্ত-সৈন্যের সেনাপতিপদে বৃত হইলেন। তিনি প্রায় পঞ্চবিংশ বৎসর বয়ঃক্রমের সুন্দর যুবক ছিলেন; তাঁহার গুণের অভাব ছিল না এবং তিনি দয়ালু ও জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি শাহ জাহানেরও প্রিয় ছিলেন। তিনি বাদশাহের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং সম্রাট্, দারার পরিবর্তে তাঁহাকেই রাজসিংহাসন প্রদানে ইচ্ছুক ছিলেন। এই

(৪৬) আওরংজেব শাহ জাহানকে যে পত্র দেন তাহাতে বাদশাহের শারীরিক অবস্থার বিষয় অবগত হইবার জন্য প্রার্থনা করেন (History, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৭৪)।

অস্বাভাবিক যুদ্ধে যাহাতে রক্তপাত না হয়, সম্রাট্ এই জন্য অত্যন্ত ইচ্ছুক ছিলেন এবং তজ্জন্য তিনি জয়সিংহ (৪৭) নামক একজন বৃদ্ধ রাজাকে তাঁহার পৌত্রের সহযোগী বা মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে জয়সিংহ হিন্দুস্থানের একজন অত্যন্ত ধনী রাজা ছিলেন এবং সম্ভবতঃ রাজ্যমধ্যে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। বাদশাহ তাঁহাকে যথাসম্ভব যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিতে ও সকল উপায় অবলম্বন করিয়া শুজাকে প্রত্যাগমনে বাধ্য করিতে, গোপনে উপদেশ প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন "আমার পুত্রকে বলিবেন যতদিন পর্য্যন্ত আমি মৃত্যুমুখে পতিত না হইব অথবা আওরংজেব এবং মুরাদের সম্মিলিত শক্তির ফল প্রকাশ না পায়, ততদিন পর্য্যন্ত এরূপ করা তাঁহার অকর্ত্তব্য"।

কিন্তু, জয়সিংহের যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিবার সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছিল। একপক্ষে, সুলেমান শুকোঃ যুদ্ধের জন্য এবং প্রভূত সুযশ অর্জ্জনের জন্য ব্যাকুল ছিলেন; অন্য পক্ষে, সুলতান শুজা আশঙ্কা করিতেছিলেন যে, বিলম্ব হইলে, আওরংজেব দারাকে পরাভূত করিয়া আগ্রা ও দিল্লী এই দুইটী প্রধান নগর অধিকার করিতে পারেন। এই কারণে, দুই সৈন্যবাহিনীর সাক্ষাৎ ঘটিলেই ভীষণ কামান যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধ অপেক্ষা গুরুতর যুদ্ধ বর্ণনা করিতে হইবে বলিয়া, আমি ইহার বিস্তৃত বর্ণনা প্রদান করিব না; ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে উভয় পক্ষই প্রবলবেগে আক্রমণ করিল এবং ভয়ানক যুদ্ধের পর শুজা পশ্চাৎপদ ও পরে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। ইহা স্থির নিশ্চয় যে, যদি জয়সিংহ ও তাঁহার অন্তরঙ্গ বীরবন্ধু পাঠান দিলিরখাঁ ইচ্ছাপূর্ব্বক নিবৃত্ত না হইতেন, তবে শত্রুর পলায়ন সম্পূর্ণ অসম্ভব হইত ও তাহাদের অধ্যক্ষ সম্ভবতঃ বন্দী হইতেন। কিন্তু, রাজা জয়সিংহ

(৪৭) জয়পুরাধিপতি রাজা জয়সিংহ

বাদশাহের পুত্রকে সহসা বন্দী করিতেন না এবং তিনি সম্রাটের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিয়াই সুলতান শুজাকে পলায়নের পথ দিয়াছিলেন। যদিও শত্রুর পর্য্যাপ্ত পরিমাণ ক্ষতি হয় নাই তথাপি যুদ্ধক্ষেত্র ও কয়েকটী কামান সুলেমান শুকোঃর হস্তে পতিত হওয়ায়, তৎক্ষণাৎ যুদ্ধজয়ের সংবাদ দরবারে প্রেরণ করা হইল। এই ব্যাপারে সুলেমান শুকোঃর সুযশ বৃদ্ধি না পাইলেও, সুলতান শুজার অপযশের কারণ হইয়াছিল এবং তাঁহার পক্ষাবলম্বনকারী পারসীকগণের স্ফূর্ত্তি সেই পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছিল।

সুলেমান শুকোঃ কয়েকদিবস যাবৎ শুজার পশ্চাদ্ধাবনে নিযুক্ত থাকা কালে আওরংজেব ও মুরাদবখ্শের আগ্রাভিমুখে অগ্রসর হওয়ার সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার পিতার বুদ্ধিমত্তার অভাব এবং তিনি গুপ্ত শত্রু পরিবেষ্টিত জানিয়াই ও রাজধানীর নিকটেই দারা আওরংজেবকে যুদ্ধদান করিবেন বুঝিয়া তিনি বুদ্ধিপূর্ব্বক রাজধানীতে প্রত্যাগমনের অভিপ্রায় করিলেন। সকলেরই এই সম্বন্ধে মত এই যে রাজপুত্র ইহা অপেক্ষা অন্য পন্থা অবলম্বন করিতে পারিতেন না ; এবং, যদি তিনি সময় মত তাঁহার বাহিনী উপস্থিত করিতে পারিতেন, তবে, আওরংজেব দারা ও তৎপুত্রের মিলিত সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হইলেও কোন সুবিধা পাইতেন না।

গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এলাহাবাদের যুদ্ধে সুলেমান শুকোঃর জয়লাভ হইলেও, আগ্রায় ঘটনাসমূহ বিভিন্নদিকে যাইতেছিল। আওরংজেব বুর্হানপুরস্থ নদী অতিক্রম করিয়া এবং সকল পার্ব্বত্য পথ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন জানিয়া, দরবারস্থ সকলে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। শীঘ্রই একদল সৈন্যকে উজ্জয়িনীর নিকটস্থ নদীতে আওরংজেবকে বাধা দানের জন্য প্রেরণ করা হইল এবং দারার প্রধান বাহিনীও অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। এই বাহিনীর

অধ্যক্ষতার জন্ত দুইজন সুদক্ষ ও পরাক্রান্ত ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইলেন। একজন কাসিম খাঁ—ইনি বীরাগ্রগণ্য ও শাহ জাহানের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু, দারাকে ঘৃণা করিতেন; ইনি বিশেষ অনিচ্ছাসহকারে এবং কেবল বাদশাহের আজ্ঞায় অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়, রাজা যশোবন্তসিংহ—ইনি ক্ষমতায় ও সুনামে জয়সিংহ (৪৮) অপেক্ষা হীন ছিলেন না। ইনি আকবরের সমসাময়িক, সুপ্রসিদ্ধ ও প্রবল পরাক্রান্ত রাণার জামাতা ছিলেন এবং দারা এই দুইজন সেনানীকে বিশেষরূপ প্রিয়বচনে আপ্যায়িত ও যাত্রার পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে অত্যন্ত মূল্যবান উপহার প্রদান করিলেন; কিন্তু, শাহ জাহান সুলতান শুজার বিরুদ্ধে অভিযানকালে যেরূপ গোপনে সাবধানতা ও তিতিক্ষার পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন, এবারও সেরূপ করিতে বিরত হইলেন না (৪৯)। ইহার ফল এই হইল যে, দূতের পর দূত আওরংজেবকে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্ত অনুরোধ করিয়া প্রেরিত হইল; কিন্তু, একপক্ষে যেরূপ অনিশ্চয়তা প্রকাশ পাইতে লাগিল, অন্যপক্ষে সেইরূপ নিশ্চয়তা ও উদ্যোগিতা দেখা যাইতে লাগিল। দূতগণ প্রত্যাগমন করিল না এবং শত্রু অকস্মাৎ নদীর সন্নিকটস্থ একটী উচ্চস্থান অধিকার করিল।

(৪৮) পূর্ব্ববর্ত্তী পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(৪৯) ইহা সত্য। যশোবন্ত প্রকৃতই এইরূপ ভাবে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। "Jasawant had been charged by Shah Jahan to send the two rebellious princes back to their own provinces with as little injury to them as possible, and to fight them only as a last resource." (History, দ্বিতীয় খণ্ড, ১ পৃষ্ঠা) রাজপুত্রদ্বয় নিজ নিজ প্রদেশে যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, যশোবন্ত এইরূপ চেষ্টা করিতে ও যদি তাহাতে অকৃতকার্য্য হন, তবেই যুদ্ধ করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন।

একে গ্রীষ্মকাল; তাহাতে প্রচণ্ড তাপ; সুতরাং নদী সুপ্রতর ছিল। আওরংজেবের পক্ষ হইতে নদী অতিক্রমের চেষ্টা হইতেছে আশঙ্কা করিয়া কাসিম খাঁ এবং রাজা যশোবন্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। প্রকৃতপক্ষে আওরংজেবের সকল সৈন্য তখনও তথায় উপস্থিত হইতে পারে নাই। বস্তুতঃ, এরূপ আচরণ একটী ছলনা মাত্র। আওরংজেব আশঙ্কা করিতেছিলেন যে শত্রুসৈন্য নদী উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার পানীয় জল রোধ করিবে ও তাঁহার সৈন্যেরা ক্লান্তি দূর হইবার পূর্ব্বেই আক্রান্ত হইবে এবং এবম্প্রকারে তাঁহাকে সুবিধাজনক স্থানাধিকারে নিবৃত্ত করিবে। ইহা প্রকৃত কথা যে এসময়ে তিনি উপযুক্তরূপে শত্রুর গতিরোধ করিতে পারিতেন না এবং যুদ্ধে কাসিম খাঁ ও রাজা যশোবন্ত সহজেই জয়লাভ করিতে পারিতেন। আমি এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম না; কিন্তু, প্রত্যেক দর্শকই, বিশেষতঃ আওরংজেবের গোলন্দাজী-সৈন্যভুক্ত ফরাসী কর্ম্মচারিগণ, এই মত পোষণ করিতেন। কিন্তু, উভয় সৈন্যাধ্যক্ষই তাঁহাদের গোপনীয় আদেশের জন্য নিশ্চিন্তমনে নদীতীরে স্থান গ্রহণ পূর্ব্বক নদীপথ প্রতিরোধের চেষ্টা করিবেন বলিয়া নিরস্ত রহিলেন (৫০)।

আওরংজেবের সৈন্য দুই তিন দিবস বিশ্রাম করিলে, তিনি নদীপথমুক্ত করিবার জন্য আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার কামানশ্রেণীকে সমুন্নতস্থানে স্থাপন করিয়া তিনি ইহার অগ্নিবৃষ্টির আবরণে তাঁহার

(৫০) ৪৯ পাদটীকায় বিবৃত অসুবিধাব্যতীত যশোবন্তকে আরও অনেক প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার অধীন হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যগণ একত্র হইয়া যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। অধিকন্তু, কয়েকজন মুসলমান কর্ম্মচারী আওরংজেবের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন অথবা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া গোপনে তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন।

সৈন্যগণকে অগ্রসর হইবার আদেশ প্রদান করিলেন। শত্রুর কামান তাঁহার গতিরোধ করিতে লাগিল এবং প্রথমে উভয়পক্ষই বিশেষ আগ্রহের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যশোবন্তসিংহ অত্যাশ্চর্য্য বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক দক্ষতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত প্রত্যেক ইঞ্চি স্থানের জন্য যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কাসিম খাঁ সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, যদিও তিনি ইতঃপূর্ব্বে যে সুযশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করা যাইতে পারেনা, তথাপি এই সময়ে তিনি সুদক্ষ সেনাপতি বা বীর সৈনিকের—কিছুই পরিচয় দিতেছিলেন না; তিনি বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধে দোষী এবং রাত্রিতে বালুকামধ্যে তাঁহার অধিকাংশ গোলা বারুদ লুক্কায়িত করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন; সুতরাং কয়েকবার আওয়াজ করিলেই সৈন্যদের গোলাবারুদের অভাব হইল (৫১)। যাহাহ হৌক, যুদ্ধ বেশ চলিতে লাগিল এবং নদীপথ দৃঢ়ভাবে রুদ্ধ হইতে লাগিল। আক্রমণকারিগণ নদীমধ্যস্থ পর্ব্বতে (৫২) বিশেষ বাধা পাইতে লাগিল, এবং, নদীর উচ্চতীরের জন্য অপরদিকে পদস্থাপন তাহাদিগের পক্ষে সুকঠিন হইল। অবশেষে মুরাদ বখ্শের অসমসাহসিকতা সকল বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিল; তিনি তাঁহার সৈন্যসহ নদীর অপর তীরে উপনীত হইলেন এবং সৈন্যের অবশিষ্টাংশও শীঘ্র তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিল। এই অবস্থায় কাসিম খাঁ, যশোবন্তকে সমূহ বিপদে নিক্ষেপ করিয়া, কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিলেন। নির্ভীক রাজা চতুর্দ্দিকে অপরিমিত সৈন্যদ্বারা বেষ্টিত হইলেন এবং

---

(৫১) বস্তুতঃ কাসিমখাঁ শীঘ্রই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। যুদ্ধের পরদিন চারিজন দারার পক্ষীয় সেনানী আওরংজেবের নিকট পুরস্কার গ্রহণার্থ আবেদন করিয়াছিলেন।

(৫২) ইহা ভুল। নদীমধ্যে কোন পর্ব্বত ছিলনা।

তাঁহার অনুরক্ত রাজপুতগণের জন্য প্রাণে রক্ষা পাইলেন (৫৩)। যুদ্ধের প্রারম্ভে অষ্টসহস্র রাজপুত ছিল কিন্তু ছয়শতেরও ন্যূন সৈন্য এই রক্তাক্ত দিনে রক্ষা পাইল এবং অধিকাংশই তাঁহার পদতলে নিহত হইল। এই বিশ্বাসী স্বল্পসংখ্যক সৈন্যসহ রাজা আগ্রায় প্রত্যাগমন অনুপযুক্ত মনে করিয়া নিজ রাজ্যে প্রস্থান করিলেন।

রাজপুত শব্দের অর্থ রাজগণের পুত্র। এই জাতি পুরুষানুক্রমে যুদ্ধকার্য্যে শিক্ষিত হয়। নায়ক কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলেই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইবে, এই শর্ত্তে রাজগণ কর্ত্তৃক ইহাদের ভরণপোষণের জন্য ভূমি প্রদত্ত হয়। ভূমি হস্তান্তরের অযোগ্য ও পিতা হইতে পুত্রে বর্ত্তিবে, এইরূপ হইলে তাহাদিগকে এক আভিজাত্যশ্রেণীভুক্ত করা হইত। বাল্যকাল হইতেই তাহারা অহিফেন সেবনে অভ্যস্ত এবং অনেক সময় তাহারা যেরূপ প্রচুর পরিমাণে উহা সেবন করে, তাহা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। যুদ্ধের দিন তাহারা উহার মাত্রা দ্বিগুণিত করিতে বিস্মৃত হয়না। এই ঔষধ এরূপভাবে উত্তেজিত অথবা মদোন্মত্ত করে যে, তাহারা বিপদের কথা বিস্মৃত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধে যোগদান করে। রাজা নিজে যদি সাহসী হন, তবে পার্শ্বচরগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবার তাঁহার কোন আশঙ্কাই থাকে না; তাঁহাকে শত্রুহস্তে পরিত্যক্ত করা অপেক্ষা তাঁহার সম্মুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেই তাহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। মৃত্যু স্থির জানিয়া যুদ্ধের প্রারম্ভে অহিফেনধূমে আচ্ছন্ন হইয়া একে অপরকে আলিঙ্গন করিতেছে, এদৃশ্য অত্যন্ত মনোরম। সুতরাং, কে ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারে যে প্রবলপরাক্রান্ত মুগল বাদশাহ মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী এবং এবম্প্রকার হিন্দুবিদ্বেষী হইলেও অনেকগুলি রাজাকে

(৫৩) যশোবন্ত যুদ্ধকৌশলেও আওরংজেব অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন (History, দ্বিতীয় খণ্ড, ৮ পৃষ্ঠা)।

নিজ সৈন্যশ্রেণীভুক্ত রাখেন ও তাহাদিগকে নিজ ওমরাহের ন্যায় ব্যবহার ও সৈন্যশ্রেণীতে প্রধান প্রধান পদে নিযুক্ত করেন ?

এইস্থানে রাজা যশোবন্তসিংহ, তাঁহার পত্নীর—রাণার কন্যার—নিকটে যে অপমানজনক ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিতে পারি। যখন ইহা প্রকাশ পাইল যে, তিনি তাঁহার সাহসী অষ্ট সহস্র সৈন্যের অবশিষ্টাংশ মাত্র পাঁচশত সৈন্যসহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বাধ্য হইয়া পশ্চাৎপদ হইয়াছেন, কিন্তু, অসম্মানিত হন নাই, তখন সেই বীরপুরুষকে অভিনন্দিত করা এবং তাঁহার দুঃখে সান্ত্বনা দেওয়া দূরে থাকুক, রাজ্ঞী নির্দ্দয়ভাবে দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। তিনি স্বামীর প্রতি ঘৃণা-ভরে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন যে তিনি কলঙ্কিত হইয়াছেন এবং তিনি দুর্গমধ্যে আর প্রবেশাধিকার পাইবেন না। তিনি রাজাকে আর দর্শন করিবেন না। রাজ্ঞী বলিলেন, "রাণার জামতা" এরূপ নীচান্তঃকরণ বিশিষ্ট হইতে পারেন না। যিনি ঐ সুপ্রতিষ্ঠিত বংশের সহিত উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ, তিনি অবশ্যই ঐ বংশের গুণাবলী অনুকরণ করিবেন; শত্রুকে পরাজিত করিতে না পারিলে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করিবেন।" পরক্ষণেই তাঁহার মনেরভাব পরিবর্ত্তিত হইল। "চিতা সজ্জিত কর; অগ্নি আমার দেহ ভস্মীভূত করিবে। আমি প্রতারিত হইয়াছি; আমার স্বামী নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন; কিছুতেই ইহার অন্যথা হইতে পারেনা।" পরক্ষণেই, তিনি ক্রোধান্বিতা হইয়া তীব্র তিরস্কার করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে তিনি আট কি নয় দিন অতিবাহিত করিলেন এবং কিছুতেই স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। অবশেষে তাঁহার মাতার উপস্থিতি সুফল প্রদান করিল; রাজা যশোবন্ত যুদ্ধক্লান্তি হইতে কতক শ্রান্তিলাভ করিলেই আওরংজেবের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় সৈন্যদল সংগ্রহ করিবেন এবং নিজ সুনাম পুনরুদ্ধার

করিবেন, এই আশ্বাস প্রদান করিয়া তিনি কিয়ৎ পরিমাণে রাজ্ঞীর ক্রোধ অপনোদনে ও তাঁহাকে শান্তনা প্রদানে সক্ষম হইলেন।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা কি ভাবে অনুপ্রাণিত এই আখ্যায়িকা হইতে আমরা তাহার ধারণা করিতে পারি। স্বামীর দেহত্যাগের পর স্ত্রী প্রাণত্যাগ করিয়াছেন এরূপ অনেক স্বচক্ষে-দৃষ্ট দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতে পারি; কিন্তু, এই সকল বিষয় আমি অন্যত্র বর্ণনা করিব; প্রাচীন অভ্যাস, আশা, সাধারণের মত এবং সম্মানের চিন্তা, মনুষ্যের মনের উপর কিরূপ আধিপত্য বিস্তার করে তথায়, আমি তাহাও প্রদর্শন করিব।

উজ্জয়িনীর দুর্ঘটনার কথা দারা অবগত হইলে, শাহ্ জাহানের যুক্তি এবং সংযমতা দারাকে দমন করিয়া না রাখিলে তিনি নিশ্চয়ই অত্যন্ত অস্বাভাবিক কার্য্যে লিপ্ত হইতেন। কাসিম খাঁ তাঁহার নিকটে থাকিলে যে মস্তকচ্যুত হইতেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মিরজুমলাকে বর্ত্তমান সমস্যার প্রধান ও মূলীভূত কারণ গণ্য করিয়া (কারণ তিনিই আওরংজেবকে অর্থ ও সৈন্যসরবরাহ করিয়াছেন) দারা তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য করিয়া ও তাঁহার পুত্র মহাম্মদ আমির খাঁকে হত্যা করিতেন; কিন্তু, আওরংজেবের কার্য্যে মিরজুমলার এতাদৃশ সম্মতি আদৌ সম্ভবপর নহে বলিয়া বাদশাহের প্ররোচনায় দারা এরূপ কার্য্যে বিরত হইলেন।

বাদশাহ এইরূপ বলিলেন যে, যে ব্যক্তির বন্ধুত্বের প্রতি তাঁহার কোনই আসক্তি নাই, সে ব্যক্তির কার্য্যের সুবিধার জন্য নিজ পরিবার-বর্গকে বিপদে ফেলিবার বুদ্ধি তাঁহার হয় নাই। পক্ষান্তরে, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতে ছিল যে তিনি নিজেই প্রতারিত হইয়াছেন এবং আওরংজেবের চক্রান্তে পতিত হইয়াছেন।

ইতোমধ্যে আক্রমণকারিবৃন্দ জয়লাভে উৎফুল্ল হইয়া আপনাদিগকে অজেয় মনে করিতেছিল এবং যতই সুকঠিন ও দুঃসাধ্য ব্যাপার হৌক না কেন, তাহাদের দ্বারা অনায়াসে উহা সুসম্পন্ন হইতে পারে এইরূপ ধারণা তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল (৫৩)। নিজ সৈন্যাবলীর আস্থা-বৃদ্ধির জন্য আওরংজেব উচ্চৈঃস্বরে আত্মপ্রশংসার্থ প্রকাশ করিতে লাগিলেন

(৫৩) এই যুদ্ধজয়ে ভ্রাতৃদ্বয় প্রভূত অর্থাদিলুণ্ঠনে সক্ষম হইয়াছিলেন। "The deserted camp of the Imperialists close to the field, contained booty beyond imagination......The entire camp of Jaswant and Qasim Khan with all their artillery, tents and elephants as well as a vast amount of treasure, became the victors' spoil, while the soldiers looted the property equipment and baggage of the vanquished army." History, দ্বিতীয় খণ্ড, ২২ পৃষ্ঠা। অর্থাৎ রাজকীয় সৈন্যের শিবিরে অভাবনীয় লুণ্ঠনোপযোগী সামগ্রী ছিল। কামান, তাম্বু, হস্তী ও প্রচুর অর্থ ভ্রাতৃদ্বয়ের হস্তগত হইয়াছিল।

সর্ব্বাপেক্ষা লাভ হইয়াছিল নৈতিক খ্যাতি (moral prestige). "But far greater than all these material gains was the moral prestige secured by Aurangzib. Dharmat became the omen of his future success in the opinion of his followers and of the people at large throughout the empire. At one blow he had brought Dara down from a position of immense superiority to one of equality with his own, or even lower......Waverers hesitated no longer: they now knew beyond a moment's doubt which of the four brothers was the chosen favourite of Victory." (History, ২৩ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ আর্থিক লাভ অপেক্ষা অধিক লাভ হইয়াছিল নৈতিক খ্যাতি। তাঁহার সৈন্যাবলী ও রাজ্যময় সর্ব্বত্রই এই স্থান আওরংজেবের ভবিষ্যৎ জয়ের সূচনা প্রদর্শন করিয়াছিল। এক যুদ্ধেই আওরংজেব দারার সমকক্ষ (অথবা উর্দ্ধে স্থান প্রাপ্ত) হইয়াছিলেন। চারি ভ্রাতার মধ্যে কে জয়লাভ করিবেন সে সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না।

যে দারার সৈন্যে ত্রিংশ সহস্র মুগল ছিল ; ইহা যে সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা শ্লাঘা নহে তাহা শীঘ্রই প্রতীয়মান হইবে। মুরাদ বখ্‌শ বিলম্বের জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন এবং অগ্রসর হইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু, নর্ম্মদাতীরে (৫৪) কিছুকাল বিশ্রামলাভার্থ ও তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবের সহিত পত্রালাপ ও প্রকৃত ঘটনা অবগত হইবার সুবিধার জন্য আওরংজেব মুরাদের উৎসাহ দমন করিলেন। এই জন্য আগ্রাযাত্রা দৈনিক সংবাদ অনুযায়ী ধীরে ও সতর্কতার সহিত সম্পাদিত হইতেছিল।

শাহ জাহান এক্ষণে নিরাশা ও দুর্দ্দশায় নিমগ্ন হইলেন। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার পুত্রগণ রাজধানী প্রবেশের সঙ্কল্প হইতে কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইবেন না এবং দারা চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য যে সকল আয়োজন করিতেছিলেন, তাহাতেও তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি দিব্যচক্ষুতে তাঁহার গৃহ ধ্বংসকারী বিপদ দেখিতে পাইয়া সকল প্রকারে নিবারণে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু, তিনি কখনও দারার ইচ্ছা প্রতিরোধ করিতে পারিতেন না ; এখন তিনি

এই যুদ্ধে রাজপুতগণ স্বামীধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। রাজস্থানের ইতিহাস প্রণেতা টড এই যুদ্ধ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—"This was one of the events glorious to the Rajput, shewing his devotion to whom fidelity had been pledged,—the aged and enfeebled emperor Shah Jahan, whose salt they ate,—against all the temptation offered by youthful ambition......The annals of no nation on earth can furnish such an example, as an entire family (the house of Kotah), six royal brothers, stretched on the field." (টডের রাজস্থান, দ্বিতীয় খণ্ড ২৩ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ কোটার রাজবংশীয় ছয় ভ্রাতা এই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। পৃথিবীর অন্য কোন জাতিই এরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন না।

(৫৪) নর্ম্মদা হিন্দুস্থান ও দাক্ষিণাত্যের সীমা নির্দ্দেশ করিত।

পীড়িত ছিলেন বলিয়া প্রকৃত পক্ষে জ্যেষ্ঠপুত্রের ভৃত্যই ছিলেন, তিনি সম্রাট্ ছিলেন না। বহুপূর্ব্ব হইতেই তিনি এই পুত্রের হস্তে সকল ক্ষমতা ন্যস্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং সৈন্যাধ্যক্ষ ও রাজ্যের অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ দারার আদেশ যথাযথরূপে প্রতিপালন করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। সুতরাং ইহা বিন্দুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, দারা এক প্রচণ্ড বাহিনী সংগ্রহে সমর্থ হইলেন। প্রকৃতপক্ষে, হিন্দুস্থানে ইহা অপেক্ষা সুন্দর সৈন্যাবলী ইতঃপূর্ব্বে আর দৃষ্ট হয় নাই। নিতান্ত অল্প করিয়া ধরিলেও, একলক্ষ অশ্বারোহী, বিংশ সহস্রাধিক পদাতিক ও আশীটী কামান ও এতদ্ব্যতীত অসংখ্য অনুচর এই বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। অপিচ, ইহাতে শান্তি ও যুদ্ধ উভয় সময়েই আবশ্যকীয়, বাজারের লোক ছিল। আমার সন্দেহ হয় যে, অনেক সময় ঐতিহাসিকগণ তিন কি চারিলক্ষের সৈন্য-বাহিনীর কথা উল্লেখ কালে এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোককেও ঐ সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত করিতেন। দারার সৈন্য শ্রেণী সংখ্যায় আওরংজেবের সৈন্য বাহিনীর ন্যায় ২।৩টী দলকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারিত। আওরংজেবের সৈন্য সকল প্রকারে চল্লিশসহস্রের অধিক ছিল না এবং ইহারাও প্রখর রবি-কিরণে অগ্রসর হইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু, সংখ্যার এত বিভিন্নতা থাকিলেও, কেহই দারার জয়লাভের পূর্ব্ব-সূচনা দেখিতে পায় নাই; সুলেমান শুকোর অধীন সৈন্যদের উপরেই কেবল দারা আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেন; ওমরাহ-গণ তাঁহার স্বার্থের প্রতি যে অনুরক্ত ছিলেন না তাহার পরিচয় তাঁহারা প্রদান করিতেছিলেন। এই জন্যই তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে সম্মুখযুদ্ধ ব্রতী হইতে নিষেধ করিতেছিলেন। শাহ জাহান এই বিষয়ে অত্যন্ত ব্যগ্র ছিলেন এবং পীড়িত হইলেও স্বয়ং সৈন্যাবলীর অধ্যক্ষরূপে আওরংজেবের সম্মুখীন হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহা

কার্য্যে পরিণত হইলে শান্তি স্থাপিত হইতে পারিত এবং আওরংজেবের ন্যায় অহঙ্কারী রাজপুত্রের গতিরোধ হইত; আওরংজেব অথবা মুরাদ সম্ভবতঃ নিজ পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন না; অথবা, তাঁহারা এরূপ কার্য্যে ব্রতী হইলেও, নিশ্চয়ই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেন। কারণ, শাহ জাহান ওমরাহদের প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং সমস্ত সৈন্য, এমনকি আওরংজেব ও মুরাদের অধীন সৈন্যও তাঁহার অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল।

দারার বন্ধুগণ তাঁহাকে যুদ্ধ হইতে বিরত করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার সাহায্যার্থে অগ্রগামী সুলেমান শুকোর সৈন্য না পৌঁছান পর্য্যন্ত ক্ষিপ্রকারতা সহকারে কার্য্য হইতে নিরস্ত করিবার জন্য প্রয়াস পাইলেন। ইহাই উপযুক্ত উপদেশ হইয়াছিল। সুলেমানকে সাধারণতঃ সকলেই স্নেহ করিতেন এবং তিনি দারার অনুরক্ত যুদ্ধজয়ী সৈন্যের অধিনায়করূপে অগ্রসর হইতেছিলেন। কিন্তু, দারা উভয় অনুরোধই প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং আওরংজেবের সহিত সত্বর যুদ্ধ করিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞাই অটুট রাখিলেন।

দারার ভাগ্যলক্ষ্মী যদি সুপ্রসন্ন হইতেন এবং তিনি যদি ঘটনা সমূহকে সংযত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সুযশ ও স্বার্থ এরূপ কার্য্য-প্রণালী দ্বারা বর্দ্ধিত হইত। নিম্নলিখিত কারণেই তিনি প্রোৎসাহিত হইয়াছিলেন এবং কারণ গুলি তিনি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখিতেও পারেন নাই—বাদশাহ তাঁহার করায়ত্ত ছিলেন; রাজকীয় কোষাগার তাঁহার হস্তগত ছিল এবং রাজকীয় সৈন্যের উপরে তাঁহার একাধিপত্য ছিল। সুলতান শুজা ইতোমধ্যেই প্রায় ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতৃগণ দুর্ব্বল ও ক্লিষ্ট সৈন্যসহ যেন স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। একবার পরাজিত হইলে

তাঁহাদিগের আর পলায়নের সম্ভাবনা থাকিবে না ; তাহা হইলে তিনি একেশ্বর হইবেন, সকল পরিশ্রমের পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন, এবং বিনা ক্লেশে ও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজসিংহাসন আরোহণে সমর্থ হইবেন। পিতার হস্তে যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যবস্থা ন্যস্ত করিলে, একটী আপোষ বন্দোবস্ত হইবে ; ভ্রাতৃগণ নিজ নিজ প্রদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন ; শাহ জাহানের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছিল, তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন এবং তাহা হইলে পূর্ব্বের ব্যবস্থাই পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত হইবে। পক্ষান্তরে, তিনি সুলেমানের জন্য অপেক্ষা করিলে, বাদশাহ ইতোমধ্যে তাঁহার অসুবিধাজনক কোন চক্রান্তে লিপ্ত অথবা তাঁহার স্বার্থের বিরুদ্ধজনক কোনরূপ কথাবার্ত্তায় আওরংজেবের সহিত ব্রতী হইবেন, এবং সুলেমানের সহিত যোগদানের পরে যুদ্ধে জয় হইলে, সুলেমানই (যাঁহার সুযশ ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল) এই জয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিবেন। তখন, কে বলিতে পারে, পিতামহ ও প্রধান ওমরাহদিগের দ্বারা প্রোৎসাহিত হইলে এই সুযশ, সুলেমানের যৌবনোচিত ও উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে কি ভাব প্রকাশ করিতে পারে ? এই দুরাশা যে কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে এবং সুলেমানের পিতৃভক্তি এবং পিতার প্রতি শ্রদ্ধাই বা এই দুরাশাকে কতদূর দমন করিতে পারিবে ?

এই সকল কারণেই দারা বিজ্ঞ বন্ধুদের উপদেশে কর্ণপাত করেন নাই। তিনি সকল সৈন্যকে অগ্রসর হইতে আদেশ প্রদান করিয়া আগ্রাদুর্গে অবস্থিত শাহ জাহানের নিকট হইতে বিদায় লইবার জন্য উপনীত হইলেন। তাঁহাকে আলিঙ্গন কালে অসুখী, বৃদ্ধ বাদশাহ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ; কিন্তু, তিনি গম্ভীর ও ধীরভাবে দারাকে নিম্নোক্ত প্রকার উপদেশ প্রদান করিলেন "পুত্র ! তুমি নিজের

ইচ্ছানুযায়ীই কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ; ভগবান তোমার কার্য্য সফল করুন! কিন্তু, আমার এই আদেশ স্মরণ রাখিও—যদি যুদ্ধে পরাজিত হও, তবে সাবধানে আমার সম্মুখে আগমন করিও।" এই সকল কথায় কিঞ্চিৎমাত্র কর্ণপাত না করিয়া, দারা বাদশাহের নিকট হইতে শীঘ্রই বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক, (৫৫) নিজ সৈন্যকে আগ্রা হইতে প্রায় ষাট মাইল দূরবর্ত্তী চম্বল নদীতীরে স্থাপনপূর্ব্বক তথায় আপনাকে সুরক্ষিত করিয়া ভরসার সহিত শত্রুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশালী চতুর 'ফকীর' স্বীয় গুপ্তচর দ্বারা সকল সংবাদ অবগত হইয়া ও এরূপ সুরক্ষিত অবস্থায় নদী উত্তীর্ণ হওয়া

---

(৫৫) "To the aged Emperor it seemed "indeed as the parting of life from the body" (History, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা). In excess of love, the father held the son to his bosom long and tightly like his own life and soul. Dara replied with bows and thanks and begged leave to go. Shah Jahan, moved to uncontrollable emotion, turned his face towards Mecca and lifting up his arms prayed for Dara's Victory and recited the prescribed texts of the Muslim scripture for his safety and success." (*Ibid*). অর্থাৎ বৃদ্ধ বাদশাহের নিকট পুত্রের বিদায় গ্রহণ শরীর হইতে আত্মার বিদায় গ্রহণের ন্যায় বোধ হইতেছিল। অনুরাগাতিশয্যে সম্রাট্ তাঁহাকে অনেকক্ষণ স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন। শাহ জাহান মক্কার দিকে চাহিয়া পুত্র যাহাতে নিরাপদে জয়ী হইয়া প্রত্যাগমন করিতে পারেন তজ্জন্য অনেকক্ষণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

বিশেষ অনুগ্রহের চিহ্নস্বরূপ বাদশাহ্ আমদরবারের অধিরোহণী হইতে দারাকে স্বীয় রথে আরোহণ করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। পিতা ও পুত্রের ইহাই শেষ সাক্ষাৎ। দারার সৈন্যগণ ৯ই মে ঢোলপুর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল; স্বয়ং দারা ২২শে মে ঢোলপুর পৌঁছিয়াছিলেন। মেনুচীর ১।২৬৮ পৃষ্ঠায় এই বিদায়গ্রহণ ব্যাপার সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া, দারার গোচরার্থ নদীতীরে যথাসম্ভব নিকটে স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন। কিন্তু, সেই সময়েই তিনি চম্পৎ রায় নামক এক রাজার সহিত ষড়যন্ত্রে ব্রতী হইলেন। তিনি উপহার ও প্রতিজ্ঞা-দ্বারা ইঁহাকে স্বীয়দলভুক্ত করিয়া, যে স্থানে নদী সহজে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এরূপ স্থানে পার হইবার জন্য ইঁহার রাজ্যমধ্য দিয়া স্বীয় সেনা পরিচালনের ব্যবস্থা করিলেন। সম্ভবতঃ, যে সকল স্থান দারা অনতিক্রম্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন, চম্পৎ সেই সকল বন ও পর্ব্বত-মধ্য দিয়া আওরংজেবের সেনাকে পথ প্রদর্শন করিতে স্বীকৃত হইলেন; এবং আওরংজেব নিজ ভ্রাতাকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য, সেই স্থানে শিবির রাখিয়া, শত্রু তাঁহার স্থান পরিত্যাগের সময় অবগত হইবার সঙ্গে সঙ্গে নদী উত্তীর্ণ হইলেন। এইরূপ ঘটনায় দারা নিজ সুরক্ষিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া আওরংজেবের পশ্চাদ্ধাবনে ব্রতী হইলেন। ইতোমধ্যে আওরংজেব দ্রুতবেগে যমুনার দিকে অগ্রসর হইয়া, যমুনাতীরে আপনাকে সুরক্ষিত এবং স্বীয় সৈন্যের বিশ্রামের সুবিধা করিয়া ধীরভাবে শত্রুর আক্রমণ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই স্থান আগ্রা হইতে পঞ্চদশ মাইল দূরবর্ত্তী। ইহার পূর্ব্ব নাম সামুগড়; এক্ষণে ইহা ফতেয়াবাদ (৫৬) (অর্থাৎ বিজয়-নগর) নামে অভিহিত হয়। দারাও শীঘ্র তথায় উপনীত হইয়া আগ্রা ও আওরংজেবের সৈন্যাবলীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে যমুনা-নদীতীরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন (৫৭)।

(৫৬) আগ্রা হইতে আট মাইল দূরবর্ত্তী রায়পুরের অপর তীরে ইমাদপুর গ্রাম। ইমাদপুরের এক মাইল পূর্ব্বে সামুগড় গ্রাম সামুগড়ের পূর্ব্বে ও দক্ষিণে বিস্তৃত সমতলক্ষেত্র রহিয়াছে। History, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩১৯ পৃষ্ঠা।

(৫৭) ১৬৫৮ সালের ২৯শে মে এই ঘটনা ঘটে।

কোনরূপ সংঘর্ষে যোগ না দিয়া দুই সৈন্যই একে অপরের সম্মুখে তিন কি চারিদিন অপেক্ষা করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে শাহ জাহান, সুলেমানের নিকটবর্ত্তী হওয়ার সংবাদ দারাকে প্রেরণ করিলেন এবং অবিমৃষ্যকারিতার সহিত বা অসময়ে কোন কার্য্য করিতে দারাকে নিষেধ করিলেন; পক্ষান্তরে, দারা যেন আগ্রার আরও সন্নিকটে গমন করেন এবং সুলেমানের না পৌছান পর্য্যন্ত যেন সুবিধাজনক স্থানে আপনাকে সুরক্ষিত করেন, এইরূপ উপদেশপূর্ণ বার্ত্তা প্রেরণ করিলেন (৫৮)। পত্রোত্তরে দারা কেবল জানাইলেন যে, তিন দিবস অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি উপযুক্ত বিচারের জন্য বিদ্রোহী আওরংজেব ও মুরাদকে হস্তপদে বন্ধন করিয়া পিতৃসকাশে উপনীত হইবেন। এই উত্তর প্রেরণ করিয়া তিনি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন।

সৈন্যের পুরোভাগে তিনি স্বীয় কামানসমূহ স্থাপন করিলেন এবং যাহাতে শত্রুর অশ্বারোহী অগ্রসর হইতে না পারে, তজ্জন্য কামানশ্রেণী লৌহশৃঙ্খলদ্বারা আবদ্ধ করিলেন। কামানের অব্যবহিত পশ্চাতেই

(৫৮) এরূপ সময়েও বাদশাহ তাঁহাকে যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিতেছিলেন। বাদশাহ এক্ষণেও বৃথা আশা করিতেছিলেন যে, তিনি ভ্রাতৃগণকে প্রাতরোধ করিতে সমর্থ হইবেন। দরবারের ওমরাহগণ আওরংজেব প্রদত্ত উৎকোচের বশীভূত হইয়াই হৌক বা স্বার্থান্ধ হইয়াই হৌক বাদশাহ যাহাতে যুদ্ধে অমত করেন এইরূপ প্ররোচনা করিতেছিলেন। আওরংজেব ও মুরাদকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া তিনি যাহাতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারেন, ওমরাহগণ সেই চেষ্টাই কারতেছিলেন। দারা এই সকল সভাসদ্গণকে বিশ্বাসঘাতক ও ভীরু বলিয়া উপহাস ও এক ছত্রশালের সাহায্যে আওরংজেব ও মুরাদকে পরাজিত করিবেন এইরূপ প্রকাশ করাতে পারসীক ও অন্যান্য ওমরাহ দারার প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। (History, দ্বিতীয় খণ্ড ৩৪ ও পরবর্ত্তী পৃষ্ঠা)। মেনুচী ১।২৭০, ২৭৩ দ্রষ্টব্য।

তিনি এক শ্রেণী উষ্ট্র ও তদুপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামান স্থাপন করিলেন; উষ্ট্র-চালকগণ উষ্ট্রোপরি থাকিয়াই এই সকল কামান ব্যবহার করিতে পারিত। উষ্ট্রগুলির পশ্চাদ্ভাগে বন্দুকধারীসৈন্যের অধিকাংশ স্থাপিত হইল। সৈন্যদলের অবশিষ্টাংশ প্রধানতঃ অশ্বারোহী ছিল এবং এই সকল অশ্বারোহী তরবারী ও রাজপুতদিগের ব্যবহৃত বর্শা অথবা তরবারী ও ধনুর্ব্বাণ ব্যবহার করিত; এই শেষোক্ত অস্ত্র সাধারণতঃ মুগলগণ ব্যবহার করিত। এস্থলে মুগল অর্থে শ্বেত বর্ণীয় ও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী বৈদেশিকগণই বলা হইয়াছে; যথা—পারসীক, তুর্কী, আরব-বাসী ও উজ্‌বক্।

দারার সৈন্যদল তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছিল (৫৯)। ত্রিংশৎ সহস্র মুগল সৈন্য দক্ষিণদিকে খলিল্ উল্লা খাঁর অধীনে এবং বামপার্শ্বে সাহসী

(৫৯) দারার সৈন্য সংখ্যা যথেষ্ট হইলেও কার্য্যসুদক্ষ ছিল না। ইহা দেখিতেই সুদৃশ্য ছিল। নানাস্থানের ও নানা প্রকার সৈন্য লইয়া এই বাহিনী গঠিত হইয়াছিল। ইহারা সেই জন্য একত্র হইয়া কার্য্য করিতে সমর্থ হয় নাই। অনেকগুলি সৈন্যাধ্যক্ষ একেবারেই সুদক্ষ ছিলেন না; ইঁহারা দাক্ষিণাত্য বিজয়ী সেনাপতিগণের তুলনায় একেবারেই অকিঞ্চিৎকর ছিলেন। "Many of its commanders were carpet knights of the Court, having neither the experience nor the courage of the veterans from the Deccan." (History, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা)। কেবল রাজপুত ও সৈয়দগণই তাঁহার অনুরক্ত ছিল। রাজকীয় সৈন্যাবলীভুক্ত মুসলমানগণ হয় বিশ্বাসঘাতক নয় তাঁহার প্রতি বিরক্ত ছিল। অধিকাংশ দরবারের সেনাপতিগণ যুদ্ধে অভ্যস্ত ছিলেন না বা দাক্ষিণাত্যের সৈন্যগণের ন্যায় দক্ষ ছিলেন না।

সমগ্র সৈন্যের পুরোভাগে এক শ্রেণী কামান ছিল। ইহার ঠিক পশ্চাদ্ভাগে একদল ঘন সন্নিবিষ্ট বন্দুকধারী সৈন্য ছিল। ইহার পরে উষ্ট্র-পৃষ্ঠে কামান ও পরে বর্শাবৃত হস্তী ও তৎপরে অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। এই সৈন্যাবলীর পশ্চাদ্ভাগে রাজপুত সৈন্য সমাবিষ্ট ছিল। ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা সুদক্ষ ছিল। বাম দিকে দারার দ্বিতীয়

সুদক্ষ রুস্তম খাঁ দক্ষিণী, রাজা ছত্রশাল ও রামসিংহের (৬০) অধীনে স্থাপিত হইয়াছিল। দানিশমন্দের স্থলে খলিল্ উল্লা খাঁ বখ্‌শীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দানিশমন্দ বাদশাহের ক্ষমতা অপ্রতিহত রাখিবার চেষ্টা করায় দারার বিরক্তিভাজন হইয়া নিজপদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে এই দানিশমন্দই "আমার" আগা (৬১) হইয়াছিলেন।

আওরংজেব এবং মুরাদও প্রায় পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিজেদের সৈন্যবিন্যাস করিয়াছিলেন (৬২)। তবে সৈন্য শ্রেণীর উভয় পার্শ্বে অবস্থিত ওমরাহের সৈন্যদলমধ্যে কয়েকটী কামান লুক্কায়িত রাখা হইয়াছিল; মিরজুমলার পরামর্শেই এরূপ করা হইয়াছিল এবং ইহাতে কিছু সুফলও ফলিয়াছিল। আমি অবগত নহি যে যুদ্ধে অন্য কোন প্রকার কৌশল অবলম্বন করা হইয়াছিল; তবে, এখানে ওখানে হাউই-নিক্ষেপের জন্য লোকস্থাপন করা হইয়াছিল; এই সকল হাউই শত্রুর অশ্বারোহী মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া অশ্বগণের ভয়োৎপাদন ও মধ্যে মধ্যে অশ্বারোহীদিগকেও নিহত করিয়াছিল।

পুত্র সিপিহর শুকো ও ফিরুজজংয়ের অধীন সৈন্য ও সৈয়দগণ অবস্থিত ছিল। উচ্চ হস্তিপৃষ্ঠে দারা আসীন ছিলেন। এইস্থানেই ৩০০০ উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী ছিল। দক্ষিণ দিকে খলিল্‌উল্লাখাঁর অধীনে মধ্যএসিয়ার বেতনভোগী সৈন্য ছিল। দেখিতে এই সৈন্য সুদৃশ্য হইলেও ইহার কয়েকটী গুরুতর দোষ ছিল স্বয়ং দারার উৎকৃষ্ট সেনাপতির যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক তাঁহার তাহার অভাব ছিল।

(৬০) কুমার রামসিংহ, জয়পুরের যুবরাজ।

(৬১) আগা প্রভু বা মনিব। আমার অর্থাৎ বার্নিয়ারের।

(৬২) আওরংজেবের সৈন্যের পুরোভাগে, তাঁহার পুত্র সুলতান মুহম্মদের অধীনে ১০,০০০ সহস্র মুসলমান সৈন্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই সৈন্যের সম্মুখে জুলফিকারখাঁ খানই খানানের নেতৃত্বে কামান রক্ষিত হইয়াছিল। সৈন্যের দক্ষিণে ইসলামখাঁ, বামে মুরাদ ও মধ্যস্থলে স্বয়ং আওরংজেব ছিলেন।

ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এতদ্দেশীয় অশ্বারোহী সৈন্য অনায়াসেই পরিচালনা করা যায় এবং তাহারা অত্যন্ত ক্ষিপ্রকারিতার সহিত বাণ নিক্ষেপ করে; বন্দুকধারী সৈন্যের দুইবার বন্দুক ছুড়িতে যে সময় লাগে, তীরন্দাজ সৈন্য সেই সময়ে পাঁচবার বাণ নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হয়। ইহারা শত্রুকে আক্রমণকালে সুবিন্যস্তভাবে ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু তথাপি, আমি আমাদের দেশীয় সুসজ্জিত সৈন্যের তুলনায় ইহাদিগকে অধিক সুদক্ষ মনে করি না। ইহার কারণ এই গ্রন্থের অন্যত্র আমি বর্ণন করিব।

পূর্ব্বোল্লিখিত আয়োজন সম্পন্ন হইলে, উভয় পক্ষীয় গোলন্দাজ সৈন্য চিরন্তন প্রথানুযায়ী কামান ছুড়িতে আরম্ভ করিল এবং কিছুকাল প্রচুর বাণ নিক্ষিপ্ত হইবার পরে ই বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। আকাশ পরিষ্কার হইবা মাত্র পুনর্ব্বার কামানগর্জ্জন হইতে লাগিল। এই সময়ে দারা সিংহল দেশীয় একটী সুন্দর হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া আক্রমণের আদেশ প্রচার করিতেছিলেন (৬৩), এবং অসংখ্য অশ্বারোহী সৈন্যের পুরোভাগে থাকিয়া বিশেষ সাহস সহকারে শত্রুর কামানের প্রতি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শত্রুও বিশেষ সাহসিকতার সহিত তাঁহার গতিরোধ করিল এবং সত্বরই তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে মৃতদেহ পুঞ্জীভূত হইল। তিনি যে সৈন্য লইয়া অগ্রগামী

(৬৩) দারা প্রথম হইতেই আক্রমণ করিতেছিলেন। [?] প্রহরের পরেই রুস্তমখাঁ স্বীয় সৈন্যসহ আওরংজেবের সৈন্য আক্রমণ করেন। আওরংজেবের গোলন্দাজ সৈন্য তাঁহার গতিরোধ করিলে রুস্তম স্বীয় গতি পরিবর্ত্তন করিয়া আওরংজেবের সৈন্যের পুরোভাগ আক্রমণ করেন। এস্থলে বাহাদুরখাঁ রুস্তমকে আক্রমণ করেন। কিছুক্ষণ রুস্তম সফলতা লাভ করিলেও, শীঘ্রই তিনি পরাজিত ও গুলির আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইসলামখাঁ রুস্তমের মস্তক দেহচ্যুত করিয়া আওরংজেবের সম্মুখে স্থাপন করেন। (History, দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা)।

হইয়াছিলেন, সেই সকল সৈন্য ব্যতীত তাঁহার পশ্চাদানুবর্ত্তী সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইতে লাগিল। কিন্তু, তিনি ইহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না এবং তাঁহার যে প্রত্যাবর্ত্তনের আদৌ ইচ্ছা নাই, তাহাই প্রদর্শিত হইতে লাগিল। তাঁহাকে হস্তিপৃষ্ঠে অবিচলিত-চিত্তে যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করিতে দেখা যাইতে লাগিল (৬৪)। সৈন্যগণ তাঁহার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইল এবং পলাতকগণও পুনর্ব্বার শ্রেণীমধ্যে যোগদান করিতে লাগিল। পুনর্ব্বার আক্রমণ করা হইল। কিন্তু শত্রুসৈন্যের নিকটবর্ত্তী হইবার পূর্ব্বেই পুনর্ব্বার গোলাবৃষ্টিতে আক্রমণকারীদিগের মধ্যে মৃত্যু ও ভয় আনয়ন করিল; অনেকে পলায়নপর হইল; কিন্তু, অধিকাংশ সৈন্য দারার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাদের অসমসাহসিক অধিনায়কের পশ্চাদ্গমন করিতে লাগিল। অবশেষে, শত্রুর কামানগুলি বিধ্বস্ত হইল

---

(৬৪) দারার বামবাহিনীও অপরিসীম শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিল। মুসলমান ঐতিহাসিকগণও রাজপুতগণের প্রভূত প্রশংসা করিয়াছেন। দারা রুস্তমখাঁর অনুসরণ করিয়া আওরংজেবের সৈন্যের দক্ষিণ বাহিনী আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার মারাত্মক ভ্রম হইয়াছিল। ("No more fatal mistake could have been committed" History, দ্বিতীয় খণ্ড, ৫২ পৃষ্ঠা।। আলমগীর নামার গ্রন্থকার বলিয়াছেন "Dara who was ignorant of the rules of war and lacked experience in command, foolishly hastened with the Centre and the Advanced Reserve in person, after the charge of Rustam Khan, and placed his own Van and Artillery behind himself." ঐতিহাসিকগণ দারার এই কার্য্যকে নির্ব্বোধের কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দারা যুদ্ধের নিয়মাবলী অবগত ছিলেন না এবং অধিনায়কত্বের গুণাবলী অজ্ঞাত থাকায় মধ্যবাহিনীসহ রুস্তমখাঁর সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়া নিজ পুরোভাগস্থ সৈন্য ও কামানের সম্মুখে পড়িয়াছিলেন।

ও লৌহশৃঙ্খলসমূহ ছিন্ন হইল। শত্রুর শিবিরে প্রবেশ করা হইল ও উষ্ট্র ও পদাতিক সৈন্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া পলায়নপর হইল। এই সময়ে উভয় পক্ষীয় অশ্বারোহীর সংঘর্ষণ হইল এবং ভীষণ ভাবে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। বাণে বাণে আকাশ অন্ধকার হইল। দারা স্বয়ং নিজ তূণীর শূন্য করিলেন। কিন্তু, এই সকল অস্ত্র সামান্যই ফলোপদায়ক হয়; দশটার মধ্যে নয়টী শত্রুর মস্তকের উপর দিয়া যায়, অথবা শত্রু-সৈন্যের অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে না। তূণীর শূন্য হইলে তরবারীগুলি উন্মুক্ত করা হইল এবং উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ হাতাহাতি যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং রক্তপাত যতই অধিক হইতে লাগিল সৈন্যগণের যুদ্ধস্পৃহা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই ভীষণ রক্তারক্তির মধ্যে দারা অদম্য সাহসের পরিচয় দিতে লাগিলেন; তিনি উৎসাহ ও আদেশ-সূচক বাক্য দ্বারা এরূপ অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে অবশেষে শত্রুর অশ্বারোহীকে পরাজিত ও তাহাদিগকে পলায়নে বাধ্য করিলেন।

হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় অবস্থায় অনতিদূরস্থ আওরংজেব যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তনার্থ বৃথা প্রয়াস পাইতেছিলেন। সুনির্ব্বাচিত অশ্বারোহী সৈন্য সহ তিনি দারাকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিপর্য্যস্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই স্থানে আমি তাঁহার বীরত্ব ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিনা। তিনি দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার অধীন সৈন্যের অধিকাংশই পরাজিত হইয়া পলায়নপর হইয়াছে; তাঁহার চতুষ্পার্শ্বস্থ সৈন্য সহস্রাধিকও ছিল না (আমি ইহাও অবগত হইয়াছি যে ইহা প্রকৃত পক্ষে পাঁচশতও ছিল না)—এমত অবস্থায় তিনি দেখিতে পাইলেন যে উভয়ের মধ্যস্থ ভূমি অসমান হইলেও, দারা তাঁহার ক্ষুদ্র সৈন্যদলকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু, তথাপি তিনি

কিঞ্চিন্মাত্র ত্রাস অথবা পলায়নের বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা প্রদর্শন করেন নাই; অধিকন্তু, তিনি তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া তাঁহাদিগকে নিম্নোক্ত সম্বোধনে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন "ঈশ্বর আছেন। পলায়নে আমরা কি আশা করিতে পারি? আমাদের দাক্ষিণাত্য কোথায় আছে তাহা কি আপনারা অবগত নহেন? (৬৫) খোদা আছেন! খোদা আছেন (৬৬)!" তৎপরে যাহাতে কোন রূপেই তাঁহার পলায়নের ইচ্ছা না হয়, তজ্জন্য তিনি তাঁহার হস্তীর পদদেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন; পার্শ্বস্থ সেনানিবৃন্দ তাঁহাদের অবিচলিত প্রভুভক্তি ও অদম্য সাহসের বিশেষ লক্ষণ প্রদর্শনে সমর্থ না হইলেও, তাঁহার উপরোক্ত আদেশ নিশ্চয়ই প্রতিপালন করা হইত।

এই সময়ে দারা আওরংজেবকে আক্রমণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন কিন্তু ভূমির অসমানতা ও শত্রুর অশ্বারোহীর জন্য প্রতিহত হইতেছিলেন। এই অশ্বারোহীসৈন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ না থাকিলেও উভয় সেনাপতির মধ্যস্থ স্থান অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। দারা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ভ্রাতার সৈন্যকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস বা তাঁহাকে বন্দী না করিলে, জয় লাভ সম্পূর্ণ হইবে না; অথবা আওরংজেব এক্ষণে দারাকে বাধা দিবার অনুপযুক্ত বলিয়া যে দারা তাঁহাকে আক্রমণ করিবেন না এরূপ কোন ভাবও দারার হৃদয়ে স্থান পায় নাই; এই ভয়াবহ প্রতিদ্বন্দীকে পরাজিত করিবার এই উৎকৃষ্ট সুযোগ ছিল; কিন্তু যে ঘটনা আমি বর্ণনা করিতে যাইতেছি

(৬৫) যুদ্ধের প্রারম্ভেও আওরংজেব তাঁহার সৈন্যদের সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন "আমার রাজধানী আওরঙ্গাবাদ এই স্থান হইতে বহুদূরে অবস্থিত।" (History, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা)।

(৬৬) বার্নিয়ারের টীকাকার এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন "A pleasant piece of evidence of the correctness and care with which Bernier wrote."

তাহাতে তাঁহার দৃষ্টি অন্যদিকে প্রধাবিত হইল এবং আওরংজেবও আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইলেন।

এই সঙ্কটকালে দারা দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার বামপার্শ্বের সৈন্যগণ বিপর্য্যস্ত হইয়াছে; এবং তিনি ইহাও অবগত হইলেন যে রুস্তম খাঁ ও ছত্রশাল মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন এবং রামসিংহ অত্যধিক বীরত্বের সহিত শত্রুসৈন্য ভেদ করাতে উহাদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আসন্ন বিপদে পতিত হইয়াছেন। দারা তখন আওরংজেবকে আক্রমণ করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া বামদিকস্থ বাহিনীর সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবার ইচ্ছা করিলেন। অনেকক্ষণ ভীষণ যুদ্ধের পর, দারার উপস্থিতিতে, ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্না হইলেন এবং শত্রুসৈন্য সকলদিকেই পরাজিত হইল কিন্তু শত্রুর পলায়ন সম্পূর্ণরূপে সাধিত না হওয়ায়, দারা অন্যদিকে মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হইলেন না। ইতোমধ্যে রামসিংহ মুরাদের সহিত যুদ্ধে অশেষ বীরত্বপ্রদর্শন করিতেছিলেন। রাজা রামসিংহ মুরাদকে আহত এবং মুরাদের হস্তীর কতকগুলি বেষ্টনী কর্ত্তন করিতে সমর্থ হইলেন (৬৭)। তিনি মনে করিলেন যে ইহাতে মুরাদ ভূমিতে অবতরণ করিতে বাধ্য হইবেন; কিন্তু, মুরাদের সাহস ও তৎপরতার জন্য রাজার উদ্দেশ্য সাধিত হইল না। আহত ও রাজপুত পরিবৃত হইয়াও মুরাদ আত্মসমর্পণে ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি বিশেষ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ও তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট ৭ কি ৮ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে

(৬৭) এই ঘটনা সত্য নহে। রাজা রূপসিংহ রাঠোর নিজ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তরবারী হস্তে আওরংজেবের হস্তীর সম্মুখে উপনীত হইয়া হাওদার বেষ্টনী কর্ত্তনে সমর্থ হইয়াছিলেন। আওরংজেবের শরীররক্ষী সৈন্যগণ রাজাকে নিহত করে আওরংজেব এই বীরের প্রাণরক্ষার জন্য শরীররক্ষীদিগকে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। (History, দ্বিতীয় খণ্ড, ৫১ ও ৫২ পৃষ্ঠা)।

স্বীয় ঢালদ্বারা আবৃত করিতে সমর্থ হইলেন এবং এরূপ নিপুণতার সহিত রাজা রামসিংহের প্রতি এক তীর নিক্ষেপ করিলেন যে তিনি সেইস্থানেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন (৬৮)।

দারা অনতিবিলম্বেই এই নিদারুণ সংবাদ অবগত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানিতে পারিলেন যে, রাজপুতগণ তাহাদের অধিনায়কের মৃত্যুতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মুরাদকে বেষ্টন করিয়াছে। দারা সকল বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও মুরাদকে আক্রমণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন; তিনি আওরংজেবকে পলায়ন করিতে অবসর দিয়া যে ভ্রম করিয়াছিলেন কেবল এই প্রকারেই তাহার প্রতিবিধানের উপায় স্থির করিলেন; কিন্তু, এক বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাঁহার এই ইচ্ছা ত কার্য্যে পরিণত হইলই না; অধিকন্তু তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ উপস্থিত হইল।

খলিল্উল্লা খাঁ নামক সেনাপতি দারার সৈন্যের দক্ষিণ পার্শ্বের অধিনায়কত্ব করিতেছিলেন এবং ইঁহার অধীনে ত্রিংশ সহস্র মুগল সৈন্য ছিল। আওরংজেবের সৈন্য ধ্বংস করিবার জন্য এই শেষোক্ত সৈন্যই যথেষ্ট হইত। দারা যখন বামপার্শ্বস্থ সৈন্য সহ সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন খলিল্উল্লা যুদ্ধ হইতে বিরত ছিলেন। এই বিশ্বাসঘাতক প্রতারণা করিতেছিলেন যে তাঁহার অধীন সৈন্য ভবিষ্যতের জন্য রাখা হইয়াছিল এবং তজ্জন্যই তিনি তাঁহার পূর্ব্ব আদেশানুযায়ী শেষ মুহূর্ত্তের পূর্ব্বে এক পদ অগ্রসর বা একটী তীরও নিক্ষেপ করিতে সমর্থ নহেন; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঘোর বিশ্বাসঘাতকতাই তাঁহার নিশ্চেষ্টতার কারণ।

---

(৬৮) খাফি খাঁ রাজা রামসিং রাঠৌত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে তিনি মুরাদের হস্তী আক্রমণ করেন এবং মুরাদের নিক্ষিপ্ত তীরে প্রাণত্যাগ করেন।

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে খলিল্উল্লা খাঁকে দারার হস্তে পাদুকাঘাত সহ্য করিতে হইয়াছিল এবং তিনি তাঁহার প্রতিহিংসা সাধনের ইহাই উপযুক্ত অবসর মনে করিলেন। খলিল্উল্লা খাঁ যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিলেও এবং দক্ষিণাংশস্থিত সৈন্যের সাহায্য প্রাপ্ত না হইলেও, দারা যুদ্ধে জয়লাভ করিতেছিলেন। এই জন্য বিশ্বাসঘাতককে অন্য একটী উপায় অবলম্বন করিতে হইল। তিনি কয়েক জন সৈন্য সমভিব্যাহারে নিজ সৈন্য পরিত্যাগ করিয়া ও অশ্বারোহণে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া ঠিক যে সময়ে দারা মুরাদের পতনের জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই সময়ে কিয়দ্দূর হইতে চীৎকার করিয়া বলিলেন "মুবারক্—বাদ! হজরৎ! সালামৎ! আল্হামদ্ লিল্লা! ঈশ্বরকে প্রশংসা করি! আপনি সুখী হউন! আপনি সুস্থ থাকিয়া নিরাপদে রাজত্ব করুন! আল্লাকে ধন্যবাদ দিতেছি, আপনি জয়লাভ করিলেন! কিন্তু, আপনি এক্ষণেও কেন উচ্চ হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় রহিয়াছেন? আপনি কি যথেষ্ট বিপদের সম্মুখীন হন নাই! যে সকল অসংখ্য তীর ও গোলা আপনার হাওদা বিদ্ধ করিয়াছে, তাহার একটীও যদি আপনার অঙ্গ স্পর্শ করিত, তবে আমাদের বিপদের বিষয় কে অনুমান করিত? ভগবানের নামে আপনি শীঘ্র হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া আপনার অশ্বে আরোহণ করুন; এক্ষণে পলাতকদিগের পশ্চাদ্ধাবন ব্যতীত আর অন্য কোন কার্য্যই নাই। আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, শত্রুকে পলায়ন করিতে দিবেন না" (৬৯)।

(৬৯) মেনুচী ও বার্নিয়ার বর্ণিত এই ঘটনা কোন ঐতিহাসিকই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করেন না। ধৃত হইবার আশঙ্কাতেই দারা স্বীয় হস্তী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। খাফি খাঁ লিখিয়াছেন যে একটী হাউই দারার হাওদায় লাগাতে দারা ভীত হইয়া হস্তী ত্যাগ করেন এবং অস্ত্রাদি শূন্য হইয়া অশ্বারোহণ করেন। হাওদা শূন্য দেখিয়া তাঁহার সৈন্যেরা হতাশ্বাস হয়।

দারা যদি হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণের ফলাফল বিবেচনা করিতেন, তবে তিনি সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইতে পারিতেন ; কিন্তু, অসন্দিগ্ধ রাজপুত্র খলিল্‌উল্লার অত্যধিক চতুরতায় মুগ্ধ হইলেন। তিনি হস্তী ত্যাগ করিয়া স্বীয় অশ্বে আরোহণ করিলেন ; কিন্তু অল্পকাল পরেই তিনি চতুরতা সন্দেহ করিয়া অসহিষ্ণুতার সহিত খলিল্‌উল্লার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দুরাচার তখন আর তাঁহার করায়ত্ত ছিল না ; তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিলেন ; কিন্তু দারার ক্রোধ এক্ষণে আর কোন ফলোপদায়ক হইল না এবং তাঁহার দণ্ডাজ্ঞা কার্য্যে পরিণত হইবারও কোন সম্ভাবনা ছিল না। সৈন্যগণ দারাকে দেখিতে না পাওয়াতে সত্বর জনরব প্রচারিত হইল যে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন ; সৈন্যেরা অমূলক ভীত হইয়া উঠিল এবং প্রত্যেকে কি প্রকারে নিজ নিজ জীবন রক্ষা ও আওরংজেবের ক্রোধের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে এই চিন্তাই করিতে লাগিল (৭০)। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বোধ হইতে লাগিল যে দারার সৈন্য বিচ্ছিন্ন হইতেছে এবং এই অভাবনীয় ব্যাপারে বিজিত জেতা হইলেন। আওরংজেব নিজ হস্তিপৃষ্ঠে এক ঘণ্টার চতুর্থাংশ সময়মাত্র আরূঢ় থাকিয়া হিন্দুস্থানের রাজমুকুট পুরস্কার স্বরূপ লাভ করিলেন, দারা কয়েক মিনিট পূর্ব্বে নিজ হস্তী পরিত্যাগ করিলেন এবং ফলে কীর্ত্তির সর্ব্বোচ্চশিখর হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া

(৭০) দারার হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণের জন্য রাজকীয় সৈন্যগণ পলায়নের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল। "The Imperial Army had been only waiting for a decent pretext for flight, and the sudden disappearance of Dara from the back of his elephant gave them the wished for opportunity." (History, দ্বিতীয় খণ্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা)।

সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী রাজপুত্রের মধ্যে পরিগণিত হইলেন। মনুষ্য এতই অদূরদর্শী এবং যৎসামান্য ঘটনা হইতে এতই সুদূরব্যাপী ফল সময় সময় ঘটিয়া থাকে।

এই সকল সুবৃহৎ সৈন্য শ্রেণী সময় সময় অত্যাশ্চর্য্য বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু, একবার বিপর্য্যস্ত হইলে ইহাদিগকে আর নিয়মানু-বর্ত্তিতায় আনয়ন করা যায় না। যাহার বারিরাশি অপ্রতিহত গতিতে নিকটবর্ত্তী ভূভাগ প্লাবিত করে এবং যাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার কোনই উপায় দেখা যায় না, ইহাদিগকে সেই উপকূল ভগ্নকারী খরস্রোতা নদীর ন্যায় বোধ হয়। ইহাদের পরিমাণ যতই হউক, শ্রেণীবিহীন ভাবে এবং একপাল পশুর ন্যায় এই সকল সৈন্য দেখিলে আমার মনে হয় যে, (৭১) প্রিন্স কণ্ডি বা মার্শাল টুরীণের (৭২) অধীন সুশিক্ষিত পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্যদ্বারা ইহারা অতি সহজে পরাভূত হইতে পারে। এক্ষণে যখন "দশসহস্র গ্রীকদের" বীরত্বের কথা অথবা ছয় কি সাতলক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান পঞ্চাশ সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক আলেকজান্দারের কথা শ্রবণ করি তখন আর আমি সন্দেহের বশবর্ত্তী বা আশ্চর্য্যান্বিত হইনা। চিরাভ্যস্ত ধীরতার সহিত ফরাসী সৈন্যগণ যে কোন ভারতীয় সৈন্যাবলিকে পরাজিত করিতে পারে; অথবা, আলেকজান্দার যেরূপ করিয়াছিলেন, সেইরূপ সৈন্যশ্রেণীর কোন এক স্থানে আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করিলে, শত্রু এরূপ ভীত হইবে যে তাহারা তৎক্ষণাৎ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিবে।

আওরংজেব এই অপ্রত্যাশিত ও এক প্রকার দৈবসংঘটিত যুদ্ধজয় হইতে সকল প্রকার সুবিধা ভোগের ব্যবস্থা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন;

---

(৭১) "কণ্ডি দি গ্রেট" নামে পরিচিত—১৬২১—১৬৮১।

(৭২) ১৬১১—১৬৭৫; ফ্রান্সের অন্যতম সুবিখ্যাত সেনাপতি।

এবং তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য সকল প্রকার নীচ চক্রান্তে প্রবৃত্ত হইলেন। বিশ্বাসঘাতক খলিল্ উল্লা খাঁ শীঘ্রই আওরংজেবের সম্মুখে উপনীত হইয়া নিজের ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অধীন যে সকল সৈন্য দারার পক্ষ পরিত্যাগ করিবে তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। আওরংজেব তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, তাঁহার নিকট নানারূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন কিন্তু স্বয়ং তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিতে বিরত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মুরাদের নিকট লইয়া গেলেন এবং মুরাদ বিশ্বাসঘাতককে নানাপ্রকারে আশানুরূপ আপ্যায়িত করিলেন। এই কথোপকথন কালে আওরংজেব স্বীয় ভ্রাতাকে বাদশাহ বলিয়া স্বীকার করিয়া খলিল্ উল্লা খাঁকে বলিলেন যে মুরাদই রাজমুকুট ধারণের উপযুক্ত এবং মুরাদেরই সুদক্ষ আচরণ ও অদমনীয় বীরত্বের জন্য এই জয়লাভ সংঘটিত হইয়াছে।

কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি এরূপ প্রভুভক্তির ভাব দেখাইলেও আওরংজেব দিবারাত্র ওমরাহদিগকে পত্র লিখিয়া স্বপক্ষভুক্ত করিতেছিলেন। তাঁহার মাতুল শায়েস্তা খাঁ নিজ ভাগিনেয়ের কার্য্যোদ্ধারের জন্য অক্লান্তকর্ম্মা ছিলেন। বস্তুতঃপক্ষে তিনি কার্য্যদক্ষ, বুদ্ধিমান ও প্রচুর ক্ষমতাশালী ছিলেন বলিয়া অত্যাবশ্যক সহযোগী ছিলেন। অত্যন্ত বক্রোক্তি এবং কার্য্যোদ্ধার-প্রবর্ত্তক বাগ্মিতাপূর্ণ পত্র লিখিতে হিন্দুস্থানে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। প্রকাশ ছিল যে, প্রকৃত বা অপ্রকৃত অপমানের জন্য তিনি দারার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন এবং এই অবসরে তাঁহার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আওরংজেব নিঃস্বার্থতা ও সদুদ্দেশ্যের আবরণে সাম্রাজ্যলিপ্সা আবৃত রাখিয়াছিলেন। যাহা কিছু করা হইত, যে সকল পত্রব্যবহার বা প্রতিজ্ঞাদি করা হইত সকলই মুরাদের নামে করা হইত; সকল আদেশই মুরাদের নামে প্রচারিত হইত এবং তাঁহাকেই ভবিষ্যৎ

বাদশাহের ন্যায় পরিগণিত করা হইত। আওরংজেব কেবল তাঁহার সহকারীর ন্যায় তাঁহার বিশ্বাসী ও প্রভুভক্ত প্রজার ন্যায় কার্য্য করিতেন; সাম্রাজ্য-সংক্রান্ত সংক্ষোভ তাঁহার মানসিক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচারী ছিল; ফকীরের ন্যায় জীবনাতিপাত ও মৃত্যুই তাঁহার সুদৃঢ় ও একমাত্র সঙ্কল্প ছিল।

দারা নিরাশ ও ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি তৎপরতার সহিত আগ্রায় গমন করিলেন, কিন্তু পিতার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইলেন না; পিতার শেষ আজ্ঞা (যে পরাজিত হইলে যেন তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন না করেন) তাঁহার কর্ণে বাজিতেছিল। বৃদ্ধ বাদশাহ তথাপি দারার নিকট সান্ত্বনা প্রদানার্থ, তাঁহার স্নেহের অপরিবর্ত্তনীয়তা ও সমবেদনা জ্ঞাপনার্থ একটী বিশ্বাসী খোজা (৭৩) প্রেরণ করিলেন। তিনি ইহাও বলিয়া পাঠাইলেন যে, "সুলেমান শুকোঃর অধীনে যখন আরও একটী সৈন্যবাহিনী রহিয়াছে তখন হতাশ হইবার কোন কারণ নাই! বর্ত্তমানে আমি তোমাকে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইতে পরামর্শ দিতেছি; তথায় রাজকীয় অশ্বশালায় একসহস্র অশ্ব রহিয়াছে এবং তোমাকে অর্থ ও হস্তী প্রদান করিবার জন্য দুর্গাধ্যক্ষকে আমি আদেশ প্রদান করিয়াছি। তুমি অধিক দূরে গমন করিও না; আমি সর্ব্বদাই তোমাকে পত্র লিখিব এবং যাহাতে তুমি আমার পত্র প্রাপ্ত হও, তজ্জন্য নিকটে থাকিও। আমি বিবেচনা করি যে আমি আওরংজেবকে এখনও শাসনে আনয়ন করিতে ও উপযুক্ত শাস্তি প্রদানে সমর্থ হইব।" দারা এতই বিমর্ষ

(৭৩) শাহজাহান ও জাহানারা উভয়েই এই সংবাদে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। সংবাদ প্রাপ্তির কিছুক্ষণ পরে বাদশাহ দারার নিকটে এক খোজা প্রেরণ করিয়া দারাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলেন।

হইয়াছিলেন, যে তিনি এই স্নেহব্যঞ্জক পত্রের কোন উত্তর দিতে—এমন কি ইহার—প্রাপ্তি স্বীকার করিতেও সক্ষম হন নাই (৭৪)। তিনি বেগম সাহেবাকে কয়েকটী সংবাদ প্রেরণ করিয়া, স্ত্রী, কন্যাগণ ও সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র সিপিহর্ শুকো ও মাত্র তিন কি চারিশত সৈন্য সহ দ্বিপ্রহর রাত্রিতে নগর পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহাকে দিল্লী অভিমুখে দুঃখের যাত্রায় অগ্রসর হইতে দিয়া আওরংজেব কিরূপ গভীর নীতি ও চতুর ব্যবস্থার সহিত আগ্রায় ব্যবহার করিতেছিলেন, সেই বিষয়ই পর্য্যালোচনা করিব।

সর্ব্বপ্রথমে তিনি সুলেমান শুকোঃর অধীন বিজয়ী সেনাগণকে হস্তগত অথবা তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ অনৈক্য সংঘটনে ও এবংপ্রকারে দারার শেষ আশা বিনষ্ট করিবার প্রয়াস পাইলেন। তজ্জন্য তিনি সুলেমানের

(৭৪) দারা একেবারে হতাশ্বাস হইয়াছিলেন। "A bankrupt in fame and fortune, he hid himself in shame from friend and stranger alike, and sent this touching reply to his father. "I have not the face to appear before your Majesty in my present wretched plight. Then, again, if I stay here longer, the troops of death will encircle and slay me. Give up your wish to see my abashed face and permit me to go away. Only I beg your Majesty to pronounce the benediction of farewell (fatiha) on this distracted and half dead man in the long journey that he has before him." (History, দ্বিতীয় খণ্ড, ৬৭ ও ৬৮ পৃষ্ঠা)। সুযশ ও দৈবের প্রতিকূলাবস্থায় পতিত হইয়া, তিনি লজ্জায় বন্ধু ও অপরিচিত কাহারও সহিত দেখা করেন নাই এবং নিম্নোক্ত করুণা উদ্রেককারী পত্র পিতার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। "বর্ত্তমান দুর্দ্দশাগ্রস্তাবস্থায় বাদশাহের নিকট এই মুখ দেখাইতে পারি না। অধিকন্তু, এখানে আর অপেক্ষা করিলে মৃত্যুর সৈন্যগণ আমাকে আবদ্ধ করিয়া হত্যা করিবে। আমার লজ্জিত বদন দেখিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করুন এবং অন্যত্র যাইবার আদেশ দিউন। কেবল এই হতভাগ্য ও অর্দ্ধমৃত ব্যক্তির দূরদেশে গমনের সাফল্যের জন্য আশীর্ব্বাদ করুন।"

সৈন্যের প্রধান অধ্যক্ষদ্বয় রাজা জয়সিংহ ও দিলির খাঁকে, দারার আশা ভরসা সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে এইরূপ নিবেদন করিলেন। আওরংজেব তাঁহাদিগকে জানাইলেন যে, যে প্রবল বাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া দারা জয়লাভের আশা করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া তাঁহারই পক্ষাবলম্বন করিয়াছে। দারা এক্ষণে পলাতক, সঙ্গে একদল সৈন্যও নাই এবং তিনি শীঘ্রই তাঁহার হস্তে পতিত হইবেন; শাহ জাহান সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে তাঁহার স্বাস্থ্য এরূপ ভগ্ন হইয়াছে যে তাঁহার জীবিত থাকিবার কোনই আশা নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে তাঁহারা যাঁহার জন্য যুদ্ধ করিতেছেন তাঁহার কোনরূপ জয়াশা নাই, এবং আর অধিককাল দারার প্রতি অনুরক্ত থাকিলে উহা অত্যন্ত অপরিণামদর্শিতার কার্য্য হইবে। তিনি তাঁহাদিগেরই স্বার্থসিদ্ধির জন্য এবং সুলেমান শুকোঃকে অনায়াসে বন্দীভূত করিয়া তাঁহার সৈন্যাবলীভুক্ত হইবার জন্য পরামর্শ দিলেন।

জয়সিংহ কি ভাবে অগ্রসর হইবেন সে সম্বন্ধে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তিনি তখনও শাহ জাহান ও দারাকে ভয় করিতেন এবং রাজবংশীয় ব্যক্তির উপর হস্তার্পণ করিয়া তাহার ফলাফল ভোগের আশঙ্কা করিতেছিলেন; এরূপ করিলে শীঘ্র হৌক্ কি বিলম্বে হৌক্ শাস্তি যে পাইতে হইবে তাহা তিনি বিশেষরূপে বুঝিতেন এবং হয়ত স্বয়ং আওরংজেবই সেই শাস্তি প্রদান করিবেন। অধিকন্তু, তিনি সুলেমান শুকোঃর অদম্য সাহস ও উচ্চান্তঃকরণের বিষয় অবগত ছিলেন এবং রাজপুত্র বরং প্রাণত্যাগ করিবেন, তথাপি যে আত্মসমর্পণ করিবেন না, তাহাও অবগত ছিলেন।

অবশেষে, তিনি নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করিলেন। তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু দিলির খাঁর সহিত পরামর্শ করিয়া এবং পুনর্ব্বার নানা

প্রকার প্রতিজ্ঞাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, উভয়ে স্থির করিলেন যে, জয়সিংহ তৎক্ষণাৎ সুলেমান শুকোঃর শিবিরে গমন করিয়া, তাঁহাকে আওরংজেব প্রেরিত প্রস্তাবাদি অবগত করিবেন এবং তাঁহার মানসিক অবস্থা আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিবেন। জয়সিংহ রাজপুত্রকে বলিলেন "আপনার বিপদের কথা আমি গোপন করিতে চাহিনা; আপনি দিলির খাঁ বা দায়ুদ খাঁ (৭৫) অথবা সৈন্যগণের কাহারও উপর আস্থা স্থাপন করিবেন না; এবং আপনার পিতার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলে আপনার ধ্বংস অনিবার্য্য। এই প্রকার সমূহ বিপদে আপনার শ্রীনগরের (৭৬) পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত উপায়ান্তর দেখিনা। ঐ প্রদেশের রাজা আপনাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিবেন; তাঁহার রাজ্য অনধিগম্য এবং তাঁহার আওরংজেবকে ভয় করিবার কোনও কারণ নাই। এই নিরাপদ স্থানে অবস্থান করিয়া আপনি ধীরভাবে কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিতে পারেন এবং পর্ব্বত হইতে সুবিধাজনক সময়ে অবতরণ করিতে পারিবেন।"

এই কথোপকথন হইতে রাজপুত্র বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, রাজা জয়সিংহ ও সৈন্যাবলীর উপরে তিনি কর্ত্তৃত্ব হারাইয়াছেন এবং অধিনায়কত্ব ত্যাগে অস্বীকৃত হইলে তিনি স্বয়ং বিপদে পতিত হইবেন; সুতরাং, তিনি অবস্থার দাস হইয়া পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মন্‌সবদার, সৈয়দ এবং অপর কয়েকজন অনুরক্ত ব্যক্তি তাঁহার অনুগমন করিলেন। সৈন্যদলের অধিকাংশ রাজা জয়সিংহ ও দিলির খাঁর সঙ্গে রহিল; এই নীচান্তঃকরণ বিশিষ্ট অধিনায়কদ্বয় রাজপুত্রের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণেও দ্বিধা বোধ করিলেন

(৭৫) সম্ভবতঃ ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে ইনি এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

(৭৬) উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গাঢ়ওয়াল জিলায়। বার্নিয়ারের সময়ে শ্রীনগর গাঢ়ওয়াল রাজগণের রাজধানী ছিল।

না। অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে ইহারা সুবর্ণের মুদ্রাবাহী একটী হস্তী ধৃত করিতে সমর্থ হইল। সুলেমানের অনেক ভৃত্য, এই মর্য্যদানাশক উপদ্রবে ভগ্নোৎসাহ হইয়া তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিল, এবং অনেক কৃষক, তাহাদিগকে সম্বলশূন্য করিয়া অনেককে হত্যা করিল। যাহা হউক, তিনি সপরিবারে পর্ব্বতে পৌছিতে সমর্থ হইলেন এবং তাঁহার পদমর্য্যাদানুযায়ী সম্ভ্রমের সহিত অভ্যর্থিত হইলেন; শ্রীনগরের রাজা তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে, তাঁহার রাজ্যে বাসকালে তিনি নিরাপদে থাকিতে পারিবেন এবং তিনি তাঁহার সৈন্যসহ তাঁহাকে সাহায্য করিবেন। এক্ষণে আমরা পূর্ব্বের ঘটনা অনুসরণ করিয়া, আগ্রায় যাহা ঘটিতেছিল তাহাই বর্ণনা করিব।

সামুগড়ের যুদ্ধের তিন কি চারিদিবস পরে, আওরংজেব এবং মুরাদ দুর্গ হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী নগরের সিংহদ্বারের সম্মুখস্থ উপবনে উপনীত হইলেন। তৎপরে, তাঁহারা আওরংজেবের একজন বিশ্বস্ত, বাকপটু এবং চতুর খোজার প্রমুখাৎ শাহ জাহানকে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। এই ব্যক্তি স্বীয় প্রভুর নামে বৃদ্ধ বাদশাহকে অভিবাদন করিয়া আওরংজেবের যে বাদশাহের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে তাহা জ্ঞাপন পূর্ব্বক সম্প্রতি যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাতে দুঃখপ্রকাশ করিয়া কহিলেন যে, একমাত্র দারার অত্যধিক দুরাকাঙ্ক্ষা ও কুঅভিপ্রায়ের জন্যই ইহা ঘটিয়াছে। তিনি বিশেষ সরলতার সহিত মহামান্য পিতৃদেবের স্বাস্থ্যোন্নতিতে অভিনন্দন করিলেন এবং পিতার আদেশ গ্রহণ ও প্রতিপালনই যে তাঁহার আগ্রায় উপনীত হইবার একমাত্র কারণ তাহাও নিবেদন করিলেন।

বাদশাহ পুত্রের ব্যবহারে অনুমোদনের ভাব প্রদর্শন ও বশ্যতা-স্বীকারে সন্তুষ্টি প্রকাশ করিলেন। তিনি অবশ্য আওরংজেবের কপটতা

ও ক্ষমতাপ্রিয়তার কথা অবগত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার এই সকল বাক্যে আস্থা স্থাপন করিলেন না; তথাপি, অটলতা প্রদর্শন, প্রজাবর্গের নিকট উপস্থিত হওয়া ও ওমরাহগণকে একত্রীভূত (যাহার এখনও অবসর ছিল) না করিয়া তিনি নিজের চতুরতা ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আওরংজেব এই উভয় বিষয়েই সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন; সুতরাং পিতা পুত্রের জন্য যে জাল নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, পিতা স্বয়ং যে সেই জালে নিপতিত হইবেন, তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই। বাদশাহ একজন বিশ্বাসী খোজার (৭৭) প্রমুখাৎ আওরংজেবের নিকট নিম্নোক্ত সংবাদ প্রেরণ করিলেন "তিনি যে কেবল দারার অনুপযুক্ত ব্যবহার অবগত আছেন তাহা নহে; দারার অক্ষমতার বিষয়ও অবগত আছেন; আওরংজেবের প্রতি তিনি যে চিরকাল বিশেষভাবে অনুরক্ত তাহাও তিনি স্মরণ করাইয়া, স্নেহবান্ পিতার সহিত সাক্ষাতের অনুরোধ এবং সময়োপযোগী ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।" সতর্ক রাজপুত্রও শাহ জাহানকে অবিশ্বাস করিতেন; তিনি অবগত ছিলেন যে বেগমসাহেবা দিবারাত্র পিতাকে পরিত্যাগ করেন না এবং পিতা সম্পূর্ণরূপে কন্যার বশীভূত ছিলেন; সেই বেগমসাহেবাই পূর্ব্বোক্ত বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছিলেন; এবং অন্তঃপুরে কয়েকজন বিশেষ বলশালিনী তাতার দেশীয় স্ত্রীলোক ছিল, আওরংজেব দুর্গে প্রবেশ করিলেই তাহারা তাঁহাকে অস্ত্রসহকারে আক্রমণ করিত। সুতরাং, আওরংজেব কিছুতেই দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না এবং যদিও তিনি পুনঃ পুনঃ পিতার সহিত সাক্ষাতের দিন স্থির করিতেন, তথাপি

(৭৭) পরে এই খোজা সুলেমান শুকোঃকে আওরংজেবের সেনাপতির হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন।

প্রত্যহই দিন পরিবর্ত্তন করিয়া পরবর্ত্তী দিবস স্থির করিতেন। ইতোমধ্যে তিনি তাঁহার গোপনীয় চক্রান্তে ব্রতী হইলেন ও বিশেষ পরাক্রান্ত ওমরাহের মতামত গ্রহণ করিলেন এবং অবশেষে সকল প্রকার ব্যবস্থা সংঘটিত হইলে একদিবস জনসাধারণ দেখিতে পাইল যে তাঁহার পুত্র সুলতান মুহম্মদ দুর্গাধিকার করিয়াছেন (৭৮)। এই উদ্যোগী যুবক নিকটে কতকগুলি লোক স্থাপন করিয়া আওরংজেবের নিকট হইতে সংবাদ বহন করিয়া বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন এই ছলে, সহসা দুর্গদ্বারস্থ প্রহরীদিগকে আক্রমণ করিলেন; শীঘ্রই তাঁহার অন্যান্য লোক তথায় সমবেত হইয়া অসন্দিগ্ধ দুর্গরক্ষী সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়া দুর্গাধিকার করিল (৭৯)।

(৭৮) ১লা জুন ফাজিল খাঁ ও সর্ব্বপ্রধান বিচারক সৈয়দ হেদায়াতুল্লা বাদশাহের স্বহস্ত লিখিত পত্রসহ আওরংজেবের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। আওরংজেব বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতেও প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিবসে ইঁহারা মূল্যবান উপহারসহ প্রেরিত হইয়া বুঝিতে পারিলেন যে আওরংজেব বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক হইয়াছেন। ৫ই তারিখে বৃদ্ধ ফাজিল খাঁ পুনর্ব্বার আওরংজেবের নিকট গমন করেন এবং প্রত্যাগমন করিয়া বাদশাহকে নিবেদন করেন যে আর পত্র প্রেরণের সময় নাই। সেই রাত্রেই আগ্রার দুর্গাবরোধ আরম্ভ হয়। ফাজিল খাঁ চতুর্থবার আওরংজেবের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। কোন সুফল যে ফলে নাই তাহা বলাই বাহুল্য।

(৭৯) প্রথমতঃ দুর্গাবরোধ করিয়া আওরংজেব কোন সুবিধা পাইয়াছিলেন না। "The fort was one of the strongest of that age, no assault, mining or sapping could capture it, with its deep moat and its towers and walls too thick to be battered down." অবশেষে আওরংজেব দুর্গের জল রুদ্ধ করিলেন। ঐ সময়ে ঐ দুর্গ অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল; গভীর পরিখাবেষ্টিত এই দুর্গ অধিকার সহজে সম্ভবপর ছিল না। (Ancedotes, ৮ পৃষ্ঠা। History, দ্বিতীয় খণ্ড, ৭৮, ৭৯)। শাহ জাহান পুত্রকে একখানি পত্র প্রেরণ করেন :—

শাহ্ জাহান যখন দেখিলেন যে অপরের জন্য যে জাল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে স্বয়ং আবদ্ধ হইলেন, তখন তাঁহার আর বিস্ময়ের

"My Son, my hero !

(Verses)

Why should I complain of the unkindness of Fortune,

Seeing that not a leaf is shed by a tree without God's will ?

Only Yesterday I was the master of nine hundred thousand troops, and to-day I am in need of a pitcher of water !

(Verses)

Praised be the Hindus in all Cases,

As they ever offer to their dead.

And thou, my son, art a marvellous Musalman.

As thou causest me in life to lament for (lack of) water !

O, prosperous Son ! be not proud of the good luck of this treacherous world ! Scatter not the dust of negligence (of duty) and pride on thy wise head. (Know) that this perishable world is a narrow pass (leading) to the dark region, and that eternal prosperity comes only from remembering God and showing kindness to men." (History, দ্বিতীয় খণ্ড, ৮০ ও ৮১ পৃষ্ঠা)।

এতদুত্তরে আওরংজেব নির্দ্দয়ভাবে জানাইয়াছিলেন "ইহা আপনারই কার্য্য।"

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় লিখিত "শাহ্ জাহানের রাজ্য-নাশ" নামক প্রবন্ধ (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩১৩) হইতে উদ্ধৃত নিম্নোক্তস্থান দ্রষ্টব্য :—

"তখন শাহ্ জাহান এই মর্ম্মস্পর্শী চিঠিখানি আওরংজেবকে পাঠাইলেন :—

"বাবা আমার! বীর আমার! এই মাত্র কাল আমি নয় লক্ষ অশ্বারোহীর অধীশ্বর ছিলাম। আর আজ আমার একটী জল দেবার চাকরের অভাব!

(পদ্য) হিন্দুদের, যাহা হউক, ধন্য বলি,

তাহারা মৃত (আত্মীয়) কে জলদান করে।

কিন্তু, হে পুত্র! তুমি এমন অদ্ভুত মুসলমান

যে আমি জীবিত থাকিতে জল হইতে বঞ্চিত করিয়াছ।"

সীমা রহিল না; তিনি দেখিতে পাইলেন যে তিনি বন্দী হইয়াছেন এবং দুর্গ আওরংজেবের হস্তগত হইয়াছে। কথিত আছে যে অসুখী বাদশাহ তৎক্ষণাৎ রাজমুকুট ও কোরাণের নামে শপথ করিয়া মুহম্মদকে সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, এই বিপদে তিনি বাদশাহকে বিশ্বস্তরূপে সাহায্য করিলে বাদশাহ তাঁহারই হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিবেন। আরও বলিলেন "আমার নিকটে আসিয়া তোমার পিতামহকে কারাগার হইতে মুক্ত কর; এরূপ করিলে তুমি স্বর্গের আশীর্ব্বাদ ও অবিনশ্বর সুনাম অর্জ্জন করিবে।"

সুলতান মুহম্মদ যদি সাহস করিয়া এই সকল প্রস্তাবে সম্মত হইতেন, তাহা হইলে খুব সম্ভব তাঁহার পিতাকে স্থানচ্যুত করিয়া তিনি সেই স্থান অধিকার করিতে পারিতেন। শাহ জাহান এসময়েও

"আওরংজেব চিঠির পৃষ্ঠে উত্তর লিখিলেন "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! আর বেশী লেখা বেআদবী।"

বাদশাহ নিরুপায় হইয়া এই গম্ভীর চিঠী তাঁহার বিজয়ী নির্ম্মম পুত্রকে পাঠাইলেন:

"পিতৃভক্তি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছ! আমাকে শত্রু বলিয়া মনে কর এবং আমাকে যে সব কষ্ট দিতেছ তাহাতে তোমার ইহজগতে লজ্জা ও পরকালে সর্ব্বনাশ হইবে। শেষ বিচারের দিন কি বলিয়া আত্মরক্ষা করিবে? যুদ্ধ জয় করিয়াছ বলিয়া উন্নত হইও না। আশা করিও না ভাগ্য চিরকাল তোমার পক্ষে থাকিবে, কারণ ভাগ্য বড় পরিবর্ত্তনশীল। যাহাতে নিজের ক্ষতি হইবে এরূপ কাজ করিও না। জগৎজন আমার রাজত্বের গৌরব ও সমৃদ্ধি দেখিয়া মুগ্ধ ছিল, ইহার শেষ অংশ তুমি বিষময় করিও না। সাধু পুত্রের মত কার্য্য কর, যেন তোমার নাম ও যশ চিরস্থায়ী হয়।"

আওরংজেব উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন "আমি বাধ্য পুত্র। অধুনা যাহা করিয়াছি তাহার কারণ এই যে ভয় ও নিরাশয়ে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ধরিতে বাধ্য হইয়াছি। নচেৎ আপনার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া চরণে উপস্থিত হইতাম। এখন দুর্গটা আমার লোকদের হাতে ছাড়িয়া দেন; তারপর আমি বিনীত ভাবে উপস্থিত হইয়া আপনার ক্ষমা ভিক্ষা করিব।"

প্রভৃত ক্ষমতা পরিচালন করিতেন এবং যদি তিনি দুর্গ পরিত্যাগে আদিষ্ট হইয়া সৈন্যাবলীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আমি বিশ্বাস করি, সৈন্যেরা তাঁহার প্রাধানত্য স্বীকার করিত এবং প্রধান ওমরাহগণ তাঁহার শাসনের প্রতি অনুরক্ত থাকিত। স্বয়ং আওরংজেবও নিজ পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সাহসী হইতেন না বা এরূপ ক্রূর প্রকৃতি প্রদর্শন করিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ, এরূপ ক্ষেত্রে সকলেই, এমন কি মুরাদও তাঁহার পক্ষত্যাগ করিতেন।

সাধারণের মত এই যে সামুগড়ের যুদ্ধ ও দারার পলায়নের পরে শাহ জাহান যে ভ্রম করিয়াছিলেন, সুলতান মুহম্মদও এই ক্ষেত্রে সেইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। ইহাও আমি বলিতে বাধ্য যে অনেক রাজনৈতিকের এরূপ মত যে, যুদ্ধ ও দারার পলায়নের পরে বৃদ্ধ বাদশাহ দুর্গাভ্যন্তরে থাকিয়া ছলনা দ্বারা আওরংজেবকে পরাজিত করিবার চেষ্টা করিয়া বিশেষ সুবুদ্ধির কার্য্যই করিয়াছিলেন। এই সকল রাজনৈতিকগণ বলেন যে, অবিবেচকগণই বলে যে ফল দ্বারা কার্য্যের হিতাহিত বিবেচনা করিতে হয় এবং শাহ জাহান আওরংজেবের প্রতি স্নেহ ও অনুরাগের যে নিদর্শন দেখাইয়াছিলেন, যদি তাহাতে তিনি আওরংজেবকে বন্দী করিতে পারিতেন, তবে এই সকল ব্যক্তি শাহ জাহানের বিজ্ঞতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রশংসা করিত। এক্ষণে ক্রোধান্ধ বেগম সাহেবার (যিনি মনে করিয়াছিলেন যে আওরংজেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন) পরামর্শেই বাদশাহ এরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নিন্দা করিতেছে ; অর্থাৎ, পক্ষী স্বেচ্ছায় পিঞ্জরে গমন করিত। এতদ্দেশীয় রাজনীতিজ্ঞগণের মতে, সুলতান মুহম্মদ কেন যে রাজদণ্ড ধারণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন, তাহা বোধগম্য হওয়া সুকঠিন ; বিশেষতঃ, এরূপ সময়ে যশোলিপ্সা পূর্ণ করিয়া,

সঙ্গে সঙ্গে তিনি দয়া ও বদান্যতার জন্য প্রভূত সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারিতেন। পিতামহকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া তিনি রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইতে পারিতেন; পক্ষান্তরে, এরূপ না করায়, সম্ভবতঃ তাঁহাকে গোয়ালিয়রে জীবনাতিপাত করিতে হইবে।

অতি অল্প ব্যক্তিই বিশ্বাস করিবেন যে সুলতান মুহম্মদ পিতৃভক্তি বশতঃই শাহ জাহানের অনুরোধ-প্রতিপালনে নিরস্ত হইয়াছিলেন; খুব সম্ভব তিনি বাদশাহের কথায় আস্থা-স্থাপন করিতে পারেন নাই এবং আওরংজেবের ন্যায় মানসিক শক্তি ও অসাধারণ গুণ সমন্বিত ব্যক্তির সহিত রাজমুকুট লইয়া বিবাদ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় যাহাই থাকুক না কেন, তিনি হতভাগ্য বন্দীর প্রস্তাবাদি অগ্রাহ্য করিলেন; এমন কি, তিনি বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হন নাই এইজন্য তাঁহার কক্ষে গমনেও বিরত হইলেন; অধিকন্তু, যাহাতে আওরংজেব নির্ব্বিঘ্নে বাদশাহের পদ চুম্বন করিতে পারেন, তজ্জন্য তিনি দুর্গের প্রত্যেক দ্বারের চাবি না পাইলে আওরংজেবের নিকট প্রত্যাগমন করিতে নিষিদ্ধ হইয়াছিলেন। শাহ জাহান চাবিগুলি মুহম্মদের হস্তে সমর্পণ করিতে প্রায় দুই দিবস ইতস্ততঃ করিতেছিলেন; কিন্তু, যখন দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার পরিবারবর্গ, বিশেষতঃ ক্ষুদ্রদ্বারের প্রহরীগণও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেছে, এবং তিনি নিরাপদও নহেন, তখন, সুলতান মুহম্মদের হস্তে চাবিগুলি অর্পণ করিয়া, বিশেষ আবশ্যকীয় গোপনীয় সংবাদ প্রদানের জন্য আওরংজেবকে তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটে আসিবার আদেশ দিলেন। অবশ্য ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে, সুচতুর আওরংজেব এরূপ ভুল করিবেন না। তিনি শাহ জাহানের আদেশ প্রতিপালন করা দূরে থাকুক, তাঁহার খোজা ইতিবার খাঁকে

দুর্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। ইতিবার খাঁর আদেশানুযায়ী শাহ জাহান, বেগমসাহেবা এবং অন্যান্য সকল স্ত্রীলোকই বিশেষ সাবধানতার সহিত কারারুদ্ধ হইলেন। শাসনকর্ত্তার আদেশ ব্যতীত বাদশাহ স্বীয় কক্ষ পরিত্যাগেও নিষিদ্ধ হইলেন।

এই সময়ে আওরংজেব স্বীয় পিতাকে একখানি পত্র লিখিলেন এবং পত্র মোহরাঙ্কিত করিবার পূর্ব্বে তিনি ইহা সকলকেই দেখাইলেন। আওরংজেব ইহাতে জানাইলেন যে আমার ব্যবহারের কারণ স্বরূপ আমি নিবেদন করিতেছি যে যদিও আপনি প্রকাশ্যে আমার প্রতি গাঢ় পক্ষ-পাতিত্ব ও দারার কার্য্যে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিতেন, তথাপি আমি নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়াছি যে আপনি দারার নিকট সুবর্ণের মুদ্রা-বাহী দুইটী হস্তী প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাতে তিনি নূতন সৈন্য সংগ্রহ ও এই ভয়াবহ যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী করিবার উপায় সংগ্রহ করিয়াছেন; এইজন্য আপনাকে পরিষ্কার রূপে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে তাঁহার হঠকারিতার জন্যই কি আমি এই রূঢ় ও অস্বাভাবিক ব্যবহারে বাধ্য হই নাই? প্রকৃত পক্ষে তিনিই কি আপনার কারারুদ্ধ হইবার কারণ নহেন? এবং তাঁহার জন্যই কি আমি এত দীর্ঘ কাল আপনার পদপ্রান্তে প্রণত হইতে এবং স্নেহময় পুত্রের নিকট হইতে আপনি যে সকল ন্যায্য দাবী করিতে পারেন তাহা সম্পন্ন করিতে অপারগ হই নাই? এক্ষণে, আমার একমাত্র কর্ত্তব্য আমার অস্বাভাবিক ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং আপনার কর্ত্তব্য ক্ষণিক স্বাধীনতা হানির জন্য ধৈর্য্যাবলম্বন করা। কারণ আমি আশ্বাস দিতেছি যে দারা আপনার শান্তির ব্যাঘাত করিতে অসমর্থ হইবা মাত্র, আমি দুর্গে গমন করিয়া স্বহস্তে আপনার কারাগৃহের দ্বার উন্মোচন করিব (৮০)।

(৮০) ৮ই জুন শাহ জাহান আওরংজেবের কর্ম্মচারীর হস্তে দুর্গ সমর্পণ করেন।

আমি ইহা অবগত হইয়াছি যে প্রকৃতপক্ষে শাহ জাহান সুবর্ণমুদ্রাসহ হস্তী দিল্লী পরিত্যাগের রাত্রিতে দারার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং রৌশনআরা এই সংবাদ আওরংজেবকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই রাজকুমারীই আওরংজেবকে বলশালিনী তাতার স্ত্রীলোকদের কথা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ইহাও কথিত হয় যে, বাদশাহ কর্ত্তৃক লিখিত কয়েকখানি পত্র আওরংজেব হস্তগত করিয়াছিলেন (৮১)।

অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই সকল সংবাদে আস্থা প্রদান করেন নাই এবং ইহাও বলেন যে আওরংজেবের উপরোক্ত পত্র কেবল সাধারণকে প্রতারণার্থ এবং বাদশাহের প্রতি কুব্যবহার জনিত ক্ষুব্ধ ব্যক্তিদিগের ক্ষোভ অপনয়নের জন্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রকৃত ঘটনা যাহাই হোক শাহ জাহানের অবরোধে সকল ওমরাহই আওরংজেব ও মুরাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাধ্য হইয়াছিল। যখন আমি বিবেচনা করি যে, বৃদ্ধ ও ব্যাধিগ্রস্ত বাদশাহের স্বপক্ষে কোন কার্য্য হয় নাই, বা একজনও প্রতিবাদ করে নাই, তখন আমি আমার অসন্তোষ দমন করিতে পারিনা। বিশেষতঃ যে সকল ওমরাহ তাঁহার অত্যাচারকারীদিগের নিকট নতজানু হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই, এতদ্দেশীয় আচারানুযায়ী সামান্য অবস্থা হইতে এবং কেহ কেহ ক্রীতদাস হইতে এই সকল ওমরাহ পদে উন্নীত

(৮১) ইহা সত্য। (History, দ্বিতীয় খণ্ড, ৮৪, ৮৫ পৃষ্ঠা) আওরংজেব বাদশাহের সহিত সাক্ষাতের জন্য অগ্রসর হইবার সময়ে শায়েস্তা খাঁর নিষেধে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঠিক এই সময়েই বাদশাহ-লিখিত এক পত্র তাঁহার হস্তগত হয়। এই পত্রে লিখিত ছিল "দারা! দিল্লীতেই অবশ্য অবশ্য অবস্থান করিবে। এখানে অর্থ ও সৈন্যের অভাব নাই। সে স্থান কিছুতেই ত্যাগ করিবে না; এই স্থানের কার্য্য আমিই সম্পন্ন করিব।" বাদশাহকে এখনও দারার প্রতি অনুরক্ত দেখিয়া আওরংজেব অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

শাহজাহান ও আওরংজেব
(হস্তিদন্তোপরি চিত্র হইতে)
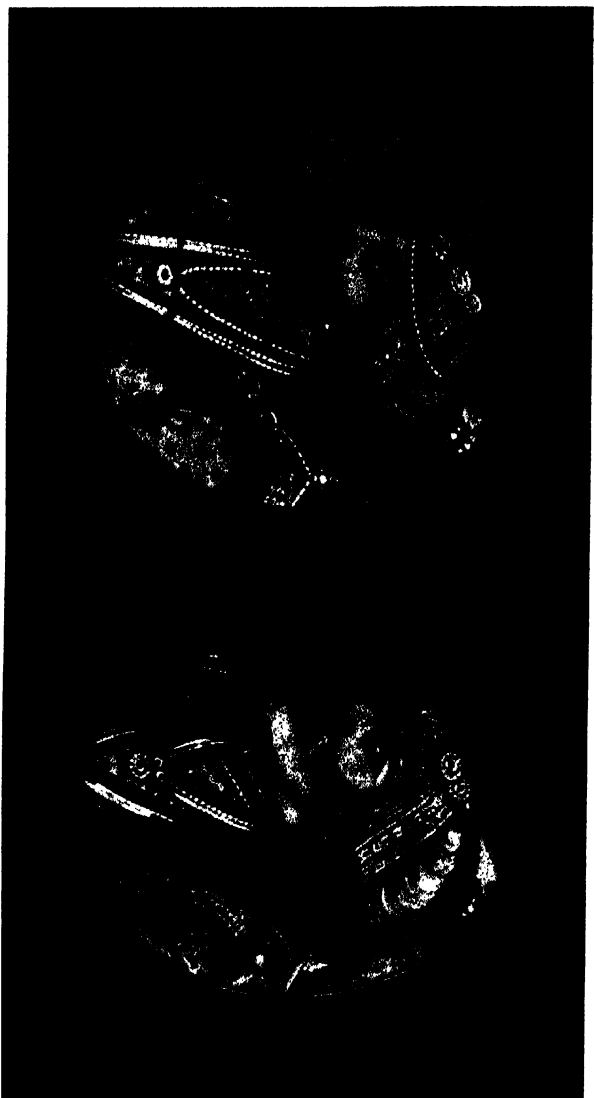
হইয়াছিল। দানিশমন্দখাঁ ও সামান্য কয়েকজন কোন পক্ষই অবলম্বন করেন নাই ; কিন্তু, এই কয়জন ব্যতীত অন্য সকল ওমরাহই আওরংজেবের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন।

যখন আমরা মনে করি যে হিন্দুস্থানের আমীরগণ ফ্রান্স বা ইউরোপের অন্যান্য স্থানের অভিজনগণের ন্যায় ভূমির অধিকারী নহেন অথবা স্বাধীন ভাবেও রাজস্ব ভোগ করিতে পারেন না তখন ওমরাহদের এই অকৃতজ্ঞ ব্যবহার জনিত নিন্দার ভাগ কম হইবে। আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বাদশাহ-দত্ত বৃত্তিই তাঁহাদের একমাত্র আয় এবং বাদশাহ নিজ ইচ্ছানুসারে ইহা দান বা প্রতিগ্রহণ করিতে পারেন। এই বৃত্তির হানি হইলে ভারতীয় ওমরাহ একেবারে নগণ্য হইয়া পড়েন এবং তখন তিনি সামান্য অর্থও ঋণস্বরূপ প্রাপ্ত হন না।

আওরংজেব ও মুরাদ একত্রে ঐরূপ ভাবে শাহ জাহানকে সিংহাসনচ্যুত ও ওমরাহদের বশ্যতা গ্রহণ করিয়া দারার পশ্চাদ্ধাবনে ব্রতী হইলেন। রাজকীয় কোষাগার তাঁহাদের আর্থিক অভাব মোচন করিল এবং আওরংজেবের মাতুল শায়েস্তাখাঁ আগ্রার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন।

সৈন্যাবলীর প্রস্থানের দিবস উপস্থিত হইলে মুরাদের বিশিষ্ট বন্ধুগণ, বিশেষতঃ সা আব্বাস তাঁহাকে প্রত্যেক প্রকারে স্বীয় সৈন্য সহ আগ্রা ও দিল্লীর সান্নিধ্যে থাকিবার জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে অত্যধিক সৌজন্য ও মধুরভাষিতার অন্তরালে বিশ্বাসঘাতক অন্তঃকরণ থাকে। তাঁহারা তাঁহাকে নিবেদন করিলেন যে সকলে, এমনকি আওরংজেব পর্য্যন্ত, যখন তাঁহাকে বাদশাহ বলিয়া স্বীকার করিতেছেন (৮২) তখন আগ্রা বা দিল্লীর সান্নিধ্য হইতে

---

(৮২) ইহা বাজার গুজব মাত্র। এই প্রসঙ্গে History, দ্বিতীয় খণ্ড, ৮৯ পৃষ্ঠা বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য। "I find it difficult to credit this account as a whole.

দূরে গমন না করাই শ্রেয়ঃ এবং তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার ভ্রাতাকে দারার পশ্চাদ্ধাবন করিতে প্রেরণ করাই তাঁহার পক্ষে বিধেয়। যদি তিনি এই সুবিধাকর পরামর্শে কর্ণপাত করিতেন, তবে আওরংজেব যৎপরোনাস্তি অভিভূত হইতেন ; কিন্তু, এই সৎপরামর্শ মুরাদের উপরে কোনপ্রকারে কার্য্যকরী হইল না এবং তিনি সর্ব্বপ্রকারে ভ্রাতার পবিত্রতাপূর্ণ প্রতিজ্ঞা ও উভয়ের কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়া লইলেন। উভয় ভ্রাতাই একত্রে আগ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

মথুরা হইতে কিঞ্চিদ্দূরে সকল বিষয় দেখিয়া শুনিয়া মুরাদের বন্ধুগণের আশঙ্কা উদ্দীপিত হওয়ায় তাঁহারা পুনর্ব্বার মুরাদের ভীতি

Murad must have been a greater fool than he really was if he ever truly believed in such delusive promises. It is possible that Aurangzib had pretended to defer to Murad's judgement in public, and also by smooth words raised in his mind a vague hope that he would give Murad much more than the territory promised in the treaty. At least Murad might have imagined that Aurangzib would not seize the supreme power in the lifetime of Shah Jahan as he had hitherto avoided wearing the crown and had even urged Murad to desist from such a course in Guzerat." দুই ভ্রাতার মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগ করার জন্য প্রতিজ্ঞাপত্র পাওয়া গিয়াছে। History, প্রথম খণ্ড, ৩৩৬, ৩৩৭। মুরাদের অনুরোধে আওরংজেব চুক্তিবিষয়ক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই পত্রে আওরংজেব মুরাদকে পঞ্জাব, আফগানিস্থান, কাশ্মীর ও সিন্ধুপ্রদেশ প্রদানে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। আওরংজেবের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী আকিল খাঁ লিখিয়াছেন যে আওরংজেব নিম্নোক্ত সর্ত্তে স্বীকৃত হইয়াছিলেন--(১) লুণ্ঠনের এক-তৃতীয়াংশ মুরাদ ও দুই-তৃতীয়াংশ আওরংজেব পাইবেন। (২) সাম্রাজ্যজয়ের পরে মুরাদ পঞ্জাব, আফগানিস্থান, কাশ্মীর ও সিন্ধুর রাজা হইয়া নিজ নামে মুদ্রা প্রস্তুত ও খুৎবা প্রচার করিবেন।

উৎপাদনের প্রয়াস পাইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে আওরংজেবের দুষ্ট অভিসন্ধি ও কোন ভয়াবহ চক্রান্ত সংঘটনের সম্বন্ধে নানারূপ উপদেশ প্রদান করিলেন। নানাস্থান হইতে এই বিষয়ে তাঁহারা সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ; তজ্জন্য মুরাদ যেন অবশ্য অন্ততঃ সেই দিবস তাঁহার ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ না করেন। তাঁহারা এরূপ সঙ্গত বিবেচনা করিলেন যে পূর্ব্ব হইতেই এই বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত এবং এজন্য শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন মুরাদ আওরংজেবের নিকট উপস্থিত হইতে পারিবেন না এরূপ সংবাদ প্রেরণ করিলে আওরংজেব, প্রথানুযায়ী মাত্র কয়েকজন রক্ষীসহ মুরাদের নিকট উপনীত হইবেন।

কিন্তু, কোন তর্ক বা অনুরোধই মুরাদের নিকট ফলদায়ক হইল না। আওরংজেবের ছল ও অতিভক্তি মুরাদকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল ; এবং তাঁহার বন্ধুদের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি ভ্রাতার নৈশভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। আওরংজেব মুরাদের আগমন প্রতীক্ষায় মিরকান্ ও অন্য তিন চারি জন তোষামদকারীদিগের সহিত উদ্দেশ্য সাধনের উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছিলেন। মুরাদকে পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর সম্মান ও সৌজন্যের সহিত অভ্যর্থনা করা হইল ; আহ্লাদাতিশয্যে যেন আওরংজেবের চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু পতিত হইতে লাগিল এবং আওরংজেব স্বীয় কোমল হস্তে অনুরক্ত ও অন্ধবিশ্বাসী মুরাদের বদন হইতে ধূলি ও ঘর্ম্ম মার্জ্জনা করিয়া দিলেন। ভোজনকালে বাহ্যতঃ সকল প্রকার আমোদ প্রমোদ ও রসিকতার প্রবাহ চলিতে লাগিল এবং আহারান্তে প্রচুর পরিমাণে সিরাজ ও কাবুলের তৃপ্তিকর মদ্য আনীত হইল। তখন আওরংজেব গাত্রোত্থান করিয়া স্নেহময় ও আনন্দপূর্ণ বচনে বলিলেন "বাদশাহকে আমার মনের অবস্থা অবগত করিবার আবশ্যকতা নাই এবং মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীরূপে আমি মদ্যস্পর্শ

করিতে পারি না ; কিন্তু, যদিও কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমি এই স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছি, তথাপি আমি আপনাকে উপযুক্ত সঙ্গীর নিকট রাখিয়া যাইতেছি। মিরকান্ ও আমার অন্যান্য বন্ধুগণ বাদশাহকে যথোচিতরূপে আনন্দিত রাখিবে।" মুরাদের অতিরিক্ত মদ্যপান একটী প্রধান দোষ ছিল এবং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে, আওরংজেব প্রদত্ত মদ্য অত্যন্ত সুমিষ্ট দেখিয়া তিনি এত অধিক পরিমাণে উহা পান করিলেন যে মদোন্মত্ত হইয়া গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন। মদ্যদ্বারা এইরূপ অবস্থা সংঘটনই আওরংজেবের উদ্দেশ্য ছিল। যাহাতে মুরাদের বিশ্রামসুখে ব্যাঘাত না জন্মে, তজ্জন্য তাঁহার পরিচারকবর্গকে স্থানত্যাগ করিতে আদেশ প্রদান করা হইল এবং মিরকান্ মুরাদের তরবারী ও যমধর অপসারিত করিল। অনতিবিলম্বেই আওরংজেব মুরাদের নিদ্রা ভঙ্গ করিতে সেই কক্ষে আগমন পূর্ব্বক স্বীয় পদদ্বারা মুরাদকে রূঢ়ভাবে আঘাত করিয়া তাঁহার চক্ষুরুন্মীলন করাইয়া নিম্নোক্ত ক্ষুদ্র ও উদ্ধত তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ করিলেন "কি ঘৃণা ও লজ্জার বিষয় ! তুই রাজা হইবার আকাঙ্ক্ষা করিস্, অথচ তোর বিন্দুমাত্র পরিণামদর্শিতা নাই ? এক্ষণে পৃথিবী তোর সম্বন্ধে, আর আমার সম্বন্ধেই বা কি বলিবে ? এই হতভাগ্যকে হস্তপদ বন্ধন করিয়া কক্ষান্তরে লইয়া নিদ্রা যাইতে দেও।" আদেশ প্রচারিত হইবা মাত্র কার্য্যে পরিণত হইল ; পাঁচ ছয় জন সৈন্য মুরাদকে আক্রমণ করিল এবং তাঁহার চীৎকার ও বাধা সত্ত্বেও শৃঙ্খল ও হাতকড়ী দ্বারা বদ্ধ করিয়া তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল। এই অত্যাচার মুরাদের পরিচারকবর্গের অজ্ঞাতে সমাধা হইতে পারিল না ; তাহারা বিপদ জ্ঞাপন করিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু মুরাদের গোলন্দাজী সৈন্যের অধ্যক্ষ আল্লাকুলী ইহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়া নিরস্ত করিল। এই ব্যক্তি বহুপূর্ব্ব হইতেই

আওরংজেবের সুবর্ণ দ্বারা প্রলোভিত হইয়াছিল। যাহা হউক, সৈন্যদের মধ্যে কিছু আন্দোলন দৃষ্ট হইল এবং অকস্মাৎ যাহাতে কোন বিদ্রোহ না হয়, তজ্জন্য রাত্রিতেই গুপ্তচর নিযুক্ত করা এবং প্রকাশ করা হইল যে আওরংজেবের শিবিরে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা অত্যন্ত তুচ্ছ ; এই সকল গুপ্তচরগণ বলিতে লাগিল যে তাহারা ঘটনার সময়ে উপস্থিত ছিল এবং মুরাদ অত্যধিক মদ্যপান করিয়া স্থৈর্য্য হারাইয়া অসংযত ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি সকলেরই নিন্দা করিয়াছিলেন ; এমনকি আওরংজেবও কুৎসিৎ গালাগালি হইতে নিষ্কৃতি পান নাই ; অল্প কথায় ইহা বলা যাইতে পারে যে, মুরাদ এরূপ কলহপরায়ণ ও অদমনীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন যে তাঁহাকে অন্যত্র আবদ্ধ করা অবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল ; কিন্তু, প্রাতঃকালে প্রকৃতিস্থ হইলে তাঁহাকে মুক্তিপ্রদান করা হইবে। ইতিমধ্যে প্রচুর উৎকোচ প্রদান ও ভবিষ্যতে প্রচুরতর পুরস্কার প্রদানের প্রতিশ্রুতি ও সকল সৈন্যের বেতন বৃদ্ধি করা হইল ; এবং মুরাদের পতন এরূপ অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল যে, প্রাতঃকালে রাত্রির উত্তেজনার বিন্দুমাত্রও চিহ্ন রহিল না। আওরংজেব ভ্রাতাকে আবৃত হাওদায় স্থাপন করিতে সাহসী হইলেন এবং মুরাদ এবংপ্রকারে দিল্লীতে প্রেরিত হইয়া নদীমধ্যে অবস্থিত সেলিম্‌গড়ের প্রাচীন দুর্গে কারারুদ্ধ হইলেন (৮৩)।

খোজা সা আব্বাস ব্যতীত অন্য সকল সৈন্যই এই নূতন ব্যবস্থার বশীভূত হইল(৮৪)। কেবল সা আব্বাসই অনেক গণ্ডগোল করিয়াছিলেন।

---

(৮৩) ২৫শে জুন এই ঘটনা ঘটে।

১৬৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে মুরাদ গোয়ালিয়র দুর্গে প্রেরিত হইয়া তথায় তিন বৎসর বাস করিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার মুক্তির জন্য বৃথা চক্রান্ত করা হইয়াছিল। ১৬৬১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

(৮৪) মুরাদের সৈন্যগণকে আওরংজেব পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন এবং মুরাদের

মুরাদের অধীন সৈন্যদলকে আওরংজেব স্বীয় সৈন্যদলভুক্ত করিলেন এবং দারার পশ্চাদ্ধাবন পুনরারম্ভ করিলেন। দারা বিশেষ দ্রুতগতিতে লাহোরের দিকে আগ্রসর হইতেছিলেন। লাহোরকে সুরক্ষিত করিয়া স্বীয় বন্ধুবান্ধব ও উহাকে অনুরক্তদিগের সম্মিলন স্থান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু, তাঁহার শত্রু তাঁহাকে এরূপ ভাবে নির্য্যাতন করিতে লাগিলেন যে তিনি লাহোর দুর্গ সুরক্ষিত করিতে অসমর্থ হইলেন ও তজ্জন্য তিনি মুলতানের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও তাঁহার ভ্রাতার কার্য্যাবলীর জন্য তাহাকে এই স্থান অধিকার করিয়া রাখিবার আশা পরিত্যাগ করিতে হইল। প্রকৃতপক্ষে আওরংজেবের উৎসাহ ও ক্ষিপ্রকারিতার সীমা ছিল না। অত্যধিক উষ্ণতা সত্ত্বেও তাঁহার সৈন্য দিবারাত্র অগ্রসর হইতে লাগিল এবং সৈন্যদিগকে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য তিনি অনেক সময়ে একাকী সৈন্যদলের পাঁচ ছয় মাইল অগ্রগামী হইতেছিলেন। সামান্য সৈনিক অপেক্ষাও তিনি নিকৃষ্ট খাদ্যাদি গ্রহণ করিতেছিলেন। শুষ্ক রুটী ও অপরিশ্রুত জলই তাঁহার খাদ্য ও ভুমিতলই তাঁহার শয্যা ছিল।

লাহোর পরিত্যাগের পরে দারা কাবুলের দিকে অগ্রসর হন নাই বলিয়া এতদ্দেশীয় রাজনীতিজ্ঞগণ তাঁহাকে নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহাকে কাবুলের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করা হইয়াছিল এবং কি কারণে তিনি এই সুপরামর্শে কর্ণপাত করেন নাই, তাহা প্রহেলিকাবৎ বোধ হইবে। কাবুলের শাসনকর্ত্তা মহাবৎ খাঁ হিন্দুস্থানের ওমরাহের মধ্যে প্রাচীন ও মহাপরাক্রান্ত ছিলেন। তিনি কখনও আওরংজেবের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন না; এবং আফগান,

যে সকল কর্ম্মচারী তাঁহার বন্দী হওয়ার সময়ে আওরংজেবের সাহায্য করেন তাঁহারা বিশেষরূপে পুরস্কৃত হইয়াছিলেন।

পারসীক ও উজবক্‌দিগের সহিত যুদ্ধকরিবার জন্য তথায় দশ সহস্রাধিক সৈন্য সমবেত ছিল। দারার সহিত প্রচুর অর্থ ছিল এবং কাবুলের সৈন্য ও মহাবৎখাঁ যে তাঁহার সঙ্গে যোগ দিতেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ ছিল না। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে কাবুল, পারস্য ও উজবকের সীমান্তপ্রদেশে অবস্থিত বলিয়া দারা এই সকল দেশ হইতেও যথেষ্ট সাহায্য পাইতেন। তাঁহার স্মরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য ছিল যে হুমায়ুন, পাঠানাধিপতি সেরসাহ (৮৫) কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইলেও কি প্রকারে পারসীকগণের সাহায্যে পুনর্ব্বার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু, সাধারণতঃ প্রাজ্ঞ পরামর্শদাতৃগণের সুপরামর্শ অগ্রাহ্য করাই হতভাগ্য দারার অদৃষ্টে ছিল; এবং এক্ষেত্রেও তিনি কাবুল গমন না করিয়া সিন্ধুপ্রদেশের দিকে অগ্রসর হইয়া সিন্ধুমধ্যবর্ত্তী সুরক্ষিত ও প্রসিদ্ধ টাট্টা-বাখর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন।

দারার পলায়নের পথ অবগত হইয়া আওরংজেব তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বিবেচনা করিলেন। তাঁহার ভ্রাতা কাবুলের দিকে অগ্রসর হইবেন না জানিতে পারিয়া তিনি আপনাকে বহু পরিমাণে নিরাপদ বিবেচনা করিলেন এবং দারার গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য তাঁহার ধাত্রীপুত্র মীরবাবার অধীনে সাত কি আট সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিয়া বিশেষ দ্রুতগতিতে আগ্রার দিকে যাত্রা করিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে রাজধানীতে কোন বিপদ ঘটে এই আশঙ্কায় তিনি অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। তিনি আশঙ্কা করিতেছিলেন যে, জয়সিংহ বা যশোবন্ত প্রভৃতি পরাক্রান্ত রাজা শাহ জাহানকে মুক্তি প্রদান করিতে পারেন;

(৮৫) পাঠান বাদশাহ। হুমায়ুনকে বিতাড়িত করিয়া ইনি ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনাধিরোহণ করিয়া ১৫৪৫ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

অথবা সুলেমান শুকো ও শ্রীনগরের রাজা পর্ব্বত হইতে বেগবান স্রোতের ন্যায় আক্রমণ করিতে পারেন অথবা সুলতান শুজা হয়ত এক্ষণে আগ্রাভিমুখী হইতে সাহসী হইতে পারেন। নিম্নোক্ত ক্ষুদ্র ঘটনা দ্বারা আওরংজেবের দ্রুত কার্য্য করিবার ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে।

মুলতান হইতে লাহোর প্রত্যাগমন কালে যখন আওরংজেব তাঁহার চিরাভ্যস্ত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে রাজা জয়সিংহ চারি কি পাঁচ সহস্র সুসজ্জিত রাজপুত সহ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। পূর্ব্বানুযায়ী, আওরংজেব নিজ সৈন্যের পুরোগামী ছিলেন; এবং শাহ্ জাহানের প্রতি রাজা জয়সিংহের অনুরক্তির বিষয় জ্ঞাত থাকায়, আওরংজেব তৎকালীন অবস্থা সঙ্কটপূর্ণ বলিয়া মনে করিতেছিলেন। জয়সিংহ যে এইরূপ সুবিধা পাইয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া তাঁহার পূজনীয় বাদশাহকে অসহনীয় ও অন্যায় দাসত্ব হইতে মুক্তি প্রদান ও সঙ্গে সঙ্গে যে অকৃতজ্ঞ পুত্রের হস্তে বাদশাহ্ এতাদৃশ ক্লেশ ও অপমান সহ্য করিয়াছিলেন, তাঁহাকে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রহিল না। প্রকৃত পক্ষে, ইহাও অনুমিত হয় যে, আওরংজেবকে বন্দী করিবার একমাত্র উদ্দেশ্যেই উক্ত রাজা এই অভিযানে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন এবং প্রকৃত পক্ষে জয়সিংহ অতি দ্রুতবেগে দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া আওরংজেবের সম্মুখে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু, আওরংজেবের স্থৈর্য্য ও বুদ্ধি তাঁহাকে এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল। তিনি বিন্দুমাত্র ব্যস্ততা বা বিপদের লক্ষণ প্রদর্শন করিলেন না; পক্ষান্তরে তিনি রাজাকে দেখিতে পাইয়া উৎফুল্ল বদনে রাজার দিকে অশ্ব প্রধাবিত করিয়া হস্ত দ্বারা রাজাকে তাঁহার অশ্বের গতির বেগ বৃদ্ধি করিয়া তাঁহার নিকটে উপনীত হইবার সঙ্কেত করিয়া "রাজা মহাশয় নিরাপদে থাকুন! নিরাপদে থাকুন" বলিলেন। রাজা

উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন "আমি আপনার সহিত সাক্ষাতের জন্য কি প্রকার ইচ্ছুক হইয়াছি তাহা বর্ণনা করিতে পারিনা। যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, দারার সর্ব্বনাশ হইয়াছে এবং সে একাকী ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। পলাতকের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য আমি মীরবাবাকে প্রেরণ করিয়াছি, সে কিছুতেই পলায়ন করিতে সমর্থ হইবে না।" তৎপরে তিনি স্বীয় গলদেশ হইতে মুক্তার মালা উন্মোচন করিয়া বিশেষ সম্ভ্রম ও নম্রতার সহিত রাজার গলদেশে পরাইয়া দিলেন। "আমার সৈন্যাবলী অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছে; আমার বিশেষ ইচ্ছা যে আপনি লাহোরাভিমুখে যাত্রা করেন; তথায় বিদ্রোহের আশঙ্কা হইতেছে; আমি আপনাকে লাহোরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া তত্রস্থ সকল বিষয় আপনার হস্তে ন্যস্ত করিলাম। আমি শীঘ্রই আপনার সহিত যোগদান করিব; কিন্তু পৃথক হইবার পূর্ব্বে যে ভাবে আপনি সুলেমানকে দমন করিয়াছেন তজ্জন্য ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। আপনি দিলির খাঁকে কোথায় রাখিয়া আসিয়াছেন? আমি তাহাকে বিশেষরূপে শাস্তি প্রদান করিব। দ্রুতবেগে লাহোরাভিমুখে অগ্রসর হউন! আপনি নিরাপদে থাকুন! বিদায়।"

দারা টাট্টা-বাখরে উপনীত হইয়া একজন বুদ্ধিমান ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ খোজাকে সেই স্থানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া, পাঠান ও সৈয়দ দ্বারা একদল সৈন্য ও পর্ত্তুগীজ, ইংরাজ, ফরাসী ও জর্ম্মান দ্বারা একদল গোলন্দাজী সৈন্য প্রস্তুত করিলেন। এই ইউরোপীয়গণ গোলন্দাজী কর্ম্মে সুদক্ষ ছিল এবং তাঁহার লোভজনক প্রতিশ্রুতিদ্বারা প্রলোভিত হইয়া তাঁহার সৈন্যদলভুক্ত হইয়াছিলেন। দারার সিংহাসন লাভ হইলে এই সকল ব্যক্তি বৈদেশিক হইলেও ওমরাহ পদে উন্নীত হইতেন। এক্ষণেও তাঁহার নিকট প্রচুর সুবর্ণরৌপ্য ছিল; এই গুলি

তিনি দুর্গে রক্ষা করিয়া ও তথায় অধিক বিলম্ব না করিয়া সিন্ধুতীর হইয়া দুই তিন সহস্র সৈন্যসহ সিন্ধুদেশাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবিশ্বসনীয় দ্রুতগতিতে তিনি কচের রাজার রাজ্য অতিক্রম করিয়া শীঘ্রই গুজরাটে উপনীত হইয়া আহাম্মাদাবাদের দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলেন। আওরংজেবের শ্বশুর শাহ নওয়াজ খাঁ (৮৬) ঐ নগরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন; মস্কটের প্রাচীন বংশ হইতে উদ্ভূত হইলেও ইঁহার সামরিক সুযশের অভাব ছিল; কিন্তু ইনি সুশিক্ষিত, শিষ্ট ও আমোদপ্রিয় ছিলেন। আহম্মদাবাদ নগরে একদল উপযুক্ত সেনা ছিল এবং ইহাদের শত্রুকে প্রতিরোধ করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল; কিন্তু শাসনকর্ত্তার ভীরুতার জন্যই হৌক, কি অকস্মাৎ আক্রমণের জন্যই হৌক, নগরদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল এবং শাহনওয়াজ যথোপযুক্ত সমাদরের সহিত দারাকে অভ্যর্থনা করিলেন। এই ব্যক্তি দারার প্রতি এরূপভাবে সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে, দারা ইঁহার ভক্তি ও সম্মানের প্রতি অত্যন্ত আস্থাবান্ হইলেন। যদিও শাহনওয়াজের বিশ্বাসঘাতক চরিত্রের কথা দারাকে জ্ঞাত করা হইয়াছিল, তথাপি দারা শাসনকর্ত্তার প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়া তাঁহাকে সকল অভিসন্ধি জানাইলেন এবং রাজা জয়সিংহ ও অন্যান্য বিশ্বাসী অনুচর যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন

(৮৬) শাহনওয়াজ মুরাদেরও শ্বশুর ছিলেন। বার্নিয়ার এই স্থানেই উল্লেখ করিয়াছেন যে, শাহনওয়াজ (আওরংজেবের শ্বশুর) মস্কটের প্রাচীন রাজবংশভূত ছিলেন। ভিনসেণ্ট স্মিথ লিখিয়াছেন, তিনি বাদশাহ জাহাঙ্গীরের মন্ত্রী আসফ্ খাঁর পুত্র ছিলেন। ইহা ভুল। শাহনওয়াজ রুস্তম খাঁ নামক জাহাঙ্গীরের আমীরের পুত্র ছিলেন। শাহনওয়াজের এক কন্যা দিলরাস্ বানুর সহিত আওরংজেবের উদ্বাহক্রিয়া ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মে সম্পন্ন হয়। দিলরাস্ বানু ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর আওরাংবাদে দেহত্যাগ করেন।

তাহাও শাহনওয়াজকে দেখাইলেন। জয়সিংহ ও তাঁহার অনুচরগণ দারার সহিত যোগদান করিবার জন্য আয়োজন করিতেছিলেন।

দারা আহম্মদাবাদের অধিকারী হইয়াছেন আওরংজেব ইহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত ও উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি জানিতেন যে, দারার এখনও অর্থসামর্থ্য আছে এবং দারার বন্ধুগণ ও সকল স্থানের রাজবিদ্রোহীগণ যে তাঁহার সহিত যোগদান করিবে, সে সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ ছিলনা। স্বয়ং দারার পশ্চাদ্ধাবন ও এইরূপ সুবিধাজনক স্থান হইতে তাঁহাকে স্থানচ্যুত করিবার আবশ্যকতা তিনি উপলব্ধি করিলেও, সঙ্গে সঙ্গে আগ্রা ও শাহজাহান হইতে বহুদূরে গমন এবং জয়সিংহ ও অন্যান্য পরাক্রান্ত রাজন্যবর্গের রাজ্যে গমন করায় বিপদের আশঙ্কাও সম্যকরূপে অবগত ছিলেন। সুলতান শুজাও এদিকে পরাক্রান্ত বাহিনী-সহ দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া এলাহাবাদের নিকটে উপনীত হইয়া আওরংজেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিলেন। অধিকন্তু, সুলেমান শুকোও শ্রীনগরের রাজার সহিত যুদ্ধে যোগদান করিবার আয়োজন করিতে-ছিলেন। এবম্প্রকারে আওরংজেব বিঘ্ন ও জটিলতাপূর্ণ অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি দারাকে শাহনওয়াজ খাঁর নিকটে পরিত্যাগ করিয়া সুলতান শুজাকে আক্রমণ করাই সমীচীন মনে করিলেন। শুজা ইতিমধ্যেই এলাহাবাদের নিকট গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

সুলতান শুজা খাজুয়া (৮৭) নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রামের নিকট স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন। গ্রামে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী থাকায়

---

(৮৭) Anecdotes, ৫০ পৃষ্ঠা এবং History, দ্বিতীয় খণ্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা। ৫ই জানুয়ারী, ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে এই যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। খাজুয়া ফতেপুর জিলার অন্তর্গত ফতেপুর হাসোয়ার ৩০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

স্থান সুনির্ব্বাচিতই হইয়াছিল। এই স্থানে তিনি আওরংজেবের আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আওরংজেব স্বীয় সৈন্যসহ একটী ক্ষুদ্র নদী তীরে, প্রায় সার্দ্ধ চারি মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। উভয় সৈন্যের মধ্যে যুদ্ধোপযোগী বিস্তৃত প্রান্তর ছিল (৮৮)। আওরংজেব যুদ্ধশেষ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া পৌঁছিবার এক দিবস পরেই, নদীর অপর তীরে অন্যান্য দ্রব্যাদি রাখিয়া আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। মিরজুমলা এতদিন দাক্ষিণাত্যে কারারুদ্ধ ছিলেন। তিনি যে সকল সৈন্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি তাহাই লইয়া এই যুদ্ধের প্রাতঃকালে যোগদান করিলেন। হতভাগ্য

এই যুদ্ধের পূর্ব্বে যোধপুরের মহারাজা যশোবন্ত সিংহ, (ইনি আওরংজেবের দক্ষিণ বাহিনীর অধিনায়কত্ব করিতেছিলেন), গোপনে শুজাকে সংবাদ প্রেরণ করেন যে তিনি শেষ রাত্রিতে আওরংজেবের সৈন্য আক্রমণ করিবেন এবং আওরংজেব যশোবন্তের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলে যেন শুজা আওরংজেবকে আক্রমণ করেন। দ্বিপ্রহর রাত্রির পরেই যশোবন্ত স্বীয় চতুর্দ্দশ শত রাজপুত সৈন্যসহ মুহম্মদের শিবির আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করেন; কিন্তু, শুজা পরামর্শানুযায়ী আওরংজেবের শিবির আক্রমণে দ্বিধা করায় যশোবন্তের ষড়যন্ত্র সফল হয় নাই। যশোবন্তের বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ আওরংজেবের নিকট যখন পৌঁছিল তিনি তখন নমাজ করিতেছিলেন। তিনি কেবল হস্তোত্তোলন করিয়া (অর্থাৎ যাইতে দেও এই ইঙ্গিত করিয়া) নিজ নমাজে ব্যাপৃত থাকিলেন, এবং উহা যথোচিতরূপে সমাধা করিয়া সেনানীবৃন্দকে বলিলেন "জগদীশ্বরের অনুগ্রহেই কাফের যুদ্ধের পূর্ব্বে এরূপ করিয়াছে; যুদ্ধের সময় এরূপ করিলে আমরা অত্যন্ত বিপদাপন্ন হইতাম। এজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দেও।" আওরংজেবের ধীরতাই তাঁহাকে এই সমূহ বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

(৮৮) এই যুদ্ধে আওরংজেবের পক্ষে ৫০,০০০ ও শুজার পক্ষে মাত্র ২৩,০০০ সৈন্য ছিল। জুলফিকার খাঁ ও সুলতান মুহম্মদ প্রথম দলের, দক্ষিণ বাহিনী ইসলাম্ খাঁর ও বাম বাহিনী খানিদুরান্ ও জয়সিংহের পুত্র কুমার রামসিংহের

দারার পলায়নে তাঁহার স্ত্রী ও সন্তানগণও মুক্তিলাভ করিয়াছিল এবং আওরংজেবের অভিসন্ধিসাধনোদ্দেশ্যে মিরজুমলার আর কারারুদ্ধ থাকিবার আবশ্যকতা ছিলনা। যুদ্ধ রীতিমতই হইয়াছিল এবং আক্রমণ-কারীর দল ভীষণভাবে যুদ্ধ করিয়াছিল; কিন্তু সুলতান শুজা প্রত্যেক আক্রমণ প্রতিহত করিয়া শত্রুসৈন্য ভীষণভাবে ধ্বংস করিতেছিলেন এবং সমতল ক্ষেত্রে অগ্রসর না হইবার অভিসন্ধি স্থিরভাবে রাখিয়া আওরংজেবের অসুবিধা বৃদ্ধি করিতেছিলেন। বর্ত্তমানে শুজা যে সুরক্ষিত ও সুবিধাজনক স্থান অধিকার করিতেছিলেন, সেই স্থান রক্ষা করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল; তাঁহার বেশ বোধগম্য হইয়াছিল যে অত্যধিক উত্তাপের জন্য আওরংজেবের সৈন্যগণ শীঘ্রই নদীতীরে পশ্চাদ্গমনে বাধ্য হইবে এবং সেই সময়ে পশ্চাৎদিকের সৈন্যসহ আওরংজেবকে আক্রমণ করিলে বিশেষ ফলদায়ক হইবে। আওরংজেবও এই সকল কারণ বিশেষরূপে অবগত ছিলেন বলিয়াই অগ্রসর হইবার জন্য অধিকতর আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু, এক্ষণে এক অভিনব অপ্রত্যাশিত অশান্তির হেতু উপস্থিত হইল।

আওরংজেব অবগত হইলেন যে, যে যশোবন্ত তাঁহার সহিত অপ্রকৃত সরলতার সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি অকস্মাৎ আওরংজেবের পশ্চাদ্দেশস্থ সৈন্য আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত ও পলায়নে বাধ্য করিয়া, এক্ষণে রাজকোষ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি লুণ্ঠনে

অধীন ছিল। মধ্যস্থলে স্বয়ং আওরংজেব ও তাঁহার পার্শ্বেই মিরজুমলা উভয়েই হস্তীর উপর আরূঢ় ছিলেন। প্রাতে আট ঘটিকার সময় যুদ্ধারম্ভ হইয়াছিল। প্রথম আক্রমণে আওরংজেবের বাম বাহিনী পরাজিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন এইরূপ সংবাদ প্রচারিত হয়। কিন্তু, এ ক্ষেত্রেও আওরংজেবের ধীরতা জয়লাভ করে।

ব্যাপৃত আছেন। এই সংবাদ শীঘ্রই চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল ; এবং এসিয়ার সৈন্যগণের চিরন্তন অবস্থানুযায়ী সৈন্যগণের ভয়ে বিপদ আরও ভয়ানক বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু, আওরংজেব স্বীয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব হারাইলেন না। পলায়নে তাঁহার সকল ভরসা বিনষ্ট হইবে জানিতে পারিয়া দারার সহিত যুদ্ধে যেরূপ করিয়াছিলেন, সেইরূপ পলায়ন না করিয়া তিনি ধৈর্য্যের সহিত ঘটনাস্রোত লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যের মধ্যে বিশৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং সুলতান শুজা এই অপ্রত্যাশিত সুবিধা দেখিয়া বিশেষ ভাবে শত্রুকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। আওরংজেবের হস্তিপক তীরের আঘাতে প্রাণত্যাগ করিল ; হস্তী অদমনীয় হইয়া উঠিল এবং বিপদ ক্রমেই গাঢ়তর হইয়া উঠাতে আওরংজেব হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণের উদ্যোগ করিলেই—নিকটবর্ত্তী মিরজুমলা (ইঁহার সেই দিবসের বীরত্বের জন্য প্রত্যেক দর্শকই তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিল) উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন "দাক্ষিণাত্য! দাক্ষিণাত্য!" (৮৯) এবং আওরংজেবকে তাঁহার সাঙ্ঘাতিক উদ্দেশ্য হইতে নিবৃত্ত করিলেন। এক্ষণে আওরংজেব সকল প্রকারেই শেষ দশায় উপনীত হইলেন ; তাঁহার অবস্থা অপ্রতিবিধেয় বোধ হইল এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই তিনি শত্রুর হস্তে পতিত হইবার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। কিন্তু, ভাগ্যলক্ষ্মীর এরূপ অনিশ্চয়তা যে, কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই আওরংজেব জয়লাভ করিলেন এবং সামুগড়ে দারার যেরূপ ঘটিয়াছিল এক্ষেত্রেও সেইরূপ সুলতান শুজা প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার যে অকিঞ্চিৎ কারণে যুদ্ধে পরাজয় হইয়াছিল, সুলতান শুজারও সেইরূপ সামান্য কারণে পরাজয় হইল—পলায়িত শত্রুর আরও শীঘ্র পশ্চাদ্ধাবনে সমর্থ হইবেন মনে করিয়া তিনি হস্তিপৃষ্ঠ হইতে

(৮৯) অর্থাৎ "দাক্ষিণাত্য বহুদূরে"।

অবতরণ করিলেন (৯০) ; কিন্তু তিনি যে ব্যক্তির পরামর্শে এরূপ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন সে সদুদ্দেশ্যে কি দুষ্ট প্রকৃতি প্রণোদিত হইয়া এরূপ করিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তাঁহার একজন প্রধান কর্ম্মচারী আলাবর্দী খাঁ তাঁহাকে অশ্বারোহণে বিশেষরূপে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং ইহাও বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সামুগড়ের যুদ্ধে খলিল্ উল্লা খাঁ যেরূপ চাতুরী অবলম্বন করিয়াছিলেন, আলাবর্দী ও সেইরূপ সুলতান শুজার দিকে দৌড়াইয়া কিয়দ্দূর হইতে খলিল্উল্লা খাঁর ন্যায় সেলাম করিয়া বিশেষ সাধুতার সহিত বলিলেন "হে রাজপুত্র, আপনি কি কারণে উচ্চ হস্তীতে আরোহণ করিয়া অনাবশ্যক বিপদের সম্মুখীন হইতেছেন? আপনি কি দেখিতেছেন না যে শত্রু সম্পূর্ণরূপে অবিন্যস্ত হইয়াছে? এক্ষণে দ্রুতবেগে তাহার পশ্চাদ্ধাবন না করা অত্যন্ত দূষণীয় হইবে! আপনি অশ্বে আরোহণ করুন এবং ভারতবর্ষের বাদশাহ হউন।" দারার সময় যেরূপ হইয়াছিল, এক্ষেত্রেও সেইরূপ রাজপুত্রের অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধানে সাধারণে মনে করিল যে হয় (৯০) তিনি হত হইয়াছেন, অথবা শত্রুহস্তে নিপতিত হইয়াছেন ; সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল এবং তাহাদিগকে বিন্যস্ত করিবার আর কোন সম্ভাবনা রহিল না (৯১)।

যুদ্ধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া যশোবন্ত তাঁহার লুণ্ঠনলব্ধ ফল সহ আগ্রায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, তথা হইতে নিজ রাজ্যে পলায়নের ইচ্ছা

(৯০) ইহাও সত্য নহে। আওরংজেবের সৈন্যগণের গুলিতে শুজার পার্শ্বচরগণ নিহত হইতে লাগিল। কোন কোনটী তাঁহার মস্তকের পার্শ্ব দিয়া যাইতে লাগিল। এই সকল কারণেই শুজা হস্তিপৃষ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। (History, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা)।

(৯১) ইহা সত্য। শুজার অনুচরগণ হস্তিপৃষ্ঠে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া শেষ আশা হারাইল। শুজা সৈয়দ আলম, আলাবর্দী খাঁ এবং সামান্য অনুচরসহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন।

করিলেন (৯২)। আওরংজেব যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছেন, তিনি ও মিরজুমলা উভয়েই বন্দী হইয়াছেন এবং সুলতান শুজা তাঁহার বিজয়ী সেনাসহ আগ্রাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, এইরূপ জনশ্রুতি ইতোমধ্যে রাজধানীতে পৌঁছিয়াছিল। নগরাধ্যক্ষ আওরংজেবের মাতুল শায়েস্তা খাঁ এই জনশ্রুতিতে এইরূপ আস্থাবান হইয়াছিলেন যে তিনি যশোবন্তকে (যাঁহার বিশ্বাসঘাতকতার কথা তিনি অবগত হইয়াছিলেন) রাজধানীর সিংহদ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়া হতাশ হইয়া একপাত্র বিষ গ্রহণ করিলেন। যাহা হউক, তাঁহার স্ত্রীগণের ক্ষিপ্রকারিতায় তিনি বিষ পান করিতে পারিলেন না, কারণ ঐ স্ত্রীগণের জন্য পাত্র ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত হইল। আগ্রার অধিবাসিবৃন্দের সঠিক সংবাদ অবগত হইতে দুই দিবস লাগিয়াছিল; যদি রাজা তেজস্বিতা ও অটলতার সহিত কার্য্য করিতেন তবে তিনি যে শাহ জাহানকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইতেন ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই; তিনি সাহসিকতা বা বদান্যতার সহিত কার্য্য করেন নাই; প্রকৃতপক্ষে তিনি সত্যঘটনা অবগত থাকাতে দীর্ঘকাল রাজধানীতে অবস্থান করিতে অথবা কোন সাহসিক কর্ম্মসাধনেও সাহস করেন নাই; তিনি কেবল নগরমধ্য দিয়া নিজ পূর্ব্বানুসন্ধি অনুযায়ী স্বগৃহের দিকে অগ্রসর হইলেন।

যশোবন্ত কি ভাবে কার্য্য করেন, সেই সম্বন্ধে আওরংজেব অত্যন্ত উদ্বেগভোগ এবং আগ্রায় রাষ্ট্রবিপ্লবের আশঙ্কা করিতেছিলেন। তিনি তজ্জন্য সুলতান শুজার পশ্চাদ্ধাবনে এক প্রকার বিরত থাকিয়া সমগ্র বাহিনী সহ দ্রুতবেগে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইলেন। যাহা হউক, তিনি শীঘ্রই অবগত হইলেন যে, যে সৈন্যাবলীর সহিত তিনি এই মাত্র

(৯২) বার্নিয়ারের এই বর্ণনা সত্য। যশোবন্ত এইরূপই ব্যবহার করিয়াছিলেন।

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং যাহারা এই যুদ্ধে বিশেষ কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই, তাহাদিগের সহিত গঙ্গার উভয় তীরবর্ত্তী রাজন্যবর্গের সৈন্যগণ শুজার ঐশ্বর্য্য ও বদান্যতার খ্যাতিতে যোগদান করিতেছিল। আওরংজেব ইহাও দেখিতে পাইলেন যে, শুজা গঙ্গাতীরবর্ত্তী এলাহাবাদকে সুদৃঢ় করিয়া তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। এইস্থানকে প্রকৃতপক্ষে বঙ্গদেশের দ্বার বলা যাইতে পারে।

এই সকল ঘটনায় আওরংজেবের মনে হইল যে তাঁহার সন্নিকটস্থ দুইব্যক্তি তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন—তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং মিরজুমলা; কিন্তু, তিনি ইহাও অবগত ছিলেন যে, যাঁহারা রাজপুত্রদের বিশেষ সাহায্য করেন, তাঁহারা এতদূর স্পর্দ্ধিত হইয়া উঠেন যে তাঁহারা মনে করেন যে কোনরূপ পুরস্কারই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট নহে। তিনি উপলব্ধি করিতেছিলেন যে, সুলতান মুহম্মদ ইতোমধ্যেই পিতার আজ্ঞা বহনে অনিচ্ছা দেখাইতেছিলেন এবং আগ্রা দুর্গ অধিকারে শাহ জাহানের সকল চেষ্টা বিফল করিয়া তিনি যে কৌশল ও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধে সদাসর্ব্বদাই গৌরবানুভব করিতেছিলেন। মিরজুমলা সম্বন্ধে, আওরংজেব তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণাবলী, তাঁহার সদ্ব্যবহার ও বীরত্বের প্রশংসা করিতেন; কিন্তু, এই সকল গুণাবলীই আওরংজেবের মনে আশঙ্কা ও অবিশ্বাস উদ্রেক করিয়াছিল। মিরজুমলার অগাধ ঐশ্বর্য্য ও সকল আবশ্যকীয় কর্ম্মেই তৎকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইবার সুযশ এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া খ্যাতির জন্য আওরংজেব মনে করিতেন যে সুলতান মুহম্মদের ন্যায় এই অসাধারণ ব্যক্তিও অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেন।

এই সকল চিন্তায় কোন সাধারণ ব্যক্তি অত্যন্ত চিন্তাকুল হইতেন; কিন্তু, আওরংজেব এই দুই জন ব্যক্তিকে দরবার হইতে দূরে

এরূপ সুকৌশলে প্রেরণ করিলেন যে, উভয়ের কাহারও কোন অভিযোগের কারণ থাকিল না। তিনি পরাক্রান্ত সৈন্যাবলীর অধিনায়ক রূপে উভয়কে শুজার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন; মিরজুমলাকে বুঝাইয়া দিলেন যে তিনি জীবনান্ত পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের মূল্যবান শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত থাকিবেন এবং মৃত্যুর পরেও তাঁহারই পুত্র তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবেন। আওরংজেব আরও বলিলেন যে, মিরজুমলা যে কার্য্য করিয়াছেন ইহা তাহার সামান্য নিদর্শন মাত্র; শুজাকে পরাজিত করিলে তিনি আমীর-উল-ওমরা পদে বৃত হইবেন; হিন্দুস্থানে ইহাই সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাধি।

সুলতান মুহম্মদকে তিনি কেবল নিম্নোক্ত কয়েকটী কথা বলিলেন "মনে রাখিও যে তুমিই আমার জ্যেষ্ঠপুত্র এবং তুমি তোমার নিজের জন্যই যুদ্ধ করিতে যাইতেছ; তুমি যথেষ্ট করিয়াছ; কিন্তু যথার্থ কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে যতক্ষণ সুলতান শুজার অভিসন্ধি ব্যর্থ না হয় এবং তিনি বন্দী না হন, ততক্ষণ তুমি কিছুই সম্পন্ন কর নাই। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক।"

তৎপরে আওরংজেব উভয়কে দেশাচারানুযায়ী উপযুক্ত সরাপা (মস্তক হইতে পদপর্য্যন্ত অঙ্গাবরণ), বহু মূল্যবান আবরণে সুসজ্জিত কয়েকটী হস্তী ও অশ্ব উপহার স্বরূপ প্রদান করিলেন; যুদ্ধক্ষেত্রে উচ্চ বংশসম্ভূতা স্ত্রীলোক থাকিলে সৈন্যাবলীর গতিবিধির অসুবিধা হইতে পারে, ও আওরংজেব পুত্রের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন এবং তাঁহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন এই ছলে মিরজুমলার পুত্রবধূ ও মিরজুমলার একমাত্র পুত্র মুহম্মদ মীরখাঁকে নিজের নিকটে রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন।

প্রকৃতপক্ষে ঐ উভয় অধিনায়কের বিশ্বস্ততার জন্য ঐ দুই জনকে প্রতিভূস্বরূপ নিজের নিকটে রাখিলেন।

সুলতান শুজা অনবরতই আশঙ্কা করিতেছিলেন যে, তাঁহার কর-প্রপীড়িত নিম্নবঙ্গের রাজন্যবর্গ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে। সুতরাং, তিনি পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার বিষয় অবগত হইবামাত্র এলাহাবাদ হইতে শিবির উঠাইয়া বারাণসী ও পাটনা ও পরে গঙ্গাতীরবর্ত্তী মুঙ্গেরে গমন করিলেন। শেষোক্ত স্থান পর্ব্বতমালা ও ঐ শহরের নিকটবর্ত্তী বনভূমির মধ্যে প্রণালীর ন্যায় অবস্থিত থাকাতে উহা বঙ্গরাজ্যের দ্বার বলিয়া কথিত হইত। পশ্চাৎ তাঁহার পলায়নের পথরুদ্ধ হয়, ও মিরজুমলা এলাহাবাদের নিকট গঙ্গা উত্তীর্ণ হন, এই সকল আশঙ্কায় তিনি ঐরূপ করিয়াছিলেন। মুঙ্গেরে আওরংজেবের সৈন্যকে বাধা প্রদানেচ্ছায় তিনি এই স্থানে দুর্গাদি নির্ম্মাণ এবং নগর ও নদী হইতে পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত গভীর পরিখা (৯৩) (এই পরিখা আমি কয়েক বৎসর পরে খনন করিতে দেখিয়াছিলাম) খনন করিয়াছিলেন। এই সুরক্ষিত স্থানে তিনি শত্রুর আগমন প্রতীক্ষায় ও তাহাদের গঙ্গা উত্তীর্ণ হইবার কালে বাধা দিবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু, নদীতীরে যে সকল সৈন্য আসিতেছিল তাহারা কেবল ছলনার্থই প্রেরিত হইয়াছিল; মিরজুমলা ঐ সৈন্যদের সমভিব্যাহারী ছিলেন না। পক্ষান্তরে, তিনি নদীর দক্ষিণতীরস্থ, পর্ব্বতমধ্যস্থ রাজন্যবর্গকে নিজ পক্ষভুক্ত করিয়া,

---

(৯৩) এই যুদ্ধ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত যদুনাথ লিখিয়াছেন যে সংখ্যায় কম না হইলে শুজা হয়ত জয়লাভ করিতেন। "Aurangzib showed great firmness and presence of mind, but no military genius. Shuja's plan of battle was admirable; it would have succeeded if he had not been so hopelessly outnumbered, and if Syed Alam had been supported from behind and pressed his charge home." (History, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩১ পৃষ্ঠা)। আওরংজেব যথেষ্ট ধৈর্য্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখাইয়াছিলেন কিন্তু কোনরূপ সামরিক কৌশল দেখান নাই। শুজার সৈন্য-বিন্যাস অত্যন্ত প্রশংসার্হ ছিল; সংখ্যার বৈষম্য না থাকিলে ও সৈয়দ আলম সাহায্য করিলে তিনি জয়লাভ করিতেন।

স্থলতান মুহম্মদের সহিত এই সকল পর্ব্বত মধ্য দিয়া সৈন্যাবলীর শ্রেষ্ঠাংশ সহ শুজাকে বঙ্গদেশ হইতে বহির্ভূত করিবার ইচ্ছায় দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছিলেন; এই সকল সংবাদে তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। এই জন্য যত্নপ্রসূত দুর্গাদি পরিত্যাগে তিনি বাধ্য হইলেন এবং যদিও বক্রগামিনীগঙ্গার পথে অগ্রসর হইতে তাঁহার অত্যন্ত বিলম্ব হইয়াছিল, তথাপি তিনি মিরজুমলার রাজমহলে পৌঁছিবার কয়েক দিবস পূর্ব্বেই তথায় উপনীত হইলেন। তিনি এই স্থানে প্রাকারাদি নির্ম্মাণেরও অবসর পাইলেন। যখন মিরজুমলা ও মুহম্মদ দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহারা শুজাকে রাজমহল অধিকারে প্রতিনিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন তাঁহারা গঙ্গার বামতীরের দিকে অগম্য পথ দ্বারা অগ্রসর হইয়া নৌকাপথে যে সকল সৈন্য, ভারী কামান ও সৈন্যদিগের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আসিতেছিল তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্য সাধিত হইলে, তাঁহারা শুজাকে আক্রমণ করিতে ব্রতী হইলেন। শুজাও পাঁচ ছয় দিবস বিশেষ যোগ্যতার সহিত নিজ সুরক্ষিত স্থান রক্ষা করিলেন; কিন্তু, যখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে মিরজুমলার কামানের অবিরত গোলা নিক্ষেপে, মৃত্তিকা, বালুকা ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত প্রাকারাদি ধ্বংস হইতেছে এবং আগামী বর্ষায় আগমনে তাঁহার অধিকৃত স্থান রক্ষা আরও সুকঠিন হইবে, তখন তিনি দুইটী বৃহৎ কামান পরিত্যাগ করিয়া রাত্রির অন্ধকারে সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। শত্রু নিভৃতাবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে এই আশঙ্কায় অপর পক্ষ রাত্রিতে শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে সমর্থ হয় নাই এবং রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই এরূপ প্রবলবেগে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল যে, রাজমহল পরিত্যাগের কোন সম্ভাবনাই রহিল না। সুলতান শুজার সৌভাগ্য বশতঃ এই সময়োচিত (জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে বঙ্গদেশে যে প্রচুর ও অবিরল বৃষ্টিপাত

হয়, ইহা তাহারই প্রারম্ভমাত্র) বৃষ্টিতে পথ এরূপ দুর্গম হয় যে এই সময়ে কোন সৈন্যই আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না এবং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে মিরজুমলা তাঁহার সৈন্যগণকে রাজমহলের শৈত্যাবাসে রাখিতে বাধ্য হইলেন এবং শুজাও তাঁহার পলায়নের স্থান নির্ব্বাচনে ও নূতন সৈন্য সংগ্রহে সমর্থ হইলেন। নিম্ন বঙ্গ হইতে অনেকগুলি পর্ত্তুগীজ কয়েকটী কামান সহ তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছিল। ভূমির অত্যধিক উর্ব্বরতার জন্য অনেক ইউরোপীয়ান্ এই স্থানে আকৃষ্ট হয় এবং সুলতান শুজা এই প্রদেশে অবস্থিত বৈদেশিকগণকে উৎসাহ দিতেন। তিনি পর্ত্তুগীজ ধর্ম্মপ্রচারক "ফাদার" গণের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন। তাঁহাদিগকে ভবিষ্যতে সমৃদ্ধির আশা দিতেন এবং তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী গির্জ্জানির্ম্মাণের জন্য প্রতিশ্রুতি করিতেন। প্রকৃতপক্ষে, এই সকল ব্যক্তি তাঁহার কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম ছিল। বঙ্গরাজ্যে "মাষ্টিকোস" বা প্রকৃত পর্ত্তুগীজের সংখ্যা কম করিয়া ধরিলেও আট কি নয় হাজার ছিল।

ইতোমধ্যে সুলতান মুহম্মদ ও মিরজুমলার মধ্যে অত্যন্ত বিবাদ বাধিয়া উঠিল। মুহম্মদ সৈন্যাবলীর একমাত্র ও স্বাধীন অধিনায়ক হইতে ইচ্ছুক হইয়া মিরজুমলার প্রতি ইচ্ছাকৃত ঔদ্ধত্য ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন। স্বীয় পিতার প্রতি অসম্মান সূচক বাক্যও তিনি প্রয়োগ করিতেন ; আগ্রা-দুর্গাধিকার সম্বন্ধে নিজের কৃতিত্ব প্রকাশ্যভাবে বর্ণনা করিতেন এবং আওরংজেব তাঁহার রাজমুকুটের জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ এইরূপে স্বীয় প্রশংসা করিতেন। অবশেষে তিনি যে পিতার ক্রোধ উদ্রেক করিয়াছেন তাহা অবগত হইলেন এবং পশ্চাৎ মিরজুমলা তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন, এই আশঙ্কায় তিনি কয়েকজনমাত্র অনুচর সহ রাজমহল পরিত্যাগ করিয়া সুলতান শুজার দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহার অধীনে কর্ম্মগ্রহণের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু,

তথা ইহাতে কেবল আওরংজেব ও মিরজুমলার চক্রান্ত মনে করিয়া রাজপুত্রের প্রতিজ্ঞা বা তাঁহার অবিচলিত ভক্তিসংক্রান্ত প্রতিজ্ঞায় কোন আস্থাস্থাপন করিলেন না। তজ্জন্য শুজা মুহম্মদকে কোনরূপ দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন না; অধিকন্তু, তাঁহার ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেন। সুলতান মুহম্মদ এই ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কয়েকমাস পরে অদৃষ্টে যাহাই থাকুক মনে করিয়া নূতন প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া মিরজুমলার সম্মুখে উপস্থিত হইতে সাহসী হইলেন। মিরজুমলা তাঁহাকে কথঞ্চিৎ সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার স্বপক্ষে আওরংজেবের নিকট প্রার্থনা ও এই গুরুতর অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্য অনুরোধ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

অনেকে আমাকে বলিয়াছেন যে, সুলতান মুহম্মদের এই অভাবনীয় ব্যবহার আওরংজেব কর্ত্তৃকই কল্পিত হইয়াছিল; শুজার ধ্বংসকারী যে কোনপ্রকার বিপজ্জনক কার্য্য হৌক না কেন, তাহাতেই নিজ পুত্র লিপ্ত থাকিবেন আওরংজেব এইরূপ অভিপ্রায় করিয়াছিলেন। সত্য কথা যাহাই হৌক, তিনি সুলতান মুহম্মদকে কোন নিরাপদ স্থানে আবদ্ধ রাখিবার কারণে প্রকৃত কোন অভাবনীয় ঘটনার জন্য ব্যগ্র ছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই। এইজন্য, রাজমহল হইতে প্রত্যাগত পুত্রের সংবাদ অবগত হইয়া তিনি অত্যন্ত বিরক্তি প্রদর্শন (অথবা বিরক্তির ভাণ) করিয়া এক পত্রে পুত্রকে তৎক্ষণাৎ দিল্লী গমনের জন্য দৃঢ় আদেশ প্রেরণ করিলেন। হতভাগ্য রাজপুত্র এই আদেশ অমান্য করিতে সাহসী হইলেন না; কিন্তু, গঙ্গার অপর তীরে পদক্ষেপ করিবা মাত্র একদল সশস্ত্র সৈন্য তাঁহাকে বন্ধন করিয়া, মুরাদকে যেরূপ আবৃত হাওদায় লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, সেইরূপ করিয়া গোয়ালিয়রে লইয়া গেল। সম্ভবতঃ এই দুর্গেই রাজপুত্র জীবনাতিপাত করিবেন।

এইরূপে জ্যেষ্ঠপুত্রের ব্যবস্থা করিয়া আওরংজেব দ্বিতীয় পুত্র সুলতান মুয়াজ্জম্‌কে তাঁহার জ্যেষ্ঠের উদ্ধত ও অবাধ্য ভাব অনুকরণ করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন "রাজ্যশাসন করা এরূপ সূক্ষ্ম কার্য্য যে ছায়া দ্বারাও রাজার ঈর্ষা প্রজ্বলিত হইতে পারে। বুদ্ধিমানের ন্যায় কার্য্য কর, নতুবা তুমিও তোমার ভ্রাতার ন্যায় কষ্টভোগ করিবে। বৃথা ভ্রমে পতিত হইয়া এইরূপ মনে করিও না যে জাহাঙ্গীর শাহ জাহানের হস্তে যেরূপ ব্যবহার পাইয়াছিলেন, অথবা শাহজাহান যেরূপ নিজহস্ত হইতে শাসনদণ্ড পতিত হইতে দিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ করিব।"

এস্থলে মন্তব্যস্বরূপ আমি এরূপ বলিতে পারি যে, সুলতান মুয়াজ্জমের ব্যবহার এরূপ ছিল না, যাহা হইতে তাঁহার পিতৃদেব তাঁহাকে কোন কুঅভিসন্ধির বশীভূত মনে করিতে পারেন; সর্ব্বাপেক্ষা হেয় ক্রীতদাসও তাঁহার অপেক্ষা বাধ্য বা আজ্ঞাকারী ছিল না; অথবা ইহাও সম্ভবপর নহে যে, সর্ব্বাপেক্ষা অধস্তন ভৃত্যের ভাষায় বা বাক্যে অসন্তুষ্ট এবং দুরাকাঙ্ক্ষা-প্রণোদিত ব্যক্তির কার্য্যাবলী প্রকাশ করিবে। আওরংজেব কদাপি ক্ষমতা এবং সম্মানের প্রতি অবহেলা দেখান না কিংবা ধর্ম্ম ও বদান্যতার প্রতি অধিক অনুরাগ প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু, অনেক চতুর ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে, পিতার চরিত্র সর্ব্বপ্রকারেই পুত্রের আদর্শ ছিল এবং সুলতান মুয়াজ্জমের অন্তঃকরণ সাম্রাজ্য শাসনের প্রতিই অনুরক্ত ছিল; যথা সময়ে আমরা ইহার প্রমাণ পাইব। এক্ষণে আমরা অন্যান্য ঘটনার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইব।

বঙ্গদেশে যখন এই সকল ঘটনা ঘটিতেছিল, তখন সুলতান শুজা স্বীয় ক্ষমতানুযায়ী তাঁহার সুচতুর প্রতিদ্বন্দ্বীকে বাধা প্রদান করিতেছিলেন; সুযোগানুযায়ী এক সময়ে গঙ্গার একতীর হইতে অপর তীরে গমন করিয়া বঙ্গদেশীয় জলপথসমূহ উত্তীর্ণ হইতেছিলেন। এই সময়ে

আওরংজেব আগ্রার নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অবশেষে মুরাদ বখ্‌শকে গোয়ালিয়রে প্রেরণ করিয়া তিনি দিল্লীতে গমন পূর্ব্বক প্রকাশ্যভাবে এবং বিশেষ ঔৎসুক্য সহকারে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন ও বাদশাহের উপযুক্ত ক্ষমতা পরিচালন করিতে আরম্ভ করিলেন। গুজরাট হইতে দারাকে বিতাড়িত করাই তাঁহার প্রধান কার্য্য হইল। এই কার্য্য তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল, কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত কারণের জন্য উহা সুসাধ্য হইল না। তথাপি তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য কৌশল ও অবিশ্রান্ত সৌভাগ্য সকল বাধাই অতিক্রম করিয়াছিল।

যশোবন্ত স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াই, লুণ্ঠিত অর্থ দ্বারা নূতন সৈন্য সংগ্রহে ব্রতী হইলেন। তৎপরে, তিনি দারাকে সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, তিনি সকল সৈন্য সহ আগ্রার পথে তাঁহার সহিত যোগদান করিবেন এবং তিনি তাঁহাকে অবিলম্বে আগ্রার দিকে অগ্রসর হইতে পরামর্শ প্রদান করিলেন। দারাও প্রচুর সৈন্য সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছিলেন কিন্তু এই সৈন্য সুশিক্ষিত ছিল না এবং তিনি বিশেষ আশা করিতে লাগিলেন যে, এই সুবিখ্যাত রাজার সমভিব্যাহারে দিল্লীর পথে অগ্রসর হইলে তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার সহিত যোগদানে আশান্বিত হইবেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি আহম্মদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া আগ্রা হইতে ৭।৮ দিবসের দূরবর্ত্তী আজমীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু যশোবন্ত নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলেন না। রাজা জয়সিংহ আওরংজেবেরই যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনা অত্যধিক মনে করিয়া আওরংজেবের মনোরঞ্জনার্থ যশোবন্ত সিংহকে দারার সাহায্য করিতে নিষেধ করিলেন। জয়সিংহ যশোবন্তকে লিখিয়া পাঠাইলেন "এই ধ্বংসাভিমুখী রাজপুত্রের সহায় হইলে তোমার কি লাভ হইবে? এরূপ ব্যাপারে তুমি নিজের ও তোমার দেশের সর্ব্বনাশ করিবে। অধিকন্তু তুমি হতভাগ্য দারার কোনই উপকার সাধনে সমর্থ

হইবে না। আওরংজেবের নিকট হইতে তুমি কদাপি ক্ষমা পাইবে না। আমিও রাজপুত, আমি তোমাকে বৃথা রাজপুতদিগের রক্তপাতে নিষেধ করিতেছি; অন্যান্য রাজপুত রাজগণ তোমার পথাবলম্বন করিবেন, এরূপ বৃথা আশায় উৎফুল্ল হইও না; কারণ, এই সকল চেষ্টা প্রতিহত করিবার ক্ষমতা আমার আছে। এইরূপ কার্য্যে সকল হিন্দুই লিপ্ত এবং যে অগ্নি সকল সাম্রাজ্যে বিস্তৃত হইবে এবং যাহা নির্ব্বাপিত করিতে তুমি সমর্থ হইবে না, তাহা তোমার প্রজ্বলিত করিবার কোনই অধিকার নাই। পক্ষান্তরে, যদি তুমি দারা'কে পরিত্যাগ কর, তবে আওরংজেব পূর্ব্বের সকল কথাই বিস্মৃত হইবেন, খাজুয়ায় তুমি যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছ, তাহা তিনি চাহিবেন না; বরঞ্চ, তোমাকে এখনই গুজরাটের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করিবেন। তোমার নিজরাজ্যের সন্নিকটস্থ ভূভাগ শাসন করিবার সুবিধা তুমি সহজেই বোধগম্য করিতে পার; এই স্থানে তুমি শান্তি ও নিরাপদে থাকিতে পারিবে এবং আমি যাহা উল্লেখ করিয়াছি, এতদ্দ্বারা তাহা প্রতিপালনের প্রত্যয় দান করিতেছি।" সংক্ষেপে বলিতে গেলে যশোবন্ত গৃহে থাকিতে প্রবর্ত্তিত হইলেন এবং আওরংজেব সমগ্র সৈন্যসহ আজমীরে অগ্রসর হইয়া দারার দৃষ্টিগোচরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

যাঁহারা এই ইতিহাস পাঠ করেন, তাঁহাদের মধ্যে কে এই ভ্রান্ত ও শত্রুহস্তে সমর্পিত দারার জন্য দুঃখ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন? তিনি এক্ষণে যশোবন্তের বিশ্বাসঘাতকতা বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু, এরূপ সময়ে এই বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিবার তাঁহার বিন্দুমাত্র উপায় ছিল না। তিনি তাঁহার সৈন্যাবলীকে আহম্মদাবাদে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু এই গ্রীষ্মকালে ও অনাবৃষ্টির মধ্যে তিনি কি করিয়া ইহা

আশা করিতে পারেন? ইহা সাধন করিতে তাঁহাকে পঞ্চত্রিশ দিবস যশোবন্তের বন্ধু বা মিত্র রাজন্যবর্গের রাজ্য মধ্য হইয়া এবং নূতন ও অসংখ্য সৈন্যের অধিনায়ক আওরংজেব দ্বারা পীড়িত হইয়া চলিতে হইত। তিনি বলিলেন "সৈন্যের ন্যায় মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়াই বাঞ্ছনীয়; আওরংজেব অপেক্ষা আমার সৈন্য অত্যল্প; কিন্তু, এই স্থলেই হয় জয়লাভ করিব কি মৃত্যুমুখে পতিত হইব।" কিন্তু তিনি নিজের সম্যক্ বিপদের কথা প্রণিধান করেন নাই; যে স্থানে তিনি বিন্দুমাত্রও বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা করেন নাই, সেই স্থানেই বিশ্বাসঘাতকতা লুকায়িত ছিল এবং তিনি বিশ্বাসঘাতক (৯৪) শাহনওয়াজের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতেছিলেন; অথচ এই ব্যক্তি আওরংজেবের সহিত পত্র ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে দারার সকল অভিসন্ধিই জ্ঞাত করিতেছিল। বিশ্বাসঘাতকতার ন্যায্য প্রতিদান স্বরূপ এই ব্যক্তি এই যুদ্ধে হয় দারারই হস্তে, অথবা (যাহা অধিকতর সম্ভব বোধ হয়) আওরংজেবের সৈন্যগণের হস্তে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শেষোক্ত ব্যক্তিগণ দারাকে যে সকল পত্র প্রেরণ করিয়াছিল পাছে শাহনওয়াজ সেই সকল পত্রের বিষয় আওরংজেবকে জ্ঞাত করে এই আশঙ্কায় ইহারা শাহনওয়াজকে হত্যা করিয়াছিল (৯৫)। কিন্তু, বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যুতে এক্ষণে কি ফল হইল? আহম্মদাবাদ অধিকারের প্রথম মুহূর্ত্ত হইতেই দারার নিজ সুবিজ্ঞ বন্ধুবর্গের পরামর্শের প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়া শাহনওয়াজের প্রতি তাঁহার উপযুক্ত ঘৃণা ও অবিশ্বাস স্থাপন করাই সমীচীন ছিল।

(৯৪) এই ঘটনা সত্য নহে। History, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা।

(৯৫) ইহা সত্য নহে। History, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৭৮, ১৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। শাহনওয়াজ বরাবর বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতেছিলেন। "Shah Nawaz Khan standing on a height, was encouraging his men by voice and gesture when his

প্রাতঃকালে নয়টা হইতে দশটার মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল (৯৬)। দারার কামানশ্রেণী একটী ক্ষুদ্র সুবিধাজনক উচ্চস্থানে অবস্থিত থাকিয়া যথেষ্ট শব্দ করিতেছিল ; কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে ঐ সকল কামানে শূন্য কার্ত্তুজ ব্যবহৃত হইতেছিল (৯৭)। এই যুদ্ধের

---

body was blown away by a cannon ball......Shah Nawaz's son, Siadat Khan got 3 or 4 wounds." শাহনওয়াজ বাক্য ও অঙ্গভঙ্গী দ্বারা স্বীয় সৈন্যগণকে প্রোৎসাহিত করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক কামানের গোলা তাঁহার শরীর উড়াইয়া লইয়া যায়।......তাঁহার পুত্র তিন চারিটী আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শাহনওয়াজের মৃত্যুতেই দারার সকল আশা ভঙ্গ হইয়াছিল। (History, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা)।

(৯৬) ১১ই মার্চ্চ ১৬৫৯ হইতে ১৪ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। দারা আজমীরের ৪ মাইল দক্ষিণে দেওরাই নামক একটী পার্ব্বত্যপথ সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। তাঁহার দক্ষিণে ও বামে বিথলি ও গোকলা পর্ব্বত ও পশ্চাতে আজমীর নগর ছিল। আশ্রয় স্থানের সম্মুখে পরিখা খনন করিয়া স্থানটী সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। সমগ্র স্থানটী চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া চারিজন সৈন্যাধক্ষের অধীনে স্থাপন করিয়াছিলেন। "The position was admirably chosen, and its natural strength was greatly increased by art. Two hill ranges running beyond Ajmir, rendered its flanks absolutely secure, as they could be, turned only by making a very wide detour and threading the way through another defile. In front, the enemy toiling up the slope, from the plain below and crowded together within the narrow pass, would suffer terribly from Dara's artillery ranged on an elevation and his musketeers standing safe behind his earth-works." (History, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৭৩ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ দারা উত্তমস্থানই নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। স্বাভাবিকরূপে সুদৃঢ় এইস্থান অস্ত্রাস্ত্ররূপেও সুরক্ষিত হইয়াছিল। উভয় পার্শ্বে পর্ব্বত থাকার জন্য ইহা সুদৃঢ় হইয়াছিল।

(৯৭) ইহা ঠিক নহে। দারার কামান ও বন্দুক হইতে অগ্নিবৃষ্টি আওরংজেবের সৈন্য ধ্বংশ করিতেছিল কিন্তু আওরংজেবের গোলা দারার কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। (History, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা)।

(যদিও ইহা যুদ্ধপদবাচ্য নহে) বিস্তৃত বর্ণনা করা অনাবশ্যক; অতি শীঘ্রই ইহা পরাজয়ে পরিণত হইল। আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, প্রথম গুলি ছাড়িবার অব্যবহিত পরেই জয়সিংহ দারার দৃষ্টিগোচরে গমন ও তাঁহার নিকট একজন কর্ম্মচারী প্রেরণ করিয়া সংবাদ পাঠাইলেন যে যদি দারা ধৃত হইতে ইচ্ছা না করেন তবে তিনি যেন তৎক্ষণাৎ যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন। হতভাগ্য রাজপুত্র অকস্মাৎ ভয়ে ও বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া উক্ত উপদেশ প্রতিপালন করিলেন এবং এরূপ দ্রুতভাবে পলায়ন করিলেন যে, তিনি তাঁহার শিবিরাদি সম্বন্ধেও কোন উপদেশ প্রদান করিতে পারিলেন না (৯৮); বস্তুতঃ পক্ষে তিনি যেরূপ বিপদের মধ্যে অবস্থিত ছিলেন তাহাতে তিনি যে তাঁহার স্ত্রী ও পরিজন বর্গকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহাই যথেষ্ট বিবেচনা করি (৯৯)। ইহা সত্য যে, তিনি জয়সিংহের করায়ত্ত ছিলেন এবং তাঁহার তিতিক্ষার জন্যই তিনি পলায়নে সমর্থ হইয়াছিলেন। এক্ষেত্রে ইহা বলা যাইতে

(৯৮) যুদ্ধে পরাজয় আশঙ্কা করিয়া দারা নিজ অন্তঃপুরস্থ পরিবারবর্গ ও ধনরত্ন একজন বিশ্বস্ত খোজার অধীনে যুদ্ধ ক্ষেত্রের পাঁচমাইল দূরবর্ত্তী আনাসাগর হ্রদতীরে রক্ষা করিয়াছিলেন। পলায়নকালে এইগুলি সঙ্গে লইবেন এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু হতভাগ্য রাজপুত্রের এরূপ করিবার সময় রহিল না। তিনি সিপিহর শুকোঃ ও নিজ সেনাপতি ফিরোজ মিওয়াচী ও মাত্র ১০।১২ জন সৈন্যসহ গুজরাটাভিমুখে পলায়ন করিলেন। হ্রদতীরে অবস্থিত নিজপরিজনবর্গকে সংবাদ দিবার সময়ও পাইলেন না।

(৯৯) যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কোন সংবাদ না পাইয়া বিশ্বস্ত খোজা স্ত্রীগণকে এই স্থান হইতে অন্যত্র লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন (History, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা)। আজমীরে ৩৭ মাইল দূরে মের্ত্তা নামক স্থানে দারা ১৫ই মার্চ্চ তারিখে স্বীয় পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। মের্ত্তা ত্যাগকালে মাত্র ২০০০ অশ্বারোহী দারার অনুসরণ করিয়াছিল।

পারে যে, রাজবংশীয় কোন রাজপুত্রকে এরূপে অপমানিত করিলে যে বিপদ হয় রাজা জয়সিংহ তাহা অবগত ছিলেন এবং সেইজন্য তিনি রাজবংশীয় সকলের প্রতিই সকল সময়েই সম্মান প্রদর্শন করিতেন।

আহম্মদাবাদ পৌঁছাই হতভাগ্য ও অনুরক্ত দারার রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় ছিল। এক্ষণে তিনি পট্টবাস ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য বিরহিত হইয়াও একপ্রকার শত্রু পরিবেষ্টিত প্রদেশ মধ্য হইয়া যাত্রা করিতে বাধ্য হইলেন। আজমীর ও আহম্মদবাদের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ সাধারণতঃ রাজপুতদিগের অধিকৃত। রাজপুত্রের সহিত দুইসহস্রের অত্যধিক অনুচর ছিল না, অসহ্য উষ্ণতা বিরাজিত ছিল; এবং "কুলিরা" দিবারাত্র তাঁহার পশ্চাদানুগমন করিয়া এরূপভাবে তাঁহার সৈন্যগণকে লুণ্ঠন ও হত্যা করিতে লাগিল যে সজ্ঘ হইতে কয়েক পদ দূরে থাকাও বিপজ্জনক হইতে লাগিল। কুলিরা এই প্রদেশীয় কৃষিজীবী ও ইহারা ভয়াবহ দস্যু এবং ভারতবর্ষের মধ্যে ইহাদের ন্যায় দুরাচার আর নাই। কিন্তু সকল বাধাবিঘ্ন সত্বেও, দারা আহাম্মদাবাদ হইতে এক দিবসের দূরবর্ত্তী স্থানে (১০০) উপনীত হইয়া পরদিবস ঐ নগর-প্রবেশে ও সৈন্য সংগ্রহ করিবার আশা করিলেন, কিন্তু, পরাজিত ও হতভাগ্যদের আশা কদাচিৎই ফলবতী হয়।

যাহাকে দারা আহম্মদাবাদের শাসনকর্ত্তারূপে রাখিয়াছিলেন, সে ব্যক্তি আওরংজেবের ভয়েই হৌক কিংবা লোভেই হৌক কাপুরুষতা পূর্ব্বক তাহার প্রভুর পক্ষ পরিত্যাগ করিল (১০১) এবং দারাকে একখান পত্র

(১০০) ২৯শে তারিখে দারা আহম্মদাবাদের ৪৮ মাইল দূরে অবস্থিতি করিতে ছিলেন।

(১০১) আহম্মদাবাদের অন্যান্য কর্ম্মচারীবৃন্দই শাসনকর্ত্তা আহম্মদ বুখারকে কয়ারুদ্ধ করিয়াছিল।

প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে নগর সন্নিকটে আসিতে নিষেধ করিল। নগরের দ্বার তখন রুদ্ধ হইয়াছিল এবং নগরবাসিগণ তাঁহার প্রবেশে বাধা দিতে অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। দারার সহিত এক্ষণে আমি তিন দিবস বাস করিতেছিলাম। অভাবনীয় ঘটনাচক্রে তাঁহার সহিত আমার রাজপথে সাক্ষাৎ লাভ হইয়াছিল, এবং সকল প্রকার চিকিৎসকের সাহায্য-বিহীন অবস্থায় থাকায় তিনি আমাকে চিকিৎসকরূপে তাঁহার সমভিব্যাহারী হইতে বাধ্য করিলেন। শাসনকর্ত্তার পূর্ব্বোক্ত পত্র পাইয়া পূর্ব্বদিবস তিনি আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে, কুলিগণ তাঁহাকে হত্যা করিবে এবং তজ্জন্য তিনি যে "সরাইতে" অবস্থান করিতেছিলেন, তাহাতেই আমাকে বাস করিবার জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। যে সকল যবনিকা তাঁহার পত্নী ও অন্যান্য পরিজনবর্গকে লুক্কায়িত রাখিয়াছিল (কারণ তখন তাঁহার পটবাসও ছিল না), সেই সকল যবনিকার সহিত আমি যে শকটে নিদ্রিত ছিলাম তাহা বন্ধন করিয়া রাখা হইয়াছিল। হিন্দুস্থানের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের স্ত্রীগণ সম্বন্ধে কিরূপ সন্দিহান ইহা যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা অবিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হইবে; কিন্তু, রাজপুত্র কিরূপ দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছিলেন, তাহাই প্রদর্শন করিবার জন্যই আমি এই ঘটনা বিবৃত করিলাম। প্রাতঃকালে শাসনকর্ত্তার সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গেল এবং অন্তঃপুরবাসিনীগণের ক্রন্দনে সকলেরই চক্ষে জল দৃষ্ট হইল। আমরা বিশৃঙ্খলা ও ভয়ে অভিভূত হইলাম; একে অপরের দিকে সত্রাসে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম, কি প্রকারে অগ্রসর হইব তাহা একেবারেই স্থির করিতে অক্ষম হইলাম এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের অদৃষ্টে কি ঘটিবে সে সম্বন্ধে অজ্ঞ রহিলাম। দারা জীবিত অপেক্ষা মৃতের ন্যায় একবার একজনের সহিত, অন্যবার অপরের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন; এমন কি

সাধারণ সৈনিকের সহিতও পরামর্শ করিতে দ্বিধাবোধ করিলেন না। তিনি প্রত্যেকের মুখে ভীতি চিহ্ন দেখিতে পাইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে; কিন্তু, তাঁহার কি হইবে? তিনি কোথায় গমন করিবেন? বিলম্ব করিলে তাঁহার সর্ব্বনাশ আরও বিবর্দ্ধিত হইবে।

যতদিন আমি এই রাজপুত্রের অনুচরভুক্ত ছিলাম, ততদিনই আমরা দিবারাত্র অবিরত অগ্রসর হইয়াছিলাম। গ্রীষ্ম এরূপ অসহনীয় ছিল এবং ধূলিতে এরূপ শ্বাসরোধ হইতেছিল যে গুজরাট দেশীয় যে তিনটী ষণ্ড আমার শকট টানিতে ছিল, তাহার মধ্যে একটী মৃত্যুমুখে পতিত, একটী মৃতপ্রায় ও অন্যটী ক্লান্ত হইয়া অগ্রসর হইতে অক্ষম হইয়াছিল। দারা আমাকে তাঁহার কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিতে বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার এক পত্নীর পদে অত্যন্ত ক্ষত হইয়াছিল; তথাপি তাঁহার ভীতি প্রদর্শনে অথবা প্রার্থনায় আমাকে কেহই একটী অশ্ব, ষণ্ড বা উষ্ট্র সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে নাই—তিনি এরূপ ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠাহীন হইয়াছিলেন। অগ্রসর হইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও না দেখিয়া আমি সেই স্থানেই রহিলাম এবং মাত্র চারি পাঁচ শত অশ্বারোহী সহ রাজপুত্রকে অগ্রগামী হইতে দেখিয়া চক্ষুর জল সম্বরণ করিতে পারিলাম না। দুইটী হস্তী ছিল এবং সম্ভবতঃ হস্তিপৃষ্ঠে সুবর্ণ ও রৌপ্য ছিল। আমি বুঝিতে পারিলাম যে, দারা টাট্টাবাখরের অভিমুখে অগ্রসর হইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং সকল দিক পর্য্যালোচনা করিলে এরূপ ব্যবস্থা অসমীচীন হয় নাই। প্রকৃত পক্ষে, এরূপ ক্ষেত্রে কতকগুলি ভয়াবহ বিপদের যে কোন একটী গ্রহণ ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না এবং রাজপুত্র যে নিরাপদে মরুভূমি উত্তীর্ণ হইয়া টাট্টাবাখরে উপনীত হইতে পারিবেন, আমি এরূপ আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে পারি নাই। বস্তুতঃ তৃষ্ণায়, ক্ষুধায় ও ক্লান্তিতে ও নিষ্ঠুর

কুলিদের হস্তে সকল পুরুষ ও অধিকাংশ স্ত্রীলোকগণই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। দারার পক্ষে এই বিপজ্জনক পথ অতিক্রম করিয়া জীবিত না থাকাই উত্তম ছিল, কিন্তু, তিনি প্রত্যেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কচের রাজার রাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন।

রাজা তাঁহাকে যথোপযুক্ত সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া (১০২) দারা যদি স্বীয় কন্যার সহিত তাঁহার পুত্রের উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে স্বীকৃত হন তবে তাঁহার সমগ্র সৈন্য দারার হস্তে সমর্পণ করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু জয়সিংহের চক্রান্ত যশোবন্তের ক্ষেত্রে যেরূপ কার্য্যকরী হইয়াছিল, এক্ষেত্রেও সেইরূপ হইল; শীঘ্রই রাজার ব্যবহারে পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইল এবং ঐ অসভ্য তাঁহার জীবনহানিকর কার্য্যে লিপ্ত হইবে আশঙ্কায় বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ না করিয়া দারা সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন (১০৩)।

কুলি বা দস্যুগণের হস্তে আমার যে সকল বিপদ ঘটিয়াছিল, কি প্রকারে আমি তাহাদের দয়া উদ্রেক করিয়াছিলাম এবং আমার সঙ্গে

(১০২) প্রকৃত পক্ষে দারা এইস্থানে আশ্রয় প্রাপ্ত হন নাই।

(১০৩) "Dara prayed for a place in his dominions to hide his head in for some time ; but the Rao could not afford to offend the Imperialists, especially as their rapid approach was noised abroad. He, however, harboured Dara for two days and then escorted him to the northern boundary of his island, when Dara crossed the Greater Raun and reached the southern coast of Sindh (beginning of May) with his retinue still further diminished." (History, দ্বিতীয় খণ্ড, ১২২, ১২৫ পৃষ্ঠা)। দারা দুই দিবসের জন্য তাঁহার রাজ্যে আশ্রয়ের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজকীয় সৈন্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছিল এবং রাজা বর্ত্তমান বাদশাহকে অসন্তুষ্ট করিতে সাহসী হন নাই। দারাকে তিনি দুই দিবস আশ্রয় প্রদান করিয়া তাঁহার রাজ্যের উত্তর সীমান্তে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন।

যে সামান্ত অর্থ ছিল তাহাই বা কি করিয়া রক্ষা করিয়াছিলাম এই সকল বিষয় বর্ণনা করিয়া আমি পাঠকবর্গের বিরক্তি উৎপাদন করিতে ইচ্ছা করি না। আমি আমার ব্যবসায়ের কথা বিশেষ আড়ম্বরের সহিত বর্ণনা করিতে লাগিলাম এবং আমার ন্যায়, কুলিদের ভয়ে ভীত, আমার সঙ্গীয় ভৃত্যদ্বয়ও আমাকে পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ও দারার সৈন্সগণ আমার প্রতি অত্যন্ত নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়া সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিল। আমার পক্ষে অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আমি এই সকল লোককে আমার প্রতি কৃপাপরবশ করিতে সক্ষম হইলাম; তাহারা আমার শকটে একটী ষণ্ড যোজিত করিয়া আহাম্মদাবাদের মসজিদ চূড়া দৃষ্টিগোচর হয় এরূপ স্থানে রাখিয়া আসিল। এই নগরে দিল্লী-গমনকারী একজন আমীরের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল এবং তাঁহারই আশ্রয়ে ভ্রমণ করিলাম। রাজপথে মৃত সৈন্স, হস্তী, ষণ্ড, অশ্ব ও উষ্ট্র—হতভাগ্য দারার সৈন্সবাহিনীর হতাবশিষ্ট দেখিতে পাইলাম।

দারা যে সময় টাট্টাবাথরের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই সময়ে বঙ্গদেশেও যুদ্ধ চলিতেছিল; সুলতান শুজা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বৃহত্তর আয়োজনে ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু এই প্রদেশীয় ব্যাপারে আওরংজেবকে বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তাও ভোগ করিতে হয় নাই; আওরংজেব মিরজুমলার প্রতিভা ও ব্যবহারের গুণগ্রাহিতা করিতে জানিতেন। আগ্রা হইতে বঙ্গদেশের দূরত্ব নিবন্ধন এই প্রদেশের সামরিক ব্যাপার সমূহের মূল্যও হ্রাস করিয়াছিল। সুলেমান শুকোঃর সন্নিধ্যতাই অধিকতর আশঙ্কার কারণ ছিল এবং তিনি ও শ্রীনগরের রাজা পার্ব্বত্য-প্রদেশ (যাহা আগ্রা হইতে মাত্র অষ্টদিবসের ব্যবধান ছিল) হইতে শত্রুসৈন্সসহ নিম্নভূমিতে অবতরণ করিবেন, ইহাই অধিকতর আশঙ্কার

হেতু ছিল। আওরংজেব এরূপ অবিবেচক ছিলেন না যে, এরূপ শত্রুকে ঘৃণা করিবেন এবং সুলেমান শুকোঃকে কি প্রকারে প্রতারিত করিবেন তাহাই এক্ষণে তাঁহার প্রধান বিবেচ্য বিষয় হইয়াছিল।

রাজা জয়সিংহের দ্বারা শ্রীনগরের রাজার সহিত সন্ধি সংস্থাপনই আওরংজেব সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক উপায় বিবেচনা করিলেন। তদনুসারে রাজা জয়সিংহ শ্রীনগরের রাজা সুলেমান শুকোঃকে প্রত্যর্পণ করিলে বিশেষরূপে পুরস্কৃত হইবেন এইরূপ প্রতিজ্ঞাসূচক বহুপত্র প্রেরণ করিলেন। পক্ষান্তরে, তিনি অনুরোধ অন্যথা করিলে গুরুতর শাস্তিতে দণ্ডিত হইবেন। রাজা উত্তর করিলেন যে, তাঁহার সমগ্র রাজ্য বিনষ্ট হইলে তিনি যে পরিমাণ ক্ষুব্ধ হইবেন, তদপেক্ষা ক্ষুব্ধ হইবেন যে তিনি এরূপ ঘৃণ্য ও অকৃতজ্ঞের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। যখন ইহা প্রতীয়মান হইল যে, প্রার্থনা বা ভয়প্রদর্শনে রাজা সম্মান ও সাধুতার পথ হইতে বিচলিত হইবেন না, তখন আওরংজেব স্বীয় সৈন্যসহ পর্ব্বতের অধোদেশে গমন করিয়া অসংখ্য পথ পরিষ্কারককে পর্ব্বত সমতল করিতে ও স্বল্প প্রশস্ত পথকে প্রশস্ততর করিতে নিযুক্ত করিলেন; রাজাও তাঁহার রাজ্যে প্রবেশকল্পে এই সকল উদ্ধত ও বালোচিত ব্যবস্থা দর্শনে হাস্য করিতে লাগিলেন; হিন্দুস্থানের ন্যায় চারিটী রাজ্যের সৈন্য সম্মিলিত হইলেও এ সকল পর্ব্বত দুরারোহ হইত; সুতরাং এই সকল দুর্ব্বল ক্রোধ প্রদর্শনান্তে সৈন্যদিগকে অপসারিত করা হইল।

ইতিমধ্যে দারা টাট্টাবাথরের দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইতে ছিলেন (১০৪) এবং এইস্থান হইতে দুই কি তিন দিবসের পথ হইতে সংবাদ পাইলেন

(১০৪) ১৩ই তারিখে দারা টাট্টা হইতে সিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

যে মীরবাবার হস্তে (তিনি বহুদিবস হইতে ঐ দুর্গ অবরোধ করিতে ছিলেন) ঐ দুর্গ সমর্পিত হইয়াছে। এই সংবাদ আমি আমাদের দেশীয় ফরাসী ও দুর্গের সৈন্যদল ভুক্ত অন্যান্য ফ্রাঙ্কদের নিকট অবগত হইয়াছি। চাউল ও মাংস ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যের অর্দ্ধসের মহার্ঘ মূল্যে বিক্রীত হইতেছিল। তথাপি দুর্গের শাসনকর্ত্তা অকুতোভয়ী রহিলেন, তিনি সর্ব্বদা আক্রমণ করিতেছিলেন এবং প্রত্যেক প্রকারে সাহসী, বিশ্বস্ত ও দক্ষ সেনাপতির পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন; তিনি সেনাপতি মীরবাবার তেজস্বী আক্রমণ ধীরতা ও দক্ষতার সহিত প্রতিহত ও সঙ্গে সঙ্গে আওরংজেবের তোষামোদ ও ভীতি প্রদর্শনে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছিলেন।

আমার স্বদেশীয় ফরাসীগণ ও তাঁহাদের সহযোগী অন্যান্য ফ্রাঙ্কগণের নিকট শাসনকর্ত্তার এইরূপ প্রশংসাসূচক ব্যবহারের কথা অবগত হইয়াছি। আমি ইহা শ্রুত হইয়াছি যে তিনি দারার অগ্রসর হইবার সংবাদ অবগত হইয়া সৈন্যদের বেতন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এই সেনাপতি এরূপ ভাবে নিজ সৈন্যের স্নেহাকর্ষণে সক্ষম হইয়াছিলেন যে সমস্ত সৈন্যবৃন্দ শত্রুকে প্রাচীর হইতে বিতাড়িত করিতে ও দারার দুর্গে প্রবেশাধিকার জন্য সাহ্লাদে আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত ছিল; অধিকন্তু তিনি মীরবাবার শিবিরে অসংখ্য বুদ্ধিমান গুপ্তচর ও এরূপ সুচতুর প্রক্রিয়া অবলম্বন দ্বারা কার্য্য করিতেছিলেন যে অবরোধকারীরা মনে করিতেছিল যে দারা প্রচুর সৈন্যসহ অগ্রসর হইতেছেন। এই সকল গুপ্তচর এরূপ ভান করিতে লাগিল যে তাহারা সচক্ষে দারা ও তাঁহার সৈন্যাবলী দর্শন করিয়াছে, এবং এই চাতুরীতে শাসনকর্ত্তার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য হইয়াছিল; শত্রুসৈন্য ভীত হইয়া পড়িল এবং এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে যদি নিরূপিত সময়ে দারা উপনীত হইতে পারিতেন, তবে

মীরবাবার সৈন্যের কতকাংশ বিছিন্ন হইত, ও কতকাংশ দারার সহিত যোগদান করিত।

কিন্তু, দারার কোন কার্য্যেই সফলতার সম্ভাবনা ছিল না। মুষ্টিমেয় সৈন্যদ্বারা দুর্গাধিকারের সম্ভাবনা না দেখিয়া তিনি সিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া পারস্যগমনে মনস্থঃ করিলেন। এই কার্য্যেও অনেক অপ্রতিহত প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হইতে হইত; তাঁহাকে পাঠানদিগের জনপদ অতিক্রম করিতে হইত এবং এই ভূভাগস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গ পারসীক বা মুগল—কাহারও আধিপত্য স্বীকার করিত না। এতদ্ব্যতীত পথিমধ্যে জলশূন্য প্রচণ্ড মরুভূমি অতিক্রম করিতে হইত। কিন্তু, এই সকল কারণ অপেক্ষা লঘুতর কারণ প্রদর্শন করিয়া, তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে ঐ রাজ্য-প্রবেশে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। দারার পত্নী তাঁহাকে নিবেদন করিলেন যে, যদি তিনি পারস্য-প্রবেশেই স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া থাকেন, তবে তিনি যেন তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও কন্যাকে পারস্যের বাদশাহের ক্রীতদাসীরূপে দেখিতে প্রস্তুত থাকেন; এইরূপ অপমান তাঁহার বংশীয় কেহই সহ্য করিতে পারিবেন না। তিনি ও দারা বিস্মৃত হইয়াছিলেন, অথবা ঘটনাচক্রে মনে করিতে পারিতেছিলেন না যে, হুমায়ুন-পত্নী ঠিক এই প্রকার ঘটনার বশীভূত হইয়াও কোন প্রকারে অপমানিত হন নাই; পরন্তু, তিনি মহাসম্মান ও দয়ার সহিত ব্যবহৃত হইয়াছিলেন (১০৫)।

দারার মন যখন এইরূপ সন্দেহ ও সংশয়-মগ্ন ছিল, তখন তাঁহার মনে হইল যে অনতিদূরবর্ত্তী স্থানে কথঞ্চিৎ পরাক্রমশালী ও খ্যাত্যাপন্ন জিওয়ন্

(১০৫) পারস্যসম্রাট্‌দত্ত অর্থেই হুমায়ুন স্বীয় সিংহাসন পুনরুদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিলেন।

খাঁ নামক (১০৬) এক পাঠান বাস করিতেছে। নানাপ্রকার বিদ্রোহের জন্য এই ব্যক্তি দুইবার বাদশাহ শাহজাহান কর্ত্তৃক হস্তিপদতলে নিক্ষিপ্ত হইবার আদেশ প্রাপ্ত হইলেও, দারাই ইহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। দারা জিওয়ন্ খাঁর নিকটে গমন করিতে স্থির করিয়া তাহারই সাহায্যে টাট্টাবাথর হইতে মীরবাবাকে দূরীভূত করিতে আশান্বিত হইলেন। সংক্ষেপে তাঁহার অভিসন্ধি এইরূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে—পাঠানের সাহায্যে দুর্গাধিকার ও ঐ নগরস্থ অর্থ হস্তগত করিয়া তিনি কান্দাহারাভিমুখে ও তথা হইতে সহজে কাবুল গমনে ইচ্ছুক হইলেন। মহাবৎখাঁ অবিচলিত চিত্তে ও অসন্দিগ্ধাবস্থায় তাঁহার সহিত যে যোগদান করিবেন সে সম্বন্ধে তাঁহার কোন সন্দেহ ছিল না। এই কর্ম্মচারী এই প্রদেশের শাসনভারের জন্য দারার নিকটেই কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং বিশেষ ক্ষমতাশালী ও প্রতিষ্ঠাপন্ন হওয়াতে, মহাবৎখাঁকে অনুরক্ত ও কার্য্যকরী বন্ধু বলিয়া মনে করাতে দারাকে নিন্দা করা যায় না। কিন্তু, দারার পরিবারবর্গ অনিষ্টসূচক পূর্ব্বসূচনা করিয়া প্রত্যেক প্রকারে তাঁহাকে জিওয়ন্খাঁর সম্মুখীন হইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পত্নী, কন্যা, এবং কনিষ্ঠপুত্র সিপিহর শুকোঃ তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া ও ক্রন্দন সহকারে তাঁহাকে ঐ অভিসন্ধি হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে ঐ পাঠান-দস্যু ও বিদ্রোহী ব্যক্তির উপর আস্থাস্থাপন করিতে যাওয়া অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সহিত সর্ব্বনাশকে আলিঙ্গন করা ব্যতীত কিছুই নহে। তাঁহারা ইহাও বলিলেন, যে টাট্টাবাথর

---

(১০৬) আলমগীর নামার লেখক এই ব্যক্তিকে "মালিক জিউয়ন্ আইয়াব" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বোলান্ গিরিসঙ্কট হইতে পাঁচমাইল পূর্ব্বে দাদর নামক জনপদের অধিপতি।

উদ্ধার করিতে কেন যে তিনি এত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তাহার কারণও তাঁহারা নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার গতিরোধে প্রবৃত্ত হইয়া মীরবাবার কদাপি দুর্গাবরোধ পরিত্যাগের যখন সম্ভাবনা নাই, তখন তিনি নির্ব্বিঘ্নে কাবুলের পথে অগ্রসর হইতে পারেন।

দারা এই সকল যুক্তির সারবত্তা বোধগম্য করিতে পারিলেন না; তাঁহার মন্দবুদ্ধি যেন তাঁহাকে অন্য দিকে প্ররোচিত করিতেছিল। তিনি প্রকাশ করিলেন যে কাবুলে অগ্রসর হওয়া বিপজ্জনক ও কষ্টসাধ্য। (অবশ্য ইহা সত্য কথাই)। তিনি আরও বলিলেন যে, যে ব্যক্তি তাঁহার সহিত অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ সে কখনই তাঁহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিবে না। সকল প্রকার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন এবং দুষ্ট ব্যক্তিগণ যে নিজেদের উপকারকের ঋণ বিস্মৃত হইয়াও স্বার্থসিদ্ধি করে, তাহারই অধিকতর দুঃখজনক দৃষ্টান্ত প্রদান করিলেন।

দারা প্রচুর সৈন্যদ্বারা পরিবৃত মনে করিয়া এই দস্যু তাঁহাকে বাহ্যিক সম্মান ও স্নেহপূর্ণভাবে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক তাঁহার সৈন্যবৃন্দকে অধিবাসিগণের উপর "বিলি" করিয়া তাহাদিগকে বন্ধু ও ভ্রাতার ন্যায় ব্যবহার করিতে ও তাহাদের সকল অভাব পূর্ণ করিতে আদেশ প্রদান করিল। কিন্তু জিওয়ন্ খাঁ যখন অবগত হইল যে দারার অনুচরবর্গ দুই তিন শতের অধিক হইবে না, তখন সে সকল ছদ্মবেশ দূরে ফেলিল। সে আওরংজেব কর্ত্তৃক হস্তগত হইয়াছিল অথবা অকস্মাৎ প্রলোভনের বশীভূত হইয়া এইরূপ অস্বাভাবিক পাপে ব্রতী হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা যায় না (১০৭)। দারা যে কয়েকটী সুবর্ণবাহী অশ্বতর

(১০৭) ৯ই জুন এই ঘটনা ঘটে (History, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০৮ পৃষ্ঠা। Anecdotes, ৮ পৃষ্ঠা)।

দস্যুগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সম্ভবতঃ সেইগুলির লোভে সে প্ররোচিত হইয়াছিল। যাহাই হউক, রাত্রিতে পাঠান-দলপতি অনেকগুলি সশস্ত্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া এই সুবর্ণ ও স্ত্রীলোকদিগের অলঙ্কার হস্তগত এবং দারা ও সিপিহর শুকোঃকে আক্রমণ ও (১০৮) তাহাদের রক্ষাকারিগণকে হত্যা করিয়া রাজপুত্রকে হস্তিপৃষ্ঠে বন্ধন করিল। নিজের বা সহচরগণের প্রতিরোধের সামান্য সঙ্কেতেই যাহাতে তাঁহার মস্তক ছিন্ন হইতে পারে তজ্জন্য তাঁহার পশ্চাদ্দেশে হত্যাকারী উপবিষ্ট হইবার আদেশ প্রাপ্ত হইল; এবং এই অপমানকর অবস্থায়

---

(১০৮) ট্যাভার্নিয়ার উল্লেখ করিয়াছেন যে, সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা পত্নী গ্রীষ্ম ও পিপাসায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে দারা ক্ষোভে এরূপ হতাশ হইলেন যে ইতঃপূর্ব্বে আর কোন দিন তিনি সেরূপ চঞ্চল হন নাই। তিনি বন্ধুবর্গের সান্ত্বনায় বিন্দুমাত্রও শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না এবং শোকজ্ঞাপক পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। এই অসময়ে তিনি বিশ্বাসঘাতক জিওয়ন্‌খাঁর গৃহে প্রবেশ করিয়া বিশ্রামার্থ নিদ্রিত হইলেন কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে অন্য একটী কষ্টকর দৃশ্য উপস্থিত হইল। জিওয়ন্ খাঁ দারার দ্বিতীয় পুত্র সিপিহর শুকোঃকে ধৃত করিবার চেষ্টা করিলে, বালক নিজ ধনুর্ব্বাণ দ্বারা তিনজন আততায়ীকে হত্যা করিলেন কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় এবং গৃহদ্বার রুদ্ধ থাকায় বন্দী হইলেন। গোলমালে দারার নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় ও বিশ্বাস-ঘাতকগণ হস্ত পশ্চাদ্দেশে বদ্ধ করিয়া তাঁহারই সম্মুখে সিপিহরকে আনয়ন করিলে নিম্নোক্ত মর্ম্মে তিনি জিওয়ন্ খাঁকে সম্বোধন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না :—"হে অকৃতজ্ঞ ও অবিশ্বাসী! তুমি যাহা আরম্ভ করিয়াছ তাহা শীঘ্রই শেষ কর; আমরা দুরদৃষ্ট ও আওরংজেবের অদম্য লিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়াই এরূপ দশায় পতিত হইয়াছি কিন্তু মনে রাখিও যে তোমার জীবনরক্ষা করিয়াছি বলিয়াই আমি তোমার হস্তে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছি; ইহাও স্মরণ রাখিও যে রাজবংশের কোন ব্যক্তিরই হস্ত এরূপভাবে পশ্চাদ্ভাগে বন্ধন করা হয় না।" জিওয়ন্ খাঁ এই কথাতে কথঞ্চিৎ বিচলিত হইয়া সিপিহরের বন্ধন মুক্ত করতঃ দারা ও সিপিহরকে বন্দী করিয়া রাখিল।

দ্বারা টাট্টাবাথরে সৈন্যগণের নিকট নীত হইয়া মীরবাবার হস্তে সমর্পিত হইলেন। এই কর্ম্মচারী তখন বিশ্বাসঘাতক জিওয়ন্ খাঁকে তাহার বন্দীসহ প্রথমে লাহোর ও পরে দিল্লী গমন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

হতভাগ্য রাজপুত্র দিল্লীর সিংহদ্বারে আনীত হইলে গোয়ালিয়র দুর্গে প্রেরণকালে তাঁহাকে দিল্লীর অভ্যন্তর দিয়া যাইতে দেওয়া হইবে কিনা, আওরংজেবের মনে এই সমস্যা উপনীত হইল। কয়েকজন সভাসদের মতে, সর্ব্বপ্রকারে ইহা পরিহার করা কর্ত্তব্য ছিল; কারণ, এরূপ প্রদর্শন কেবল যে রাজবংশের অপমানকর হইত তাহা নহে; হয়ত এরূপ ক্রিয়ায় বিদ্রোহ উদ্রেক করিতে ও সঙ্গে সঙ্গে দারার উপকার সাধনও হইতে পারে। পক্ষান্তরে, অন্যান্য সকলের মতে সকল নগরবাসী যাহাতে তাঁহাকে দেখিতে পারে তাহাই বাঞ্ছনীয় ছিল; অধিবাসীদিগকে ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত করা ও আওরংজেবের অপ্রতিহত ও অদমনীয় ক্ষমতা প্রদর্শন করাও আবশ্যকীয় ছিল। তাঁহারা ইহাও বলিলেন যে, যে সকল ওমরাহ ও অধিবাসী দারার বন্দিত্বে সন্দিহান ছিল এরূপ করিলে তাহারা সত্য ঘটনা অবগত হইবে এবং ইহাতে দারার গোপনীয় বন্ধুগণের আশাও একেবারে দূরীভূত হইবে। আওরংজেবও এই সকল বিষয় ঐরূপে বিবেচনা করিতেছিলেন; তজ্জন্য হতভাগ্য বন্দীকে হস্তিপৃষ্ঠে স্থাপন করা হইল, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সিপিহর শুকোঃকে তাঁহার পার্শ্বে স্থান দেওয়া হইল এবং সাধারণ হত্যাকারীর পরিবর্ত্তে তাঁহাদের পশ্চাদ্দেশে বাহাদুর খাঁ (১০৯) উপবিষ্ট হইলেন। সুসজ্জিত, সুবর্ণের আভরণ সমন্বিত,

(১০৯) আওরংজেবের অন্যতম কর্ম্মচারী—আজমীর হইতে দারার পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

সুবর্ণ খচিত ও উত্তমরূপে চিত্রিত হাওদার উপরে ও রৌদ্রতাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বহুমূল্য চাঁদোয়া-তলে দারা পূর্ব্বে যেরূপ পেগু বা সিংহলের হস্তীতে আরোহণ করিতেন, ইহা সেরূপ ছিল না! এক্ষণে দারা জরাজীর্ণ, কদাকার ও কর্দ্দমাবৃত হস্তীতে আরোহণ করিলেন; হিন্দুস্থানের রাজকুমারগণের পরিহিত বৃহৎ মুক্তার কণ্ঠমালা আর তাঁহার গলদেশ শোভিত করিতেছিল না; মূল্যবান উষ্ণীষ বা সুবর্ণখচিত অঙ্গাবরণে আর তিনি সজ্জিত ছিলেন না; তিনি ও তাঁহার পুত্র এক্ষণে মলিন কদর্য্য বস্ত্র পরিহিত ছিলেন এবং তাঁহার স্বল্পমূল্যের উষ্ণীষ, অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তির ব্যবহারের উপযুক্ত কাশ্মীরী শাল বেষ্টিত ছিল।

নগরের বাজার ও প্রত্যেক মহল্লার মধ্যদিয়া যখন দারাকে প্রদর্শন করান হইতেছিল, তখন তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত ভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল। তাঁহাকে যে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হইবে, এরূপ চিন্তা আমি হৃদয় হইতে দূরীভূত করিতে পারিতেছিলাম না এবং আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছিলাম যে নিম্নতম শ্রেণীর লোকের অত্যধিক প্রিয়পাত্র দারাকে এরূপ অপমান করিতে বাদশাহ সাহসী হইয়াছিলেন। অধিকন্তু, দারার সঙ্গে সশস্ত্র প্রহরীও ছিল না। অধিবাসীরা কিয়দ্দিবস হইতে আওরংজেবের অস্বাভাবিক ব্যবহারের নিন্দা করিতেছিল। পিতার, পুত্র সুলতান মুহম্মদ ও ভ্রাতা মুরাদের কারাবাসে প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তঃকরণেই ঘৃণা ও ত্রাসের উদ্রেক হইয়াছিল। এই ঘটনাকালে প্রচুর জনসঙ্ঘ একত্রীভূত হইয়াছিল এবং সর্ব্বত্রই আমি অধিবাসীদিগকে ক্রন্দন করিতে ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় দারার দুরদৃষ্টের জন্য আক্ষেপ করিতে দেখিয়াছিলাম। আমি নগরে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বাজারে একটী বিখ্যাত স্থানে স্থান গ্রহণ করিলাম; একটী সুন্দর অশ্বে আরোহণ করিয়া দুইজন পরম বন্ধুদ্বারা সহবৃত ছিলাম। প্রত্যেক স্থান হইতেই আমি হৃদয়

বিদারক ও আর্ত্তধ্বনি শ্রবণ করিতেছিলাম (ভারতীয়গণের অন্তঃকরণ স্বভাবতঃই দয়ার্দ্র) ! পুরুষ, স্ত্রী, বালক বালিকা এরূপ ভাবে চীৎকার করিতেছিল যেন তাহাদেরই কোন গভীর বিপত্তি ঘটিয়াছে। জিওয়ন্‌খাঁ হতভাগ্য দারার সঙ্গে অশ্বারোহণে যাইতেছিল এবং এই বিশ্বাসঘাতকের গমন কালে তিরস্কার ও অপমান সূচক বাক্য চতুর্দ্দিকে শ্রুত হইতেছিল (১১০)। আমি দেখিলাম যে কয়েক জন ফকির ও দরিদ্র ব্যক্তি পাঠানের উদ্দেশ্যে প্রস্তর নিক্ষেপ করিল, কিন্তু অনুরক্ত ও দয়ার্দ্র রাজপুত্রের উপকারার্থ কেহ কোন কার্য্য করিল না, একখানি তরবারীও নিষ্কাশিত হইল না। এই লজ্জাজনক শোভাযাত্রা দিল্লীর প্রত্যেক মহল্লা হইয়া যাতায়াত করার পরে, হতভাগ্য বন্দীকে "হাইদ্রাবাদ" (১১১) নামক নিজেরই এক উদ্যানে বদ্ধ করিয়া রাখা হইল।

এই দৃশ্য সাধারণের মনে যে ভাব উৎপাদন করিয়াছিল, পাঠানের বিরুদ্ধে জনসাধারণ যে অবজ্ঞা মিশ্রিত ভাব প্রদর্শন করিয়াছিল, ঐ বিশ্বাসঘাতককে লোষ্ট্রাঘাতে হত্যা করিবার যে ভয় দেখান হইয়াছিল এবং বিদ্রোহের যে আশঙ্কা করা হইতেছিল, আওরংজেবকে তৎক্ষণাৎ সেই সকল বিষয় অবগত করান হইল। সুতরাং, দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার অধিবেশন করা হইল এবং পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত অভিসন্ধি অনুযায়ী দারাকে গোয়ালিয়রে প্রেরণ করা হইবে অথবা বিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হইবে, এই প্রশ্ন বিবেচিত হইল। কেহ কেহ বলিলেন যে দারাকে হত্যা করিবার কোন আবশ্যকতা নাই কারণ রাজকুমারকে বহুসংখ্যক প্রহরী

(১১০) বিশ্বাসঘাতক পরে বক্তিয়ার খাঁ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিল।

(১১১) খাঁফি খাঁ এই উদ্যানকে খিজরাবাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অতিরিক্ত পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

বেষ্টিতাবস্থায় নির্ব্বিঘ্নে গোয়ালিয়রে প্রেরণ করা যাইতে পারে ; দানিশমন্দ খাঁ, দারার সহিত বহুকালাবধি অপ্রণয়ে থাকিলেও বিশেষ দৃঢ়তার সহিত এই মতের পোষকতা করিলেন ; কিন্তু, অবশেষে ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে দারার মৃত্যুই বাঞ্ছনীয় এবং শুকোঃকে গোয়ালিয়র-দুর্গে বন্দী রাখিতে হইবে। এই মন্ত্রণা সভায় রৌশন্‌আরা বেগম তাঁহার আশ্রয়হীন ভ্রাতার বিরুদ্ধে সকল প্রকার শত্রুতা প্রকাশ করিয়া দানিশমন্দের যুক্তির প্রতিবাদ ও আওরংজেবকে এই ঘৃণিত ও অস্বাভাবিক হত্যায় প্ররোচিত করিলেন। খলিল্‌উল্লা খাঁ ও শায়েস্তা খাঁও বেগমকে সহায়তা করিলেন ; এবিষয়ে তাকরার্‌খাঁ নামক এক হতভাগ্য চাটুকারও (এই ব্যক্তি চিকিৎসক হইতে ওমরাহের পদে উন্নীত হইয়াছিল) বেগমকে সহায়তা করিয়াছিল। এই ব্যক্তি পূর্ব্বে হাকিম দায়ুদ (১১২) নামে আখ্যাত ছিল এবং পারস্য হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল, এবং মন্ত্রণা সভায় অস্বাভাবিক যুক্তি দ্বারা বিখ্যাত হইয়াছিল। সে বলিল "দারার জীবিত থাকা যুক্তিসঙ্গত নহে ; রাজ্যের মঙ্গলের জন্য দারার হত্যা এক্ষণেই আবশ্যক, এবং সে মুসলমান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কাফের হওয়াতে তাহার মৃত্যুতে আমার বিশেষ অনিচ্ছা নাই ! এরূপ ব্যক্তির রক্তপাতে যদি পাপ হয় তবে সে পাপ যেন আমারই হয়।" এই ভবিষ্যদ্বাণী বিফল হয় নাই ! বিধাতার বিধান শীঘ্রই এই দুষ্ট ব্যক্তিকে পরাভূত করিয়াছিল ; এই ব্যক্তি অল্প কাল মধ্যেই অপমানিত হইয়া ঘৃণিতভাবে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।

---

(১১২) এই হাকিম পারস্যাধিপতি প্রথম সুফীর চিকিৎসক ছিল কিন্তু নানারূপ চক্রান্তে লিপ্ত হওয়ায় ভারতবর্ষে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ভারতবর্ষে আসিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করে।

এই নৃশংস হত্যার ভার নজর নামক একটী ক্রীতদাসের উপর অর্পিত হইয়াছিল। শাহ জাহান এই ব্যক্তিকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন কিন্তু নজর দারার নিকট মন্দব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছিল। বিষ প্রদানের আশঙ্কা করিয়া রাজপুত্র শুকোঃর সহিত মসুর সিদ্ধ করিতেছিলেন, এরূপ সময়ে নজর ও আর চারিজন হত্যাকারী কক্ষে প্রবেশ করিল। দারা চীৎকার করিয়া বলিলেন "হে প্রিয় পুত্র! ইহারা আমাদিগকে হত্যা করিতে আসিয়াছে"। তিনি তৎক্ষণাৎ রন্ধনশালার ব্যবহৃত ক্ষুদ্র ছুরিকা গ্রহণ করিলেন—তাঁহার নিকটে কেবল এই অস্ত্রই ছিল। একজন হত্যাকারী সিপিহর শুকোঃকে ধৃত (১১৩) ও অপর তিনজন দারাকে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলে, নজর হতভাগ্য রাজপুত্রের মস্তক ছেদন করিল। মস্তকটি তৎক্ষণাৎ আওরংজেবের নিকট আনীত হইল; তিনি উহা পাত্রে স্থাপন করিয়া জল আনয়ন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। তৎপরে বদনমণ্ডল হইতে রক্ত ধৌত করা হইল এবং দারার মস্তক সম্বন্ধে সকল সন্দেহ দূরীভূত হইলে, আওরংজেব ক্রন্দন সহকারে বলিলেন "হে হতভাগ্য ব্যক্তি! এই বিসদৃশ দৃশ্য যেন আর আমার চক্ষুকে ব্যথিত করিতে না পারে! মস্তক অপসারিত করিয়া হুমায়ূনের সমাধি স্থানে প্রোথিত কর (১১৪)।"

---

(১১৩) ট্যাভার্নিয়ার উল্লেখ করিয়াছেন যে সিপিহরকে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া হইলে দারার মস্তক ছেদন করা হয়।

(১১৪) মানোচি লিখিয়াছেন দারার মস্তক আওরংজেবের নিকট নীত হইলে তিনি উহা সন্তুষ্টচিত্তে পরীক্ষা করিলেন; নিজ তরবারীর তীক্ষ্ণাগ্র দ্বারা উহা স্পর্শ করিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে উহাই দারার মস্তক কিনা পরীক্ষা করিলেন। পরে রৌশন্আরা বেগমের পরামর্শে ইহা আধারে স্থাপন করিয়া শাহজাহানের নিকট প্রেরণ করিলেন। আধার উন্মোচনের পূর্ব্বে হতভাগ্য পিতা আওরংজেব উপহার প্রেরণ

দারার কন্যাকে সেই সন্ধ্যাকালেই অন্তঃপুরে লইয়া যাওয়া হইল কিন্তু পরে শাহজাহান ও বেগম সাহেবার অনুরোধে তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করা হইল। দারার পত্নী স্বামীর ও নিজের অদৃষ্টের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া লাহোরে বিষপানে দেহত্যাগ (১১৫) করিয়াছিলেন। শুকোঃকে গোয়ালিয়র দুর্গে আবদ্ধ করা হইল এবং এই সকল বিয়োগান্ত ঘটনার কয়েক দিবস পরেই জিওয়ন্‌খাঁকে মন্ত্রিসভায় আহ্বান করিয়া কয়েকটী উপহার সহকারে দিল্লী হইতে প্রস্থানের আদেশ করা হইল। তাহার পাপের ফল লাভে সে বঞ্চিত হয় নাই; পথিমধ্যে তাহার রাজ্যের প্রান্তদেশের অনতিদূরেই তাহাকে হত্যা করা হয়। এই পাপী বিশেষরূপে বিবেচনা করে নাই যে অত্যাচারী ব্যক্তিবর্গ নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির বা স্বীয় অনুকূল কার্য্যের জন্য অত্যন্ত ঘোরতর পাপকে আশ্রয় দিলেও, সহকারীদিগকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দর্শন করে এবং অন্যান্য কার্য্যের অনাবশ্যক বোধ করিলে শাস্তি প্রদান করিতে দ্বিধাবোধ করে না।

ইতোমধ্যে টাট্টাবাখরের সাহসী শাসনকর্ত্তা দুর্গ অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বলপূর্ব্বক গৃহীত দারার দস্তখতী পরোয়ানা এই বিশ্বস্ত খোজার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল; শাসনকর্ত্তা তথাপি অসম্মানজনক শর্ত্তে আত্ম সমর্পণ করিতে অনিচ্ছুক হইতেছিলেন। অবিশ্বাসী শত্রু সকল প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে ইচ্ছুক হইয়া সহজেই সকল শর্ত্তে স্বীকৃত হইল এবং মীরবাবা দুর্গাভ্যন্তর প্রবেশে সমর্থ হইলেন।

করিয়াছেন মনে করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন; কিন্তু, আবার উন্মুক্ত হইলে প্রিয়তম পুত্রের মস্তক দর্শনে মূর্চ্ছিত হইলেন। জাহানারাও উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

(১১৫) খাঁফি খাঁ উল্লেখ করিয়াছেন যে দারার সহধর্ম্মিণী নাদিরা বেগম জিওয়ন খাঁর অধিকৃত প্রদেশে বাসকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। নাদিরা বেগমের গর্ভেই সুলেমান ও সিপিহর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

শাসনকর্ত্তা লাহোরে গমন করিলেন; তিনি ও তাঁহার অধীন সাহসী দুর্গরক্ষকগণের হতাবশিষ্ট, তথায় শাসনকর্ত্তা খলিল্‌উল্লা খাঁ কর্ত্তৃক নিশংসরূপে হত হইলেন। এই নিষ্ঠুর আচরণের কারণ এই যে আওরংজেব এই সাহসী সৈন্যের সহিত কথোপকথনে অভিলাষী হওয়াতে, তিনি বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ অভিলাষে দিল্লীগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও প্রকৃতপক্ষে, তিনি সানুচর দ্রুতগতিতে শ্রীনগরে উপনীত হইয়া সুলেমান শুকোঃর সহিত যোগদানে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। এই অনুচরদিগকে (ইহাদের অনেকেই ফরাসী ছিল) তিনি মুক্তহস্তে অর্থ বিতরণ করিয়াছিলেন।

দারার পরিজনবর্গ মধ্যে এক্ষণে কেবল সুলেমান শুকোঃই জীবিত রহিলেন। শ্রীনগরের রাজা নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কার্য্য করিলে সুলেমানকে সহজে শ্রীনগর হইতে বহিস্কৃত করা সহজসাধ্য ব্যাপার হইত না। জয়সিংহের ছলনা, আওরংজেবের প্রতিজ্ঞা ও ভয় প্রদর্শন, দারার মৃত্যু ও নিকটবর্ত্তী রাজন্যবর্গের যুদ্ধসজ্জায় শ্রীনগরের কাপুরুষ রাজার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হইল। সুলেমান শুকোঃ বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি আর নিরাপদ নহেন এবং তিনি তিব্বৎ (১১৬) পৌঁছিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জনশূন্য ও পার্ব্বত্য পথ হইয়া তাঁহাকে এই প্রদেশে উপনীত হইতে হইত। শ্রীনগরের রাজপুত্র তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহাকে আহত করিলেন (১১৭) এবং তাঁহাকে দিল্লী লইয়া যাওয়া হইলে সেলিমগড় দুর্গে কারারুদ্ধ করা হইল; মুরাদও এই দুর্গে অবরুদ্ধ ছিলেন।

---

(১১৬) বর্ত্তমান লাদক্।

(১১৭) সুলেমানকে আওরংজেবের হস্তে অর্পণ করিবার জন্য জয়সিংহ গাড়োয়ালাধিপতি পৃথ্বীসিংহকে অনুরোধ করিলে তিনি এরূপ ঘৃণিত কার্য্য করিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু, পৃথ্বীসিংহের পুত্র মেদিনীসিংহ দিল্লীর প্রলোভনে ও

দারার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, এক্ষেত্রেও আওরংজেব সেইরূপ ব্যবহার করিলেন। যাহাতে সুলেমান শুকোঃকে সকলেই চিনিতে পারে, তজ্জন্য তাঁহাকে সভাসদবর্গের সম্মুখে আনয়ন করা হইল। আমি আমার কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে পারি নাই এবং এই হৃদয় বিদারক দৃশ্যের সকল অঙ্কই প্রত্যক্ষ করিলাম। ওমরাহেরা যে কক্ষে উপবিষ্ট ছিলেন, সেই কক্ষে আনিবার পূর্ব্বে তাঁহার পদদেশের শৃঙ্খল উন্মোচন করা হইল ; কিন্তু সুবর্ণের গিল্টিকরা হস্তের শৃঙ্খল সেই-ভাবেই রহিল। অনেক সভাসদ এই দীর্ঘকায় ও সুপুরুষ রাজকুমারকে দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। জাফরির অন্তরালে অবস্থিত অন্তঃপুরের প্রধান প্রধান মহিলাগণও অত্যন্ত বিচলিতা হইয়াছিলেন। আওরংজেবও স্বয়ং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের দুর্ভাগ্য দেখিয়া বিচলিত হইবার ভাণ করিলেন এবং মৌখিক দয়ালুতার সহিত তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন। বাদশাহ রাজকুমারকে বলিলেন "নির্ভয়ে থাক ! তোমার কোন বিপদ হইবে না। তোমার কাফের পিতা দারা সকল ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইয়াছিলেন বলিয়াই প্রাণ হারাইয়াছেন।" ইহাতে রাজকুমার বাদশাহকে সভক্তি স্বীকারোক্তিসূচক ভূমিতে হস্ত স্পর্শ করিয়া বাদশাহকে তদ্দেশীয় প্রথানুযায়ী অভিবাদন করিলেন। তৎপরে তিনি বিশেষ ধীরতার সহিত

রাজ্য হারাইবার আশঙ্কায় পিতার আপত্তি অগ্রাহ্য করিলেন। ১৬৬০ সালের ১২ই ডিসেম্বর আওরংজেব জয়সিংহ-পুত্র কুমার রামসিংহকে সুলেমানকে আনয়ন করিবার জন্য প্রেরণ করিলে, সুলেমান পলায়নের চেষ্টা করিলেন। তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করা হইলে তিনি আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়া আহত ও বন্দী হইলেন। ২৭শে ডিসেম্বর তাঁহাকে সমতলক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়া রামসিংহের হস্তে সমর্পণ করা হইল এবং ১৬৬১ সালের ২রা জানুয়ারীতে তিনি দিল্লীর অন্তর্গত সালিমগড় দুর্গে আনীত হইলেন। (History, দ্বিতীয় খণ্ড ২৩৩, ২৩৪ পৃষ্ঠা)।

বাদশাহকে নিবেদন করিলেন যে যদি তাঁহাকে পোস্ত সহযোগে পৃথিবী হইতে অপসারিত করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তাঁহাকে যেন অবিলম্বে হত্যা করা হয়। আওরংজেব বিশেষ গম্ভীর ভাবে ও চীৎকার করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তাঁহাকে কোন প্রকারেই উক্ত পানীয় প্রদান করা হইবে না, তিনি নিশ্চিন্ত মনে বাস করিতে পারেন। তৎপরে রাজকুমারকে পুনর্ব্বার অভিবাদন করিতে হইল এবং আওরংজেবের ইচ্ছানুযায়ী রাজকুমারের শ্রীনগর পলায়ন কালে স্বুবর্ণ-মুদ্রাবাহী যে হস্তী তিনি লইয়া গিয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধে প্রশ্নানন্তর তাঁহাকে কক্ষের বহির্দ্দেশে লইয়া যাওয়া হইল এবং পরদিবস অন্যান্য বন্দীর সহিত তাঁহাকে গোয়ালিয়রে প্রেরণ করা হইল।

এই পোস্তের পানীয় আর কিছুই নহে; কেবল পোস্তদানা চূর্ণ করিয়া রাত্রিতে জলে ভিজাইয়া রাখা হইত। গোয়ালিয়র দুর্গে আবদ্ধ যে রাজপুত্রগণের মস্তক ছিন্ন করিতে বাদশাহ দ্বিধা করিতেন, তাঁহাদিগকেই সাধারণতঃ এই পানীয় প্রদান করা হইত। এই পানীয় অতি প্রত্যূষে তাঁহাদের নিকটে আনয়ন করা হইত এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত বন্দিগণ ইহা পান না করিতেন, ততক্ষণ তাঁহাদিগকে অন্য কোন আহার্য্যই প্রদত্ত হইত না। ইহা পান করিলে হতভাগ্য বন্দিগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেন; ধীরে ধীরে তাঁহাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইত এবং তাঁহারা জড়বুদ্ধি প্রাপ্ত ও অজ্ঞান হইয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেন। কথিত আছে যে এই প্রকারেই সিপিহর শুকোঃ, মুরাদবখ্শের পৌত্র ও সুলেমান শুকোঃকে পৃথিবী হইতে অপসারিত করা হয় (১১৮)।

---

(১১৮) ১৬৬১ সালের ১৫ই জানুয়ারী সুলেমানকে গোয়ালিয়র দুর্গে প্রেরণ ও পোস্ত পানীয় প্রদান করা হয়। ১৬৬২ সালের মে মাসে তিনি দেহত্যাগ করেন। গোয়ালিয়র পর্ব্বতে সুলেমান ও মুরাদ উভয়েই সমাহিত হন।

মুরাদবখ্‌শকে আরও নৃশংস ও প্রকাশ্য ভাবে হত্যা করা হইয়াছিল। কারাগারে আবদ্ধ থাকিলেও তিনি জনপ্রিয় ছিলেন এবং তাঁহার বীরত্ব ও চরিত্র সম্বন্ধীয় গাথা সকল সময়েই রচিত হইত। এইজন্য অন্যান্য সকলকে যেরূপ পোস্ত সহযোগে অপসারিত করিয়াছিলেন, আওরংজেব মুরাদের প্রতি সেরূপ ব্যবস্থা নিরাপদ মনে করিলেন না। তিনি আশঙ্কা করিতেছিলেন যে মুরাদকে প্রকৃতপক্ষে হত্যা করা হইয়াছে কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মিতে পারে এবং এইরূপ অনিশ্চয়তার জন্য পশ্চাৎ বিদ্রোহ ঘটিতে পারে এই আশঙ্কায় তাঁহার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অপরাধ আনয়ন করা হইল।

যখন গুজরাটের শাসনকর্তাপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া মুরাদ যুদ্ধের জন্য বিস্তৃত আয়োজন করিতেছিলেন তখন আহাম্মদাবাদে একজন ধনী সৈয়দের অর্থাধিকারের জন্য তিনি তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। হত সৈয়দের সন্তানগণ এক্ষণে ন্যায় বিচারের প্রার্থী হইয়া প্রকাশ্য দরবারে মুরাদের মস্তক প্রার্থনা করিল। কোন ওমরাহই এরূপ বিচার প্রথার নিন্দা বা ইহা স্থগিত করিতে সাহসী হইলেন না। ইহার কারণ এই যে নিহত ব্যক্তি সৈয়দ অর্থাৎ মহম্মদের বংশসম্ভূত হওয়াতে, বিশেষ সম্মানের পাত্র ছিল; অধিকন্তু, ইহা কাহারও নিকট অবিদিত ছিল না যে বাদশাহ নিজ বিপজ্জনক প্রতিপক্ষকে অপসারিত করিবার জন্যই এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সৈয়দের পুত্রগণের প্রার্থনা পূর্ণ করা হইল এবং অন্য কোনরূপ উপায় অবলম্বন না করিয়াই তাহাদিগকে হত্যাকারীর মস্তক গ্রহণের আদেশ প্রদত্ত হইলে তাহারা গোয়ালিয়র দুর্গে গমন করিল (১১৯)।

(১১৯) ১৬৬১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর মুরাদের হত্যা হয়। ১৬৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে মুরাদ ও তৎপুত্র, গোয়ালিয়র দুর্গে প্রেরিত হন। সে স্থানেও তিনি তাঁহার রক্ষক

পরিবারবর্গের মধ্যে মাত্র এক ব্যক্তিই এক্ষণে আওরংজেবের মনে সংশয় বা ভয় উৎপাদন করিতেছিলেন—তিনি সুলতান শুজা। এতদিন তিনি ধৈর্য্য ও উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে স্বীয় ভ্রাতার ক্ষমতা ও শুভাদৃষ্টের নিকট বশ্যতা স্বীকারের আবশ্যকতা বুঝিতে পারিলেন। মিরজুমলার নূতন নূতন সৈন্য অনবরতই প্রেরিত হইতেছিল; অবশেষে, রাজপুত্র (শুজা) চতুর্দ্দিকে জড়িত হওয়াতে নিরাপদ হইবার জন্য ঢাকায় পলায়ন করিলেন; ঢাকা বঙ্গদেশের শেষ নগর ও সমুদ্রতীরে অবস্থিত। এই প্রকারেই বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্য অভিনীত হইল।

রাজপুত্র জাহাজের অভাবে সমুদ্র পথে গমনে অশক্ত ছিলেন এবং কোন্ স্থানে পলায়ন করিলে নিরাপদ হইবেন বুঝিতে না পারিয়া পৌত্তলিক আরাকানাধিপতির নিকট গমন করিয়া কিয়দ্দিবসের জন্য আশ্রয় ও পরে অনুকূল সময়ে মক্কায় গমন করিতে দিবেন কিনা জানিবার জন্য জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান বাকুকে প্রেরণ করিলেন। শুজা মক্কায় ও তথা হইতে তুরস্ক বা পারস্যে গমন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। আরাকানরাজ বিশেষ দয়ার সহিত সম্মতি সূচক উত্তর প্রদান করিলেন। সুলতান বাকু ফ্রাঙ্ক পরিচালিত অনেকগুলি নৌকা সহ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

গণের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। অর্থ বিতরণের জন্য তিনি জনসাধারণের অনুরাগ ভাজন হইলেন। গোয়ালিয়র ও নিকটবর্ত্তী স্থানের মুগলগণকে তিনি তাঁহার বৃত্তির অর্দ্ধাংশ প্রদান করিতেন। কৃতজ্ঞ মুগলগণ তাঁহার পলায়নের ব্যবস্থা করিল; এক রাত্রিতে তাহারা অধিরোহণী ও অশ্ব প্রস্তুত রাখিল। কিন্তু মুরাদ তাঁহার প্রণয়িনী সরস্বতী বাইয়ের নিকট বিদায় গ্রহণার্থ গমন করিলে সরস্বতীর চীৎকারে দুর্গরক্ষকগণ সতর্ক হইল এবং মুরাদ পলায়নে অসমর্থ হইলেন। কাট্রু বলিয়াছেন যে আওরংজেবের আদেশে সর্প দংশনে মুরাদের মৃত্যু হয়। ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

(ফ্রাঙ্ক অর্থে আমি পলাতক পর্ত্তুগীজ ও যাযাবর খ্রীষ্টানদিগের কথাই উল্লেখ করিতেছি। দক্ষিণ-বঙ্গ লুণ্ঠনই ইহাদের প্রধান জীবিকা ছিল)। সুলতান শুজা এই সকল নৌকায় স্ত্রী, তিন পুত্র ও কন্যা এবং পরিজনবর্গ সহ আরোহণ করিলেন। আরাকান-রাজ তাঁহাদিগকে কোন প্রকারে অভ্যর্থনা করিয়া আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যই প্রদান করিলেন। মাসের পর মাস অতিবাহিত হইল কিন্তু সুলতান শুজা বারংবার প্রার্থনা করিলেও মক্কাগামী জাহাজের কথার কোনও উল্লেখ হইল না। শুজার সুবর্ণ, রৌপ্য বা মণিমুক্তার কোনই অভাব ছিল না। তাঁহার সঙ্গে প্রচুর অর্থ ছিল ; সম্ভবতঃ তাঁহার ধনসম্পদই তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছিল। এই সকল অসভ্যরাজগণের প্রকৃত দয়ালুতার অভাব ছিল এবং ইহারা প্রতিজ্ঞা রক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইত না। বিশ্বস্ততার দ্বারা ইহারা কদাচিৎ পরিচালিত হইত এবং বর্ত্তমানই ইহাদের সকল ব্যবহারের একমাত্র পথ প্রদর্শক হইত। তাহাদের নৃশংসতা এবং কৃতঘ্নতা যে পরে তাহাদের সমূহ ক্ষতি উৎপাদন করিতে পারে, ইহারা সে কথা বিস্মৃত হইয়াছিল। ইহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে হয় তাহাদের লোভ উৎপাদনকারী কোন দ্রব্যই তোমার নিকট রাখিবে না, অথবা তুমি তাহাদের অপেক্ষা পরাক্রান্ত হইবে। সুলতান শুজা মক্কা গমনে বৃথা অভিলাষ প্রকাশ করিতেছিলেন। আরাকান-রাজ তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিতেছিলেন না ; তিনি ক্রমে অননুরাগী ও অভদ্র হইলেন এবং শুজা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে না যাওয়াতে তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। আমি জানি না সুলতান শুজা আরাকান-রাজের সহিত আলাপ করিতে অপমান বোধ করিতেন অথবা রাজপ্রাসাদে গমন করিলে তিনি ধৃত ও তাঁহার ধনসম্পদ লুণ্ঠিত হইবে এরূপ আশঙ্কা করিতেন। শুজাকে সমর্পণ করিলে আরাকান-রাজকে প্রচুর অর্থ ও

অন্যান্য নানা প্রকার সুবিধা দেওয়া হইবে মিরজুমলা, আওরংজেবের নামে এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সুলতান শুজা যদিও স্বয়ং আরাকান রাজপ্রাসাদে যাইতে সাহসী হন নাই, তথাপি তিনি স্বীয় পুত্রকে প্রাসাদে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুলতান বাক্ রাজপ্রাসাদে গমনকালীন সুবর্ণ ও রৌপ্যের টাকা ও আধুলী দরিদ্রগণকে বিতরণ করিয়াছিলেন এবং রাজার সম্মুখে উপনীত হইলে নানাপ্রকার মূল্যবান বস্ত্র ও বহুমূল্যবান প্রস্তর সমন্বিত গহনা উপহার স্বরূপ প্রদান পূর্ব্বক, তাঁহার পিতার শারিরীক অসুস্থতা নিবন্ধন অনুপস্থিতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আরাকান রাজকে তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন।

বর্ব্বর আরাকান রাজকে তাঁহার প্রতিজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিবার এই চেষ্টা পূর্ব্বের ন্যায় ফলপ্রসূ হয় নাই, এবং, এই সাক্ষাতের পাঁচ ছয় দিবস পরে আরাকান-রাজ সম্মানীয় পলাতকের দুঃখ ও বিরক্তি বৃদ্ধি করিয়া তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সুলতান শুজার অস্বীকারে আরাকানরাজ এরূপ ক্রুদ্ধ হইলেন যে রাজপুত্রের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল। তিনি এক্ষণে কি করিবেন? নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে নিশ্চিত সর্ব্বনাশ। স্থান পরিত্যাগের যথোচিত সময় অতিবাহিত হইতেছিল; সুতরাং, কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অত্যাবশ্যক হইয়াছিল। অবশেষে শুজা এরূপ একটী অভিসন্ধি সঙ্কল্প করিলেন যাহাতে কুত্রাপি অত্যধিকতার আধিক্য ছিল না এবং যাহা হইতে তাঁহার যে দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল তাহা প্রতীয়মান হইবে।

আরাকানরাজ হিন্দু হইলেও তাঁহার অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে অনেক মুসলমান ছিল; এই সকল মুসলমান হয় তাঁহার রাজ্যে স্বেচ্ছায় বাস করিতেছিল, অথবা পর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃক নিকটবর্ত্তী উপকূলের

অভিযানে বন্দীকৃত হইয়াছিল। সুলতান শুজা গোপনে এই সকল মুসলমানদের হস্তগত করিয়া, বঙ্গদেশ হইতে যে দুই তিন শত ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে আগমন করিয়াছিল তাহাদের সহিত ঐ মুসলমানগণকে একত্র করিয়া, রাজপ্রাসাদ আক্রমণ, রাজপরিবার হত্যা ও তদ্দেশের অধিপতি হইবার ইচ্ছুক হইলেন। এই অভিসন্ধি (যাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কার্য্য বলিয়া কোন প্রকারে মনে করা যাইতে পারে না—পক্ষান্তরে যাহা অসম সাহসিক ব্যক্তির কার্য্য বলিয়াই গণ্য করা যাইতে পারে) সম্পন্ন হইবার যৎসামান্য সম্ভাবনা ছিল। যে সকল মুসলমান, পর্ত্তুগীজ ও হলণ্ডবাসিগণ এ স্থানে বাস করিত তাহারা আমাকে এইরূপই বলিয়াছে। কিন্তু, ঘটনার একদিবস পূর্ব্বে অভিসন্ধি প্রকাশিত হইয়া পড়িল; ইহাতে সুলতান শুজার সর্ব্বনাশ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পরিজনবর্গও ধ্বংস প্রাপ্ত হইলেন।

রাজপুত্র পেগুতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলেন; পথিমধ্যস্থ উচ্চ পর্ব্বত ও বনভূমির জন্য এরূপ কার্য্য একেবারেই সম্ভবপর ছিল না; বর্ত্তমান কালের ন্যায় তখন ঐ দিকে রাজপথ ছিল না। পলায়নের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তিনি পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া ধৃত হইলেন; অবস্থানুযায়ী, তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সহিত আত্মরক্ষা এবং অনেক শত্রুকে নিহত করিতেও সমর্থ হইলেন; কিন্তু, অবশেষে অত্যধিক শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া আত্মসমর্পণে বাধ্য হইলেন। সুলতান বাক্ পিতার ন্যায় অতদূর অগ্রসর হইতে অসমর্থ হইলেও সিংহ বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে নিক্ষিপ্ত প্রস্তর সমূহে ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্তাক্ত দেহে ধৃত ও তাঁহার অন্য দুই ভ্রাতা, ভগ্নীগণ ও মাতার সহিত আরাকান রাজধানীতে আনীত হইলেন।

সুলতান শুজা সংক্রান্ত বিশ্বাসযোগ্য অন্য কোন বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় না। কথিত আছে যে, তিনি একজন খোজা, একটী স্ত্রীলোক এবং

অন্য দুই ব্যক্তিসহ পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়নে সমর্থ হইয়াছিলেন; মস্তকে লোষ্ট্রাঘাতে আহত হইয়া তিনি ভূমিতে পতিত হইলে খোজা নিজ উষ্ণীষ দ্বারা রাজপুত্রের মস্তক বন্ধন করিয়া দিলে তিনি পুনর্ব্বার উঠিয়া বনমধ্যে পলায়ন করেন।

রাজপুত্রের অদৃষ্ট সম্বন্ধে আমি তিন চারিটী বিভিন্ন বর্ণনা শ্রবণ করিয়াছি। ঐ স্থানেই যে সকল লোক উপস্থিত ছিল তাহাদের বর্ণনাও বিভিন্ন। কেহ কেহ আমাকে বলিয়াছে যে তাঁহাকে চেনা দুষ্কর হইলেও, তিনি হত হইয়াছিলেন; অত্রস্থ কুঠীর অধ্যক্ষ ঐ প্রদেশীয় হলাণ্ডবাসিগণের প্রমুখাৎ উক্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাও আমি দেখিয়াছি। যাহা হউক, এই সম্বন্ধে অনেক অনিশ্চয়তা দৃষ্ট হয় এবং এই জন্যই দিল্লীতে আমরা নানারূপ জনশ্রুতি শুনিতে পাই। এক সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, তিনি মছলিপট্টমে উপনীত হইয়াছেন এবং গোলকন্দা ও বিজাপুরের নরপতিদ্বয় তাঁহাদের সৈন্যসহ তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। অন্য সময়ে ইহাও দৃঢ়তার সহিত কথিত হইয়াছিল যে, তিনি পেগু বা শ্যামের রাজকর্ত্তৃক উপহৃত রক্তবর্ণের পতাকা সুশোভিত দুইখানি জাহাজসহ সুরাটের নিকট দিয়া গমন করিয়াছিলেন। আমরা ইহাও শ্রুত হইয়াছি যে রাজপুত্র পারস্যে বাস করিতেছেন; তাঁহাকে সিরাজে ও পরে কাবুল-রাজ্য আক্রমণে উদ্যোগী দেখা গিয়াছে। আওরংজেব এক সময়ে পরিহাসচ্ছলে উল্লেখ করিয়াছিলেন যে শুজা হাজী হইয়াছেন ও তিনি মক্কাগমন করিয়াছেন। এক্ষণেও অনেক লোকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে যে তিনি কনষ্টাণ্টিনোপলে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া পারস্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু, আমার মতে এরূপ আখ্যানসমূহের কোনই ভিত্তি ছিল না। ওলন্দাজ ভদ্রলোক লিখিত পত্রেই (তিনি যে

মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন) আমি অধিক আস্থাস্থাপন করি এবং সুলতান শুজার একজন খোজা (যাঁহার সমভিব্যাহারে আমি বঙ্গদেশ হইতে মছলিপট্টমে ভ্রমণ করিয়াছিলাম) এবং অন্য একজন, (যিনি পূর্ব্বে তাঁহার গোলন্দাজী সৈন্যের অন্যতম অধিনায়ক ছিলেন এবং যিনি এক্ষণে গোলকন্দায় কর্ম্ম করিতেছেন) এই উভয়েই আমাকে বলিয়াছেন যে তাঁহাদের প্রভু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন ; ইঁহারা অন্য সংবাদ প্রদানে অনিচ্ছুক ছিলেন। যে সকল ফরাসীবণিকগণের সহিত আমার দিল্লীতে সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং যাঁহারা ইস্পাহান হইতে বরাবর দিল্লীতে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সুলতান শুজার পারস্য বাস সম্বন্ধে কিছুই অবগত ছিলেন না। তাঁহার পরাজয়ের অব্যবহিত পরেই তাঁহার তরবারী ও ছুরিকা পাওয়া গিয়াছিল, এবং কেহ কেহ এরূপ অনুমান করে যে তিনি বনভূমিতে পলায়নে সমর্থ হইয়াছিলেন। এরূপ অনুমান সত্য হইলেও তিনি যে পলায়নে সমর্থ হইয়াছিলেন এরূপ আশা করা যায় না ; সম্ভবতঃ, তিনি দস্যুগণের হস্তে পতিত অথবা তদ্দেশীয় বনভূমিতে যে বহু ব্যাঘ্র বা হস্তী পাওয়া যায় তাহাদেরই হস্তে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন (১২০)।

---

(১২০) ১৬৬০ সালের ১২ই মে শুজা বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া আরাকান গমন করেন। তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। আমল্-ই-মালির গ্রন্থকার ১৬৭১ সালে লিখিয়াছেন "এ পর্য্যন্ত কেহই শুজার অদৃষ্টের কথা অবগত নহে। তিনি কোন্ দেশে আছেন, কি করিতেছেন, অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন কি না কিছুই অবগত হওয়া যায় না।" ইহার আট বৎসর পরে খাফি খাও এসম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত ছিলেন না। "আরাকানে শুজার কোন চিহ্নই প্রাপ্ত হওয়া যায় না," অধ্যাপক সরকার মহাশয় ইউরোপীয় বণিক্‌দের এই বর্ণনাই বিশ্বাস করিয়াছেন। এই হিসাবে ১৬৬১ সালে ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শুজা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। শুজার পতন সম্বন্ধীয় আবশ্যকীয় বৃত্তান্ত অতিরিক্ত পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।

সুলতান শুজার অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক, তাঁহার পরিজনবর্গের যে সমূহ বিপত্তি ঘটিয়াছিল সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা সকলেই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া অত্যন্ত বর্ব্বরতার সহিত ব্যবহৃত হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে তাঁহাদিগকে মুক্তিদান করা হইয়াছিল এবং তাঁহাদের প্রতি অপেক্ষাকৃত সদয়ব্যবহার করা হইয়াছিল; তৎপরে আরাকানরাজ শুজার জ্যেষ্ঠাকন্যাকে বিবাহ করেন এবং আরাকানরাজমাতা সুলতান বাকের সহিত বিবাহিতা হইতে বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

যখন এই সকল ঘটনা ঘটিতেছিল তখন সুলতান বাকের কয়েকজন ভৃত্য মুসলমানগণের সহিত পূর্ব্বোক্ত চক্রান্তের ন্যায় এক চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছিল। চক্রান্তকারীর একজন সম্ভবতঃ মদোন্মত্ত হইয়া এরূপ অবিমৃশ্যকারিতা প্রকাশ করে যে চক্রান্তের দিবসেই উহা প্রকাশ পায়। এই ঘটনা সম্বন্ধেও আমি সহস্র প্রকারের বর্ণনা প্রাপ্ত হই; কেবল একটী মাত্র ঘটনা আমি বিশ্বস্ততার সহিত প্রকাশ করিতে পারি যে, আরাকানরাজ শুজার পরিবারবর্গের প্রতি এরূপ বিরূপ হন যে তিনি উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংশ করিবার আদেশ করেন। এমন কি যে রাজকন্যাকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন এবং যিনি অন্তর্ব্বত্নী হইয়াছিলেন তিনিও এই নৃশংস আদেশের অন্তর্ভূর্তা হইলেন। সুলতান বাক্ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের মস্তক ধারবিহীন কুঠারি দ্বারা দেহচ্যুত হইল এবং এই দুরদৃষ্ট পরিবারের স্ত্রীগণ কক্ষে আবদ্ধ হইয়া অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

রাজ্যলিপ্সায় যে যুদ্ধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল তাহা এই প্রকারেই নির্ব্বাপিত হইল। ইহা পাঁচ ছয় বৎসর ব্যাপী ছিল; অর্থাৎ ১৬৫৫ হইতে ১৬৬০ কি ১৬৬১ বৎসর পর্য্যন্ত ব্যাপৃত ছিল এবং এই যুদ্ধের ফলে আওরংজেবই এই মহতী সাম্রাজ্যের একেশ্বর অধিপতি হইলেন।

অতিরিক্ত পাদটীকা

(১) দারার পলায়ন

১৬৫৮ সালের ৫ই জুন দারা দিল্লী পৌছেন। তথায় তিনি রাজকীয় অর্থ, অশ্ব, হস্তী ও কয়েকজন ওমরাহের অর্থাদি গ্রহণ করেন। এই অর্থদ্বারা নূতন সৈন্য সংগ্রহের আশা ও সুলেমানের জন্য তিনি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সুলেমান শুকোঃর শীঘ্র পৌছিবার সম্ভাবনা না থাকাতে ও আওরংজেবের অগ্রসর হইবার জন্য দারা দিল্লী পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি পাঞ্জাবের প্রতিই অধিক আকৃষ্ট হইলেন। দারা বহুদিন পাঞ্জাবে অতিবাহিত করিয়াছিলেন ; লাহোর দুর্গে প্রচুর অর্থও ছিল। তজ্জন্য তিনি সুলেমানকে হিমালয়ের সানুদেশে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইবার পরামর্শ প্রদান করিয়া, দিল্লী পরিত্যাগ করিলেন।

৩রা জুলাই তিনি লাহোরে উপনীত হইলেন এবং শীঘ্রই তিনি ২০০০০ সৈন্য সংগ্রহে সক্ষম হইলেন। ইতোমধ্যে আওরংজেব ১৩ই জুন আগ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। দারা দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া পাঞ্জাবে গমন করিয়াছেন জানিতে পারিয়া আওরংজেব স্বয়ং দারার পশ্চাদ্ধাবনে ব্রতী না হইয়া খান্—ই—দৌরান্‌কে প্রেরণ করিলেন। ২১শে জুলাই তাঁহার অভিষেক সম্পন্ন হইল। ইতোমধ্যে যাহাতে যথাসম্ভব সত্বর দারার পশ্চাদ্ধাবন হইতে পারে ও ঐ হতভাগ্য রাজপুত্র বল সংগ্রহ না করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অভিষেকের ছয় দিবস পরে আওরংজেব লাহোরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বাহাদুর খাঁ শতদ্রু তীরে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে শত্রু অপর তীর সুরক্ষিত করিতেছে। কিন্তু তিনি অন্যপথে দিল্লী হইতে শকটে করিয়া আনীত নৌকার দ্বারা ৫ই আগষ্ট নদী উত্তীর্ণ হইয়া শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিলেই তাহারা পলায়ন করিয়া বিতস্তার পূর্ব্বতীরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। দারা শতদ্রুর সকল ঘাট পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এক্ষণে তাঁহার ও আওরংজেবের সৈন্যমধ্যে বিস্তর ব্যবধান রহিল। দায়ুদখাঁ লাহোর হইতে প্রেরিত হইলেন। ইতোমধ্যে বাহাদুর খাঁ ও খলিল্ উল্লা খাঁর সৈন্য একত্রীভূত হওয়াতে

দায়ুদ বুঝিতে পারিলেন যে এই সম্মিলিত সৈন্যের সহিত তাঁহার যুদ্ধ করা সম্ভব হইবে না। তজ্জন্য তিনি গোবিন্দওয়াল অধিকার করিলেন। এইস্থানে সিপিহর শুকো: তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। আওরংজেব ১৪ই আগষ্ট শতদ্রু-তীরে পৌঁছিলে, ১৮ই তারিখে অবগত হইলেন যে দারা সিপিহর শুকো: ও দায়ুদখাঁকে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

আওরংজেবের সহিত দারার যুদ্ধ করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। আওরংজেবের সৈন্য যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, দারার সৈন্যমধ্যস্থ বিশ্বাসঘাতক ও বেতনভোগী সৈন্যগণ ততই অধিকতর অবিশ্বাসযোগ্য হইয়া উঠিল। দারা অনুরক্ত বন্ধুগণকে বলিলেন "আমি আওরংজেবকে প্রতিরোধ করিতে পারিব না। অন্য কেহ হইলে আমি এইস্থানেই যুদ্ধ করিতাম।" দারার নৈরাশ্যে সৈন্যগণ আরও নিরাশ হইল; অনেকেই নূতন বাদশাহের সহিত যোগদান করিল। আওরংজেবও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি প্রলোভন দ্বারা দারার অনেক সেনানীকে হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মিথ্যা পত্র প্রেরণ করিয়া তিনি দারার দক্ষিণ বাহুস্বরূপ দায়ুদের বিরুদ্ধে দারাকে প্ররোচিত করিলেন। ফলে, ১৮ই আগষ্ট দারা পরিবার-বর্গ ও ধনরত্ন সহ লাহোর পরিত্যাগ করিয়া মূলতানাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সঙ্গে চতুর্দ্দশসহস্র সৈন্য রহিল।

আওরংজেবের সৈন্যের পুরোভাগ ২৫শে আগষ্ট এবং অবশিষ্টাংশ খলিল্ উল্লাখাঁর অধীনে ২৯শে তারিখে লাহোরে উপনীত হইল। স্বয়ং আওরংজেব ১৪ই আগষ্ট হইতে ৫ঠা সেপ্টেম্বর শতদ্রু-তীরে সৈন্য ও যানবাহনাদির উত্তীর্ণ হইবার ব্যবস্থা করিয়া ১১ই সেপ্টেম্বর বিতস্তা উত্তীর্ণ হইলেন। দারা মূলতান হইতে ১৩ই সেপ্টেম্বর টাট্টাবাখরে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সৈন্যসংখ্যাও হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। তজ্জন্য আওরংজেব দ্রুতগতিতে দারার পশ্চাদ্ধাবনের অনাবশ্যকতা বিবেচনা করিয়া ধীরে ধীরে ২৫শে তারিখে মূলতানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু, এইস্থান হইতে সাম্রাজ্যের পূর্ব্বাঞ্চলের সংবাদ পাইয়া পাঁচদিবস পরে দিল্লী অভিমুখে প্রয়াণ করিলেন।

দারা মূলতান হইতে উচ, তথা হইতে ১৩ই অক্টোবর সাকরে পৌছিলেন। পাঁচ দিবস বিশ্রামান্তে তিনি নদীপথে কান্দাহারের পথে উপনীত হইলেন। কিন্তু এইস্থানে তাঁহার পত্নীগণ ও ভৃত্যেরা অসভ্য বেলুচীদের দেশে যাইতে অস্বীকার করাতে তিনি স্থলপথে সেওয়ানে পৌছিলেন। এইস্থানে আওরংজেবের সৈন্যগণ তাঁহাকে আক্রমণের উদ্যোগ করিলে তিনি নদীপথে তাহাদের আক্রমণ বিফল করিয়া ২৪শে নবেম্বর বাদীন্ পৌছিয়া তথা হইতে কচ ও গুজরাটাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আওরংজেবের আদেশে বাদশাহী সৈন্য শুজার আক্রমণ প্রতিরোধার্থ দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিল। পশ্চাদ্ধাবনের আর বিশেষ আবশ্যকতাও ছিল না। দারার শোচনায় অবস্থা এবং তিনি যে দেশ মধ্য দিয়া পলায়ন করিতেছিলেন তাহাতে তিনি যে আর কোনদিন আওরংজেবের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন তাহার আর কোন সম্ভাবনা রহিল না।

দারা, ২৭শে নবেম্বর তারিখে গুজরাট উপস্থিত হইয়ার উদ্দেশ্যে রাহন্ প্রবেশ করিলেন। অসহনীয় ক্লেশ ভোগ করিয়া তিনি কচদ্বীপের রাজধানীতে উপনীত হইলে তত্রস্থ রাজা তাঁহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা ও সিপিহর শুকোংকে নিজ কন্যা প্রদান করিলেন। তথা হইতে তিনি কাথিওয়ার ও পরে বল সংগ্রহ করিয়া গুজরাট পৌছিলেন। আহম্মদাবাদে উপনীত হইলে তথাকার শাসনকর্ত্তা শাহনওয়াজ খাঁ * দারার পক্ষাবলম্বন করিলেন এবং ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী দারা আহাম্মদাবাদের দুর্গে প্রবেশ করিলেন। দুর্গস্থ প্রচুর অর্থ দ্বারা দারা দ্বাবিংশ সহস্র সৈন্য সংগ্রহে ও তাঁহার এক কর্ম্মচারী সুরাট অধিকারে সমর্থ হইলেন।

শুজার হস্তে আওরংজেবের পরাজয় হইয়াছে এই জনরব অবগত হইয়া দারা, ১৪ই ফেব্রুয়ারী আজমীর যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তিনি আওরংজেবের বিজয়-বার্ত্তা অবগত হইলেন কিন্তু মহারাজা যশোবন্ত তাঁহার একজন প্রধান

---

* শাহনওয়াজ খাঁ আওরংজেবের শ্বশুর ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কন্যার মৃত্যু হওয়াতে ও তিনি বুর্হানপুরে আওরংজেব কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হওয়ার জন্য দারার পক্ষ সহজেই অবলম্বন করিয়াছিলেন।

কর্ম্মচারীকে দারার নিকট প্রেরণ করিয়া সকল প্রকারে দারাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং দারাকে সত্বর আজমীর পৌছিতে অনুরোধ পত্র প্রেরণ করিলেন। দারা দ্রুতগতিতে যোধপুরের সন্নিকটস্থ মৈর্ত্তায় উপনীত হইলেন।

এদিকে আওরংজেব মাড়োয়াড় আক্রমণে ও মাড়োয়াড় সিংহাসন হইতে যশোবন্তকে দূরীভূত করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। যশোবন্ত প্রথমে যুদ্ধার্থী হইলেও পরে জয়সিংহের পরামর্শে সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। দারা মৈর্ত্তা পৌছিয়া যশোবন্তের নিকটে একজন দূত প্রেরণ করিলেন। যশোবন্ত প্রত্যুত্তরে মিথ্যাপূর্ব্বক লিখিলেন যে, তিনি আরও সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন এবং দারা আজমীরে পৌছিবামাত্র তিনি তাঁহার সহিত যোগদান করিবেন। আজমীরে পৌছিয়া দারা পুনর্ব্বার যশোবন্তের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন কিন্তু দূত ব্যর্থ মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, দারা তৃতীয়বার দূতস্বরূপ স্বীয় পুত্র সিপিহর শুকোঃকে প্রেরণ করিলেন। যশোবন্ত স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে কার্য্য করিলেন না। অধ্যাপক যদুনাথ সত্যই লিখিয়াছেন "A Rajput of the heighest rank and fame had turned false to his word. Of all the actors in the drama of the War of Succession, Jaswant emerges from it with the worst reputation. He had run away from a fight where he commanded in chief, he had treacherously attacked an unsuspecting friend, and now he abandoned an ally whom he had plighted his word to support and whom he had lured into danger by his promises." অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীভুক্ত একজন রাজপুত নিজ সত্যপালন করিলেন না। যশোবন্ত এই যুদ্ধে কলঙ্কময় হইয়া নিক্রান্ত হইলেন; তিনি সেনাপতি হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন; তিনি বিশ্বাসঘাতকতা সহকারে বন্ধুকে আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং এক্ষণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বন্ধুকে—যিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞার উপর নির্ভর করিয়াই বিপদে পড়িয়াছেন—পরিত্যাগ করিলেন।

দারা উপায়ন্তর বিহীন হইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে আওরংজেব আজমীরের সন্নিকটে উপনীত হইয়াছিলেন এবং অনিচ্ছুক দারাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। তিন দিবস ব্যাপী এই আজমীরের যুদ্ধে দারা পরাভূত হইয়া পলায়নপর হইলে জয়সিংহ ও বাহাদুর খাঁর অধীনে একদল সৈন্য পশ্চাদ্ধাবনের জন্য প্রেরিত হইল।

১৫ই মার্চ্চ দারা মৈর্ত্তায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বিশ্রামের অবকাশ ছিল না; শত্রু নিকটবর্ত্তী হইতেছিল। দারা পরিজনবর্গসহ ও মাত্র দ্বিসহস্র অশ্বারোহীসহ মৈর্ত্তা পরিত্যাগ করিয়া ২৯শে মার্চ্চ আহম্মদাবাদের আটচল্লিশ মাইল উত্তরে উপনীত হইলেন। পলাতকগণ অসহনীয় ক্লেশভোগ করিতেছিলেন কিন্তু তাঁহারা আহম্মদাবাদে আশ্রয়প্রাপ্ত হইলেন না। দারা কচে পলায়ন করিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে জয়সিংহের পত্র কচের রাজার নিকটে পৌছিয়াছিল। ফলে তিনি দুই দিবস মাত্র আশ্রয় প্রদান করিয়া দারাকে বিদায় দিলেন। দারা মে মাসের প্রারম্ভে সিন্ধের উপকূলে উপনীত হইলেন। এস্থানেও পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা খলিল্উল্লা খাঁ তাঁহার গতিরোধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। দারা কান্দাহার ও পারস্যগমনাভিলাষী হইয়া সেওয়ানে উপনীত হইলেন। কষ্টের একশেষ হইলেও দারার আরও একবার যুদ্ধের ইচ্ছা ছিল। নিকটবর্ত্তী দাদরের ভূস্বামী মালিক জিওয়ন্ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারই অনুগ্রহে জীবন লাভ করিয়াছিল। দারা তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পুত্র ও অনুচর-গণের বাধায় কর্ণপাত করিলেন না। এই সময়ে তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর দেহত্যাগ হইল। দুঃখে, ক্লেশে দারা কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন। তিনি স্বীয় সৈন্যগণকে বিদায় প্রদান করিলেন। বিশ্বাসঘাতক জিওয়ন্ তাঁহাকে বন্দী করিয়া বাহাদুর খাঁর হস্তে সমর্পণ করিল।

১৬৫০ সালের ২৩শে আগষ্ট দারা দিল্লী পৌছিলেন; ২৯শে তারিখে তাঁহাকে নগরের সর্ব্বত্র "প্রদর্শন" করান হইল। লজ্জায় তিনি তাঁহার মস্তকোত্তোলন করিতে পারিতেছিলেন না। এক দরিদ্র ফকির পথিপার্শ্ব হইতে চীৎকার

করিয়া বলিল "দারা! যখন তুমি প্রভু ছিলে তখন তুমি সর্ব্বদাই আমাকে ভিক্ষা প্রদান করিতে; আজ তোমার কিছুই দান করিবার শক্তি নাই।" দারা ইহাতে ব্যথিত হইলেন। তিনি স্বীয় স্কন্ধ হইতে গাত্রবস্ত্র গ্রহণ করতঃ ভিক্ষুককে উহা নিক্ষেপ করিলেন।

দারার মৃত্যুই স্থিরীকৃত হইল; তিনি শেষবার ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। "হে প্রভু-ভ্রাতা ও বাদশাহ! আমার আর এক্ষণে সাম্রাজ্যলিপ্সা নাই। তুমি ও তোমার পুত্রগণই উহা ভোগ কর। আমাকে যে হত্যার ইচ্ছা করিয়াছ তাহা সমীচীন নহে। যদি বাসের জন্য একটী গৃহ ও আমার ক্রীতদাসীর একজনকে সেবার জন্য দান কর, তবে আমি তোমার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিতে থাকিব।" আওরংজেব এই আবেদনের পার্শ্বে "তুমি প্রথমে সিংহাসন বেদখল করিয়াছিলে এবং তুমিই অপরাধের মূল" স্বহস্তে এই মন্তব্য লিখিলেন। আওরংজেবের নিকট দারার কোন আশাই ছিল না।

৩০শে তারিখে মালিক জিওয়ন্ দিল্লীর অধিবাসিবৃন্দের হস্তে লাঞ্ছিত হওয়াতে দারার মৃত্যু সেই রাত্রেই সংঘটিত হইল। মেনুচীর মতে আওরংজেব দারার ছিন্ন মস্তককেও অপমান করিয়াছিলেন কিন্তু মুসলমান ঐতিহাসিক বলিয়াছেন "এই কাফেরের মুখ জীবিত থাকিতেও দেখি নাই, এক্ষণেও উহা দেখিতে ইচ্ছা করি না।" ইহাই বাদশাহ বলিয়াছিলেন। (History হইতে সঙ্কলিত)।

(২) দারার কাফেরত্ব

দারা তাঁহার শেষ জীবনে সুফীদের প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুদের ধর্ম্মপ্রতি অনুরক্ত হইতেছিলেন। তিনি সদা সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণ ও যোগী সন্ন্যাসীর সংসর্গে বাস করিতে লাগিলেন এবং এই সকল মিথ্যা প্রচারকগণকেই তিনি বিজ্ঞ ও সত্য ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া গণ্য করিতে লাগিলেন। বেদকে তিনি জগদীশ্বরের বাণী ও প্রাচীন পুস্তক বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। বেদের উপর তাঁহার এরূপ আস্থা হইতে লাগিল যে তিনি ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী দ্বারা এই বেদের অনুবাদ আরম্ভ করিলেন। "(আলমগীরনামা)"।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উল্লেখযোগ্য ঘটনা

(অর্থাৎ যুদ্ধের পরবর্ত্তী পাঁচ বৎসর কাল ব্যাপী
উল্লেখযোগ্য ঘটনা)

উল্লেখযোগ্য ঘটনা

এই ভীষণযুদ্ধ পরিসমাপ্ত হইলে উজবকের তাতারগণ আওরংজেবের নিকট দূত প্রেরণ করিল। যখন সমরকন্দের খাঁ বল্কের অধিপতির সহিত যুদ্ধে ব্রতী হইয়াছিলেন, তখন আওরংজেব শাহজাহান কর্ত্তৃক সমরকন্দের খাঁর সাহায্যার্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন। উজ্‌বকের তাতারগণ সেই সময়েই বহুযুদ্ধে আওরংজেবের ব্যবহার ও বীরত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং শত্রুর রাজধানী বল্ক অধিকারের সম্ভাবনাকালে তাহারা আওরংজেবের সহিত যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল, তিনি যে তাহা বিস্মৃত হন নাই, তাহাও তাহাদের বেশ স্মরণ ছিল। সেই সময়ে সমরকন্দ ও বল্কের অধিপতিদ্বয় নিজ নিজ বিবাদ বিস্মৃত হইয়া, আকবর যে ভাবে কাশ্মীর রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, পাছে আওরংজেব সেই ভাবে তাহাদের উভয় রাজ্য অধিকার করেন, এই আশঙ্কায় উভয়ে একত্র হইয়া আওরংজেবকে দূরীভূত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, আওরংজেব যে সকল যুদ্ধেই জয়লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং রাজমুকুট-আকাঙ্ক্ষী অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বিগণের যেরূপ দুর্দ্দশা ও মৃত্যু ঘটিয়াছিল—উজবক্ তাতারগণ তাহা অবগত ছিল। তাহারা ইহাও অবগত ছিল যে শাহজাহান জীবিত থাকিলেও, তাঁহার পুত্রই প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের বাদশাহরূপে পরিগৃহীত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহারা আওরংজেবের বিরক্তির আশঙ্কাতেই হোক, অথবা তাঁহাদের স্বাভাবিক লোভ ও অর্থস্পৃহতা উপহার প্রাপ্তি-আশা উদ্রেক করাতেই হোক, সমরকন্দ ও বল্কের উভয় অধিপতিই

আওরংজেবকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতিদান ও "মোবারেক" (১) প্রতিপালনার্থ দূতগণকে আদেশ করিয়াছিলেন। যুদ্ধান্তে এরূপ সাহায্যের প্রতিশ্রুতির মূল্য কিরূপ তাহা আওরংজেব জ্ঞাত ছিলেন। তিনি জানিতেন যে শাস্তির ভয়ে বা লোভের আশাতেই এই দুইজন খাঁ দূতপ্রেরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তথাপি তিনি যথাযোগ্য ভাবে ও সম্মানের সহিত দূতগণকে অভ্যর্থনা করিলেন। এই ঘটনাকালে আমি দরবারে উপস্থিত থাকায় এই সংক্রান্ত বিবরণ যথাযথভাবে বর্ণনা করিতে সমর্থ হইব।

দূতগণ দূরে থাকিয়াই নিজ নিজ হস্তদ্বারা মস্তক ও ভূমি তিনবার স্পর্শ করিয়া বাদশাহকে অভিবাদন করিল। তৎপরে তাহারা আওরংজেবের এত সন্নিকটে উপনীত হইল যে বাদশাহ তাহাদের হস্তস্থিত পত্র স্বয়ং গ্রহণ করিতে পারিতেন; কিন্তু এই কার্য্য একজন ওমরাহ দ্বারা সম্পাদিত হইল। এই ওমরাহ পত্রগুলি গ্রহণ ও আবরণ উন্মোচন করিয়া বাদশাহকে প্রদান করিলেন। বাদশাহ গম্ভীর বদনে পত্র পাঠান্তে প্রত্যেক দূতকে এক একটী সরাপা (২) প্রদানের আদেশ দিলেন। এই আদেশান্তে খাঁদিগের প্রেরিত উপহার আনীত হইল।

(১) "মোবারেক"—ওমরাহগণ উপহার সহ উপস্থিত হইয়া (অথবা অনুপস্থিতেরা দরবারস্থ নিজ নিজ উকীলের হস্তে চিঠি দিয়া) বাদশাহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সালাম করিতেন, উপঢৌকন দিতেন এবং "মুবারক্‌বাদ" (শুভ হউক!) বলিয়া চীৎকার করিতেন। সাধারণতঃ, জন্মদিন, ইদ্ এবং যুদ্ধজয় উপলক্ষ্যে এইরূপ প্রকাশ্য শুভ ইচ্ছা প্রকাশ করা হইত।

(২) সরাপা—পা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বিলম্বিত সমস্ত দেহের জন্য মান্যসূচক পোষাক। দস্তাবরণ, উষ্ণীষ ও কোমরবন্ধ সরাপার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ল্যাপিস্-লাজুলি (৩) নির্ম্মিত কয়েকটী বাক্স, দীর্ঘলোম বিশিষ্ট কয়েকটী উষ্ট্র, তাতার দেশীয় কয়েকটী সুদৃশ্য অশ্ব, আপেল, পিয়ার, আঙ্গুর, তরমুজ প্রভৃতি কয়েকপ্রকার পক্কফল; আলুবোখারা, বাদাম, কিসমিস্ এবং সুবৃহৎ ও সুস্বাদু অন্যান্য কয়েকপ্রকার শুষ্ক ফল—এইগুলিই উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। খাঁদ্বয়ের বদান্যতায় আওরংজেব বিশেষ সন্তুষ্টিপ্রকাশ করিলেন; ফল, অশ্ব ও উষ্ট্রের দুষ্প্রাপ্যতার ও সৌন্দর্য্যের অতিশয়োক্তি করিলেন এবং তাহাদের দেশের উর্ব্বরতার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া ও সমরকন্দের (৪) বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় দুই তিনটী প্রশ্ন করিয়া দূতগণকে দরবার হইতে বহির্গমন ও বিশ্রামের আদেশ দিলেন এবং দূতগণকে পুনঃ পুনঃ দেখিলে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন, এই কথা জ্ঞাপন করিলেন।

ভারতীয় "সালাম" বা অভিবাদন দাসত্ব নির্দ্দেশক হইলেও দূতগণ বিন্দুমাত্র দুঃখিত অথবা বাদশাহ স্বহস্তে পত্র গ্রহণ করেন নাই বলিয়া অসন্তুষ্ট না হইয়া তাহাদের অভ্যর্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া দরবার হইতে প্রত্যাগমন করিল। তাহাদের ভূমিতে চুম্বন অথবা ইহা অপেক্ষা ঘৃণিত

---

(৩) "Lapis Lazuli"—বৈদুর্য্য। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ লিখিয়াছেন যে মুসলমান চিত্রকরগণ হস্তলিপি উজ্জ্বল করিবার জন্য ইহা চূর্ণীকৃত করিয়া ব্যবহার করিত। ("used, pounded up, by the calligraphers of Persia, Kashmir, and Delhi as the basis for that 'azure blue' colour, in their choice illuminated Mss., which is unsurpassable, and cannot even be approached by any modern artificial chemical substitute.")

(৪) Encyclopaedia Britannica বিলাতী বিশ্বকোষে সমরকন্দের কলেজের বর্ণনা রহিয়াছে। "তথায় তিনটী মাদ্রাসা ছিল। গঠন সৌন্দর্য্যে ইহা অপেক্ষা সুদৃশ্য কেবল কয়েকটী ইতালীয় নগরের কথাই উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই তিনটী মাদ্রাসার প্রথমটী ১৪২০ কি ১৪৩৪ সালে তৈমুরের পৌত্রকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই মাদ্রাসায় গণিত ও জ্যোতিষের অধ্যাপনা খ্যাতি বিশ্ববিশ্রুত হইয়াছিল।"

কোন কার্য্য করিতে হইলেও আমার বিশ্বাস যে তাহারা দ্বিরুক্তি না করিয়া সম্পন্ন করিত। ইহাও এইস্থলে উল্লিখিত হইতে পারে যে, দূতগণের নিজদেশের রীত্যানুযায়ী আওরংজেবকে অভিবাদন করিবার জন্য দৃঢ়তা প্রদর্শন করা অথবা ওমরাহের মধ্যস্থতা ব্যতীত আওরংজেবের হস্তে পত্র প্রদানের আশা করা অন্যায় হইত। পারসীক দূতগণই এই সকল বিশেষ অধিকার ভোগ করেন, এবং ইঁহাদিগকেও অনেক ইতস্ততঃ ও বাধার পরে এরূপ অধিকার প্রদত্ত হয়।

বিদায়ের বিশেষ চেষ্টাসত্ত্বেও এই দূতগণ চারিমাসের অধিক কাল দিল্লীতে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই প্রকারে অত্যধিককাল দিল্লীতে থাকিবার জন্য তাহাদের স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়; তাহারা ও তাহাদের সমভিব্যাহারী ব্যক্তিগণ পীড়িত হয় এবং অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হিন্দুস্থানের অসহনীয় উত্তাপের জন্য (যাহাতে তাহারা অনভ্যস্ত ছিল) অথবা তাহাদের অপরিচ্ছন্নতার ও স্বল্পাহারের জন্যই তাহারা অধিক ক্লেশভোগ করিয়াছিল তাহা নিশ্চয় করা যায় না। উজবক্ তাতার-দিগের ন্যায় ক্ষুদ্রমনা, লোভী ও অপরিষ্কার জাতি আর নাই। এই দৌত্য-বাহিনী সংক্রান্ত ব্যক্তিগণ আওরংজেব দত্ত অর্থ ব্যয় না করিয়া তাহাদের পদমর্য্যাদাঅননুযায়ী সামান্য ভাবে দিনপাত করিত। তথাপি ইহারা বিশেষ সম্ভ্রম ও জাঁকজমকের সহিত বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছিল। বাদশাহ, সকল ওমরাহগণের সম্মুখে প্রত্যেককে দুইটী করিয়া মূল্যবান সরাপা ও প্রত্যেককে অষ্টসহস্র রৌপ্যমুদ্রা দান ও ঐ মুদ্রা প্রত্যেকের গৃহে পৌঁছাইয়া দিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। তাহাদের প্রভু, খাঁ দ্বয়ের উপহার স্বরূপ তিনি তাহাদের সঙ্গে বিশেষ সুদৃশ্য সরাপা, মহামূল্যবান ও বিশেষ সুকৌশলে প্রস্তত রেশমী বস্ত্র, প্রচুর সূক্ষ্ম বস্ত্র, কামদানী বস্ত্র, কয়েকখানি কার্পেট ও মূল্যবান প্রস্তর খচিত দুইখানি ছুরিকা প্রেরণ করিলেন।

তাহাদের দিল্লী অবস্থান কালে আমি তিনবার তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। দিল্লীর দরবারস্থ একজন উজবকের পুত্র (ইনি এই স্থানে বাস করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন ও ইনি আমার বন্ধু ছিলেন) কর্ত্তৃক আমি ইহাদের নিকট চিকিৎসক স্বরূপ পরিচিত হইয়াছিলাম। তাহাদের দেশ সম্বন্ধীয় যতদূর সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু আমি দেখিলাম তাহারা অতিশয় মূর্খ। এমন কি তাহারা উজবক্ প্রদেশের সীমাও অবগত ছিল না এবং কয়েকবৎসর পূর্ব্বে যে তাতারগণ চীন (৫) অধিকার করিয়াছিল তাহাদের বিষয়ও অবগত ছিল না। সংক্ষেপে ইহা বলা যাইতে পারে যে দূতগণের সহিত কথোপকথনে আমি একটী তথ্যও অবগত হইতে পারি নাই। একসময়ে আমি তাহাদের সহিত আহার করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম এবং তাহারা আচারে বিশেষ অভ্যস্ত নহে বলিয়া আমি সহজেই তাহাদের সহিত যোগদান করিতে সমর্থ হইলাম। তাহাদের আহার্য্য আমার নিকট বিশেষ আশ্চর্য্য বোধ হইল ; ইহা কেবল অশ্বমাংস। যাহা হৌক আমি আহার করিলাম। যে খাদ্য তাহাদের অত্যন্ত প্রিয় সে খাদ্যের নিন্দা করিলে আমি নিশ্চয়ই আপনাকে অসভ্য বলিয়া মনে করিতাম। আহারের সময় বিন্দুমাত্র কথোপকথনও হয় নাই ; আমার সুসভ্য গৃহস্বামীগণ মুখমধ্যে যতখানি করিয়া পারেন পোলাও (৬) প্রেরণে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। ইহারা চামচের ব্যবহার জানে না। এই সুখাদ্যে উদর পূর্ণ হইলে, তাহাদের

---

(৫) প্রায় ১১০০ সালে তাতারগণ প্রথম চীন অধিকার করে। আক্রমণকারিগণ বিতাড়িত হইয়া পুনর্ব্বার ১৬৪৪ সালে চীন অধিকার করে। বার্নিয়ার এই শেষোক্ত অভিযানের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন।

(৬) বার্নিয়ার Pilao বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কথোপকথন শক্তি ফিরিয়া আসিল এবং উজবক্‌গণ শারীরিক বলে অপর সকল ব্যক্তিকেই পরাভূত করিতে পারে ও তীর নিক্ষেপে অন্ত কোন জাতিই তাহাদের সমকক্ষ নহে ইহাই প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিতেছিল। এই মন্তব্য প্রকাশিত হইবামাত্র তাহারা তাহাদের তীর ও ধনু আনয়ন করিতে আদেশ প্রদান করিল। এইগুলি হিন্দুস্থানে ব্যবহৃত তীরধনু অপেক্ষা বৃহদাকারের। এইগুলি আনীত হইলে ষণ্ড বা অশ্বকে এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিদ্ধ করিতে তাহারা বাজী রাখিতে চাহিল। তাহারা তদ্দেশীয় স্ত্রীলোকগণের শক্তি ও সাহসের এরূপ প্রশংসা করিতে লাগিল যে তাহাদের তুলনায় "আমাজনগণ" (১) ভীরু ও দয়ার্দ্রচিত্ত বোধ হইল। তদ্দেশীয় স্ত্রীগণের দুঃসাহসিক কার্য্য সংক্রান্ত গল্পের অবধি রহিল না। একটী গল্পে আমার বিস্ময় ও প্রশংসা উদ্রেক করিল এবং আমার এক্ষণেও ইচ্ছা হইতেছে যে আমি প্রকৃত তাতারী বাগ্মিতার সহিত ইহা বর্ণনা করি। তাহাদের দেশে যুদ্ধ করিবার সময়, আওরংজেবের পঁচিশ কি ত্রিশজন অশ্বারোহীর দল একটী ক্ষুদ্রগ্রামে প্রবেশ করে এবং গৃহাদি লুণ্ঠন ও অধিবাসিদিগকে ক্রীতদাসরূপে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে বন্ধনকালে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক

---

(১) গ্রীক কিংবদন্তী অনুযায়ী একদল যোদ্ধ্রী স্ত্রীলোক। কথিত হয় যে ইঁহারা ককেসাস্ পর্ব্বত-সকাশে বাস করিতেন ও ইঁহারা এসিয়া মাইনর, থ্রেস্, গ্রীস্, মিশর ও অন্যান্য দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা রাজ্ঞীর অধীনে থাকিতেন ও নিকটবর্ত্তী গারগেরীয়জাতির ঔরসে ইঁহাদের সন্তানাদি হইলে ইঁহারা কন্যাসন্তান রাখিয়া পুত্রগণকে হয় বিনষ্ট কি গারগেরীয়জাতিকে প্রদান করিতেন। ইহাও কথিত আছে যে অস্ত্র শস্ত্র সহজে ব্যবহারার্থ ইঁহারা দক্ষিণ স্তন ছেদন করিতেন। এই আমাজন (Amazon) শব্দটী গ্রীক—a অর্থাৎ without হীন এবং mazon বা বক্ষ হইতে হইয়াছে।

তাহাদিগকে নিম্নোক্ত মর্ম্মে সম্বোধন করিল "বৎসগণ! আমার কথা শ্রবণ কর ও এই অনিষ্টজনক কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হও। আমার কন্যা এক্ষণে অনুপস্থিত থাকিলেও, সে শীঘ্রই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধিমানের ন্যায় কার্য্য কর; যদি সে তোমাদের আক্রমণ করে, তবে তোমাদের সমূহ বিপদ হইবে।" সৈন্যেরা বৃদ্ধার কথায় তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া লুণ্ঠন ও অধিবাসিবৃন্দকে বন্দী করিতে লাগিল এবং তাহাদের ভারবাহী পশুগুলির পৃষ্ঠে প্রচুর দ্রব্যাদি স্থাপন করিয়া অনেকগুলি অধিবাসী ও বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটীসহ গ্রাম পরিত্যাগ করিল। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটী অনবরত পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল; তাহারা ক্রোশ খানেক যাইতে না যাইতে সে সাহ্লাদে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "আমার কন্যা," "আমার কন্যা"! অবশ্য তাহার কন্যাটীকে সে স্থান হইতে দেখা যাইতেছিল না; কিন্তু অত্যধিক ধূলি ও অশ্বের উচ্চ ক্ষুরধ্বনিতে উৎকণ্ঠিতা মাতার মনে কোন সন্দেহ থাকিল না যে তাহার বীর্য্যবতী কন্যা নির্দ্দয় শত্রুর হস্ত হইতে তাহাকে ও তাহার বন্ধুগণকে রক্ষার্থ আগমন করিতেছে। পরক্ষণেই তাতার যুবতীকে তেজস্বী অশ্বারোহণে তীর ধনুসহ দেখা গেল; সে কিয়দ্দূর হইতে চীৎকার করিয়া বলিল যে, যদি লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রত্যর্পণ ও বন্দীদিগের বন্ধনমোচন করিয়া মুগলগণ ধীরভাবে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তবে সে তাহাদের জীবনরক্ষা করিতে প্রস্তুত আছে। মুগলগণ মাতার অনুরোধ যেরূপ অগ্রাহ্য করিয়াছিল, নায়িকার উপরোধেও সেইরূপ কর্ণপাত করিল না। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে তিন চারিটী তীর ও সঙ্গে সঙ্গে সেই সংখ্যক ব্যক্তিকে ভূমিসাৎ হইতে দেখিয়া তাহারা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাহারাও তৎক্ষণাৎ নিজেদের ধনু গ্রহণ করিল কিন্তু তাহাদের বাণ ততদূর পৌঁছিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না এবং তাহাদের সঙ্গীদের হত্যার

বৃথা প্রতিশোধের চেষ্টা দেখিয়া যুবতী হাস্য করিতে লাগিল। যুবতী তীর নিক্ষেপে এরূপ ভ্রান্তিশূন্যতা ও হস্তের এরূপ বল দেখাইতে লাগিল যে মুগলদের অনেকে হত হইল ; অবশেষে বাণ নিক্ষেপে সে তাহাদের অর্দ্ধেককে হত করিয়া তরবারী হস্তে অপর গুলিকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া হত্যা করিল।

তাতার দেশীয় দূতগণের দিল্লীতে অবস্থানকালে আওরংজেব গুরুতর (৮) পীড়াক্রান্ত হইলেন। জ্বরের প্রবলতার জন্য তিনি বহুবার

(৮) ঐতিহাসিক আরভাইন্ ১৬৬২ সালের মে ও আগষ্ট মাসের মধ্যে এই ব্যাধির দিন স্থির করিয়াছেন। রমজানের সময়ে উপবাসী বাদশাহ তৃষ্ণানিবারণ বা দিবাভাগে বিশ্রাম করিতে অসমর্থ ছিলেন; কিন্তু অন্য সময়ের ন্যায় রাজকার্য্যাদি রীতিমত ভাবেই সম্পন্ন করিতেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে তিনি আহার গ্রহণ করিতেন না এবং যাহা গ্রহণ করিতেন তাহাও ফকীরের উপযুক্ত যৎসামান্যই করিতেন। রাত্রির অবশিষ্টাংশও তিনি প্রায় প্রার্থনায় অতিবাহিত করিতেন। রাজকার্য্য, অনাহার, অনিদ্রায় তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। রমজান অতিবাহিত হইলেও দুর্ব্বল শরীরে নিয়মিত কার্য্য করিতে লাগিলেন। ১৬৬২র ১২ই মে, তাঁহার জ্বর হইল। পীড়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাইল; অনেক সময়ে জ্বরের আতিশয্যে তিনি অজ্ঞান হইতে লাগিলেন এবং সকলেই আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে বাদশাহের মৃত্যু সন্নিকট। তাঁহার পুত্রগণ এরূপ সময়ে চক্রান্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। রৌশন্ আরাও স্বীয় দলপুষ্ট করিতে লাগিলেন। এমন কি পীড়িত বাদশাহের শয্যাপার্শ্ব হইতে নিজ পক্ষভুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত সকলকেই দূরীভূত করিলেন। প্রধানা বেগম নবাব বাইকেও কেশাকর্ষণ করিয়া কক্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিলেন। বাদশাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পুত্রগণের মধ্যে যুদ্ধ হইবে আশঙ্কায় দিল্লীর অধিবাসিবৃন্দ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সকলেই মনে করিল বাদশাহের দেহান্ত হইয়াছে।

এদিকে আওরংজেব এরূপ অবস্থায়ও দেওয়ানী-খাসে মুহূর্ত্তের জন্য গমন করিয়া সভাসদ্গণের ভীতি অপনোদন করিলেন। সপ্তমদিবসে সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান চারিজন ওমরাহ তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। ২২শে মে তিনি স্বীয় শয্যা-কক্ষের পুরোভাগে

অজ্ঞান হইতে লাগিলেন এবং তাঁহার জিহ্বা এরূপ অবশ হইয়া পড়িল যে তিনি কদাচিৎ কোন বাক্য উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইতেছিলেন। চিকিৎসকগণ তাঁহার আরোগ্যলাভের আশা পরিত্যাগ করিল এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য রৌশনআরা বেগম সংবাদ গোপন করিলেও সকলেরই বিশ্বাস হইল যে আওরংজেব মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এইরূপ জনশ্রুতি রটিল যে গুজরাটের শাসনকর্তা রাজা যশোবন্ত শাহ জাহানকে মুক্ত করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন; মহাবৎ খাঁ (ইনি অবশেষে আওরংজেবের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন) কাবুলের শাসনকর্তৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া ইতোমধ্যেই লাহোরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া তিন চারি সহস্র সৈন্যসহ একই উদ্দেশ্যে দ্রুতবেগে আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন এবং বৃদ্ধ বাদশাহের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত খোজা ইতিবার খাঁ বাদশাহের কারাগারের দ্বার উন্মোচন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন।

একপক্ষে, সুলতান মুয়াজ্জম্ ওমরাহদিগের সহিত চক্রান্ত করিয়া উৎকোচ ও প্রতিজ্ঞাদ্বারা তাঁহাদিগকে স্বপক্ষভুক্ত করিতে চেষ্টা করিতে ছিলেন। এমন কি, তিনি একদিন ছদ্মবেশে রাজা জয়সিংহের নিকট গমন

মর্ম্মর-প্রস্তরের সিংহাসনে উপবেশন ও ৩০শে মে জুম্মা মসজিদে গমন করিলেন। এই সময়ে তিনি ঝারোকায়ও দর্শন দিতে লাগিলেন। ১৭ই জুন তিনি অনেক পরিমাণে সুস্থ বোধ করিয়া ২৪শে আরোগ্যস্নান করিলেন।

অধ্যাপক সরকার মহাশয় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন "The absolute peace that was maintained during this critical month and a half is the highest tribute to the strength of Aurangzib's character and the stability of the rule he had founded." অর্থাৎ এই দেড়মাসে সাম্রাজ্যে যে শান্তি বিরাজিত ছিল, তাহাতেই আওরংজেবের চরিত্রের দৃঢ়তা ও শাসনের স্থায়িত্ব প্রমাণিত হইয়াছিল।

করিয়া বিশেষ সম্ভ্রমসূচক ও বিনীত ভাষায় তাঁহাকে তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, রৌশন্-আরা বেগম, অনেক ওমরাহ এবং গোলন্দাজীসৈন্যের প্রধান অধ্যক্ষ ফিদাই-খাঁ (৯) সাত আট বৎসর বয়স্ক বাদশাহের তৃতীয় পুত্র সুলতান আকবরের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন।

এই উভয় পক্ষই প্রচার করিতেছিল এবং অধিবাসীরাও তাহাই বিশ্বাস করিল যে শাহ জাহানকে মুক্তি দেওয়াই ইহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য; কিন্তু, লোকরঞ্জনার্থ ও পাছে ইতিবার খাঁ বা অপর কোন পরাক্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার কারামোচন করেন এই আশঙ্কায় এইরূপ প্রচার করা হইতেছিল। প্রকৃতপক্ষে পদস্থ বা ক্ষমতাশালী কোন ব্যক্তিরই শাহ জাহানের মুক্তি প্রার্থনীয় ছিল না। যশোবন্ত, মহাবৎ ও অন্য কয়েকজন (যাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই) ব্যতীত, এমন অন্য কোন ওমরাহ ছিলেন না যিনি বাদশাহকে পরিত্যাগ করিয়া আওরংজেবের পক্ষাবলম্বন করেন নাই। তাঁহারা অবগত ছিলেন যে শাহ জাহানের কারাগারের দ্বার উন্মোচন করা ও ক্রুদ্ধ সিংহের শৃঙ্খল মোচন করা একই ব্যাপার। এই প্রকার ঘটনার সম্ভাবনায় সভাসদ্গণ অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন এবং যে ইতিবার খাঁ অনাবশ্যক রূঢ়তা ও কঠোরতাসহ বন্দীর প্রতি ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহার অপেক্ষা অন্য কেহই এই ভয়ে অধিক ভীত হন নাই।

---

(৯) আওরংজেবের ধাত্রীপুত্র। ১৬৭৬ সালে ইনি আজিম খাঁ উপাধিভূষিত হইয়া বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া ১৬৭৮ সালে তথায় দেহত্যাগ করেন। বার্নিয়ার আকবরকে আওরংজেবের তৃতীয় পুত্র বলিয়াছেন; প্রকৃতপক্ষে আকবর চতুর্থ পুত্র ছিলেন।

কিন্তু আওরংজেব নিজের গুরুতর ব্যাধিসত্ত্বেও রাজ্যসংক্রান্ত কার্য্য পরিচালনা ও পিতাকে উপযুক্তরূপে রুদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তিনি সুলতান মুয়াজ্জম্‌কে তাঁহার মৃত্যুর পরে বৃদ্ধ বাদশাহকে কারাগার হইতে মুক্ত করিবার জন্য বিশেষরূপে পরামর্শ দিলেন; কিন্তু, তিনি সদাসর্ব্বদাই ইতিবার খাঁকে নিজ কর্ত্তব্য যথোচিত প্রকারে প্রতিপালনার্থ পত্র প্রেরণ করিতেছিলেন। তাঁহার ব্যাধির পঞ্চমদিবসে পীড়া চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। যাহারা তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া গোলমাল উপস্থিত বা শাহ জাহানের নিস্কৃতির উপায় করিতে পারে, তাহাদিগের প্রত্যয় জন্মাইবার উদ্দেশ্যে সেই দিবস নিজেকে ওমরাহদিগের সভায় বহন করিয়া লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলেন। এই সকল কারণেই তিনি সপ্তম, নবম ও দশম দিবসেও ঐ সভায় গমন করিলেন এবং ইহা অবিশ্বাস্য বোধ হইলেও, ত্রয়োদশ দিবসে গভীর ও দীর্ঘকাল ব্যাপী মূর্চ্ছা (যাহাতে, তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন এইরূপ সংবাদ প্রচারিত হয়) হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াই তিনি যে মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই, তাহাই প্রমাণিত করিবার জন্য রাজা জয়সিংহ ও প্রধান প্রধান কয়েকজন ওমরাহকে নিজ সকাশে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তৎপরে, তিনি পরিচারকগণকে তাঁহাকে বিছানার উপর উত্তোলনের আদেশ দিলেন। ইতিবার খাঁকে পত্র লিখিবার জন্য কাগজ ও কালি আনয়নের এবং রৌশন্‌আরা বেগমের নিকটস্থিত বৃহৎ মোহরটী আনয়নের আদেশ প্রদান করিলেন। এই মোহরটী ক্ষুদ্র আধারে রক্ষিত হইত ও এই আধার তাঁহার হস্তের সহিত আবদ্ধ একটী মোহর দ্বারা অঙ্কিত থাকিত। রাজকুমারী কোনরূপ দুরভিসন্ধি সাধন করিয়াছেন কিনা ইহা জ্ঞাত হইবার উদ্দেশ্যেই তিনি ঐ মোহর আনয়ন করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। আমার আগা যখন এই সকল ঘটনা অবগত হইতেছিলেন, তখন

আমি সেইস্থানে উপস্থিত ছিলাম। তিনি শ্রবণ করিবামাত্র বলিলেন "মনের কি আশ্চর্য্য শক্তি! কি অদমনীয় সাহস! হে আওরংজেব, বৃহত্তর কার্য্যের জন্য ভগবান তোমাকে জীবিত রাখুন। তোমার এক্ষণে মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় নাই।" প্রকৃত পক্ষে এই মূর্চ্ছা অন্তে বাদশাহ ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যলাভ করিলেন।

আওরংজেব সুস্থ হইয়াই নিজ তৃতীয় পুত্র সুলতান আকবরের সহিত উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদনেচ্ছায় শাহ জাহান ও বেগম সাহেবার হস্ত হইতে দারার কন্যাকে আনয়নের চেষ্টা করিলেন। অনুমিত হয় যে, তিনি এই পুত্রকেই নিজ উত্তরাধিকারী করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং এরূপ বিবাহে আকবরের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সিংহাসনে তাঁহার অধিকতর দাবী হইত। সুলতান আকবর অত্যন্ত অল্প বয়স্ক হইলেও দরবারে তাঁহার কয়েকজন নিকটবর্ত্তী ও পরাক্রমশালী আত্মীয় ছিলেন। শাহ-নওয়াজ-খাঁর (১০) কন্যার গর্ভে জন্ম হওয়াতে তিনি মস্কটের প্রাচীন নরপতিগণের বংশসম্ভূত ছিলেন। সুলতান মুহম্মদ ও সুলতান মুয়াজ্জমের মাতৃদ্বয় রাজপুত বংশসম্ভূতা ছিলেন। এই সকল বাদশাহ মুসলমান হইলেও যখন ইঁহাদের স্বার্থসিদ্ধি বা সুন্দরী পত্নীলাভ হয় তখন ইঁহারা পৌত্তলিকগৃহে বিবাহ করিতে দ্বিধাবোধ করেন না।

কিন্তু আওরংজেব স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনে বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন। শাহ জাহান ও বেগমসাহেবা এই প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং রাজকুমারীও এই বিবাহে অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। তাঁহাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাওয়া হইবে এই আশঙ্কায় তিনি বহুদিন অত্যন্ত অশান্তভাবে দিনপাত করিলেন ও যিনি তাঁহার পিতাকে হত্যা করিয়াছেন,

---

(১০) ১০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তাঁহার পুত্রকে বিবাহ করা অপেক্ষা স্বহস্তে মৃত্যুই বাঞ্ছনীয় বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অন্য একটী বিষয়েও আওরংজেব বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন। বিশ্ববিশ্রুত সিংহাসনটীর (১১) কারুকার্য্য শেষ করিবার জন্য তিনি শাহ জাহানের নিকট কয়েকখানি মণিমুক্তা চাহিয়াছিলেন। বন্দী বাদশাহ ঘৃণাভরে উত্তর করিলেন যে, আওরংজেব যেন অধিকতর প্রজ্ঞা ও নিরপেক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করেন; তিনি আওরংজেবকে সিংহাসনে হস্তক্ষেপ করিতে দৃঢ়ভাবে নিষেধ করেন এবং প্রকাশ করেন যে এই সকল মণিমুক্তা লইয়া যেন তাঁহাকে আর বিরক্ত করা না হয়। কারণ, দ্বিতীয়বার এরূপ করিলে তিনি হাতুড়ি দ্বারা ঐগুলি চূর্ণ করিবেন।

হলণ্ডবাসিগণই আওরংজেবের নিকট "মোবারেক" সম্পন্ন করিতে সর্ব্বশেষে আগমন করে নাই। তাহারা আওরংজেবের নিকট দৌত্য-বাহিনী প্রেরণে মনঃস্থ করিয়া সুরাটের কুঠীর প্রধান অধ্যক্ষ মঁশিয়ে আদ্রিকেম্‌কে (১২) নির্ব্বাচিত করিল। এই ব্যক্তির সাধুতা, ক্ষমতা ও ধীরবুদ্ধি ছিল এবং তিনি বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ তাচ্ছিল্য করেন না বলিয়া, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীর সন্তুষ্টি সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। যদিও সাধারণ ব্যবহারে আওরংজেবকে উচ্চাভিমানী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বোধ হয় এবং তিনি গোঁড়া

(১১) ময়ূর সিংহাসন। বানিয়ার পরে ইহার বর্ণনা করিয়াছেন।

(১২) Dirk van Adrichem—ইনি ১৬৬২ সাল হইতে ১৬৬৫ সাল পর্য্যন্ত সুরাটস্থ ওলন্দাজদিগের কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি বাদশাহের নিকট হইতে ফার্ম্মানগ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ফার্ম্মানে ওলন্দাজগণ বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যায় অনেক সুবিধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মুসলমানের ন্যায় ব্যবহার করেন বলিয়া ফ্রাঙ্ক বা খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে ঘৃণা করেন, তথাপি এই দৌত্যবাহিনীর সময়ে তিনি অত্যন্ত ভদ্র ও প্রসন্ন ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি এরূপ ইচ্ছাও প্রকাশ করিয়াছিলেন যে মঁশিয়ে আদ্রিকেম্ ভারতীয় পদ্ধতি অনুযায়ী অভিবাদন করিয়া পরে ফ্রাঙ্কদের প্রথানুযায়ী অভিবাদন করিবেন। যদিও বাদশাহ ওমরাহের হস্তেই পত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি ইহাকে অসম্মানের কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। কারণ উজবক্‌দিগের দূতের সহিতও তিনি এইরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন!

প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানগুলি সম্পাদিত হইলে আওরংজেব প্রকাশ করিলেন যে দূত যেন তাঁহার উপহারাদি উপস্থিত করেন; সঙ্গে সঙ্গে তিনি দূতকে ও দৌত্যবাহিনীর অন্তর্গত কয়েকজনকে সরাপা প্রদান করিলেন। দূতের প্রদত্ত উপহার মধ্যে লোহিত ও নীলবর্ণের বনাত, বৃহদাকারের দর্পণসমূহ এবং চীন ও জাপানের কয়েকটী দ্রব্য ছিল; শেষোক্ত দ্রব্য মধ্যে বিশেষ সৌন্দর্য্যশালী সুপ্রশংসিত একখানি পাল্‌কি ও সিংহাসন (১৩) অন্তর্ভূত ছিল।

নিজ সম্ভ্রম ও ক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় (ও বৈদেশিকের নিকটে সম্মান-লাভার্থ ও তাঁহাদিগকে দরবারের অনুগামী করিবার জন্য) মনে করিয়া বাদশাহ সকল দূতকেই যথাসম্ভব নিজ দরবারে বিলম্ব করাইতেন। এইজন্য মঁশিয়ে আদ্রিকেম্ তাতার দেশীয় দূতগণ অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র বিদায় লাভ করিলেও, নিজ ইচ্ছানুসারে দরবার হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার সেক্রেটারী মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন এবং তাঁহার অনুচরবর্গের কয়েকজন পীড়িত হইলে আওরংজেব তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তনার্থ অনুমতি

---

(১৩) বর্ত্তমান "তক্তানামা" যাহার নকল আজিকার দিনে অনেক শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত হয়। বার্নিয়ার পরে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রদান করিলেন। বিদায়কালে বাদশাহ তাঁহাকে পুনর্ব্বার তাঁহার নিজ ব্যবহারার্থ সরাপা ও বাটাভিয়ার শাসনকর্ত্তার (১৪) জন্য অন্য একটী সরাপা ও মণিমুক্তাখচিত ছুরিকা ও সঙ্গে সঙ্গে শাসনকর্ত্তাকে একখানি সুন্দর পত্রও প্রদান করিলেন।

বাদশাহের অনুগ্রহলাভ করা এবং বন্দর ও অন্যান্য যে সকল স্থানে তাহারা কুঠী নির্ম্মাণ করিয়াছে, সেই সকল স্থানের শাসনকর্ত্তৃগণের উপর যাহাতে হিতকর প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় হলাণ্ডবাসিগণের দৌত্যবাহিনীর এই উদ্দেশ্য ছিল। তাহারা আশা করিয়াছিল যে, হলাণ্ডবাসিগণ পরাক্রান্ত রাজ্যভুক্ত বলিয়া রাজদরবারে প্রবেশলাভ করিয়া বাদশাহকে তাহাদের অভিযোগ শুনাইয়া প্রতিকারের প্রার্থনা অবগত করাইতে সমর্থ হওয়াতে ঐ সকল শাসনকর্ত্তা তাহাদিগকে অপমান করিতে বিরত ও তাহাদের বাণিজ্য প্রতিহত করিতে ক্ষান্ত হইবে। তাহাদের দেশবাসী কর্ত্তৃক ক্রীত অনেকগুলি দ্রব্যের তালিকা প্রদর্শন করিয়া ও ইহাতে প্রতিবৎসর ভারতবর্ষে প্রচুর অর্থের আমদানী হয় বলিয়া হিন্দুস্থানের সহিত তাহাদের বাণিজ্য যে এই রাজ্যের পক্ষে লাভজনক, তাহারা রাজসরকারকে ইহাও বুঝাইতে সচেষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তাম্র, সীসক, দারুচিনি, লবঙ্গ, জয়ফল, মরিচ, মুসব্বর, হস্তী ও অন্যান্য পণ্যের অনবরত আমদানীতে যে পরিমাণ মূল্যবান ধাতু হিন্দুস্থান হইতে তাহারা নিষ্কাশণ করিত, সে কথা বাদশাহের গোচরার্থ আনয়ন করে নাই (১৫)।

প্রায় এইসময়েই দরবারস্থ একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ওমরাহ পাছে আওরংজেবের বিশ্রামের অভাবে স্বাস্থ্যহানি এমন কি হয়ত তাঁহার

(১৪) ইনিই ওলন্দাজকুঠীর প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন।

(১৫) এই প্রসঙ্গে বার্নিয়ার কোলবার্ট্‌কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা দ্রষ্টব্য। ইহা ১৭৭ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে।

মানসিকশক্তির হানি হইবে এইরূপ আশঙ্কার কথা বাদশাহের কর্ণগোচর করিতে সাহসী হইলেন। আওরংজেব ঐ কথা শ্রবণ করিতে পান নাই এইরূপ ভাণ করিয়া তাঁহার বিজ্ঞ পরামর্শদাতার নিকট হইতে ধীরে ধীরে সুবিজ্ঞ ও সাহিত্যরসাভিজ্ঞ অন্যতম প্রধান ওমরাহের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে নিম্নোক্ত মর্ম্মে সম্বোধন করিলেন। আওরংজেব যাহা বলিয়াছিলেন এই শেষোক্ত ওমরাহের পুত্রই (যিনি চিকিৎসক ও আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন) তাহা আমার গোচরীভূত করিয়াছিলেন।

"সংশয় ও বিপদ কালে সম্রাটের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে, তোমাদের ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের দ্বিমত হইতে পারে না। তাহা এই যে—তাঁহার জীবন বিপদ গ্রস্ত করা এবং আবশ্যক হইলে তাঁহার হস্তে ন্যস্ত প্রজার জন্য তরবারী হস্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা। তথাপি এই সাধু ও বিবেচক ব্যক্তি আমাকে বুঝাইতে চাহেন যে, সাধারণের মঙ্গলামঙ্গলে আমার কোন প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে, সাধারণের মঙ্গল বৃদ্ধির জন্য আমি কদাপি বিনিদ্র রজনীযাপন করিব না, অথবা নীচ ও ঘৃণিত প্রবৃত্তি সাধন হইতে এক দিবসও বিরত থাকিব না। তাঁহার মতে, আমার শারীরিক স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত চিন্তাই অন্য সকল বিষয়ের উপরে প্রাধান্য লাভ করিবে এবং আমার নিজ স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ বিলাস সাধনই আমার প্রধান কর্ত্তব্য হইবে। তিনি চাহেন এই সুবৃহৎ রাজ্য আমি কোন উজীরের হস্তে ন্যস্ত করি; তিনি ইহা বিবেচনা করিতে প্রস্তুত নহেন যে বাদশাহের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া ও সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমি পরমেশ্বর কর্ত্তৃক অপরের জন্য জীবনধারণ ও পরিশ্রম করিতেই পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছি, নিজের জন্য নহে এবং প্রজার সুখের সহিত আমার নিজের সুখের বিষয় চিন্তা করিতে পারি। প্রজাগণের শান্তি ও সমৃদ্ধির বিষয়েই আমাকে পরামর্শ গ্রহণ করিতে হয়; ন্যায় বিচার—রাজদণ্ড-পরিচালন

ও রাজ্যের শান্তি এই সকল ব্যতীত অন্য কিছুতেই প্রজার শান্তি ও সমৃদ্ধির চিন্তাত্যাগ করা বিধেয় নহে। এই ব্যক্তি যে জড়তা অবলম্বন করিতে বলিতেছেন, তিনি উহার ফলাফল বিবেচনা করিতে পারেন না এবং পরহস্তে ন্যস্ত ক্ষমতার কুফল অবগত নহেন। মহাত্মা সাদী (১৬) বিনা কারণে বিশেষরূপে বলেন নাই "রাজা হইতে বিরত হও। রাজা হইতে বিরত হও। অথবা স্থির কর যে তোমার রাজ্য স্বয়ং তুমিই শাসন করিবে।" তোমার বন্ধুকে যাইয়া বল যে যদি তিনি আমার প্রশংসা অর্জ্জন করিতে অভিলাষী হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার উপরে ন্যস্ত কার্য্য যেন তিনি যথাযথভাবে সম্পন্ন করেন; কিন্তু তিনি যেন আর কখনও বাদশাহের অনুপযোগী উপদেশ প্রদান না করেন। অহো! আমরা স্বভাবতঃই সুখ ও স্বচ্ছন্দান্বেষী, আমাদের আর এরূপ প্রগল্ভ পরামর্শদাতার আবশ্যকতা নাই। আমাদের পত্নীগণই আমাদিগকে বিশ্রাম ও বিলাসিতার পুষ্পমণ্ডিত পথে লইয়া যাইতে সাহায্য করিবেন।"

এই সময়ে একটী বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটে; ইহাতে দিল্লীতে, বিশেষ অন্তঃপুরে বিশেষ আন্দোলন হয়। ইহাদ্বারা আমি ও অনেকে যে সিদ্ধান্ত পোষণ করিতাম (অর্থাৎ জননশক্তি-হীন ব্যক্তি ভালবাসিতে পারে না) তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইল।

অন্তঃপুরের দিদার খাঁ নামক একজন প্রধান খোজা একটী গৃহনির্ম্মাণ করিয়া তথায় মধ্যে মধ্যে উৎসবাদির জন্য গমন ও কদাচিত শয়ন করিত।

---

(১৬) কবিবর। ফ্রান্সের সম্রাট্ চতুর্দ্দশ লুইও বলিয়াছেন "one must work to reign, and it is ingratitude and presumption towards God, injustice and tyranny towards man, to wish to reign without hard work." অর্থাৎ, রাজত্ব করিতে হইলে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয় এবং বিনাশ্রমে রাজত্ব করিতে ইচ্ছুক হইলে ভগবানের প্রতি অকৃতজ্ঞতা ও অহঙ্কার এবং মনুষ্যের প্রতি স্বেচ্ছাচারিতা ও অবিচার প্রদর্শন করা হয়।

এই খোজা এক প্রতিবেশী নকলনবিসের(১৭) ভগিনীর প্রতি আসক্ত হইল। কোনরূপ সন্দেহ উদ্রেক না করিয়া উভয়ের মধ্যে অবৈধ প্রণয় ঘটিল। অবশেষে উভয়ের ঘনিষ্ঠতা এত বৃদ্ধি পাইল যে প্রতিবেশীগণের সন্দেহ উদ্রেক করিল ও তাহারা নকলনবিসকে ঐ বিষয়ে উপহাস করিতে লাগিল। নকলনবিস ইহাতে এতদূর অপমানিত বোধ করিল যে প্রমাণ পাইলে সে তাহার ভগিনী ও খোজা উভয়কেই হত্যা করিতে প্রস্তুত হইল। প্রমাণের অভাব ঘটিল না; ভ্রাতা, ভগিনী ও খোজাকে একরাত্রিতে এক শয্যায় শয়ান দেখিয়া ছুরিকা দ্বারা উভয়েরই বধ সাধন করিল।

ইহা অপেক্ষা আর কিছুতেই অন্তঃপুরের অধিক রোষ ও ত্রাস উৎপাদন করিতে পারে নাই। অন্তঃপুরস্থ সকল স্ত্রীলোক ও খোজা নকলনবিসকে হত্যা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল; কিন্তু তাহাদের কুমন্ত্রণা আওরংজেবের বিরক্তি উৎপাদন করিল। তিনি নকলনবিসকে ইসলাম ধর্ম্মগ্রহণে বাধ্য করিয়া ক্ষান্ত হইলেন।

প্রায় এই সময়েই অন্তঃপুরে দুইজন পুরুষের প্রবেশের সন্দেহ হেতুতে রৌশন্ আরা বেগম আওরংজেবের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। কেবল সন্দেহ বলিয়া আওরংজেবের বিরাগ শীঘ্রই অপনীত হইয়াছিল। শাহ জাহান এরূপ ক্ষেত্রে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, আওরংজেব এই দুই জন ব্যক্তির প্রতি সেরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার করেন নাই (১৮)। একজন বৃদ্ধা পর্ত্তুগীজ-স্ত্রীলোকের (১৯) নিকট আমি

(১৭) ভিনসেণ্ট স্মিথ পাদটীকায় লিখিয়াছেন "এই সময়ে রাজস্ব সংগ্রহ, হিসাব রক্ষা প্রভৃতি কার্য্য পারস্যভাষাভিজ্ঞ হিন্দু কেরাণীদিগের হস্তেই ন্যস্ত থাকিত।"

(১৮) ১৫ ও ১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১৯) "Mesticoes." 'সমসাময়িক ভারত,' ঊনবিংশ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

এই ঘটনা যেরূপ ভাবে শ্রবণ করিয়াছি ঠিক সেই ভাবেই সম্পূর্ণ ঘটনা বিবৃত করিব। এই স্ত্রীলোক বহুদিন অন্তঃপুরে ক্রীতদাসী ছিল এবং ইচ্ছামত তথায় গমনাগমন করিতে পারিত। এই স্ত্রীলোকের নিকট আমি অবগত হইয়াছিলাম যে, রৌশন্ আরা কয়েক দিবস ঐ দুইজন যুবকের একজনের (যাহাকে তিনি লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন) সাহচর্য্য ভোগ করিয়া যুবককে পরিচারিকাগণের হস্তে সমর্পণ করেন। তাহারা রাত্রির অন্ধকারে ইহাকে অন্তঃপুরের বহির্দ্দেশে লইয়া যাইতে প্রতিশ্রুত হয়। কিন্তু কার্য্য সমাধাকালে তাহারা ধৃত হইয়াছিল, অথবা ধৃত হইবার আশঙ্কা করিয়াছিল সেইজন্য অথবা অন্য কোন কারণে পরিচারিকাগণ ভীত যুবককে একাকী উদ্যান মধ্যে রাখিয়া পলায়ন করিল; সেইস্থানে তাহাকে পাওয়া গেলে তাহাকে আওরংজেবের নিকট লইয়া যাওয়া হইল। আওরংজেব তাহাকে বিশেষরূপে প্রশ্ন করিয়া যখন জানিতে পারিলেন যে সে কেবল প্রাচীরে আরোহণ করিয়া উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তখন স্থির করিলেন যে, সে যে ভাবে প্রবেশ করিয়াছে, সেই ভাবেই প্রস্থান করিবে। খোজাগণ তাহাকে প্রাচীরের ঊর্দ্ধদেশ হইতে নিম্নে নিক্ষেপ করে; ইহাই সম্ভব যে খোজাগণ তাহাদের প্রভুর আদেশের আতিশয্য করিয়াছিল। দ্বিতীয় প্রেমিক সম্বন্ধে বৃদ্ধা পর্ত্তুগীজ স্ত্রীলোকটী আমাকে বলিয়াছিল যে, এই যুবককেও উদ্যানে ভ্রাম্যমান অবস্থায় পাওয়া গেলে এবং সে দ্বারদেশ হইয়া প্রবেশ করিয়াছে জানিতে পারিয়া, আওরংজেব তাহাকে সেই দ্বার দিয়াই বহির্গমনের আদেশ প্রদান করিলেন। যাহা হউক, আওরংজেব খোজাগণকে বিশেষ কঠিন ও আদর্শ শাস্তি প্রদানের সংকল্প করিলেন; কেবল বংশের শাসন ও রক্ষার্থ নহে, আত্মরক্ষার জন্যও অন্তঃপুরের দ্বার বিশেষরূপে সুরক্ষিত হওয়া আবশ্যক।

এই ঘটনার কয়েক দিবস পরে প্রায় একই সময়ে পাঁচজন দূত দিল্লীতে আগমন করিলেন। মক্কার অধিপতি হইতে প্রথম ব্যক্তি আগমন করিয়াছিলেন। ইঁহার সঙ্গে উপহার স্বরূপ আরবদেশীয় কতিপয় অশ্ব ও মক্কার প্রধান মসজিদের মধ্যস্থলে অবস্থিত ক্ষুদ্র ভজনালয় পরিষ্কৃত করিতে যে সম্মার্জ্জনী ব্যবহৃত হইত তাহাও উপহার দ্রব্যের অন্তর্ভূত ছিল। এই ভজনালয় মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে সম্মানিত হয় এবং ইহা "ঈশ্বরের গৃহ" নামে অভিহিত। মুসলমানেরা মনে করে যে প্রকৃত ঈশ্বরের নামে এই ভজনালয়ই সর্ব্বপ্রথমে উৎসর্গীকৃত করা হয় এবং ইহা আব্রাহামনির্ম্মিত।

দ্বিতীয় দূত ইমেন রাজ্যের (২০) অধিপতি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন; তৃতীয় ব্যক্তি বসোরারাজের নিকট হইতে আসিয়াছিলেন। উভয়েই আরবদেশীয় অশ্ব উপহার স্বরূপ আনয়ন করিয়াছিলেন।

ইথিওপিয়া (২১) হইতে অপর দুইজন দূতের আগমন হইয়াছিল।

প্রথম তিনজন দূতের প্রতি যৎসামান্য সম্মানই প্রদর্শিত হইয়াছিল বা কোন সম্মানই প্রদর্শিত হয় নাই। ইহাদের সাজসজ্জা এরূপ শোচনীয় ছিল যে, প্রত্যেকেই সন্দেহ করিতেছিল যে উপহারের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ ও দূতগণের সঙ্গে যে বহুসংখ্যক অশ্ব ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্য বিনাশুল্কে তাহারা আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, সেই সকল অশ্ব ও পণ্য বিক্রয় দ্বারা প্রভূত অর্থোপার্জ্জনের জন্যই তাহারা আগমন করিয়াছিল। এই অশ্ব ও পণ্য বিনিময়ে তাহারা হিন্দুস্থানের পণ্য ক্রয় ও রপ্তানী দ্রব্যের উপর দেয়শুল্ক হইতে অব্যাহতি পাইবার দাবী করিয়াছিল।

---

(২০) মক্কার দক্ষিণ পূর্ব্বকোণে অবস্থিত।

(২১) আবিসিনিয়া রাজ্য।

ইথিওপিয়ারাজপ্রেরিত দৌত্যবাহিনী যৎকিঞ্চিৎ অধিকতর বর্ণনা-যোগ্য। ইথিওপিয়ারাজ ভারতবর্ষের বিপ্লবের বিস্তারিত বর্ণনা অবগত হইয়াছিলেন এবং স্বীয় ক্ষমতা ও সমৃদ্ধি পরিচায়ক দৌত্যবাহিনী প্রেরণ করিয়া এই বিশাল সাম্রাজ্যে স্বীয় খ্যাতি বিস্তারে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কিন্তু অপবাদের জনশ্রুতিতে (প্রকৃত পক্ষে সত্য কথাই) বিশ্বাস স্থাপন করিলে বলিতে হয় যে এই দৌত্যবাহিনী প্রেরণে ইথিওপিয়ারাজের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—মুক্তহস্ত আওরংজেবের নিকট হইতে মূল্যবান উপহার লাভ।

এক্ষণে এই প্রশংসনীয় দৌত্যবাহিনী সংক্রান্ত ব্যক্তিবর্গের বিষয় আলোচনা করা যাউক। ইথিওপিয়ারাজ যে দুইজন ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন তাঁহারা নিঃসন্দেহে তাঁহার দরবারে যথেষ্ট সম্মান ভোগ করিতেন এবং তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহাদের একজন মুসলমান বণিক্ ছিলেন এবং লোহিত সাগর হইয়া মিশর হইতে মক্কায় গমনকালে আমার সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি তখন তাঁহার পূজনীয় নরপতি কর্তৃক অনেক-গুলি ক্রীতদাস বিক্রয়ার্থ ও এই প্রকার প্রশংসনীয় উপায়ে বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা ভারতীয় পণ্য ক্রয়ার্থ মক্কায় প্রেরিত হইয়াছিলেন।

আফ্রিকার খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী মহৎ রাজার ইহাই সম্মানজনক ব্যবসায়!

অন্যতম দূত আর্ম্মেনীয়াবাসী ও খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী; ইনি আলেপ্পোয় জন্মগ্রহণ করিয়া তথায় বিবাহ করিয়াছিলেন এবং ইথিওপিয়ায় মুরাট্ নামে অভিহিত হইতেন। ইঁহারও সহিত আমার মক্কায় সাক্ষাৎলাভ হইয়াছিল এবং তথায় তিনি যে কেবল আমাকে তাঁহার কক্ষের অর্দ্ধাংশ বাসের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন না, এই ইতিহাসের প্রারম্ভে উল্লিখিত যে সকল কারণে আমি ইথিওপিয়া গমনে বিরত হইয়াছিলাম তাহা

তাঁহারই পরামর্শে (২২)। মুরাটও প্রত্যেক বর্ষে উল্লিখিত মুসলমান বণিকের ন্যায় একই উদ্দেশ্যেই মক্কায় প্রেরিত হইয়া থাকেন এবং সর্ব্বদাই তাঁহার প্রভুর নিকট হইতে আনীত উপহার ইংরাজ ও ওলন্দাজ বণিক্‌গণকে প্রদান ও তৎপরিবর্ত্তে ইঁহাদিগের প্রদত্ত উপহার গোওয়ারে লইয়া যান।

আফ্রিকাদেশীয় নরপতি যাহাতে তাঁহার প্রতিনিধির অবস্থানুযায়ী মুগল দরবারে উপস্থিত হইতে পারেন তজ্জন্য দৌত্যবাহিনীসংক্রান্ত ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রতিনিধি-দ্বয়কে দ্বাত্রিংশটী ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী (বালক বালিকা) অর্পণ করিয়া ইহাদিগকে বিক্রয় করিয়া ঐ অর্থদ্বারা দৌত্যবাহিনীর ব্যয় নির্ব্বাহের উপদেশ প্রদান করিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই উপহার কম ছিল না ; মক্কায় প্রতি ক্রীতদাস বা দাসী পঞ্চবিংশতি হইতে ত্রিংশৎ "ক্রাউন" (২৩) পর্য্যন্ত বিক্রীত হইত। এতদ্ব্যতীত, ইথিওপিয়ারাজ মুগল বাদশাহকে প্রদানার্থ পঞ্চবিংশতি নির্ব্বাচিত ক্রীতদাস প্রেরণ করিলেন ; ইহাদের নয় কি দশটী মুষ্কছেদনোপযোগী অল্প বয়স্ক বালক ছিল। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে উপযুক্ত উপহারই হইয়াছিল! তবে এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে আমাদের খ্রীষ্টধর্ম্ম ও ইথিওপিয়দিগের আচরিত খ্রীষ্টধর্ম্মে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। দূতগণ মুগল বাদশাহকে প্রদানার্থ অন্যান্য উপহারও সঙ্গে লইলেন ; তন্মধ্যে আরবদেশীয় অশ্বের ন্যায় মূল্যবান পঞ্চদশটী অশ্ব, এবং ক্ষুদ্র একজাতীয় অশ্বতর (২৪) ; (আমি এই অশ্বতরের চর্ম্ম দেখিয়াছি ; ব্যাঘ্রের চর্ম্মও এরূপ নহে) ; বৃহদাকারের একপ্রস্থ হস্তিদন্ত, এইগুলি এইরূপ

(২২) ২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২৩) প্রতি ক্রাউন ৪ শিলিং ৬ পেন্স।

(২৪) জিব্রা।

বৃহৎ যে একজন বলবান ব্যক্তি মৃত্তিকা হইতে ইহার একটীও উত্তোলন করিতে সমর্থ নহে; এবং যণ্ডের আরক পূর্ণ শৃঙ্গ (ইহা এরূপ বৃহৎ যে দিল্লীতে আমি ইহার পরিমাপ লইয়া দেখিতে পাইলাম যে ইহার ব্যাস অর্দ্ধফুট (২৫) অপেক্ষা বৃহৎ)।

দূতগণ উপরিউক্ত প্রকারে রাজোচিত বদান্যতা ও জাঁকজমকের সহিত সজ্জিত হইয়া ডাম্বিয়া প্রদেশে অবস্থিত ইথিওপিয়ার রাজধানী গোণ্ডার হইতে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা মরুভূমিময় এক জনপদ অতিক্রম করিয়া বাবেলমাণ্ডেবের নিকটবর্ত্তী ও মক্কার অপরতীরস্থ বিলোল নামক এক বন্দরে দুইমাস পরে উপনীত হইলেন। বণিক্‌গণ সচরাচর যে পথে ভ্রমণ করেন, তাঁহারা কোন কারণে (যাহা আমি সম্ভবতঃ আমার বর্ণনার অন্য কোন স্থানে প্রকাশ করিব) সে পথ হইয়া গোণ্ডার হইতে আরিক্কো গমনে সাহসী হন নাই। আরিক্কো হইতে মাসোয়াদ্বীপে গমন করিতে হয়। এই মাসোয়ায় দুর্গরক্ষার্থ তুরস্কাধিপতির সৈন্য আছে।

লোহিত-সাগর উত্তীর্ণ হইবার জন্য মক্কাগামী জাহাজে গমন করিতে তাঁহারা বিলোলে অপেক্ষা করিতেছিলেন। এইস্থানে দৌত্যবাহিনীর ব্যক্তিগণ জীবনধারণোপযোগী দ্রব্যাদির অভাবে পতিত ও কয়েকটী ক্রীতদাসের মৃত্যু হইয়াছিল।

দূতগণ মক্কায় উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে সে বৎসর তথায় ক্রীতদাসের অত্যন্ত আধিক্য হইয়াছে। এইজন্য তাঁহাদের সঙ্গের ক্রীতদাস ও দাসীগণ স্বল্পমূল্যে বিক্রীত হইল। বিক্রয়াদি ব্যাপার শেষ হইলে, তাঁহারা এক সুরাটগামী জাহাজে আরোহণ করিয়া পঞ্চবিংশদিবস পরে কোনপ্রকারে তথায় উপনীত হইলেন। কিন্তু কতিপয় ক্রীতদাস ও অনেকগুলি অশ্ব মৃত্যুমুখে পতিত হইল; সম্ভবতঃ আড়ম্বরপূর্ণ

(২৫) ইংরাজী ১২৪ ইঞ্চি।

দৌত্যবাহিনীর অভাব পূর্ণ করিবার অক্ষমতার জন্য ইহারা আহারের স্বল্পতায় ঐ দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অশ্বতরটী মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও উহার চর্ম্মখানি রক্ষিত হইয়াছিল।

সুরাটে কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত করিতে না করিতে বিজাপুরের শিবাজী (২৬) নামক একজন বিদ্রোহী, নগরে (২৭) প্রবেশ করিয়া নগর লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করিলেন। দূতগণের গৃহ এই মহাগ্নি হইতে রক্ষা পায় নাই এবং অগ্নি বা শত্রুর আক্রমণ হইতে তাঁহারা কেবল নিম্নোক্ত দ্রব্যগুলি রক্ষা করিতেই সমর্থ হইয়াছিলেন:—তাঁহাদের প্রত্যয়-পত্র গুলি; কয়েকটী ক্রীতদাস (যাহাদিগকে শিবাজী ধৃত করিতে সমর্থ হন নাই, অথবা যাহারা পীড়িত ছিল); তাঁহাদিগের ইথিওপীয় দেশীয় পরিচ্ছদ (এগুলির প্রতি শিবাজীর লোভের উদ্রেক হয় নাই); অশ্বতরের চর্ম্ম (আমার মনে হয় এইটী গ্রহণে শিবাজীর বিশেষ ইচ্ছা হয় নাই); এবং ষণ্ডের শৃঙ্গ (যাহার মধ্যস্থ মদ্য ইতঃপূর্ব্বেই নিঃশেষিত হইয়াছিল)।

এই সকল সম্মানীয় ব্যক্তি নিজেদের দুর্দ্দশার অতিশয়োক্তি সূচক গল্প প্রচারিত করিয়াছিলেন কিন্তু যে সকল দ্বেষপরবশ ভারতবাসী ইঁহাদের অবতরণ কালীন শোচনীয় অবস্থা (যথা পরিষ্কৃতবস্ত্র হীন, অর্থ বা হুণ্ডীবিহীন ও অন্নক্লিষ্ট) পরিদর্শন করিয়াছিল তাহারা বলিতেছিল যে দূতদ্বয়কে প্রকৃতপক্ষে সৌভাগ্যবান বলিতে হয় এবং সুরাট লুণ্ঠন তাঁহাদিগের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সুখকর ঘটনা, কারণ তাঁহাদের জঘন্য উপহার দিল্লী পর্য্যন্ত লইয়া যাইবার অপমান হইতে এই লুণ্ঠনের জন্যই তাঁহারা বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। ভারতীয়গণ বলিয়াছিল যে, ইথিওপিয় রাজার সুযোগ্য

(২৬) মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা শিবাজী।

(২৭) ১৬৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে সুরাট লুণ্ঠিত হয়।

প্রতিনিধিদ্বয়কে ভিক্ষুকের ন্যায় উপস্থিত হইতে এবং সুরাটের শাসনকর্তার নিকট জীবনধারণোপযোগী দ্রব্যাদি এবং রাজধানী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবার আবশ্যকীয় অর্থ ও যানাদি প্রার্থনার ছল শিবাজীই প্রদান করিয়াছিলেন। নিজ স্বার্থের জন্য মদ্য ও অধিকাংশ ক্রীতদাস বিক্রয়ের অপরাধ হইতে সুরাট লুণ্ঠনই তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিল।

ওলন্দাজকুঠীর অধ্যক্ষ আমার সুযোগ্যবন্ধু আদ্রিকান্ (২৮) আর্ম্মেনিয় মুরাটকে আমার নিকট একখানি পরিচয় পত্র প্রদান করিয়াছিলেন। আমি যে মক্কায় তাঁহারই অতিথি ছিলাম (২৯) শেষোক্ত ব্যক্তি তাহা অপরিজ্ঞাত থাকিয়া, দিল্লীতে এই পত্র আমার হস্তে প্রদান করিলেন। পাঁচ ছয় বৎসর পরে এইরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে সাক্ষাৎ অত্যন্ত আহ্লাদকর ও আশ্চর্য্যের বিষয় হইল। আমি আমার পুরাতন বন্ধুকে স্নেহের সহিত আলিঙ্গন করিলাম এবং আমার সাধ্যানুসারে তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম। যদিও সভাসদ্গণের সহিত আমার আলাপ একরূপ যথেষ্টই ছিল, তথাপি এই রিক্তহস্ত দূতগণের উপকার করা সুকঠিন বোধ করিতে লাগিলাম। অশ্বতরের চর্ম্ম ও যণ্ডের শৃঙ্গ (তন্মধ্যে তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রিয় শর্করার-মদ্য রক্ষা করিতেন)— ইহাই তাঁহাদের উপহার ছিল এবং মূল্যবান উপহারের অভাবে তাঁহাদের প্রতি যে ঘৃণা উদ্রেকের সম্ভাবনা ছিল তাহা তাঁহাদের মলিন বসনাদিতে বৃদ্ধি করিয়াছিল। নগ্নপদ ও নগ্নশীর্ষ ৭।৮ টী ক্রীতদাস সহ যাযাবর আরবজাতির ন্যায় পরিচ্ছদ পরিহিত অবস্থায় তাঁহাদিগকে পাল্কিতে দেখা গিয়াছিল। উক্ত ক্রীতদাসগণের পরিধানে ক্ষুদ্র

(২৮) পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২৯) পূর্ব্ববর্ত্তী ২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অপরিচ্ছন্ন একখণ্ড বস্ত্র ও বামস্কন্ধে তদ্রূপ অপরিস্কৃত ছিন্ন চাদর ছিল। দূতগণের ভগ্ন ও ভাড়াটীয়া শকট ব্যতীত অন্য শকট ছিল না; এবং আমাদের ধর্ম্মপ্রচারক যাজকের একটী অশ্ব ও আমার একটী (যাহা তাঁহারা মধ্যে মধ্যে লইয়া যাইতেন এবং যাহা তাঁহারা প্রায় শমন-সদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন) ব্যতীত তাঁহাদের অন্য অশ্বও ছিল না।

এই সকল ঘৃণিত ব্যক্তিগণের জন্য আমি বৃথা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম; তাঁহাদিগকে ভিক্ষুকের ন্যায় গণ্য করা হইত ও তাঁহাদের কার্য্যে আসক্তি প্রকাশিত হইত না। যাহা হোক এক দিবস আমার আগা দানিশমন্দ খাঁর (যিনি বৈদেশিক ব্যাপারে মন্ত্রী ছিলেন) সহিত কথোপকথন কালে আমি ইথিওপিয় রাজ্যের ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে এরূপ বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিলাম যে আওরংজেব তাঁহাদিগকে দর্শন দান ও তাঁহাদের পত্র গ্রহণে সম্মত হইলেন। তিনি উভয়কে সরাপা, কামদানী রেশমের কোমরবন্ধ ও তদ্রূপ উষ্ণীষ উপহার স্বরূপ প্রদান করিলেন; তাঁহাদের ভরণপোষণের আদেশ দিলেন এবং যখন তিনি তাঁহাদিগকে বিদায় প্রদান করিলেন (এই ব্যপার শীঘ্রই ঘটিয়াছিল), তখন তাঁহাদিগের প্রত্যেককে এক একটী সরাপা ও বর্ত্তমান কালের তিন সহস্র ক্রাউনের তুল্য ছয় সহস্র রৌপ্য মুদ্রা (৩০) প্রদান করিলেন; কিন্তু, এই অর্থ অসমান ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল; মুসলমান দূত চারি সহস্র ও খ্রীষ্টান মুরাট্ মাত্র দুইসহস্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আওরংজেব দূতগণের নিকট তাঁহাদের প্রভুর জন্য একটী বহু মূল্যবান সরাপা, রৌপ্যের গিল্টি করা দুইটী বৃহৎ বংশী, রৌপ্যনির্ম্মিত দুইটী ঢকা, একখানি মুক্তাসুশোভিত ছুরিকা, এবং প্রায় বিংশতিসহস্র ফ্রাঙ্ক মূল্যের

(৩০) ট্যাভানিয়ার্ তৎকালীন রৌপ্য মুদ্রার মূল্য ২ শিলিং ৩ পেন্স করিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন।

সুবর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা প্রেরণ করিলেন। ইথিওপিয়া দেশে মুদ্রার প্রচলন না থাকায় আওরংজেব মনে করিয়াছিলেন যে শেষোক্ত উপহার অধিকতর গ্রহণীয় ও দুর্লভ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

বাদশাহ বিশেষরূপে অবগত ছিলেন যে এই সকল মুদ্রার একটীও হিন্দুস্থানের বহির্দ্দেশে গমন করিবে না এবং দূতগণ প্রয়োজনীয় পণ্যক্রয়ে এইগুলি নিয়োগ করিবেন। তিনি যাহা বিবেচনা করিয়াছিলেন, কার্য্যেও তাহাই ঘটিল। দূতগণ মসলা, রাজা, রাণী ও যুবরাজের জন্য সুন্দর কার্পাস বস্ত্র, অঙ্গাবরণাদির জন্য কামদানীবস্ত্র, লোহিত ও নীলবর্ণের ইংলণ্ডজাত বস্ত্র, রাজার জন্য আবা (৩১) এবং অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীগণ ও তাহাদের সন্তানাদির জন্য অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের প্রচুর বস্ত্র ক্রয় করিয়াছিলেন। দূত বলিয়া তাঁহারা এই সকল দ্রব্যাদিও বিনা শুল্কে রপ্তানি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মুরাটের সহিত আমার বন্ধুতা সত্ত্বেও আমি তাহার স্বপক্ষে ক্ষমতা পরিচালন জন্য তিনটী কারণে অনুতপ্ত হইয়াছিলাম। প্রথম কারণ এই যে, তিনি তাঁহার পুত্রকে আমার নিকটে পঞ্চাশ মুদ্রায় বিক্রয় করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া পরে তিনশত মুদ্রার কমে বিক্রয় করিবেন না বলিয়া সংবাদ প্রেরণ করিলেন। পিতা নিজসন্তানকে বিক্রয় করিয়াছে এই কথা বলিবার আমার ক্ষমতা হইবে, এইজন্য আমি তিনশত মুদ্রাই প্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। বালকটী সুদৃশ্য ও গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের ছিল; ইথিওপিয়দিগের যেরূপ নাসিকা খাঁদা ইহার সেরূপ ছিল না। প্রতিশ্রুতিভঙ্গের জন্য আমি নিশ্চয়ই মুরাটের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম।

দ্বিতীয়তঃ, আমি অবগত হইয়াছিলাম যে, আমার বন্ধু ও তাঁহার সঙ্গী মুসলমান দূত ইথিওপিয়াস্থিত যে মসজিদটী পর্ত্তুগীজদিগের সময় হইতে

(৩১) আইন-ই-আকবরী প্রথম খণ্ড দ্বাত্রিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে তাহার পুনর্নির্ম্মাণের জন্য তাঁহাদের অধিপতিকে প্রোৎসাহিত করিতে আওরংজেবের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রতিশ্রুতি পালন করিবেন বুঝিয়া বাদশাহ তাঁহাদিগকে অগ্রিম দুই সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন। একজন দরবেশ ইসলামধর্ম্ম প্রচারার্থ মক্কা হইতে ইথিওপিয়ায় গমন করিয়া সফলতালাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই সমাধিস্থলে এই মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তদ্দেশীয় খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী রাজা একজন মুসলমানরাজপুত্র কর্ত্তৃক সিংহাসন হইতে বিতাড়িত হইলে পর্ত্তুগীজগণ প্রথমোক্তের সাহায্যার্থ সসৈন্যে গোয়া হইতে গমন করিয়া এই মসজিদ ধ্বংস করিয়াছিল।

মুরাটের ব্যবহারে আমার অসন্তোষের তৃতীয় কারণ এই যে, মুরাট ইথিওপিয়ার রাজার পক্ষ হইতে তাঁহাকে একখানি কোরাণ ও আটখানি ধর্ম্মপুস্তক প্রেরণ করিতে আওরংজেবের তোষামোদ করিয়াছিলেন। আমি এই আটখানি পুস্তকের নাম অবগত আছি এবং এগুলি ইসলাম ধর্ম্মের স্বপক্ষে আটখানি প্রধান পুস্তক।

খ্রীষ্টীয় রাজার পক্ষ হইয়া খ্রীষ্টীয় দূতের এরূপ করা আমার নিকট অত্যন্ত ঘৃণার্হ ও দূষণীয় বোধ হইয়াছিল। ইথিওপিয়ারাজ্যে খ্রীষ্টধর্ম্মের অত্যন্ত অবনতি সূচক যে বর্ণনা আমি মক্কায় অবগত হইয়াছিলাম, এই সকল ঘটনায় তাহা সুন্দররূপেই প্রমাণিত হইল। বস্তুতঃ ঐ রাজ্যের নিয়মাবলী ও অধিবাসিবৃন্দের স্বভাব অত্যন্ত মুসলমানোচিত এবং ইহাতেও কোন সন্দেহের কারণ নাই যে গোয়া হইতে প্রেরিত সৈন্যাবলী সাহায্যে যে রাজা সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে যাহারা কেবল নামেই খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী তাহাদের সংখ্যাও হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। উপরিউক্ত ঘটনার অব্যবহিত পরেই অধিকাংশ পর্ত্তুগীজ রাজমাতার চক্রান্তে রাজ্য হইতে দূরীভূত বা হত হইয়াছিল। গোয়া

হইতে আনীত জিস্থইট-ধর্ম্মযাজকও নিজ জীবনের জন্য পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

দূতগণের দিল্লীবাসকালে, আমার জ্ঞানান্বেষী আগা বহুবার তাঁহাদিগকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দেশের অবস্থা ও শাসন-তন্ত্র সম্বন্ধে তিনি অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কিন্তু নীল নদের উৎস সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল (৩২)। এই সম্বন্ধে তাঁহারা এরূপ সুন্দরভাবে কথোপকথন করিয়াছিলেন যে কাহারও এই সম্বন্ধে কোন সন্দেহের কারণ ছিল না। মুরাট্ ও অন্য একটী মুগল (যিনি মুরাটের সমভিব্যাহারে ইথিওপিয়া হইতে গমন করিয়া নীল নদের উৎস দর্শন করিয়াছিলেন) যে বিবরণ প্রদান করিলেন এবং আমি মক্কায় যে বর্ণনা অবগত হইয়াছিলাম তাহাতে যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে। ইঁহারা আমাদিগকে বলিলেন যে নীলনদ আগাস্দের দেশের নিকটবর্ত্তী দুইটী প্রস্রবণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে; ইহা ত্রিশ কি চল্লিশ গজ দীর্ঘ একটী ক্ষুদ্র হ্রদাকারে পরিণত হইয়াছে; এই হ্রদ হইতে বহির্গত জলরাশি একটী ক্ষুদ্র নদীতে পরিণত হইয়াছে; ইহাই ইতস্ততঃ সংযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর সহযোগে ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাঁহারা ইহাও বলিলেন যে, ইহা একটী বৃহৎ দ্বীপ নির্ম্মাণ করিয়া উহা পরিবেষ্টন করিয়াছে, এবং ইহা কয়েকটী খাড়া পর্ব্বত হইতে পতিত হইয়া একটী বৃহৎ হ্রদের সহিত সংযোজিত হইয়াছে; এই হ্রদে কয়েকটী উর্ব্বর দ্বীপ, বহু কুম্ভীর এবং

(৩২) বার্নিয়ার লিখিয়াছেন যে এই উৎসকে তাহারা আব্বাবাইল (Abbabile) বলিত। টীকাকার এই প্রসঙ্গে লিখিতেছেন, "clearly a corruption of An-Nil, 'the Nile.' In Arabic characters the words are almost identical." অর্থাৎ আন্-নীল্ বা ঐ নীল নদ ইহারই অপভ্রংশ। আরবী অক্ষরে শব্দগুলি প্রায় একই প্রকার।

(সত্য হইলে অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক) বহু সামুদ্রিক গোবৎস আছে। এই শেষোক্ত জন্তুর মুখ ব্যতীত মল ত্যাগের অন্য কোন ছিদ্র নাই। এই হ্রদ ডাম্বিয়া প্রদেশে গোণ্ডার হইতে তিনটী ও নীলের উৎস হইতে চারিটী কি পাঁচটী "আড্ডা" দূরে অবস্থিত। তাঁহারা ইহাও উল্লেখ করিলেন যে, নদীটী হ্রদ পরিত্যাগ কালে, যে সকল প্রচুর নদী ও জলস্রোত হ্রদে পতিত হয় তাহাদের সহিত সংযোজিত হইয়া বর্ষাকালে অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এই ঋতু ভারতবর্ষের ন্যায় জুলাইয়ের শেষ ভাগে আরম্ভ হয়। প্রসঙ্গক্রমে ইহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, এই জন্যই নীলের জল এত বৃদ্ধি পায়। এই নদী হ্রদ হইতে নির্গত হইয়া ইথিওপিয়াধিপতির করদ রাজ ফাঙ্গীর রাজধানী সোনার নিকট দিয়া প্রবাহিত হইয়া মিশরের প্রান্তরে উপনীত হয়।

দূতদ্বয় তাঁহাদের রাজ্যের ঐশ্বর্য্য ও সৈন্যাবলীর শক্তির বিষয় এরূপ ভাবে আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, আমার আগা ও আমি উভয়েই অসন্তুষ্ট হইলাম; কিন্তু তাঁহাদের সহকারী মুগল কদাপি এই সকল প্রশংসাসূচক বর্ণনায় যোগদান করেন নাই এবং তাঁহাদের অনুপস্থিতিকালে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে তিনি তথাকার এই সৈন্য রাজকর্ত্তৃক পরিচালিত অবস্থায় দুইবার দেখিতে পাইয়াছিলেন; ইহা অপেক্ষা হীন ও অনিয়মানুবর্ত্তী সৈন্যের বিষয় চিন্তা করা সম্ভবপর নহে।

মুরাটের সহকারী মুগল ইথিওপিয়া সম্বন্ধীয় অনেক সংবাদ আমাকে প্রদান করিয়াছিল; আমি এই সংক্রান্ত সকল বিষয়ই লিপিবদ্ধ করিয়াছি; ইহা কোন সময়ে সাধারণের নিকট প্রকাশের ইচ্ছা রহিল। বর্ত্তমানে, মুরাট্ কর্ত্তৃক বর্ণিত তিন চারিটী ঘটনা বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব। এই সকল ঘটনা খ্রীষ্টধর্ম্মসেবিত দেশে ঘটিয়াছিল বলিয়া বিশেষ আশ্চর্য্য-জনক বলিয়া পরিগণিত হইবে।

মুরাট্ বলিলেন যে ইথিওপিয়ার খুব অল্প লোকেরই একাধিক স্ত্রী নাই; তিনি ইহাও বলিতে লজ্জা বোধ করেন নাই যে আইনানুসারে বিবাহিতা পত্নী ব্যতীত (যিনি আলেপ্পোতে বাস করেন) তাঁহার নিজের দুইটী পত্নী আছে। তিনি উল্লেখ করিলেন যে, ভারতবর্ষীয় মুসলমান বা হিন্দুদের ন্যায় ইথিওপিয়ার স্ত্রীলোকগণ অন্তঃপুরে লুক্কায়িতা থাকে না এবং নিম্ন শ্রেণীস্থ অবিবাহিতা বা বিবাহিতা স্ত্রীলোকগণের মধ্যে আদৌ সতীত্ব নাই; অন্যান্য জাতির মধ্যে প্রচলিত স্ত্রীলোক-সংক্রান্ত ঈর্ষা ইহাদের মধ্যে একেবারেই দৃষ্ট হয় না। ওমরাহ-পত্নীগণ সুন্দর সভাসদের প্রতি আসক্তি প্রদর্শন বা তাহাদের গৃহে প্রকাশ্যে প্রবেশ করিতে দ্বিধা বা ভয় বোধ করে না।

মুরাট্ বলিলেন যে আমি ইথিওপিয়ায় প্রবেশ করিলে বিবাহ করিতে বাধ্য হইতাম। কয়েক বৎসর পরে একজন ইউরোপীয় পাদ্রী (যিনি গ্রীক দেশীয় চিকিৎসকরূপে পরিচিত ছিলেন) একপত্নী গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিনি তাহার অন্যতম পুত্রের জন্যই এই স্ত্রীলোককে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন।

অশীতিবর্ষবয়স্ক একব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক চতুর্ব্বিংশতিটী পুত্র ইথিওপিয়াধিপতির নিকট উপস্থিত করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে ঐ ব্যক্তির আর কোন সন্তান আছে কিনা। বৃদ্ধ উত্তর করিল যে, তাহার আর পুত্র সন্তান নাই, তবে আর কয়েকটী কন্যাসন্তান আছে। রাজা তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধকে সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিয়া বলিলেন "তুমি লজ্জিত না হইয়া আমার সম্মুখে যে উপস্থিত হইতে সাহসী হইয়াছ তজ্জন্য আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। আমার রাজ্যে কি স্ত্রীলোকের অভাব হইয়াছে যে তোমার ন্যায় বৃদ্ধ মাত্র চতুর্ব্বিংশতি সন্তানের পিতা?" রাজা স্বয়ং অন্ততঃ অশীতি সন্তানের পিতা। এই সকল সন্তান অন্তঃপুরের

সর্ব্বত্রই একত্র হইয়া ভ্রমণ করে। ইহাদের হস্তস্থিত গদারন্যায় গোলাকার চাকচিক্যশালী যষ্টি (যাহা রাজা ইহাদের জন্যই প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন এবং যাহা ইহারা বিশেষ আমোদ সহকারে বহন করে) দ্বারা অন্তঃপুরস্থ অন্যান্য স্ত্রীলোকের সন্তান বা ক্রীতদাসগণের সন্তান হইতে ইহাদিগকে পৃথক বলিয়া জানা যায়।

আওরংজেব এই দূতগণকে দুইবার ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তিনিও আমার আগার ন্যায় আশা করিয়াছিলেন যে তাঁহাদিগের সহিত কথোপকথন করিয়া নিজ জ্ঞানবৃদ্ধি করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের দেশস্থ ইসলাম ধর্ম্মসম্বন্ধীয় তথ্যানুসন্ধানই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি অশ্বতরের চর্ম্মখানি দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা পরে দুর্গের কর্ম্মচারীদিগের নিকট ছিল। ইহাতে আমি অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছিলাম; আমি দূতগণের যে উপকার সাধন করিয়াছিলাম তাহারই প্রতিদান স্বরূপ ইহা আমাকে প্রদত্ত হইবে তাঁহারা এইরূপ প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন এবং একদিবস আমি ইহা ইউরোপে এইবিষয়ে অনুরক্ত কোন ব্যক্তিকে প্রদান করিব এইরূপ আশা করিয়াছিলাম। আমি এই চর্ম্ম ও শৃঙ্গটী বাদশাহকে প্রদর্শন করিবার জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়াছিলাম; কিন্তু ইহাতে তাহাদিগকে খুবসম্ভব অপ্রস্তুত হইতে হইত। সুরাট লুণ্ঠনে আরক নিঃশেষিত হইয়াছে, অথচ শৃঙ্গটী রক্ষা পাইয়াছে ইহা কিপ্রকারে সম্ভব হইতে পারে?

ইথিওপিয়ার দৌত্যবাহিনী দিল্লী অবস্থান কালে, আওরংজেব তৃতীয় পুত্র সুলতান আকবরের (৩৩) (যাঁহাকে তিনি নিজ সিংহাসনের

(৩৩) প্রকৃত পক্ষে ইনি চতুর্থ পুত্র ছিলেন। (তৃতীয় পুত্র পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া পারস্যে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইয়া তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন)। ইঁহারই সহিত বাদশাহ দারার কন্যার বিবাহ দিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

উত্তরাধিকারী করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন) উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগের জন্য আমদরবার ও দরবারস্থ শিক্ষিতব্যক্তিবর্গকে আহূত করিলেন। তিনি এইক্ষেত্রে এরূপ আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যাহাতে এই রাজপুত্র মহৎ ব্যক্তি হইবার উপযোগী শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। যে সকল রাজপুত্রের হস্তে বহুজাতির অদৃষ্ট ন্যস্ত হইবে, তাঁহাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের আবশ্যকতায় বিষয় হৃদয়ঙ্গম করাইতে আওরংজেব অপেক্ষা অন্য কেহই সমর্থ ছিলেন না। বাদশাহ বলেন যে রাজপুত্রেরা যেরূপ অপর অপেক্ষা ক্ষমতা ও পদমর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ জ্ঞানে এবং ধর্ম্মে তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ হওয়া আবশ্যক। এসিয়ার সাম্রাজ্যগুলির দুর্দ্দশা, অন্যায় শাসন ও তজ্জনিত অবনতির কারণ অনুসন্ধান করা তাঁহার মতে অত্যাবশ্যক, এবং রাজন্য-বর্গের সন্তানগণের শিক্ষার ত্রুটী ও কুনীতিই ঐরূপ ঘটিবার কারণ। বাল্য হইতেই স্ত্রীলোক, খোজা, ও রুসিয়া, সার্কেসিয়া, মিংগ্রেলিয়া, জর্জ্জিয়া বা ইথিওপিয়ার ক্রীতদাসের হস্তে (যাহাদের অন্তঃকরণ স্বভাবতঃই নীচ) ন্যস্ত এবং গুরুজনের প্রতি দাসোচিত ও নীচ এবং অধীনদিগের প্রতি গর্ব্বিত ও অত্যাচারী ভাব প্রযুক্ত হইয়া, এই সকল রাজপুত্র সিংহাসনে আরোহণ কালে স্বীয় কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতাবস্থায় অন্তঃপুর পরিত্যাগ করেন। তাঁহারা যেন অন্য পৃথিবী হইতে আগমন করিয়া অথবা ভূমধ্যস্থ গহ্বর হইতে বাহির হইয়া নির্ব্বোধের ন্যায় প্রত্যেক দ্রব্যের দিকে চাহিতে চাহিতে জীবনের রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করেন। বালকগণের ন্যায় তাঁহারা প্রত্যেক বিষয়েই প্রত্যয়স্থাপন বা প্রত্যেক দ্রব্যকেই ভয় করেন ; অথবা অজ্ঞতাজনিত একগুঁয়েমি এবং অমনোযোগিতার সহিত বিজ্ঞ উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া মূর্খজনোচিত কার্য্যে অগ্রসর হইয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রকৃতি অনুযায়ী অথবা মনে যে চিন্তার উদ্রেক হয় তদনুযায়ী, এই সকল রাজপুত্র সিংহাসনাধিরোহণ

করিয়াই মহৎ বা গম্ভীরের ন্যায় ভাণ করেন; কিন্তু ইহা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, এই মহত্ত্ব বা গাম্ভীর্য্য তাঁহাদের প্রকৃতিগত নহে, বরং কুশিক্ষাই এই সকল বাহ্যিকগুণের হেতু এবং প্রকৃতপক্ষে এগুলি বর্ব্বরতা ও অহঙ্কারেরই নামান্তর মাত্র; অথবা তাঁহারা ব্যবহারে বালকোচিত (কারণ অস্বাভাবিক ও বলপূর্ব্বক প্রদর্শিত) নম্রতা প্রকাশ করেন। এসিয়ার ইতিহাসাভিজ্ঞ কোন্ ব্যক্তি এই বর্ণনার সত্যতা অস্বীকার করিতে পারেন? এসিয়ার রাজন্যবর্গ কি অন্ধ ও পশুর ন্যায় নির্দ্দয় নহেন? বিচার বা দয়াহীন নৃশংস নহেন? তাঁহারা কি নীচ ও নিন্দনীয় পান দোষে এবং অতিরিক্ত ও লজ্জাহীন ব্যসনে অসক্ত নহেন? এবং বেশ্যাসংসর্গে নিজ নিজ শারীরিক স্বাস্থ্য ও জ্ঞানশক্তি বিনষ্ট করেন না? অথবা, রাজসংক্রান্ত কার্য্যে বিরত থাকিয়া তাঁহারা কি মৃগয়ায় সময়াতিপাত করেন না? শিকারের পশ্চাদ্ধাবনে-ব্রতী হৃদয়হীন বাদশাহ কি ক্ষুধা, উত্তাপ, শীত ও ক্লান্তিতে মৃত্যুমুখে পতিত বহুসংখ্যক দরিদ্র ব্যক্তির কথা বিস্মৃত হইয়া কয়েকটী সারমেয়ের প্রতি নিজ চিন্তা ও স্নেহ প্রযুক্ত করেন না? এককথায়, এসিয়ার রাজন্যবর্গ নিয়ত অত্যন্ত দূষণীয় ব্যসনাসক্ত থাকেন এবং আমি পূর্ব্বে যেরূপ উল্লেখ করিয়াছি নিজ নিজ প্রকৃতিগত অভ্যাস বা প্রথমশিক্ষার জন্য এই সকল ব্যসনের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। সম্রাট্ নিজ রাজ্যের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা পরিজ্ঞাত এরূপ দৃষ্টান্ত একান্তই বিরল। অনেক সময়েই রাজ্যশাসন উজীরের হস্তে ন্যস্ত হয় এবং যাহাতে এই উজীর নির্ব্বিঘ্নে ও বিনা প্রতিবাদে শাসন করিতে পারেন, তজ্জন্য তিনি তাঁহার প্রভুকে সকল প্রকার নীচ আমোদে রত থাকিতে প্রোৎসাহিত করেন এবং জ্ঞানলাভ হইতে বিরত রাখা তাঁহার অভিসন্ধির অত্যাবশ্যকীয় কর্ত্তব্য মনে করেন। যদি প্রধান মন্ত্রীকর্ত্তৃক

রাজদণ্ড দৃঢ়রূপে ধৃত না হয় তবে রাজমাতা (যিনি প্রথমে হীন ক্রীতদাসীরূপেই অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিলেন) ও একদল খোজাকর্ত্তৃক দেশ শাসিত হয়। শেষোক্তদের নীতি সীমাবদ্ধ ও অনুদার এবং তাহারা অসভ্যোচিত অভিসন্ধিতেই ব্যাপৃত থাকে; একে অপরকে নির্ব্বাসিত, বন্দীকৃত ও হত্যা করে এবং কখন কখন ওমরাহ ও উজীরকেও হত্যা করিতে বিরত হয় না। বস্তুতঃ এই সকল ক্রীতদাসগণের শাসনে, সম্পত্তিশালী কোন ব্যক্তিই এক দিবসের জন্যও নিরাপদ নহেন।

বর্ণিত দৌত্যবাহিনীগুলি আওরংজেব কর্ত্তৃক অভ্যার্থিত হইবার পরে দরবারে সংবাদ পৌঁছিল যে, সীমান্তপ্রদেশে পারস্য হইতে দূত উপনীত হইয়াছেন। মুগল দরবারস্থ পারসীক ওমরাহ ও অন্যান্য সভাসদগণ প্রচার করিলেন যে, অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যের জন্যই দূত হিন্দুস্থানে আগমন করিতেছেন। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গ এই জনশ্রুতিতে কোনরূপ আস্থা স্থাপন করিলেন না; প্রধান ঘটনা ঘটিবার সময় অতিবাহিত হইয়াছে এবং ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে নিজজাতিকে সমুন্নত করিবার বৃথা গর্ব্বিত ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াই এই জনশ্রুতি প্রচারিত হইয়াছিল। উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ কর্ত্তৃক ইহাও প্রচারিত হইয়াছিল যে, সীমান্তপ্রদেশে দূতের সহিত সাক্ষাৎ ও রাজধানীপথে তাঁহাকে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদানের জন্য যে ওমরাহ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি দৌত্যবাহিনীর প্রধান উদ্দেশ্য অবগত হইবার জন্য বিশেষভাবে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। উক্ত ওমরাহ ও সভাসদ্‌বর্গ বলিতেছিলেন যে আওরংজেব প্রেরিত ওমরাহ অহঙ্কারী পারসীক দূত বাদশাহকে সালাম করিতে ও তৃতীয় ব্যক্তির হস্ত হইতে পত্রগ্রহণের যে প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে তাহার জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত করিতে আদেশপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিলাম তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, ঐ সকল কথা মিথ্যা

গল্প মাত্র এবং এই সকল কৌশল অবলম্বন করিতে আওরংজেবের কোনই আবশ্যকতা ছিল না।

দূত রাজধানীতে প্রবেশ করিলে উপযুক্ত সম্মানসহকারে অভ্যর্থিত হইলেন। যে সকল বাজারের অভ্যন্তর হইয়া তিনি অগ্রসর হইলেন, সেই সকলগুলিই নূতন করিয়া সজ্জিত হইয়াছিল এবং রাজপথের উভয় পার্শ্বে স্থাপিত অশ্বারোহী সৈন্য তিন মাইলেরও অধিক দূর স্থান অধিকার করিয়াছিল। অনেক ওমরাহ, বাদ্যযন্ত্রসমভিব্যাহারে শোভাযাত্রার সহিত গমন করিয়াছিলেন এবং দুর্গের (অর্থাৎ রাজপ্রাসাদের) সিংহ-দ্বারে প্রবেশকালে সম্মানসূচক তোপধ্বনি হইয়াছিল। আওরংজেব দূতকে অত্যন্ত শিষ্টাচারের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন, পারসীক প্রথায় সালাম করিলে কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না এবং দূতের হস্ত হইতে পত্রসমূহ গ্রহণ করিতে কোনরূপে সঙ্কুচিত হইলেন না; এমন কি সম্মান প্রদর্শনের জন্য পত্রগুলি প্রায় নিজের মস্তক পর্য্যন্ত উত্তোলন করিয়াছিলেন। একজন খোজা পত্রগুলির মোহর উন্মোচনে বাদশাহকে সাহায্য করিলে বাদশাহ গম্ভীর ও ভক্তিমানবদনে পত্রপাঠ করিয়া তাঁহারই সম্মুখে দূতকে স্বুবর্ণ ও রৌপ্যের কারুকার্য্য সমন্বিত সরাপা পরিধানের আদেশ প্রদান করিলেন। এই আচার অনুষ্ঠিত হইলে পারসীক দূতকে অবগত করান হইল যে উপহার প্রদানের সময় উপস্থিত হইয়াছে। কামদানী অঙ্গাবরণশোভিত অত্যন্ত সুশ্রী পঞ্চবিংশতি অশ্ব, সুশিক্ষিত কুড়িটী উষ্ট্র (এইগুলি দেখিতে আকারে ও বলে ক্ষুদ্র হস্তী বলিয়া ভ্রম হইল), উৎকৃষ্ট গোলাপজল ও "বিদমিষ্ক্" (৩৪) পরিপূর্ণ অনেকগুলি আধার (শেষোক্তটীঅত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ও বিশেষ আদরণীয় হইত), সুবৃহৎ ও সুন্দর পাঁচ ছয়খানি কার্পেট, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পাঙ্কিত ও অত্যন্ত মূল্যবান কয়েকখণ্ড

(৩৪) 'Beidmichk'—বীদ্-ই-মিশ্‌ক্ এক প্রকার উদ্ভিজ্জাত সুগন্ধি দ্রব্য।

কিংখ্যাব, (এইগুলি এত সুন্দর ও সুচারুকারুকার্য্য সমন্বিত যে আমার সন্দেহ হয় যে ইউরোপে এত সুন্দর কোনদিন দৃষ্ট হয় নাই), দামস্কাসে নির্ম্মিত চারিখানি তরবারী ও বহু মূল্যবান প্রস্তরখচিত ঐ সংখ্যক ছুরিকা এবং পাঁচ কি ছয় প্রস্ত অশ্বের সাজসজ্জা—এইগুলি প্রশংসিত হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে শেষোক্তগুলি অত্যন্ত সুদৃশ্য ও বহু মূল্যবান ছিল ; এইগুলি মূল্যবান কামদানী কাজ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তা ও অত্যুৎকৃষ্ট "টাকু´ইস" (৩৫) প্রস্তরযুক্ত ছিল।

কথিত আছে যে, এই সুন্দর উপহারে আওরংজেব যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছিলেন; তিনি প্রত্যেক দ্রব্যই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা পূর্ব্বক প্রত্যেকের সৌন্দর্য্য ও দুষ্প্রাপ্যতা লক্ষ্য এবং পারস্যাধিপতির বদান্যতার অবিরত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দরবারের প্রধান ওমরাহদিগের মধ্যে তিনি দূতের স্থান নির্দ্দেশ ও দূতের দীর্ঘ ও ক্লেশকর পর্য্যটনের কথা উল্লেখ করিয়া ও প্রত্যহ তাঁহার দর্শনলাভের ইচ্ছা কয়েকবার প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

দূত দিল্লীতে চারি পাঁচ মাস আওরংজেবের ব্যয়ে বিশেষ জাঁকজমকের সহিত বাস করিলেন। প্রধান ওমরাহগণ ক্রমান্বয়ে তাঁহাকে বৃহৎ বৃহৎ ভোজে আপ্যায়িত করিলেন. স্বদেশ-প্রত্যাগমনে আদিষ্ট হইবারকালে বাদশাহ তাঁহাকে পুনর্ব্বার মূল্যবান সরাপাভূষিত ও অন্যান্য মহার্ঘ উপহার প্রদান করিলেন। পারস্যাধিপতির নিকট দৌত্যবাহিনী প্রেরণেচ্ছায় তাঁহার জন্য উপহারাদি এ সময়ে প্রদান করিলেন না। তিনি শীঘ্রই এই দৌত্যবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন।

এই শেষোক্ত দূতের প্রতি প্রকাশ্যে যথেষ্ট সম্মান আওরংজেব কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইলেও, দরবারস্থ পারসীকগণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে

(৩৫) অন্যতম পর্য্যটক ট্যাভার্নিয়ার এই প্রস্তরের বর্ণনা করিয়াছেন।

পারস্যাধিপতি দারার হত্যা ও শাহ জাহানের কারারোধ স্বধর্ম্মানুরক্ত মুসলমানের অকর্ত্তব্য বলিয়া পত্রে আওরংজেবকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইহাও বলিয়াছিলেন যে, আলমগীর বা পৃথিবীবিজেতানাম ধারণ ও হিন্দুস্থানের মুদ্রায় এই নাম অঙ্কিত করিবার জন্যও পারস্যের শাহ বাদশাহকে নিন্দা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সত্য বলিয়া সমর্থন করিতে লাগিলেন যে পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল "তুমি যখন আলমগীর হইয়াছ, তখন আমি তোমাকে তরবারী ও অশ্ব প্রেরণ করিতেছি। এক্ষণে আমার সম্মুখীন হও।" প্রকৃতপক্ষে ইহা হইলে আওরংজেবকে যুদ্ধেই আহ্বান করা হইত। আমি যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি তাহাই উল্লেখ করিলাম; প্রতিবাদ করা আমার ক্ষমতার বহির্ভূত। এতদ্দেশীয় ভাষায় অভিজ্ঞ হইলে, বন্ধু থাকিলে এবং কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য আমার ন্যায় অর্থ ব্যয় করিলে, রাজসভার গুপ্ত সংবাদ সহজেই অবগত হইতে পারা যায়। কিন্তু আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারি না যে পারস্যের শাহ ঐরূপ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যদিও নিজ ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠা প্রচারকালে পারসীকগণ অত্যন্ত উচ্চভাবে কথোপকথন করে, তথাপি ঐরূপ ভাষা অত্যন্ত শূন্য গর্জ্জন ও ভীতিপ্রদর্শন বলিয়া মনে হয়। বরং, হিন্দুস্থানের ন্যায় রাজ্য আক্রমণ করা পারস্যের পক্ষে সম্ভবপর নহে, আমি অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের এই মত প্রত্যয়যোগ্য বলিয়া মনে করি। হিন্দুস্থানের নিকটবর্ত্তী কান্দাহার ও তুরস্কের নিকটবর্ত্তী সীমান্তপ্রদেশ রক্ষাই পারস্যের পক্ষে যথেষ্ট। পারসীকজাতির অর্থ ও ক্ষমতার পরিমাণ সূক্ষ্মভবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পারস্যের সম্রাট শাহ-অব্বাস্ (৩৬) নির্ভীক, সুশিক্ষিত ও সুবিবেচক; তিনি প্রত্যেক

(৩৬) পারস্য-সম্রাট, ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনাধিরোহণ করেন ও ১৬২৯ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। ইনি ইসপাহানে পারস্যের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

ঘটনাই নিজের অনুকূলে করিয়া লইতে পারেন এবং সামান্য চেষ্টায় বৃহৎ অভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করেন ; এরূপ সম্রাট্ পারস্যের সিংহাসন সকল সময়েই অলঙ্কৃত করেন না। যদি হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে পারস্যের কোন অভিসন্ধি থাকে, অথবা যেরূপ কথিত হয়, শাহ জাহান ও মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যই পারস্য অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে, তবে দীর্ঘকালব্যাপী আভ্যন্তরীণ বিবাদে পারস্য কেন শান্ত ও উদাসীন দর্শকের ন্যায় নিশ্চিন্ত ছিল ? দারা, শাহ জাহান, সুলতান শুজা এবং সম্ভবতঃ কাবুলের শাসনকর্ত্তার প্রার্থনায় পারস্য অবিচলিত ছিল কেন ? সে ত সহজেই ক্ষুদ্র সৈন্য বাহিনীর সাহায্যে ও অল্পব্যয়ে কাবুল হইতে সিন্ধুর তীর পর্য্যন্ত—এমন কি আরও দূরের—হিন্দুস্থানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ জয় করিতে পারিত ? এবং এই প্রকারে প্রত্যেক বিবাদে মধ্যস্থ হইতে পারিত ?

পারস্যের শাহার পত্রে কোন অসন্তুষ্টিকর কথা ছিল, কিম্বা আওরংজেব দূতের ব্যবহারে বা ভাষায় অপরাধ গ্রহণ করিয়াছিলেন। দৌত্যবাহিনীর দিল্লী পরিত্যাগের দুই তিন দিবস পরে বাদশাহ অভিযোগ করিলেন যে, দূতের আদেশানুযায়ী পারস্যের শাহার প্রদত্ত অশ্বগুলির জঙ্ঘার মাংস্য কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই জন্য সীমান্তপ্রদেশে দূতের পথরোধ করিয়া তিনি যে সকল ভারতীয় ক্রীতদাস লইয়া যাইতেছিলেন সেগুলি কাড়িয়া লইবার জন্য আওরংজেব আদেশ প্রেরণ করেন। ইহা সত্য যে এই সকল ক্রীতদাসের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল ; দুর্ভিক্ষের জন্য তিনি এইগুলি অত্যন্ত সস্তায় ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং কথিত আছে যে তাঁহার পরিচারকবর্গ অনেকগুলি বালকবালিকাকে অপহরণ করিয়াছিল।

এই দৌত্যবাহিনীর দিল্লী অবস্থানকালে আওরংজেব যথাযথভাবে

ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা শাহ জাহান ঠিক এইরূপ এক সময়ে অসাময়িক উদ্ধত ব্যবহার করিয়া শাহ্-আব্বাসের দূতের ক্রোধ বা অস্বাভাবিক ঘনিষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার ঘৃণা-উদ্রেক করিয়াছিলেন।

কোন পারসীক ভারতীয়গণের সম্বন্ধে বিদ্রূপাত্মক গল্প করিতে হইলে নিম্নলিখিত আখ্যান বিবৃত করে।

শাহ জাহান শাহ্-আব্বাসের দূতের ঔদ্ধত্য নিবারণে কয়েকবার বৃথা চেষ্টা করিয়া (কারণ কোন প্রকার তর্ক বা উপদেশ এই দূতকে বাদশাহকে ভারতীয় পদ্ধতি অনুযায়ী সালামে প্রবর্ত্তিত করান যায় নাই) অবশেষে তিনি স্বীয় উদ্দেশ্যসাধন মানসে নিম্নোক্ত ছলনা অবলম্বন করিলেন। তিনি আদেশ করিলেন যে আম-খাসের অঙ্গনের দ্বার রুদ্ধ করিয়া কেবল তাহার ক্ষুদ্র দ্বারটী উন্মুক্ত রাখিতে হইবে; এই শেষোক্ত দ্বার এরূপ ক্ষুদ্রায়তন ছিল যে, যে কোন ব্যক্তি ইহার অভ্যন্তর দিয়া প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলে শরীর নত ও ভারতীয় প্রথানুযায়ী সালামের ন্যায় মস্তক অবনত করিতে হয়। শাহ জাহান এই প্রকার অভিসন্ধি অবলম্বন করিয়া আশা করিয়াছিলেন যে দূত বাদশাহ সকাশে উপস্থিত হইবার কালে দরবারে যে প্রকার মস্তক নত করিতে হয়, তাহা অপেক্ষা অধিকতর নত করিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু অহঙ্কারী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি পারসীক বাদশাহের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া বাদশাহের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দ্বারদেশের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিলেন। শাহ জাহান দূতের কৌশলে পরাজিত হইয়া ঘৃণাভরে বলিলেন "হতভাগ্য! তুমি কি মনে করিতেছ যে তোমার ন্যায় গর্দ্দভপূর্ণ আস্তাবলে তুমি প্রবেশ করিতেছ?" দূত উত্তর করিলেন "হাঁ, আমি তাহাই অনুমান করিয়াছিলাম। এমন কে আছে যে এরূপ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবার কালে গর্দ্দভ ব্যতীত অন্য কিছু দেখিতে যাইতেছে মনে করিতে পারে?"

অন্য একটী আখ্যান এইরূপ—শাহ জাহান পারসীক দূতের কোন কর্কশ ও অসভ্যতাসূচক উত্তরে উত্তেজিত হইয়া বলিয়াছিলেন "হা হতভাগ্য! শাহ-আব্বাসের দরবারে কি কোন ভদ্রলোক নাই যে, তিনি এরূপ নির্ব্বোধকে আমার নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন।" "নিশ্চয়ই! আমা অপেক্ষা অনেক মার্জ্জিত-রুচি বিশিষ্ট ও শিক্ষিত ব্যক্তি আমার সম্রাটের দরবারে থাকেন। কিন্তু যে দেশের যেরূপ বাদশাহ, তিনি সেই দেশে সেইরূপ দূত প্রেরণ করেন।"

এক দিবস বাদশাহ দূতকে নিজের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য বারের ন্যায় দূতকে বিরক্ত ও অস্থির করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন; পারসীক দূতকে অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে অনেকগুলি অস্থি সংগ্রহে ব্যাপৃত দেখিয়া বাদশাহ গম্ভীরভাবে বলিলেন "দূতপ্রবর, কুক্কুরগুলি কি গ্রহণ করিবে?" তৎক্ষণাৎ ত্বরিতে দূত উত্তর করিলেন "খিঁচুড়ী"। খিঁচুড়ী শাহ জাহানের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য ছিল এবং তিনি ঠিক সেই সময়ে খিঁচুড়ী-ভোজনে ব্যাপৃত ছিলেন।

বাদশাহের নূতন রাজধানী সম্বন্ধে দূতের মতামত ও ইস্পাহানের সহিত এই নূতন দিল্লীর তুলনা করিতে বলিলে দূত উত্তর করিলেন "ঈশ্বরের নামে বলিতেছি, আপনার দিল্লীর ধূলির সহিত ইস্পাহানের তুলনা হইতে পারে না।" বাদশাহ ইহাতে দিল্লীর যথেষ্ট প্রশংসা করা হইল মনে করিলেন, কিন্তু দূত দিল্লীর অসহনীয় ধূলির জন্যই উপহাসচ্ছলে ঐরূপ তুলনা করিয়াছিলেন।

অবশেষে পারসীকগণ প্রচার করিলেন যে তাঁহাদের স্বদেশবাসী শাহ জাহান কর্ত্তৃক হিন্দুস্থান ও পারস্যাধিপতির ক্ষমতার কথা অকপট ভাষায় প্রকাশ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষের বাদশাহকে পূর্ণচন্দ্র এবং পারস্যের শাহকে দ্বিতীয়া বা তৃতীয়ার চন্দ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

প্রথমতঃ বাদশাহের নিকট এই উত্তর অত্যন্ত গৌরবময় বলিয়া বোধ হইয়াছিল ; কিন্তু দূতের প্রকৃত অর্থ অবগত হইলে ইহা তাঁহার নিকট অত্যন্ত ক্ষোভের কারণ হইল। প্রকৃত অর্থ এই যে হিন্দুস্থানের রাজ্য পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অবনতির পথে ও পারস্যসাম্রাজ্য দ্বিতীয়া ও তৃতীয়ার চন্দ্রের ন্যায় উন্নতির মার্গে উঠিতেছিল।

ভারতবর্ষীয় পারসীকগণ এই প্রকার কৌতুকপ্রিয়তার জন্য গর্ব্বানুভব করিতেন এবং তাঁহারা এই সকল গল্প বর্ণনা করিতে কদাপি ক্লান্তি বোধ করিতেন না। আমার মনে হয় অহঙ্কার ও অদমনীয় ব্যবহার অথবা বিদ্রূপাত্মক প্রকৃতি অপেক্ষা গম্ভীর ও বিনীত আচরণই দূতের পক্ষে প্রশস্ত। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শাহ-আব্বাসের প্রতিনিধি অন্য কোনরূপ উচ্চ মনোবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত না হইলেও সাধারণ পরিণামদর্শিতা দ্বারাও আপনাকে সংযত রাখিতে পারেন নাই এবং স্বেচ্ছাচারী বাদশাহের (যাঁহাকে তিনি নির্ব্বোধের ন্যায় ও অনাবশ্যক কারণে বিরক্ত করিয়াছিলেন) ক্রোধ হইতে তিনি কি ভাবে উদ্ধার পাইবেন তাহাও তিনি বিবেচনা করেন নাই। শাহ জাহানের দ্বেষ এরূপ ভীষণ ও প্রকাশ্য হইয়া পড়িয়াছিল যে তিনি দূতকে কেবল কুৎসিত ভাবেই সম্বোধন করিতেন এবং গোপনে আদেশ প্রদান করিলেন যে পারসীক-দূতের দরবারে উপস্থিত হইবার সময়ে দীর্ঘ ও অপ্রশস্ত রাস্তা দিয়া গমনকালে তাঁহার হত্যার জন্য যেন মদোন্মত্ত হস্তী প্রেরিত হয়। অপেক্ষাকৃত অল্প কৌশলী ও কাপুরুষ ব্যক্তি হইলে দূত নিশ্চয়ই হত হইতেন ; কিন্তু তিনি পাল্কী হইতে এরূপ ত্বরিত গতিতে ঝম্পপ্রদানে সমর্থ হইলেন এবং তাঁহার অনুচরগণ সহ এরূপ দ্রুতবেগে ও ক্ষিপ্রকারিতার সহিত হস্তীর শুণ্ডে বাণ নিক্ষেপ করিলেন যে হস্তী ভীত হইয়া পলায়ন করিল।

পারসীক দৌত্যবাহিনীর প্রত্যাগমনের সময়েই আওরংজেব তাঁহার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক মোল্লা সালেকে (৩৭) সেই সুবিখ্যাত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ইহা একটী অতি সুন্দর আখ্যান। এই বৃদ্ধ ব্যক্তি শাহ জাহান কর্ত্তৃক প্রদত্ত কাবুলের নিকটবর্ত্তী একটী স্থানে কয়েক বৎসর যাবৎ বাস করিতেছিলেন। এই সময়ে তিনি আত্মবিরোধের পরিসমাপ্তি ও তাঁহার ভূতপূর্ব্ব ছাত্রের দুরাশাসিদ্ধির কথা অবগত হন। তিনি তৎক্ষণাৎ ওমরাহ পদে উন্নীত হইবেন মনে করিয়া ঝটিতি দিল্লী আগমন করেন এবং রৌশন্আরা বেগম পর্য্যন্ত ক্ষমতাপন্ন সকলকেই তিনি তাঁহার পক্ষভুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এরূপ ব্যক্তি যে দরবারের সীমায় উপস্থিত আছেন আওরংজেব তিনমাসের মধ্যে তাহা ভাবেও প্রকাশ করিলেন না; কিন্তু অবশেষে সর্ব্বদাই তাঁহাকে তাঁহার সম্মুখে দেখিয়া বাদশাহ তাঁহাকে একটী নিভৃত কক্ষে আগমন করিতে আদেশ করিলেন। এই স্থানে হাকিম্-উল্-মুলুক দানিশমন্দ খাঁ ও তিন চারিজন অভিজ্ঞ উচ্চপদস্থ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তখন বাদশাহ প্রায় নিম্নোক্ত প্রকারে বলিলেন। আমি 'প্রায়' কথাটী ব্যবহার করিতেছি, কারণ ঠিক ভাবে এরূপ দীর্ঘ বক্তৃতা নকল করা অসম্ভব। যাঁহার নিকট হইতে আমি ইহা শ্রুত হইয়াছিলাম আমার সেই আগার পরিবর্ত্তে আমি উপস্থিত থাকিলেও ইহা একেবারে শুদ্ধভাবে বলিতে পারিতাম না। তথাপি আওরংজেব যাহা বলিয়াছিলেন তাহা নিম্নোক্ত প্রকারে বলা যাইতে পারে "মোল্লাজী! আমার সহিত আপনার কি প্রয়োজন? আপনি কি মনে করেন যে আপনাকে

---

(৩৭) মুল্লা সা নামক একব্যক্তি দারার গুরু ছিলেন এবং শাহ জাহানও ইঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন; সম্ভবতঃ, ইনি আওরংজেবেরও শিক্ষক ছিলেন।

সাম্রাজ্যের প্রধান সম্মানে সম্মানিত করিব? তাহা হইলে আমরা আপনার সম্মানের হেতু পরীক্ষা করিব। আমি অস্বীকার করি না যে আপনি আমার অন্তঃকরণে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকিলে অবশ্যই আপনি এই সম্মানে সম্মানিত হইবার উপযুক্ত। আমার নিকটে একটী সুশিক্ষিত যুবককে আনয়ন করুন এবং এই যুবকের পিতা কিংবা শিক্ষক তাহার অধিক কৃতজ্ঞতার পাত্র সে সম্বন্ধে আমি সন্দেহ প্রকাশ করিব। কিন্তু আপনার শিক্ষা হইতে আমি কি জ্ঞানলাভ করিয়াছি? আপনি আমাকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন যে সমগ্র ইয়ুরোপ (৩৮) একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ অপেক্ষা বৃহদায়তনের নহে এবং ঐ জনপদের সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত সম্রাট্ পর্ত্তুগালের নরপতি, পরে হলণ্ডের অধিপতি ও তৎপরে ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন। ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের রাজার ন্যায় অন্যান্য রাজন্যবর্গ সম্বন্ধে আপনি আমাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন যে তাঁহারা অস্মদ্দেশীয় ক্ষুদ্র রাজার ন্যায় এবং হিন্দুস্থানের বাদশাহ অন্য সকল দেশের নরপতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; যে তাঁহারাই কেবল হুমায়ুন, জাহাঙ্গীর বা শাহ জাহান সদৃশ পরাক্রান্ত হইতে পারেন এবং পারস্য, উজ্‌বক, খাসগর, তাতার, কাথে, পেগু, শ্যাম, চীন, ও মহাচীনের রাজন্যবর্গ ভারতবর্ষের অধিপতিগণের নাম শ্রবণেই কম্পিত হইয়া থাকেন। প্রশংসনীয় ভৌগোলিক! প্রাজ্ঞ ঐতিহাসিক! আমার শিক্ষকের পক্ষে আমাকে পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির বিশেষ বিশেষ লক্ষণ প্রত্যেক জাতির ক্ষমতা ও বিভব, যুদ্ধপ্রথা, রীতি, ধর্ম্ম, শাসন তন্ত্র ও ইহার আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয় এবং ধারাবাহিক ইতিহাস শিক্ষা দ্বারা রাজ্যসমূহের উৎপত্তির কারণ, তাহাদের উন্নতি ও অবনতি, যে যে কারণে, ঘটনায়

(৩৮) বার্নিয়ার এইস্থানে 'Franguistan' বলিয়া লিখিয়াছেন—ফিরিঙ্গীর দেশ।

বা ভ্রমে তাহাদের পরিবর্ত্তন ও বিশেষ বিশেষ রাজবিপ্লব সাধিত হইয়াছিল—এই সকল শিক্ষা দেওয়া কি কর্ত্তব্য ছিল না? আমাকে মানবজাতির ইতিহাসসংক্রান্ত গভীর ও ব্যাপক জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক, এই সুপ্রসিদ্ধ সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাকারী আমার পূর্ব্বপুরুষগণের নামও আপনার নিকট হইতে শিক্ষা করি নাই। তাঁহাদের জীবনী, পূর্ব্বাপর ঘটনা এবং যে প্রকারে তাঁহারা বিশাল রাজত্ব জয় করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে আপনি আমাকে অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত রাখিয়াছিলেন। নিকটবর্ত্তী জাতিসমূহের মধ্যে প্রচলিত ভাষাশিক্ষা রাজার পক্ষে অত্যাবশ্যক, কিন্তু আপনি আমাকে আরবী পড়িতে ও লিখিতে শিখাইয়াছেন। আপনি নিঃসন্দেহ মনে করিয়াছিলেন যে দশ কি দ্বাদশ বৎসর বিশেষ চেষ্টা করিয়াও যে ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করা যায় না, তাহার শিক্ষায় অত অধিক সময় প্রয়োগ করিয়া আপনি আমাকে অবিনশ্বর কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন? রাজপুত্রের শিক্ষায় কতগুলি আবশ্যকীয় বিষয় অঙ্গীভূত হওয়া প্রয়োজনীয় এ কথা বিস্মৃত হইয়া আপনি ভাবিয়াছিলেন যে ব্যাকরণ-শিক্ষা ও আইনের জ্ঞান থাকাই রাজপুত্রের পক্ষে যথেষ্ট এবং এবম্প্রকারে আপনি শুষ্ক, অফলোদায়ক ও অবিশ্রান্ত শব্দশিক্ষার কার্য্যে আমার মহামূল্যবান সময় নষ্ট করিয়াছেন।"

উপরিউক্ত ভাষাতেই আওরংজেব স্বীয় বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি, বাদশাহকে তোষামোদ করিবার এবং তাঁহার বক্তব্য অধিকতর বলবৎ করিবার জন্য অথবা মোল্লার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া দৃঢ়রূপে বলেন যে বাদশাহের তিরস্কার এখানেই ক্ষান্ত হয় নাই। তিনি কিয়ৎকাল অন্যান্য বিষয়ে কথোপকথন করিয়া নিম্নোক্ত মর্ম্মে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন "আপনি কি অবগত ছিলেন না যে, বাল্যকালে যখন স্মরণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ থাকে তখন সহস্র

সহস্র বিজ্ঞ উপদেশ মনোমধ্যে গ্রথিত হইতে পারে এবং এরূপ মূল্যবান উপদেশাবলী গ্রহণ করিতে পারে যাহাতে মন উচ্চ চিন্তাদ্বারা উন্নত হইয়া ঐ ব্যক্তিকে যশস্কর কার্য্যের উপযুক্ত করিতে পারে? আমরা কি কেবল আরবীভাষা দ্বারাই আমাদের প্রার্থনা ও নিবেদন অথবা আইন ও বিজ্ঞানের জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারি? আমাদের মাতৃভাষায় কি সহজে ঈশ্বরের গ্রহণীয় প্রার্থনা করিতে অথবা প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারি না? আপনি আমার পিতৃদেব শাহ জাহানকে বুঝাইয়াছিলেন যে আপনি আমাকে দর্শন শিক্ষা দিতেছিলেন কিন্তু আমার মনে আছে যে আপনি প্রকৃতপক্ষে আমার মস্তিষ্ককে কয়েক ঘণ্টা উদ্দেশ্য ও অর্থহীন প্রতিজ্ঞা দ্বারা (যাহার সমাধানে মন কোন প্রকার সন্তুষ্টি বোধ করিতে পারে না) ক্লান্ত করিয়াছিলেন—এই সকল প্রতিপাদ্য বিষয় সাংসারিক কোন কর্ম্মেই লাগে না; এসকল গুরুতর পরিশ্রম সম্ভূত অদম্য এবং যথেচ্ছাচারী কল্পনামাত্র, যেমন উদিত হয়, তেমনি বিলীন হয়; ইহাদের একমাত্র ফল এই যে, এগুলি বুদ্ধিকে ক্লান্ত ও ধ্বংস করে এবং সেই ব্যক্তিকে উগ্র ও অসহনীয় প্রকৃতি বিশিষ্ট করিয়া তুলে (৩৯)। আরও, আপনি আমার জীবনের বহুমূল্যবান সময় আপনার সুবিধাজনক অনুমান ও অভিমত শিক্ষায় নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন এবং যখন আপনার শিক্ষা সমাপ্ত হয়, তখন আমি কেবল অস্পষ্ট ও বিশ্রী শব্দের (যাহাতে প্রকৃত মনুষ্যোচিত গুণাবলীবিভূষিত

---

(৩৯) বার্নিয়ার এই স্থলে মন্তব্যস্বরূপ লিখিয়াছেন "Their Philosophy abounds with even more absurd and obscure notions than our own." অর্থাৎ তাহাদের দর্শনশাস্ত্র আমাদের শাস্ত্র অপেক্ষাও অধিকতর অসঙ্গত এবং অস্পষ্ট তত্ত্ব পূর্ণ।

যুবককেও ভগ্নোৎসাহ, বিহ্বল ও ভীত করে) (৪০) ব্যবহার ব্যতীত অন্য কোন বিজ্ঞানেই শিক্ষা লাভ করি নাই। আপনার ন্যায় যে সকল ব্যক্তি অপরকে এরূপ বিশ্বাস করাইতে চাহেন যে তাঁহারা জ্ঞানে অপরাপর ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহাদের অর্থহীন ও দ্ব্যর্থ্য শব্দ কেবল তাঁহাদেরই জ্ঞাত অনেক গভীর প্রহেলিকা লুক্কায়িত রাখে, এই সকল শব্দ কেবল সেই দর্শন-জ্ঞানান্ধ ব্যক্তিদিগের অহঙ্কার ও অজ্ঞতা লুক্কায়িত রাখিবার জন্যই আবিষ্কৃত হইয়াছে। যে দর্শন মনকে বিচারশক্তির উপযোগী করে এবং প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে বিশ্রাম করিতে দেয় না, আপনি যদি আমাকে সেই দর্শন শিক্ষা দিতেন; যে সকল শিক্ষায় আত্মার উন্নতি সাধিত হইয়া সুখদুঃখের আক্রমণ হইতে ইহাকে দৃঢ়ীভূত করে এবং যাহাতে বাঞ্ছনীয় সমতা (অর্থাৎ যাহাতে মন ঐশ্বর্য্য দ্বারা উদ্ধতপ্রকৃতি বা দারিদ্র্যে অবসন্ন হয় না) আনয়ন করে আপনি যদি আমাকে সেই শিক্ষা দিতেন; যদি আপনি আমাকে মনুষ্যের স্বভাবের সহিত পরিচিত করিতেন; সদাসর্ব্বদাই আমাকে মূলতত্ত্ব হইতে আলোচনা করিতে অভ্যস্ত করিতেন এবং বিশ্বের সমুন্নত ও প্রকৃত অবস্থা, এবং ইহার বিভিন্ন অংশের গতি ও শৃঙ্খলার বিষয় পরিজ্ঞাত করাইতেন—যদি এই সকল বিষয় আপনার শিক্ষণীয় দর্শনের অঙ্গীভূত হইত তবে আলেকজান্দার আরিষ্টটলের নিকট যেরূপ কৃতজ্ঞ ছিলেন, আমি আপনার নিকট তদপেক্ষা অধিক কৃতজ্ঞ থাকিতাম এবং আরিষ্টটল্ আলেকজান্দারের নিকট হইতে যে পুরস্কার পাইয়াছিলেন, তাহা হইতে

(৪০) বার্নিয়ার এই স্থলেও লিখিয়াছেন "Their Philosophers employ even more gibberish than ours do." অর্থাৎ তাহাদের দার্শনিকগণ আমাদের দেশীয় দার্শনিক অপেক্ষা অধিকতর অর্থশূন্য বাক্য প্রয়োগ করে।

বিভিন্ন প্রকারের পুরস্কার আপনাকে প্রদান করিতাম। হে তোষামোদ-কারী! আমাকে অন্ততঃ একটী প্রশ্নের উত্তর দান করুন—রাজার পক্ষে জ্ঞাতব্য অত্যন্ত আবশ্যকীয় বিষয়—রাজা প্রজার সম্পর্ক সম্বন্ধে শিক্ষাদান কি আপনার কর্ত্তব্য ছিল না? আপনার কি ইহা অগ্রে জানা উচিত ছিল না যে কোন এক ভবিষ্যৎকালে হয়ত আমাকে তরবারী হস্তে রাজ্য, এমন কি আমার স্বীয় অস্তিত্বের জন্য যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইতে হইবে? আপনার অবশ্যই অবগত হওয়া উচিত ছিল যে হিন্দুস্থানের প্রত্যেক রাজার ভাগ্যেই এইরূপ ঘটিয়াছে। আপনি কি আমাকে রণনীতি, কি প্রকারে নগর অবরোধ বা কি প্রকারে সৈন্যবিন্যাস করিতে হয়, এই সকল শিক্ষা দান করিয়াছিলেন? আমার অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় এই যে আমি আপনা অপেক্ষা বিজ্ঞব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলাম। যাউন, আপনি আপনার স্বগ্রামে গমন করুন। এখন হইতে কেহ যেন না জানিতে পারে যে আপনি কে অথবা আপনার কি হইয়াছে।”

এই সময়ে জ্যোতিষিগণের মধ্যে যে এক ক্ষুদ্র বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল; অবশ্য আমার পক্ষে ইহা অসন্তুষ্টিকর হয় নাই। অধিকাংশ এসিয়াবাসীই আকাশের চিহ্নদৃষ্টে পরিচালিত হইতে এরূপ ইচ্ছুক যে তাহাদের মতে যাহা ঊর্দ্ধে লিখিত হয় নাই, তাহা নিম্নে ঘটিতে পারে না। প্রত্যেক কার্য্যেই তাহারা তাহাদের জ্যোতিষিগণের মতামত গ্রহণ করে। যুদ্ধার্থ প্রস্তুত দুইটী সৈন্যবাহিনীর সেনাপতিদ্বয় উপযুক্ত মুহূর্ত্ত (৪১) উপনীত না হইলে কিছুতেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে না। এবম্প্রকারে জ্যোতিষীকে

---

(৪১) “Sahet” (বার্নিয়ার) আরবী সাৎ অর্থাৎ মুহূর্ত্ত। বার্নিয়ার দিল্লী ও আগ্রা বর্ণনার কালে এই সকল বিষয় পুনরায় আলোচনা করিয়াছেন।

জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন সেনাপতিই নির্ব্বাচিত হন না, কোন বিবাহ সম্পাদিত হয় না অথবা কোন পর্য্যটনই আরম্ভ করা হয় না। ক্রীতদাস ক্রয় বা নূতন বস্ত্র পরিধানের ন্যায় অতি সামান্য ঘটনাতেও তাহাদের পরামর্শ অত্যন্ত আবশ্যকীয় বলিয়া পরিগণিত হয়। এইরূপ অসঙ্গত কুসংস্কার এরূপ বিরক্তিজনক এবং ইহার এরূপ গুরুতর ও অপ্রীতিকর ফল হয় যে, ইহা যে এরূপ দীর্ঘকাল ব্যাপী হইয়াছে তাহাই আমার নিকট আশ্চর্য্যজনক বোধ হয়। জ্যোতিষীকে প্রত্যেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কার্য্য, প্রত্যেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অভিসন্ধি অবগত করান হয়।

ঘটনাক্রমে বাদশাহের প্রধান জ্যোতিষী জলমগ্ন হইয়া দেহত্যাগ করে। এই শোকাবহ ঘটনায় দরবারে বিশেষ উত্তেজনা ঘটে এবং এই সকল ব্যক্তিগণের ভবিষ্যৎ গণনার সুনাম নষ্ট হয়। যে ব্যক্তির উক্তপ্রকারে মৃত্যু সংঘটিত হয়, সে সদাসর্ব্বদা বাদশাহ ও ওমরাহগণের ভবিষ্যৎ গণনা করিত এবং এইরূপ অভিজ্ঞতা বিশিষ্ট জ্যোতিষী, যে বৎসর বৎসর অনেক ব্যক্তির শুভ গণনা করিত, সে যে নিজের দুরদৃষ্টের কথা অবগত ছিল না, ইহাতে জনসাধারণ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। একথাও উত্থাপিত হইয়াছিল যে বিজ্ঞানবিভাসিত ইউরোপে জ্যোতিষীগণকে প্রতারক ও বাজীকর বলিয়া পরিগণিত ও জ্যোতিষ-শাস্ত্র উত্তম ও প্রকৃত তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। অনেকে মনে করেন চতুর লোকে ধনী লোকের নিকট প্রবেশ লাভের জন্য, তাঁহাদিগকে বশে রাখিবার উদ্দেশ্যে এবং এই কৃত্রিম ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের নিতান্ত আবশ্যকতা দেখাইবার জন্যই এই গণনার প্রথা প্রচলিত করে।

জ্যোতিষিগণ এই সকল ও অন্যান্য মন্তব্যে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয় এবং সর্ব্বত্র প্রচলিত ও কথিত, নিম্নোক্ত আখ্যায়িকায় তাহারা যৎপরোনাস্তি

বিরক্ত হয়। ঘটনাটী এই—পারস্য-রাজ শাহ আব্বাস্ অন্তঃপুরস্থ একখণ্ড ক্ষুদ্র-ভূমি উদ্যানের জন্য প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলে, প্রধান উদ্যান-রক্ষক এক নির্দ্ধারিত দিবসে কতকগুলি ফলবৃক্ষ ঐ উদ্যানে প্রোথিত করিতে ইচ্ছুক হয়; কিন্তু, জ্যোতিষী বিশেষ গুরুত্বের ভাণ করিয়া প্রকাশ করিলেন যে নির্দ্ধারিত সময়ে বৃক্ষগুলি প্রোথিত না করিলে তাহারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে না। শাহ আব্বাস্ এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলে, জ্যোতিষী নিজ যন্ত্রাদি লইলেন, পুস্তকের পাতা উল্টাইলেন এবং গণনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে কতকগুলি নক্ষত্রের সংযোগ জন্য এক ঘণ্টা অতীত হইবার পূর্ব্বেই বৃক্ষগুলি রোপিত হওয়া আবশ্যক। উদ্যানরক্ষক এই নির্দ্ধারিত সময়ে অনুপস্থিত থাকায় এই কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য অন্য লোক নিযুক্ত হইল; ভূমি খনন করা হইল এবং স্বয়ং বাদশাহ এই সকল বৃক্ষ রোপিত করিয়াছেন যাহাতে সকলে এই কথা বলে তজ্জন্য শাহ আব্বাস্ নিজেই প্রতি বৃক্ষ ভূমিতে রোপণ করিলেন। উদ্যানরক্ষক সন্ধ্যাকালে প্রত্যাগমন করিয়া তাহার কার্য্য সাধিত হইয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল; কিন্তু তাহার ইচ্ছানুযায়ী বৃক্ষগুলি প্রোথিত হয় নাই দেখিয়া (দৃষ্টান্তস্বরূপ পেয়ারা বৃক্ষের জন্য প্রস্তুত ভূমিতে বাদাম রোপিত হইয়াছে) সে বৃক্ষগুলি উৎপাটিত করিয়া ঐ রাত্রির জন্য তাহাদিগকে ভূমিতলে রক্ষা করিয়া মূলগুলি মৃত্তিকাদ্বারা আবৃত করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে জ্যোতিষী উদ্যানরক্ষকের কার্য্য অবগত হইল এবং তৎক্ষণাৎ শাহ আব্বাস্‌কে এই ঘটনা নিবেদন করিলে তিনি দোষী উদ্যানরক্ষককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বাদশাহ রুষ্টচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন "যে বৃক্ষ শুভমুহূর্ত্তে রোপিত করা হইয়াছে, কি সাহসে তুমি আমার সেই স্বহস্ত-রোপিত বৃক্ষ উৎপাটিত করিয়াছ? এক্ষণে আর এই ভ্রম সংশোধনের উপায় নাই। আকাশের নক্ষত্রগুলি বৃক্ষরোপণের সময় নির্দ্ধারিত

করিয়াছিল, এক্ষণে আর উদ্যানে কোন ফল জন্মিবার সম্ভাবনা রহিল না।” সাধু উদ্যানরক্ষক অতিরিক্ত মাত্রায় মদ্যপান করিয়াছিল এবং জ্যোতিষীর দিকে বক্র নয়নে চাহিয়া দুই একবার শপথ করিয়া বলিল “প্রশংসনীয় সময়ই বটে! তুমি অমঙ্গলের দৈবজ্ঞ! তোমার আদেশানুসারে দ্বিপ্রহরে রোপিত বৃক্ষ সন্ধ্যাবেলায় আমূল উৎপাটিত হইল।” শাহ আব্বাস্ এই অপ্রত্যাশিত হাস্যজনক বিদ্রূপ শ্রবণে আহ্লাদিত চিত্তে হাস্য করিয়া জ্যোতিষীর দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া নিঃশব্দে অন্যত্র গমন করিলেন।

শাহ জাহানের রাজত্বে ঘটিলেও আমি আরও দুইটী ঘটনা বিবৃত করিব। যে সকল কর্ম্মচারী রাজকার্য্যে নিযুক্ত অবস্থাতেই দেহত্যাগ করে, তাহাদের সম্পত্তি বাদশাহ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। এই নৃশংস ও প্রাচীন রীতি এতদ্দেশে কিরূপ প্রচলিত নিম্ন ঘটনা দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হইবে।

দরবারে নেক-নাম্-খাঁ নামক এক সুপ্রসিদ্ধ ওমরাহ ছিলেন। তিনি চল্লিশ কি পঞ্চাশ বৎসর রাজকীয় প্রধান প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। অমাত্য সর্ব্বদাই পূর্ব্বোক্ত ঘৃণিত ও স্বেচ্ছাচারী প্রথা ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। ইহার জন্য অনেক ধনী ওমরাহের পত্নীগণ অকস্মাৎ অভাবগ্রস্ত হইয়া দুর্দ্দশাপন্ন হইতেন ও সামান্যরূপে জীবন ধারণের জন্য বাদশাহের নিকট প্রার্থনা করিতেন। তাঁহাদের পুত্রগণ কোন ওমরাহের অধীনে সামান্য সৈনিকের ন্যায় দলভুক্ত হইতে বাধ্য হইতেন। মৃত্যু সন্নিকটস্থ দেখিয়া এই বৃদ্ধ ব্যক্তি গোপনে স্বীয় অর্থ অভাবগ্রস্ত বিধবা ও দরিদ্র সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করিয়া নিজ সিন্ধুকগুলি পুরাতন লৌহ, অস্থি, ছিন্ন পাদুকা ও বস্ত্রাদি দ্বারা পূর্ণ করিলেন। সিন্ধুকগুলি দৃঢ়ভাবে বদ্ধ ও মোহর করিয়া তিনি প্রচার করিলেন যে উহাতে সম্রাট্ শাহ জাহানের সম্পত্তি

রহিয়াছে। বৃদ্ধের মৃত্যু হইলে সিন্ধুকগুলি বাদশাহের নিকট নীত হইল। বাদশাহ সেই সময়ে দরবারে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি অত্যন্ত লোভের বশীভূত হইয়া সকল ওমরাহের সম্মুখে আধারগুলি উন্মুক্ত করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার নৈরাশ্য ও বিরক্তি সহজেই অনুমিত হইতে পারে; তিনি অকস্মাৎ নিজ আসন পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে দরবার-গৃহ পরিত্যাগ করিলেন।

দ্বিতীয় আখ্যানটী একটী স্ত্রীলোকের উপস্থিত বুদ্ধি সম্বন্ধে। এক ধনাঢ্য বণিকের (৪২) মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে, (ইনি আজীবন রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন ও তাঁহার অন্যান্য দেশবাসীর ন্যায় অত্যন্ত কৃপণ ছিলেন) পুত্র পিতার অর্থের অংশের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িল। পুত্রের অমিতব্যয়িতা ও লাম্পট্য দোষের জন্য বিধবা সে অনুরোধ উপেক্ষা করিল করিয়া অত্যন্ত ঘৃণিত ভাবে ও নির্ব্বোধের ন্যায় পিতৃপরিত্যক্ত ধনের কথা শাহ জাহনের কর্ণগোচর করিল। এই ধনের পরিমাণ প্রায় দুই লক্ষ "ক্রাউন"। বাদশাহ তৎক্ষণাৎ বিধবাকে আহ্বান করিয়া, সমবেত ওমরাহবৃন্দের সমক্ষে তাঁহাকে এক লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা ও তৎসঙ্গে পুত্রকে পঞ্চাশৎসহস্র মুদ্রাপ্রদান করিতে আদেশ করিলেন। তিনি এই অটল আদেশ প্রদান করিয়া বিধবাকে কক্ষ হইতে নিষ্কাষিত করিবার জন্য পরিচারকগণকে "হুকুম" দিলেন।

এই আকস্মিক আদেশে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া এবং নিজ ব্যবহারের কারণ নির্দ্দেশের সুবিধা না পাইয়া ও বলপূর্ব্বক কক্ষ হইতে বিতাড়িত হইবার আদেশে অসন্তুষ্ট হইলেও এই সাহসী স্ত্রীলোক তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বিস্মৃত হয় নাই; তিনি ভৃত্যাদের হস্ত হইতে

---

(৪২) বার্নিয়ারের সময়ে হিন্দু বণিক্‌মাত্রই 'বেনিয়া' বলিয়া কথিত হইত।

নিষ্কৃতি পাইয়া বাদশাহকে আরও কিছু নিবেদন করিবেন এইজন্য চীৎকার করিতে লাগিলেন। "উহার বক্তব্য আমাদিগকে শ্রবণ করিতে দেও" বাদশাহের এইরূপ আদেশে স্ত্রীলোকটি বলিলেন :—"হুজুরের মঙ্গল হোক্! আমার পুত্র যে স্বীয় পিতার সম্পত্তির দাবী করিতেছে তাহার কিছু কারণ আছে; সে আমাদের পুত্র ও তজ্জন্য আমাদের উত্তরাধিকারী। কিন্তু আমি সবিনয়ে জানিতে চাহিতেছি যে আমার পরলোকগত স্বামীর সহিত বাদশাহের কি সম্পর্ক আছে যাহাতে আপনি লক্ষমুদ্রা দাবী করিতে পারেন?" বাদশাহ এই সংক্ষিপ্ত ও সরল উত্তরে এতাদৃশ সন্তুষ্ট হইলেন ও হিন্দুস্থানের সম্রাটের সহিত বণিকের সম্পর্কের কথা শুনিয়া এতই আমোদিত হইলেন যে তিনি হাস্য করিয়া, বিধবা মৃত স্বামীর অর্থ যাহাতে নির্ব্বিবাদে ভোগ করিতে পারেন, তাহার আদেশ প্রদান করিলেন।

যুদ্ধের অবসানকাল (অর্থাৎ আন্দাজ ১৬৬০ সাল) হইতে ছয় বৎসর পরে আমার ভারত পরিত্যাগের সময় পর্য্যন্ত যে সকল প্রয়োজনীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার সকলগুলিই বর্ণনা করিব না। আমার সন্দেহ নাই যে এই সকল ঘটনার বিবরণ মুগল ও ভারতবাসিদের আচার ও প্রতিষ্ঠা লিপিবদ্ধ করিবার আমার যে উদ্দেশ্য ছিল তাহার অনুকূল হইত— এইজন্য এই শেষোক্ত বিষয়গুলি আমি সম্ভবতঃ অন্যত্র বর্ণনা করিব। বর্ত্তমানে আমার পাঠকগণের পরিচিত কয়েকটী ব্যক্তিবর্গ সংক্রান্ত প্রধান প্রধান ঘটনাই আমি লিপিবদ্ধ করিব এবং সর্ব্বপ্রথমে শাহ জাহান হইতে আরম্ভ করিব।

যদিও আওরংজেব স্বীয় পিতাকে আগ্রা-দুর্গে বিশেষ সাবধানতার সহিত বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহার পলায়ন নিবারণকল্পে কোন সতর্কতা অবলম্বনে ক্রটী করেন নাই, তথাপি পদচ্যুত সম্রাট্‌কে তিনি সম্মান ও

তুষ্ট করিতেছিলেন। শাহ জাহান তাঁহার পূর্ব্বতন কক্ষাদি ব্যবহার করিতে, বেগম-সাহেবা ও নর্ত্তকী, গায়িকা, সূপকারিণী ও অন্যান্য স্ত্রী-পরিচারিকার সাহচর্য্যভোগ করিতে অনুমতি পাইয়াছিলেন। এই সকল বিষয়ে তাঁহার কোন অনুরোধই উপেক্ষিত হয় নাই এবং বৃদ্ধ বাদশাহ ভগবদ্ভক্ত হওয়াতে কতিপয় মোল্লা তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া কোরাণ পাঠ করিতেও অনুমতি পাইয়াছিলেন। তিনি সকল প্রকার রাজকীয় পশু, অশ্ব, নানা জাতীয় রাজগৃহ-পালিত বাজপক্ষী ও কৃষ্ণসার আনয়নের ক্ষমতাও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; শেষোক্ত জন্তুগুলি তাঁহার সম্মুখে যুদ্ধ করিত। প্রকৃতপক্ষে সকল সময়েই আওরংজেবের ব্যবহার সদয় ও সম্মানসূচক ছিল এবং তিনি সকল প্রকারেই বৃদ্ধ পিতার কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করিতেন। তিনি শাহ জাহানকে প্রচুর উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, দৈববাণীর ন্যায় তাঁহার আদেশ গ্রহণ করিতেন এবং পুত্রের লিখিত অনেক পত্রে পুত্রের কর্ত্তব্য ও ভক্তির যথেষ্ট নিদর্শন দৃষ্ট হয়। এই প্রকারে শাহ জাহানের ক্রোধ ও ঔদ্ধত্য অবশেষে প্রশমিত হইয়াছিল এবং তিনি অনেকবার রাজনীতি সংক্রান্ত কার্য্যে আওরংজেবকে পত্র লিখিয়াছিলেন, দারার কন্যাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং যে সকল মূল্যবান্ প্রস্তর শাহ জাহান চূর্ণীকৃত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটী আওরংজেবকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন (৪৩)। এমন কি তিনি তাঁহার বিদ্রোহী পুত্রকে আশীর্ব্বাদ ও ক্ষমা করিয়াছিলেন। ইহার জন্য আওরংজেব ইতঃপূর্ব্বে বহুবার বৃথা প্রার্থনা করিয়াছিলেন (৪৪)।

---

(৪৩) পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৪৪) ইলিয়টের ইতিহাস, সপ্তম খণ্ড ২৫১, ২৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। অতিরিক্ত পাদটীকায় এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

আমি উপরে যাহা লিখিয়াছি তাহা হইতে যেন এরূপ অনুমিত না হয় যে আওরংজেব সকল সময়েই শাহ জাহানের বশ্যতা স্বীকার করিতেন। আওরংজেবের একখানি পত্র হইতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে তিনি বৃদ্ধ বাদশাহের উদ্ধত ও আদেশসূচক পত্রোত্তরে দৃঢ়ভাবে ও শক্তিপূর্ণ হৃদয়েও উত্তর দিতে পারিতেন। এই পত্রের অংশ বিশেষ আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম। সেটুকু এই:—

আপনার ইচ্ছা যে আমি দৃঢ়রূপে প্রাচীন আচার অবলম্বন এবং আমার প্রত্যেক মৃত কর্ম্মচারীর উত্তরাধিকারী বলিয়া নিজেকে প্রচারিত করি। কোন ওমরাহ বা ধনাঢ্য বণিক্ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেই, এমন কি, কোন কোন সময় মৃত্যুর পূর্ব্বেও, এই সকল ব্যক্তির বাক্সে আমরা "শীল মোহর" করি এবং তাঁহাদের ভৃত্য বা কর্ম্মচারিবৃন্দকে কারারুদ্ধ ও যতক্ষণ পর্য্যন্ত সামান্য ধন পর্য্যন্ত বাহির না হয় ততক্ষণ তাহাদিগকে প্রহার করি। ইহাই আমাদের ব্যবহার। অবশ্য এরূপ ব্যবহার সুবিধাজনক সন্দেহ নাই ; কিন্তু ইহার নৃশংসতা ও অন্যায় কি আমরা অস্বীকার করিতে পারি? প্রত্যেক ওমরাহ যদি নেক্‌নাম খাঁ এবং প্রত্যেক বিধবা যদি হিন্দু বণিকের বিধবার ন্যায় ব্যবহার করে, তবে কি আমাদের উপযুক্ত ব্যবস্থা হয় না?

"আমি আপনার নিন্দাভাজন হইতে চাহি না এবং আপনি আমার স্বভাব সম্বন্ধে যে মন্দ ধারণা করিবেন তাহাও সহ্য করিতে পারি না। আপনি যেরূপ অনুমান করেন, সিংহাসন প্রাপ্তিতে আমি সেরূপ উদ্ধত ও অহঙ্কারী হই নাই। চল্লিশ বৎসরের ঊর্দ্ধকালের অভিজ্ঞতা দ্বারা আপনি অবগত আছেন যে রাজমুকুট কিরূপ ক্লেশকর অলঙ্কার এবং বাদশাহ কিরূপ দুঃখিত ও ব্যথিত হৃদয়ে সাধারণের দৃষ্টি হইতে অপসৃত হইয়া থাকেন। আমাদের প্রধান পূর্ব্বপুরুষ আকবর, যাহাতে তাঁহার বংশধরগণ কোমলতা, সদ্বিবেচনা ও বিজ্ঞতার সহিত রাজ্যশাসন

করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহার সুলিখিত জীবনীতে তাইমুর সম্বন্ধে একটী সুন্দর ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "বাজাজেৎ" (৪৫) বন্দীকৃত হইয়া তাইমুরের সম্মুখে আনীত হইলে, তাইমুর দৃপ্ত বন্দীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হাস্য করিলেন। বাজাজেৎ এই প্রকার বর্ব্বরতায় অসন্তুষ্ট হইয়া বিজেতাকে এরূপ সৌভাগ্যে অত্যন্ত গর্ব্বিত হইতে নিষেধ করিলেন; বাজাজেৎ বলিলেন "জগদীশ্বরই রাজন্যবর্গকে উন্নীত বা অবনত করেন এবং যদিও আপনি অদ্য জয়লাভ করিয়াছেন, আগামী কল্য আপনি শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতে পারেন।" তাইমুর প্রত্যুত্তরে বলিলেন "আমি পৃথিবীস্থ সকল দ্রব্যের অনিত্যতা বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ আছি এবং ঈশ্বর না করুন, আমি যেন পরাজিত শত্রুকে অপমান করি। আপনাকে কষ্ট দিবার অভিপ্রায় করিয়া আমি হাস্য করি নাই; আমাদের উভয়ের কুৎসিত আকৃতির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এরূপ হাস্য করিয়াছি। চক্ষু বিনষ্ট হওয়াতে আপনার মুখ কদর্য্য হইয়াছে এবং আমি নিজে খঞ্জ—ইহাতে নানা চিন্তা মনে উদয় হওয়ায় আমি হাস্য করিয়াছিলাম। জগদীশ্বর যখন এইরূপ কদাকার ব্যক্তিকে এরূপ সুদৃশ্য অথচ অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য প্রদান করেন, তখন মুকুটের মধ্যে এমন কি থাকিতে পারে যাহাতে রাজন্যবর্গ আত্মশ্লাঘায় অত্যন্ত গর্ব্বিত হইতে পারেন?"

"আপনি মনে করেন যে রাজ্যের সুদৃঢ়ীকরণ ও নিরুপদ্রবতার জন্য আবশ্যকীয় কার্য্যে আমার অল্প সময় মনোনিবেশ প্রদান করা উচিত এবং রাজ্য-বৃদ্ধিকর অভিসন্ধি সকল কল্পনা ও কার্য্যে পরিণত করাই আমার

(৪৫) তুরস্কের সুলতান প্রথম বৈজাদ্। ইনি তাইমুর লঙ্গ কর্ত্তৃক ১৪০২ সালের ২১শে জুলাই কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া লৌহ পিঞ্জরে আবদ্ধ হন এবং এই প্রকারে বিজেতার সহিত বাস করিয়া ১৪০৩ সালের ৮ই মার্চ্চ দেহত্যাগ করেন।

পক্ষে শ্রেয়স্কর। আমি ইহা অস্বীকার করিতে পারি না যে সুবিখ্যাত সম্রাটের রাজত্ব রাজ্যবৃদ্ধির দ্বারা সুপরিচিত হওয়া আবশ্যক, এবং আমার বর্ত্তমান রাজ্যের সীমান্ত বৃদ্ধি না করিলে আমাদের সুপ্রসিদ্ধ পূর্ব্বপুরুষ তাইমুরের রক্ত কলঙ্কিত হইবে। কিন্তু আমাকে সম্মানকর আলস্যের জন্য দোষী করিতে পারিবেন না এবং আপনি ইহাও বলিতে পারিবেন না যে, আমার সৈন্যেরা দাক্ষিণাত্য এবং বঙ্গদেশে নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে। আমি আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাহি যে, দিগ্বিজয়ী বীরেরাই সর্ব্বদা মহৎ নরপতি হইতে পারেন না। পৃথিবীর জাতিসমূহ অনেক সময়ে অসভ্য বর্ব্বরগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে এবং বিস্তৃত রাজ্য কয়েক বৎসরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। স্বীয় প্রজাবর্গকে অপক্ষপাতিতার সহিত শাসন করা যাঁহার মূলমন্ত্র তিনিই প্রকৃত মহৎ নরপতি।”

পত্রের অবশিষ্টাংশ আমার হস্তগত হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ। এক্ষণে আমি সুবিখ্যাত মিরজুমলা সংক্রান্ত কয়েকটী কথা বলিব এবং গৃহযুদ্ধের অন্তে তিনি কি কি কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন ও কি প্রকারে তাঁহার গৌরবপূর্ণ জীবনের অবসান হইয়াছিল তাহাই বর্ণনা করিব।

বিশ্বাসঘাতক পাঠান জিওয়ন্ খাঁ দারার প্রতি বা শ্রীনগরের রাজা সুলেমান শুকোঃর প্রতি যেরূপ নৃশংস ও বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন, এই সুবিখ্যাত ব্যক্তি বঙ্গজয়ে সুলতান শুজার প্রতি সেরূপ করেন নাই। তিনি সুদক্ষ সেনাপতির ন্যায় ঐদেশ অধিকার করিয়াছিলেন কিন্তু শুজাকে বন্দী করিবার জন্য অন্যায় ছলনা অবলম্বন না করিয়া, দুর্দ্দশাগ্রস্ত রাজপুত্রকে সমুদ্রের দিকে তাড়না করিয়া রাজ্য পরিত্যাগে বাধ্য করিয়াছিলেন (৪৬)। মিরজুমলা তখন আওরংজেবের নিকট

(৪৬) পূর্ব্ববর্ত্তী ১৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

একজন খোজার সহিত পত্র প্রেরণ করিয়া স্বীয় পরিবারবর্গকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করিতে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। "যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, এক্ষণে আমি দুর্ব্বল ও ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়াছি এবং আমার স্ত্রীপুত্র ও সন্তান সন্ততি সহ জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিতে আপনি আমাকে বাধা দিবেন না বা বাধা দিতে পারেন না।" কিন্তু, আওরংজেব তৎক্ষণাৎ এই সুদক্ষ রাজনীতিজ্ঞের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন; তিনি জানিতেন যে মিরজুমলার পুত্র মুহম্মদ আমির খাঁ বঙ্গদেশে গমন করিতে অনুমতি পাইলে, মিরজুমলা বঙ্গদেশে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার আকাজ্ক্ষা করিবেন। মিরজুমলা বুদ্ধিমান, সাহসিক ও ধনাঢ্য ছিলেন; তিনি বিজয়ী সেনার অধিনায়ক ছিলেন; সৈন্যগণ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিল ও তাঁহাকে ভয় করিত এবং হিন্দুস্থানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রদেশ তাঁহার করায়ত্ত ছিল। গোলকুণ্ডায় তিনি যে কার্য্যে ব্রতী ছিলেন তাহা হইতে তাঁহার অসহিষ্ণুতা ও অসমসাহসিকতা প্রতীয়মান হইবে এবং তাঁহার অনুরোধ প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করিলে উহা নিঃসন্দেহ বিপজ্জনক হইত। আওরংজেব এই সময়েও তাঁহার চিরাভ্যস্ত পরিণামদর্শিতা ও নিপুণতার সহিত ব্যবহার করিলেন, তিনি মিরজুমলার নিকট তাঁহার স্ত্রী কন্যা ও পৌত্রগণকে প্রেরণ করিলেন, তাঁহাকে আমীরউল্-ওমরা (৪৭) (বাদশাহের ইহা অপেক্ষা উচ্চতম পদ ছিল না) উপাধি প্রদান করিলেন, এবং তাঁহার পুত্রকে প্রধান বক্সী (৪৮) পদে নিযুক্ত করিলেন। এই পদ রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় কি তৃতীয় পদ ছিল; কিন্তু ইঁহাকে সদাসর্ব্বদা

---

(৪৭) প্রধান ওমরাহ।

(৪৮) মীর বকসী। তৎকালে বক্সীগণই সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাঁহারাই সৈন্যগণের বেতনের জন্য নির্দ্ধারিত ভূমির রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন।

দরবারে থাকিতে হইত এবং ইনি বাদশাহ হইতে দূরে অবস্থান করিতে পারিতেন না। মিরজুমলাও বঙ্গদেশের শাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন।

মিরজুমলা স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে বিফল হইয়া বুঝিতে পারিলেন যে বাদশাহের অসন্তোষ উদ্রেক না করিয়া তিনি দ্বিতীয়বার ঐরূপ অনুরোধ করিতে পারিবেন না এবং রাজকীয় অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত কার্য্য বিবেচনা করিলেন।

প্রায় একবৎসর এইভাবে অতিবাহিত হইলে, বাদশাহ মিরজুমলাকে ধনাঢ্য ও পরাক্রান্ত আসামের রাজার (৪৯) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রোৎসাহিত করিলেন। এই রাজার রাজ্য ঢাকার উত্তরে বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত ছিল। আওরংজেব যথার্থই আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, এই দুরাকাঙ্ক্ষাপরায়ণ সেনাপতি বহুদিন নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন না এবং যদি তিনি বৈদেশিক যুদ্ধ হইতে বিরত থাকেন, তবে তিনি গৃহযুদ্ধ সংঘটনের জন্য চেষ্টা করিবেন।

এরূপ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিলে মিরজুমলাও স্বীয় বিজয়ী সৈন্যকে চীনের প্রান্ত সীমা পর্য্যন্ত লইয়া যাইয়া অক্ষয়কীর্ত্তি অর্জ্জন করিবেন বুঝিয়া বহুদিন হইতে এই বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন। আওরংজেবের দূত তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে এই কার্য্যের জন্য প্রস্তুত অবস্থায় দেখিলেন। তিনি এই বিপজ্জনক কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইলেন। শীঘ্রই এক বিশাল বাহিনী ঢাকায় নদীবক্ষে নৌকারোহণ করিল। এই নদীর উৎপত্তি স্থান আসামেই অবস্থিত। মিরজুমলা ও তাঁহার সৈন্যগণ নদীপথে উত্তরপূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইয়া ঢাকা (৫০) হইতে সার্দ্ধ চারি শত

(৪৯) 'Achaim' (বার্নিয়ার)।

(৫০) ইসলাম খাঁ কর্ত্তৃক ১৬০৬ সালে ঢাকা বঙ্গদেশের রাজধানীরূপে পরিণত হয়। ১৬৬১ সালে ঢাকা হইতে মিরজুমলা আসাম-অভিযানে যাত্রা করিয়াছিলেন।

মাইল দূরবর্ত্তী আজো নামক দুর্গ-সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। আসামের রাজা পূর্ব্বে এই দুর্গ বঙ্গদেশের পূর্ব্বতন কোন শাসনকর্ত্তার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছিলেন। মিরজুমলা আজো অবরোধ পূর্ব্বক একপক্ষের পরে উহা হস্তগত করিলেন। তৎপরে তিনি আসামাধিপতির রাজ্যের দ্বার ছামদাড়ায় অষ্টাবিংশতি দিবসে উপনীত হইলেন। এইস্থানে এক যুদ্ধে রাজা পরাজিত হইয়া ছামদাড়া হইতে একশত কুড়ি মাইল দূরবর্ত্তী রাজধানী গুয়েরগুয়নে (৫১) পলায়ন করিলেন; কিন্তু, তথায় মিরজুমলাকর্ত্তৃক অত্যধিকরূপে আক্রান্ত হওয়ায় তিনি রাজধানী সুদৃঢ় করিতে সমর্থ না হইয়া লাসা রাজ্যের রাজধানীতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। ছামদাড়া ও গুয়েরগুয়ন্ লুণ্ঠিত হইল। শেষোক্ত নগরে লুণ্ঠনকারিবৃন্দের জন্য প্রভূত লুণ্ঠনসামগ্রী ছিল। এই নগর বৃহৎ ও সৌন্দর্য্যশালী, বাণিজ্য-প্রধান এবং ইহার স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত সুশ্রী বলিয়া সুবিখ্যাত।

আক্রমণকারিবৃন্দের অগ্রগমম বর্ষার জন্য প্রতিহত হইল। এই বর্ষা অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অগ্রে আরম্ভ হইয়াছিল এবং এদেশে এরূপ প্রবল যে, উচ্চস্থানে নির্ম্মিত গ্রামাদি ব্যতীত ইহাতে সকল স্থানই প্লাবিত হয়। ইতোমধ্যে আসামরাজ মিরজুমলার চতুর্দ্দিকস্থ স্থানের পশু ও অন্য সকল প্রকার আহার্য্য স্থানান্তরিত করাতে, বর্ষারম্ভে মিরজুমলার সৈন্যগণ প্রভূত অর্থের অধিকারী হইলেও অত্যন্ত কষ্টে পতিত হইল। মিরজুমলার অগ্রসর ও পশ্চাদ্বর্ত্তন উভয়েই অসম্ভব হইল। সম্মুখস্থ পর্ব্বত অনতিক্রম্য বোধ হইতে লাগিল; এদিকে ছামদাড়ার বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেওয়াতে এবং জল ও গভীর কর্দ্দমের জন্য প্রত্যাবর্ত্তনও অসম্ভব হইল। এই কারণে তিনি সমগ্র বর্ষাঋতু শিবিরে অতিবাহিত করিতে

(৫১) খাঁফি খাঁ ইহাকে ঘারগাঁ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহার সৈন্যাবলী অবিরত ক্লেশ ও সুদীর্ঘকাল অভাবে পড়িয়া বর্ষান্তে এরূপ অবসাদগ্রস্ত হইল যে মিরজুমলা আসাম অধিকারের কল্পনা পরিত্যাগ করিলেন। অপেক্ষাকৃত অনুপযুক্ত সেনাপতি হইলে, সৈন্যবাহিনী বঙ্গদেশে প্রত্যাগমনের আশা করিতে পারিত না। খাদ্যাদির অত্যন্ত অভাব বোধ হইতে লাগিল; কর্দ্দমরাশিতে এক্ষণেও অত্যন্ত বাধা হইতেছিল এবং আসামরাজ অক্লান্তভাবে পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন; কিন্তু মিরজুমলা স্বভাবসিদ্ধ নৈপুণ্যের সহিত স্বীয় সৈন্যের গতি নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন এবং সুকৌশলে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য প্রভূত যশ অর্জ্জন করিলেন। তিনি প্রচুর অর্থসহ বঙ্গদেশে উপনীত হইলেন।

পরবর্ত্তী বৎসর পুনর্ব্বার আসাম অভিযানে ব্যাপৃত হইবেন এই আশায় আজোর দুর্গাদির উন্নতিসাধন করিয়া মিরজুমলা দুর্গরক্ষার্থ তথায় যথেষ্ট সৈন্য স্থাপন করিলেন, কিন্তু বার্দ্ধক্যবশতঃ জরাজীর্ণ শরীরের পক্ষে ক্লান্তি সহ্য করা কতদূর সম্ভবপর? তিনি ও তাঁহার অধীন ব্যক্তিবর্গ পিত্তল নির্ম্মিত ছিলেন না এবং এই সুবিখ্যাত ব্যক্তি সৈন্যগণের বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের অব্যবহিত পরেই আমাশয় রোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন (৫২)।

যেরূপ আশা করা হইয়াছিল, তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র ভারতবর্ষে এক উত্তেজনা উপস্থিত হইল। অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলিতে লাগিলেন যে, "এখন আওরংজেব বঙ্গদেশের প্রকৃত রাজা হইয়াছেন।" যদিও বাদশাহ অকৃতজ্ঞ ছিলেন না, তথাপি তাঁহাকে, যে প্রতিনিধির ক্ষমতা ও মানসিক শক্তিতে অনেক কষ্ট ও উদ্বেগ ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাঁহার মৃত্যুতে

(৫২) কুচবিহারের অন্তর্গত খিজিরপুরে ১৬৬৩ সালের ৩১শে মার্চ্চ দেহত্যাগ হয়।

তিনি সম্ভবতঃ দুঃখিত হন নাই। তিনি প্রকাশ্যে মুহম্মদ আমীরখাঁকে বলিয়াছিলেন, "তুমি তোমার স্নেহবান পিতার মৃত্যুতে আক্ষেপ করিতেছ এবং আমি আমার সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত ও বিপজ্জনক বন্ধুর মৃত্যুতে শোক করিতেছি।" যাহা হউক, তিনি মিরজুমলার পুত্রের প্রতি সর্ব্বদাই অত্যন্ত দয়া ও বদান্যতার সহিত ব্যবহার করিতেন; তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে, তিনিই তাঁহার পিতৃস্থানীয় হইলেন এবং মুহম্মদের বেতন হ্রাস অথবা মিরজুমলার রত্নাদি ধৃত করা দূরে থাকুক মুহম্মদকে বকসীর পদে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাঁহার বেতন একসহস্র মুদ্রা বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাকে তাঁহার পিতার সকল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিলেন।

তৃতীয়তঃ। এক্ষণে আমি আমার পাঠকগণকে আওরংজেবের মাতুল শায়েস্তাখাঁর (৫৩) কথা বলিব। আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে বাগ্মিতা ও চক্রান্ত বলে তিনি ভাগিনেয়ের উন্নতির যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। আমরা ইতঃপূর্ব্বেই দেখিয়াছি (৫৪) যে, খাজুয়ার যুদ্ধের কিয়ৎ পূর্ব্বেই শুজার সহিত যুদ্ধার্থ আওরংজেবের রাজধানী পরিত্যাগকালে, শায়েস্তাখাঁ আগ্রার শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা (৫৫) ও ঐ প্রদেশস্থ সৈন্যাবলীর অধিনায়করূপে নির্ব্বাচিত হন। মিরজুমলার মৃত্যুর পরে বঙ্গদেশের (৫৬) শাসনভার ও এই প্রদেশীয় সৈন্যের অধিনায়কত্ব তাঁহার উপরেই ন্যস্ত হয় এবং মিরজুমলার মৃত্যুতে যে আমির-উল-ওমরার পদশূন্য হয়, তিনি সেই পদে উন্নীত হন।

---

(৫৩) পূর্ব্ববর্ত্তী ৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৫৪) পূর্ব্ববর্ত্তী ৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৫৫) ১৬৫৯ সালে।

(৫৬) ১৬৬৬ সালে।

তাঁহার বঙ্গদেশে উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পরেই তিনি যে মহোদ্যমে ব্রতী হইয়াছিলেন (এবং যাহার বৃত্তান্ত আমি বর্ণনা করিতে যাইতেছি), তাহা তাঁহার সুযশের জন্যই করা উচিত। এই উদ্যম এইজন্য অধিক প্রশংসনীয় যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন শাসনকর্ত্তা (কোন অজ্ঞাত কারণে) এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। এই বর্ণনায় বঙ্গদেশ ও আরাকানের অতীত ও বর্ত্তমান অপরিজ্ঞাত অবস্থা ও আনুসঙ্গিক আবশ্যকীয় অনেক বৃত্তান্ত উদ্‌ঘাটিত হইবে।

শায়েস্তাখাঁর কল্পিত অভিযানের প্রকৃতি প্রণিধান করিতে ও বঙ্গোপসাগরের ঘটনানিচয় সম্বন্ধে সত্য বিবরণ জানিতে হইলে, ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, আরাকান রাজ্যে বহুবৎসর কাল কয়েকজন 'দোঁআশ্‌লা'(৫৭) পর্ত্তুগীজ, অনেক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ক্রীতদাস এবং পৃথিবীর নানাস্থানের ইয়ুরোপীয়গণ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ইহা গোয়া, লঙ্কা, কোচীন, মালক্কা এবং পর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃক অধিকৃত উপনিবেশ সমূহের পলাতকগণের নিরাপদ স্থান হইয়াছিল এবং যে সকল ব্যক্তি নিজ নিজ মঠ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুই কি তিন পত্নীগ্রহণ বা আরও গুরুতর অপরাধ করিয়াছিল, তাহারাই অধিকতর আদরের সহিত অভ্যর্থিত হইত। এই সকল ব্যক্তি নামেই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিল; ইহারা অত্যন্ত নিন্দনীয়ভাবে জীবনাতিপাত করিত; বিন্দুমাত্র অনুতাপ বা অনুশোচনা ব্যতীত একে অপরকে হত্যা বা বিষপ্রদান করিত; কোন কোন সময় তাহারা তাহাদের যাজকগণকেও হত্যা করিত। অবশ্য সত্যকথা বলিতে গেলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, যাজকগণও তাহাদের শিষ্য অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিলেন না।

---

(৫৭) লিন্‌সোটেন্ উল্লিখিত "Mesticoes." উনবিংশ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

আরাকানরাজ সর্ব্বদাই মুগলবাদশাহের ভয়ে ভীত থাকিতেন এবং তজ্জন্য নিজ সীমান্তপ্রদেশ রক্ষার্থ সম্মুখবর্ত্তী প্রহরীর ন্যায় ইহাদিগকে চট্টগ্রাম (৫৮) নামক বন্দর অধিকার করিতে অনুমতি প্রদান ও ভূমিদান করিয়াছিলেন। আরাকানরাজকর্ত্তৃক কোন প্রকারে প্রতিহত বা দমনীয় না হওয়াতে তাহারা যে লুণ্ঠনকারী ও জলদস্যুর ন্যায় জীবিকানির্ব্বাহ করি.ব তাহাতে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে? তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরীতে আরোহণ করিয়া নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে পরিভ্রমণ করিত, গঙ্গার শাখা সমূহে প্রবেশ করিত, নিম্নবঙ্গের দ্বীপগুলি লুণ্ঠন করিত এবং অনেক সময়ে দেশমধ্যে চল্লিশ কি পঞ্চাশ মাইল অগ্রসর হইয়া হাটের দিন বা উৎসব কালে এক এক গ্রামের সকল অধিবাসীকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইত। লুণ্ঠনকারীগণ হতভাগ্য বন্দীদিগকে ক্রীতদাস করিত এবং স্থানান্তরে লইয়া যাইবার অনুপযোগী দ্রব্যাদি ভস্মীভূত করিত। এইরূপ পুনঃ পুনঃ আক্রমণের জন্যই গঙ্গার বদ্বীপস্থ সুন্দর সুন্দর বহু জনাকীর্ণ দ্বীপ, আজ জনশূন্য হইয়া ব্যাঘ্র ও অন্যান্য বন্যপশুর আবাস স্থানে পরিণত হইয়াছে (৫৯)।

এবম্প্রকারে সংগৃহীত ক্রীতদাসের প্রতি তাহারা অত্যন্ত নির্দ্দয় ব্যবহার করিত, এবং কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে লুণ্ঠিত স্থানের বৃদ্ধব্যক্তিগণকে তাহারা সেই স্থানেই বিক্রয় করিতে সাহসী হইত। যে সকল যুবক সময়মত পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইত, তাহাদের কর্ত্তৃকই পূর্ব্ব দিবসে বন্দীকৃত পিতার উদ্ধারের চেষ্টারূপ ব্যাপার প্রায়শঃই দৃষ্ট হইত।

(৫৮) মুসলমানগণ ১৬৬৬ সালে ইহাকে ইস্‌লামবাদ নামে অভিহিত করিয়াছিল।

(৫৯) ভৌগালিক রেনেলের "সুন্দরবনের" মানচিত্রে (১৭৮০ সালে প্রকাশিত) বার্নিয়ার কথিত ভূখণ্ড "Country, depopulated by the Muggs" অর্থাৎ মগগণ-কর্ত্তৃক জনশূন্য ভূভাগ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

যে সকল ব্যক্তি অকর্ম্মণ্য না হইত, দস্যুগণ হয় তাহাদিগকে নিজেদের কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিয়া লুণ্ঠন ও হত্যায় অভ্যস্ত করাইত অথবা গোয়া, লঙ্কা, সান্‌থোম্ (৬০) এবং অন্যান্য স্থানের পর্ত্তুগীজদের নিকট বিক্রয় করিত। বঙ্গদেশীয় হুগলীর (৬১) পর্ত্তুগীজগণও বিনা সঙ্কোচে এই সকল হতভাগা বন্দীদিগকে ক্রয় করিত এবং এই নৃশংস ব্যবসায় পালমা অন্তরীপের (৬২) নিকটবর্ত্তী গালীস্‌দ্বীপে সম্পাদিত হইত। পরস্পরের নির্দ্ধারিত নিয়মানুযায়ী জলদস্যুরা পর্ত্তুগীজদিগের জন্য অপেক্ষা করিত এবং শেষোক্তেরা স্বল্পমূল্যে পণ্যের ন্যায় এই সকল ক্রীতদাস ক্রয় করিত। ইহাও পরিতাপের বিষয় যে, পর্ত্তুগীজদিগের অবনতির পরে, অন্যান্য ইউরোপীয়জাতি এই সকল জলদস্যুর সহিত এই প্রকার গর্হিত ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে। এই জলদস্যুগণ গর্ব্বের সহিত উল্লেখ করে যে, ভারতবর্ষের সকল ধর্ম্মযাজকগণ দশবৎসরে যতগুলি ব্যক্তিকে খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী না করিতে পারেন, ইহারা একবৎসরে তদপেক্ষা অধিকসংখ্যক ব্যক্তিকে ঐ ধর্ম্মগ্রহণে বাধ্য করে। আমাদের পবিত্র ধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র উপদেশ অমান্য করিয়া এবং প্রকাশ্যে ইহার সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ আদেশগুলি অশ্রাব্য ও তুচ্ছ করিয়া এইরূপ ধর্ম্মপ্রচার করা অদ্ভুত প্রথা বটে!

আওরংজেবের পিতামহ জাহাঙ্গীরের অনুগ্রহে পর্ত্তুগীজগণ হুগলীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। জাহাঙ্গীর বাদশাহ খৃষ্টানগণের প্রতি সকল প্রকার

---

(৬০) "সমসাময়িক ভারত," উনবিংশ খণ্ড ১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৬১) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৬৪০ সালে এই স্থানে কুঠী স্থাপন করেন। শায়েস্তাখাঁ ১৬৬৪-৬৫ সালে এই অভিযান ব্যাপারে বৃত হইয়াছিলেন। অতিরিক্ত পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(৬২) উড়িষ্যা উপকূলস্থ অন্তরীপ।

কুসংস্কার হইতে মুক্ত ছিলেন এবং তাহাদের ব্যবসায় হইতে প্রভূত আয়ের আশা করিতেন। নূতন ঔপনেশিকগণও বঙ্গোপসাগর জলদস্যু হইতে বিমুক্ত রাখিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল।

শাহ জাহান নিজ পিতা অপেক্ষা মুসলধর্ম্মে অধিকতর গোঁড়া ছিলেন এবং হুগলীর পর্ত্তুগীজদিগের প্রতি ভীষণ শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন। আরাকানের লুণ্ঠনকারীদিগকে উৎসাহ প্রদান করায় ও বাদশাহের যে সকল প্রজা তাহাদের ক্রীতদাস ছিল তাহাদিগকে স্বাধীন করিতে অস্বীকার করায়, তাহারা বাদশাহের বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছিল। তিনি প্রথমে ভীতিপ্রদর্শন ও তোষামোদ করিয়া প্রভূত অর্থ প্রদানে তাহাদিগকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন এবং তাহারা তাঁহার শেষ দাবি পূর্ণ করিতে অস্বীকৃত হইলে, তিনি হুগলি অবরোধ ও অধিকার-পূর্ব্বক আদেশ করিলেন যে অধিবাসিবৃন্দ ক্রীতদাসরূপে আগ্রায় (৬৩) স্থানান্তরিত হইবে।

বর্ত্তমানকালের ইতিহাসে এই ব্যক্তিগণের দুর্দ্দশার তুলনা পাওয়া যায় না; ইহা প্রায় বাবিলনের শোকাকুল দাসত্বের ন্যায় (৬৪); বালক বালিকা, ধর্ম্মযাজক, সন্ন্যাসী কাহাকেও বাদ দেওয়া হয় নাই। বিবাহিতা বা কুমারী সুশ্রী স্ত্রীলোকগণ বাদশাহের অন্তঃপুরবাসিনী হইল; বয়স্কা বা কম সুশ্রী স্ত্রীলোকগণকে ওমরাহদের মধ্যে বিতরণ করা হইল; অল্প বয়স্ক বালকগণের মুষ্কচ্ছেদন করিয়া বালক ভৃত্যে পরিণত করা হইল; এবং প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণকে লোভ বা হস্তীপদতলে নিক্ষেপের

---

(৬৩) ১৬২৯—৩০। বার্নিয়ার লিখিত কারণ অপেক্ষা অন্য কারণও ছিল। ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দে খুর্‌রম পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণকালে হুগলির পর্ত্তুগীজগণের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইয়া বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন।

(৬৪) বাইবেলে উল্লিখিত ইহুদীদিগের বন্দী-অবস্থা।

ভয় প্রদর্শন করাইয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগে বাধ্য করা হইল। তথাপি কয়েকজন ধর্ম্মযাজক নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করাতে আগ্রার জিস্যুইট ও ধর্ম্মযাজকগণের দয়ায় গোয়া ও অন্যান্য পর্ত্তুগীজ উপনিবেশে প্রেরিত হইলেন। এইরূপ বিপদ হইলেও জিস্যুইট ও ধর্ম্মযাজকগণ নিজ নিজ গৃহে বাস করিয়া অর্থ ও বন্ধুগণের সহায়তায় দয়ার কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

হুগলির বিপত্তি ঘটিবার পূর্ব্বে, যাজকগণ শাহ জাহানের ক্রোধ হইতে নিষ্কৃতি পান নাই; জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে নির্ম্মিত আগ্রার সুন্দর উচ্চ গির্জা ও লাহোরের গির্জাদ্বয় ভাঙ্গিতে শাহ জাহান আদেশ করিয়াছিলেন। এই গির্জার ঊর্দ্ধদেশে একটী উচ্চ চূড়া ছিল; এই চূড়াস্থ ঘণ্টার শব্দ নগরের সর্ব্বস্থানে শ্রুত হইত।

হুগলি অধিকারের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে জলদস্যুগণ গোয়ার শাসনকর্ত্তার হস্তে আরাকানরাজ্য সমর্পণের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল। সিবাষ্টিয়ান্ কনসাল্ড্ (৬৫) তৎকালীন জলদস্যুগণের অধিনায়ক ছিল। সে এত বিখ্যাত ও পরাক্রান্ত ছিল যে সে আরাকানরাজের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। কথিত আছে যে, গোয়ার রাজপ্রতিনিধি এরূপ উদ্ধত ও ঈর্ষান্বিত ছিলেন যে তিনি এই প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নাই এবং

---

(৬৫) সিবাষ্টিয়ান্ গঞ্জেলেস্ টিবাও। ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট্ লিখিয়াছেন যে টিবাও আরাকান রাজের ভগ্নির পাণিগ্রহণ করেন। ষ্টুয়ার্ট্ বলেন যে আরাকান-রাজের ভ্রাতা আনাপোরামে আরাকান হইতে স্বন্দীপে পলায়নকালে গঞ্জেলেসের সাক্ষাৎলাভ করিয়া তাঁহার সাহায্য লাভ করেন। উভয়ে আরাকান আক্রমণ করিয়া আনাপোরামের পরিবারবর্গের উদ্ধার সাধন ও প্রভূত ধনরত্ন লাভ করেন। অতঃপর গঞ্জেলেস আনাপোরামের ভগ্নিকে বিবাহ করেন। আনাপোরাম্ অত্যল্পকাল মধ্যেই বিষাক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার ধনরত্নাদি গঞ্জেলেসের হস্তগত হয়।

পর্ত্তুগালের নরপতি এরূপ মূল্যবান্ অধিকারের জন্য একজন নীচ জাতীয় ব্যক্তির নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন ইহা অন্যায় মনে করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এরূপ প্রস্তাবে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই; এরূপ কার্য্য জাপান, পেগু, ইথিওপিয়া এবং অন্যান্য স্থানের পর্ত্তুগীজদের সাধারণ প্রকৃতির উপযুক্ত ছিল। তাহাদের কুকার্য্যই ভারতবর্ষে তাহাদের অবনতির কারণ এবং তাহারা ইহা ভগবানেরই ক্রোধের প্রমাণ বলিয়া অকপটে স্বীকার করে। পূর্ব্বে তাহারা অত্যন্ত প্রতাপান্বিত ছিল; ভারতীয় রাজন্যবর্গ তাহাদের বন্ধুত্ব প্রার্থনা করিতেন এবং পর্ত্তুগীজগণ সাহস, বদান্যতা, ধর্ম্মের জন্য উৎসাহ, সমৃদ্ধি ও কার্য্যের জাঁকজমকের জন্য খ্যাতিলাভ করিত; কিন্তু তখন তাহারা বর্ত্তমানকালের ন্যায় সকলপ্রকার পাপ ও প্রত্যেকপ্রকার নীচ ও নৃশংস আমোদে রত থাকিত না।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে জলদস্যুগণ স্বন্দীপ (৬৬) নামক দ্বীপ জয় করিয়াছিল। এই দ্বীপ সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত বলিয়া যে কেহ ইহাতে অবস্থান করিয়া গঙ্গার মুখের কতকাংশ শাসন করিতে পারিত। এই স্থানে দুষ্ট ফ্রাজেহান্ (৬৭) নামক অগষ্টাইন্ সম্প্রদায়ভুক্ত এক সন্ন্যাসী বহুবৎসরকাল ক্ষুদ্র রাজার ন্যায় শাসন করিতেন। ভগবান জানেন কি প্রকারে তিনি দ্বীপের শাসনকর্ত্তাকে অপসারিত করিয়াছিলেন।

---

(৬৬) চট্টগ্রামের অদূরবর্ত্তী মেঘনাতীরে অবস্থিত। সিজার ডি ফেডারিকি নামক পর্য্যটক উল্লেখ করিয়াছেন যে জাহাজ নির্ম্মাণোপযোগী দ্রব্যাদি এত অধিক পরিমাণে এইস্থানে পাওয়া যাইত যে, তুরস্কের সুলতানও এইস্থানে নিজ জাহাজাদি নির্ম্মাণ করিতেন।

(৬৭) "Fra-Joan" (বার্নিয়ার)। অগষ্টাইন্—সুপ্রসিদ্ধ খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক।

আমরা পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি (৬৮) যে এই দস্যুগণই সুলতান শুজাকে ঢাকা হইতে আরাকানে লইয়া যাইবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় ঢাকায় গমন করিয়াছিল, তাহারা শুজার কয়েকটি বাক্স উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার অনেকগুলি মূল্যবান রত্ন চুরি করিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং এগুলি গোপনে আরাকানে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিয়া অতি অল্পমূল্যে বিক্রয় করিয়াছিল। হীরকগুলি ওলন্দাজ ও অন্যান্য ব্যক্তির হস্তে পতিত হয়; ইহারা মূর্খ দস্যুগণকে সহজেই প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল যে হীরকগুলি কোমল এবং তাহাদের কাঠিন্যের জন্যই মূল্য বৃদ্ধি হয়।

আরাকানে প্রতিষ্ঠিত জলদস্যুগণের অন্যায় ও অস্বাভাবিক ব্যবহারের জন্য মুগলবাদশাহকে বহুকাল কষ্ট, ব্যয় ও বিরক্তি সহ্য করিতে হইয়াছিল। বাদশাহকে বঙ্গরাজ্যের প্রবেশের পথসমূহ রক্ষার্থ বিপুল সৈন্যবাহিনী ও প্রচণ্ড রণতরীবাহিনীও প্রস্তুত রাখিতে হইয়াছিল। তথাপি এই সকল পূর্ব্ব অবলম্বিত উপায় সত্ত্বেও তিনি দস্যুগণের লুণ্ঠন নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন; দস্যুগণ এরূপ সুকৌশলী এবং সাহসী হইয়াছিল যে ৪।৫ খানি ক্ষুদ্র নৌকাসহ তাহারা বাদশাহের ১৪।১৫ খানি নৌকা আক্রমণ করিত এবং অনেক সময়েই বাদশাহের নৌকাগুলি ধৃত বা ধ্বংস করিতে সমর্থ হইত।

বঙ্গদেশের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত হইলে শায়েস্তাখাঁর সঙ্কল্পিত অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল বঙ্গদেশকে এইসকল বর্ব্বরগণের নৃশংস ও অবিরত আক্রমণ হইতে উদ্ধার করা; কিন্তু তাঁহার দূরতর আর একটি উদ্দেশ্য ছিল—আরকান-রাজকে আক্রমণ এবং সুলতান শুজা ও তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি আরাকানরাজ যে নির্দ্দয়তা প্রদর্শন

---

(৬৮) পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩২—১৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

করিয়াছিলেন তজ্জন্য তাঁহাকে শাস্তিদান করা। এই সকল প্রথিত ব্যক্তির মৃত্যুর প্রতিশোধ এবং বাদশাহ-পরিবারস্থ রাজপুত্রগণ সকল সময় এবং সকল অবস্থাতেই যে ভক্তি ও নম্রতার সহিত ব্যবহৃত হইবেন ইহাই প্রদর্শনার্থে আওরংজেব কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।

শায়েস্তাখাঁ বিশেষ তৎপরতার সহিত প্রথম অভিসন্ধি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সীমান্তপ্রদেশ নদীনালাপূর্ণ বলিয়া বঙ্গদেশ হইতে আরাকানে সৈন্য লইয়া যাওয়া সম্ভবপর ছিল না এবং সমুদ্রে দস্যুগণের তৎপরতার জন্য সমুদ্রপথে রাজ্য আক্রমণ অধিকতর সুকঠিন ছিল। এই জন্য ওলন্দাজদিগের সহায়তা লাভ করাই তিনি উপযুক্ত বোধ করিয়া, পূর্ব্বে শাহ আব্বাস অর্ম্মাজ সম্বন্ধে ইংরাজের সহিত (৬৯) যেরূপ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বাটেভিয়ার শাসনকর্ত্তার সহিত কতকগুলি শর্ত্তে সন্ধি করিতে ও সম্মিলিতশক্তিতে আরাকান অধিকারের জন্য একজন দূত প্রেরণ করিলেন।

বাটেভিয়ার শাসনকর্ত্তা পূর্ব্বাঞ্চলে পর্ত্তুগীজ ক্ষমতা হ্রাস করিবার এবং ওলন্দাজ কোম্পানীর ক্ষমতা বর্দ্ধক প্রস্তাবে সহজেই স্বীকৃত হইলেন। মুগল সৈন্যেরা যাহাতে সহজেই চট্টগ্রামে পৌঁছিতে পারে, তজ্জন্য তিনি বঙ্গদেশে দুইখানি জাহাজ প্রেরণ করিলেন; কিন্তু, শায়েস্তা খাঁ ইতোমধ্যেই বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নৌকা সংগ্রহ করিয়া, দস্যুগণ তৎক্ষণাৎ বাদশাহের আধিপত্য স্বীকার না করিলে তাহাদিগকে অচিরে ধ্বংস করিবেন, এইরূপ ভয় প্রদর্শন করিলেন। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন "আরাকান রাজকে ধ্বংস করিবার জন্য আওরংজেব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

(৬৯) শাহ আব্বাসের কর্ম্মচারিগণ সুরাটের ইংরাজ কুঠীর অধ্যক্ষের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ১৬২২ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী সম্মিলিত পারসীক ও ইংরাজ সৈন্য অর্ম্মাজ অবরোধ করে। পর্ত্তুগীজগণ ১লা মে দুর্গ সমর্পণ করে।

হইয়াছেন এবং এক পরাক্রান্ত ওলন্দাজ নৌবাহিনীও নিকটস্থ হইয়াছে। বুদ্ধিমান হইলে নিজেদের ও পরিবারবর্গের রক্ষাই তোমাদের প্রধান চিন্তনীয় বিষয় হইবে; তোমরা আরাকান রাজের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আওরংজেবের কার্য্য গ্রহণ কর। বঙ্গদেশে তোমাদের আবশ্যকীয় ভূমি প্রদান করা যাইবে, এবং বর্ত্তমানে তোমরা যে বেতন পাইতেছ, তাহা দ্বিগুণিত করা হইবে।"

জলদস্যুগণ এই সময়ে, আরাকানরাজের একজন প্রধান অমাত্যকে হত্যা করিয়াছিল এবং এই অপরাধের শাস্তির আশঙ্কায় অথবা শায়েস্তা খাঁর পত্রের ভীতি বা লোভ পদর্শন জন্য অধিক ভীত বা লুব্ধ হইয়াছিল। যাহা হউক, এই সকল অনুপযুক্ত পর্ত্তুগীজ এক দিবস এরূপ ভীত হইয়া চল্লিশ কি পঞ্চাশখানি ক্ষুদ্র তরীতে উঠিয়া বঙ্গদেশে গমন করিল যে, তাহারা তাহাদের পরিবারবর্গ বা মূল্যবান দ্রব্যাদিও সঙ্গে লইতে অসমর্থ হইল।

শায়েস্তাখাঁ এই সকল অসাধারণ অভ্যাগতকে সাহ্লাদে অভ্যর্থনা করিলেন; তাহাদিগকে প্রচুর অর্থ পদান করিলেন এবং ঢাকা সহরে (৭০) উহাদের স্ত্রী ও সন্তানগণকে উত্তম আবাসস্থল প্রদান করিলেন। এই প্রকারে তাহাদের বিশ্বাস উৎপাদন করিলে, জলদস্যুগণ বাদশাহের সৈন্যাবলীর সহিত একযোগে কর্ম্ম করিতে উৎসুক হইল এবং আরাকান-রাজের অধিকৃত সন্দীপ আক্রমণ ও অধিকারে সহায়তা করিয়া সন্দীপ হইতে ভারতীয় সৈন্যদের সহিত চট্টগ্রামে আগমন করিল। ইতোমধ্যে ওলন্দাজপ্রেরিত দুইখানি যুদ্ধ জাহাজ দেখা দিল এবং

(৭০) ষ্টুয়ার্ট উল্লেখ করিয়াছেন যে "ফিরিঙ্গিবাজার" নামক স্থানে ইহারা বাস করে। এইস্থানে ইহাদের কোন কোন বংশধর বর্ত্তমানেও বাস করে। রেনেলের ঢাকার মানচিত্রে ফিরিঙ্গিবাজারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

শায়েস্তা খাঁ তাহাদের অধিনায়কদ্বয়কে সদুদ্দেশ্যের জন্য ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে আর তাঁহার তাহাদের সাহায্যের আবশ্যকতা নাই। আমি এই দুইখানি জাহাজ বঙ্গদেশে দেখিয়াছিলাম এবং জাহাজের কর্ম্মচারিবৃন্দের সাহচর্য্যভোগ করিয়াছিলাম। কর্ম্মচারিগণ শায়েস্তাখাঁর প্রতিশ্রুতিভঙ্গের তুলনায় তাঁহার ধন্যবাদ অকিঞ্চিৎকর প্রতিদান মনে করিয়াছিল। পর্ত্তুগীজদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার উচিত শায়েস্তাখাঁ সেরূপ ব্যবহার সম্ভবতঃ করেন নাই; তবে তাহারা যেরূপ ব্যবহারের উপযুক্ত, সেইরূপই করা হইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে চট্টগ্রাম হইতে আনয়ন করিয়াছেন; তাহারা ও তাহাদের পরিবারবর্গ তাঁহারই অধীন; তাহাদের কার্য্যের আর কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না; এইজন্য তিনি একটী প্রতিশ্রুতি পালন করাও অনাবশ্যক মনে করিলেন। মাসের পর মাস অতিবাহিত হইলেও তিনি তাহাদিগকে কোন বেতন প্রদান করিলেন না; তাহাদিগকে বিশ্বাসঘাতক ও তাহাদিগের উপর নির্ভর করা মূর্খতা মনে করিলেন, এবং বহুবর্ষকাল যে রাজার 'লবণ' খাইয়াছে তাঁহাকে যাহারা পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহাদিগকে তিনি দুরাত্মা বলিয়া বিবেচনা করেন।

শায়েস্তাখাঁ চট্টগ্রামে এই প্রকারে এই সকল দুরাচারের আধিপত্য নষ্ট করেন; আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইহারাই নিম্নবঙ্গ লোকশূন্য ও তাহার সর্ব্বনাশসাধন করিয়াছে (৭১)। আরাকান-রাজের বিরুদ্ধে অভিযান যে সফল হইয়াছিল তাহা পরে জানা যাইবে (৭২)।

চতুর্থতঃ। এক্ষণে আওরংজেবের পুত্রদ্বয় সুলতান মুহম্মদ ও সুলতান

---

(৭১) অতিরিক্ত পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(৭২) আরাকান অবশেষে বঙ্গদেশভুক্ত হইয়াছিল।

মুয়াজ্জমের কথা বলিতেছি। প্রথমোক্ত এক্ষণেও গোয়ালিয়র দুর্গে আবদ্ধ রহিয়াছেন ; তবে জনশ্রুতি বিশ্বাস করিলে বলিতে হয় যে, সাধারণতঃ ঐ দুর্গের বন্দীদিগকে যে পোস্ত পান করিতে দেওয়া হয়, তাহা তাঁহাকে দেওয়া হইতেছে না। সুলতান মুয়াজ্জম তাঁহার চিরাভ্যস্ত ধীরতা ও পরিণামদর্শিতার সহিত আচরণ করিতেছেন। কিন্তু আমি যে ঘটনা বর্ণনা করিতে যাইতেছি তাহাতে সন্দেহ হয় যে, এই রাজপুত্রও স্বীয় পিতার গুরুতর ব্যাধির সময়ে গোপনে চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছিলেন অথবা সাধারণের অজ্ঞাত কোন কারণে তিনি পিতার অসন্তুষ্টি উদ্রেক করিয়া ছিলেন। যাহাহউক, ইহাও সম্ভবপর বোধ হয় যে, যখন তিনি দরবারে সকল আমীরগণের সম্মুখে মুয়াজ্জমকে পর্ব্বত হইতে যে সিংহ নির্গত হইয়া নিকটবর্ত্তী জনপদ ধ্বংস করিতেছিল, তাহাকে হত্যা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তখন তিনি পুত্রের বশ্যতা ও সাহসেরই বিশিষ্ট প্রমাণ সংগ্রহে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। মীর শিকারী (৭৩) মিনতি করিয়া বলিলেন যে, এরূপ বিপজ্জনক মৃগয়ায় যে সকল বিস্তৃত জাল ব্যবহৃত হয় তাহাই রাজপুত্রকে ব্যবহার করিতে অনুমতি দেওয়া হউক (৭৪) ; বাদশাহ কঠোরস্বরে উত্তর করিলেন "মুয়াজ্জম্ জাল ব্যতীতই সিংহের সহিত যুদ্ধ করিবে। আমি যখন রাজপুত্র ছিলাম, তখন এই সকল সতর্কতাসূচক উপায়ের কথা আমার মনোমধ্যে উদিত হইত না"। এইরূপ আদেশ আর অমান্য করিবার সুযোগ রহিল না। রাজপুত্রও এইরূপ ভয়াবহ যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলেন না ; তিনি ঐ ভয়ানক জন্তুর সম্মুখীন হইবামাত্র দুই তিন জন ব্যক্তি ও কয়েকটী অশ্ব ক্ষতবিক্ষত হইল এবং আহত সিংহ

---

(৭৩) ইংলণ্ডেও পূর্ব্বে এইরূপ কর্ম্মচারী ছিলেন।

(৭৪) বার্নিয়ার পরে সিংহ-শিকারের বর্ণনা করিয়াছেন।

মুয়াজ্জমের হস্তীর মস্তকে লম্ফ প্রদান করিল কিন্তু মুয়াজ্জম সিংহকে পরাভূত করিলেন। এই অত্যাশ্চার্য্য যুদ্ধের পরবর্ত্তীকাল হইতে আওরংজেব পুত্রের প্রতি যথেষ্ট স্নেহের সহিত ব্যবহার করিতেছেন; এমন কি তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের শাসনভার প্রদান করিয়াছেন। তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে সুলতান মুয়াজ্জমের ক্ষমতা এরূপ সীমাবদ্ধ (৭৫) এবং তাঁহার এরূপ অর্থকৃচ্ছতা যে, তিনি আর তাঁহার পিতার মনে কোনরূপ অশান্তি জন্মাইতে পারেন না।

পঞ্চমতঃ। আমি আমার পাঠকবর্গের স্মৃতিপথে যে ব্যক্তির কথা উদ্রেক করিতে চাহিতেছি তিনি কাবুলের শাসনকর্ত্তা (৭৬) মহাবৎ খাঁ। তিনি অবশেষে ঐ স্থানের শাসনকর্ত্তৃপদ ত্যাগ করিলেন কিন্তু এরূপ সৈন্যের জীবন মূল্যবান এবং তাঁহার উপকারক শাহ জাহানের প্রতি তাঁহার প্রভুভক্তি প্রশংসনীয় এই হেতুতে আওরংজেব মহানুভবতার সহিত তাঁহাকে শাস্তি প্রদান করিতে অনিচ্ছুক হইলেন; এমন কি বাদশাহ তাঁহাকে যশোবন্তসিংহের পরিবর্ত্তে গুজরাটে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া যশোবন্তকে দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। অবশ্য ইহাও সত্য যে কয়েকটী বহুমূল্যবান উপহারে বাদশাহের মন মহাবতের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। রৌশন্ আরা বেগমকে যাহা দিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন মহাবৎ বাদশাহকে পঞ্চদশ অথবা ষোড়শ সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা ও বহুসংখ্যক পারস্যদেশীয় অশ্ব এবং উষ্ট্র প্রদান করিয়াছিলেন (৭৭)।

কাবুলের কথায় আমার উহার নিকটবর্ত্তী কান্দাহার রাজ্যের কথা মনে পড়িতেছে; বর্ত্তমানে কান্দাহার পারস্যের করদ রাজ্য। এই বিষয়ে

(৭৫) ১৬৬৩ মুয়াজ্জম দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

(৭৬) পূর্ব্ববর্ত্তী ১১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৭৭) জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের সুবিখ্যাত মহাবৎ-খাঁর দ্বিতীয় পুত্র।

আমার দুই এক পৃষ্ঠা বর্ণনা করা কর্ত্তব্য। ঐ দেশ এবং ঐ দেশবাসী পারস্য ও হিন্দুস্থানের বাদশাহগণের পতি কিরূপ রাজনৈতিক ভাব প্রকাশ করে এই সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞতা দৃষ্ট হয়। রাজধানীর নামও কান্দাহার; এই সমৃদ্ধিশালী ও সুন্দর রাজ্যের ইহাই দুর্গ। এই রাজধানীর অধিকারের জন্য মুগলগণ ও পারসীকদের মধ্যে বহু বর্ষব্যাপী যুদ্ধ চলিতেছে। মহাত্মা আকবর ইহা পারসীকগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া (৭৮) রাজ্যের অবশিষ্টাংশ করতলগত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পারস্যের সুবিখ্যাত বাদশাহ শাহ আব্বাস জাহাঙ্গীরের (৭৯) হস্ত হইতে এই নগর অধিকার করিয়াছিলেন; শাসনকর্ত্তা আলি মর্দ্দান্ (৮০) খাঁর বিশ্বাস-ঘাতকায় ইহা পুনর্ব্বার শাহ জাহানের হস্তগত হইয়াছিল। আলিমর্দ্দান্ তৎক্ষণাৎ এই নূতন বাদশাহের অধীনে আপনাকে স্থাপন করিলেন; স্বদেশে তাঁহার বহু শত্রু ছিল এবং পারস্যের বাদশাহের আদেশানুযায়ী হিসাব প্রদর্শন করিতে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। শাহ আব্বাসের পুত্র পুনর্ব্বার কান্দাহার অবরোধ করিয়া অধিকার করেন (৮১), এবং তৎপরে শাহ জাহান উহা দুইবার আক্রমণ করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন। বাদশাহের অধীন স্বদেশ-ভক্ত পরাক্রান্ত পারসীক আমীরগণের চক্রান্তে প্রথম অভিযান বিফল হইয়াছিল। তাঁহারা অবরোধকালে ঘৃণিত

(৭৮) ১৫৯৪ সালে।

(৭৯) ১৬৬২ সালে।

(৮০) আলিমর্দ্দান্-খাঁ ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শাহ জাহানের হস্তে কান্দাহার সমর্পণ করিয়া দিল্লী গমন করেন। তিনি উপযুক্ত শাসনকর্ত্তা ছিলেন। দিল্লীর আলিমর্দ্দান্ খাল তাঁহারই নামানুসারে অভিহিত। ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করিলে, লাহোরে সমাহিত হইয়াছিলেন।

(৮১) ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে

ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া রাজা-রূপকে (যিনি পর্ব্বতের অতিসন্নিকটস্থ প্রাচীরে পতাকা প্রোথিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন) অনুসরণ করিতে অস্বীকার করিলেন। আওরংজেবের ঈর্ষাই দ্বিতীয় বারের বিফলতার কারণ। তিনি বৈদেশিকদের (ইংরাজ, ফরাসী, পর্ত্তুগীজ, জর্ম্মান্) কামানে ধ্বংসীকৃত প্রাচীর আক্রমণ করিলেন না; দারা কর্ত্তৃক এই অভিযান অনুষ্ঠিত এবং এরূপ মূল্যবান জয়ের প্রশংসা দারা ভোগ করিবেন ইহাই তাঁহারই ঈর্ষার কারণ। অন্তঃবিদ্রোহের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শাহ জাহান তৃতীয়বার কান্দাহার আক্রমণে উদ্যত হইয়াও নিবৃত্ত হইয়াছিলেন; কারণ আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি মিরজুমলা বাদশাহকে দাক্ষিণাত্যে সৈন্য প্রেরণে প্ররোচিত করিয়াছিলেন (৮২)। আলিমর্দ্দান্ খাঁও মিরজুমলার প্রস্তাব বিশেষ উৎসুক্য সহকারে সমর্থন করিয়াছিলেন এবং বাদশাহকে এইরূপ অত্যাশ্চর্য্যভাবে সম্বোধন করিয়াছিলেন "আমার ন্যায় বিশ্বাসঘাতক কান্দাহারের দ্বারোদ্ঘাটন না করিলে বাদশাহ কিছুতেই উহা অধিকার করিতে পারিবেন না; অথবা আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনী হইতে পারসীকগণকে বহিস্কৃত না করিলে এবং বাজারের লোকগণকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানে (অর্থাৎ সৈন্যগণের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি বিনাশুল্কে আনয়ন করিতে দিয়া) প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না হইলে আপনি উহা অধিকারে সমর্থ হইবেন না।" কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আওরংজেব (পারস্যরাজকর্ত্তৃক লিখিত পত্রে অসন্তুষ্ট হইয়া অথবা তাঁহার দূতের (৮৩) পারস্য দরবারে অসম্মানিত ভাবে অভ্যর্থিত হওয়ার জন্য) তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া এই সুবিখ্যাত নগর আক্রমণে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পারস্যাধিপতির মৃত্যুসংবাদ অবগত হইয়া এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ

(৮২) পূর্ব্ববর্ত্তী ২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৮৩) সম্ভবতঃ সাকি-উল্লা-খাঁ।

করেন; সিংহাসনে উপবিষ্ট বালকের সহিত যুদ্ধ করা অন্যায় তিনি এইরূপ ভাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি বিবেচনা করি, পিতৃসিংহাসনে উপবিষ্ট শাহ সুলেমান, অন্ততঃ পঞ্চবিংশ বৎসরের যুবক ছিলেন।

ষষ্ঠতঃ। এক্ষণে আমি আওরংজেবের বিশিষ্ট ভক্তগণের কথা নিবেদন করিব। ইঁহাদের অধিকাংশই বিশ্বাস ও সম্মানের পদের অধিকারী হইয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, তাঁহার মাতুল শায়েস্তার্খাঁ দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা এবং প্রধান অধিনায়ক ও পরে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মীর খাঁ কাবুল, খলিল্ উল্লা খাঁ লাহোর, মীরবাবা এলাহাবাদ, লস্কর খাঁ পাটনা এবং আলাওর্দি খাঁর (যাঁহার পরামর্শে সুলতান শুজা খাজুয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন) পুত্র (৮৪) সিন্ধুর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। যে ফাজেলখাঁর পরামর্শ ও উদ্যোগে আওরংজেবের অত্যন্ত উপকার হইয়াছিল, তিনি খানসামা (৮৫) ও রাজকীয় প্রধান কঞ্চুকীর পদে বৃত হইয়াছিলেন। দানিশমন্দ দিল্লীর শাসনকর্ত্তা পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অধ্যয়নশীলতা ও বৈদেশিক বিভাগে তিনি যে সময় অতিবাহিত করেন, তজ্জন্য বাদশাহকে অভিবাদন করিবার জন্য দিবসে দুইবার দরবার গৃহে যাইবার প্রাচীন রীতিপালন হইতে তাঁহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য আমীরগণকে ঐরূপ না করিলে আর্থিক দণ্ড প্রদান করিতে হয়। আওরংজেব দিয়ানৎখাঁকে কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তৃত্ব দিয়াছেন; এই ক্ষুদ্র রাজ্য একপ্রকার অনধিগম্য এবং ইহা ভারতবর্ষের ভূস্বর্গ বলিয়া পরিগণিত। বাদশাহ আকবর এই রাজ্য ছলনা দ্বারা অধিকার করিয়াছিলেন। এই দেশেরই ভাষায় দেশের একটী প্রামাণিক ইতিহাস আছে

(৮৪) জাফর-খাঁ। ইনি ১৬৬৯ সালে এলাহাবাদে দেহত্যাগ করেন।

(৮৫) প্রধান ভাণ্ডার-রক্ষক।

এবং ইহাতে প্রাচীন রাজন্যবর্গের চিত্তাকর্ষক বৃত্তান্ত রহিয়াছে। এই রাজ্য কোন সময় এরূপ পরাক্রান্ত হইয়াছিল যে লঙ্কাদ্বীপ পর্য্যন্ত আসমুদ্র হিমাচল জয় করিয়াছিল। জাহাঙ্গীর এই ইতিহাসের (৮৬) পারসীক ভাষায় একটী সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং আমি এই শেষোক্ত ইতিহাসের একখণ্ড সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এই স্থানে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি যে, আওরংজেব সামুগড় ও খাজুয়ার যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শক নেজাবৎখাঁকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছিলেন; তিনি বাদশাহের যে উপকার করিয়াছিলেন সর্ব্বদাই সে বিষয় আলোচনা করায় এই অপমান ভোগ করিয়াছিলেন। জিওয়ন্ খাঁ ও নাজের নামক অপযশস্বী ব্যক্তিদ্বয় সম্বন্ধে জিওয়নখাঁর অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে (৮৭)। নাজেরের অদৃষ্টে শেষে কি ঘটে তাহা অবগত হওয়া যায় না।

যশোবন্ত ও জয়সিংহ সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন, কিন্তু আমি ইহা পরিষ্কার করিতে প্রয়াস পাইব। বিজাপুরের এক হিন্দুর নেতৃত্বে এক বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল; এই ব্যক্তি তদ্দেশীয় রাজার কয়েকটী প্রয়োজনীয় দুর্গ ও বন্দর অধিকার করিয়াছিল। এই দুঃসাহসিকের নাম শিবাজী (৮৮) ইনি সতর্ক, উদ্যমশালী এবং ব্যক্তিগত নির্ব্বিঘ্নতায় সম্পূর্ণ উদাসীন। দাক্ষিণাত্যে বাসকালে শায়েস্তাখাঁ, নিজ সৈন্য ও সামন্তরাজ পরিবেষ্টিত বিজাপুরাধিপতি অপেক্ষা ইঁহাকে অধিকতর পরাক্রান্ত শত্রু বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সৈন্য পরিবেষ্টিত এবং আওরংজেবের দুর্গ-প্রাচীর মধ্যে অবস্থিত শায়েস্তা খাঁ ও তাঁহার অর্থাদি লুণ্ঠনের চেষ্টা হইতে শিবাজীর

(৮৬) ইতিহাস—রাজতরঙ্গিণী। (৮৭) পূর্ব্ববর্ত্তী ১২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৮৮) মহারাষ্ট্র-গৌরব ছত্রপতি শিবাজী সম্বন্ধে বার্নিয়ার পূর্ব্বে ও পরে উল্লেখ করিয়াছেন।

নির্ভীকতার প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। এক রাত্রি তিনি মাত্র কতিপয় সৈন্যসহ শায়েস্তাখাঁর কক্ষে প্রবেশ করেন এবং আর স্বল্পক্ষণ লুকায়িত থাকিতে পারিলে তিনি স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হইতেন। শায়েস্তাখাঁ গুরুতররূপে আঘাতপ্রাপ্ত হন, এবং তাঁহার পুত্র তরবারী নিষ্কাশনের সময়ে হত হন। শিবাজী শীঘ্রই অন্য একটী সাহসিক কর্ম্মে ব্রতী হইয়া অধিকতর সফলকাম হইয়াছিলেন। তাঁহার সৈন্যাবলীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট দুই তিন শত সৈন্যসহ তিনি নীরবে শিবির পরিত্যাগপূর্ব্বক বাদশাহের দরবারাভিমুখী হইতেছেন এইরূপ ভাণ করিতে লাগিলেন। সুরাটের অনতিদূরে ঐ প্রদেশের কোতোয়ালের (৮৯) সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি ঐ নগরে প্রবেশ না করিয়া অগ্রসর হইবেন এইরূপ বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু ঐ সুবিখ্যাত ও সমৃদ্ধিশালী নগর লুণ্ঠনই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি তরবারী হস্তে নগরে প্রবেশ করেন এবং প্রায় তিন দিবস তথায় অতিবাহিত করিয়া লুক্কায়িত ধন সম্পত্তির জন্য তত্রস্থ অধিবাসিবৃন্দকে পীড়ন করেন। স্থানান্তর-অযোগ্য দ্রব্যাদি ভস্মীভূত করিয়া তিনি বিনা বাধায় কয়েক লক্ষ সুবর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা, মুক্তা, রেশমী ও অন্যান্য সূক্ষ্ম বস্ত্র এবং আরও নানাপ্রকার মূল্যবান পণ্যসহ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। যশোবন্ত ও শিবাজীর কোন গোপনীয় বন্দোবস্ত ছিল এইরূপ সন্দেহ করা হয় এবং ইহাও আশঙ্কা করা হয় যে, শায়েস্তাখাঁ ও সুরাট আক্রমণে যশোবন্ত শিবাজীর পরামর্শদাতা ছিলেন। এইজন্য রাজাকে দাক্ষিণাত্য হইতে আহ্বান করা হয়, কিন্তু তিনি দিল্লী প্রত্যাগমন না করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

(৮৯) „Grand Provost" (বার্নিয়ার)।

আমি উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম যে, সুরাট-লুণ্ঠন কালে শিবাজী 'কাপুচিন্' সন্ন্যাসী পূজনীয় ফাদার আমব্রোসের বাসস্থানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। "পাদরীগণ ভাল লোক এবং তাঁহাদিগের কোনরূপে নির্য্যাতন করা হইবে না," তিনি ইহাই বলিয়াছিলেন। জীবিতকালে দানশীল ছিলেন বলিয়া, তিনি ওলন্দাজদিগের একজন মৃত হিন্দু দালালের (৯০) গৃহরক্ষা করিয়াছিলেন। ইংরাজ ও ওলন্দাজদিগের গৃহও তাঁহার নিকট নিষ্কৃতি পাইয়াছিল; শিবাজী যে সম্মান বশে এরূপ করিয়াছিলেন তাহা নহে; এই সকল ব্যক্তি বিশেষ দৃঢ়তার সহিত নিজেদের গৃহাদি রক্ষা করিয়াছিল। বিশেষতঃ, ইংরাজগণ স্বীয় নাবিক-গণের সাহায্যে অত্যধিক বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া নিজেদের ও প্রতিবেশীদের গৃহও রক্ষা করিয়াছিলেন (৯১)। কনষ্টান্টিনোপল্‌বাসী একজন ইহুদীর দৃঢ়তায় সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। শিবাজী জানিতেন যে, এই ব্যক্তির নিকট বহু মূল্যবান মুক্তা ছিল এবং সে ইহা আওরংজেবের নিকট বিক্রয়ার্থ ইচ্ছুক ছিল। কিন্তু তাহার নতজানু অবস্থায় তিনবার মস্তকের উপরে তরবারী ঘুরাইলেও সে বিশেষ দৃঢ়তার সহিত ইহা অস্বীকার করিতেছিল। এইরূপ ব্যবহার ইহুদীরই উপযুক্ত হইয়াছিল; ইহারা অর্থকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসে।

(৯০) ট্যাভার্নিয়ার্ নামক পর্য্যটকও এই দালালের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

(৯১) তখন সার জর্জ্জ অক্সিন্‌ডন্ সুরাটের ইংরাজ-কুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি এরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, আওরংজেব ইঁহাকে সরাপা প্রদান ও ইংরাজ কোম্পানীর শুল্ক শতকরা আড়াই টাকা হ্রাস করেন। অক্সিন্‌ডন্ ১৬৬৩ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর সুরাট কুঠির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া ১৬৮৯ সালের ১৪ই জুলাই সুরাটে দেহত্যাগ করেন।

আওরংজেব জয়সিংহকে দাক্ষিণাত্যের সৈন্যাবলীর অধিনায়কত্ব গ্রহণে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন। বাদশাহ, সুলতান মুয়াজ্জমকে জয়সিংহের সঙ্গে দিয়াছিলেন,কিন্তু রাজপুত্রের হস্তে কোন ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল না। শিবাজীর শ্রেষ্ঠ দুর্গ আক্রমণই রাজার প্রধান কার্য্য হইয়াছিল ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রিয় সুকৌশল—সন্ধি সংস্থাপনের চেষ্টা হইতে তিনি বিরত ছিলেন না এবং ইহাতে তিনি কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন, কারণ শেষ দশায় পতিত হইবার বহু পূর্ব্বেই দুর্গবাসী আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। বাদশাহের সহিত একযোগে বিজাপুর আক্রমণে শিবাজী প্রতিশ্রুত হইলে, আওরংজেব শিবাজীকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়া তাঁহাকে নিজ আশ্রয়ে গ্রহণ এবং তাঁহার পুত্রকে আমীরের উপযোগী বৃত্তিদান করিলেন। কিয়ৎকাল পরে বাদশাহ পারস্যের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া শিবাজীকে সদয় ও তোষামোদকর পত্রে তাঁহার বদান্যতা, গুণাবলী ও চরিত্রের এরূপ প্রশংসা করিলেন যে, শিবাজী বাদশাহের সহিত দিল্লীতে সাক্ষাৎ করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং জয়সিংহও শিবাজীর নির্ব্বিঘ্নতার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। আওরংজেবের আত্মীয়া, শায়েস্তা খাঁর পত্নী সেই সময়ে দরবারে বাস করিতেছিলেন এবং যে ব্যক্তি তাঁহার স্বামীকে আহত, পুত্রকে হত এবং সুরাট নগর লুণ্ঠন করিয়াছিলেন তাঁহাকে বন্দী করিবার জন্য বাদশাহকে সর্ব্বদাই প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন (৯২)। ইহারই ফলে শিবাজী দেখিতে পাইলেন যে তিন চারিজন ওমরাহ তাঁহার শিবির লক্ষ্য করিতেছেন এবং তজ্জন্য তিনি রাত্রির অন্ধকারে ছদ্মবেশে পলায়ন করিলেন। এই ঘটনায় দরবারে অত্যন্ত উত্তেজনা হইল এবং

(৯২) মক্কাযাত্রিগণ সেই সময় সুরাট হইতেই জাহাজে উঠিতেন বলিয়া এই স্থানকে মুসলমানগণ পবিত্র বলিয়া গণ্য করিতেন।

জয়সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র শিবাজীর পলায়নে সহায়তা করিয়াছেন এই সন্দেহে দরবারে আসিতে নিষিদ্ধ হইলেন। আওরংজেব পিতা পুত্র উভয়েরই প্রতি বিরক্ত হইলেন বা বিরক্তির ভাণ করিলেন এবং এই অপরাধে বাদশাহ জয়সিংহের রাজ্যাদি অধিকার করিবেন এই আশঙ্কায় তিনি দাক্ষিণাত্যের অধিনায়কত্ব পরিত্যাগ করিয়া নিজরাজ্য সুরক্ষিত করিবার আশায় দাক্ষিণাত্য পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে বুহ্রান্-পুরে (৯৩) মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। বাদশাহ এই শোচনীয় ঘটনা অবগত হইয়া জয়সিংহের পুত্রের (৯৪) প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি সকরুণ সহানুভূতি প্রদর্শন এবং পিতা যে বৃত্তি ভোগ করিতেছিলেন তাহা পুত্রকে অর্পণ করায়, অনেকে মনে করেন যে স্বয়ং আওরংজেব শিবাজীর পলায়ন ব্যাপারে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, শিবাজীর উপস্থিতি বাদশাহের প্রভূত পরিমাণে উদ্বেগ সৃষ্টি করিয়াছিল। কারণ অন্তঃপুরবাসিনীগণের বিদ্বেষ অত্যন্ত ভয়ানক ও বদ্ধমূল ছিল; তাঁহারা শিবাজীকে বন্ধু ও আত্মীয়গণের রক্তরঞ্জিত বিকটাকার জন্তু বলিয়া পরিগণিত করিতেন (৯৫)।

---

(৯৩) "Brampour" (বার্নিয়ার)।

(৯৪) রামসিংহ।

(৯৫) অন্যতম পর্য্যটক ফ্রায়ারের বর্ণনার সহিত বার্নিয়ারের এই বৃত্তান্তের যথেষ্ট সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। শিবাজীর পলায়ন সম্বন্ধে ফ্রায়ার উল্লেখ করিয়াছেন যে শিবাজী আগ্রা হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। ফ্রায়ার লিখিয়াছেন "এই বিখ্যাত বিদ্রোহীর সংশোধনার্থ আওরংজেব তাঁহাকে দরবারে আনয়ন করেন ও তাঁহার নিরুপদ্রতার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। কিন্তু যে সকল স্ত্রীলোকের আত্মীয়ের রক্তে শিবাজী হস্ত কলঙ্কিত করিয়াছিলেন, অন্তঃপুরস্থ সেই সকল স্ত্রীলোকের চীৎকারে শিবাজী একটী ঝুড়িতে আপনকে লুকায়িত করিয়া পলায়ন করেন। কেবল এই অপমান সহ্য করিয়া (এবং বাদশাহের জ্ঞাতসারে) তিনি আগ্রা হইতে পলায়ন করেন।"

এক্ষণে, এই স্থানে আমরা দ্রুতভাবে দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস আলোচনা করিব। চল্লিশ বৎসরের অধিককাল এই রাজ্যে অনবরত যুদ্ধ চলিয়াছিল এবং এই জন্যই মুগল বাদশাহ অনবরত গোলকুণ্ডা, বিজাপুর ও অন্যান্য ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের সহিত গোলমালে রত হইয়াছিলেন। প্রধান প্রধান ঘটনা অনবগত থাকিলে এবং যে সকল রাজা এই প্রদেশ সমূহ শাসন করেন, তাঁহাদের অবস্থা সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত না থাকিলে এই সকল বিবাদের কারণ সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারা যাইবে না।

পশ্চিমদিকে কাম্বে উপসাগর হইতে পূর্ব্বদিকে বঙ্গোপসাগরকূলে জগন্নাথ পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে কুমারিকা (৯৬) অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এই উপদ্বীপ দুই শত বৎসর পূর্ব্বে একজন স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীন ছিল। শেষ রাজা রামরাজার হঠ্‌কারিতায় এই সুবৃহৎ রাজ্য বহুখণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল এবং এই কারণেই আজ বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বহু রাজন্যবর্গের মধ্যে এই রাজ্য বিভক্ত। রামরাজার তিনটী জর্জ্জিয়াবাসী ক্রীতদাস ছিল; এই তিন জনকেই তিনি নানাপ্রকার অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং অবশেষে তিন জনকে তিনটী প্রধান জেলার শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করেন। একজন বর্ত্তমান দাক্ষিণাত্যে, বাদশাহের অধিকৃত ভূভাগের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন; বিদর, পুরন্দর (৯৭) এবং সুরাটের নিকট নর্ম্মদা পর্য্যন্ত এই বিস্তৃত জনপদের দৌলতাবাদ নগর রাজধানী ছিল। বর্ত্তমান বিজাপুর রাজ্য দ্বিতীয় এবং বর্ত্তমান গোলকুণ্ডা রাজ্য তৃতীয় প্রিয়পাত্রের রাজ্য হইয়াছিল। এই তিনজন ক্রীতদাস অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী এবং পরাক্রান্ত

(৯৬) বার্নিয়ার অন্যত্র ও এই স্থানে কমরী (Comory) অন্তরীপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কুমারী হইতে কম্মরীণ অন্তরীপ।

(৯৭) "Paranda" (বার্নিয়ার)।

হইয়া উঠে এবং তাহারা মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী ও সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া, রামরাজের অধীন অনেক মুগলের অনুগ্রহ ও সাহায্য প্রাপ্ত হয়। ইচ্ছুক হইলেও তাহারা হিন্দুধর্ম্মগ্রহণে অক্ষম হইত। ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণ কোন বৈদেশিককেই তাহাদের ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্বে দীক্ষিত করেন না। ঐ তিনটী ক্রীতদাসের সম্মিলিত বিদ্রোহের ফলে রামরাজ ধৃত হইলেন এবং ইহার পরে উহারা নিজ নিজ রাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া রাজোপাধি ধারণ করিল। রামরাজের সন্তানগণ এই সকল ব্যক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা অসম্ভব মনে করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে কর্ণাট নামক জনপদে রহিলেন। ইহা আমাদের মানচিত্রে বিজানগর নামে (৯৮) উল্লিখিত। বর্ত্তমানে ইহাদের বংশধরগণ এইস্থানে রাজত্ব করিতেছেন। উপদ্বীপের অবশিষ্টাংশও এক সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইল। এই সকল রাজ্য বর্ত্তমানকালেও রাজা, নায়ক (৯৯) ও অন্যান্য জমিদার কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছে। যতদিন পর্য্যন্ত উল্লিখিত ক্রীতদাসত্রয় ও তাহাদের বংশধরগণ সদ্ভাবাপন্ন ছিল, ততদিন তাহারা নিজ রাজ্য সংরক্ষণে ও মুগলদের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ ছিল ; কিন্তু, তাহাদের মধ্যে বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত হইলে এবং স্বাধীন নরপতির ন্যায় একে অপরের সাহায্য অনাবশ্যক মনে করিলে, তাহারা বিভক্ত হইবার বিষময় ফল ভোগ করিল। ত্রিশ কি চল্লিশ বৎসর পরে, মুগলগণ ইহাদের অনৈক্য লক্ষ্য করিয়া নিজামর্খাঁর রাজ্য (১০০) আক্রমণ করিয়া উহা অধিকার করিল।

(৯৮) "Bisnaguer" (বার্নিয়ার)। বিজয়নগর, 'সমসাময়িক ভারত,' উনবিংশ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

(৯৯) "Naiques" (বার্নিয়ার)। সংস্কৃত নায়ক শব্দ। বিজয়নগরের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণকে এই উপাধি প্রদান করা হইত।

(১০০) ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে দৌলতাবাদ অধিকৃত হয়।

নিজামখাঁ তাঁহার পূর্ব্বতন রাজধানী দৌলতাবাদে (১০১) বন্দীভাবে দেহাবসান করিলেন।

সেই সময় হইতে, গোলকুণ্ডারাজগণ আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে-ছিলেন। তাঁহার পরাক্রমের জন্য এরূপ হয় নাই; বাদশাহ অন্য দুইটি রাজ্য লইয়া ব্যস্ত এবং অম্বর, পুরন্দর, বিদর ও অন্যান্য সুরক্ষিত দুর্গাদি অধিকার করিতে ব্যাপৃত ছিলেন। এই রাজন্য-বর্গের নিরাপদের কারণস্বরূপ তাঁহাদের রাজনীতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হওয়াতে, তাঁহারা সর্ব্বদাই বিজাপুরের নরপতিকে স্বীয় দেশরক্ষার্থ গোপনে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। সুতরাং, বিজাপুররাজ আক্রান্ত হইলেই, গোলকুণ্ডাধিপতি আত্মরক্ষা ও বিজাপুরের সাহায্যার্থ মিত্ররূপে উপস্থিত, ইহা মুগলকে প্রদর্শন জন্য সীমান্তপ্রদেশে সসৈন্যে যাত্রা করিতেন। ইহাও প্রতীয়মান হয় যে গোলকুণ্ডারাজ বাদশাহের সেনাপতিগণকে উৎকোচরূপে প্রচুর অর্থ প্রদান করেন এবং তজ্জন্য উক্ত সেনাপতিগণ দৌলতাবাদের সন্নিকটস্থ বলিয়া গোলকুণ্ডা অপেক্ষা বিজাপুর আক্রমণেরই পরামর্শ প্রদান করিয়া থাকেন। প্রকৃত-পক্ষে, আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি (১০২) যে আওরংজেব ও বর্ত্তমান গোলকুণ্ডাধিপের মধ্যে শর্ত্তের পরে, আওরংজেবের আর ঐ শেষোক্ত রাজ্য আক্রমণের কোনই আবশ্যকতা নাই এবং সম্ভবতঃ আওরংজেব ঐ রাজ্যকে নিজেরই বলিয়া মনে করেন। বহুকাল হইতেই গোলকুণ্ডা মুগলরাজ্যের করদরাজ্যরূপে রহিয়াছে এবং প্রতিবৎসর নগদ মুদ্রা, গৃহ-জাত নানাপ্রকার সুন্দর কারুকার্য্যখচিত দ্রব্য এবং পেগু, শ্যাম ও লঙ্কা

---

(১০১) বাদশা-নামায় উল্লিখিত হইয়াছে যে আবদুল হামিদ্ গোয়ালিয়র দুর্গে কারারুদ্ধ ছিলেন।

(১০২) পূর্ব্ববর্ত্তী ২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হইতে আনীত হস্তী প্রদান করে। দৌলতাবাদ ও গোলকুণ্ডার মধ্যে বাধা দিবার যোগ্য কোন দুর্গ নাই; এইজন্য আওরংজেব দৃঢ়প্রত্যয়ান্বিত আছেন যে, একটি অভিযানেই তিনি উহা অধিকার করিতে সমর্থ হইবেন; আমার মতে বিজাপুররাজ কর্ত্তৃক দাক্ষিণাত্য লুণ্ঠনের ভয়েই তিনি এই অভিযানে ব্রতী হন না। বিজাপুররাজ জানেন যে প্রতিবেশীর পতন হইতে দিলে, তাঁহার নিজের পতনও অবশ্যম্ভাবী।

আমি উপরে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে বর্ত্তমান সম্বন্ধ অবগত হওয়া যাইবে। গোলকুণ্ডারাজের ক্ষমতা যে খুব অনিশ্চিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মিরজুমলা কর্ত্তৃক সঙ্কল্পিত (১০৩) ও আওরংজেব কর্ত্তৃক সম্পাদিত ব্যাপারটি হইতে রাজা সকল মানসিক শক্তি হারাইয়াছেন এবং এক্ষণে আর শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন না। তিনি তদ্দেশীয় রীতানুযায়ী প্রজাবর্গকে সন্দর্শন দিতে বা বিচার করিতে কদাপি উপস্থিত হন না; এমন কি তিনি গোলকুণ্ডা দুর্গের বহির্দ্দেশে আগমন করিতেও সাহসী হন না। ইহার ফলে বিশৃঙ্খলা ও অন্যায় শাসনই দেশমধ্যে প্রাদুর্ভূত। আমীরগণ গোলকুণ্ডারাজের আদেশ সম্পূর্ণরূপে অমান্য করিয়া অপ্রীতিকর স্বেচ্ছাচার করে, এবং অধিবাসিবৃন্দ, এই বিরক্তিকর শাসন অপেক্ষা আওরংজেবের নিরপেক্ষ শাসন সন্তুষ্টচিত্তে স্বীকার করিবে।

এই রাজা যে অবনতির নিম্নতম সোপানে পতিত হইয়াছেন তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আমি পাঁচ ছয়টী ঘটনার অবতারণা করিব।

প্রথমতঃ—১৬৬৭ সালে যখন আমি গোলকুণ্ডায় ছিলাম, আওরংজেবের একজন বিশেষ দূত বিজাপুরের বিরুদ্ধে বাদশাহের সাহায্যার্থ,

(১০৩) পূর্ব্ববর্ত্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গোলকুণ্ডারাজ দশ সহস্র অশ্বারোহীসহ যোগদান না করিলে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যে তথায় আগমন করিয়াছিলেন। এই অশ্বারোহী সৈন্য প্রদত্ত হয় নাই ; কিন্তু এই সংখ্যক অশ্বারোহী প্রতিপালনের ব্যয় বাদশাহ প্রাপ্ত হইয়া অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। গোলকুণ্ডারাজ এই দূতকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন এবং দূতও বাদশাহকে মূল্যবান উপহার প্রদান করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ—গোলকুণ্ডা দরবারস্থ আওরংজেবের সাধারণ দূত ইচ্ছামত আদেশ ও ছাড়পত্র প্রদান, অধিবাসিগণকে ভয় প্রদর্শন ও তাহাদের প্রতি অসদ্ব্যবহার করেন ; সংক্ষেপে স্বেচ্ছাচারী রাজার ন্যায় অপ্রতিহত ক্ষমতা পরিচালনা করেন।

তৃতীয়তঃ—মিরজুমলার পুত্র মুহম্মদ আমীর খাঁ, আওরংজেবের সামান্য আমীর হইলেও, গোলকুণ্ডায়, বিশেষতঃ মছলিপত্তনে এরূপ সম্মানিত হইয়া থাকেন যে তাঁহার কর্ম্মচারীই (১০৪) এই বন্দরে প্রভুর ন্যায় ব্যবহার করেন। তিনি অপ্রতিহতভাবে ক্রয় বিক্রয় এবং বিনা শুল্কে আমদানী রপ্তানী করেন।

চতুর্থতঃ—কোন সময়ে ওলন্দাজগণ বন্দরস্থ গোলকুণ্ডার জাহাজগুলিকে বন্দর পরিত্যাগে নিষেধ করে এবং গোলকুণ্ডারাজ তাহাদের অনুরোধ রক্ষা না করিয়া আদেশ প্রত্যাহার করিতে অস্বীকার করেন। মছলিপত্তনের শাসনকর্ত্তা সমগ্র অধিবাসিকে সুসজ্জিত করিয়া, ওলন্দাজ কুঠী ধ্বংস ও এই সকল উদ্ধত বৈদেশিককে হত্যা করিবার ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক বন্দরস্থ একখানি ইংরাজ জাহাজ অধিকারে নিবারণ করাতে, তাহারা শাসনকর্ত্তার কার্য্যের বিরুদ্ধে রাজার নিকট আপত্তি করিয়াছিল।

(১০৪) 'Taptapa' (বার্নিয়ার)—দালাল।

পঞ্চমতঃ—এই রাজ্যের নিকৃষ্ট মুদ্রা হইতে রাজ্যের অবনতির প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহাতে দেশের বাণিজ্যের ব্যাঘাত জন্মিতেছে।

ষষ্ঠতঃ—গোলকুণ্ডার ক্ষমতার অবনতির আর একটি দৃষ্টান্ত এই—বর্ত্তমানে পর্ত্তুগীজগণ দরিদ্র, ঘৃণিত ও হতভাগ্য হইলেও, যদি রাজা সেণ্টথোম্ (১০৫) নামক স্থান (যাহা কয়েকবৎসর পূর্ব্বে ওলন্দাজদিগের হস্তে পতিত হইবার আশঙ্কায় এই রাজার হস্তে তাহারা ন্যস্ত করিয়াছিল) তাহাদের হস্তে সমর্পণ না করেন তবে তাহারা রাজার সহিত যুদ্ধ, মছলিপত্তন ও অন্যান্য নগর অধিকার ও ধ্বংস করিবার ভয় প্রদর্শন করিতে সাহসী হয়।

আমার গোলকুণ্ডা অবস্থানকালে অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি আমাকে জানাইয়াছিলেন যে গোলকুণ্ডাধিপ এই সকল বিষয় বুঝিতে অক্ষম নহেন, তাঁহার শত্রুগণকে প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি এইরূপ দুর্ব্বলতা, লঘুচিত্ততা ও রাজকার্য্যে অমনোযোগিতা প্রদর্শন করেন; সাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিত তাঁহার এক তেজস্বী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী পুত্র আছেন, ইঁহাকে উপযুক্ত সময়ে রাজসিংহাসনে আরোহণ করাইয়া তিনি আওরংজেবের সহিত যে সন্ধি হইয়াছে তাহা ভঙ্গ করিতে চাহেন (১০৬)। এই সকল মত কতদূর সত্য তাহা ভবিতব্যতার হস্তে অর্পণ করিয়া, আমি বিজাপুর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

এই রাজ্যকে সর্ব্বদা মুগলবাদশাহের সহিত বিবাদ করিতে হইলেও ইহা স্বাধীনরাজ্য নামে পরিচিত। সত্যকথা এই যে অন্যান্য কার্য্যে নিযুক্ত সেনাপতিগণের ন্যায় বিজাপুরের বিরুদ্ধে প্রেরিত মুগল-

(১০৫) 'সমসাময়িক ভারত,' ঊনবিংশ খণ্ড, ২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১০৬) পূর্ব্ববর্ত্তী ২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সৈন্যাধ্যক্ষগণ দরবার হইতে দূরে সৈন্যশ্রেণীর অধিনায়করূপে অবস্থান করিয়া রাজার ন্যায় শাসন করিতে ইচ্ছুক। সুতরাং তাহারা প্রত্যেক কার্য্যই উদাসীনভাবে সম্পাদন করেন এবং দীর্ঘকাল যুদ্ধ থাকিলে তাঁহাদের অর্থপ্রাপ্তি ও সম্মান বৃদ্ধি হইবে এই জন্য যে কোন ছলে যুদ্ধকাল বৃদ্ধি করেন। দাক্ষিণাত্যই হিন্দুস্থানের সৈন্যগণের ভরণপোষণ করে (১০৭), ইহাই প্রচলিত প্রবাদ। ইহাও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, বিজাপুররাজ্যে অনেক অজেয় পার্ব্বত্য দুর্গ আছে এবং বাদশাহের রাজ্যের দিকে বিজাপুরের জনপদ রসদ ও সুপেয় বারির অভাবে দুর্গম। রাজধানী সুরক্ষিত, শুষ্ক অনুর্ব্বর প্রদেশে অবস্থিত এবং সুপেয় ও বিশুদ্ধ জল কেবল নগর মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কিন্তু, বিজাপুর ও অবনতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। মুগলবাদশাহ রাজ্যপ্রবেশের দ্বারস্বরূপ পুরন্দরদুর্গ অধিকার করিয়াছেন (১০৮); সুরক্ষিত ও সুন্দর বিদর সহর এবং অন্যান্য স্থান তিনি করতলগত করিয়াছেন। পুত্রবিহীন রাজার মৃত্যুও দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে অশুভকর হইবে। রাজ্ঞী (গোলকন্দারাজের ভগিনী) একটি সুশিক্ষিত যুবককে নিজ পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু রাজ্ঞী নিজ কার্য্যের অত্যন্ত অনুপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি সম্প্রতি মক্কা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া অসম্মানকর অভ্যর্থনা পাইয়াছেন; তিনি ওলন্দাজী জাহাজে মক্কা হইতে প্রত্যাগমনকালে নিজ জাতি ও পদমর্য্যাদানুযায়ী ব্যবহার করেন নাই, নবীন বাদশাহ এইরূপ আপত্তি করিতেছেন। ইহাও কথিত আছে যে, মক্কা হইতে রাজ্ঞীর সহিত দুই তিন জন নাবিকের দূষণীয় সম্বন্ধ ছিল

(১০৭) ফ্রায়ার নামক পর্য্যটকও এইরূপ কথাই লিখিয়াছেন।

(১০৮) ১৬৩৫ সালে বিশ্বাসঘাতকেরা এই দুর্গ মুসলমানের হস্তে সমর্পণ করে।

ইহারা রাজ্ঞীর সহগামী হইবার জন্য তাহাদের জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া মক্কা গমন করিয়াছিল।

পূর্ব্বোল্লিখিত হিন্দু অধিনায়ক শিবাজী, রাজ্যের গোলমালের সুবিধায় অনেক পার্ব্বত্য দুর্গ (১০৯) অধিকার করিয়াছেন। এই ব্যক্তি স্বাধীন নরপতির ন্যায় ক্ষমতা পরিচালন করিতেছেন। মুগলবাদশাহ ও বিজাপুর রাজের ভীতি প্রদর্শন উপেক্ষা করিতেছেন; অনেক অভিযানে ব্যাপৃত হইতেছেন এবং সুরাট হইতে গোয়ার সিংহদ্বার পর্য্যন্ত ভূভাগ লুণ্ঠন করিতেছেন। কিন্তু এই সাহসী অধিনায়ক বিজাপুরের যতই ক্ষতি করুন না কেন, বিজাপুর এই নায়কের সাহায্য যে বিশেষ মূল্যবান মনে করেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি তাঁহার সাহস ও অবিরত মহোদ্যমের জন্য সর্ব্বদাই আওরংজেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন এবং মুগল সৈন্যবৃন্দকে এরূপ লিপ্ত রাখেন যে, বাদশাহ বিজাপুর অধিকারে সুবিধা প্রাপ্ত হন না। শিবাজীকে কি প্রকারে পরাজিত করিতে হইবে তাহাই এক্ষণে প্রধান কার্য্য। আমরা সুরাটে তাঁহার সফলতা দেখিয়াছি; পরে তিনি গোয়ার সন্নিকটবর্ত্তী বার্দেশদ্বীপ অধিকার করিয়াছেন।

সপ্তমতঃ—দিল্লী পরিত্যাগের পরে এবং গোলকুণ্ডায় প্রত্যাগমন করিলে, আমি শাহ জাহানের মৃত্যুর কথা (১১০) এবং আওরংজেব যে এই ঘটনায় অত্যন্ত ব্যথিত এবং পিতার মৃত্যুতে পুত্রের যেরূপ দুঃখিত হওয়া কর্ত্তব্য সেইরূপ দুঃখিত এরূপ সংবাদ অবগত হইয়াছি। তিনি তৎক্ষণাৎ

(১০৯) ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়।

(১১০) মুসলমানগণ পার্ব্বত্য প্রদেশে যুদ্ধ করিতে অভ্যস্ত ছিল না।

(১১১) ১৬৬৬ সালের ২২শে জানুয়ারী।

আগ্রা অভিমুখে গমন করিলে, তথায় বেগমসাহেবা তাঁহাকে যথোপযুক্ত সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। বেগমসাহেবা মসজিদগুলি মূল্যবান জরির সূচীকার্য্যবিশিষ্ট বস্ত্রদ্বারা এবং দুর্গ প্রবেশের পূর্ব্বে বাদশাহ যে স্থানে অবতরণ করিবেন সেই স্থানও ঠিক এই প্রকারে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। বাদশাহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে রাজকুমারী স্বকীয় ও শাহ জাহান পরিত্যক্ত মূল্যবান রত্নপূর্ণ আধার বাদশাহকে উপহার প্রদান করিলেন। অভ্যর্থনার জাঁকজকম ও ভগিনীর প্রার্থনায় তিনি তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন এবং তদবধি তাঁহার সহিত দয়া ও বদান্যতার সহিত ব্যবহার করিতেছেন।

এক্ষণে আমি এই ইতিহাস পরিসমাপ্ত করিলাম। মুগল বাদশাহ যে উপায়ে সিংহাসনাধিরোহণ করিয়াছেন আমার পাঠকগণ নিঃসন্দেহই তাহার নিন্দা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এই সকল পন্থা অন্যায় ও নৃশংস; কিন্তু আমরা ইউরোপীয় রাজগণের প্রতি যে নিয়ম প্রয়োগ করি, সেরূপ নিয়ম এ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা সম্ভবতঃ উচিত নহে। আমাদের দেশে ন্যায়সঙ্গত এবং নির্দ্ধারিত নিয়মানুযায়ী জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতার সিংহাসনারোহণ করেন; কিন্তু হিন্দুস্থানে, সাধারণতঃ মৃত বাদশাহের পুত্রগণ শাসনশক্তি পরিচালনার জন্য ভ্রাতৃগণকে হত্যা করিতে অথবা অন্যের রাজত্বের নির্ব্বিঘ্নতা ও নিশ্চয়তার জন্য নিজ জীবন হারাইতে বাধ্য হইয়া থাকেন। তথাপি যাঁহারা ইহা বলেন যে, দেশ, জন্ম, শিক্ষা প্রভৃতির জন্যও আওরংজেবপ্রদর্শিত পথ কোন প্রকারেই নির্দ্দোষ নহে, তাঁহারাও স্বীকার করিবেন যে এই রাজপুত্র সর্ব্বদক্ষ, মনস্বী, চতুর, রাজনীতিজ্ঞ এবং শ্রেষ্ঠ রাজা।

অতিরিক্ত পাদটীকা

(১) শাহ জাহানের মৃত্যু

আগ্রাদুর্গের দ্বার উন্মোচন হইতে শাহ জাহান জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত বন্দী ছিলেন। তাঁহার কারামুক্ত হইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। তিনি বৃদ্ধ ও পীড়িত ছিলেন; তাঁহার কর্ম্মচারিবৃন্দ আওরংজেবের পক্ষভুক্ত হইয়াছিলেন এবং জাহানারা ব্যতীত আপনার বলিতে তাঁহার কেহই ছিল না। কারাগারের বহির্দ্দেশে সশস্ত্র প্রহরীগণ তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিত।

১৬৫৮ সালের ৮ই জুন সুলতান মুহম্মদ শাহ জাহানের নিকটে উপনীত হইলে বৃদ্ধ বাদশাহ তাঁহার পৌত্রকে যথোচিতরূপে অভ্যর্থনা করেন। কথিত আছে যে শাহ জাহান মুহম্মদকে সিংহাসন অধিকার করিতে প্ররোচিত করিলেও মুহম্মদ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। ইহাও কথিত আছে যে শাহজাহান স্বীয় বিজয়ী পুত্রকে দুর্গাভ্যন্তরে আনয়ন ও বন্দী করিবার চেষ্টায় বিফল মনোরথ হন। (বার্নিয়ার ৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এই সকল আখ্যানে আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না। তবে ইহা সত্য যে, বৃদ্ধ বাদশাহ দারার নিকট পত্র প্রেরণ করিয়া ও শুজার পাটনা হইতে অগ্রসর হইবার কালে মুক্তির বৃথা প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ফলে, শাহ জাহানের কারারোধ আরও কঠিন হইয়াছিল। আওরংজেবের আদেশ ব্যতীত কেহই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন না। শেষ জীবন পর্য্যন্ত বৃদ্ধকে এইরূপ ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল।

আওরংজেব শাহ জাহানকে বহির্দ্দেশস্থ ব্যক্তির নিকট পত্র লিখিতে নিষেধ করা সত্ত্বেও, তিনি পত্র লিখিতে সচেষ্ট হওয়ায়, লিখনোপযোগী দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। অতঃপর স্বহস্তে পত্র লিখিবার অধিকার আর রহিল না।

তৎপর, আওরংজেব ময়ূর তক্ত, দারার পরিত্যক্ত অলঙ্কার ও অন্যান্য রত্নাদি শাহ জাহানের নিকট হইতে লইতে সচেষ্ট হইলেন। খাফি খাঁ লিখিয়াছেন যে, আওরংজেব শাহ জাহানের একশত গোলাকার মুক্তার জপের মালা (যাহার মূল্য চারি লক্ষ টাকা ছিল) ও হস্তের অঙ্গুরী তাঁহার নিকট চাহিলে তিনি অঙ্গুরী প্রেরণ করেন,

তিনি তাঁহার বেগমদ্বয় আকবরবাদী ও ফতেপুরমহাল, জ্যেষ্ঠাকন্যা জাহানারা ও ভৃত্যগণ পরিবৃত হইয়া দেহত্যাগ করিলেন। কিন্তু বাদশাহ আওরংজেব পিতার নিকটে আসেন নাই। শাহ জাহানকে তাঁহার প্রিয়তম বেগম মমতাজ মহলের সমাধির পার্শ্বে সমাহিত করা হইল। আওরংজেব একমাস পরে জাহানারার নিকট আসিয়াছিলেন।

পিতার প্রতি আওরংজেব যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা মনুষ্যোচিত হয় নাই। জহাঙ্গীর আকবরের বিরুদ্ধে এবং শাহ জাহান জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেও কেহই এরূপ ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু আওরংজেবের রাজ্যলিপ্সা কোন প্রকার ভদ্রতার খাতির করে নাই এবং এইজন্যই তিনি সাধারণের অসন্তোষভাজন হইয়াছিলেন।

"Such is the grief that he brought on the house of his own father,
Arabia & Persia alike are confounded at his deeds
Who has heard of such deeds among the descendants of Adam ?"
(History তৃতীয় খণ্ড ১৫০—১৬৫ পৃষ্ঠা)

(২) মিরজুমলার আসাম অভিযান।

১৬৬০ সালের জুন মাসে গৃহবিদ্রোহ নির্ব্বাপিত হইলে, মিরজুমলা বঙ্গদেশের রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন। তৎপূর্ব্বে আহোমগণ আসাম লুণ্ঠন করিয়া একশত চল্লিশটী অশ্ব, চল্লিশটী কামান ও অন্যান্য দ্রব্য অধিকার করিয়াছিল। আওরংজেবের রাজ্যাভিষেক ও সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় মিরজুমলার আয়োজন না বাদে আসামাধিপতি দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু বিদ্রোহী আসামরাজকে দমন করা অত্যাবশ্যক বিবেচনায় মিরজুমলা স্বয়ং দ্বাদশ সহস্র অশ্ব ও ত্রিংশৎ সহস্র পদাতিক সহ ঢাকা হইতে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে ৩২৩ খানি নানাবিধ যুদ্ধজাহাজও তাঁহার সমভিব্যাহারী হইল। ১৯শে ডিসেম্বর কুচবিহার অধিকার করিয়া ১৬৬২ সালের ৪ঠা জানুয়ারী তিনি কুচবিহার পরিত্যাগ করিয়া আসাম অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। নানারূপ প্রতিবন্ধকের জন্য দৈনিক ৪।৫ মাইলের অধিক সৈন্যগণ অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না। তাহাদের ক্লেশের সীমা ছিল না। মিরজুমলা সামান্য সৈন্যের ন্যায় সকল কষ্ট ভোগ করিতে

পরাঙ্মুখ হইলেন না। মুগল সৈন্য সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপুত্র তীরে উপনীত হইল। এদিকে আসামাধিপতি জয়ধ্বজ রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলে, ১৭ই মার্চ্চ তারিখে মুগলগণ গাঁড়গাওয়ে পৌঁছিল এবং রাজধানী করতলগত হইল। ১৬৬১ সালের ১৯শে ডিসেম্বর ১৬৬২ সালের ১৭ই মার্চ্চের মধ্যে মিরজুমলা দুইটী রাজ্য,—কুচবিহার ও আসাম-অধিকার করিলেন। আসামে তিনি ৮২টী হস্তী, তিনলক্ষ মুদ্রা, ৬৭৫টী কামান, ১৩৪৩ ক্ষুদ্র কামান, ১২০০ রামচঙ্গী, ৬৭৫০ বন্দুক, ২৪০মণ বারুদ এক সহস্র নৌকা ও প্রচুর পরিমাণ ধান্য হস্তগত করিলেন।

আহোম্‌গণ পলায়ন করিয়াছিল, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় নাই। তাহারা পুনর্ব্বার আক্রমণ আরম্ভ করিল। সমস্ত বর্ষাকাল, মে মাসের প্রারম্ভ হইতে অক্টোবরের শেষ পর্য্যন্ত মুগল সৈন্য একপ্রকার অবরুদ্ধাবস্থায় থাকিল। অনেক সময়ে অতিরিক্ত বর্ষায় পট্টাবাসগুলিও জলপ্লাবিত হইতে লাগিল। রসদের অভাব হইল, এদিকে আহোম্‌গণের আক্রমণ ক্রমেই ভীষণতর হইতে লাগিল। দিখুনদীর তীরবর্ত্তী গাড়গাঁও রাজধানীতে মিরজুমলা আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন, কিন্তু নদীর অগভীরতা নিবন্ধন নৌবাহিনী তাঁহার নিকটে পৌঁছিতে পারিল না। খণ্ড যুদ্ধে মুগলগণ পরাজিত হইতে লাগিল। মুগল শিবিরে নৈরাশ্য দেখা গেল। এদিকে সংবাদ আসিল যে, কুচবিহারাধিপতি মুগল সৈন্যকে রাজধানী হইতে বিতাড়িত করিয়া পুনর্ব্বার স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন।

মুগলশিবিরে মহামারী দেখা দিল; ঔষধে কোন ফল হইল না; মৃতের সমাধি দেওয়া দুঃসাধ্য হইল। অবরুদ্ধ মুগলগণ হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্ত্তনের আশা পরিত্যাগ করিল এবং দিল্লীতে আসাম অভিযানে ব্যাপৃত সৈন্যগণের পারত্রিক কার্য্যও সম্পন্ন হইল।

মিরজুমলার ধৈর্য্য ও সামরিক কৌশলেই এরূপ সমূহ বিপদে মুগলসৈন্যকে রক্ষা করিল। যখন সৈন্যগণ অনাহারে কেবল মোটা চাউল আহারে জীবনাতিপাত করিতেছিল, মিরজুমলাও একই আহার গ্রহণ করিতেছিলেন। অবশেষে সেপ্টেম্বরের শেষভাগে বৃষ্টিপাত বন্ধ হইল; নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ ইবন্ হোসেন্ মিরজুমলার নিকট সংবাদ প্রেরণে সমর্থ হইলেন। কয়েকটী যুদ্ধে আহোম্‌গণ পরাভূত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক আহোম্ অভিজন মুগলপক্ষে যোগদান করিলেন। কিছুদিন পরেই উভয় পক্ষে সন্ধি হইল। সন্ধিতে স্থির হইল যে আসামাধিপ জয়ধ্বজ, স্বীয় কন্যাকে মুগল দরবারে

প্রেরণ করিবেন, আহোম্‌রাজ বিংশতি সহস্র ভরি স্বর্ণ, ১২০,০০০ ভরি রৌপ্য ও ২০টী হস্তী আওরংজেবকে প্রদান করিবেন। আগামী একবৎসরের মধ্যে ৩ লক্ষ ভরি রৌপ্য ও ৯০টী হস্তী এবং তৎপরে বাৎসরিক ২০টী করিয়া হস্তী কর স্বরূপ বাদশাহকে প্রেরণ করিবেন। ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরস্থ ভারলি নদীর পশ্চিম ও দক্ষিণ তীরস্থ কালাং নদীর পশ্চিমাংশ বাদশাহ পাইবেন। ১৬৬৩ সালের ৫ই জানুয়ারী আহোম্‌-রাজকন্যা, প্রতিভূ এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের অংশ মিরজুমলার নিকট পৌঁছিল এবং পাঁচদিবস পরে মিরজুমলা প্রত্যাবর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। পথিমধ্যে নানাক্লেশে তাঁহার ব্যাধি বৃদ্ধি পাইল এবং ঢাকার পথে ১৬৬৩ সালের ৩০শে মার্চ্চ তারিখে তিনি দেহত্যাগ করিলেন।

কুচবিহার ও আসাম অভিযানে মিরজুমলার মহত্ত্ব প্রকটিত হয়। তিনি সৈন্যদের যথোচিত নিয়মানুবর্ত্তিতা রক্ষা করিয়াছিলেন। কুড়িমণ হীরকের অধিকারী, বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা, সামান্য সৈনিকের ন্যায় ক্লেশসহন ও আহার গ্রহণ করিতেন। যাহাতে লুণ্ঠন এবং অধিবাসিবৃন্দের প্রতি অত্যাচার না হয় তজ্জন্য তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। অধ্যাপক যদুনাথ সত্যই লিখিয়াছেন, "With a hero like Mir Jumla, the rhetoric of the historian Talish ceases to be extravagance; his eulogy is not fulsome flattery but homage deservedly paid to a born king of man."

(History : তৃতীয়খণ্ড ১৭৮—২০৭ পৃষ্ঠা)

(৩) শায়েস্তাখাঁর চট্টগ্রাম অধিকার।

বহুকাল ধরিয়া চট্টগ্রাম বঙ্গদেশীয় মুসলমান রাজ ও আরাকানের মগদিগের সীমান্ত-ভূমি ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এক পলাতক আরাকানরাজ বঙ্গদেশের আশ্রয়লাভ করিয়া ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে গৌড় হইতে প্রেরিত মুসলমান সৈন্যের সাহায্যে স্বরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইনি গৌড়ের মুসলমান বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিলেও, ১৪৫৯ সালে ইঁহার বংশধর চট্টগ্রাম অধিকার করেন। পাঠান সাম্রাজ্যের অবনতি ও মুগল রাজ্য প্রতিষ্ঠার গোলমালে আরাকানবাসিগণ চট্টগ্রামে স্বীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল ও সঙ্গে সঙ্গে নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জিলারও অনেকাংশ করতলগত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বঙ্গদেশের সুবাদার ইসলাম খাঁ মেঘনার পূর্ব্বতীরবর্ত্তী স্থান আরাকানীদের হস্ত হইতে অধিকার করিয়াছিলেন এবং এই সময় হইতে ফেণী নদী উভয় রাজ্যের সীমানির্দ্দেশ করিত। জাহাঙ্গীরের দুর্ব্বল শাসনফলে, শাহ জাহানের বিদ্রোহে ও আরাকানীদের নৌবাহিনীর উন্নতিতে পরবর্ত্তী অর্দ্ধ শতাব্দীতে মুগলগণ আর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

১৫১৭ সালে প্রথম পর্ত্তুগীজ জাহাজ আরাকানে আগমন করিলে পর্ত্তুগীজগণকে তদ্দেশে বাণিজ্যে ব্রতী হইবার জন্য আরাকানীগণ অনুরোধ করে। ১৫৩২ সালে বাণিজ্য সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয় এবং বৃহদাকারের জাহাজগুলি আসিতে ও উপকূলভাগ লুণ্ঠিত হইতে আরম্ভ হয়। সঙ্গে সঙ্গে পর্ত্তুগীজ সৈন্য আরাকানরাজের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ ও চট্টগ্রাম হইতে দ্বাবিংশ মাইল দূরবর্ত্তী দিয়াঙ্গা ও পেগুনদীতীরস্থ সিরিয়াম্ নামক স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে। কিন্তু এই সকল জলদস্যুর মধ্যে সিবষ্টিয়ান্ গঞ্জেলেসের নাম সমধিক উল্লেখ যোগ্য। ইনি বঙ্গোপসাগরের উপরিস্থ সন্দীপ ও অন্য দুইটী দ্বীপ অধিকার করিয়া অত্যাচারে গঙ্গার বদ্বীপের নিকটস্থ ভূভাগ সন্ত্রস্ত করিয়া তুলেন। কিন্তু ১৬১৭ সালে আরাকান্‌বাসী সন্দীপ ও সিরিয়াম্ অধিকার করে। গঞ্জেলেসের নাম অতঃপর শ্রুত হইয়া যায় না এবং আরাকানস্থ পর্ত্তুগীজ ও ঔপনিবেশিকগণ এখন হইতে আরাকান রাজ্যের পদানত হইয়া বাস করিতে থাকে।

ব্রহ্মবাসিগণ স্বভাবতঃই জলযুদ্ধপটু ছিল। পর্ত্তুগীজদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাহারা অদমনীয় হইল। মুগল সৈন্যেরা স্থলযুদ্ধে পটু হইলেও জলযুদ্ধে ইহাদের সমকক্ষ ছিল না। স্থানীয় মুগল সৈন্যেরা বিনা বাধায় আরাকানী ও পর্ত্তুগীজ দস্যুগণকে ঢাকা ও বাখরগঞ্জের নদীপথে অগ্রসর হইয়া লুণ্ঠন করিতে দিল। ১৬১৭ সালে সন্দীপ ও বাখরগঞ্জের কতকাংশ অধিকার করিয়া আরাকান-রাজ ১৬২৫ সালে ঢাকা লুণ্ঠন করিলেন। তিনি কয়েকবৎসর পূর্ব্ববঙ্গ লুণ্ঠনে করিয়া বহু অর্থসংগ্রহ করিলেন। খানহাদ্ খাঁ নামক একজন সুবাদার জলদস্যুগণের ভয়ে ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া রাজমহলে বাস করিতে লাগিলেন।

সিহাবুদ্দিন তালিস্ লিখিয়াছেন,"মগ ও ফিরিঙ্গি জলদস্যু জলপথে আসিয়া সর্ব্বদাই বঙ্গদেশ লুণ্ঠন করিত। মুসলমান ও হিন্দু যাহাকে সুবিধা পাইত তাহাকেই তাহারা ধরিয়া হস্তের তালু বিদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে বেত্র প্রবেশ করাইয়া জাহাজের ডেকের নিম্নে

ফেলিয়া রাখিত। পক্ষীদিগকে আমরা যেরূপভাবে শস্য ছড়াইয়া দেই, তাহারাও সেই ভাবে প্রত্যহ প্রাতে অসিদ্ধ চাউল বন্দীদিগকে প্রদান করিত। দস্যুগণ গৃহে পৌঁছিয়া সমর্থ ব্যক্তিদিগকে ঘৃণিত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, অন্য সকলকে ওলন্দাজ, ইংরাজ ও ফরাসী বণিক্‌গণের নিকট বিক্রয় করিত। এই সকল আক্রমণের ফলে বঙ্গদেশ ক্রমেই জনশূন্য হইতে লাগিল। চট্টগ্রাম হইতে ঢাকা পর্য্যন্ত ভূভাগে নদীতীরে আর বসতি রহিল না। বাকলায় একটী অধিবাসীও রহিল না। যশোহর, হুগলি, এবং ফরিদপুর ইহাদের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইত না।

মিরজুমলা বঙ্গদেশের সুবাদার নিযুক্ত হইলে বাদশাহ আওরংজেব আদেশ করেন যে, মিরজুমলা আসাম জয় করিয়া আরাকান আক্রমণ, জলদস্যুগণকে দমন ও শুজার পরিবারবর্গের সন্ধান লইবেন। মিরজুমলার মৃত্যু হইলে এই ভার শায়েস্তা খাঁর উপর ন্যস্ত হইল। ১৬৬৪ সালের ১৩ই ডিসেম্বর শায়েস্তা খাঁ ঢাকায় প্রবেশ করিলেন। তিনি বঙ্গীয় নৌবাহিনীর পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। রণ-তরী সমূহের সংস্করণের সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন। স্বল্প সময়েই প্রায় তিন শত জাহাজ নির্ম্মিত ও সজ্জিত হইল। জাহাজ থাকিবার স্থানগুলি নির্ব্বাচিত ও সুরক্ষিত হইল। ১৬৬৫ সালের নবেম্বর মাসে সন্দীপ সুবাদারের হস্তগত হইল।

ইতোমধ্যে শায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গিদের হস্তগত করিবার প্রয়াস পাইতে ছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ আরাকান রাজ ও দস্যুগণের মধ্যে মনোবিবাদ ঘটিয়াছিল। শায়েস্তা খাঁ প্রলোভনে ফিরিঙ্গিদের স্বপক্ষভুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন জানিয়া, আরাকানরাজ ফিরিঙ্গিদের পরিবারবর্গকে হত্যা করিতে ইচ্ছুক হইলেন। এ দিকে ফিরিঙ্গিগণ আরাকানের এক রাজপুত্রকে নিহত করিয়া শাস্তির ভয়ে ১৬৬৫ সালের নবেম্বর মাসে চট্টগ্রাম পরিত্যাগ করিল। শায়েস্তা খাঁ দস্যুগণের প্রধান অধিনায়ককে পুরস্কার স্বরূপ দুই সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়া মাসিক পাঁচ শত টাকা বেতন নির্দ্ধারণ করিলেন। অন্যান্য অধিনায়কগণও পুরস্কৃত হইয়া বাদশাহী সৈন্যভুক্ত হইল। সুবাদারের সহিত ফিরিঙ্গিদের যোগদানই চট্টগ্রাম বিজয়ের মূলীভূত কারণ হইল। প্রধান অধিনায়ক কাপ্তেন মুর সুবাদারকে জানাইলেন যে ফিরিঙ্গিদের বলেই আরাকান-

রাজ এতদিন চট্টগ্রাম সুরক্ষিত করেন নাই সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া চট্টগ্রাম আক্রমণ করিলে উহা সহজেই হস্তগত হইবে।

১৬৬৫ সালের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে শায়েস্তা খাঁর অন্যতম পুত্র উমেদ খাঁর অধীনে, ২৮৮ খানি রণ-তরী, ৪০ খানি ফিরিঙ্গিদের জাহাজের সহিত যাত্রা করিয়া নোয়াখালি পৌঁছিল। নোয়াখালি পরিত্যাগ করিয়া রণ-তরী বাহিনী ২৩শে জানুয়ারী তারিখে আরাকান রণ-তরীকে প্রথম জলযুদ্ধে পরাজিত করিল। পরদিন দ্বিতীয়বার আরাকানবাহিনী পরাভূত হইল। ২৫শে তারিখে চট্টগ্রাম দুর্গ অবরুদ্ধ হইল এবং ২৬শে দুর্গ আত্মসমর্পণ করিল। শায়েস্তা খাঁও অন্য পথে সেই দিবস চট্টগ্রামে উপস্থিত হইয়া নগরপ্রবেশ করিলেন।

নগরে অধিক অর্থ পাওয়া যায় নাই; কিন্তু আরাকান-দস্যুর পরাজয়ে যথেষ্ট নৈতিক খ্যাতি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শায়েস্তা খাঁ সত্যই বলিয়াছিলেন যে, মগের অত্যাচার নিবারিত হওয়ায় এক্ষণে বঙ্গদেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইবে। চট্টগ্রাম বিজয়ের সংবাদে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল।

আওরংজেবের রাজত্বের প্রারম্ভেই বঙ্গদেশে মগের ক্ষমতা লুপ্ত হইল।

(History, তৃতীয় খণ্ড, দ্বাবিংশ অধ্যায় এবং Anecdotes, ২০৭—২২৬পৃঃ)।

(৪) আওরংজেবের পত্র

(খাঁফি খাঁ হইতে উদ্ধৃত)

শাহ জাহান ও আওরংজেবের মধ্যে অনেকদিন পত্র ব্যবহার চলিয়াছিল। এই সকল পত্রে প্রথম পক্ষে অভিযোগ ও নিন্দা এবং অন্য পক্ষে বিরক্তিপূর্ণ ক্ষমা প্রার্থনা ছিল। এই সকল পত্রের একখানি নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহা আওরংজেব কর্তৃক লিখিত। ইহা হইতে শাহ জাহান লিখিত পত্রের মর্ম্মও কতকাংশে অবগত হওয়া যাইবে। শাহ জাহানের পত্রে তিনি আওরংজেবকে ক্ষমা ও দারার পরিত্যক্ত রত্ন ঐ সঙ্গে বাদশাহকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

"আপনি যে অনুগ্রহ লিপি প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে এই দাস অত্যন্ত সম্মানিত হইয়াছে এবং ইহা শুভ মুহূর্ত্তেই হস্তগত হইয়াছে। দাসের অপরাধ-মার্জ্জনার সংবাদে অন্তঃকরণ উল্লাস ও আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে। দোষ মার্জ্জনাকারী ও ক্ষমাগ্রহণকারী পিতা ও প্রভুর অনুগ্রহে আমি আশান্বিত হইয়াছি। জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ যে আপনি অপক্ষপাতিতা ও গুণের আদর করিয়া প্রতিহিংসার পরিবর্ত্তে অনুকম্পা প্রদর্শন এবং এই ক্রূর ও কলঙ্কিত পাপীকে দুঃখ ও ক্লেশের অতলস্পর্শ নরক হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। জগৎপিতা (যিনি অন্তঃকরণের গুহ্য সংবাদও অবগত আছেন, যিনি ধার্ম্মিক ও কাফের উভয়েরই সত্যমিথ্যা বিচার করেন) অবগত আছেন যে এই ক্রীতদাস কোন দিনই পূজনীয় পিতার প্রতিবাদী হয় নাই (যদিও মন্দ প্রকৃতি ব্যক্তিগণ এইরূপই অনুমান করিয়াছে) এবং এই গুরুতর কার্য্যেও কর্ত্তব্য অব্যাহত রহিয়াছে। কিন্তু রাজকার্য্য সমাপন, ধর্ম্মপ্রচার ও প্রজার সুখ সম্পাদন সহকারীর পক্ষে অসম্ভব। এই জন্যই, রাজ্যের ও প্রজার মঙ্গলের জন্যই, অনিচ্ছাসত্ত্বেও কয়েক দিবসের জন্য স্বকীয় ইচ্ছার অননুমোদিত হইলেও ভৃত্যকে এই কার্য্য করিতে হইয়াছে। পরমপিতা অবগত আছেন যে, এরূপ কার্য্যে দাস কি প্রকার দুঃখ পাইয়াছে। ঈশ্বরেচ্ছায়, যে মুহূর্ত্তে রাজ্যে শান্তি সংস্থাপিত এবং বিদ্রোহবহ্নি প্রশমিত হইবে, তৎনই আপনার সকল ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হইবে। এই ভৃত্যের জীবন জগদীশ্বরের কার্য্যে ও তাঁহারই সন্তুষ্টি সাধনে ব্যাপৃত রহিয়াছে। এক্ষণে কি দাস সংসারের অনিত্যসুখের জন্য আপনার জীবনের অবশিষ্টকাল ক্লেশকর ও আপনার প্রাসাদের অধিবাসিগণকে আপনার নিকট হইতে পৃথক করিবে? শুজা নির্বিঘ্নতার মূল্য বিস্মৃত হইয়া মন্দ অভিপ্রায়ে এলাহাবাদে আসিয়া বিদ্রোহ প্রজ্বলিত করিয়াছিল। আপনার একান্ত অনুগত ভৃত্যও (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইয়া) ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া ১৭ই তারিখে তাহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াছিল। দাসের একান্ত বিশ্বাস আছে যে ভগবানের উপদেশে ও মুহম্মদের সাহায্যে এবং পিতার আশীর্ব্বাদে শীঘ্রই ইহা হইতে সে মুক্ত হইবে। সে আশা করে যে, এই ব্যাপারে বাদশাহের কিঞ্চিন্মাত্র ক্লেশকর কোন কার্য্যও তাহাদ্বারা সম্পাদিত হইবে না। বাদশাহ বিশেষরূপেই অবগত আছেন যে, যে ব্যক্তি প্রজার মঙ্গলকামনা করে ও প্রজা রক্ষায় নিযুক্ত থাকে, সর্ব্বনিয়ন্তা তাহার উপরে সম্পূর্ণ আস্থা-স্থাপন করেন। সকলেই ইহা অবগত আছেন যে, ব্যাঘ্র রাখালের কর্ম্মের উপযুক্ত নহে

এবং অনুৎসাহিত ব্যক্তি রাজ্যশাসনরূপ গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না। প্রজা-পালনই প্রকৃত রাজধর্ম্ম—লাম্পট্য ও স্বেচ্ছাচারিতা রাজধর্ম্ম নহে। আপনার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছি, সেজন্য ভগবানই আমাকে সকল প্রকার অনুতাপ হইতে রক্ষা করিবেন। আপনার ভৃত্য তাহার দোষ ও পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং দারা শুকোর রত্নাদি প্রাপ্ত হইয়া অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ দিতেছে।"

খাঁফি খাঁ উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছিলেন যে দারা-শুকো পলায়নকালে ২৭ লক্ষ মূল্যের রত্নাদি শাহ জাহানের জ্ঞাতসারে রত্নাগারে রাখিয়াছিলেন। পরাজিত হইবার পরে তিনি এইগুলি স্থানান্তরিত করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। শাহ জাহান অনেকবার আওরংজেবের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া অবশেষে এইগুলি প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মশিয়েঁ কোলবার্টের নিকট লিখিত পত্র

এসিয়ায় শূন্যহস্তে কেহই মহৎ ব্যক্তির সম্মুখীন হয় না। (সিংহাসনের অলঙ্কার) মুগল-বাদশাহ আওরংজেবের অঙ্গাবরণ চুম্বনকালে, আমি সম্মানের চিহ্নস্বরূপ তাঁহার সম্মুখে আটটী মুদ্রা (১) স্থাপন করিয়াছিলাম; এবং আমি মাননীয় ফাজিলখাঁকে ছুরিকার কোষ, কাঁটা ও তৈল-স্ফটিকের হাতল সুশোভিত ক্ষুদ্র ছুরিকা উপহার প্রদান করিয়াছিলাম। ফাজিল খাঁর হস্তে সাম্রাজ্যের গুরুতর বিষয়গুলি ন্যস্ত ছিল এবং চিকিৎসকরূপে আমার বেতন নির্দ্ধারণ করা তাঁহারই উপর নির্ভর করিত। যদিও ফ্রান্সে নূতন প্রথা প্রবর্ত্তন করা আমার ইচ্ছা নহে, তথাপি হিন্দুস্থান হইতে এত শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উল্লিখিত আচার বিস্মরণ করা কর্ত্তব্য হইবে না এবং আওরংজেব আমার অন্তঃকরণে যেরূপ ভাব উদ্রেক করিতেন, তদপেক্ষা ভিন্নভাব-উদ্রেককারী নরপতি বা ফাজিল খাঁ অপেক্ষা অধিক সম্মানীয় আপনার (২) সম্মুখে ক্ষুদ্র উপহার ব্যতীত (যাহা আমার দত্ত বলিয়া মূল্যবান বলিয়া পরিগণিত হইবে) উপস্থিত হইতে আমি কুণ্ঠিত,— ইহার জন্য ক্ষমা পাইব বলিয়া ভরসা করি। হিন্দুস্থানের অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাপূর্ণ ভুতপূর্ব্ব বিদ্রোহ আমাদের মহৎ সম্রাটের অভিনিবেশের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে এবং আপনি মন্ত্রণাসভায় যে স্থান অধিকার করিতেছেন, বর্ণিত বিষয়ের আবশ্যকতার জন্য এই পত্র তদুপযোগী বোধ হইবে। প্রকৃত পক্ষে, ফ্রান্স পরিত্যাগের পূর্ব্বে যে

(১) বার্নিয়ার লিখিয়াছেন যে একটী টাকা ত্রিশটী সলোর (ফরাসী দেশীয় মুদ্রা) সমান। সেই হিসাবে ১ টাকা = ২ শিলিং ৬ পেন্স। অন্যতম পর্য্যটক ট্যাভার্নিয়ারও তৎকালীন টাকার এইরূপ মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

(২) এই পত্র ফ্রান্সের তৎকালীন মন্ত্রী জীন্ ব্যাপটিষ্টী কোলবার্ট্‌কে লিখিত হয়। কোলবার্ট্ ফ্রান্সের তদানীন্তন নরপতি চতুর্দ্দশ লুইয়েরই মন্ত্রী ছিলেন। কোলবার্ট্ ফ্রান্সে রাজস্ব সংক্রান্ত অনেক নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন।

সকল বিভাগের শৃঙ্খলা সাধন অপ্রতিবিধেয় বলিয়া বোধ হইত, সেই সকল স্থানে আপনার কল্যাণে সুকৌশলে শৃঙ্খলা সাধিত হইয়াছে ; আমাদের সম্রাটের মহত্ত্ব পৃথিবীর প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃতির জন্য এবং অধিবাসিবৃন্দের সুযশ ও মঙ্গলের জন্য যে অভিসন্ধিই কল্পিত হউক না কেন তাহাই সম্পন্ন করিবার জন্য যিনি এতাদৃশ আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা তাঁহাকেই সম্বোধন করা যুক্তিযুক্তই মনে করি।

যে হিন্দুস্থান পর্য্যন্ত আপনার খ্যাতি ব্যাপৃত হইয়াছে সেইস্থান হইতেই আমি দ্বাদশ বৎসর পরে প্রত্যাগমন করিয়া ফ্রান্সের সমৃদ্ধির কথা (যাহা আপনার অবিশ্রান্ত মনোযোগ ও উৎকৃষ্ট ক্ষমতা দ্বারাই সুসম্পন্ন হইয়াছে) অবগত হইয়াছি। এই বিষয় আমি অবশ্যই যথোচিতরূপে বর্ণনা করিতে পারি. কিন্তু যে সকল সুপ্রতিষ্ঠিত ঘটনা সর্ব্বত্রই স্বীকৃত হয় সেগুলি বর্ণনার আবশ্যকতা কি ? যাহা নূতন ও অজ্ঞাত তাহাই বর্ণনা করা আমার বর্ত্তমান উদ্দেশ্য। আমার প্রতিজ্ঞানুযায়ী ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থাজ্ঞাপক বৃত্তান্ত বর্ণনা করাই আপনার নিকট প্রীতিকর হইবে।

এসিয়ার মানচিত্র সমূহ মুগল বাদশাহের বিস্তৃত সাম্রাজ্যের পরিমাণ প্রদর্শন করে। এই ভূভাগ সাধারণতঃ "হণ্ডিস্" বা "হিন্দুস্থান" নামে পরিচিত। আমি ইহা যথাযথ ভাবে মাপ করি নাই। সাধারণতঃ যে ভাবে ভ্রমণ করা হয় তাহাতে গোলকুণ্ডা রাজ্যের প্রান্তসীমা হইতে গজনী রাজ্য (অথবা পারস্যের প্রথম শহর কান্দাহার) পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে তিন মাস অতিবাহিত হয়। এই উভয়ের প্রান্তসীমা পাঁচ শত লিগের (৩) অপেক্ষা কোন ক্রমেই ন্যূন নহে ; অর্থাৎ পারিস হইতে লায়ন্স পর্য্যন্ত দূরত্বের পাঁচ গুণ।

(৩) লিগ = ইংরাজী তিন মাইল।

ইহা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য যে, এই বিস্তৃত ভূভাগের অধিকাংশই অত্যন্ত উর্ব্বর; দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বঙ্গদেশ নামক বৃহৎ রাজ্যে কেবল চাউল, শস্য ও জীবন-ধারণোপযোগী অন্যান্য দ্রব্য মিশর অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে জন্মে; আবার রেশম, কার্পাস, নীল (যাহা মিশরে পাওয়া যায় না) প্রভৃতি বাণিজ্যোপযোগী প্রভূত পণ্য এই দেশে উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানও বহু জনাকীর্ণ এবং উত্তমরূপে কর্ষিত হয়; এই সকল স্থানে শিল্পীগণ, স্বভাবতঃ অলস হইলেও, প্রয়োজন বশতঃ অথবা অন্য কারণে কার্পেট, কিংখাব, জরীর কার্য্য, স্বর্ণ ও রৌপ্যখচিত বস্ত্র এবং এতদ্দেশে ব্যবহৃত বা অন্যত্র প্রেরিত রেশম ও কার্পাসের বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে বাধ্য হয়।

ইহাও লক্ষীভূত হওয়া আবশ্যক যে, স্বর্ণ ও রৌপ্য পৃথিবীর অন্য সকল স্থলেই সঞ্চালিত হইয়া, অবশেষে ভারতবর্ষে আগমন করে এবং ইহার অধিকাংশ এই স্থানেই থাকিয়া যায়। আমেরিকা হইতে আনীত স্বর্ণ ও রৌপ্যের (যাহা ইউরোপে বিভিন্ন দেশে বিতরিত হয়) কতকাংশ নানা পথে রপ্তানী দ্রব্যের মূল্যস্বরূপে তুরস্কে, এবং কতকাংশ স্মার্ণার পথে রেশম ক্রয়ের জন্য পারস্যে প্রবেশ করে। ইয়েমেন বা আরব হইতে যে কাফি তুরস্কে প্রবেশ করে, তাহার ব্যবহার সে ত্যাগ করিতে পারে না, এবং ভারতবর্ষের পণ্যাদি তুরস্ক, ইয়েমেন্ এবং পারস্যের পক্ষেও অত্যাবশ্যক। এই জন্যই এই সকল দেশ তাহাদের স্বর্ণ ও রৌপ্যের কতকাংশ বাবেলমাণ্ডেবের নিকটবর্ত্তী লোহিত সাগরের তীরস্থ মোচায়, পারস্যোপ-সাগরের উপকূলবর্ত্তী বসোরা এবং অর্ম্মাজের নিকটস্থ বন্দরআব্বাসে প্রেরিত হয়। প্রতি বৎসর সাময়িক বায়ুর সাহায্যে যে সকল জাহাজ এই তিনটী বিখ্যাত বন্দরে উপনীত হয়, তাহাতেই এই স্বর্ণ ও রৌপ্য ভারতবর্ষে নীত হয়। ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য

যে, ভারতীয়দিগের অথবা ওলন্দাজ, ইংরাজ বা পর্ত্তুগীজদের যে সকল জাহাজ প্রতি বৎসর হিন্দুস্থান হইতে পেগু, টেনাসেরীম্ (৪) শ্যাম, লঙ্কা, আচীন (৫), মাকাসার্, মালদ্বীপ, মোজাম্বিক এবং অন্যান্য স্থানে পণ্যবহন করে, তাহারাই প্রত্যাগমন কালে ঐ সকল দেশ হইতে প্রচুর মূল্যবান ধাতু আনয়ন করে এবং এই সকল ধাতুও মোচা, বসোরা ও বন্দরআব্বাস হইতে আনীত ধাতুর ন্যায় ব্যবহৃত হয়। জাপান (যেখানে এই সকল ধাতুর আকর আছে) হইতে ওলন্দাজগণ যে সুবর্ণ ও রৌপ্য আনয়ন করে, তাহাও এক সময়ে না এক সময়ে ভারতবর্ষে আগমন করে এবং পর্ত্তুগাল ও ফ্রান্স হইতে সমুদ্রপথে যাহা আনীত হয়, তাহা কদাচিৎ ভারতবর্ষ ত্যাগ করে; ঐ সকল মূল্যবান দ্রব্যের পরিবর্ত্তে পণ্যই রপ্তানী হয়।

আমি ইহাও অবগত আছি যে, ভারতবর্ষে তাম্র, লবঙ্গ, জায়ফল, দারুচিনি, হস্তী ও অন্যান্য দ্রব্যের অভাব আছে; ওলন্দাজগণ এই সকল দ্রব্য জাপান, মালাক্কা, লঙ্কা ও ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষকে সরবরাহ করে; ফ্রান্স হইতে বনাত ও অন্যান্য দ্রব্য আনীত হয়। আমি ইহাও জ্ঞাত আছি যে, ভারতবর্ষ বৈদেশিক অশ্বের অভাব অনুভব করে এবং উজবক্ হইতে পঞ্চবিংশ সহস্র, কান্দাহারের পথ হইয়া পারস্য হইতে অনেকগুলি এবং মোচা, বসোরা ও বন্দরআব্বাস হইয়া সমুদ্রপথে ইথিওপিয়া, আরব ও পারস্যের অনেক অশ্ব আনীত হয়। ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সমরকন্দ, বল্ক্ (৬) বোথারা ও পারস্যের প্রভূতফল

(৪) বর্ম্মার বর্ত্তমান দক্ষিণ বিভাগ।

(৫) সুমাত্রাদ্বীপের উত্তরে অবস্থিত সুবিখ্যাত বন্দর।

(৬) বার্নিয়ার 'Bali' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে ব্যয় হয়। তরমুজ, আপেল, পিয়ারা ও আঙ্গুর এই গুলিই দিল্লীতে ভক্ষিত হয় এবং অধিক মূল্যে শীতকালে বিক্রীত হয়। বাদাম, কুল, কিসমিস ও খুবানির ন্যায় শুষ্ক ফলও বৎসরের সকল সময়ে বিক্রীত হয়। ইহাও বলা যাইতে পারে যে, মালদ্বীপ হইতে কড়ি আমদানী হয়; এই গুলি বঙ্গদেশ ও অন্যান্য স্থানে ক্ষুদ্র মুদ্রার ন্যায় ব্যবহৃত হয়। মালদ্বীপ ও মোজাম্বিক্ হইতে সুগন্ধি দ্রব্য, ইথিওপিয়া হইতে গণ্ডারের শৃঙ্গ, হস্তিদন্ত ও ক্রীতদাস, চীন হইতে মৃগনাভি ও চীনামাটির পাত্র এবং বাহ্রীন দ্বীপ (৭) ও লঙ্কার নিকটবর্ত্তী টিউটি-করিন (৮) হইতে ভারতবর্ষে মুক্তা আইসে। আমি ইহা অবগত নহি যে, অন্যান্য কি কি পণ্য এতদ্দেশে আনীত হয়; এই শেষোক্ত পণ্যাদি ব্যতীতও ভারতবর্ষের বেশ কাজ চলিতে পারে।

এই সকল দ্রব্যের আমদানীর জন্য ভারতবর্ষ হইতে সুবর্ণ ও রৌপ্যের রপ্তানীর আবশ্যকতা হয় না। যে সকল বণিক্ এই সকল ধাতু এই স্থানে আনয়ন করে, তাহারা বিনিময়ে এতদ্দেশীয় উৎপন্ন দ্রব্য গ্রহণই লাভজনক বিবেচনা করে।

বৈদেশিক পণ্যের আমদানী হইলেও পৃথিবীর সুবর্ণ ও রৌপ্য শোষণ করিতে ভারতবর্ষের বিঘ্ন হয় না। এই সকল ধাতু নানা পথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে, কিন্তু ইহাদের প্রত্যাবর্ত্তনের পথ মাত্র নাই।

ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে বাদশাহ আমীরগণের ও তাঁহার বেতনভোগী মনসবদারগণের উত্তরাধিকারী (৯)। সর্ব্বাপেক্ষা

(৭) পারস্যোপসাগরে অবস্থিত বন্দর—বর্ত্তমানেও এই স্থানে প্রচুর মুদ্রা ক্রয় বিক্রয় হয়।

(৮) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত টিনেভিলী জেলায় অবস্থিত।

(৯) পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গুরুতর বিষয় এই যে, কতিপয় গৃহ ও উদ্যান (যে গুলি তিনি তাঁহার প্রজাবর্গকে ক্রয়বিক্রয় ও হস্তান্তর করিতে কথন কথনও অনুমতি প্রদান করেন) ব্যতীত তিনি সাম্রাজ্যের সমগ্র ভূমির অধীশ্বর।

আমি বিবেচনা করি যে, আমি প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি যে, ভারতবর্ষে আকর না থাকিলেও তথায় পচুর পরিমাণে মূল্যবান ধাতু রহিয়াছে এবং ভারতবর্ষের অধিকাংশ ভাগের অধিপতি মুগল বাদশাহ স্বভাবতঃই প্রচুর রাজস্ব প্রাপ্ত হন এবং অপরিমিত ধনের অধিকারী।

কিন্তু এই সকল ধনের প্রতিমানস্বরূপ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা আবশ্যক।

প্রথমতঃ—হিন্দুস্থান যে প্রভূত জনপদ সমূহে পূর্ণ, তাহার অনেকস্থান বালুকা ও অনুর্ব্বর পর্ব্বতময়, প্রায় অকর্ষিত ও জনশূন্য এবং কৃষিজীবীর অভাবে অনেক উর্ব্বর স্থান অকর্ষিত থাকে। কৃষকগণ শাসনকর্ত্তৃগণের হস্তে যে কুব্যবহার প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সকল দরিদ্রব্যক্তি, তাহাদের লুব্ধ প্রভুগণের আদেশ প্রতিপালনে অসমর্থ হইলে অনেক সময় জীবনধারণোপযোগী দ্রব্যাদি এমন কি সন্তানগণ হইতেও বঞ্চিত হয়; এইগুলি ক্রীতদাসরূপে গৃহীত হয়, সুতরাং প্রজাবর্গ এই প্রকারে অসহনীয় স্বেচ্ছাচারের জন্য হতাশ হইয়া দেশ ত্যাগপূর্ব্বক, নগরে বা শিবিরে, ভারবাহক, ভিস্তী বা অশ্বারোহীর ভৃত্যরূপে অপেক্ষাকৃত সহজে জীবনাতিপাত করে। কোন কোন সময় অল্প নির্য্যাতন ও কথঞ্চিৎ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে বলিয়া, তাহারা কোন রাজার জমিদারীতে আশ্রয় গ্রহণ করে।

দ্বিতীয়তঃ—বাদশাহের রাজ্যে বহু বিভিন্ন জাতি বাস করে; তিনি এই সকল জাতিরই সর্ব্বময় প্রভু নহেন। ইহাদের অধিকাংশই নিজ নিজ অধিনায়ক বা রাজার অধীনে বাস করে; এই রাজারা বাদশাহের

অধীনতা স্বীকার করে বা ইঁহাদের নিকট হইতে বাদশাহ বলপূর্ব্বক কর গ্রহণ করেন। অনেক ক্ষেত্রে এই সকল কর অতি সামান্য, কোন কোন ক্ষেত্রে কোন করই প্রদত্ত হয় না এবং অনেক জাতি করপ্রদান না করিয়া কর গ্রহণই করিয়া থাকে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ পারস্যের সীমান্তপ্রদেশে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধিনায়ক-গণের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে—ইহারা মুগলবাদশাহ বা পারস্য-রাজ কাহাকেও কর প্রদান করে না। ইহাও বলা যাইতে পারে না যে, প্রথমোক্ত বাদশাহ বেলুচী, আফগান এবং অন্যান্য পার্ব্বতীয় জাতিগণ হইতে মূল্যবান কিছু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই সকল লোক তাঁহার অধীনতা একপ্রকার স্বীকার করে না; কান্দাহার অবরোধার্থে (১০) বাদশাহ যখন সিন্ধুতীরস্থ আটক হইতে কাবুল যাত্রা করিয়াছিলেন, তখনই এই বিষয় প্রমাণিত হইয়াছিল। ভিক্ষারূপে প্রার্থিত উপহার বাদশাহের নিকট প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা পর্ব্বতস্থ জলরোধ ও রাজপথের সন্নিকটস্থ ক্ষেত্রে গমনাগমনে বাধা প্রদান করিয়া সৈন্য-বাহিনীর অগ্রগমন রুদ্ধ করিয়াছিল।

পাঠানগণ আর একটি দুর্দ্দান্ত জাতি। ইহারা মুসলমান, পূর্ব্বে বঙ্গদেশের সন্নিকটে গঙ্গাতীরে বাস করিত। মুগলদিগের ভারত আক্রমণের পূর্ব্বে পাঠানগণ অনেক স্থানে অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়া-ছিল। দিল্লীতেই তাহারা অধিক পরাক্রমশালী ছিল এবং নিকটবর্ত্তী অনেক রাজা তাহাদিগকে কর প্রদান করিতেন। পাঠানজাতীয় ভৃত্য এমন কি ভিস্তীগণ পর্য্যন্ত যুদ্ধপ্রিয় ও তেজস্বী। কোন বাক্যের সত্যতা প্রমাণের আবশ্যকতা হইলে তাহারা সর্ব্বদাই শপথ করিয়া বলে যে "এরূপ

(১০) ১৬৫১—৫২ সালে।

না হইলে আমি যেন কদাপি দিল্লীর সিংহাসন অধিরোহণ না করি।" পাঠানগণ হিন্দু ও মুগল উভয়কেই অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে এবং পূর্ব্বের অবস্থা স্মরণ করিয়া তাহারা মুগলগণকে নিতান্ত বিষচক্ষে দেখে। পাঠানেরা মুগলগণ কর্ত্তৃক তাহাদের প্রধান প্রধান জনপদ হইতে বঞ্চিত এবং দিল্লী ও আগ্রা হইতে বহুদূরস্থ পর্ব্বতে বিতাড়িত হইয়াছে। এই সকল পর্ব্বতে কোন কোন পাঠান, ক্ষুদ্র নরপতির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইলেও বিশেষ ক্ষমতা পরিচালনে সমর্থ নহেন।

বিজাপুররাজ মুগল বাদশাহকে কর দেওয়া দূরে থাকুক, সর্ব্বদাই তাঁহার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া নিজ রাজ্য রক্ষা করেন। অস্ত্রবল ব্যতীত অন্যান্য নানা কারণে তিনি রক্ষা পাইতেছেন (১১)। বাদশাহের সাধারণ বাসস্থান আগ্রা ও দিল্লী হইতে তাঁহার রাজ্য বহুদূরবর্ত্তী; রাজধানী বিজাপুর সুরক্ষিত এবং চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান পানীয় জল ও রসদের অভাবে শত্রুর অগম্য। পরস্পরের নির্ব্বিঘ্নতার জন্য শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, আরও কয়েকজন রাজা ইঁহার সহিত যোগদান করেন। সুবিখ্যাত শিবাজী অনতিকালপূর্ব্বে সমৃদ্ধিশালী সুরাট (১২) বন্দর আক্রমণ ও শত্রুর গতি পরিবর্ত্তন করিয়া বিজাপুররাজের সুবিধা করিয়াছিলেন।

তদ্ব্যতীত, গোলকুণ্ডার অর্থশালী ও পরাক্রান্ত রাজা আছেন; ইনি গোপনে বিজাপুর-রাজকে অর্থ সাহায্য করেন এবং নিজ রাজ্য রক্ষার্থ ও বিজাপুররাজ শত্রু কর্ত্তৃক অত্যধিক পীড়িত হইলে তাঁহাকে সাহায্যার্থ সীমান্তপ্রদেশে সৈন্যরক্ষা করেন।

(১১) পূর্ব্ববর্ত্তী ২৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১২) পূর্ব্ববর্ত্তী ২২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এবম্প্রকারে কর প্রদান করেন না, এরূপ শতাধিক হিন্দুরাজার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে; ইঁহারা দিল্লী ও আগ্রার নিকটে ও দূরে, সাম্রাজ্যের নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া বাস করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে পনের কি ষোলজন রাজা সমৃদ্ধিশালী এবং পরাক্রান্ত; রাজপুতদিগের পূর্ব্বকালীন অধিনায়ক ও পোরসের বংশধর রাণা, জয়সিংহ এবং যশোবন্ত অত্যধিক ধনী ও পরাক্রমশালী। এই তিনজন মুগলের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হইলে বাদশাহের পক্ষে এরূপ সম্মিলন বিপজ্জনক; প্রত্যেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে বিংশতি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য উপস্থিত করিতে পারেন এবং এই অশ্বারোহী অপেক্ষা সুন্দর অশ্বারোহী এদেশে আর নাই। এই সকল অশ্বারোহী রাজপুত অথবা রাজপুত্র নামে অভিহিত। আমি অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি যে, ইহারা বংশানুক্রমে যুদ্ধবিদ্যায় ব্রতী এবং যুদ্ধের সময় রাজার অধিনায়কত্বে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইবে এই শর্ত্তে ইহারা ভূমি ভোগ করে। এই সকল ব্যক্তি অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু এবং উৎকৃষ্ট সৈন্যে পরিণত হইতে ইহাদিগের কেবল শিক্ষার আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ—ইহা নিতান্তই উল্লেখযোগ্য যে মুগল বাদশাহ সুন্নী-সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তুরস্কবাসিগণের ন্যায় এই সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন যে, ওসমান্‌ই মহম্মদের প্রকৃত বংশধর—এইজন্য ইহারা "ওসমান্‌লিস্" নামে আখ্যাত। কিন্তু বাদশাহের সভাসদ্‌গণের অধিকাংশ ব্যক্তি পারসীক্ হওয়াতে সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত এবং ইহারা আলীকেই প্রকৃত বংশধর বলিয়া মনে করে। অধিকন্তু বাদশাহ ভারতবর্ষে বৈদেশিক তাইমুরলঙ্গের বংশধর। তাতার দেশীয় মুগলের অধিনায়ক হইয়া, আনুমানিক ১৪০১ খ্রীষ্টাব্দে এই তাইমুরলঙ্গ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়াছিলেন। এইজন্য মুগল শত্রুর দেশেই বাস করেন। সহস্র হিন্দুর মধ্যে একজন মুসলমান বাস করে। গৃহশত্রু ও এই সকল পরাক্রান্ত শত্রু

মধ্যে বাস করিয়া এবং পারস্য ও উজ্‌বকের দিক হইতে বিপক্ষীয় আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকিতে শান্তির সময়েও তিনি বহুসৈন্য রাখিতে বাধ্য হন। এই সকল বাহিনী রাজপুত বা পাঠান ও প্রকৃত মুগল এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ (যাহারা শ্বেতবর্ণীয়, বৈদেশিক এবং মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া মুগল নামে কথিত হয়) দ্বারা গঠিত হয়। পূর্ব্বের ন্যায় এক্ষণে সৈন্যবাহিনী প্রকৃত মুগলপূর্ণ নহে; উজবক্, পারসীক, আরব ও তুরস্কবাসী অথবা এই সকলের বংশধরগণই (যাহারা মুগল নামে অভিহিত হয়) দরবারে বাস করে। তথাপি ইহাও উল্লিখিত হওয়া আবশ্যক যে, তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত যাহারা এতদ্দেশে বাস করিয়া পিঙ্গলবর্ণীয় ও অলস প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়াছে, তাহারা নবাগতব্যক্তি অপেক্ষা অল্প সম্মান পাইয়া থাকে এবং কদাচিৎ রাজকর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাদের অশ্বারোহী বা পদাতিকদের দলে সামান্য সৈনিকের কর্ম্ম হইলেই ইহারা আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে করে। কিন্তু আপনার নিকট বাদশাহের সৈন্য সম্বন্ধে বৃত্তান্ত বর্ণনা আবশ্যক বিবেচনা করি; সৈন্যবাহিনীর জন্য বাদশাহের যে বিপুল ব্যয় হয় তাহা হইতে আপনি বাদশাহের উপায় ও আয়ের ধারণা করিতে সমর্থ হইবেন।

সর্ব্বপ্রথমে আমি এতদ্দেশীয় সৈন্যের কথা আলোচনা করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে ইহা রক্ষা করিতে তিনি এক প্রকার বাধ্য।

দেশীয় সৈন্যের মধ্যে জয়সিংহ ও যশোবন্তের রাজপুতবাহিনী অন্তর্ভূত; যাহাতে ইঁহারা সর্ব্বদাই বাদশাহের আবশ্যকীয় এবং তাঁহারই ব্যবহারার্থ নির্দ্ধারিত রাজপুত সৈন্য প্রস্তুত রাখেন তজ্জন্য এই দুইজন ও অন্যান্য আরও কয়েকজন রাজপুতরাজকে বাদশাহ প্রভূত অর্থদান করেন। বাদশাহ সকল সময়ে নিজের নিকটে যে সৈন্য রক্ষা করেন সেই সৈন্যভুক্ত অবস্থায় অথবা দূরবর্ত্তী প্রদেশে প্রেরিত হইলেও রাজপুত রাজগণ

বৈদেশিক ও মুসলমান আমীরগণের ন্যায় তুল্য সম্মান ভোগ করেন। ওমরাহগণের ন্যায় ইঁহারাও সকল নিয়মের বশীভূত; এমন্‌কি তাঁহাদের ন্যায় ইঁহাদেরও বাদশাহের শরীররক্ষীর ন্যায় কার্য্য করিতে হয়। উভয়ের কার্য্যে প্রভেদ এই যে, রাজপুত রাজগণ কদাপি দুর্গমধ্যে এরূপ কার্য্য করেন না; সর্ব্বদাই প্রাচীরের বহির্ভাগে নিজেদের পট্টাবাসে বাস করেন; ইঁহারা দিবারাত্র দুর্গমধ্যে বাস করিতে অনিচ্ছুক এবং প্রভুভক্ত সশস্ত্র সৈন্য ব্যতীত কিছুতেই দুর্গমধ্যে প্রবেশ করেন না। যখনই কোন রাজপুতরাজের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করা হইয়াছে তখনই তাঁহার অনুচরগণের অনুরক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

বাদশাহ নানাকারণে রাজপুতগণকে নিজের কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতে বাধ্য থাকেন।

প্রথমতঃ—রাজপুতগণ কেবল সুদক্ষ সৈন্য নহে; আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, কোন কোন রাজপুতরাজ এক দিবসে বিংশ সহস্রের অধিক সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে আনয়ন করিতে সমর্থ।

দ্বিতীয়তঃ—যে সকল রাজা বাদশাহের বেতনভোগী নহেন, তাঁহাদিগকে এবং কর প্রদানে অনিচ্ছুক হইয়া যাহারা বাদশাহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উদ্যত অথবা যাহারা বাদশাহকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াও তাঁহার সৈন্য দলে যোগদান করিতে অনিচ্ছুক হয়, তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য এই সকল রাজপুত রাজার প্রয়োজন।

তৃতীয়তঃ—রাজপুতরাজগণের মধ্যে বিবাদ ও ঈর্ষা প্রজ্বলিত রাখা বাদশাহের নীতি এবং কয়েকজনকে অপর অপেক্ষা অধিক আদর ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া তিনি অনেক সময়ে ইঁহাদিগকে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উত্তেজিত করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

চতুর্থতঃ—পাঠান অথবা বিদ্রোহী ওমরাহ বা শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিতে ইঁহারা সহজ-লভ্য।

পঞ্চমতঃ—গোলকুণ্ডার অধিপতি করপ্রদানে অবহেলা করিলে অথবা বিজাপুর বা অন্য কোন নিকটবর্ত্তী রাজাকে (যাঁহাকে বাদশাহ করদরাজ করিতে চাহেন অথবা কোন অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে অভিলাষী হন) সাহায্যার্থ ইচ্ছুক হইলে, ওমরাহগণ সাধারণতঃ পারসীক ও গোলকুণ্ডাধিপতির ন্যায় সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া তাঁহাদের পরিবর্ত্তে রাজপুতরাজগণই প্রেরিত হইয়া থাকেন।

ষষ্ঠতঃ—পারসীকগণের বিরুদ্ধে অভিযানকালে বাদশাহ এই সকল রাজপুতগণকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বোধ করেন। আমি পূর্ব্বেই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি যে, ওমরাহগণ সাধারণতঃ পারসীক এবং তাঁহাদের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক; বিশেষতঃ, তাঁহারা পারস্য-সম্রাট্‌কে তাঁহাদের খলিফ্ আলির বংশধর বলিয়া পরিগণিত করায়, তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ অত্যন্ত পাপের কার্য্য বলিয়া মনে করেন।

রাজপুতগণকে যে কারণে বাদশাহ নিয়োগ করেন, প্রায় ঐ প্রকার কারণেই বাদশাহ পাঠানগণকেও নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন।

পরিশেষে ইহা বলা যাইতে পারে যে, বাদশাহ উল্লিখিত বৈদেশিক বা মুগলসৈন্যও রক্ষা করিতে বাধ্য এবং ইহারাই রাজ্যের প্রধান সৈন্য ও প্রভূত ব্যয়ে রক্ষিত হয় বলিয়া, ইহাদের বিস্তারিত বর্ণনা করা আবশ্যক মনে করিতেছি।

এই শেষোক্ত সৈন্যভুক্ত অশ্বারোহী ও পদাতিকগণকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; এক অংশ সর্ব্বদাই বাদশাহের নিকটে থাকে, অন্যাংশ বিভিন্ন প্রদেশের নানা স্থানে থাকে। বাদশাহের সন্নিকটস্থ অশ্বারোহীর মধ্যে আমি প্রথমে ওমরাহ, পরে মনসবদার ও রৌজিনদার

এবং অবশেষে সাধারণ সৈনিকের বর্ণনা করিব। তৎপরে আমি পদাতিকগণের বর্ণনা আরম্ভ করিয়া গোলন্দাজী, বন্দুকধারী ও অন্যান্য সৈন্যের এবং অশ্বারোহী গোলন্দাজের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিব।

ইহা যেন মনে না করা হয় যে, ফ্রান্সের অভিজনগণের ন্যায় বাদশাহের দরবারস্থ আমীরগণ প্রাচীন বংশসম্ভূত। বাদশাহই সাম্রাজ্যের সকল ভূমির অধীশ্বর বলিয়া রাজ্যে "ডিউকডম্" বা "মার্কুইসেট্" থাকিতে পারে না; পৈতৃক সম্পত্তির উপর নির্ভর করিয়াও কোন বংশ বাস করিতে সমর্থ নহে। সভাসদ্‌গণ অনেক সময়ে ওমরাহগণের বংশধর নহেন; বাদশাহই সকল বংশের উত্তরাধিকারী বলিয়া, কোন বংশই দীর্ঘকাল স্বীয় মর্য্যাদা ভোগ করিতে পারে না; অনেক সময়ে ওমরাহের মৃত্যুর পরে সম্মান লুপ্ত হয় এবং সাধারণতঃ ঐ ওমরাহের পুত্র বা পৌত্রগণ একপ্রকার ভিক্ষুকের দশা প্রাপ্ত হইয়া কোন ওমরাহের সৈন্যাবলীভুক্ত হইয়া সামান্য সৈনিকের কর্ম্মগ্রহণে বাধ্য হয়। অবশ্য বাদশাহ সচরাচর ওমরাহের বিধবাকে এবং অনেক সময়ে পরিবারবর্গকে যৎসামান্য বৃত্তি প্রদান করেন; এবং ওমরাহ দীর্ঘকাল দরবারে নিযুক্ত থাকিলে (বিশেষতঃ সন্তানগণ সুদৃশ্য ও তাহাদের বর্ণ প্রকৃত মুগলের ন্যায় সুন্দর হইলে) রাজানুগ্রহে তাহাদের উন্নতি সাধিত হইতে পারে। কিন্তু এরূপ উন্নতি ধীরে ধীরে সম্পন্ন হয়; সামান্য বেতন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্ম হইতে ক্রমে অধিক বিশ্বস্ততার ও বেতনের কার্য্যভার ন্যস্ত হইয়া থাকে। এইজন্য ওমরাহগণের অধিকাংশই ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় দুঃসাহসিক ব্যক্তি, এবং সাধারণতঃ ইহারা নীচবংশ সম্ভূত—কেহ কেহ ক্রীতদাস ও অধিকাংশ নিরক্ষর হইত। বাদশাহ নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী ইহাদিগকে উচ্চপদ-দান অথবা হীনপদস্থ করেন।

কোন কোন ওমরাহ "হাজারী" (অর্থাৎ সহস্র অশ্বারোহীর

অধিনায়ক), কেহ দোহাজারী, কেহ পাঁচ হাজারী, কেহ সাত হাজারী কেহ দশ হাজারী এবং কোন ওমরাহ দ্বাদশ হাজারী উপাধি-ভূষিত। বাদশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র এই শেষোক্ত উপাধি ধারণ করেন। অধীন সৈন্য অনুযায়ী ইঁহাদের বেতন নির্দ্ধারিত হয় না; পরন্তু অশ্বের সংখ্যানুযায়ীই বেতন নির্দ্দিষ্ট হয়। যাহাতে কার্য্য সুকৌশলে সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য প্রত্যেক অশ্বারোহীর দুইটী করিয়া অশ্ব থাকে; এই উষ্ণ দেশে কোন অশ্বারোহীর একটীমাত্র অশ্ব থাকিলে তাহার একপদ মাটীতে আছে এইরূপ কথিত হয়। ইহা যেন মনে না করা হয় যে, কোন ওমরাহ দোহাজারী উপাধি ভূষিত হইলেই তাঁহাকে ঐ সংখ্যক সৈনিক প্রতিপালন করিতে হয়, অথবা বাদশাহ ওমরাহকে ঐরূপ সৈন্যের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য অর্থ প্রদান করিবেন; এই সকল সুদীর্ঘ উপাধি কেবল অসন্দিগ্ধ ব্যক্তি ও বৈদেশিকগণকে প্রতারণার্থই ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক ওমরাহ প্রকৃত পক্ষে কত সৈন্য প্রতিপালন করিবেন, বাদশাহ স্বয়ং তাহা নির্দ্ধারিত করেন এবং ইহাদের বেতন প্রদান করেন, ইহাই ওমরাহের বেতনের প্রধান অংশ। প্রত্যেক সৈনিকের বেতন হইতে ওমরাহ যাহা গ্রহণ করেন, এবং তাঁহার রক্ষিত অশ্বগুলির সংখ্যা সম্বন্ধে তিনি যে মিথ্যা হিসাব দেন তাহা দ্বারাই তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হয়, এই সকল কারণে বিশেষতঃ যখন তিনি সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার বেতনের বাবত উত্তম জায়গীর প্রাপ্ত হন, তখন ওমরাহের প্রচুর আয় হয়। কারণ আমি দেখিয়াছিলাম যে, আমি যে পাঁচহাজারী ওমরাহের অধীনে কার্য্য করিতেছিলাম এবং যিনি পাঁচ শত অশ্ব রাখিবার অধিকারী, নগদী হইলেও (১৩) তাঁহার সকল ব্যয় ভার বহন করিয়া মাসিক পাঁচ সহস্র ক্রাউন (১৪) উদ্বৃত্ত থাকিত।

(১৩) "নগদী" অর্থাৎ যাহারা নগদ বেতন পাইত, অর্থাৎ জাগীর পাইত না।

(১৪) প্রতি ক্রাউন—৫ শিলিং।

এই সকল প্রচুর আয় সত্ত্বেও খুব কম ওমরাহই সমৃদ্ধিশালী ছিলেন; পক্ষান্তরে অধিকাংশই অত্যন্ত কষ্টে কালাতিপাত করেন ও ঋণগ্রস্ত হন; অন্যদেশের অভিজনগণের ন্যায় আহারাদির ব্যয়বাহুল্যের জন্য ইঁহাদের সর্ব্বনাশ হয় নাই। পর কতিপয় বাৎসরিক উৎসবের সময়ে বাদশাহকে মূল্যবান উপহার প্রদান ও পত্নী, ভৃত্য, উষ্ট্র ও অশ্বাদিরক্ষণেই ইঁহাদের এই দশা হইয়াছিল।

প্রদেশ সমূহে, সৈন্যদলে এবং দরবারে ওমরাহদিগের সংখ্যা যথেষ্ট। কিন্তু তাঁহাদের যথাযথ সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা আমার ক্ষমতাতীত; বিশেষতঃ, তাঁহাদের সংখ্যাও নির্দ্ধারিত নাই। আমি দরবারে কদাপি ২৫।৩০ জনের কম দেখি নাই; ইঁহাদের সকলেই এক সহস্র হইতে দ্বাদশ সহস্র অশ্বানুযায়ী পূর্ব্বোল্লিখিত আয় ভোগ করিয়া থাকেন।

এই সকল ওমরাহই রাজ্যের সর্ব্বত্র—দরবারে, সৈন্যদলে, প্রদেশ সমূহে সর্ব্বোচ্চ সম্মান ও পদ ভোগ করেন এবং ইঁহারা রাজ্যের স্তম্ভ-রূপে কথিত হইয়া থাকেন। ইঁহারা দরবারোচিত জাঁকজমকের সহিত বাস করেন এবং বহির্দ্দেশে মূল্যবান্ অঙ্গাবরণ পরিধান করিয়া অশ্ব বা হস্তী, অথবা কোন কোন সময় পাল্কীতে আরোহণ করিয়া ও স্বকীয় অশ্বারোহী ও বহুসংখ্যক ভৃত্য পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করেন। এই ভৃত্যগণ প্রভুর সম্মুখে ও পার্শ্বে থাকিয়া পথ পরিষ্কার, ময়ূরপুচ্ছদ্বারা মক্ষিকা ও ধুলি নিবারণ, পিকদানী (১৫) ও ওমরাহের পিপাসা নিবারণার্থ জল এবং কোন কোন সময়ে খাতা ও অন্যান্য কাগজ বহন করে। দরবারস্থ প্রত্যেক ওমরাহ বাদশাহকে সম্মান জ্ঞাপনার্থ দৈনিক দুইবার—প্রাতে দশটা কি এগারটার সময় এবং সন্ধ্যায় ছয়টায়—বাদশাহের নিকট উপনীত না

১৫) "Picquedent" (বার্নিয়ার)।

হইলে দণ্ডনীয় হইয়া থাকেন। প্রত্যেক ওমরাহ পর্য্যায়ক্রমে সপ্তাহে এক দিবারাত্র দুর্গে প্রহরীর কার্য্য করিতে বাধ্য। তিনি দুর্গে স্বীয় শয্যা, কার্পেট ও অন্যান্য গৃহসজ্জা প্রেরণ করেন ; বাদশাহ কেবল তাঁহাকে আহার্য্য প্রদান করেন। এই শেষোক্ত দ্রব্য অদ্ভুত আচারের সহিত গৃহীত হয়। ওমরাহ রাজকক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনবার সালাম করেন—অর্থাৎ হস্তদ্বারা মৃত্তিকাস্পর্শ করিয়া উহা মস্তক পর্য্যন্ত উত্তোলন করেন।

বাদশাহ যখনই পাল্কি, হস্তী বা তক্তানামায় (১৬) ভ্রমণার্থ বহির্গত হইয়া থাকেন, তখন ব্যাধিগ্রস্ত, বৃদ্ধ বা যাঁহারা পদগৌরবের জন্য নিষ্কৃতি পাইয়া থাকেন তদ্ব্যতীত অন্য সকল ওমরাহই অশ্বপৃষ্ঠে তাঁহার সহগামী হইতে বাধ্য। মৃগয়া বা সৈন্যের পুরোভাগে অথবা এক নগর হইতে অন্য নগরে গমনকালে বাদশাহ সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত অবস্থায় থাকেন। তবে রাজধানীর নিকটে মৃগয়া কালে, গ্রাম্য আবাস বা মসজীদে গমন কালে কখনও কখনও তিনি অত্যধিক পরিজনবর্গ সঙ্গে না লইয়া সেই দিবসের প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ওমরাহগণকে সঙ্গে লইয়া থাকেন।

মনসবদারগণের (১৭) বেতনও যথেষ্ট এবং ইঁহাদের পদও সম্মানজনক ; ইঁহাদের বেতন ওমরাহের বেতন অপেক্ষা অল্প হইলেও সাধারণ বেতন অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক। এইজন্য ইঁহাদিগকে ক্ষুদ্র ওমরাহের ন্যায় গণ্য করা হয় এবং ইঁহাদের মধ্য হইতেই ওমরাহ নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। ইঁহারা বাদশাহ ব্যতীত অন্য কাহারও অধীনতা স্বীকার করেন না এবং

(১৬) "Tact—Ravan (travelling throne)" (বার্নিয়ার)—তখ্‌ৎ—ই—রওঅঁ।

(১৭) মন্‌সব = পদ (rank).

ইঁহাদিগকে ওমরাহগণেরই ন্যায় কার্য্য করিতে হয়। পূর্ব্বকালে নিয়ম ছিল, অধীনে অশ্বারোহী থাকিলে ইহাঁরাও ওমরাহের তুল্য হইতেন; কিন্তু এক্ষণে ইঁহাদের দুইটী, চারিটী বা ছয়টী যুদ্ধাশ্ব থাকে; এই সকল অশ্বে রাজচিহ্ন থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে ইঁহারা অত্যন্ত অল্প বেতন পাইয়া থাকেন—যথা একশত পঞ্চাশ এবং কোন কালেই ইহা সাতশতের অধিক নহে। ইঁহাদেরও সংখ্যা নির্দ্ধারিত নহে (১৮); তবে ইঁহারা সংখ্যায় ওমরাহ অপেক্ষা অধিক। প্রদেশসমূহ ও সৈন্যশ্রেণী ব্যতীত দরবারেও দুই তিন শতের কম বাস করেন না।

রৌজিনদারগণও (১৯) অশ্বারোহী; ইঁহারা দৈনিক বেতন পাইয়া থাকেন; কিন্তু কোন কোন স্থলে ইঁহারা অনেক মনসবদার অপেক্ষা অধিক বেতন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তবে এই বেতন বিভিন্ন প্রকারের এবং এই চাকরি তত সম্মানীয় নহে। তথাপি মনসবদারগণের ন্যায় ইঁহারা 'আজেনাসে'র (২০) অধীন নহে অর্থাৎ ইঁহারা রাজপ্রসাদব্যবহৃত কার্পেট ও অন্যান্য গৃহসজ্জা অত্যধিক মূল্যে ক্রয় করিতে বাধ্য নহেন। ইঁহারা সংখ্যায় অত্যধিক ও অধস্তন কার্য্যে নিযুক্ত; অনেকেই কেরাণী। কেহ কেহ বরাতে (২১) বাদশাহের মোহরাঙ্কিত করিতেই নিযুক্ত থাকে

(১৮) আকবর ইঁহাদের সংখ্যা ৬৬টী করিয়াছিলেন। আইন—ই—আকবরী প্রথম খণ্ড ৩২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১৯) যাহারা দৈনিক বেতন গ্রহণ করিতেন।

(২০) "Agenas" (বার্নিয়ার)—এই স্থানের অর্থ দুর্ব্বোধ্য। আরবী Lazimah অর্থ আবশ্যকীয় দ্রব্য। খুব সম্ভব এই স্থানে লিপিকর প্রমাদ হইয়াছে। Le Azemas = Le Agemas (নকলকারী ভ্রমে Agenas লিখিয়াছেন) অথবা ageras = ageras (আরবী ajura) অর্থাৎ বেতন।

(২১) "Barattes" (বার্ণিয়ার) কোন লোককে টাকা দিবার জন্য হুকুম।

এবং এইগুলি শীঘ্র শীঘ্র বাহির করিবার জন্য উৎকোচ গ্রহণে দ্বিধা বোধ করে না।

সাধারণ অশ্বারোহিগণ ওমরাহদের অধীনে কার্য্য করে; ইহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমশ্রেণী একজোড়া অশ্ব রাখে; ওমরাহ এই অশ্বদ্বয় রাজকার্য্যে ব্যবহারের জন্য পতিপালন করিতে বাধ্য এবং এই অশ্বগণের উরুতে ওমরাহের চিহ্ন অঙ্কিত থাকে। দ্বিতীয়শ্রেণী মাত্র একটি অশ্ব রক্ষা করে। প্রথমশ্রেণীই অধিক সম্মানিত হয়; তাহাদের বেতনও অপর শ্রেণী অপেক্ষা অধিক। অধিকাংশ স্থলেই অশ্বারোহিগণের বেতন ওমরাহের বদান্যতার উপরেই নির্ভর করে এবং তাঁহারই ইচ্ছানুসারে অনুগ্রহ বর্ষিত হয়। অবশ্য ইহা উল্লিখিত হইবার যোগ্য যে, যে একটি অশ্ব রাখে সে পঞ্চবিংশতি মুদ্রার কম বেতন পায় এবং এইরূপ হিসাবেই বাদশাহ ওমরাহদিগের সহিত বন্দোবস্ত করেন (২২)।

পদাতিকগণ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প বেতন পায়। বন্দুকধারিগণ ভূমিতে বসিয়া বিলম্বিত কাষ্ঠখণ্ডের উপর বন্দুক রাখা অবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা খারাপ দেখায়। সে সময়েও তাহারা তাহাদের চক্ষু বা দীর্ঘশ্মশ্রু ভস্মীভূত হইবার ভয়ে ভীত হয়; বিশেষতঃ পাছে কোন প্রেত তাহাদের বন্দুকটি ফাটাইয়া দেয় এই ভয়ে তাহারা অত্যন্ত আশঙ্কিত থাকে। ইহাদের কেহ কুড়ি, কেহ পনের, কেহ দশটাকা বেতন পায়। কিন্তু গোলন্দাজ সৈন্য, বিশেষতঃ ফিরিঙ্গী অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম্মালম্বী পর্ত্তুগীজ, ইংরাজ, ওলন্দাজ, জর্ম্মান

ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ (Barat)কে বর্ত্তমান কালের চেক বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। আইন—ই—আকবরী, প্রথম খণ্ড ২৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। সম্রাট্ আকবরের আদেশে কতকগুলি সরকারি পত্র তাঁহার দস্তখৎ না হইয়া কোন সভাসদের দস্তখতি হইলেই চলিত।

(২২) আকবরের সময়ে অশ্বানুযায়ী বেতন নির্দ্ধারিত হইত—২২৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

ও ফরাসীগণ (গোয়া এবং ওলন্দাজ ও ইংরাজ কুঠীর পলাতকগণ) অধিক বেতন লাভ করে। পূর্ব্বে যখন মুগলগণ কামান ব্যবহারে অনভ্যস্ত ছিল তখন ইউরোপীয়গণ আরও অধিক বেতন পাইত এবং এক্ষণেও কেহ কেহ মাসিক দুইশত টাকা বেতন পায়; কিন্তু বর্ত্তমানে বাদশাহ ইহাদিগকে সহজে গ্রহণ করেন না এবং বেতনও বত্রিশ টাকার অধিক দেন না।

দুই প্রকারের গোলন্দাজী সৈন্য আছে; গুরু ও লঘু; শেষোক্তগণ এতদ্দেশে "রেকাবের গোলন্দাজ" (২৩) নামে অভিহিত হয়। প্রথমোক্ত সম্বন্ধে আমার স্মরণ হইতেছে যে বাদশাহ তাঁহার পীড়ার পরে (২৪) ভারতবর্ষের স্বর্গে গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করিবার জন্য সসৈন্যে লাহোরে ও কাশ্মীরে গমনকালে সাধারণতঃ পিত্তল নির্ম্মিত সত্তরটী কামান সঙ্গে লইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে উষ্ট্রবাহী দুই হইতে তিনশত ক্ষুদ্র কামান অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। আমাদের দেশে জাহাজে যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামান থাকে এগুলি প্রায় সেইপ্রকার। অন্যত্র আমি এই অভিযান ও ঐ সুদীর্ঘ ভ্রমণ পথে বাদশাহ কি প্রকারে মৃগয়ায় দিনাতিপাত করিতেন তাহা বর্ণনা করিব। এই সময়ে তিনি কখনও নিজের বাজপক্ষী সারসের বিরুদ্ধে মুক্ত করিতেন; কখনও নীলগাই, কোনদিন গৃহপালিত চিতার সাহায্যে হরিণ এবং কখনও সিংহশীকার করিতেন। বাদশাহ ব্যতীত অন্য কেহই সিংহশীকার করিতে পারিতেন না।

শেষোক্ত প্রকারের গোলন্দাজী সৈন্যও বাদশাহের সমভিব্যাহারে লাহোর ও কাশ্মীরে গমন করিয়াছিল। ইহাদিগকে সুসজ্জিত বলা

(২৩) "Artillery of the stirrup"—অর্থাৎ যে সকল তোপ বাদশাহের সঙ্গে সঙ্গে চলিত।

(২৪) পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যাইতে পারে। ইহাদের পঞ্চাশটী কি ষাটটী পিত্তল নির্ম্মিত ক্ষুদ্র কামান ছিল। প্রত্যেক কামানই সুনির্ম্মিত ও সুচিত্রিত শকটের উপরে স্থাপিত ছিল; এই সকল শকটের সম্মুখে ও পশ্চাতে গোলাবারুদ বহনের জন্য দুইটী বাক্স এবং প্রত্যেক কামান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহিত পতাকা সুশোভিত থাকিত। পরিচালক সহ শকট দুইটী সুন্দর অশ্বে টানিত এবং অশ্ব বদলাইবার জন্য সহকারী অশ্বচালক-পরিচালিত তৃতীয় একটি অশ্ব থাকিত। প্রথম প্রকারের গোলন্দাজী সৈন্য সর্ব্বদাই বাদশাহের অনুগমন করিত না; কারণ তিনি রাজপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক মৃগয়াভূমি বা নদী ও অন্যান্য জলপথের নিকটবর্ত্তী থাকিতেন। অধিকন্তু উহারা দুরারোহ পার্ব্বত্য পথ অথবা নদীর উপরিস্থ সেতু হইয়া গমন করিতে পারিত না। কিন্তু, শেষোক্ত কামান সর্ব্বদাই বাদশাহের সন্নিকটে থাকিবার উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হইত এবং এই জন্যই ইহাকে "রেকাবী গোলন্দাজ" বলা হইত। প্রাতঃকালে, অগ্রসর হইবার সময়ে, বাদশাহ রক্ষিত উপবনে মৃগয়ার্থ ইচ্ছুক হইলে (এই সকল স্থানের প্রবেশ পথ রক্ষিত থাকিত) ইহারা সোজাপথে অগ্রগামী হইয়া যতদূর সম্ভব দ্রুতগতিতে পরবর্ত্তী শিবির নিবেশের স্থানে উপনীত হয়। তৎপূর্ব্বদিবসেই এইস্থানে বাদশাহ ও প্রধান প্রধান ওমরাহের পট্টাবাস স্থাপিত হইয়া থাকে। তৎপরে কামানগুলি বাদশাহের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানের সম্মুখে স্থাপিত হয় এবং সৈন্যগণের অবগতির জন্য, বাদশাহ পৌছিবামাত্র কামান ছোঁড়া হয়।

প্রাদেশিক সৈন্য ও বাদশাহের সমভিব্যাহারী সৈন্যে শেষোক্তের সংখ্যাধিক্য ব্যতীত অন্য কোন প্রভেদ নাই। প্রত্যেক জেলাতেই ওমরাহ, মনসবদার, রোজিনদার, সাধারণ অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজী সৈন্য আছে। কেবল দাক্ষিণাত্যেই বিশ কি পঁচিশ হাজার অশ্বারোহী আছে এবং সময় সময় ইহা ত্রিশ হাজারে পরিণত হয়।

গোলকুণ্ডার পরাক্রান্ত রাজাকে সাহায্যার্থ বিজাপুর ও অন্য যে সকল নরপতি সাধারণ স্বার্থের জন্য তাঁহার সহিত যোগদান করেন, তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার্থ ও তাঁহাদিগকে ভয়প্রদর্শনার্থ এই সৈন্য অধিক নহে। কাবুলরাজ্যে পারসীক, আফগান, বেলুচ ও অন্যান্য পার্শ্বস্থজাতির আক্রমণ নিবারণার্থ দ্বাদশ কি পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য রক্ষিত হয়। কাশ্মীরে চারি সহস্রের অনধিক সৈন্য আছে। বঙ্গদেশে প্রায়ই যুদ্ধ ঘটে বলিয়া তথায় সৈন্যসংখ্যা অধিক এবং প্রত্যেক প্রদেশের আয়তন ও অবস্থানুযায়ী সৈন্যরক্ষা অত্যাবশ্যক বলিয়া হিন্দুস্থানের সৈন্যের পরিমাণ অবিশ্বাস্য।

অল্পসংখ্যক পদাতিক সৈন্য ও অশ্বের সংখ্যা উল্লেখ না করিলেও, সাধারণতঃ রাজপুত ও পাঠান সৈন্য অন্তর্ভুক্ত করিলে বাদশাহের সন্নিকটস্থ সৈন্যসংখ্যা পঁয়ত্রিশ কি চল্লিশ হাজার হইবেক; প্রাদেশিক সৈন্যসহ দুই লক্ষের অধিক অশ্বারোহী বাদশাহের সৈন্যভুক্ত।

আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে পদাতিক সৈন্য যথেষ্ট ছিল না। আমি বিবেচনা করি না যে, বাদশাহের নিকটস্থ পদাতিক সৈন্য পঞ্চদশ সহস্রের অতিরিক্ত ছিল, ইহার মধ্যে বন্দুকধারী, পদাতিক গোলন্দাজী এবং সাধারণতঃ শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত সকল সৈন্য অন্তর্ভূত ছিল (২৫)। ইহা হইতে প্রাদেশিক পদাতিক সৈন্যসংখ্যা অনুমিত হইতে পারে। কোন কোন লেখক মুগল বাদশাহের অত্যধিক সৈন্যসংখ্যার বিষয় কি কারণে উল্লেখ করেন তাহা আমি নির্দ্ধারণ করিতে পারি না; তবে আমি অনুমান করি যে, যোদ্ধৃগণের সহিত তাঁহারা ভৃত্য, সৈন্যগণের খাদ্যদ্রব্য বিক্রেতা, ব্যবসায়ী ও সৈন্যগণের সমভিব্যাহারী দোকানদারগণকেও সৈন্য বলিয়া ভ্রম করেন। এই সকল অনুচরগণসহ, আমি অনুমান করি

(২৫) আকবরের সময়ে বাহক, হরকরা, ভিস্তী প্রভৃতি সকলেই পদাতিক শ্রেণীভুক্ত হইত।

যে, বাদশাহের সমভিব্যাহারী পদাতিক সৈন্য (বিশেষতঃ যখন কিছুকালের জন্য তাঁহার রাজধানী হইতে দূরে থাকিবার সংবাদ প্রচারিত হয়) দুই, এমন কি তিন লক্ষ হইতে পারে। পট্টাবাস, রন্ধনশালা, গৃহস্থালীর (এমন কি সৈন্যগণের সঙ্গের) স্ত্রীলোক যে বহু সংখ্যায় সঙ্গে থাকে, তাহাতে এই সংখ্যা অতিরঞ্জিত বোধ হইবে না। এই সকল বহনের জন্য বহুসংখ্যক হস্তী, উষ্ট্র, ষণ্ড, অশ্ব ও বাহক আবশ্যক হয়। আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, এতদ্দেশে বাদশাহই সকল ভূমির অধীশ্বর এবং শাসনতন্ত্রের কারণে দিল্লী ও আগ্রার ন্যায় প্রধান শহরের লোকসংখ্যা সৈন্যগণের উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করে এবং বাদশাহ বহুদূরবর্ত্তী স্থানে গমনে উদ্যত হইলেই অধিবাসিগণ তাঁহার অনুগমন করিতে বাধ্য হয়। পারিসের সহিত এই সকল নগরের কোন তুলনাই হয় না; প্রকৃতপক্ষে শিবির অপেক্ষা আবাসস্থান কথঞ্চিৎ উত্তম না হইলে ইহাদিগকে স্কন্ধাবারের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

ইহাও অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য যে এই সমগ্র সৈন্যবাহিনীর ওমরাহ হইতে সামান্য সৈনিককে পর্য্যন্ত দুই মাস অন্তর বেতন দিতে হয়; বাদশাহ-দত্ত বেতনই ইহাদের একমাত্র অবলম্বন। ফ্রান্সে গবর্ণমেণ্টের অভাববশতঃ বেতন দিতে বিলম্ব হইলেও, কর্ম্মচারী এমন কি সামান্য সৈন্যও নিজের আয় দ্বারা কিয়দ্দিবস জীবনধারণ করিতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষে সৈন্যগণের নিকটে যে যৎসামান্য দ্রব্যাদি থাকে তাহাই বিক্রয় করিয়া তাহারা দলচ্যুত হইয়া অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের শেষভাগে আমি অশ্বারোহী সৈন্যগণকে অশ্ব-বিক্রয়ে ইচ্ছুক দেখিয়াছিলাম এবং যুদ্ধ আর কিছুদিন চলিলে তাহারা নিশ্চয়ই এরূপ কার্য্য করিত। ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোন কারণ নাই; বাদশাহী সৈন্য অবিবাহিত বা স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য ও ক্রীতদাস

বিরহিত একটী সৈন্যও দৃষ্ট হইবে না; ইহারা সকলেই সেই সেই সৈন্যের উপর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নির্ভর করে। বাদসাহ-দত্ত বেতনের উপর নির্ভর করিয়া, যে লক্ষ লক্ষ সৈন্য জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদের সংখ্যা অবগত হইয়া অনেকে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়। ইহারা জিজ্ঞাসা করে যে, বাদশাহের আয়ে কি প্রকারে এই অবিশ্বাসনীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে? ইহারা বাদশাহের ঐশ্বর্য্য ও হিন্দুস্থান যে ভাবে শাসিত হয় তাহা ভুলিয়া যায়।

কিন্তু আমি বাদশাহের সকল ব্যয় উল্লেখ করি নাই। দিল্লী ও আগ্রায় তিনি বিপদের আশঙ্কায় সকল সময়েই দুই তিন সহস্র সুন্দর অশ্ব, অষ্টাদশ শত হস্তী এবং অসংখ্য ও প্রকাণ্ড পট্টাবাস, তাঁহার পত্নী ও পরিচারিকা সমূহ, গৃহসজ্জা, রন্ধনোপযোগী দ্রব্যাদি, গঙ্গাজল (২৬) ও শিবিরে আবশ্যক অন্যান্য দ্রব্য বহনের জন্য অসংখ্য অশ্ব, অশ্বতর ও বাহক নিকটে রাখেন। ইউরোপীয় রাজ্যে এইগুলি আবশ্যক বোধ না করিলেও, বাদশাহ এইগুলি সঙ্গে রাখেন।

ইহার সহিত অন্তঃপুর সংক্রান্ত অত্যধিক ব্যয় যোগ করুন; তথায় স্বর্ণখচিত বস্ত্র, কিংখাব, রেশম, কামদানীবস্ত্র, মুক্তা, মৃগনাভি, তৈলস্ফটিক এবং সুগন্ধি দ্রব্যের এরূপ ব্যবহার হয় যে, তাহা অনুমান করা যায় না।

এইজন্য বাদশাহের প্রচুর রাজস্ব আদায় হইলেও, তাঁহার ব্যয় তুল্যানুরূপ হওয়ায় অপরের অনুমিত অর্থ তিনি সঞ্চয় করিতে পারেন

---

(২৬) আইন্ ই আকবরীতে (১।৫৫) দৃষ্ট হয় যে, আকবর সকল সময়েই গঙ্গাজল ব্যতীত অন্য কোন জল পান করিতেন না। আগ্রা বা ফতেপুর বাসকালে সোরণ হইতে জল রাজধানীতে প্রেরিত হইত। কাশ্মীরে অবস্থান কালে হরিদ্বারের জল ব্যবহৃত হইত। রন্ধনার্থ বৃষ্টির (অথবা যমুনা বা চেনাবের) জলে গঙ্গাজল মিশ্রিত করিয়া লওয়া হইত।

না। আমি স্বীকার করি যে, তুরস্ক ও পারস্যের সুলতানদ্বয়ের একত্রী-ভূত আয় অপেক্ষা সম্ভবতঃ তাঁহার আয় অধিক; কিন্তু কোন কোষাধ্যক্ষ এক হস্তে অর্থ গ্রহণ করিয়া, তাহা অপর হস্তে ব্যয় করিলে যদি তাহাকে ধনী বলা হয় তবে সম্রাট্কেও ধনী বলা যাইতে পারে। যে নরপতি স্বীয় প্রজাবর্গকে উৎপীড়িত বা নিঃস্ব না করিয়া জাঁকজমকশালী ও প্রচুর অমাত্যপূর্ণ দরবারের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ, যিনি সুবৃহৎ ও আবশ্যক প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করিতে পারেন, বদান্যতা ও অনুরক্ত স্বভাব প্রদর্শন করিতে পারেন, রাজ্যরক্ষার্থ উপযুক্ত সৈন্য প্রতিপালন করিতে পারেন এবং এতদ্ব্যতীত নিকটবর্ত্তী রাজন্যবর্গের সহিত বহুকালব্যাপী বিবাদে আবশ্যক অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারেন, তাঁহাকেই আমি প্রকৃত ধনী নরপতি বলিয়া বিবেচনা করিব। অবশ্য, ভারতবর্ষের বাদশাহ নিঃসন্দেহই এই সকল সুবিধা ভোগ করেন; তবে লোকে যতদূর মনে করে, তাহা নয়। আমি বাদশাহের অত্যধিক অনিবার্য্য ব্যয় সম্বন্ধে যাহা বলিব তাহা হইতে আপনি সম্ভবতঃ এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন ও আমি যে দুইটী বিষয় উল্লেখ করিতে যাইতেছি এবং যাহার সত্যতা সম্বন্ধে আমার অনুসন্ধান করিবার সুবিধা হইয়াছিল, তদ্দ্বারা আপনার নিকট প্রতীয়মান হইবে যে বাদশাহের আয়ের উপাদান সংক্রান্ত বিষয়গুলি অতিরঞ্জিত হইতে পারে।

প্রথমতঃ—গৃহবিবাদের শেষভাগে, যুদ্ধ মাত্র পাঁচবৎসর ব্যাপী হইলেও সৈন্যগণের বেতন অন্যসময় অপেক্ষা অল্প, ও বঙ্গদেশব্যতীত (যথায় সুলতান শুজা তখনও অধীশ্বর ছিলেন) রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তিবিরাজিত থাকিলেও এবং সম্প্রতি তিনি তাঁহার পিতা শাহ জাহানের সঞ্চিত ধনের অধিকাংশ আত্মসাৎ করিতে সমর্থ হইলেও, কিপ্রকারে সৈন্যগণের বেতন প্রদান ও

রসদ সংগ্রহ করিবেন, এই সম্বন্ধে আওরংজেব অত্যন্ত উদ্বেগ ভোগ করিতেছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ—অর্থনীতিবীৎ শাহ-জাহান চল্লিশ বৎসরের অধিককাল রাজত্ব করিয়া এবং কোনযুদ্ধে ব্রতী না হইয়াও কোটী মুদ্রার অধিক সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমি ইহার মধ্যে সুপ্রচুর নানাপ্রকার সুচারুকারুকার্য্য সমন্বিত সুবর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত দ্রব্য এবং সুবৃহৎ মহার্ঘ এবং প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত মুক্তা ও মণি অন্তর্ভূক্ত করি নাই। অন্য কোন সম্রাট্ শেষোক্তপ্রকারের এত ধনের অধিকারী কিনা আমি সন্দেহ করি। আমার যতদূর স্মরণ আছে শাহ জাহানের মুক্তা ও হীরক খচিত একখানি সিংহাসনের মূল্য তিনকোটী টাকা। কিন্তু এই সকল মূল্যবান রত্ন ও মহার্ঘ দ্রব্যাদি প্রাচীন বংশসম্ভূত পাঠান ও রাজন্যবর্গের নিকট প্রাপ্ত এবং প্রতিবৎসর ওমরাহগণ বাৎসরিক উৎসব কালীন যে সকল উপহার প্রদান করেন, তাহাই বৎসর ধরিয়া সংগৃহীত হইয়া এরূপ হইয়াছে। বাদশাহই এই সকল ধনের অধিকারী ; ইহা স্পর্শকরা পাপ এবং অভাবের সময় বাদশাহ ইহা প্রতিভূ স্বরূপ গচ্ছিত রাখিয়া অল্প অর্থই সংগ্রহ করিতে পারেন।

পত্র শেষ করিবার পূর্ব্বে, এই সাম্রাজ্য মূল্যবান ধাতুর আধার হইলেও কি কারণে অন্যদেশের অপেক্ষা এতদ্দেশে ইহা সুপ্রচুর নহে, তাহার কারণ প্রদর্শন করিব। পক্ষান্তরে পৃথিবীর অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এই দেশের অধিবাসীকে দেখিলে দরিদ্র বলিয়াই বোধ হয়।

প্রথমতঃ—ঐ সকল ধাতুর অধিকাংশ স্ত্রীলোকের হস্ত ও পাদদেশ, কর্ণ, নাসিকা ও অঙ্গুলীর অলঙ্কার নির্ম্মাণে দ্রবীভূত ও নষ্ট হয় ; আর কিয়দংশ কামদানী, রেশমের বস্ত্র, উষ্ণীষের উপরিস্থ ঝালর, সুবর্ণ ও রৌপ্যখচিত বস্ত্র, ওড়না, উষ্ণীষ ও কিংখাব নির্ম্মাণে নষ্ট হয়। ভারতবর্ষজাত

এই সকল দ্রব্যের পরিমাণ অবিশ্বাস্য। সৈন্যভুক্ত ওমরাহ হইতে সামান্য সৈনিক গিল্টী করা অলঙ্কার পরিধান করিবে, এবং পরিবারভুক্ত সকলেই অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও সামান্য সৈনিকও তাহার পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গকে এই সকল অলঙ্কার দিতে কুণ্ঠিত হইবে না। এইরূপ ঘটনা অনেক সময়েই দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়তঃ—বাদশাহ, সকল ভূমির অধীশ্বররূপে, সৈনিকদের বেতনের পরিবর্ত্তে ভূমিপ্রদান করেন; ইহা জাগীর নামে কথিত হয়। শাসনকর্ত্তৃগণকেও বেতনের পরিবর্ত্তে ও অধীন সৈন্যগণের বেতনবাবুদ এইরূপ ভূমি প্রদত্ত হয়; এইসকল ভূমির উপস্বত্ব হইতে ব্যয়বাদে আয় বাদশাহকে প্রদান করিতে হইবে, এইরূপ শর্ত্তেই ভূমিদান করা হয়। এতদ্ব্যতীত অন্য সকল ভূমি বাদশাহ স্বয়ংই রক্ষা করেন এবং কদাপি জাগীররূপে হস্তচ্যুত করা হয় না; এই সকল স্থানে তিনি ইজারাদার রাখেন; ইহারাও বাৎসরিক খাজনা প্রদান করে।

এবম্প্রকারে জাগীরদার, শাসনকর্ত্তা বা ইজারাদার যাঁহাদের হস্তেই ভূমি ন্যস্ত হোক না কেন, তাঁহারাই কৃষকগণের উপর যথেচ্ছাচার করেন এবং তাঁহাদের অধীন নগর ও গ্রামবাসী শিল্পী ও বণিক্‌গণের উপরেও প্রায় সেইরূপ ব্যবহার করেন। এবং যেরূপ নির্দ্দয় ও ক্লেশকর ভাবে তাঁহারা এই যথেচ্ছাচারিতার অনুষ্ঠান করেন তাহা প্রকৃতই অভাবনীয়। কাহারও নিকট এই সকল উৎপীড়িত কৃষক, শিল্পী বা বণিক্ অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে না; এই সকল নির্দ্দয় উৎপীড়ককে দমন করিবার জন্য ফ্রান্সের ন্যায় পরাক্রান্ত অভিজন, মহাসভা (২৭) অথবা স্থানীয় বিচারক নাই। দিল্লী বা আগ্রার ন্যায় প্রধান শহর বা বন্দর সমূহের

---

(২৭) "Parliaments" (বার্নিয়ার)।

নিকটবর্ত্তী স্থানে রাজকীয় ক্ষমতার এইরূপ অপব্যবহার ততদূর অনুভূত হয় না; কারণ, এই সকল স্থানে অত্যধিক অন্যায় কার্য্য সহজে গোপন করা সম্ভবপর নহে।

এই প্রকার ক্রীতদাসত্ব বাণিজ্যের প্রতিরোধক এবং প্রত্যেক ব্যক্তির আচরণ ও জীবনযাত্রার প্রণালীর উপর ইহা কার্য্যকরী হয়। ব্যবসায়ে লিপ্ত হইবার উৎসাহ খুব কমই থাকে; কারণ উহাতে সফলতা লাভ করিলেও, সুখ বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, নিকটবর্ত্তী ক্ষমতাশালী ও অপরের শ্রমলব্ধ অর্থান্বেষী ব্যক্তির লোভ উদ্রেক করে মাত্র। অর্থ উপার্জ্জিত হইলে (অবশ্য অনেক সময়েই এরূপ হয়) অর্থাধিকারী অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীন ভাবে জীবনাতিপাত না করিয়া কি প্রকারে দরিদ্রের ন্যায় বাস করিবে, সেইরূপ উপায়ই অবলম্বন করে; তাহার পরিচ্ছদ, বাসগৃহ, গৃহসজ্জা পূর্ব্বেরই ন্যায় থাকে এবং আহারাদি বিষয়ে সে সর্ব্বাপেক্ষা সাবধান হয়। তাহার সুবর্ণ ও রৌপ্য গভীর ভূমিতলে প্রোথিত থাকে। এতদ্দেশীয় মুসলমান ও হিন্দু (বিশেষতঃ শেষোক্ত জাতীয় যাহারা ব্যবসায়ে ব্রতী থাকে) কৃষক, শিল্পী ও বণিক্‌গণ মনে করে যে, জীবিতকালে লুক্কায়িত অর্থ মৃত্যুর পরে মৃতব্যক্তির অধিক কার্য্যকরী হয় এবং সেই ধারণাতেই ইহারা এইরূপ প্রথা অবলম্বন করে। যাহারা বাদশাহ বা ওমরাহগণ হইতেই অর্থ লাভ করে, অথবা যাহাদের পরাক্রান্ত অভিভাবক থাকে, কেবল সেইরূপ কতিপয় ব্যক্তিই, দরিদ্রতার ভাণ করেনা; ইহারা স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতা ভোগ করে।

আমার স্থির বিশ্বাস যে, মূল্যবান্ ধাতু প্রোথিত রাখা এবম্প্রকারে প্রচলনে বাধাদানের জন্যই হিন্দুস্থানে এত অভাব দেখা যায়।

আমি যাহা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে। বাদশাহ ভূমির একেশ্বর অধিপতি না থাকিলে এবং আমাদের ন্যায়

ভারতবর্ষে ভূমিতে প্রজার অধিকার থাকিলে, কি রাজা প্রজা উভয়ের পক্ষেই অধিকতর সুবিধাজনক হইবে না? আমি এই প্রকার ব্যবস্থা-সম্বলিত ইউরোপীয় রাজ্যের অবস্থার সহিত যে রাজ্যে এই প্রথা অপ্রচলিত তথাকার অবস্থা বিশেষরূপে তুলনা করিয়াছি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভূমিতে প্রজাবর্গের ব্যক্তিগত অধিকার না থাকিলে উহা সম্রাটের পক্ষেই অমঙ্গলজনক। আমরা দেখিয়াছি যে, শাসনকর্ত্তা ও রাজস্বের ইজারাদারগণের স্বেচ্ছাচারিতার জন্য ভারতবর্ষে সুবর্ণ ও রৌপ্য অদৃশ্য হয়; এই স্বেচ্ছাচারিতা এরূপ ভীষণ যে, কৃষক ও শিল্পীর গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় না থাকায় তাহারা দুর্দ্দশা ও অবসাদ গ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়; ইহারই জন্য হতভাগ্যগণের সন্তান হয় না, অথবা হইলেও অনাহারের ক্লেশে বাল্যকালেই প্রাণত্যাগ করে। সঙ্ক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, এই অত্যাচারেই কৃষক অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যবহার পাইবার আশায় জঘন্য গৃহ হইতে দূরীভূত হইয়া নিকটবর্ত্তী কোন ক্ষুদ্র রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয় অথবা সৈন্যাবলীভুক্ত হইয়া কোন অশ্বারোহীর ভৃত্যে পরিণত হয়। বলপ্রয়োগ না করিলে ভূমি কর্ষিত হয় না, এবং জল নির্গমের খাল ও পয়ঃপ্রণালী সংস্কারের লোকের অভাবে সমগ্র দেশই সুন্দররূপে কর্ষিত হয় না এবং জলসেচনের অভাবে অনেক স্থান উৎপাদনক্ষম হয় না। অনেক সময় গৃহাদিও অসংস্কৃত অবস্থায় থাকে; খুব অল্প লোকেই নূতন গৃহনির্ম্মাণ বা পতনশীল গৃহগুলি সংস্কার করে। কৃষকের এই প্রশ্ন স্বতঃই উত্থিত হয়। "আমি কি কারণে একজন স্বেচ্ছাচারীর জন্য পরিশ্রম করিব? কারণ, আগামী কল্যই সে আসিয়া তাহার লুব্ধ হস্ত আমার যথাসর্ব্বস্বে অর্পণ করিবে এবং তাহার ইচ্ছা হইলে আমার যৎসামান্য জীবন-ধারণোপযোগী উপায়ও রাখিবে না।" পক্ষান্তরে, শাসনকর্ত্তৃগণ ও ইজারদারগণ

এইরূপ মনে করিবে, "এই উপেক্ষিত ভূমির জন্য আমরা চিন্তিত হইব কেন? ইহাকে অধিকতর ফলবতী করিবার জন্য আমরা অর্থ ও সময় ব্যয় করিব কেন? যে কোন মুহূর্ত্তে আমরা ইহা হইতে বঞ্চিত হইতে পারি এবং আমাদের পরিশ্রমে আমরা বা আমাদের সন্তানগণ কোন ফললাভ করিব না। কৃষক উপবাসী থাকুক বা পলায়ন করুক, যতদূর পারি আমরা এক্ষণে ফললাভ করি এবং পরিত্যাগের আদেশকালে আমরা ইহাকে বিষণ্ণ মরুভূমিতে পরিণত করিব।"

আমি যে সকল বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এসিয়ার অন্তর্গত রাজ্যের দ্রুত অবনতির যথেষ্ট কারণ বলিয়া মনে হইবে। এই শোচনীয় শাসনতন্ত্রের জন্যই হিন্দুস্থানের অনেক নগর মৃত্তিকা, কর্দ্দম ও অন্যান্য নিকৃষ্ট দ্রব্য নির্ম্মিত; এমন কোন নগর কি শহর নাই যাহা ইতোমধ্যেই বিনষ্ট ও জনশূন্য হয় নাই অথবা যাহার অবশ্যম্ভাবী পতনের চিহ্ন দেখা যাইতেছেনা। কেবল ভারতবর্ষের ন্যায়দূরবর্ত্তী রাজ্যসম্বন্ধে আমাদের মন্তব সীমাবদ্ধ না করিয়া আমরা মেসোপটেমিয়া, পালেষ্টাইন্, সিরিয়া প্রভৃতি ভূভাগ নিষ্ঠুর স্বেচ্ছাচারিতার ফলে কি ভাবে পরিণত হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিতে পারি। পূর্ব্বে সুন্দররূপে কর্ষিত হইত এবং উর্ব্বর ও জনকোলাহল পূর্ণ ছিল, কিন্তু এক্ষণে পরিত্যক্ত জলাভূমি-পূর্ণ অস্বাস্থ্যকর, ও মনুষ্যের বাসের অযোগ্য হইয়াছে, মিশরেও পরাধীন দেশের এইরূপ ক্লেশকর দৃশ্য দৃষ্ট হয়। এই অতুলনীয় জনপদের এক-দশমাংশ গত আশী বৎসরের মধ্যে বিনষ্ট হইয়াছে; পয়ঃপ্রণালী গুলির সংস্কারের জন্য কেহ ব্যয় করিবে না এবং নীলনদকে তাহার দুই কূল মধ্যে আবদ্ধ রাখিতেও কেহই চেষ্টা করিবে না। এবম্প্রকারে নিম্নভূমি জলপ্লাবিত বালুকা দ্বারা আবৃত হইয়াছে এবং ইহা অত্যধিক ব্যয় ও পরিশ্রম ব্যতীত দূরীভূত করা সম্ভবপর নহে। উত্তম শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত

না হইলে ফ্রান্সের ন্যায় শিল্পের সমৃদ্ধি এই যে সকল ঘটনা পরম্পরায় হইতে পারে না, তাহাতে কি আশ্চর্য্যের বিষয় আছে? যে দেশে অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তি বা অর্থবান হইলে যাহারা দরিদ্রের ন্যায় বাস করিয়া দ্রব্যের সৌন্দর্য্য বা উৎকৃষ্টতার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সুলভতার প্রতিই লক্ষ্য রাখে, যে দেশে অর্থবান ব্যক্তি দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা স্বল্প মূল্য নিজের ইচ্ছানুসারে প্রদান করে, এবং যাহারা রবাহুত শিল্পী বা বণিক্‌কে প্রত্যেক ওমরাহের দ্বার দেশে লম্বিত কড়া দ্বারা শাসন করিতে দ্বিধা বোধ করে না, এরূপ লোকের মধ্যে বাস করিয়া কোন শিল্পীরই নিজ ব্যবসায়ের প্রতি প্রকৃত মনোযোগ দেওয়া সম্ভবপর নহে। কোন দিন সম্মান লাভের আশা নাই, নিজের বা পরিবারবর্গের জন্য কোন পদ লাভ বা ভূমি ক্রয়ে সমর্থ হইবে না, সামান্য অর্থেরও অধিকারী এরূপ ভাব প্রকাশ করিবে না এবং ধনশালী হইয়াছে পাছে এরূপ সন্দেহের পাত্র হইবে মনে করিয়া, উত্তম খাদ্য গ্রহণ বা মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিধান করিতে পারিবে না। এই সকল চিন্তায় কি শিল্পীর উৎসাহ দমিত হয় না? যদি বাদশাহ ও প্রধান প্রধান ওমরাহগণ নিজ নিজ গৃহে কার্য্য করিবার ও সন্তানগণকে শিক্ষাপ্রদানের জন্য এবং পুরস্কারের লোভে ও 'কড়া'র ভয়ে কারিকরগণকে কার্য্যেব্রতী না করিলে ভারতবর্ষের কারুকার্য্যের সৌন্দর্য্য ও নিপুণতা বহুপূর্ব্বেই লুপ্ত হইত। ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিবর্গ, ধনী বণিক্ ও ব্যবসায়িগণকে রক্ষা করিবার জন্য এই সকল বণিক্, ব্যবসায়ী ও কারিকর-দিগকে অধিক বেতন প্রদান করেন বলিয়াও শিল্প রক্ষার একটী উপায় হইয়াছে। আমি অধিক বেতনের উল্লেখ করিতেছি বলিয়া কেহ যেন অনুমান না করেন যে, উৎপন্ন দ্রব্যের সৌন্দর্য্যের জন্য কারিকরদিগকে সম্মান করা হয় অথবা তাহারা স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে। কেবল আবশ্যকতা অথবা যষ্টি প্রহারই তাহাকে কার্য্যে ব্রতী

রাখে ; সে কদাপি ধনী হইতে পারে না এবং ক্ষুধা নিবারণ ও কদর্য্য বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। অর্থলাভ হইলে উহা তাহার "পকেটে" যায় না। উহা তাহার বণিক্ প্রভুরই করতলগত হয় ; বণিক্ আবার কি প্রকারে তাহার প্রভুর অত্যাচার ও নিগ্রহ হইতে রক্ষা পাইবে, তাহাই চিন্তা করে।

আমি যে সমাজের বর্ণনার প্রয়াস পাইয়াছি, তাহাতে গভীর ও সার্ব্বজনীন মূর্খতাই স্বাভাবিক ফল। রীতিমত বৃত্তিদ্বারা পরিপুষ্ট বিশ্ব-বিদ্যালয় কি কলেজ প্রতিষ্ঠা কি সম্ভবপর ? প্রতিষ্ঠাতা কোথায় পাইবে, অথবা প্রতিষ্ঠাতা পাইলে ছাত্রই বা কোথায় পাইবে ? সন্তানগণকে বিদ্যালয়ে রাখিয়া অধ্যয়নের ব্যবস্থা করিতে পারে এরূপ ব্যক্তি কোথায় ? অথবা এরূপ ব্যক্তি থাকিলেও, এরূপ কে আছে যে নিজের ধনের এই প্রকার প্রকাশ্য পরিচয় দিতে সাহসী হইবে ? অপিচ, কেহ এরূপ মূর্খতা প্রদর্শনে সাহসী হইলেও, মমতা ও জ্ঞান প্রয়োগের উপযোগী বিশ্বাস ও সম্মানের পদ কোথায় যাহাতে ছাত্রের আশা ও প্রতিযোগিতার উদ্রেক করিতে পারে ?

ইউরোপে আমরা যেরূপ দক্ষতা ও সফলতার সহিত বাণিজ্যের উন্নতি করিতে পারি, এখানে শাসনতন্ত্রের জন্য আমরা সেরূপ দেখিতে পাই না। অত্যল্প সংখ্যক ব্যক্তিই অপরের লাভের জন্য স্বেচ্ছায় পরিশ্রম বা ক্লেশ স্বীকার করিবে বা বিপদের সম্মুখীন হইবে, কারণ শাসনকর্ত্তাই লাভের জন্য অপরের পরিশ্রমলব্ধ ধন গ্রহণ করিবেন। লাভ যতই হৌক, ব্যবসায়ী তাহার দরিদ্র প্রতিবেশী অপেক্ষাও দরিদ্রের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান ও খাদ্য গ্রহণ করিবে। কোন বণিক্ পদস্থ সৈনিকের আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে বাণিজ্যিক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে পারে ; কিন্তু তথাপি সে তাহার রক্ষকের ভৃত্যের ন্যায় থাকিবে এবং এই রক্ষক ইচ্ছানুসারে লভ্যাংশ গ্রহণ করিবে।

সমৃদ্ধিশালী ও প্রাচীন বংশসম্ভূত রাজপুত্র, অভিজন বা ভদ্রলোক, প্রজা, বণিক্ বা কারিকরগণের পুত্র, যথোপযুক্ত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুদ্ধিধারী শিক্ষিত ব্যক্তি, বাদশাহের প্রতি অনুরক্ত, বীরত্ব দ্বারা বংশের ও আবশ্যকানুযায়ী বংশগৌরব রক্ষাকারী, পৈতৃক ধনসাহায্যে দরবারে বা সৈন্যদলে নিজের ভরণপোষণ করিতে সমর্থ ও ইচ্ছুক, ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় উৎসাহিত এবং বাদশাহের প্রশংসা ও অনুগ্রহে সন্তুষ্ট—এরূপ ব্যক্তিকে মুগল বাদশাহ রাজকার্য্যের জন্য নির্ব্বাচিত করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে, অজ্ঞ ও নৃশংস ক্রীতদাস, সমাজের নিম্নস্তর হইতে গৃহীত "পরভৃৎ," রাজভক্তি ও স্বদেশ ভক্তি বর্জ্জিত, অসহনীয় অহঙ্কার পূর্ণ ও সাহস, সম্মান ও শীলতা বিগর্হিত ব্যক্তিবর্গ দ্বারাই তিনি বেষ্টিত।

বহুসভাসদপূর্ণ জাঁকজমকশালী দরবারের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ও অধিবাসীবর্গকে দমনে রাখিবার জন্য সৈন্যের বেতনের জন্য দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে। ভারতবাসীর ক্লেশের প্রকৃত অবস্থা কোন প্রকারেই অবগত করা সম্ভবপর নহে। গদা ও বেত্র তাহাদিগকে অপরের উপকারার্থ সদাসর্ব্বদাই কর্ম্মে ব্রতী রাখে, এবং সকল প্রকার নির্দ্দয় ব্যবহারে প্রপীড়িত ইহাদিগকে বিদ্রোহ বা পলায়ন হইতে সৈন্যেরাই প্রতিহত করে।

বিশেষতঃ সকল সময়েই গুরুতর যুদ্ধের প্রাক্কালে প্রচলিত প্রথা—বিভিন্ন প্রদেশের শাসন ভার নগদ ও প্রচুর মুদ্রায় বিক্রয় করার জন্যই এই মন্দভাগ্য দেশের দুর্গতি বৃদ্ধি পাইতেছে। এবম্প্রকারে নির্ব্বাচিত শাসনকর্ত্তার প্রধান উদ্দেশ্যই হইতেছে বাদশাহকে প্রদত্ত অধিক সুদে কর্জ্জকরা অর্থ সংগ্রহ। প্রকৃতপক্ষে শাসনকর্ত্তা প্রদেশ ক্রয় করুন আর নাই করুন, তিনি, ও রাজস্বসংগ্রাহক প্রত্যেকবৎসরে উজীর, খোজা, ও অন্তঃপুরের কোন স্ত্রীলোক অথবা দরবারস্থ অন্য যাঁহারই প্রাধান্য তাঁহারা অত্যাবশ্যক মনে করেন তাঁহাদিগকেই মহার্ঘ উপহার প্রদানের উপায়

অবলম্বন করেন। বাদশাহের নির্দ্ধারিত রাজস্ব প্রদানও শাসন-কর্ত্তাকে নিয়মিত ভাবে করিতে হয় এবং তিনি পূর্ব্বে ঋণী, পৈতৃকধন-বিহীন ক্রীতদাস হইলেও শ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধিশালী ওমরাহে পরিণত হইয়া থাকেন।

এবম্প্রকারেই এইদেশের সর্ব্বনাশ ও উচ্ছন্ন সাধিত হয়। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ অসীম ক্ষমতা পরিচালন করিয়া স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় ব্যবহার করেন, এবং উৎপীড়িত প্রজার পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনার স্থান অভাবে তাহার ক্লেশ যতই অধিক হোক না কেন বা সে যতবারই পীড়িত হোক না কেন, সে প্রতীকারের আশা করিতে পারে না।

মুগলবাদশাহ বিভিন্ন প্রদেশে বকেয়া নবীশ (২৮) প্রেরণ করেন বটে; প্রত্যেক ঘটনা নিবেদন করাই ইহাদের কর্ত্তব্য; কিন্তু সাধারণতঃ এই সকল কর্ম্মচারী ও শাসনকর্ত্তার মধ্যে নিন্দনীয় সংযোগ থাকে এবং ইহারই ফলে ইহারা উপস্থিত থাকিলেও অসুখী প্রজার উপরে স্বেচ্ছাচারিতা ক্ষান্ত হয় না (২৯)।

ভূমিতে প্রজাবর্গের ব্যক্তিগত ক্ষমতা উঠাইয়া লউন এবং ইহার ফলে স্বেচ্ছাচারিতা, দাসত্ব, অন্যায় ভিক্ষাবৃত্তি ও বর্ব্বরতা অনুষ্ঠিত হইবে, ভূমি অকর্ষিত থাকিবে এবং উহা ভীষণ অরণ্যে পরিণত হইবে; সংক্ষেপে রাজন্যবর্গের ধ্বংস ও জাতি সমূহের সর্ব্বনাশের কারণ হইবে। নিজের পরিশ্রমের ফলভোগ করিয়া বংশধরগণকে উহা দান করিবে, এই পৃথিবীতে ইহাই সকল উত্তম ও উপকারী অনুষ্ঠানের ভিত্তি। এবং আমরা

---

(২৮) " Vakea—Ne vis " (বার্নিয়ার)।

(২৯) পত্রের এইস্থান হইতে কতকাংশে বার্নিয়ার তুরস্কের সমালোচনা করিয়াছেন। উহা অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

যদি এই ভূমণ্ডলের বিভিন্ন রাজ্যের অবস্থা পর্য্যালোচনা করি, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে, এই মত যে রাজ্যে গৃহীত হয় তথায় উন্নতি ও যথায় হয় না তথায় অবনতি বিরাজমান করে। সংক্ষেপে ইহার জন্যই পৃথিবীর অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়।

দিল্লী।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দিল্লী ও আগ্রা

(মঁশিয়ে ভেয়ার্‌কে লিখিত পত্র)

আমি অবগত আছি যে ফ্রান্সে প্রত্যাগমন করিবামাত্র আপনি (১) এই ভারত সাম্রাজ্যের প্রধান নগর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবেন। সর্ব্বপ্রথমে দিল্লী ও আগ্রা পারিস অপেক্ষা সৌন্দর্য্যে, আয়তনে ও অধিবাসিবৃন্দের সংখ্যায় অধিক কিনা ইহাও আপনি জানিতে ব্যগ্র হইবেন। এই জন্যই এই বিষয়ে আপনার কৌতূহল চরিতার্থ করিবার ও সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কয়েকটী বিষয় অবতারণা করিব; শেষোক্তগুলিও আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিবে।

এই দুইটী ভারতীয় নগরের সৌন্দর্য্য বর্ণনাকালে, আমি পূর্ব্বেই সূচনাস্বরূপ বলিতে বাধ্য হইব যে ভারতবর্ষবাসী ইউরোপীয়গণ যে প্রকার ঘৃণিত ভাবে দিল্লী, আগ্রা ও অন্যান্য নগরের বর্ণনা করেন, তাহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হই। বিভিন্ন দেশে যে বিভিন্ন প্রকারের গঠন প্রণালী অবলম্বন করা উচিত, এই কথা বিস্মৃত হইয়া তাহারা পশ্চিম পৃথিবীর হর্ম্মাদি হইতে পূর্ব্ব পৃথিবীর হর্ম্মগুলি যে দেখিতে কদাকার তাহাই উল্লেখ করে। পারিস, লণ্ডন বা আমষ্টার্ডামে যাহা সুন্দর ও আবশ্যকীয় এবং এই সকল বৃহৎ রাজধানী ভারতবর্ষের রাজধানীর ন্যায় নির্ম্মাণ করিতে হইলে যে শেষোক্তের অধিকাংশ পরিত্যাগ করিয়া বিভিন্ন প্রকারে নূতন নগর নির্ম্মাণ করিতে হইবে, ইহা তাহারা মনে করে না। ইউরোপের

---

(১) Francois de la Mothe le Vayer ১৫৮৮—১৬৭২ একজন সুদক্ষ লোক ছিলেন। ইনি ইতিহাস, ভূগোল ও জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। বার্নিয়ারের সহিত ইঁহার অত্যন্ত সম্প্রীতি ছিল। ভেয়ারের মৃত্যুশয্যায় বার্নিয়ার উপনীত হইলেই প্রথমোক্ত জিজ্ঞাসা করেন "মুগল সাম্রাজ্যের সংবাদ কি?"

নগরগুলি যে সৌন্দর্য্যশালী, সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই; কিন্তু, এইগুলি শৈত্য প্রধান দেশের উপযোগী। এই ভাবে উষ্ণপ্রধান দেশের পক্ষে দিল্লীও সৌন্দর্য্যশালী। হিন্দুস্থান এরূপ উষ্ণ, যে কেহই, এমন কি স্বয়ং বাদশাহও "ষ্টকিন্" ব্যবহার করেন না; পাদদেশে কেবল চর্ম্ম-চটিকা (২) ও সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ও সূক্ষ্ম বস্ত্রনির্ম্মিত উষ্ণীষ মস্তকে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য অঙ্গাভরণও লঘু। গ্রীষ্মকালে গৃহপ্রাচীরে হস্ত বা উপাধানে মস্তক রক্ষা করা সুকঠিন। ক্রমাগত ছয়মাস অধিবাসীরা উন্মুক্ত আকাশ-তলে শয়ন করে—দরিদ্র ব্যক্তিগণ রাজপথে, বণিক্ ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ নিজ নিজ আঙ্গিনা বা উপবনে এবং কোন সময় উত্তমরূপে ধৌত অলিন্দে রাত্রিবাস করে। সেণ্ট জাকেস্ বা সেণ্ট ডানিসের রুদ্ধ ও সুউচ্চ গৃহগুলি ভারতবর্ষে স্থানান্তরিত করুন; ইহারা কি বাসযোগ্য থাকিবে? অথবা বায়ু চলাচলের অভাবে রাত্রিতে যখন শ্বাসরোধের উপক্রম হইবে, শয়ন করা কি সম্ভবপর হইবে? কোন ব্যক্তি অশ্বারোহণে কোন স্থান হইতে গ্রীষ্মে ও ধূলিতে অর্দ্ধমৃত এবং ঘর্ম্মে সিক্ত হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে; সেই অবস্থায় অপ্রশস্ত, অন্ধকারময় সিঁড়ি দ্বারা চতুর্থ বা পঞ্চম তালায় উঠিয়া তাহাকে শ্বাসরুদ্ধাবস্থায় থাকিতে হইলে কি ভাবে অতিবাহিত করিতে হয়, তাহাই কল্পনা করুন। ভারতবর্ষে আপনাকে এরূপ কোন ক্লেশজনক কর্ম্ম করিতে হয় না। আপনাকে সত্বর এক পাত্র পরিশ্রুত জল বা লেমনেড পান, বস্ত্র পরিত্যাগ, মুখ, হস্ত ও পদ প্রক্ষালন এবং তৎক্ষণাৎ কোন ছায়াপ্রধান স্থানে পালঙ্কের উপর উপবেশন ও একটী কি দুইটী ভৃত্যদ্বারা তাহাদের বৃহৎ তালবৃন্ত দ্বারা ব্যজন (৩)—ইহাই করিতে হয়। কিন্তু, এক্ষণে আমি আপনাকে দিল্লীর যথাযথ বর্ণনা প্রদানে চেষ্টা

(২) "Babonches" বার্নিয়ার—টীকাকার Paposh লিখিয়াছেন।

(৩) Panhas বার্নিয়ার) Pankhasএর অপভ্রংশ।

করিব এবং ইহা সৌন্দর্য্যশালী নগর কিনা তাহা আপনি স্বয়ং বিবেচনা করিবেন।

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান বাদশাহ আওরংজেবের পিতা শাহ জাহান পুরাতন দিল্লী নগরের নিকট নূতন একটী নগর নির্ম্মাণ করিয়া নিজ নাম চিরস্মরণীয় করিবার ইচ্ছা করেন। স্বীয় নামানুসারে তিনি এই নবনির্ম্মিত নগরকে শাহ-জাহানাবাদ বা সংক্ষেপে জাহানাবাদ অভিহিত করেন। উষ্ণতা নিবন্ধন আগ্রা বাদশাহের বাসের অযোগ্য; এই হেতুতে তিনি আগ্রা হইতে রাজধানী এইস্থানে স্থানান্তরিত করিয়া ইহাকেই রাজধানীরূপে পরিণত করিতে সঙ্কল্প করেন। নিকটস্থ বলিয়া প্রাচীন দিল্লীর ধ্বংশাবশেষ নূতন নগর নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং বর্ত্তমানে সকলেই ইহাকে জাহানাবাদ নামে উল্লেখ করে। যাহা হউক আমাদের নিকট জাহানাবাদ অপরিজ্ঞাত, এইহেতু আমি চিরপরিচিত পুরাতন দিল্লী নামেই ইহার বর্ণনা করিব।

যমুনাতীরে সমতল ক্ষেত্রে এই নূতন নগর নির্ম্মিত হইয়াছে। এই যমুনানদীকে ফ্রান্সের লয়ার নদীর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যমুনার এক তীরে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে এবং একটী মাত্র সেতুদ্বারা নদী উত্তীর্ণ হওয়া যায়। নদীরের দিক ব্যতীত, অন্যান্য কয়দিক ইষ্টক প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত। কিন্তু, নগরের চতুর্দ্দিকে পরিখা নাই অথবা অন্য কোন প্রকারে ইহা সুরক্ষিত হইবার পন্থা নাই; পার্শ্বদিকে অবস্থিত শত হস্ত ব্যবধানের প্রাচীরের পশ্চাদ্দিকে অবস্থিত প্রাচীন আকারের বপ্র এবং চারি কি পাঁচ ফীট প্রশস্ত মৃত্তিকা স্তূপ বাদ দিলে নগরটীর দুর্গাদি অসম্পূর্ণ বলা যাইতে পারে। এইগুলি নগর ও দুর্গ বেষ্টন করিলেও, ইহাদের আয়তন যেরূপ অনুমান করা যায় সেরূপ নহে। আমি বিনা আয়াসে তিন ঘণ্টায় ইহা প্রদক্ষিণ করিয়াছি এবং যদিও আমি

অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতেছিলাম তথাপি আমি ঘণ্টায় তিন মাইলের অধিক গমন করি নাই। আমি ইহাতে বৃহৎ সহরতলীগুলি অন্তর্ভুক্ত করি নাই। এইগুলি সুবৃহৎ এবং লাহোরের দিকে বিস্তৃত অনেকগুলি গৃহ, প্রাচীন নগরের বহুবিস্তৃত ধ্বংশাবশেষ ও তিন চারিটী ক্ষুদ্র সহরতলী লইয়া সংগঠিত। এইগুলি অন্তর্ভূত হইলে নগরের আয়তন এতাদৃশ বৃদ্ধি পায় যে এক সরল রেখায় ইহা স্বার্দ্ধ চারি মাইল দীর্ঘ হয়; এবং এই উপনগরীতে বৃহৎ উদ্যান ও উন্মুক্ত ভূমি থাকাতে, আমি যদিও সঠিকরূপে নগরের পরিধি বর্ণনা করিতে পারি না, তথাপি ইহা যে সুবৃহৎ তাহা আপনি সহজেই প্রণিধান করিতে পারেন।

অন্তঃপুর ও রাজকীয় অন্যান্য কক্ষ দুর্গমধ্যে অবস্থিত। এই দুর্গ (যাহা আমি অতঃপর বর্ণনা করিব) গোলাকার অথবা অর্দ্ধ গোলাকার। দুর্গ হইতে নদী সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়; দুর্গ ও নদীর মধ্যে সুদীর্ঘ ও প্রস্থ বালুকাময় ভূমি। এই ভূমির উপরেই হস্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং ওমরাহ ও হিন্দু রাজগণের সৈন্যগণ প্রাসাদের গবাক্ষসন্নিকটে উপবিষ্ট বাদশাহের সম্মুখে কুচ করে। দুর্গ-প্রাচীর এবং দুর্গের প্রাচীন ও গোলাকার বপ্রগুলি নগর প্রাচীরেরই ন্যায়; তবে, ইষ্টক ও (মর্ম্মর প্রস্তরের ন্যায় দেখিতে) লোহিত প্রস্তর নির্ম্মিত বলিয়া কথঞ্চিৎ সুদৃশ্য দেখায়। দুর্গপ্রাচীরগুলি নগর প্রাচীর অপেক্ষা উচ্চ, দৃঢ় ও প্রশস্ততর। দুর্গপ্রাচীরে ক্ষুদ্র কামান রহিয়াছে এবং এই কামানগুলি নগরের দিকে মুখ করিয়া সজ্জিত। নদীর দিক ব্যতীত দুর্গের অপর পার্শ্ব সমূহ প্রস্তর নির্ম্মিত এবং জল ও মৎস্যপূর্ণ গভীর পরিখা বেষ্টিত। এইগুলি দেখিতে সুন্দর হইলেও ইহারা তত দৃঢ় নহে এবং আমার মতে কথঞ্চিৎ শক্তিশালী কামান শীঘ্রই ইহাদিগকে ভূমিসাৎ করিতে পারে।

প্রাকার সন্নিকটে পুষ্প ও হরিৎ লতা পূর্ণ উদ্যান বাটিকা—সুবৃহৎ লোহিত প্রাচীরের বৈষম্যে ইহা অত্যন্ত সুন্দর দেখায়।

পুষ্পবাটিকার নিকটেই রাজকীয় চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ; ইহার একদিকে দুর্গের সিংহদ্বারসমূহ এবং অপর দিকে দিল্লীর সুবৃহৎ রাজপথদ্বয়।

বাদশাহের বেতনভোগী রাজন্যবর্গের (যাঁহাদিগকে সপ্তাহান্তর বাদশাহের নিকট প্রহরীর কার্য্য করিতে হয়) পট্টাবাসগুলি এই প্রাঙ্গণেই স্থাপিত হইয়া থাকে; এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণ (৪) প্রাচীরাভ্যন্তরে আবদ্ধ থাকিতে ঘোরতর আপত্তি করেন। ওমরাহ ও মনসবদারগণ দুর্গাভ্যন্তরে প্রহরীর কার্য্য করিয়া থাকেন।

এই স্থানেই প্রত্যূষে রাজকীয় অশ্বগুলিকে দৌড়াইতে অভ্যাস করান হয়; ইহারা সন্নিকটেই থাকে এবং এই প্রাঙ্গণেই অশ্বারোহী সৈন্যের সর্ব্বাপেক্ষা এবং প্রধান সংগ্রাহক-শিক্ষক কুবাদখাঁ অশ্বগুলিকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করেন। তুরস্ক বা তাতার দেশীয় (৫) অশ্ব উপযুক্ত আকারের ও বলবান হইলে, জানুর নিম্নে বাদশাহের ও অশ্বারোহীর ঊর্দ্ধতন ওমরাহের চিহ্ন অঙ্কিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন পরিদর্শন দিবসে যাহাতে একই অশ্ব প্রদর্শিত না হয়, তজ্জন্যই এই উপায় অবলম্বন করা হয় (৬)।

এইস্থানেই বিবিধ দ্রব্য বিক্রয়ার্থ বাজার বা হাট হয়; এইস্থানেই পারিসের ন্যায় সকল প্রকার বাজীকর ও ঐন্দ্রজালিক সমবেত হয়। মুসলমান ও হিন্দু জ্যোতিষিগণও এই স্থানে সমাগত হইয়া থাকে। এই বিজ্ঞব্যক্তিগণ রৌদ্রে ধূলিধূসরিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া ও সম্মুখে রাশিচক্রবিশিষ্ট বৃহৎ পুস্তক স্থাপন করিয়া কোন পুরাতন যন্ত্র ব্যবহার

(৪) পূর্ব্ববর্ত্তী ২৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৫) আকবরের সময়ে এই সকল অশ্ব তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভূত হইত।

(৬) আইন্-ই-আকবরী, প্রথম খণ্ড ১৩৯ পৃষ্ঠা হইতে দ্রষ্টব্য।

করে। এবম্প্রকারে তাহারা পথিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অধিবাসীদিগকে প্রতারিত করে। জনসাধারণ ইহাদিগকে অভ্রান্ত মনে করে। এক পয়সার জন্য ইহারা ভাগ্য গণনা করে। প্রথমে আবেদনকারীর হস্ত ও মুখ পরীক্ষা করিয়া বৃহৎ পুস্তকখানির পাতা উল্টাইতে থাকে ও কতকগুলি গণনার ছল করিয়া শুভ মুহূর্ত্ত অর্থাৎ কোন নির্দ্ধারিত কার্য্য আরম্ভ করিবার উপযুক্ত সময় নির্দ্ধারণ করে। আপাদমস্তকাবৃত অজ্ঞ স্ত্রীলোকগণ এই জ্যোতিষিগণের নিকট দলবদ্ধ হয় এবং ধর্ম্মভীরু ও অনুতপ্তব্যক্তির পুরোহিতের নিকট পাপ-কীর্ত্তনের ন্যায় সকল গোপনীয় কথা অম্লানবদনে ব্যক্ত করে। মূর্খ ও নির্বোধ ব্যক্তিগণ প্রকৃতই বিশ্বাস করে যে, জ্যোতিষিগণ নক্ষত্রগণের প্রভাব পরিচালিত করিতে পারে।

এই সকল প্রবঞ্চকের মধ্যে গোয়ার একজন পলাতক মাষ্টিকোস্ সুপ্রসিদ্ধ ছিল। এই ব্যক্তি অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায় নিজ আসনে উপবিষ্ট থাকিত এবং লিখিতে ও পড়িতে সম্পূর্ণ অপারগ হইলেও অনেক লোক ইহার নিকট আগমন করিত। নাবিকগণের একটী পুরাতন দিগ্‌দর্শন যন্ত্র (৭) ও পর্ত্তুগীজ ভাষায় লিখিত প্রাচীন দুইখানি প্রার্থনা পুস্তকই ইহার সম্বল ছিল; এই ব্যক্তি শেষোক্ত পুস্তকদ্বয়ের চিত্রগুলি ইউরোপীয় রাশিচক্র বলিয়া প্রদর্শন করিত। এইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত থাকা কালে এইব্যক্তি পূজনীয় ধর্ম্মপ্রচারক বুঙ্গীর (৮) নিকট নির্ল্লজ্জ ভাবে "যেমন কুকুর, তেমন মুগুর" (৯) বলিয়া তাহার যন্ত্রাদির বর্ণনা করিয়াছিল।

(৭) প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি দেশে দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের ব্যবহার ছিল।

(৮) পূর্ব্ববর্ত্তী ৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৯) অথবা "য্যায়স্যা দেশ ঐসাহি বেশ"।

আমি সাধারণ জ্যোতিষিগণের কথাই উপরে উল্লেখ করিয়াছি। যাহারা আমীরগণের দরবারে গমনাগমন করে, তাহাদিগকে বিশেষ বিজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত করা হয় এবং তাহারা যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করে। এসিয়ার সকল স্থানই এই কুসংস্কার পূর্ণ। নরপতি ও অভিজনগণ এই চতুর ব্যক্তিগণকে প্রচুর বেতন প্রদান করেন এবং ইহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া সামান্য কার্য্যেও ব্রতী হন না। এই সকল জ্যোতিষিই আকাশের সকল ঘটনা নির্ণয় করে; ইহারাই শুভমুহূর্ত্ত নির্দ্ধারণ করে এবং কোরাণ উন্মুক্ত করিয়াই সকল সন্দেহ ভঞ্জন করে।

পূর্ব্বোল্লিখিত (১০) দুইটী রাজপথ প্রস্থে পঞ্চবিংশ কি ত্রিংশ হস্ত হইতে পারে। যতদূর দৃষ্টি যায়, এই দুটি সরল রেখায় ততদূরই দীর্ঘ; তবে লাহোর গেট পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাজপথটী অধিক দীর্ঘ। গৃহসম্বন্ধে উভয় রাজপথ একই প্রকার। আমাদিগের "প্যালেস্ রয়াল্" নামক রাজপথের ন্যায় ইহাদের উভয় পার্শ্বেই তোরণ রহিয়াছে; তথাপি কিছু বিভিন্নতা আছে। এতদ্দেশীয়গুলি কেবল ইষ্টকনির্ম্মিত এবং তোরণের উর্দ্ধদেশে ছাদের জন্য অতিরিক্ত গৃহ নাই। "প্যালেস্ রয়ালের" ন্যায় ইহাতে একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত দ্বার নাই; এইগুলি খিলান দ্বারা বিভক্ত এবং এই সকল খিলানের সম্মুখে উন্মুক্ত বিপণি রহিয়াছে। এইস্থানে দিবসে শিল্পীরা স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম সম্পাদন করে, মহাজনেরা কার্য্যনির্ব্বাহ করে ও বণিকেরা পণ্য প্রদর্শন করে। ঐ খিলানের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বার আছে; এইগুলি দ্বারা গুদামে প্রবেশ করা যায় এবং রাত্রিতে এই সকল গুদামেই পণ্য রক্ষিত হয়।

---

(১০) পূর্ব্ববর্ত্তী ২৯১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তোরণগুলির পশ্চাদ্দেশে, এই সকল গুদামের উপরে বণিক্‌গণের গৃহাদি নির্ম্মিত হয়; রাজপথ হইতে এইগুলি সুন্দর দেখায় এবং এইগুলি একপ্রকার বাসোপযোগী; কক্ষগুলি বায়ুপূর্ণ, রাস্তার ধূলি হইতে দূরবর্ত্তী এবং তোরণের উর্দ্ধস্থ গৃহগুলির মধ্যে গমনাগমনের সুযোগ আছে। অধিবাসীরা তোরণের উপরেই রাত্রিতে নিদ্রা যায়। কিন্তু সমস্ত রাজপথব্যাপী এরূপ গৃহ নাই। নগরের অন্যান্যাংশে তোরণের উপরেই এই প্রকার অত্যল্প গৃহ আছে। বিপণিগুলির উপরিস্থ গৃহ এরূপ ক্ষুদ্র যে সেগুলি রাজপথ হইতে দৃষ্ট হয় না। ধনি বণিক্‌গণের আবাসগৃহ অন্যস্থানে থাকে; দিবসের কর্ম্মান্তে তাঁহারা এই সকল গৃহে গমন করেন।

প্রধান দুইটী রাজপথ ব্যতীত আরও পাঁচটী বৃহৎ রাজপথ আছে; এইগুলি অন্য দুইটীর ন্যায় সরল বা দীর্ঘ না হইলেও অন্যপ্রকারে ঐ দুইটীরই সদৃশ। অন্যান্য অসংখ্য পরস্পর সমোকোণে সম্মিলিত রাজপথ সমূহ অনেকগুলি তোরণ বিশিষ্ট; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা প্রস্তুত হওয়ায় ইহাদের নির্ম্মাণ সৌষ্ঠব নাই, পূর্ব্বোক্ত কোনটীরই ন্যায় সুন্দররূপে গঠিত নহে এবং অপ্রশস্ত ও অসরল।

এই সকল রাজপথেই মনসবদার, ওমরাহ, বিচারক, ধনীবণিক্ ও অন্যান্য সকলে বাস করেন; এইগুলির অধিকাংশই দেখিতে মন্দ নহে। অত্যল্পসংখ্যক গৃহই কেবল ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত; কতকগুলি মৃত্তিকা ও তৃণ নির্ম্মিত; তথাপি গৃহগুলি বায়ুপূর্ণ ও সুন্দর; অনেকগুলি অঙ্গনও পুষ্পবাটিকা সংলগ্ন এবং বৃহৎ ও উত্তম গৃহসজ্জাপূর্ণ। তৃণের গৃহাচ্ছাদনগুলি দীর্ঘ, সুন্দর ও দৃঢ় বংশের উপর স্থাপিত; মৃত্তিকার প্রাচীরগুলি উত্তম চূণ দ্বারা আবৃত।

এই সকল বিভিন্ন গৃহের সন্নিকটে, মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ও তৃণাচ্ছাদিত

বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ আছে; সাধারণ অশ্বারোহী এবং দরবার ও সৈন্য সংক্রান্ত ভৃত্য ও পরিচারকগণ এই সকল গৃহে বাস করে।

এই সকল তৃণের গৃহের জন্যই দিল্লীতে এত অগ্নিকাণ্ড হয়। গত বৎসর গ্রীষ্মকালে প্রবল বাত্যাসঞ্চরণের জন্য তিনবার অগ্নিকাণ্ডে ষষ্টি সহস্রাধিক গৃহ ধ্বংস হইয়াছিল। এই অগ্নি এত দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, কতকগুলি উষ্ট্র ও অশ্ব ইহাতে দগ্ধ হইয়াছিল। অন্তঃপুরের অনেকগুলি স্ত্রীলোকও এই সর্ব্বগ্রাসী অগ্নির কবলে পতিত হইয়াছিল; কারণ ইহারা এরূপ লজ্জাশীলা ও অবলা যে, ইহারা অপরিচিতের সম্মুখে কেবল বদন আবৃত করিতে পারে এবং যাহারা বিনষ্ট হইয়াছিল তাহাদের বিপদ হইতে পলায়ন করিবার উপযুক্ত শক্তিও ছিল না।

এই সকল কুৎসিৎ তৃণাচ্ছাদিত মৃণ্ময় গৃহের জন্য আমার সর্ব্বদাই দিল্লীকে গ্রামসমষ্টি অথবা যৎকিঞ্চিৎ অতিরিক্ত সুবিধাবিশিষ্ট স্কন্ধাবার বলিয়া মনে হয়। ওমরাহদিগের গৃহগুলি নদীতীরে ও উপকণ্ঠে অবস্থিত হইলেও চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত। এই সকল উষ্ণপ্রধানদেশে প্রশস্ত, চতুর্দ্দিক উন্মুক্ত এবং উত্তম বায়ু সেবিত হইলেই গৃহগুলিকে সুন্দর বলিয়া পরিগণিত করা হয়। এই প্রকার গৃহে অঙ্গন, পুষ্পবাটিকা, বৃক্ষ, জলাধারসমূহ, প্রদেশদ্বারে বা কক্ষে ফোয়ারা এবং ভূগর্ভে সুন্দর কক্ষ থাকে। শেষোক্তগুলিতে সুবৃহৎ ব্যজনী থাকে এবং এইগুলি শৈত্যের জন্য দ্বিপ্রহর হইতে অপরাহ্ণে চারি কি পাঁচ ঘটীকা পর্য্যন্ত (যখন বায়ু অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়) বাসের অত্যন্ত উপযোগী। ভূমির নিম্নস্থিত এই সকল গৃহের পরিবর্ত্তে অনেকে খসখসের পর্দ্দার দ্বারা আচ্ছাদিত ক্ষুদ্র গৃহ পছন্দ করেন। এই পর্দ্দা গুলি জলাধারের নিকটে থাকে এবং ভৃত্যেরা অনায়াসে বহির্দ্দেশ হইতে এইগুলি চর্ম্মপেটিকায়

আনীত জলদ্বারা সিক্ত করিতে সমর্থ হয়। এতদ্দেশবাসিগণ মনে করে যে, কোন গৃহ অত্যন্ত সুদৃশ্য বলিয়া পরিগণিত করিতে হইলে উহা সুবৃহৎ পুষ্পবাটিকার অভ্যন্তরে অবস্থিত হইবে এবং উহাতে চতুর্দ্দিক হইতে শীতল বায়ু সেবিত চারিটী সুবৃহৎ কক্ষ থাকা কর্ত্তব্য। প্রকৃতপক্ষে তোরণ ব্যতীত (যথায় রাত্রিতে সকলে শয়ন করিতে পারে) কোন সুন্দর গৃহই দৃষ্ট হয় না। তোরণের সন্নিকটে বৃহৎ কক্ষ থাকে এবং বৃষ্টি ও ধূলি এবং প্রাতঃকালীন শীতল বায়ুপ্রবাহ অথবা শিশির হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কক্ষের দ্বার দিয়া পালঙ্ক অনায়াসে গৃহমধ্যে লইয়া যাওয়া যায়। শিশিরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবসন্নতা ও অনেক সময় এক প্রকার পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে।

সুন্দর হর্ম্মের অভ্যন্তরস্থ কক্ষতলে চারি ইঞ্চি স্থূল শয্যা ও তদুপরি গ্রীষ্মকালে উত্তম শুভ্রবস্ত্র এবং শীতকালে রেশমী আচ্ছাদন থাকে। কক্ষের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থানে পুষ্পাঙ্কিত ও রেশমের সূচীকার্য্যযুক্ত সুবর্ণ ও রৌপ্য খচিত দুই একটী শয্যা থাকে। এই গুলি গৃহস্বামী ও অভ্যাগতের জন্য রক্ষিত হয়। প্রত্যেক বিছানায় হেলান দেওয়ার জন্য কিংখাবের এবং কক্ষের অন্যত্রও অন্যান্য সকলের জন্য কিংখাব, মখমল বা সাটীনের উপাধান থাকে। কক্ষতলের পাঁচ কি ছয় ফুট উচ্চে সুদৃশ্য ও সুবিন্যস্ত কোলঙ্গায় চীনা মাটির পাত্র ও পুষ্প-পাত্র রক্ষিত হয়। গৃহের ছাদ সুবর্ণ মণ্ডিত ও সুচিত্রিত করা হয়; তবে ইহাতে মনুষ্য বা পশুর চিত্র থাকে না—এতদ্দেশীয় ধর্ম্মে এইরূপ চিত্র অনুমোদন করে না।

এতদ্দেশীয় সুন্দর গৃহের উল্লিখিত বর্ণনাই যথেষ্ট এবং দিল্লীর অনেক গৃহ সম্বন্ধেই এইরূপ বর্ণনা প্রযুক্ত হইতে পারে। আমি বিবেচনা করি যে, আমাদের নগর সমূহের নিন্দা না করিয়া ইহা দৃঢ়তার সহিত
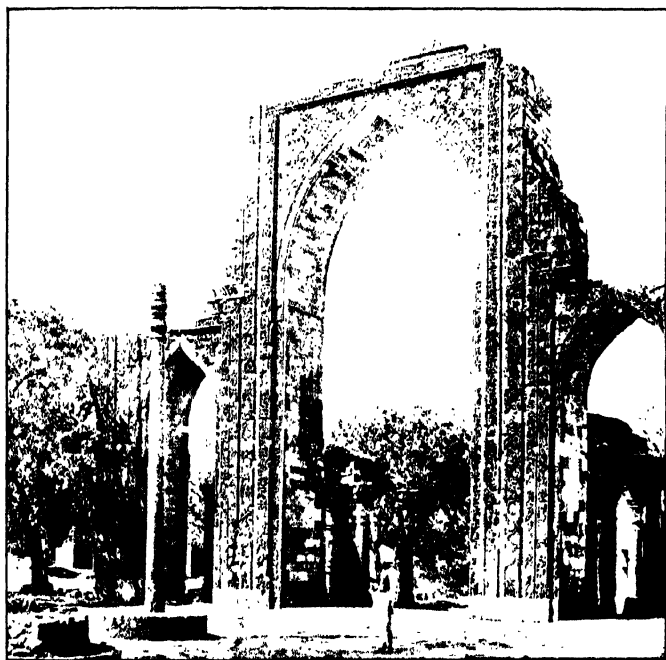
দিল্লী-লৌহস্তম্ভ

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইউরোপের গৃহাদির ন্যায় না হইলেও হিন্দুস্থানের রাজধানী সুন্দর গৃহাদিবিবর্জ্জিত নহে।

ইউরোপীয় নগরে যে কারণে বিপণিগুলি উল্লেখযোগ্য হয়, দিল্লীতে তাহার অভাব আছে। এই নগরে মহাপরাক্রান্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী দরবার অবস্থিত এবং প্রচুর মহার্ঘ পণ্য আমদানী হইলেও, আমাদের "সেণ্ট ডেনিসের" ন্যায় কোন রাজপথ এই নগরে (এমন কি এসিয়ার কোন স্থানেও) নাই। সাধারণতঃ মূল্যবান পণ্যাদি গুদাম ঘরে রক্ষিত হয় এবং দোকানগুলি কদাচিৎ মহার্ঘ বা জাঁকাল দ্রব্যে সুশোভিত থাকে। যদি একটী দোকানে সুন্দর ও উত্তম বস্ত্র, রেশম এবং সুবর্ণ ও রৌপ্য খচিত অন্যান্য বস্ত্রাদি, উষ্ণীষ, কিংখাব প্রদর্শিত হয়, তবে পঞ্চবিংশতি বিপণিতে কেবল তৈল বা মাখন-পূর্ণ পাত্র, তণ্ডুল, গোধূম ও অন্যান্য শস্যপূর্ণ করণ্ড দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত দ্রব্যগুলি কেবল হিন্দুরাই ব্যবহার করে না, নিম্নশ্রেণীর মুসলমান এবং সৈন্যগণও ব্যবহার করে।

অবশ্য একটী ফলের হাট আছে এবং ইহা দেখিতে মন্দ নহে। এই স্থানে অনেকগুলি দোকান আছে এবং গ্রীষ্মকালে এই বিপণিগুলিতে পারস্য, বল্ক, বোখারা ও সমরকন্দের শুষ্ক ফল (বাদাম, কিসমিস, খুবানী) এবং শীতকালে তুলা দ্বারা আবৃত (১১) অত্যুৎকৃষ্ট নূতন আঙ্গুর, তিন চারি রকমের পীয়ারা ও আপেল এবং তরমুজ থাকে। কিন্তু এই ফলগুলি অত্যন্ত মহার্ঘ—এক একটী তরমুজ স্বার্দ্ধ এক 'ক্রাউন' মূল্যের। কিন্তু তথাপি এই গুলির ন্যায় অন্য কোন ফলই আদৃত হয় না; ওমরাহগণের অর্থ ইহাতেই ব্যয়িত হয় এবং আমি অনেকদিন আমার আগাকে প্রাতরাশের ফলক্রয়ে কুড়ি 'ক্রাউন' ব্যয় করিতে দেখিয়াছি।

(১১) বর্ত্তমানেও এই প্রকারে দ্রাক্ষার আমদানী হয়।

গ্রীষ্মকালীন তরমুজগুলি সুলভ কিন্তু সুস্বাদু নহে। পারস্য হইতে বীজ আনয়ন করিয়া বিশেষ সাবধানতার সহিত ভূমি প্রস্তুত ও বীজ রোপণ করিতে হয়। কিন্তু ভূমি এইরূপ উৎকৃষ্ট তরমুজের পক্ষে অনুপযুক্ত বলিয়া সুন্দর তরমুজ এদেশে জন্মে না এবং দ্বিতীয় বৎসরেই বীজের উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হয়।

এতদ্দেশে বৎসরের দুইমাস প্রচুর পরিমাণে সুলভ আম্র পাওয়া যায়; তবে দিল্লীর আম্র সুবিধাজনক নহে। বঙ্গদেশীয়, গোলকুণ্ডা ও গোয়ার আম্রই উৎকৃষ্ট। কোন মিষ্টান্ন যে ইহা অপেক্ষা সুস্বাদু হইতে পারে, তাহা আমি মনে করি না।

পটেকা (১২) প্রচুর পরিমাণে বৎসরের সকল সময়েই পাওয়া যায়। ধনাঢ্যব্যক্তিগণ ব্যবহৃত গুলিই সুন্দর; এই গুলি বীজ আমদানী করিয়া প্রভূত যত্নে ও ব্যয়ে উৎপাদিত হয়।

দিল্লীতে অনেকগুলি মিষ্টান্নকরের দোকান রহিয়াছে; কিন্তু মিষ্টান্নগুলি কদর্য্য এবং ধূলি ও মক্ষিকাপূর্ণ।

রুটী প্রস্তুত কারকও যথেষ্ট আছে; কিন্তু ইহাদের চুল্লী আমাদিগের অপেক্ষা বিভিন্ন ও অঙ্গহীন। এই জন্য সুন্দর ভাবে প্রস্তুত হয় না। দুর্গে বিক্রীত রুটী মন্দ নয়। ওমরাহগণ গৃহে যে রুটী প্রস্তুত করেন তাহা উৎকৃষ্টতর। শেষোক্ত রুটী প্রস্তুত কালে সদ্য মাখন, দুগ্ধ ও ডিম্ব যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইলেও, ইহা সুস্বাদু নহে এবং অনেকাংশে পিষ্টকের ন্যায়। গোনিস্ (১৩) বা পারিসের রুটীর সহিত কিছুতেই ইহার তুলনা করা যায় না।

বাজারের দোকান সমূহে ভর্জ্জিত ও নানা প্রকারে পক্ক মাংস বিক্রীত

---

(১২) পর্ত্তুগীজগণ তরমুজকে পটেকা বলিত।

(১৩) পারিস নগরের ৯॥০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত ক্ষুদ্র নগর।

হয়। কিন্তু ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত উষ্ট্র, অশ্ব, এমন কি ষণ্ডের মাংসও এই সকল দোকানে বিক্রীত হয় বলিয়া এই স্থানের মাংস সুবিধাজনক নহে। প্রকৃত পক্ষে গৃহে পক্ক ব্যতীত অন্য কোন মাংসই স্বাস্থ্যকর নহে।

নগরের সকল মহল্লাতেই মাংস বিক্রয় হয়; কিন্তু ক্রেতাকে ছাগ মাংসের পরিবর্ত্তে মেষমাংসই প্রতারণা পূর্ব্বক প্রদত্ত হয়। এইরূপ প্রতারণা হইতে রক্ষিত হওয়া আবশ্যক। মেষ ও গোমাংস (বিশেষতঃ প্রথমোক্তটী) নিতান্ত সুস্বাদু না হইলেও, দুষ্পাচ্য ও উদরে বায়ু জন্মায়। ছাগ মাংসই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, কিন্তু বাজারে কদাচিৎ বিক্রীত হয়। এই জন্যই জীবিত ছাগ ক্রয় করা কর্ত্তব্য; কিন্তু ইহা বিশেষ অসুবিধাজনক। প্রাতঃকালের মাংস রাত্রি পর্য্যন্ত থাকে না এবং সাধারণতঃ ইহা মেদ ও সুগন্ধ হীন। মাংস বিক্রেতার দোকানে ছাগীর মাংস পাওয়া যায়—ইহা মেদপূর্ণ ও কঠিন।

কিন্তু আমার পক্ষে এরূপ অভিযোগ করা অন্যায়; আমি অধিবাসিগণের আচারে এরূপ অভ্যস্ত হইয়াছি যে আমি কদাচিৎ আমার মাংস বা রুটীতে দোষ দেখিতে পাই। আমি আমার ভৃত্যকে দুর্গস্থ বাদশাহের আহার্য্য সরবরাহকগণের নিকট প্রেরণ করি এবং ইহারা আমার প্রদত্ত উচ্চ মূল্যে উৎকৃষ্ট খাদ্য বিক্রয় করিতে আনন্দ অনুভব করে। এই সকল খাদ্য ইহাদের নিকট অত্যন্ত সুলভ। আমি বহুকাল কৌশললব্ধ খাদ্য দ্বারা জীবন ধারণ করিতেছি এবং তিনি আমাকে মাসিক যে সার্দ্ধ একশত ক্রাউন প্রদান করেন, তাহাতে এরূপ না করিলে ব্যয় নির্ব্বাহ সুকঠিন, আমার আগা এই সকল কথা অবগত হইয়া হাস্য করিলেন। অবশ্য ফ্রান্সে ইহার অর্দ্ধেক ব্যয়ে আমি বাদশাহের ন্যায় সুন্দর মাংস দৈনিক প্রাপ্ত হইতে পারি।

পারাবতও বিক্রয়ার্থ আইসে; তবে ভারতীয়গণ ইহাদিগকে অল্প বয়সে বধ করা নৃশংস কার্য্য বলিয়া গণ্য করে।

আমাদের দেশের তিতির অপেক্ষা এখানে ক্ষুদ্রতর তিতির পাওয়া যায়। কিন্তু বাগুরা দ্বারা ধৃত হইয়া জীবিতাবস্থায় দূর হইতে আনীত হয় বলিয়া মোরগের ন্যায় সুস্বাদু নহে। পাঁতিহাস ও খরগোস সম্বন্ধেও উপরিউক্ত কথা প্রযুক্ত হইতে পারে; এই গুলিও পিঞ্জরে করিয়া দলবদ্ধ অবস্থায় আনীত হয়।

নিকটবর্ত্তী অধিবাসিবৃন্দ উত্তম মৎস্যজীবি নহে; তথাপি সিঙ্গি ও রোহিত নামক দুই প্রকার সুন্দর মৎস্য পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত গুলি অস্মদেশীয় "পাইকের" ও দ্বিতীয়টী "কার্পের" ন্যায়। শীতকালে অধিবাসিবৃন্দ প্রায়ই মৎস্যাহারে বিরত থাকে; ইহারা ইউরোপীয়গণ অপেক্ষা শীতকে অধিক ভয় করে; এই ঋতুতে বাজারে মৎস্য বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইলে খোজাগণই তৎক্ষণাৎ উহা ক্রয় করে; ইহারা অত্যন্ত মৎস্য প্রিয় কিন্তু কি কারণে তাহা বলিতে পারি না। ওমরাহগণ তাঁহাদের দ্বারদেশে লম্বমান কোড়াদ্বারা সর্ব্বদাই ধীবরগণকে মৎস্য সরবরাহ করিতে বাধ্য করেন।

উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে আহারপ্রিয় ব্যক্তির পারিস পরিত্যাগ করিয়া দিল্লী-গমন উচিত কিনা তাহা আপনি বিবেচনা করিতে পারেন। অবশ্য ধনীব্যক্তিগণ সকল দ্রব্য নিঃসন্দেহেই ভোগ করেন, কিন্তু ইঁহারা অসংখ্য পরিচারক, কোড়া ও অর্থদ্বারাই এইরূপ ভোগ বিলাস করিতে সমর্থ। দিল্লীতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তি নাই। হয় সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীভুক্ত বা অত্যন্ত দরিদ্র হইতে হইবে। আমার বেতন যথেষ্ট এবং আমি কৃপণও নহি; তথাপি অনেক সময় আমার ক্ষুধানিবারণের আহার্য্যের অভাব হয়; কারণ বাজারে উত্তম দ্রব্য দুর্লভ এবং অনেক সময়ে

সেইগুলি আমীরগণের পরিত্যক্ত আহার্য্য মাত্র। হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্মশাস্ত্রে মদ্যপান নিষিদ্ধ বলিয়া, দেশীয় দ্রাক্ষা হইতে প্রস্তুত মদ্য সুলভ হইলেও নিমন্ত্রণের প্রধান উপকরণ-মদ্য-দিল্লীতে পাওয়া যায় না। আমি আহম্মদাবাদ ও গোলকুণ্ডার ওলন্দাজ ও ইংরাজ-গৃহে মদ্যপান করিয়া ছিলাম ; এগুলি মন্দ ছিল না। মুগলরাজ্যে যে মদ্য পাওয়া যায়, তাহা সিরাজ বা কানারী প্রদেশীয়। প্রথমোক্ত মদ্য স্থলপথে পারস্য হইতে বন্দর আব্বাসে ও এইস্থান হইতে জলপথে সুরাট ও পরে চারি দিবসে দিল্লী আইসে। কানারী মদ্য ওলন্দাজগণ সুরাট হইতে আমদানী করে। কিন্তু উভয় প্রকার মদ্যই এরূপ মহার্ঘ যে, আমাদের দেশীয় প্রচলিত প্রবাদানুসারে বলিতে হয় যে, 'মূল্যের জন্য আস্বাদ তিক্ত'। "পারিসের পাইন্ট" বোতলের (১৪) তিন বোতলের মদ্য এই স্থানে ছয় কি সাত ক্রাউনের কমে বিক্রীত হয় না। এতদ্দেশীয় মদ্য আরক নামে অভিহিত হয়, ইহা অপরিস্কৃত শর্করা হইতে চুয়ান হয়। ইহার বিক্রয়ও নিষিদ্ধ এবং খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ব্যতীত অন্য কেহই প্রকাশ্যে ইহা পান করিতে পারে না। পোলাণ্ড দেশে শস্য হইতে প্রস্তুত মদ্যের ন্যায় ইহা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও উত্তেজক এবং ইহা যৎকিঞ্চিৎ অধিকমাত্রায় ব্যবহার করিলেই মস্তিষ্কের ও অন্যান্য দুরারোগ্য ব্যাধি আনয়ন করে (১৫)। বুদ্ধিমান ব্যক্তি এইদেশে পরিস্কৃত জল পানেই অথবা অত্যুৎকৃষ্ট সরবৎ পানে অভ্যস্ত হইবেন। শেষোক্ত পানীয় সুলভ ও বিনা ক্ষতিতে পান করা যাইতে পারে। সত্য কথা বলিলে বলিতে হয় যে, এইরূপ উষ্ণপ্রধান দেশে অত্যল্প ব্যক্তিরই মদ্যপানে আসক্তি হয় এবং নিঃসন্দেহে মনে হয় যে অধিবাসিদের

---

(১৪) ইংরাজী তিন কোয়ার্ট—প্রতি কোয়ার্ট প্রায় ১৪ ছটাক।

(১৫) বার্নিয়ার পরে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

মিতাচারিতার জন্য এবং তাহাদের অত্যধিক ঘর্ম্ম হয় বলিয়া অনেকগুলি ব্যাধি এতদ্দেশে অজ্ঞাত। বাত, পাথুরী, মূত্রযন্ত্রের পীড়া, ছানি এবং পালাজ্বর একপ্রকার নাই বলিলেই হয় এবং আমার ন্যায় যে সকল ব্যক্তি এই সকল ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া এইদেশে আগমন করে, তাহারা শীঘ্রই এই সকল রোগ হইতে সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্যলাভ করে। উপদংশ সম্বন্ধীয় ব্যাধি এতদ্দেশে অত্যাধিক হইলেও উগ্র নহে অথবা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বিষম অনিষ্টজনক নহে। কিন্তু তথাপি অধিবাসীরা সুস্থ হইলেও শীতপ্রধান দেশবাসিগণের ন্যায় বলশালী নহে এবং অত্যধিক উষ্ণতার জন্য শারীরিক এবং মানসিক দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতাকে অবিশ্রান্ত ব্যাধি বলিয়া পরিগণিত করা যাইতে পারে। সকল ব্যক্তিই এইরূপ পীড়াগ্রস্ত এবং ইউরোপীয়গণ এতদ্দেশীয় উষ্ণতায় অভ্যস্ত নহে বলিয়া, তাহারাও অধিবাসীদিগের ন্যায় ইহাতে আক্রান্ত হয়।

সুনিপুণ কারিকরপূর্ণ কারখানা দিল্লীতে নাই এবং এই বিষয়ে এই নগরের অহঙ্কারের কোন কারণই নাই। অধিবাসিগণের অক্ষমতা ইহার জন্য দায়ী নহে; ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই সুকৌশলী ব্যক্তি আছে। যন্ত্রবিহীন ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক নির্ম্মিত সুন্দর কারুকার্য্য সুশোভিত দ্রব্যের অভাব নাই এবং ইহারা যে কোন শিক্ষকের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে ইহাও বলা যায় না। কোন কোন সময়ে এই সকল ব্যক্তি ইউরোপে প্রস্তুত দ্রব্যের এরূপ অনুকরণ করে যে, মূলে ও নকলে প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে, ভারতীয়গণ অত্যুৎকৃষ্ট বন্দুক প্রস্তুত করে। সুন্দর অলঙ্কার গঠনে তাহারা এরূপ সুদক্ষ যে, ইউরোপীয় সুবর্ণকার এরূপ কারুকার্য্যখচিত অলঙ্কার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দ্রব্য নির্ম্মাণে সমর্থ নহে। আমি অনেক সময় ইহাদের আলেখ্য এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্রের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের প্রশংসা করিয়াছি। একজন প্রসিদ্ধ চিত্রকরের দ্বারা সপ্তবর্ষে সমাপ্ত একখানি

চর্ম্মের উপর আকবরের বীরত্বব্যঞ্জক কার্য্যসমূহের চিত্র দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। ইহা নিশ্চয়ই একটী অত্যাশ্চর্য্য চিত্র। ভারতীয় চিত্রকরগণের চিত্রে অংশ বিন্যাসে ও মুখের ভাবপ্রকাশে অসম্পূর্ণতা দৃষ্ট হয়। কিন্তু সুনিপুণ শিক্ষক ও চিত্রবিদ্যার নিয়মে অভ্যস্ত হইলে এই দোষ গুলি সহজেই নিরাকরণ হইতে পারে (১৬)।

রাজধানীতে যে অত্যুৎকৃষ্ট চিত্র প্রদর্শিত হয় না, প্রতিভার অভাবই তাহার কারণ নহে। যদি চিত্রকর ও শিল্পীগণ উৎসাহিত হয়, তবে কার্যকরী ও সুকুমার শিল্প উন্নতি লাভ করিতে পারে; কিন্তু এই সকল হতভাগ্য ব্যক্তি অবজ্ঞার চক্ষে দৃষ্ট হয়; ইহাদিগের সহিত নির্দ্দয় ব্যবহার করা হয় ও পরিশ্রমের উপযুক্ত বেতন প্রদত্ত হয় না। ধনবান ব্যক্তিগণ প্রত্যেক দ্রব্যই অল্প মূল্যে গ্রহণ করেন। ওমরাহ বা মনসবদারের কোন শিল্পীর আবশ্যক হইলে, তিনি বাজার হইতে তাহাকে ডাকিয়া পাঠান এবং আবশ্যকমত বলপ্রয়োগে তাহাকে কার্য্য করিতে বাধ্য করেন; কর্ম্ম শেষ হইলে হৃদয়হীন ওমরাহ কর্ম্মের অনুপাতে মূল্য প্রদান না করিয়া স্বেচ্ছানুযায়ী মূল্য প্রদান করেন। কোড়া প্রযুক্ত না হইলেই শিল্পী নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় শিল্পী বা চিত্রকার কি প্রকারে উন্নতির জন্য অনুপ্রাণিত হইতে পারে? খ্যাতি বৃদ্ধির চেষ্টাকরা দূরে থাকুক, সে কোন রূপ কার্য্য-শেষ করিয়া একখণ্ড রুটী প্রাপ্তির জন্যই ব্যগ্র হয়। এইজন্য বাদশাহ বা পরাক্রান্ত ওমরাহের অধীন শিল্পিগণই সুখ্যাতি লাভ করে এবং ইহারা তাহাদের প্রতিপালকের জন্যই কর্ম্ম করে।

অন্তঃপুর ও অন্যান্য রাজপ্রাসাদ দুর্গাভ্যন্তরে অবস্থিত; কিন্তু আপনি

---

(১৬) বাদশাহ আকবর চিত্রবিদ্যার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন। (আইন্-ই-আকবরী, প্রথম খণ্ড ১০৮ পৃষ্ঠা)।

যেন অনুমান না করেন যে এই প্রাসাদগুলি "লুভার" বা "এস্কুরিয়ালে"র প্রাসাদের ন্যায়। দুর্গস্থ প্রাসাদগুলি ইউরোপীয় প্রথায় নির্ম্মিত নহে এবং অমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে এইগুলি ফ্রান্স বা স্পেনের স্থপতি কার্য্যের অনুকরণে নির্ম্মিত নহে।

দুর্গের সিংহদ্বারের দুইপার্শ্বে প্রস্তর নির্ম্মিত দুইটী বৃহৎ হস্তী ব্যতীত অন্য কিছুই উল্লেখযোগ্য নাই। একটী হস্তীর উপরে চিতোরের সুপ্রসিদ্ধ রাজা জয়মল্লের মূর্ত্তি, অন্যটীতে তাহার ভ্রাতা পুত্তের মূর্ত্তি। এই দুইটী সাহসী বীর ও তাঁহাদের অধিকতর সাহসী জননী সুবিখ্যাত আকবরকে বাধা প্রদান করিয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইহারা আকবর কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ নগরগুলি অবিচলিত দৃঢ়তার সহিত রক্ষা এবং অবশেষে উদ্ধত আক্রমণকারীর নিকট পরাজয় স্বীকার অপেক্ষা শত্রুকে আক্রমণ করিয়া প্রাণত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়াছিলেন। এই রূপ অত্যাশ্চর্য্য ভাবে জীবন উৎসর্গ করায় তাহাদের শত্রুগণ এই প্রকারে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাদিগকে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। এই দুইটী বৃহৎ হস্তিমূর্ত্তি ও তদুপরি আসীন বীরদ্বয়ের মূর্ত্তি অত্যন্ত মহিমান্বিত এবং অবর্ণনীয় সম্মান ও ভীতি উৎপাদন করে।

সিংহদ্বারের মধ্য দিয়া দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে একটী দীর্ঘ ও প্রশস্ত রাজপথ দৃষ্ট (১৭) হয়—এই পথ জলপূর্ণ স্রোতস্বতী প্রণালী দ্বারা বিভক্ত। রাজপথের উভয় পার্শ্বেই পাঁচ ছয় ফীট উচ্চ ও চারি ফীট প্রস্থ জলপথ আছে। শেষোক্তের পার্শ্বে অবরুদ্ধতোরণ রহিয়াছে—এইগুলি দ্বারের ন্যায় সমস্ত রাজপথে বিস্তৃত রহিয়াছে। এই দীর্ঘ উপপথে শুল্ক আদায়কারী ও অন্যান্য অধস্তন রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ নিম্নস্থ

(১৭) দিল্লীর চাঁদনী চক্।

রাজপথগামী অশ্ব ও পথিকদ্বারা অসুবিধায় না পড়িয়া নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করে। রাত্রিকালে মনসবদার বা অধস্তন ওমরাহগণ এইস্থানে প্রহরীর কার্য্য করেন। প্রণালীর জল অন্তঃপুরের সর্ব্বত্র গমন করিয়া অবশেষে দুর্গপ্রাকারে পতিত হয়। এই জলরাশি দিল্লী হইতে পাঁচ ছয় মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে কৃষিক্ষেত্র ও পার্ব্বত্য ভূমির মধ্য দিয়া অতিরিক্ত পরিশ্রমে কর্ত্তিত খাল দ্বারা যমুনা হইতে আনীত হয় (১৮)।

দুর্গের অন্য প্রধান দ্বারদ্বারাও দীর্ঘ ও কথঞ্চিৎ প্রশস্ত রাজপথে উপনীত হওয়া যায়; ইহারও উভয় পার্শ্বে উচ্চ উপপথ আছে; ইহার দুই পার্শ্বে তোরণের পরিবর্ত্তে বিপণি সমূহ রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই রাজপথ একটী বাজার; দীর্ঘ ও উচ্চ খিলান করা ছাদ থাকায় গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ইহা বিশেষ সুবিধাজনক। ছাদের দীর্ঘ গোলাকার গবাক্ষদ্বারা বায়ু ও আলোক প্রবেশ করে।

উপরিউক্ত দুইটী রাজপথ ব্যতীত, দুর্গমধ্যে ক্ষুদ্রায়তনের অনেক পথ রহিয়াছে; ওমরাহগণ যেস্থানে দিবারাত্র সপ্তাহে একদিবস করিয়া পর্য্যায়ক্রমে প্রহরীর কার্য্য করেন এইগুলি দ্বারা তথায় পৌঁছান যায়। এই সকল কার্য্য যেস্থানে সম্পাদিত হয় সেগুলিকে সুদৃশ্য বলা যাইতে পারে; ওমরাহগণ নিজব্যয়ে এইগুলি সুসজ্জিত করিবার প্রয়াস করিয়া থাকেন। সংক্ষেপে এইগুলি পুষ্পবাটীকার সম্মুখে প্রশস্ত নিভৃত গৃহ বলা যাইতে পারে; জলপূর্ণ স্রোতস্বতী খাল, উৎস ও জলাশয় দ্বারা এইগুলি সুশোভিত। প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ওমরাহগণের আহার্য্য বাদশাহ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়। প্রত্যেক সময়ের খাদ্যই প্রস্তুত হইয়া

---

(১৮) আলিমর্দ্দান্ খাঁ কৃতখাল। পূর্ব্ববর্ত্তী ২২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

উপস্থিত হইলে যথোচিত সম্মানের সহিত গৃহীত হয়। পরে রাজপ্রাসাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনবার সালাম করা হয় (১৯)।

এতদ্ব্যতীত দুর্গের অন্যান্যস্থানে অনেক গৃহ ও পট্টাবাস স্থাপিত হইয়াছে; এইগুলিতে রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়।

অনেক স্থানে কারখানা (২০) সমূহ দৃষ্ট হয়। একটী কক্ষে, প্রধান কারিকরের অধীনে চিকণকর্ম্মে নিযুক্ত শিল্পী দৃষ্ট হয়; অন্যটীতে স্বর্ণকার, কোনটীতে চিত্রকর; চতুর্থে, বার্ণিসকারগণ; পঞ্চমে দরজি ও চর্ম্মকার; ষষ্ঠে রেশম, কিংখাব, উষ্ণীষ, সুবর্ণের পুষ্পখচিত কোমরবন্ধ এবং মহিলাগণের পরিধানোপযোগী অঙ্গাবরণ প্রস্তুত হয়। উত্তমরূপে প্রস্তুত শেষোক্ত পরিচ্ছদ (যাহা মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নষ্ট হয়) দশ, দ্বাদশ অথবা ইহা অপেক্ষাও উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হয়।

কারিকরগণ প্রত্যহ প্রাতে নিজ নিজ কারখানায় গমন করিয়া সমস্ত দিবস তথায় কর্ম্ম করিয়া সন্ধ্যাকালে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করে। এই প্রকার নিয়মিত ও ধীরভাবে তাহারা সময় অতিবাহিত করে; যে যে ভাবে জন্মগ্রহণ করে সে সেই অবস্থাতেই জীবনাতিপাত করে, উন্নতির আকাঙ্ক্ষা করে না। যুটাদার কর্ম্মে নিযুক্ত কারিকর তাহার পুত্রকে সেই কর্ম্মই শিক্ষা দেয়; স্বর্ণকারের পুত্র স্বর্ণকারই থাকিয়া যায় এবং চিকিৎসক তাঁহার পুত্রকে চিকিৎসাকর্ম্মেই অভ্যস্ত করেন। কেহই স্বব্যবসায়ী ব্যতীত অন্য ব্যবসায়ীর গৃহে বিবাহ করে না এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই কঠোরভাবে এই নিয়ম প্রতিপালন করে—ইহাই তাহাদের ধর্ম্মানুমোদিত রীতি। এই প্রকারে অনেক

(১৯) আইন্-ই-আকবরীতে (প্রথম খণ্ড—১৫৮ পৃষ্ঠা) বিভিন্ন প্রকার সালামের পদ্ধতি রহিয়াছে।

(২০) "Kar-Kanays" (বার্নিয়ার)।

দেওয়ানী খাস।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।
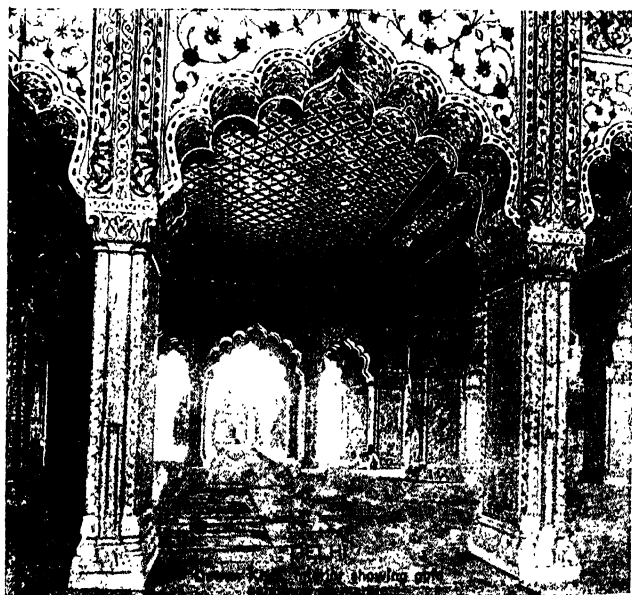
সুশ্রী বালিকা অবিবাহিতা থাকে—নিজ বংশ অপেক্ষা কথঞ্চিৎ নীচ বংশে মাতাপিতা বালিকার বিবাহ দিলে এরূপ কার্য্য সুবিধাজনকভাবে সম্পাদিত হইতে পারে।

উল্লিখিত স্থানগুলি অতিক্রম করিয়া অবশেষে আম্-খাসে উপনীত হইতে হয়। ইহা একটী প্রকৃত সুদৃশ্য প্রাসাদ; আমাদের রাজকীয় প্রাসাদের ন্যায় ইহা বৃহৎ চতুষ্কোণ অঙ্গন ও তোরণ বিশিষ্ট; প্রভেদ এই যে আমখাসের তোরণগুলির উপরে গৃহ নাই। প্রত্যেক তোরণ প্রাচীর দ্বারা পৃথক হইলেও গতায়াতের জন্য প্রাচীর মধ্যে ক্ষুদ্র দ্বার রহিয়াছে। প্রাঙ্গনের এক পার্শ্বের মধ্যস্থলে প্রশস্ত দরবার গৃহের (ইহা প্রাঙ্গনের দিকে সম্পূর্ণরূপে উম্মুক্ত) প্রধান দ্বারের উর্দ্ধদেশে নহবৎখানা (২১)। এই স্থানে দিবারাত্র নিরূপিত সময়ে বাদ্যধ্বনি হয়। সদ্য সমাগত ইউরোপীয়ের কর্ণে এই বাদ্যধ্বনি অত্যন্ত অদ্ভুত বোধ হয়; কারণ এক সঙ্গে দশ কি দ্বাদশটী শাণাই ও করতাল ধ্বনিত হয়। একটী বংশী (যাহাকে কর্ণ নামে অভিহিত করা হয়) দীর্ঘে প্রায় ছয় হাত এবং ইহার সর্ব্বনিম্নের ছিদ্রটী একফুটের কম প্রশস্ত নহে। পিত্তল বা লৌহের করতালের প্রত্যেকটী চারি হস্তের কম্ নহে। ইহা হইতে নহবত খানা হইতে উত্থিত ধ্বনির অনুমান করা যাইতে পারে। আমার প্রথম আগমনকালে ইহা সম্পূর্ণ অসহনীয় হইয়াছিল; কিন্তু অভ্যাসগুণে এক্ষণে ইহা আমার প্রীতিকরই বোধ হয়। বিশেষতঃ, রাত্রিকালে শয্যায় শয়ান অবস্থাতেও দূর হইতে, এই ধ্বনি আমার নিকটে সম্ভ্রমাকর্ষক ও সুমধুর বোধ হয়। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। বাল্যকাল হইতে সুরে অভ্যস্ত ব্যক্তিগণ এই বাদ্যধ্বনি করে।

(২১) "Nagar-Kanay" (বার্নিয়ার)।

ইহারা শানাই ও করতালের কর্কশধ্বনি এরূপ ভাবে সংযত করে যে, দূর হইতে শ্রুতিমধুর একতানতা আনয়ন করে। নহবত উচ্চস্থানে এবং নিকটে থাকিলে বাদশাহের বিরক্তিকর হইবে বলিয়া দূরে অবস্থিত।

যে সিংহদ্বারের উপরে নহবত অবস্থিত, তাহারই অন্যদিকে, প্রাঙ্গন অতিক্রমকালে কয়েক পংক্তি স্তম্ভ সুশোভিত একটী বৃহৎ ও অত্যুত্তম কক্ষ দৃষ্ট হয়; স্তম্ভ ও কক্ষের ছাদ সুবর্ণদ্বারা চিত্রিত ও সুবর্ণমণ্ডিত। ভূমি হইতে কক্ষটী অনেক পরিমাণে উচ্চ এবং বায়ুপূর্ণ; প্রাঙ্গনের তিন দিকই উন্মুক্ত। অন্তঃপুর ও কক্ষের মধ্যস্থ প্রাচীরের মধ্যস্থলে এবং মনুষ্যের অগম্যস্থানে একটী প্রশস্ত গবাক্ষ রহিয়াছে (২২)। এই বাতায়নে প্রত্যহ দ্বিপ্রহর কালে দক্ষিণে ও বামে পুত্রগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বাদশাহ সিংহাসনে উপবেশন করেন; খোজাগণ বাদশাহের নিকটে দণ্ডায়মান থাকিয়া ময়ূর পুচ্ছদ্বারা কীট পতঙ্গাদি দূরীভূত করে; বৃহৎ ব্যজনীসহকারে বাতাস করে অথবা নিজ নিজ কর্ত্তব্যানুযায়ী কার্য্য বিশেষ মনোযোগ এবং গভীর নম্রতাসহকারে সম্পন্ন করে। সিংহাসনের নিম্নেই রৌপের রেলিং বেষ্টিত স্থানে সকল ওমরাহ, রাজা ও দূতগণ দৃষ্টি নত করিয়া দণ্ডায়মান থাকেন। সিংহাসন হইতে অপেক্ষাকৃত দূরে মনসবদারগণ বিশেষ ভক্তিমান অবস্থায় ঐরূপে দণ্ডায়মান থাকেন। প্রশস্ত কক্ষের অপরাংশ, প্রকৃতপক্ষে প্রাঙ্গনই সকল শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গে পূর্ণ থাকে। এই কক্ষেই বাদশাহ তাঁহার সকল প্রজাকেই দর্শন দিয়া থাকেন। এই জন্যই ইহাকে আম খাস্ বলা হইয়া থাকে।

সার্দ্ধ একঘণ্টা বা দুইঘণ্টা এই শিষ্টাচার পালিত হইবার কালে, যাহাতে বাদশাহ অশ্ব সমূহের যথোচিত পরিচর্য্যা হইতেছে কিনা বুঝিতে

---

(২২) ঝারোকা।

পারেন তজ্জন্য কতকগুলি রাজকীয় অশ্ব সিংহাসনের সম্মুখ দিয়া গমন করে, তৎপরে হস্তিসমূহ প্রদর্শিত হয়; হস্তীগুলির অপরিষ্কার চর্ম্ম উত্তমরূপে ধৌত ও মসীবর্ণে চিত্রিত হয় এবং মস্তকের উৰ্দ্ধদেশ হইতে শুণ্ডের প্রান্ত সীমা পর্য্যন্ত দুইটা লোহিত বর্ণের রেখা অঙ্কিত করা হয়। হস্তীদিগকে কারুকার্য্য শোভিত আস্তরণে আবৃত করা হয়; তাহাদের পৃষ্ঠদেশে স্থাপিত গুরু, রৌপ্য-শৃঙ্খলের দুই প্রান্তে দুইটী রৌপ্যনির্ম্মিত ঘণ্টা বন্ধন করা হয় এবং তিব্বতীয় শ্বেত গাভীর মূল্যবান পুচ্ছ তাহাদের কর্ণদেশ হইতে গালপাট্টার ন্যায় বিলম্বিত থাকে। ক্রীতদাসের ন্যায় মহার্ঘ আবরণাচ্ছাদিত দুইটি ক্ষুদ্র হস্তী এই সকল বৃহদাকার হস্তীর প্রত্যেকটীর সঙ্গে থাকিয়া শোভাবৰ্দ্ধনকরে। প্রত্যেক হস্তীই সম্ভ্রম ও গাম্ভীর্য্যের সহিত অগ্রসর হয়; মনে হয় যেন তাহারা তাহাদের বিচিত্র আবরণ ও চতুর্দ্দিকের জাঁকজমকের উপযোগী অবস্থাতেই এইরূপ করে। সিংহাসনের সম্মুখে পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত হস্তিপক ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণ লৌহখণ্ড দ্বারা আঘাত ও আদেশ করিয়া হস্তীকে উত্তেজিত করে এবং সে নতজানু হইয়া শুণ্ডটী উৰ্দ্ধদিকে উত্থিত করিয়া দীর্ঘ বৃংহিত করে; প্রজাগণ ইহাকেই হস্তীর অভিবাদন বলিয়া গণ্য করে।

অতঃপর অন্যান্য জন্তু প্রদর্শিত হয়—গৃহপালিত কৃষ্ণসার (২৩)—একটী অপরের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য এইগুলি রক্ষিত হয়; নীলগাই; সুবৃহৎ শৃঙ্গবিশিষ্ট বঙ্গদেশীয় মহিষ-ইহারা শৃঙ্গদ্বারা সিংহ ও ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে; গৃহ পালিত চিতাবাঘ—ইহাদিগকে কৃষ্ণসার শীকারে

---

(২৩) আকবর অত্যন্ত মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। আইন্-ই-আকবরীতে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা রহিয়াছে। উনবিংশ খণ্ডের "আকবরের মৃগয়া" নামক সুপ্রাচীন চিত্র এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইতে পারে।

নিযুক্ত করা হয়; উজ্ বক হইতে আনীত নানা প্রকার কুক্কুর; তিতির, হংস, খরগোস, এমন কি কৃষ্ণসার এবং মৃগয়াকালে ব্যবহৃত সকল প্রকার হিংস্র পক্ষীও আনীত হয়।

জন্তুগুলির শোভাযাত্রা ব্যতীত দুই একজন ওমরাহের অশ্বারোহীও অনেক সময়ে বাদশাহের সমক্ষে প্রদর্শিত হয়; সাধারণ অশ্বারোহী অপেক্ষা এই সকল অশ্বারোহী অধিকতর সুসজ্জিত থাকে; অশ্বগুলি লৌহবর্ম্মাবৃত এবং নানাপ্রকার কল্পিতসাজে সুশোভিত হয়।

অন্ত্রবিগর্হিত মৃত মেষ বাদশাহের সম্মুখে আনীত হয় এবং ইহাদের উপর তরবারীর তীক্ষ্ণতা পরীক্ষায় বাদশাহ আনন্দানুভব করেন। যুবক ওমরাহ, মনসবদার এবং সোটাবর্দ্দারগণ কৌশল প্রদর্শন করে এবং এই সকল মেষের উপরে নিজেদের শক্তি পরীক্ষা করেন।

কিন্তু এই সকল বিষয় অধিকতর গুরুতর বিষয়ের গর্ভাঙ্কাভিনয় মাত্র। বাদশাহ কেবল নিজ অশ্বারোহী বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া ক্ষান্ত থাকেন না; যুদ্ধ পর্য্যবসানে তিনি প্রত্যেক অশ্বারোহী ও সৈন্য পরিদর্শনান্তে কাহারও বেতন বৃদ্ধি বা হ্রাস এবং কাহাকেও কর্ম্মচ্যুত করিয়া থাকেন। আমখাসে উপস্থিত জনসঙ্ঘের প্রত্যেক আবেদন বাদশাহের নিকটে আনীত এবং তাঁহার সমক্ষে পঠিত হয় এবং আবেদনকারিগণ বাদশাহের সম্মুখে উপস্থিত হইতে আদিষ্ট হইলে অনেক সময় সেই স্থানেই অভিযোগের প্রতিকার করা হয়। সপ্তাহের অন্য একদিবসে বাদশাহ গোপনে নিম্ন শ্রেণী হইতে নির্ব্বাচিত দশজনের আবেদনের (যাহা সাধু ও ধনবান বৃদ্ধ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক তাঁহার নিকটে উপস্থিত করা হয়) বিচারে দুইঘণ্টা অতিবাহিত করেন। সপ্তাহের অন্য এক দিবস দুইজন প্রধান কাজী সমভিব্যাহারে তিনি আদালতখানায় উপস্থিত হইতেও বিরত থাকেন না; সুতরাং প্রতীয়মান হইতেছে যে, এসিয়ার রাজন্যবর্গকে আমরা যতই

অসভ্য মনে করি, তাঁহারা প্রজাবর্গের প্রতি ন্যায় বিচার সম্পাদনে সেরূপ বিমুখ নহেন।

আমখাস্ নামক সভার কার্য্য সম্বন্ধে আমি যাহা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা যুক্তিসঙ্গত এমনকি মহৎ বলিয়া পরিগণিত হইবে, কিন্তু তথায় সর্ব্বদাই যে ঘৃণিত ও বিরক্তিকর তোষামোদ প্রদর্শিত হয় তাহা আমি আপনার নিকটে গোপন করিব না। বাদশাহের মুখ হইতে কোন কথা বহির্গত হইলেই (তাহার যেরূপ অর্থই হোক না কেন) নিকটবর্ত্তী জনসঙ্ঘ সেই কথা "লুফিয়া" লয় এবং প্রধান ওমরাহগণ স্বর্গের দিকে হস্তোত্তোলন করিয়া (যেন কোন বরলাভ করিতেছেন) উচ্চৈঃস্বরে বলেন, "কারামৎ! কারামৎ! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!" প্রকৃতপক্ষে এমন কোন মুগলই নাই যে নিম্নোক্ত শ্লোক অবগত নহে এবং ইহা আবৃত্তি করিয়া গৌরব অনুভব করেনা।

"যদি বাদশাহ বলেন, দিন নয় এ ঘোর রাত্রি কাল ;
তবে বল্‌বে অমনি—চাঁদ তারকা দিচ্ছে কিরণ জাল।"

সকল শ্রেণীতেই এই তোষামদ সর্ব্বব্যাপী। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে আমার নিকট কোন মুগলের কোন কার্য্যের আবশ্যক হইলে সে ভূমিকা স্বরূপ আমাকে সে তৎকালীন আরিষ্টটল্, হিপোক্রেটীস্ এবং আবিসেনা (২৪) বলিয়া তুলনা করিবে। প্রথমে আমি এই প্রকার কুৎসিত অভিবাদনের কুৎসিত প্রথা হইতে বিরত করিবার জন্য আমার অভ্যাগতগণকে, তাহাদের কল্পিত গুণ আমার আদৌ নাই বলিয়া প্রত্যয় স্থাপন করিতে এবং উল্লিখিত মহৎ ব্যক্তিগণের সহিত আমার ন্যায় ক্ষুদ্রব্যক্তির কোন তুলনা হইতে পারে না তাঁহাদের

---

(২৪) "বু-আবিসিন্না-উপ্-জামান্"।

নিকট এইরূপ প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট হইতাম। কিন্তু, আমার বিনয়ে তাহাদের প্রশংসাবৃদ্ধি করিতে দেখিয়া আমি তাহাদের বাদ্যধ্বনিতে যেরূপ অভ্যস্ত হইয়াছিলাম, তাহাদের প্রশংসাশ্রবণেও সেইরূপ অভ্যস্ত হইলাম। আমি এইস্থানে তাহাদের স্বভাবের পরিচায়ক একটী ঘটনা বর্ণনা করিব। জনৈক ব্রাহ্মণপণ্ডিত (যাঁহাকে আমি আমার আগার কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম) আগাকে নিম্নোক্ত প্রশংসামূলক স্তুতি করিতেন:—প্রথমতঃ তাঁহাকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজেতার সহিত তুলনা করিয়া এবং তোষামদের জন্য শত শত বিরক্তিকর ও অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্যপ্রকাশ করিয়া তাঁহার বক্তৃতা নিম্নলিখিত ভাবে শেষ করিতেন "প্রভু, আপনি আপনার অধীন অশ্বারোহীসৈন্যের পুরোভাগে অবস্থান করিয়া জীনের রেকাবে পদস্থাপন করিলে মেদিনী আপনার পদভরে কম্পিত হইতে থাকে—কারণ যে আটটী হস্তির উপরে পৃথিবী স্থাপিত সেগুলি এই অত্যধিক ভার বহনে অসমর্থ হয়।" এই বক্তৃতার অবসান ইচ্ছানুযায়ী ফল প্রদান করিল। আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই কিন্তু আমি গম্ভীর বদনে আমার আগাকে (ইঁহারও হাস্যের উদ্রেক হইয়াছিল) বলিতে চেষ্টা করিলাম যে, তিনি যেন অশ্বারোহণকালে বিশেষ সাবধান হন—কারণ এই জন্যই ভূমিকম্প হয়। তিনিও দ্বিধাশূন্য হইয়া উত্তর করিলেন "এই জন্যই আমি সাধারণতঃ পাল্কিতে গমনাগমন পছন্দ করি।"

আমখাসের সুবৃহৎ কক্ষের মধ্য দিয়া অধিকতর নিভৃত কক্ষ ঘুসলখানায় (২৫) অর্থাৎ স্নানের ঘরে গমন করা যায়। অত্যল্পসংখ্যক ব্যক্তিই

---

(২৫) বাদশাহের গোপনীয় মন্ত্রণাগারের নাম "ঘুসলখানা" অর্থাৎ স্নানাগার ছিল। আকবরের স্নানাগারের স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল।

এই কক্ষে গমন করিতে অনুমতি পায়; ইহার প্রাঙ্গন আমখাসের প্রাঙ্গন অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। তথাপি এই কক্ষটীও সুন্দর, বৃহৎ, চিত্রিত ও গিল্টি করা এবং গৃহতল অপেক্ষা উচ্চ। এই স্থানে বাদশাহ ওমরাহ পরিবৃত ও আসনে উপবিষ্ট হইয়া কর্ম্মচারিগণকে নিভৃতে সাক্ষাৎ-দান, তাঁহাদের নিকট হইতে সংবাদ গ্রহণ এবং গুরুতর রাজকার্য্য সংক্রান্ত পরামর্শ স্থির করেন। প্রাতঃকালে আম্‌খাসে অনুপস্থিত হইলে প্রত্যেক ওমরাহ যেরূপ দণ্ডভোগ করেন, সন্ধ্যাকালে এই স্থানে অনুপস্থিত হইলেও তদ্রূপ দণ্ডভোগ করেন। কেবল আমার আগাকেই দৈনিক উপস্থিতি হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে। ইনি সাহিত্যিক এবং পাঠে ও বৈদেশিক কার্য্যে অধিক সময় অতিবাহিত করিতে হয় বলিয়া ইঁহাকে এই অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু, বুধবারে, (অর্থাৎ যে দিন তাঁহাকে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হয়), আগাকেও অন্যান্য ওমরাহের ন্যায় উপস্থিত হইতে হয়। দিবসে দুইবার বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎরূপ আচার অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত আছে; এবং কোন ওমরাহই ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি করিতে পারেন না, কারণ সভাসদ্‌গণের ন্যায় বাদশাহের উপস্থিতিও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম; অত্যন্ত আবশ্যকীয় কার্য্য বা গুরুতর পীড়া ব্যতীত কিছুতেই তিনি এই দুই সভায় উপস্থিত হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হন না। কিছুদিন পূর্ব্বে আওরংজেবের ভীষণ ব্যাধি কালেও (২৬) তাঁহাকে একটী না একটীতে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইত। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একবার উপস্থিত হওয়া তিনি অত্যাবশ্যক মনে করিতেন; কারণ, তাঁহার ব্যাধি এরূপ গুরুতর হইয়াছিল যে একদিনের জন্য অনুপস্থিত হইলেই সমস্ত রাজ্যে গোলমাল ও বিদ্রোহ এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল দোকান বন্ধ হইত।

---

(২৬) পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বাদশাহ ঘুসলখানায় উপবেশন কালে পূর্ব্বোল্লিখিত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও আমখাসে যেরূপ জাঁকজকম দৃষ্ট হয়, এই কক্ষেও সেইরূপ হয়; তবে প্রাঙ্গণ ক্ষুদ্র বলিয়া, দিবাবসানে ওমরাহদিগের অশ্বারোহী প্রদর্শিত হয় না। তবে এই সান্ধ্যসম্মিলনে একটী বিশেষ আচার প্রতিপালিত হয়—প্রহরীর কর্ম্মে নিযুক্ত সকল মনসবদারই বিশেষ আড়ম্বরের সহিত বাদশাহের সম্মুখ দিয়া গমনকালে তাঁহাকে অভিবাদন করেন। তাঁহাদের সম্মুখে বিশেষ জাঁকজকমের সহিত সুন্দররূপে নির্ম্মিত ও বৃহৎ রৌপ্যযষ্টির উপরে স্থাপিত বহু সুদৃশ্য মূর্ত্তি বহন করা হয় (২৭), ইহাদের দুইটী মৎস্যের ন্যায়; দুইটী ভীষণ কাল্পনিক জন্তু; কতকগুলি সিংহমূর্ত্তি; কয়েকটী দ্বিহস্ত এবং অন্য কতকগুলি তুলাদণ্ডের ন্যায় (২৮)। অন্য কতকগুলি আমি এই উপলক্ষ্যে বর্ণনা করিতে পারি না; ভারতীয়গণ এই গুলিতে গূঢ়তত্ত্ব আরোপিত করে। কুর ও মনসবদারগণের সহিত অনেক সোটাবার্দ্দার থাকে—এই শেষোক্ত ব্যক্তিগণ তাহাদের দীর্ঘায়তন ও সৌন্দর্য্যের জন্য নির্ব্বাচিত হয়। ইহারা শান্তি রক্ষা করে এবং অত্যন্ত দ্রুতবেগে বাদশাহের আদেশ প্রতিপালন ও আজ্ঞাবহন করে।

দুর্গের অন্যান্যস্থানে যেরূপ আপনাকে লইয়া গিয়াছি অন্তঃপুরের মধ্যে সেইরূপ আপনাকে লইয়া যাইতে পারিলে আমি অত্যন্ত প্রীত হইতাম। কিন্তু এমন কে পর্য্যটক আছে যে, এই প্রাসাদের অন্তঃপুর স্বচক্ষে দেখিয়া ইহার বর্ণনা করিতে সমর্থ? বাদশাহের দিল্লী হইতে অনুপস্থিতির সময় আমি কখনও ইহার অভ্যন্তরে গমন করিয়াছি এবং এক সময়ে

(২৭) "কুর"—পাতাকা, অস্ত্র ও অন্যান্য রাজচিহ্ন।

(২৮) বর্ত্তমানেও দেওয়ানী খাসে এই চিহ্ন দৃষ্ট হয়।

দিল্লী-তুলাদণ্ড।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।
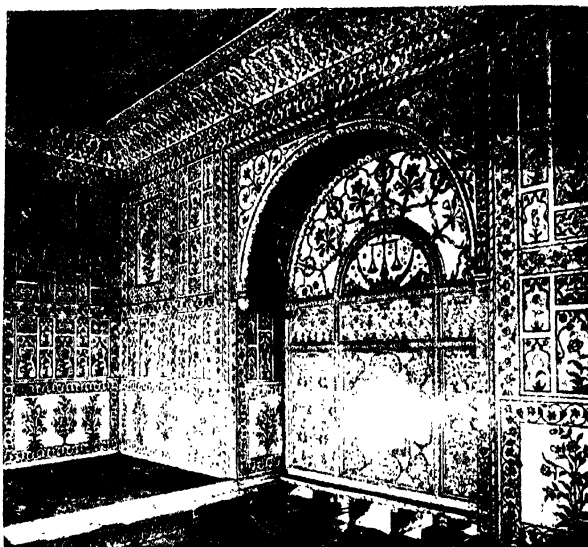
একটী সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকের চিকিৎসার জন্য অন্তঃপুরের মধ্যে গমন করিয়াছি। অত্যন্ত অসুস্থ থাকায় তদ্দেশীয় আচার অনুযায়ী ইঁহাকে বহির্দ্দেশে আনয়ন করা অসম্ভব হইয়াছিল। কাশ্মীর দেশীয় শালে আমার মস্তক আবৃত করিয়া এই শাল আমার পাদদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত করা হইয়াছিল এবং অন্ধের ন্যায় আমাকে একজন খোজা হস্তধারণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। সুতরাং খোজাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত সাধারণ বিবরণেই আপনি সন্তুষ্ট থাকিবেন। ইহারা আমাকে নিবেদন করিয়াছে যে, অন্তঃপুরে সুন্দর কক্ষসমূহ রহিয়াছে এবং অধিবাসিনীর পদমর্য্যাদা ও আয় অনুযায়ী এইগুলি বৃহৎ বা ক্ষুদ্রাকারে বিভক্ত। প্রত্যেক কক্ষের দ্বারদেশেই স্রোতযুক্ত জলপূর্ণ জলাশয় সুশোভিত; প্রতিদিকেই উদ্যান, মনোহর উদ্যান-পথ, ছায়াময় নিভৃত উপবেশনের স্থান, স্রোতস্বতী, উৎস, গুহা, দিবাভাগে উত্তাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ভূগর্ভস্থ গৃহ, উচ্চ অলিন্দ ও রাত্রিকালে শয়নের জন্য বালাখানা শোভা পাইতেছে। এই মনোরম স্থানের প্রাচীরাভ্যন্তরে অসহনীয় বা অসুবিধাজনক উত্তাপ বোধ হয় না। খোজাগণ নদীর সম্মুখস্থ একটী ক্ষুদ্র প্রাসাদের অতিরিক্ত প্রশংসা করে; আগ্রার দুইটী প্রাসাদের ন্যায় ইহাও সুবর্ণের পাতদ্বারা আবৃত এবং ইহার কক্ষসমূহ সুবর্ণ ও নীলবর্ণের অত্যুৎকৃষ্ট চিত্র ও অত্যুত্তম দর্পণ দ্বারা সুসজ্জিত (২৯)।

দুর্গের বর্ণনা শেষ করিবার পূর্ব্বে বাৎসরিক উৎসবকালে আমখাসের বর্ণনা করিব; যুদ্ধাবসানে উৎসবকালে ইহার যে দৃশ্য হইয়াছিল তাহাই অধিকতর বর্ণনা যোগ্য। এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য আর কোন দিন আমার নয়নগোচর হয় নাই।

(২৯) দিল্লীর সুবিখ্যাত খাস্‌মহাল।

এই সুবৃহৎ কক্ষের এক প্রান্তে অত্যন্ত মূল্যবান পরিচ্ছদ সজ্জিত বাদশাহ নিজ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার সুন্দর কারুকার্য্যখচিত শ্বেতবর্ণের জামা অত্যুৎকৃষ্ট রেশম ও সুবর্ণের কামদানীর দ্বারা প্রস্তুত। সুবর্ণ বস্ত্র নির্ম্মিত উষ্ণীষে একটী ক্ষুদ্র বক ছিল; ইহার পাদদেশ অত্যন্ত বৃহৎ ও বহুমূল্যবান্ হীরকসমূহ ও "টোপাজ" (৩০) প্রস্তর সমন্বিত ছিল—শেষোক্ত প্রস্তরখানি অতুলনীয় ছিল এবং সূর্য্যের ন্যায় আলোকবিকীর্ণ করিত। সুবৃহৎ মুক্তাশোভিত কণ্ঠহার তাঁহার গলদেশ হইতে বিলম্বিত হইয়া নাভিদেশ পর্য্যন্ত শোভাবৃদ্ধি করিতেছিল। সিংহাসন ছয়টী সুবর্ণ নির্ম্মিত পদের উপর স্থাপিত ছিল এবং এই পদগুলি পদ্মরাগ, মরকত ও হীরকে খচিত ছিল। এই সকল মহার্ঘ রত্নাদির মূল্য ঠিকরূপে আপনাকে নিবেদন করিতে পারি না। কোন ব্যক্তিই সিংহাসনের সন্নিকটে গমন করিয়া ইহাদের সংখ্যা, গণনা বা ইহাদের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারে না। তবে আপনাকে ইহা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে, হীরক ও অন্যান্য মণিমুক্তার প্রাচুর্য্যের অভাব নাই। আমি যতদূর অবগত হইয়াছিলাম, তাহাতে ইহার মূল্য চারি কোটী টাকা। আওরংজেবের পিতা শাহ জাহান, প্রাচীন রাজন্যবর্গ, পাঠানগণ এবং ওমরাহগণ কর্ত্তৃক বাৎসরিক উৎসবে বাদশাহকে প্রদত্ত এবং পূর্ব্বাপর রাজকোষে সংগৃহীত প্রচুর বহুমূল্যবান্ রত্নরাশি প্রদর্শনার্থই এই সিংহাসন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সিংহাসনের নির্ম্মাণ ও কারুকার্য্য উপাদানগুলির উপযুক্ত হয় নাই কিন্তু মুক্তা ও রত্ননির্ম্মিত দুইটী ময়ূর সুচিন্তিত ও সুনির্ম্মিত হইয়াছিল (৩১)। অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতাপন্ন একজন ফরাসী ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি ইউরোপের

---

(৩০) ট্যাভার্নিয়ার এই প্রস্তরখানির বর্ণনা করিয়াছেন।

(৩১) ট্যাভার্নিয়ার ময়ূরতক্তের বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন।

কতিপয় রাজাকে স্বনির্ম্মিত জাল রত্নদ্বারা প্রতারণা করিয়া অবশেষে মুগলবাদশাহের দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিলেন।

সিংহাসনের পাদমূলে উজ্জ্বল পরিচ্ছদে সজ্জিত ওমরাহগণ রৌপ্যের রেলিং বেষ্টিত উচ্চমঞ্চের সমবেত হইয়াছিলেন ; এই স্থান কিংখাবনির্ম্মিত ও সুবর্ণের ঝালর সমন্বিত সুবৃহৎ চাঁদোয়াদ্বারা আবৃত ছিল। কক্ষের স্তম্ভগুলি সুবর্ণখচিত কিংখাবজড়িত এবং এই সুবৃহৎ কক্ষের উপরে লোহিত-বর্ণের রেশমের রজ্জুদ্বারা কারুকার্য্য সমন্বিত সাটীনের চাঁদোয়া ছিল ; রজ্জুগুলি হইতে রেশম ও সুবর্ণের থোপনা বিলম্বিত ছিল। মহার্ঘ রেশমের সুবৃহৎ কার্পেটদ্বারা কক্ষতল সম্পূর্ণরূপে আবৃত হইয়াছিল। কক্ষ অপেক্ষা বৃহত্তর একটী পট্টাবাস বহির্দ্দেশে স্থাপিত হইয়াছিল এবং পট্টাবাসের উর্দ্ধদেশ কক্ষের সহিত সংযোজিত ছিল। অঙ্গনের অর্দ্ধাংশ এই পট্টাবাস অধিকার করিয়াছিল এবং ইহা সম্পূর্ণরূপে রৌপ্যপাতমণ্ডিত ক্ষুদ্রস্তম্ভ শ্রেণীদ্বারা ধৃত। পট্টাবাসের স্তম্ভগুলি রৌপ্যাবৃত এবং এই স্তম্ভের তিনটী জাহাজের মাস্তুলের ন্যায় নিরেট ও উচ্চ ; অন্যগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। এই চাকচিক্যশালী পট্টাবাসের বহির্দ্দেশ লোহিতবর্ণের এবং অভ্যন্তরভাগ মছলিপট্টনের ছিটদ্বারা আবৃত। শেষোক্ত বস্ত্রগুলি এই কার্য্যের জন্যই পুষ্পখচিত এবং ইহার বর্ণ এরূপ উজ্জ্বল ও স্বাভাবিক যে দেখিলে মনে হয় যে ইহা একটী পুষ্পবাটিকা।

প্রাঙ্গনের চতুর্দ্দিকস্থ তোরণের এক একটী মঞ্চ প্রত্যেক ওমরাহ নিজ নিজ ব্যয়ে সুসজ্জিত করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন এবং বাদশাহের প্রীতিসম্পাদনের জন্য তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দৃষ্ট হইয়াছিল। এই কারণে সকল তোরণের মঞ্চগুলি কিংখাব ও মূল্যবান্ কার্পেটে আচ্ছাদিত হইয়াছিল।

উৎসবের তৃতীয় দিবসে বাদশাহ ও তাঁহার পরে কয়েকজন ওমরাহকে

বিশেষ আচারের সহিত সুবৃহৎ তুলাদণ্ডে ওজন করা হইয়াছিল (৩২)। কথিত আছে যে, তুলাদণ্ড ও ওজনগুলি নিরেট সুবর্ণ নির্ম্মিত ছিল। আমার মনে আছে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা বাদশাহের ওজন একসের বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখিয়া সকল ওমরাহই প্রভূত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন.

প্রতি বৎসরই এইরূপ উৎসব সম্পাদিত হয়। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে আর কোনদিন এরূপ জাঁকজমক ও ব্যয়ের সহিত ইহা সংঘটিত হয় নাই। এরূপ বিবেচিত হয় যে, এরূপ অত্যাশ্চর্য্য জাঁকজমক প্রদর্শন করিবার এই কারণ ছিল যে, বণিক্‌গণ যুদ্ধের জন্য চারি কি পাঁচ বৎসর কিংখাব বিক্রয় করিতে অসমর্থ হইয়াছিল এবং এই বৎসর তাহারা এই উৎসবের জন্য সেগুলি বিক্রয় করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ওমরাহগণকে প্রভূত ব্যয় ভার বহন করিতে হইলেও কতকাংশ অবশেষে সাধারণ অশ্বারোহীগণকেই বহন করিতে হইয়াছিল, কারণ ওমরাহগণ তাহাদিগকে ঐ সকল কিংখাব দ্বারা জামা প্রস্তুত করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

এই সকল উল্লাসকর বাৎসরিক উৎসবে একটী প্রাচীন আচার অনুষ্ঠিত হয়; ইহা ওমরাহদিগের আদৌ প্রীতিকর নহে। নিজ নিজ বেতনানুসারে প্রত্যেক ওমরাহকে অল্প বা অধিক মূল্যের উপহার বাদশাহকে প্রদান করিতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যধিক জাঁকজমক দেখাইবার জন্য এবং কোন সময় শাসনকার্য্যে নিযুক্ত থাকার সময়ে তাঁহারা যে প্রজাপীড়ন করিয়াছেন সেই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান হইতে বাদশাহকে বিরত করিতে, অথবা বাদশাহের অনুগ্রহলাভ ও বেতন বৃদ্ধির জন্য, কেহ কেহ এই অবসরে অত্যাশ্চর্য্য মূল্যবান উপহারও প্রদান করেন। কেহ উত্তম মুক্তা, হীরক, মরকত ও পান্না, কেহ মূল্যবান প্রস্তর সমন্বিত সুবর্ণ পাত্র, কেহ সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতেন। এইপ্রকার

(৩২) আইন্-ই-আকবারী, প্রথম খণ্ড ২৬৬, ২৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এক উৎসবে আওরংজেব জাফর খাঁর বাটীতে নবনির্ম্মিত গৃহ দেখিবার ছলে গমন করিয়াছিলেন এবং উজীর, বাদশাহকে সম্মান রক্ষার্থ এক লক্ষ স্বুবর্ণ 'ক্রাউন', কয়েকটী সুদৃশ্য মুক্তা এবং চল্লিশ সহস্র 'ক্রাউন' মূল্যের একটী মরকত (৩৩) প্রদান করিয়াছিলেন।

এই উৎসবকালে রাজকীয় মহলে একটী অদ্ভুত প্রকারের মেলার অনুষ্ঠান হয় (৩৪)। ইহা ওমরাহ ও প্রধান মনসবদারগণের সর্ব্বাপেক্ষা সুশ্রী ও আকর্ষণকারিণী পত্নীগণের দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। সুদৃশ্য কিংখাব, নূতন প্রকারের মূল্যবান কামদানী বস্ত্র, স্বুবর্ণ বস্ত্রে নির্ম্মিত উষ্ণীষ, সম্ভ্রান্ত বংশীয় স্ত্রীলোকগণের ব্যবহৃত মসলিন এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য এই মেলায় প্রদর্শিত হয়। এই সকল মোহিনীশক্তিশালিনী রমণীগণ বণিক্ বৃত্তির অভিনয় করেন এবং বাদশাহ, বেগম বা বাদশাজাদীগণ এবং অন্তঃপুরের অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ দ্রব্যাদি ক্রয় করেন। কোন ওমরাহের স্ত্রীর সুশ্রী কন্যা থাকিলে, কন্যা যাহাতে বাদশাহের দৃষ্টিপথে পতিত ও বেগমগণের সহিত পরিচিতা হয়, তজ্জন্য নিশ্চিতই মাতার সহগামিনী হয়। এই মেলার সর্ব্বাপেক্ষা হাস্যজনক ব্যাপার এই যে, বাদশাহ পণ্যক্রয় কালে এক 'পেনির' (৩৫) জন্য দরদস্তুরি করেন। বিক্রেত্রী কৃত্রিমতা সহকারে দ্রব্যের যথাসম্ভব অধিক মূল্য গ্রহণে চেষ্টা করেন এবং যখন বাদশাহ কম মূল্য প্রদানে ইচ্ছা বা ইচ্ছার ভাণ করেন, তখন, অপর পক্ষ নির্ভয়ে তাঁহাকে মূর্খ বণিক্, দ্রব্যাদির মূল্য সম্বন্ধে অজ্ঞ ক্রেতা বলিয়া অন্যত্র গমন করিতে আদেশ করেন। বেগমগণ ও অত্যন্ত কম মূল্যে দ্রব্য ক্রয়ের চেষ্টা করেন ; উভয় পক্ষেই কলহ হয় এবং ক্রেতাবিক্রেতার উচ্চচীৎকারে

(৩৩) এই মরকতটী পরিশেষে ঝুটা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল।

(৩৪) নৌরোজ। আইন্-ই-আকবরী প্রথম খণ্ড ২৭৬, ২৭৭।

(৩৫) ইংলণ্ডের প্রচলিত সর্ব্বাপেক্ষা কম মূল্যের মুদ্রা।

হাস্যোদ্দীপক দৃশ্য অভিনীত হয়। কিন্তু অবশেষে বাদশাহ ও বাদশাজাদী-গণ নগদ মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করেন এবং অনেকসময় রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্ত্তে দুই একটী সুবর্ণমুদ্রা (যেন দৈবাৎ প্রদত্ত হইল) প্রদান করেন। ইহা অবশ্য সুন্দরী বিক্রেত্রী বা তাঁহার সুশ্রীকন্যার সম্মানার্থই প্রদত্ত হয়। এবম্প্রকারে কৌতুক ও রসিকতার সহিত মেলার অবসান হয়।

শাহ্ জাহান স্ত্রীলোক ভক্ত ছিলেন এবং প্রতি উৎসবকালেই মেলার অনুষ্ঠান করিতেন; কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে কোন কোন ওমরাহের অসন্তুষ্টির সৃষ্টি হইত (৩৬)। কারণ তিনি এই সকল সময়ে অন্তঃপুরে "কেঞ্চন" নামক নর্ত্তকী প্রভৃতিকে প্রবেশ করাইয়া ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিতেন; তাহারা সাধারণ শ্রেণীর বেশ্যা না হইলেও কথঞ্চিৎ সম্মানীয় শ্রেণীভুক্ত ছিল এবং নৃত্য ও গীতের জন্য ওমরাহ ও মনসবদারগণের প্রধান প্রধান বিবাহে নিমন্ত্রিত হইত। এই কেঞ্চনগণের অধিকাংশই সুশ্রী ও সুসজ্জিতা থাকিত এবং সঙ্গীত বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শিনী ছিল। অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি অত্যন্ত নমনীয় হওয়ায় ইহারা আশ্চর্য্যজনক তৎপরতার সহিত নৃত্য করিতে ও তাল রক্ষা করিতে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু তথাপি ইহারা বেশ্যা। এই স্ত্রীলোকগণের মেলায় গমনই শাহ জাহানের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না; প্রাচীনরীত্যনুযায়ী তাহারা আমখাসে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে আগমন করিলে, বাদশাহ অনেক সময় তাহাদিগকে সমস্ত রাত্রি আবদ্ধ রাখিয়া তাহাদিগের সহিত হাস্য ও কৌতুকে ব্যাপৃত থাকিতেন। আওরংজেব শাহ্ জাহান অপেক্ষা অধিকতর গম্ভীর ও সেই জন্য তিনি বেশ্যাগণকে অন্তঃপুর প্রবেশে নিষেধ করিয়াছেন; কিন্তু প্রচলিত প্রথানুযায়ী দুইবার তাহাদিগকে আমখাসে আসিয়া তাঁহাকে

(৩৬) গোঁড়া মুসলমানগণ এই সকল মেলার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন।

শাহ জাহানের বিবাহ

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।
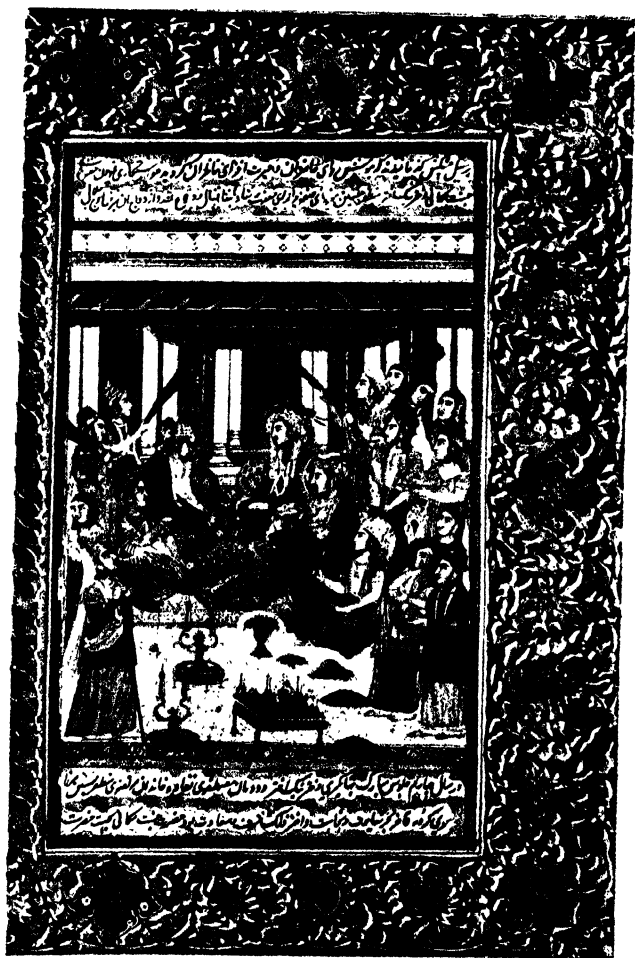
কিয়দ্দূর হইতে সালাম করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ করিয়াছেন।

উৎসব, মেলা ও বেশ্যাগণের বর্ণনা কালে অস্মদ্দেশীয় বার্নার্ড নামক এক ব্যক্তিসংক্রান্ত একটি ঘটনার উল্লেখ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। প্লুটার্কের সহিত একমত হইয়া আমিও বলিতে চাহি যে, সামান্য ঘটনাও গোপন করা কর্ত্তব্য নহে এবং এই সামান্য ঘটনা হইতেই কোন জাতির আচার ও বুদ্ধির ধারণা করা যায়। এইভাবে দেখিলে এই পরিহাসযোগ্য ঘটনাও উল্লেখযোগ্য বলিয়া গ্রহণীয় হইতে পারে। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষ ভাগে বার্নার্ড তাঁহার দরবারে বাস করিতেন। উত্তম বৈদ্য ও সুদক্ষ অস্ত্র চিকিৎসক বলিয়া তাঁহার যথার্থই সুনাম ছিল। তিনি বাদশাহের প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং অনেক সময়ে একত্র আহার কালে উভয়েই অতিরিক্ত মদ্যপান করিতেন। বাদশাহ ও তাঁহার চিকিৎসকের একপ্রকারই রুচি ছিল; বাদশাহ কেবল নিজ সুখেচ্ছায় ব্যাপৃত থাকিয়া রাজকার্য্যের ভার সুবিখ্যাত নুরজহানের উপরেই ন্যস্ত করিয়াছিলেন। বাদশাহ বলিতেন যে, নুরজহানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণাবলী স্বামীর সাহায্য ব্যতীতই রাজ্যশাসনের পক্ষে যথেষ্ট। বার্নার্ড দৈনিক দশ "ক্রাউন" বেতন পাইতেন কিন্তু অন্তঃপুরের প্রধান মহিলা ও ওমরাহগণের চিকিৎসায় তিনি প্রচুর উপার্জ্জন করিতেন। তাঁহার ব্যাধি আরোগ্য করিবার শক্তি ও দরবারে প্রাধান্যের জন্য, ওমরাহগণ তাঁহাকে উপহার প্রদানে একে অপরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন। কিন্তু এই ব্যক্তির অর্থের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ছিল না, তিনি এক হস্তে যাহা উপার্জ্জন করিতেন, অন্য হস্তে তাহা বিতরণ করিতেন। এই জন্য তিনি সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। বিশেষতঃ নর্ত্তকীগণকে অত্যধিক অর্থপ্রদানের জন্য তাহারা তাঁহাকে ভালবাসিত।

এই শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত স্ত্রীলোকগণের মধ্যে একটি সুন্দরী অল্পবয়স্কা নৃত্যপারদর্শিনী বালিকাকে তিনি প্রগাঢ় রূপে ভাল বাসিতেন, কিন্তু বালিকার মাতা কন্যার স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার আশঙ্কায় একমুহূর্ত্তও কন্যাকে দৃষ্টিবহির্ভূত করিত না এবং চিকিৎসকের সকল প্রকার প্রস্তাব ও প্রার্থনা উপেক্ষা করিতে লাগিল। ভালবাসার দ্রব্যকে হস্তগত করিবার আশায় নিরাশ হইবার কালে একদিবস বাদশাহ আমখাসে সকল ওমরাহের সম্মুখে তাঁহাকে পুরস্কার দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বার্নার্ড উত্তর করিলেন "আমি অনুরোধ করি যে, বাদশাহদত্ত প্রচুর পুরস্কার গ্রহণে আপত্তি করিলে যেন বাদশাহ অসন্তুষ্ট না হন। আমি প্রার্থনা করি যে, উপরিউক্ত পুরস্কারের পরিবর্ত্তে অন্যান্যের সহিত অভিবাদন করিতে সমাগত বালিকাকে আমার হস্তে প্রদত্ত হউক।" সকল সভাসদ্ বাদশাহ প্রদত্ত পুরস্কার প্রত্যাখ্যানে ও এই অনুরোধে হাস্য করিতে লাগিলেন, কারণ চিকিৎসক খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী এবং বালিকা ইসলামধর্ম্মাবলম্বী ছিল। কিন্তু জাহাঙ্গীরের এরূপ দ্বিধাবোধ ছিল না; তিনি এই প্রার্থনায় অত্যন্ত হাস্য করিয়া বালিকাকে প্রদানের আদেশ করিলেন। "বালিকাকে চিকিৎসকের স্কন্ধে উঠাইয়া দেও এবং তাঁহাকে উহা বহন করিয়া লইয়া যাইতে দেও।" আদেশ উচ্চারিত হইবামাত্র প্রতিপালিত হইল। সমবেত জনসঙ্ঘের মধ্যে বালিকাকে বার্নার্ডের পৃষ্ঠে স্থাপন করা হইল এবং তিনিও বিজয়ীর ন্যায় পুরস্কার সহ স্বগৃহে গমন করিলেন।

এই সকল উৎসব, ইউরোপে অজ্ঞাত একপ্রকার প্রমোদ অনুষ্ঠানের পরে সমাপ্ত হয়—তাহা দুইটি হস্তীতে যুদ্ধ। এই যুদ্ধ নদীর সন্নিকটস্থ বালুকাক্ষেত্রে সকল অধিবাসীর সম্মুখে ঘটে। বাদশাহ, দরবারের প্রধানা মহিলা এবং ওমরাহগণ দুর্গের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া থাকেন।

তিন কি চারি ফুট প্রস্থ ও পাঁচ কি ছয় ফুট উচ্চ একটী মৃত্তিকার প্রাচীর নির্ম্মাণ করা হয়। দুইটী বৃহদাকার জন্তু প্রাচীরের দুই পার্শ্বে স্থাপিত হয় এবং একজন হস্তিপক হস্তীর পৃষ্ঠদেশ হইতে পতিত হইলে অন্য একজন তাহার স্থান অধিকার করিবে বলিয়া প্রত্যেক হস্তিপৃষ্ঠে দুইজন করিয়া মাহুত উপবিষ্ট হয়। হস্তিদ্বয় যতক্ষণ প্রাচীরের নিকটে উপনীত না হইয়া আক্রমণে ব্রতী না হয় ততক্ষণ হস্তিপকদ্বয় মিষ্ট বা ক্রুদ্ধ স্বরে উহাদিগকে উত্তেজিত করে। উভয়ের সংঘর্ষণ অত্যন্ত ভীষণ হয় এবং ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যজনক যে দন্ত, মস্তক ও শুণ্ড দ্বারা আঘাত ও তজ্জনিত ক্ষত হইতে তাহারা রক্ষা পায়। যুদ্ধের সময় ইহারা অনেক সময় ক্ষান্ত হয়, কিন্তু পুনরায় ইহাদিগকে যুদ্ধে ব্রতী করা হয় এবং অবশেষে মৃত্তিকা প্রাচীর ভগ্ন হইলে অধিকতর বলবান বা সাহসী হস্তী প্রাচীর অতিক্রম করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে আক্রমণ ও তাহাকে পলায়নে বাধ্য করিয়া এরূপ একগুঁয়েমির সহিত পশ্চাদ্ধাবন করিতে থাকে যে, তাহাদিগকে "চকি"র সাহায্যে প্রতিনিবৃত্ত করা হয়। এই জন্যই বন্দুক প্রচলনের পর হইতে আর যুদ্ধে হস্তী ব্যবহৃত হয় না। সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী হস্তী লঙ্কাদ্বীপ হইতেই আইসে, কিন্তু উপযুক্তরূপে সুশিক্ষিত না হইলে যুদ্ধে ব্যবহৃত হয় না। যুদ্ধে ব্যবহৃত হস্তীকে বহু বৎসর মস্তক-সন্নিকটে বন্দুক ও পদযুগলের মধ্যে পটকা ছুড়িয়া অভ্যস্ত করিতে হয়।

এই সকল সুবৃহৎ প্রাণীর যুদ্ধ অতি নিষ্ঠুর ভাবে সম্পন্ন হইত। মাহুতেরা প্রায়ই পদতলে নিষ্পিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইত। ধূর্ত্ত হস্তী বিপক্ষের মাহুতকে স্থানচ্যুত করা বিশেষ প্রয়োজন মনে করিয়া তাহাকে শুণ্ড দ্বারা আঘাত করিতে চেষ্টা করিত। প্রাণহানির সম্ভাব এরূপ অধিক ছিল যে হতভাগ্য হস্তিপকেরা, যেন তাহারা মৃত্যু দণ্ড গ্রহণ করিতে যাইতেছে, এরূপ ভাবে তাহাদের স্ত্রীপুত্রের নিকট বিদায়

লইয়া যুদ্ধে গমন করিত। কিন্তু যদি তাহাদের প্রাণরক্ষা হয় ও রাজা তাহাদের আচরণে সন্তুষ্ট হন তাহা হইলে তাহাদের বেতন বৃদ্ধি হইবে ও হস্তীর পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিবামাত্র এক থলিয়া পূর্ণ পয়সা পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে, এই চিন্তায় তাহারা কতকটা সান্ত্বনা লাভ করিত। ইহাও তাহাদের আশ্বাস ছিল যে, যদি তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহা হইলে তাহাদের বেতন তাহাদের বিধবাদিগকে প্রদত্ত হইবে ও তাহাদের পুত্রদিগকে সেই পদে নিয়োজিত করা হইবে। এই আমোদে কেবল মাহুতেরই মৃত্যু হইত না, কখন কখনও কোন দর্শক পড়িয়া গিয়া হস্তী কিংবা জনতা দ্বারা নিষ্পিষ্ট হইত। কারণ মদোন্মত্ত হস্তীদ্বয়ের সম্মুখ হইতে অপসৃত হইবার নিমিত্ত যখন মনুষ্য ও অশ্ব পলায়নপর হইত তখন জনস্রোত অতীব ভীষণ হইয়া উঠিত। যখন আমি দ্বিতীয়বার এইরূপ দৃশ্য দর্শন করিতে যাই, তখন আমার অশ্বের তৎপরতা ও ভৃত্যদ্বয়ের প্রযত্নে আমি নিরাপদ হইতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

এক্ষণে দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া নগরে প্রত্যাগমন করা যাউক। সেখানে দুইটী উল্লেখ যোগ্য অট্টালিকার বর্ণনা এখনও করা হয় নাই।

প্রথমটী প্রধান মস্‌জিদ্ (৩৭) নগরের মধ্যস্থিত সুবৃহৎ শৈলের উপর স্থাপিত বলিয়া উহাকে, বহুদূর হইতে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। শৈলের উপরিভাগ পূর্ব্ব হইতে সমান করা হইয়াছিল। উহার চতুর্দ্দিকে স্থানটী পরিষ্কার করিয়া একটী সুন্দর বর্গক্ষেত্রে পরিণত করা হইয়াছে। মস্‌জিদের চতুর্দ্দিকে চারিটি সুন্দর পথ আসিয়া ইহাতে মিলিত হইয়াছে। প্রথমটী মস্‌জিদের সম্মুখস্থ সিংহদ্বারে আসিয়া মিলিয়াছে। দ্বিতীয়টী মস্‌জিদের পশ্চাতে আসিয়া মিলিয়াছে, এবং অপর দুইটী পথ

(৩৭) জুমা মসজিদ—বার্ণিয়ার অতঃপর ইহার বর্ণনা করিয়াছেন।

'জুম্মা মসজিদ'।
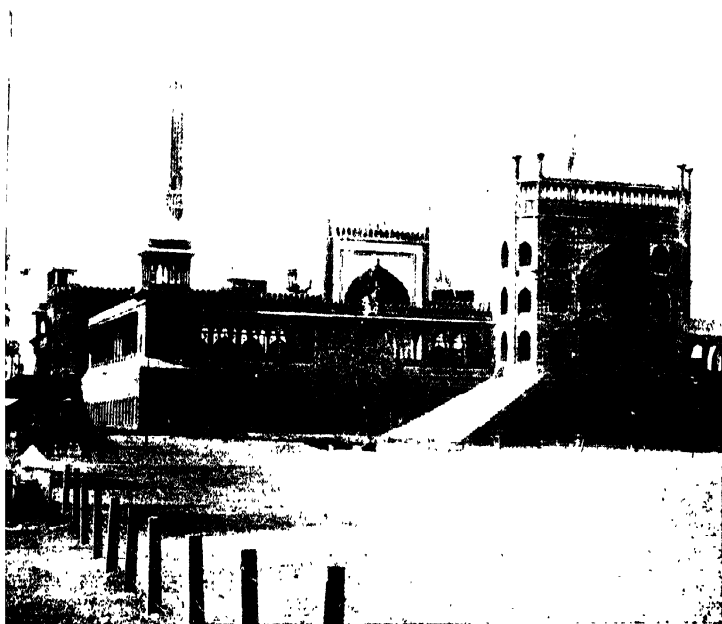
কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

মস্‌জিদের দুই পার্শ্বের মধ্যস্থিত দুইটী দ্বারে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। সুন্দর ও বৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত প্রায় পচিশ ত্রিশটি সোপান অতিক্রম করিয়া তিনটী দ্বারে উপস্থিত হইতে হয়। এইরূপ সোপানাবলী সম্মুখে ও দুই পার্শ্বে আছে। মস্‌জিদের পশ্চাদ্দেশে বন্ধুরতা দূর করিবার নিমিত্ত, শৈল পর্য্যন্ত সুবৃহৎ ও সুন্দর প্রস্তর খণ্ডদ্বারা আবৃত করায় উহার সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত দ্বার তিনটী শোভায় অতুলনীয়। সুবৃহৎ কপাটগুলি কারুকার্য্যখচিত তাম্রেরপাত দ্বারা মণ্ডিত। অন্যান্য দ্বারগুলি অপেক্ষা সিংহদ্বারের শোভা ও সৌন্দর্য্য অধিক। উহার উপরে মর্ম্মর প্রস্তরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটী চূড়া থাকায় উহাকে আরও সুন্দর দেখায়। মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত তিনটী গম্বুজ আছে। মধ্যস্থিত গম্বুজটী অন্য দুইটী গম্বুজ অপেক্ষা বৃহৎ ও উচ্চ। মস্‌জিদের শেষভাগই আচ্ছাদিত। গম্বুজত্রয় ও সিংহদ্বারের মধ্যাস্থিত স্থানের উপর গ্রীষ্মাতিশয্য প্রযুক্ত কোন আচ্ছাদন নাই। সমস্ত স্থানটি মর্ম্মর প্রস্তরের বৃহৎ বৃহৎ ফলকে আবৃত। আমি স্বীকার করি যে, এই সকল প্রাসাদ আমাদের অনুমোদিত রীত্যনুযায়ী নির্ম্মিত হয় নাই। তথাপি আমি কোন রুচিবিগর্হিত দোষ দেখিতে পাই না ; প্রত্যেক অংশই সুনির্ব্বাচিত, সুসম্পাদিত এবং সুনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই মস্‌জিদের আদর্শে নির্ম্মিত পারিসের গির্জ্জাও কেবল নির্ম্মাণ পদ্ধতি ও অত্যাশ্চার্য্য দৃশ্যের জন্যই প্রশংসিত হইবে। তিনটী সুবৃহৎ গম্বুজ ও অসংখ্য চূড়াগৃহগুলি শ্বেতবর্ণের প্রস্তর নির্ম্মিত ; এতদ্ব্যতীত মস্‌জিদের অন্যান্য স্থান রক্তবর্ণের, দেখিলে মনে হয় যেন সুবৃহৎ লোহিত বর্ণের মর্ম্মর দ্বারা এইগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা একপ্রকারের প্রস্তর, অতি সহজেই ইহাদিগকেই কর্ত্তন করা যায়,

কিন্তু কিয়দ্দিবস পরে ইহার স্তরগুলি খসিয়া পড়ে। অধিবাসীরা বলে যে, যে সকল আকর হইতে এইগুলি লওয়া হয়, সেই সকল আকরে ধীরে ধীরে প্রস্তরগুলি পুনরায় জন্মে। ইহা সত্য হইলে আশ্চর্য্যের বিষয় বটে; কিন্তু আকরগুলি বৎসরে বৎসরে জলপূর্ণ হয় বলিয়া অধিবাসীদের এইরূপ ধারণা। ইহা অভ্রান্ত কিনা তাহা আমি স্থির করিতে পারি না।

বাদশাহ প্রতি শুক্রবার এই মস্‌জিদে আরাধনার্থ গমন করেন; আমাদের দেশে যেরূপ রবিবার, এতদ্দেশে শুক্রবার সেইরূপ। যে সকল রাজপথ হইয়া তিনি গমনাগমন করেন, সেইগুলির ধূলি ও উষ্ণতা প্রশমনার্থ জলসেচন করা হয়; দুই তিন শত বন্দুকধারী সৈন্য দুর্গদ্বার রক্ষা করে এবং মস্‌জিদ পর্য্যন্ত রাজপথের উভয় পার্শ্বে সৈন্যগণ অবস্থিত থাকে। এই সৈন্যগণের বন্দুকগুলি ক্ষুদ্র হইলেও উত্তম এবং এইগুলি লোহিত বস্ত্রের আবরণে আবৃত ও শীর্ষদেশে ক্ষুদ্র পতাকা শোভিত। পাঁচ ছয় জন সুসজ্জিত অশ্বারোহী দুর্গদ্বারে অপেক্ষা করে; ইহারা যাহাতে ধূলির জন্য বাদশাহ কষ্টভোগ না করেন, তজ্জন্য তাঁহার কিছুদূর অগ্রে অগ্রে গমন করে। এই সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন হইলে বাদশাহ দুর্গ পরিত্যাগ করেন; কোন সময়ে তিনি সুসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে বিচিত্রিত ও স্বর্ণমণ্ডিত স্তম্ভোপরি স্থাপিত চন্দ্রাতপ তলে গমন করেন; অন্যসময়ে সুবর্ণ ও নীলপ্রস্তর-খচিত সিংহাসন পাল্কির উপর স্থাপিত করিয়া মস্‌জিদে যাইয়া থাকেন। এই পাল্কি কিংখাব বা লোহিত বর্ণের আস্তরণ দ্বারা আবৃত ও আটজন নির্ব্বাচিত সুশ্রী লোক এই পাল্কি বহন করে। অনেক ওমরাহ অশ্বপৃষ্ঠে ও পাল্কিতে বাদশাহের অনুগমন করেন; এই ওমরাহদিগের সঙ্গে অনেক মনসবদার ও দণ্ডধারী থাকে। ইহাদের কথা আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আমি বলিতে পারি না যে, এই শোভাযাত্রা তুরস্কের সুলতানের ছদ্মবেশী অথবা ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের সামরিক

পরিচারকগণের শোভাযাত্রার তুল্য কিনা ; ইহার শোভাপ্রভা বিভিন্ন প্রকারের ; তথাপি ইহা অল্প সম্ভ্রমাকর্ষক নহে।

এইবার দিল্লীর অন্য যে প্রাসাদের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিব, তাহা বেগমসরাই (৩৮) নামে অভিহিত। শাহ জাহানের জ্যেষ্ঠা কন্যাই (যাঁহার কথা আমি পূর্ব্বে বহুবার উল্লেখ করিয়াছি) ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কেবল এই রাজকুমারীই নহেন, বৃদ্ধ বাদশাহের অনুগ্রহ-ভিখারী সকল ওমরাহই নিজ নিজ ব্যয়ে নূতন নগর সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। এই প্রাসাদ তোরণ সমন্বিত চতুষ্কোণ আকারের। ইহা অনেকাংশে পারিসের রাজপ্রাসাদের ন্যায় ; প্রভেদ এই যে, খিলানগুলি প্রাচীর দ্বারা বিভক্ত এবং অভ্যন্তরস্থ প্রান্তদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ আছে। তোরণগুলির ঊর্দ্ধদেশে প্রাসাদের চতুর্দ্দিকেই একটী মঞ্চ আছে ; নিম্নে যতগুলি কক্ষ আছে এই মঞ্চসংলগ্নও ততগুলি কক্ষ রহিয়াছে। ধনাঢ্য পারসীক, উজবক্ ও অন্যান্য বৈদেশিক বণিক্‌গণ এই স্থানেই সমাগত হইয়া থাকেন ; ইঁহাদিগকে সাধারণতঃ শূন্য কক্ষগুলি বাস করিবার জন্য প্রদত্ত হয় ; দ্বার রুদ্ধ থাকে বলিয়া ইঁহারা এইস্থানে নিরাপদে বাস করেন। পারিসে এইরূপ কতকগুলি গৃহ থাকিলে বৈদেশিকগণ নগরে প্রথম আগমন কালে বর্ত্তমানকাল অপেক্ষা অধিকতর নিরাপদ ও সুন্দর বাসস্থান পাইতে পারে। যতদিন পরিচিত ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ না হয়, ততদিন এই বৈদেশিকগণ এই সকল গৃহে অবস্থান করিতে পারেন এবং অবসর মত সুবিধামত স্থান অনুসন্ধান করিতে পারেন। এই সকল গৃহ সকল প্রকার পণ্যের গুদাম ও বৈদেশিক বণিক্‌গণের ক্রয় বিক্রয়ের স্থানরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে (৩৯)।

---

(৩৮) ইহা সিপাহীবিদ্রোহের পরে ভূমিসাৎ করা হয়।

(৩৯) কিন্তু বার্ণিয়ার সর্ব্বত্রই ভারতবর্ষীয় স্থাপত্যের প্রশংসা করেন নাই।

দিল্লীবর্ণনা পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আপনি একটী প্রশ্ন করিতে পারেন এইরূপ মনে করিয়াই আমি সেই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিব। ফ্রান্সের রাজধানীর সহিত তুলনায় এই নগরের লোক সংখ্যা কত এবং কত সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি এইস্থানে বাস করেন ? যখন আমি বিবেচনা কার যে একটীর উপরে একটী স্থাপিত তিনটী নগর লইয়া পারিস, প্রত্যেকটী বহুসংখ্যক কক্ষ সমন্বিত এবং এইগুলির অধিকাংশই জন মানব পূর্ণ, রাজপথগুলি স্ত্রীপুরুষ পূর্ণ, অত্যল্প সংখ্যক উদ্যান, বা পুষ্পবাটিকা আছে; এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া মনে হয় যে, পারিস্ পৃথিবীর প্রসিদ্ধনগর এবং দিল্লীতে পারিসের ন্যায় যে লোক জন থাকিতে পারে ইহা আমি কিছুতেই মনে করিতে পারি না। পক্ষান্তরে যদি ভারতবর্ষের এই রাজধানীর বিশাল বিস্তৃতি ও অসংখ্য বিপণির বিষয় চিন্তা করি, এবং যখন মনে হয় যে এই নগর মধ্যে ওমরাহগণ ব্যতীত ন্যূনপক্ষে পঞ্চত্রিংশ সহস্র সেনার বসতি, এবং প্রায় প্রত্যেকেরই স্ত্রী পুত্র ও বহুসংখ্যক ভৃত্য আছে, এবং তাহারাও তাহাদের প্রভুর ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন গৃহে বাস করে, প্রত্যেক গৃহই স্ত্রীলোক ও বালক বালিকায় পরিপূর্ণ, এবং যে সময় সূর্য্যের উত্তাপের অল্পতা হেতু অধিবাসিগণ ভ্রমণে বহির্গত হয় তখন বিস্তৃত রাজপথগুলি জনাকীর্ণ হইয়া উঠে, এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, দিল্লী ও পারিসের লোকসংখ্যা বিষয়ে কোন বিশিষ্ট মত প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করিতে হয়। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে যদিও দিল্লীর লোকসংখ্যা পারিসের লোকসংখ্যার সমান না হয়, তথাপি উহা অপেক্ষা বিশেষ অল্প হইবে না। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর লোকের বিষয় বিবেচনা করা হইলে, দিল্লী ও পারিসের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে। পারিসের রাজপথে প্রত্যেক দশ জন লোকের মধ্যে প্রায় সাত আট জনের পোষাক পরিচ্ছদ সুন্দর ও তাহাদিগকে

ভদ্র বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু দিল্লীতে দশজন ব্যক্তির মধ্যে কেবল দুই তিন জন ভদ্র পরিচ্ছদধারী ব্যক্তি পরিলক্ষিত হয়, ও প্রায় সাত আট জন রুক্ষ ও মলিন বেশধারী দরিদ্র ব্যক্তি নয়নগোচরে আইসে। তাহারা সেনা বিভাগে কার্য্য প্রাপ্তির আশায় নগরে গমনাগমন করে। আমি ইহাও অস্বীকার করিতে পারি না যে, রাজপথে সর্ব্বদাই সুন্দর পরিচ্ছদে আবৃত সুশ্রী অশ্বারোহীকে ভৃত্যাদি দ্বারা পরিবৃত হইয়া ভ্রমণ করিতে দেখা যায়। যখন বাদশাহ, ওমরাহ ও মনসবদারগণ দুর্গ পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য কিংবা আম খাসে সভায় যোগদান করিবার জন্য দুর্গের সম্মুখস্থ উদ্যানে উপস্থিত হন, তখন সেই উদ্যান শোভা ও সম্পদে মহিমান্বিত হইয়া উঠে। চতুর্দ্দিক্ হইতে মনসবদারগণ উত্তম পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া ও সুন্দর অশ্বে আরোহণ করিয়া তথায় উপস্থিত হন। তাঁহাদিগের প্রত্যেকের সহিত চারি জন করিয়া ভৃত্য, দুই জন সম্মুখে ও দুই জন পশ্চাতে থাকিয়া, প্রভুর জন্য পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়। ওমরাহ এবং রাজন্যবর্গও কেহ বা অশ্বারোহণে কেহ বা বৃহৎ হস্তিপৃষ্ঠে তথায় গমন করেন। কিন্তু অধিকাংশই ছয় জন বাহক দ্বারা বাহিত চাকচিক্যশালী পাল্কীতে, আরোহণ পূর্ব্বক ওষ্ঠদ্বয় রক্তবর্ণ ও নিশ্বাস প্রশ্বাস সুগন্ধিযুক্ত করিবার জন্য তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে তথায় গমন করেন। পাল্কীর এক পার্শ্বে এক জন ভৃত্য রৌপ্যের পিকদানী ধারণ পূর্ব্বক গমন করে, এবং অন্য পার্শ্বে দুই জন ভৃত্য প্রভুকে ময়ূরপুচ্ছের পাখা লইয়া ব্যজন করিতে থাকে। তিন চারি জন পদাতিক অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া পথ পরিষ্কার করে এবং সুসজ্জিত ও শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহিগণ পশ্চাতে আগমন করে।

দিল্লীর নিকটবর্ত্তী ভূভাগ অত্যন্ত উর্ব্বর। এই জনপদে প্রচুর পরিমাণে শস্য, চিনি, নীল, জোয়ার এবং সাধারণ অধিবাসিবৃন্দের আহারোপযোগী

তিন চারি রকমের দাউল জন্মে। নগর হইতে দুই "লীগ" দূরে, আগ্রা যাইবার পথে, কুতব মিনার নামে একটি সুপ্রাচীন অট্টালিকা আছে; পূর্ব্বে ইহা "দেবস্থান" ছিল এবং ভারতবর্ষের প্রচলিত কোন এক ভাষার লিপি সকল খোদিত রহিয়াছে; এই লিপি এত প্রাচীন যে কেহই ইহা বুঝিতে পারে না।

অন্য দিকে এবং দিল্লী হইতে দুই তিন লীগ দূরে সালিমার (৪০) নামক বাদশাহের উদ্যানবাটিকা আছে; এই অট্টালিকা সুন্দর ও সুদৃশ্য; তথাপি ইহাকে "ফন্টেনব্লো" "সেণ্ট জার্ম্মেন" বা "ভার্সেলেস" প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাসাদের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে না। আমি আপনাকে বিশেষরূপে আশ্বাস দিতেছি যে, দিল্লীর নিকটে এরূপ কোন স্থান নাই অথবা সেণ্ট ক্লাউড, স্যান্টিলী, মিউডন্, লিয়ান্কোর, ভোও রুয়েল অথবা বণিক্ বা অন্যান্য অধিবাসিগণের ব্যবহারের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পবাটিকা নাই। কিন্তু যখন আমরা মনে করি যে, এতদ্দেশে কোন প্রজাই ব্যক্তিগত ভাবে ভূমির স্বত্বাধিকারী নহে, তখন আমরা ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হই না। দিল্লী ও আগ্রার মধ্যবর্ত্তী পঞ্চাশ বা ষাট লীগ স্থানের মধ্যে কোন সুন্দর নগর নাই; সমস্ত রাজপথ শোভাহীন ও তাহাতে মনোযোগ আকর্ষণ করিবার কিছুই নাই; এক মথুরা ব্যতীত দর্শনযোগ্য কিছুই নাই। শেষোক্ত স্থানে একটি প্রাচীন ও সুন্দর দেব মন্দির, ও কয়েকটী মধ্যমাকারের সরাই রহিয়াছে। এই সরাইগুলি এক এক দিবসের পথের দূরবর্ত্তী; জাহাঙ্গীরের আদেশানুযায়ী রাজপথের দুই পার্শ্বে প্রোথিত বৃক্ষ শ্রেণী এক শত পঞ্চাশ লীগ বিস্তৃত ও ইহার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পথ চিহ্নিত করিবার জন্য এক ক্রোশ অন্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ রহিয়াছে। অনেক সময় পথিমধ্যে কূপও দেখিতে পাওয়া যায়; এই গুলি তৃষ্ণার্ত্ত পথিকগণের তৃষ্ণা নিবারণের ও জলসেচনের জন্য খনিত হইয়াছে।

(৪০) বাদশাহ শাহ জাহানের রাজত্বের চতুর্থবৎসরে আরম্ভ করা হইয়াছিল।

কুতব-মিনার—আরবী লিপি।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।
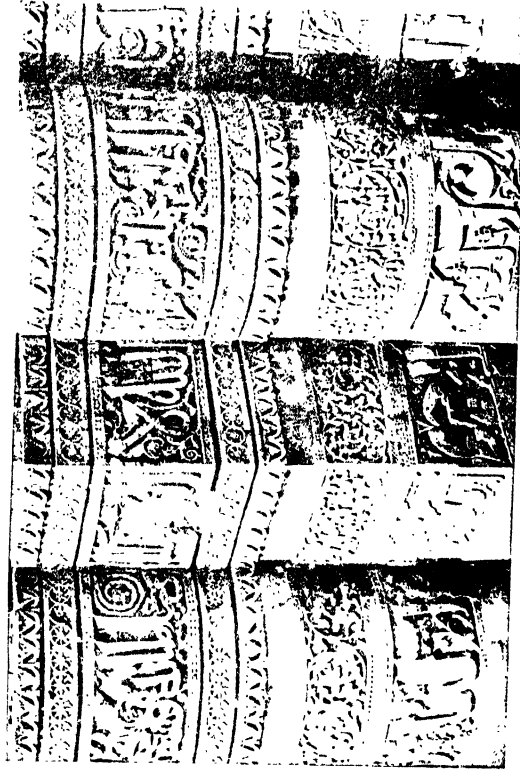
আমি দিল্লী সম্বন্ধে যে বর্ণনা করিয়াছি তাহা হইতেই আগ্রার সম্বন্ধে অন্ততঃ পক্ষে, ইহার যমুনা-কূলে স্থিতি, দুর্গ বা রাজপ্রাসাদ এবং অন্যান্য সরকারী অট্টালিকা বিষয়ে প্রকৃত ধারণা করা যাইতে পারে। কিন্তু আকবরের সময় হইতে আগ্রা হিন্দুস্থানের বাদশাহগণের প্রিয়তম আবাস স্থান ছিল বলিয়া (আগ্রা আকবর কর্তৃকই প্রতিষ্ঠিত ও আকবরবাদ নামে অভিহিত হইয়াছিল) ইহা আকারে, ওমরাহ ও রাজাদিগের আবাস স্থানের সংখ্যায় অন্যান্য অধিবাসিগণের গৃহ এবং সরাই সকলের সংখ্যা ও সুবিধায় দিল্লী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আগ্রার দুইটী সমাধি গৃহও বিশেষ প্রশংসার যোগ্য ; আমি পরে ইহাদের বর্ণনা করিব। দুঃখের বিষয়, এই নগরের প্রাচীর নাই এবং কোন কোন বিষয়ে অন্য রাজধানী অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কোন প্রকার কল্পনানুযায়ী নিৰ্ম্মিত হয় নাই বলিয়া আগ্রাতে দিল্লীর ন্যায় একবিধ ও প্রশস্ত রাজপথের অভাব। বাণিজ্য-প্রধান চারি পাঁচটি রাজপথ দীর্ঘ ও এই স্থানের গৃহগুলি অপেক্ষাকৃত সুন্দর ; প্রায় অন্য সকলগুলিই ক্ষুদ্র, অপ্রশস্ত ও বিশৃঙ্খল। এই জন্য যখন বাদশাহ আগ্রায় অবস্থিতি করেন, তখন অত্যন্ত বিশৃঙ্খলতা হয়। আমার বিশ্বাস দুইটী রাজধানীর বিভিন্নতা আমি বর্ণনা করিতে সমর্থ হইয়াছি। তবে আমি উল্লেখ করিতে পারি যে, উচ্চ স্থান হইতে দেখিলে আগ্রাকে প্রাদেশিক সহর বলিয়া বোধ হয়। তথাপি ইহার দৃশ্য বৈচিত্র্যময় এবং মনোরম। আমীরগণ ছায়াভোগের জন্য সৰ্ব্বদাই নিজ নিজ উদ্যান ও প্রাঙ্গণে বৃক্ষ রোপণ করাতে, ওমরাহ, রাজা ও অন্যান্য সকলের আবাসস্থলই নবীন ও প্রচুর বৃক্ষ সম্বলিত ; এই সকল উদ্যান মধ্যে হিন্দু বণিকগণের উচ্চ প্রস্তর গৃহগুলি বনভূমি বেষ্টিত প্রাচীন দুর্গের ন্যায় বোধ হয়। উষ্ণ প্রধান ও শুষ্ক দেশে এরূপ দৃশ্য মনোরম ; কারণ এইরূপ দেশে চক্ষু বিশ্রাম ও উপভোগের জন্য হরিৎ বৃক্ষ অনুসন্ধান করে।

আগ্রায় জিসুইটগণের একটি গির্জ্জা ও একটি বিদ্যালয় আছে। এই স্থানে তাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ২৫।৩০টী পরিবারস্থ বালক বালিকা-গণকে শিক্ষা প্রদান করেন। এই সকল পরিবার যে কি প্রকারে আগ্রায় একত্র হইয়াছেন তাহা আমি জানি না; তবে ইঁহারা জিসুইটগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত দয়া ও বদান্য ব্যবহার দ্বারা প্ররোচিত হইয়াই এই স্থানে বাস করিতেছেন। পর্ত্তুগীজদিগের ভারতবর্ষে প্রাধান্য থাকিবার কালেই আকবর আগ্রায় জিসুইটগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। আকবর কেবল জিসুইটগণের ভরণপোষণের জন্য তাঁহাদিগকে বার্ষিক বৃত্তি দিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি তাঁহাদিগকে আগ্রা ও লাহোরে গির্জ্জা নির্ম্মাণেও অনুমতি দিয়াছিলেন। আকবর-পুত্র জাহাঙ্গীর জিসুইটগণের অধিকতর অনুরক্ত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু জাহাঙ্গীর-পুত্র শাহ জাহান দ্বারা ইঁহারা অত্যন্ত প্রপীড়িত হইয়াছিলেন। এই বাদশাহ ইঁহাদিগের বৃত্তি রদ, লাহোরের গির্জ্জা সম্পূর্ণরূপে এবং আগ্রার ও অধিকাংশ ধ্বংস করিলেন। আগ্রার গির্জ্জার চূড়াটী তিনি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিলেন; ইহাতে একটি ঘড়ী ছিল—এই ঘড়ীর শব্দ নগরের সকল স্থান হইতেই শ্রুত হইত।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে জিসুইটগণ হিন্দুস্থানে খৃষ্টধর্ম্মের উন্নতি সম্বন্ধে বিশেষ আশান্বিত হইয়াছিলেন। ইহা সত্য যে, জাহাঙ্গীর কোরাণের ধর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা প্রদর্শন করিতেন এবং খৃষ্টধর্ম্মের অত্যধিক প্রশংসা করিতেন। তিনি তাঁহার দুইটী ভ্রাতুষ্পুত্রকে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন এবং মির্জ্জা জুলকারমিন্‌কেও এইরূপ অনুমতি দিয়াছিলেন। ইনি সুন্নত হইয়াছিলেন ও অন্তঃপুরেই প্রতিপালিত হইতেছিলেন।

জিসুইটগণ বলেন যে, এই বাদশাহ খৃষ্টধর্ম্মকে সাহায্য করিতে এরূপ

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন যে, তিনি দরবারস্থ সকল ব্যক্তিকেই ইউরোপীয় পরিচ্ছদ পরিধান করাইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। পরিচ্ছদগুলি প্রস্তুতও হইয়াছিল; বাদশাহ তাঁহার এক জন ওমরাহকে আহ্বান করিয়া এই সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু এরূপ ভয়ঙ্কর উত্তর প্রদত্ত হইল যে, জাহাঙ্গীর নিজ অভিমত পরিত্যাগ করিয়া এই ব্যাপারটিকে পরিহাস সূচক বলিয়া ভাণ করিলেন।

জিসুইটগণ ইহাও বলিয়া থাকেন যে, জাহাঙ্গীর মৃত্যু শয্যায় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীর ন্যায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সংবাদ তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হয় নাই। কিন্তু অনেকে ইহার সত্যতা স্বীকার করেন না এবং বলেন যে, জাহাঙ্গীর জীবনে যেরূপ কোন ধর্ম্মেই আস্থাবান ছিলেন না, মৃত্যুকালেও সেইরূপ ছিলেন এবং শেষ জীবন পর্য্যন্ত নিজ পিতার ন্যায় আপনাকে নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও পয়গম্বর বলিয়া প্রচার করিতে ইচ্ছুক ছিলেন।

জাহাঙ্গীরের পরিবারভুক্ত একজন মুসলমানের পুত্র আমাকে বলিয়াছেন যে, মদোন্মত্ত ক্রীড়ার সময় এক দিবস বাদশাহ কয়েক জন সর্ব্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ মোল্লা ও এক জন ফ্লোরেন্সবাসী খৃষ্টীয় সন্ন্যাসীকে আহ্বান করিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি ক্রুদ্ধস্বভাবাপন্ন ছিলেন বলিয়া জাহাঙ্গীর তাঁহাকে "আতষ সন্ন্যাসী" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের আদেশানুযায়ী শেষোক্ত ব্যক্তি এক বক্তৃতায় মহম্মদের ধর্ম্ম মিথ্যা প্রতিপন্ন ও নিজ ধর্ম্মের প্রাধান্য ব্যাখ্যা করিলেন; জাহাঙ্গীর বলিলেন যে, জিসুইট ও মোল্লাগণের তর্কের শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সময় হইয়াছে। তিনি বলিলেন, "একটি গর্ত্ত খনন করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর। আতষ তাঁহার ধর্ম্মপুস্তকসহ ও কোন মোল্লা কোরাণসহ এই কুণ্ডে ঝম্প প্রদান করুন। অগ্নিতে যাঁহার ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে

না, আমি তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিব।" জিসুইট ধর্ম্মপ্রচারক এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেও, মোল্লাগণ ইহাতে ঘোরতর আপত্তি করিলেন। তখন উভয়ের প্রতিই করুণাপরবশ হইয়া বাদশাহ এই সম্বন্ধে আর দৃঢ়তা প্রকাশ করিলেন না।

এই আখ্যানে যতটুকুই সত্যতা থাকুক্ না কেন, ইহা সুনিশ্চিত যে, জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সকল সময়েই জিসুইটগণ দরবারে সম্মানিত ও আপ্যায়িত হইতেন এবং তাঁহারা হিন্দুস্থানে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচলনে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। কিন্তু জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পরে (দারা ও বুজীর (৪১) গভীর ঘনিষ্টতা ব্যতীত) যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাতে আমরা আর কোন আশাই করিতে পারি না। অজ্ঞাতসারে ধর্ম্ম প্রচারের সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেও, আশা করি এই আবশ্যকীয় বিষয় সম্বন্ধে সুদীর্ঘ পত্র লিখিবার পূর্ব্বে আমাকে কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ করিতে অনুমতি করিবেন।

প্রকৃতপক্ষে এইরূপ সঙ্কল্পে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। পৃথিবীর এই প্রান্তে এই সকল উত্তম ধর্ম্মযাজক, বিশেষতঃ কাপুচিন্ ও জিসুইটগণ, অসাবধানতা এবং অত্যধিক উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া যে এই ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করেন তাহাতে আমাদের প্রশংসা করা কর্ত্তব্য। কাথলিক্, গ্রীক্, আর্ম্মেনিয়ান্, নেষ্টোরিয়ান্, জ্যাকোবিন্ ও অন্যান্য সকল প্রকার খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বিদিগের প্রতি এই সকল সাধু যাজকগণের ব্যবহার স্নেহযুক্ত ও করুণাময়। ইঁহারাই পীড়িত বৈদেশিক ও পর্য্যটকগণের আশ্রয়স্থল ও সান্ত্বনাকারী এবং ইঁহাদের অভিজ্ঞতা ও আদর্শজীবন অবিশ্বাসিদের অজ্ঞতা ও লাম্পট্য প্রকাশ করে। দুঃখের বিষয় এই যে, কেহ কেহ অত্যন্ত লম্পটাচার দ্বারা খ্রীষ্টধর্ম্মের অবমাননা করে; ইহাদিগের হস্তে ধর্ম্মপ্রচারের

(৪১) পূর্ব্ববর্ত্তী ৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পবিত্র কার্য্যভার ন্যস্ত করা অপেক্ষা ইহাদিগকে মঠেই রুদ্ধ করিয়া রাখা আবশ্যক। ইহাদের ধর্ম্ম কেবল ছদ্মবেশ মাত্র এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে সাহায্য করা দূরে থাকুক, ইহারা প্রকৃত ধর্ম্মপ্রচারকদের অন্তরায় হইয়া থাকে। তবে ইহাদের সংখ্যা প্রকৃতই অত্যল্প। আমি এতদ্দেশে ধর্ম্মযাজক প্রেরণের অত্যন্ত পক্ষপাতী। ইঁহারা অত্যাবশ্যকীয় এবং খ্রীষ্টের দ্বাদশ জন শিষ্যের ন্যায় উন্নতমনা ও উন্নতচরিত্র ধর্ম্মপ্রচারকদিগকে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করা খ্রীষ্টানদিগের প্রধান কর্ত্তব্য। আমি অবিশ্বাসিদিগের সহিত বিশেষ করিয়া মিশিয়াছি ও তাহাদের হৃদয়ের সংকীর্ণতার বিষয় বিশেষ করিয়া অবগত আছি বলিয়াই, প্রত্যেকদিন দুই তিন সহস্র লোক দীক্ষিত হইতে পারে এরূপ কথা বলিতে পারি না। বিশেষতঃ মুসলমান রাজা ও মুসলমান প্রজাদিগের নিকট এই প্রচার কার্য্য বিশেষ কঠিন হইয়া উঠিবে। আমি পূর্ব্বদেশস্থ প্রায় সমুদয় প্রচারের স্থানই দর্শন করিয়াছি এবং বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে বলিয়াই বলিতেছি যে, যদিও পৌত্তলিকদিগের মধ্যে দীক্ষা কার্য্য কথঞ্চিৎরূপে সম্পাদিত হইয়াছে, তথাপি যখন দশ বৎসরের পরে একজন মুসলমান দীক্ষিত হয় তখন এবিষয়ে হতাশ না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। ইহাও সত্য যে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থের "নূতনাংশের" প্রতি মুসলমানদিগের ভক্তি আছে ও যীশুখ্রীষ্টের বিষয় সর্ব্বদাই তাহারা সম্মানের সহিত আলোচনা করে ও তাঁহার নামের পূর্ব্বে হজরত শব্দ যোগ না করিয়া তাহা উচ্চারণ করে না। তাহারা ইহাও বিশ্বাস করে যে, তিনি আশ্চর্য্যরূপে কুমারী মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা ও শক্তিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাও দুরাশা মাত্র যে, তাহারা যে ধর্ম্মে আজন্ম প্রতিপালিত সেই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে কিংবা মহম্মদকে মিথ্যা অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিবে। তথাপি ধর্ম্মপ্রচারক-দিগকে যথাসম্ভব সাহায্য করা ইউরোপস্থ খ্রীষ্টানদিগের সর্ব্বতোভাবে

কর্ত্তব্য। তাহাদের ধন, ক্ষমতা ও প্রার্থনা, উদ্ধার-কর্ত্তা যীশুখৃষ্টের যশোবৃদ্ধির জন্য নিয়োজিত হওয়া উচিত। প্রচারকদিগের ব্যয় নির্ব্বাহ ইউরোপীয়দিগেরই করা কর্ত্তব্য। বিদেশস্থ ব্যক্তিদিগের উপর এই ভার প্রদান করা অবিবেচকের কার্য্য হইবে। প্রচারকগণ অভাবগ্রস্ত হইয়া যাহাতে কোন প্রকার হীন কার্য্যে রত না হইয়া পড়েন তদ্বিষয়েও আমাদিগের যত্নবান হওয়া উচিত। প্রচারক সমিতিকে যে কেবল প্রচুর পরিমাণে অর্থ প্রদত্ত হইবে, তাহা নহে, ইহা উন্নতচরিত্র, যাঁহারা সর্ব্বদাই সত্যের অন্বেষণে কৃতসংকল্প, পরোপকারের জন্য ব্যস্ত এবং ঈশ্বরের এই জগতে তিনি যেখানে ও যখন সুবিধা ও সুযোগ প্রদান করিবেন তথায় ও তখন অদাম উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করিতে যত্নবান হইবেন এইরূপ অদম্য উৎসাহযুক্ত ও বিশেষ বুদ্ধিমান ব্যক্তিদ্বারা গঠিত হওয়া উচিত। কিন্তু যদিও প্রত্যেক খ্রীষ্টান রাজের এইরূপভাবে কার্য্য করা কর্ত্তব্য, তথাপি কোন বিষয়ে যাহাতে কোনরূপ ভ্রান্তি না হয় তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে যত্নবান হইতে হইবে। প্রত্যেক নিরর্থক গল্পেই আস্থা স্থাপন করা অনুচিত ও যে দীক্ষাকার্য্য বিশেষ কঠিন ও কষ্টসাধ্য তাহা কখনও সহজসাধ্য বলিয়া ধারণা করাও উচিত নহে। মুসলমানধর্ম্মের কুসংস্কারগুলি মুসলমান হৃদয়কে যেরূপ দৃঢ়রূপে আচ্ছন্ন করিয়াছে তাহা আমরা গণনা করি না। উহাদিগের ধর্ম্মানুসারে উহারা স্ব স্ব মনোবৃত্তিগুলিকে অবাধরূপে চরিতার্থ করিতে পারে কিন্তু আমরা তাহাদিগকে যে ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে প্রস্তুত, তাহাতে তাহাদিগকে সেই বৃত্তিগুলিকে দমন করিতে হইবে। মুসলমান ধর্ম্মের নিয়মগুলি বিশেষ অনিষ্টকর। এই ধর্ম্ম অস্ত্রবলে স্থাপিত হইয়াছে এবং এখনও পাশবিক অত্যাচারের সহিত লোককে এই ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হয়। যদিও ইহা ধ্রুব সত্য যে, এরূপ অনিষ্টকর ধর্ম্ম কেবল মঙ্গলময় ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহেই বিনষ্ট

হইতে পারে তথাপি এই অনিষ্টকর ধর্ম্মের বৃদ্ধিতে বাধা প্রদান করিবার জন্য খ্রীষ্টানগণকে আমার প্রস্তাবানুযায়ী উৎসাহ প্রদর্শন ও উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। তবেই চীন ও জাপানে যে সুফল হইয়াছে তাহা হইতে ও জাহাঙ্গীরের দৃষ্টান্ত হইতে আমরা আশান্বিত হইতে পারি। বেদীতে ঈশ্বরের বিশেষ উপস্থিতিতে খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস থাকিলেও তাহারা গির্জ্জাতে যেরূপ অসম্মানজনক ব্যবহার করে তাহা মুসলমানদের আচরণ হইতে প্রকৃতই বিভিন্ন,—মুসলমানগণ মসজিদে আরাধনাকালে, বাক্যালাপ দূরে থাকুক, মস্তক পর্য্যন্ত ফিরায় না ; সে সময়ে ইহাদের চিত্ত গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে পূর্ণ থাকে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণের পক্ষে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের এই প্রথা একটি অন্তরায় স্বরূপ।

আগ্রায় ওলন্দাজগণের একটি কুঠী আছে ; এই কুঠীতে চারি পাঁচ জন কুঠীয়াল থাকেন। পূর্ব্বে কিংখাব, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র দর্পণ, সাধারণ ও জরির ফিতা এবং লৌহ নির্ম্মিত দ্রব্যাদি বিক্রয় এবং আগ্রা ও তথা হইতে দুই দিবসের দূরবর্ত্তী বয়ানা (৪২) নামক স্থান হইতে সংগৃহীত নীল ক্রয় করিয়া তাহারা অত্যন্ত লাভবান হইত। এই শেষোক্ত স্থানে তাহারা বৎসরে দুইবার করিয়া গমন করে এবং তথায় ইহাদের একটি কুঠী আছে। ওলন্দাজগণ জেলাপুর এবং আগ্রা হইতে সাত কি আট দিবসের দূরবর্ত্তী লক্ষ্ণৌ নামক স্থানে প্রভূত পরিমাণে বস্ত্র ক্রয় করিত। এই স্থানেও উহাদের একটি কুঠী আছে এবং সময়ানুযায়ী এই স্থানে কুঠীয়াল প্রেরিত হয়। কিন্তু মনে হয় যে, এই সময়ে ইহাদের ব্যবসায় তত লাভজনক ছিল না। সম্ভবতঃ আর্ম্মেনিয়বাসিগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অথবা আগ্রা হইতে সুরাটের দূরত্ব নিবন্ধন এইরূপ হইয়াছে। ইহাদের কর্ম্মচারিগণ গোয়ালিয়র ও বুহ্রানপুরের পার্ব্বত্য পথ হইয়া গমনাগমন না করিয়া বিভিন্ন

(৪২) বর্ত্তমানেও এইস্থানে নীলের কারখানা আছে।

রাজার রাজ্যের মধ্য দিয়া আহাম্মদাবাদের পথে গমন করে এবং এই জন্য বিপদগ্রস্ত হয়। যাহাই হউক না কেন, আমি বিশ্বাস করি না যে, ওলন্দাজগণ ইংরাজদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তাহাদের আগ্রার কুঠী পরিত্যাগ করিবে। এক্ষণেও তাহারা বিশেষ লাভে তাহাদের মসলা বিক্রয় করে এবং দরবারে বিশ্বস্ত ব্যক্তি রাখিয়া শাসনকর্ত্তা বা অন্য কেহ বঙ্গদেশীয় বা পাটনা, সুরাট বা আহম্মদাবাদের কুঠীতে অত্যাচার করিলে অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে।

যে দুইটী মস্‌জিদের জন্য দিল্লী অপেক্ষা আগ্রার প্রাধান্য তাহাদেরই বর্ণনা করিয়া আমি এই পত্র শেষ করিব। একটী বাদশাহ জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক তাঁহার পিতা আকবরের সম্মানার্থ, অন্যটী শাহ জাহান কর্ত্তৃক তাঁহার পত্নী তাজমহলের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাজমহলের সৌন্দর্য্য এরূপ অত্যাশ্চর্য্য ও সুবিখ্যাত ছিল এবং তাঁহার স্বামী এই সৌন্দর্য্যে এরূপ মোহিত হইয়াছিলেন যে, তিনি বেগমের জীবিত কালে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুতে এরূপ ব্যথিত হইয়াছিলেন যে, বাদশাহও এক প্রকার তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

আমি আকবরের সম্মানার্থে (৪৩) নির্ম্মিত মসজিদের বিষয় অধিক কিছু না বলিয়া তাজমহলের বর্ণনা আরম্ভ করিব, কারণ, আকবরের মসজিদের সৌন্দর্য্যগুলি তাজমহলে আরও সম্পূর্ণ রূপে পরিস্ফুটিত হইয়াছে।

আগ্রা পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকে গমন করিলে একটি বিস্তৃত ও বাঁধান ক্রমোচ্চ পথ দেখিতে পাওয়া যাইবে; উহার এক পার্শ্বে উচ্চ ও দীর্ঘ প্রাচীর, প্রাচীরের অপর পার্শ্বে সুবৃহৎ উদ্যান। পথের অপর

(৪৩) আগ্রার নিকটবর্ত্তী সেকান্দ্রার আকবরের সমাধি।

পার্শ্বে তোরণযুক্ত নূতন গৃহের শ্রেণী। সেগুলি দেখিতে আমার বর্ণিত দিল্লীর রাজপথ গুলির উভয় পার্শ্বস্থ গৃহশ্রেণীর ন্যায়। প্রাচীরের দৈর্ঘ্যের অর্দ্ধেক গমন করিবার পরে পথের দাক্ষণপার্শ্বে অর্থাৎ যে দিকে গৃহের শ্রেণী আছে সেই দিকে, একটি বৃহৎ ও সুনির্ম্মিত তোরণ দেখিতে পাওয়া যাইবে; উহা 'সরাইয়ের' প্রবেশদ্বার। প্রাচীরের বিপরীত দিকে সুবিস্তৃত সমচতুষ্কোণ ও গম্বুজযুক্ত অট্টালিকায় সুন্দর তোরণ। এই অট্টালিকাই দুইটী জলাশয়ের মধ্যস্থিত উদ্যানের প্রবেশদ্বার। জলাশয়দ্বয়ের সম্মুখভাগ খোদিত প্রস্তরের দ্বারা বাঁধান।

এই চতুষ্কোণ অট্টালিকা রক্ত প্রস্তরের ন্যায় এক প্রকার প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। কিন্তু রক্ত প্রস্তরের ন্যায় উহা কঠিন নহে। ইহার সম্মুখাংশ পারিসের "সেণ্ট আণ্টয়াইনের লুইস" অপেক্ষাও দীর্ঘতর এবং অতি সুন্দর-রূপে নির্ম্মিত, এবং উহারই ন্যায় উচ্চ। এই অট্টালিকা ফ্রান্স দেশস্থ অট্টালিকা প্রস্তুত প্রণালী অনুসারে নির্ম্মিত নহে; ইহা ভিন্ন প্রকারের। কিন্তু এই নিয়মশূন্য নির্ম্মাণের মধ্যেও সৌন্দর্য্য আছে, এবং আমার মতে আমাদের স্থপতি শাস্ত্রের মধ্যে ইহার স্থান হওয়া উচিত। ইহাতে খিলানের উপর খিলান এবং মঞ্চের উপর মঞ্চ অতি সুকৌশলে ও সহস্রবিধ রূপে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই অট্টালিকার দৃশ্য অতি মনোহর এবং ইহা অতি সুন্দর নিপুণতার সহিত কল্পিত ও নির্ম্মিত হইয়াছে। কোথাও কোন রূপ ত্রুটি দৃষ্ট হয় না, পরন্তু প্রত্যেক অংশই অতি মনোরম এবং উহা দর্শন করিয়া নয়নদ্বয় ক্লান্ত হয় না। আমি একজন ফরাসী দেশীয় বণিকের (৪৪) সহিত শেষবার তাজমহল দর্শন করিতে যাই। আমার ন্যায় তাঁহারও মত এই যে, এই অসীম সৌন্দর্য্যশালী অট্টালিকার প্রশংসার কথনও শেষ নাই। আমি সাহস করিয়া আমার মত প্রকাশ করি নাই,

(৪৪) ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ ইঁহাকে অন্যতম পর্য্যটক ট্যাভার্ণিয়ার বলিয়া মনে করেন।

কারণ আমার সন্দেহ হইতেছিল যে, হয়ত ভারতবর্ষে দীর্ঘকাল বাস করিয়া আমার রুচির অবনতি ঘটিয়াছে। কিন্তু যখন ফ্রান্স হইতে নবাগত সহচরের মুখ শুনিলাম যে, তিনি এরূপ উন্নত ও মহান্ দৃশ্য আর কোথায় দর্শন করেন নাই, তখন আমার মন শান্ত হইল।

উদ্যান মধ্যে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে একটি সুউচ্চ গম্বুজ দৃষ্ট হয়; ইহার উর্দ্ধদেশ প্রকোষ্ঠ দ্বারা বেষ্টিত এবং নিম্নে, দক্ষিণে ও বামে দুইটী মঞ্চ রহিয়াছে। এই দুইটীই আট দশ ফুট উচ্চ। রাজপথের যে স্থান দিয়া প্রবেশ করিতে হয় তাহার বিপরীত দিকে একটি উন্মুক্ত উচ্চ খিলান আছে। এই স্থান দিয়া প্রবেশ করিলে একটি পথ দৃষ্ট হয়; এই পথ উপবনটীকে দুইটী সমান ভাগে বিভক্ত করিয়াছে।

এই পথে পাশাপাশি ভাবে ছয়খানি শকট গমনাগমন করিতে পারে; ইহা বৃহৎ, দৃঢ় ও চতুষ্কোণ প্রস্তর মণ্ডিত এবং উদ্যান হইতে আট ফীট উচ্চ। সমস্ত উদ্যানটী একটি খাল দ্বারা বিভক্ত এবং স্থানে স্থানে সুদৃশ্য ফোয়ারা সমন্বিত।

এই পথে পঁচিশ কি ত্রিশ পদ অগ্রসর হইয়া মণ্ডপের পশ্চাদ্ভাগ দেখিবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়ান উচিত। পশ্চাদ্ভাগ সম্মুখের সহিত তুলনায় উপযুক্ত না হইলেও অত্যন্ত সুন্দর, উচ্চ এবং একই প্রকার কারুকার্য্য সমন্বিত। মণ্ডপের উভয় পার্শ্বে উদ্যান প্রাচীরের সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ ও প্রশস্ত মঞ্চ রহিয়াছে; ইহা তোরণের ন্যায় এবং ঘন-সন্নিবিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভ দ্বারা সুশোভিত। এই মঞ্চে দরিদ্রগণ বর্ষাকালে সপ্তাহে তিনবার করিয়া আগমন করিয়া শাহ জাহান কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত দানের অংশ গ্রহণ করে।

প্রধান পথ দিয়া কিছুদূর গমন করিবার পরে, সম্মুখে একটি বৃহৎ গম্বুজ দেখিতে পাওয়া যাইবে। উহার মধ্যেই সমাধি আছে। গম্বুজের

দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে কিঞ্চিৎ নিম্নে কয়েকটী উদ্যান পথ আছে। উহার দুই পার্শ্বে বৃক্ষ ও পুষ্প পরিপূর্ণ পুষ্প বাটিকা আছে। ঐ প্রশস্ত পথের শেষে, সম্মুখস্থ গম্বুজের পার্শ্বে, দুইটী সুবৃহৎ অট্টালিকা আছে, একটি বামে এবং অপরটী দক্ষিণে। প্রথমোক্ত অট্টালিকা যে রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত, সেই প্রস্তরের দ্বারা উক্ত অট্টালিকাদ্বয়ও প্রস্তুত হইয়াছে। এই অট্টালিকাদ্বয় বিস্তৃত ও চতুষ্কোণ; উহার প্রত্যেক অংশস্থ বাতায়ন ও ছাদের অলিন্দ অন্য অংশের উপর নির্ম্মিত। ইহার সম্মুখে তিনটী খিলান এবং পশ্চাতে উদ্যানের প্রাচীর। এই অট্টালিকাদ্বয়ের মধ্যস্থ অলঙ্কারাদির বিষয় বর্ণনা করিব না, কারণ যে অট্টালিকা আমি এক্ষণে বর্ণনা করিব, সেগুলি উহার মধ্যস্থিত অলঙ্কারাদি হইতে বিভিন্ন প্রকারের নহে। প্রধান পথ ও গম্বুজের মধ্যে একটি উন্মুক্ত ও সুন্দর স্থান আছে; উহাকে আমি বারি-বাটিকা বলি। কারণ তত্রস্থ প্রস্তরগুলি বাটিকাস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আধারের আকারে খোদিত ও অঙ্কিত। এই স্থানের মধ্য হইতে, যে অট্টালিকায় সমাধি আছে তাহা অতি সুন্দররূপে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং উহাই এক্ষণে আমি বর্ণনা করিব।

এই অট্টালিকা কেবল একটি শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত সুবৃহৎ গম্বুজ এবং প্যারিসস্থিত "ভাল দি গ্রেস" (৪৫) এর ন্যায় উচ্চ। ইহার চতুষ্পার্শ্বে কয়েকটি চূড়া আছে, এবং ক্রমান্বয়ে চূড়ার নিম্নে চূড়া, এরূপ ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে। সমুদয় অট্টালিকাটী চারিটী খিলানের উপর নির্ম্মিত। তিনটী খিলান উন্মুক্ত, কিন্তু চতুর্থটী মঞ্চযুক্ত একটি কক্ষের প্রাচীরে সংলগ্ন। তথায় তাজমহলের সম্মানার্থে কয়েকজন বেতনভোগী মৌলবী দ্বারা সর্ব্বদাই কোরাণ পঠিত হয়। প্রত্যেক খিলানের

(৪৫) ১৩৩ ফীট উচ্চ, ও ৫৩ ফীট ব্যাসবিশিষ্ট প্যারিসের অন্যতম হর্ম্ম; ইহা মূক ও বধিরগণের বাসস্থান।

মধ্যস্থল শ্বেত প্রস্তর-খণ্ড দ্বারা অলঙ্কৃত, এবং তথায় কৃষ্ণবর্ণ মর্ম্মর প্রস্তর দ্বারা আরবী অক্ষর খোদিত থাকায় উহার সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। গম্বুজের অভ্যন্তর ভাগ এবং প্রাচীরের পাদদেশ হইতে চূড়া পর্য্যন্ত সমুদয় অংশই শ্বেত প্রস্তর দ্বারা আচ্ছাদিত। এরূপ কোন অংশ তথায় নাই যাহা অতি নিপুণতার সহিত নির্ম্মিত না হইয়াছে এবং যাহায় কোন রূপ সৌন্দর্য্যের বিশেষত্ব নাই। সর্ব্বত্রই নানা প্রকারের রত্নাদি দেখিতে পাওয়া যায়। ফ্লোরেন্সের গ্রাণ্ড ডিউকের মন্দির-প্রাচীরে যে সকল মূল্যবান প্রস্তর বসান আছে, তাহাদের ন্যায় ও তাহা অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান রত্নখণ্ড, প্রাচীরের সম্মুখস্থিত প্রস্তরফলকে বিবিধ উপায়ে এবং বিভিন্ন প্রকারে সজ্জিত ও মিশ্রিত আছে। এমন কি গৃহতলস্থিত কৃষ্ণ ও শ্বেতবর্ণের চতুষ্কোণযুক্ত প্রস্তর ফলকগুলিতেও রত্নাদি অতি সুন্দর ও সুচারুরূপে খচিত আছে।

গম্বুজের নিম্নে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে তাজমহলের সমাধি স্থাপিত আছে। ইহা বৎসরে কেবল একবার মাত্র অতিশয় ধুমধামের সহিত উন্মুক্ত করা হয়। তথায় পাছে উহার পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যায় এই আশঙ্কায় সেই সময় কোন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী লোককে তথায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। সেই জন্য উহার দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু আমি অনুমান করি যে উহা অপেক্ষা মহান্ ও মূল্যবান আর কিছু কল্পিতও হইতে পারে না।

এক্ষণে কেবল একটি মাত্র দর্শনীয় বিষয় বর্ণনা করিতে রহিয়াছে। প্রায় পঞ্চবিংশ গজ প্রস্থ এবং ইহা অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ একটি বাঁধান স্থান,—ইহা গম্বুজ হইতে উদ্যানের প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই স্থান হইতে নিম্নস্থ যমুনা, উদ্যানসমূহ, আগ্রার কতকাংশ, দুর্গ এবং যমুনাকূলে নির্ম্মিত ওমরাহদিগের সুন্দর হর্ম্ম্যগুলি দৃষ্ট হয়। যখন আমরা বিবেচনা

করি যে, এই বাঁধান স্থান এক প্রকারে উদ্যানের প্রায় একদিক লইয়া বিস্তৃত, তখন আপনি বিবেচনা করিতে পারিবেন যে, তাজমহল যে একটি অত্যাশ্চর্য্য দ্রব্য, আমার এই উক্তির যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। ইহা সম্ভব হইতে পারে যে আমি ভারতীয় ভাব পোষণ করি ; কিন্তু আমি নিশ্চিতই বিবেচনা করি যে, মিশরের পিরামিড অপেক্ষা এই স্মৃতিচিহ্ন জগতের আশ্চর্য্য দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইবার অধিক দাবী রাখে। আমি এই পিরামিড দুইবার দেখিয়াছি কিন্তু আমি কোন বারেই সন্তুষ্ট হই নাই এবং প্রকৃতপক্ষে, বহির্ভাগে এই পিরামিডগুলি কেবল অধিরোহণীর আকারে পুঞ্জীকৃত বৃহৎ প্রস্তর মাত্র এবং অভ্যন্তরে যাহা আছে তাহাতে মনুষ্যের কৌশল বা কল্পনার কিছুই নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বার্নিয়ারের পত্র

হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার

হিন্দুস্থানের হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার

(১) আমি এযাবৎ দুইটী সূর্য্যগ্রহণ দেখিয়াছি—এইগুলি আমার পক্ষে ভুলিয়া যাওয়া অসম্ভব ;—একটী ১৬৫৪ সালে ফ্রান্সে থাকিয়া, এবং অপরটী হিন্দুস্থানের দিল্লী শহর হইতে ১৬৬৬ সালে। প্রথমটির দৃশ্য, ফরাসী জাতির বালক-সুলভ বিশ্বাস-প্রবণতা ও তাহাদের অমূলক ও অপবিমিত ত্রাসপ্রযুক্ত মানস-পটে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। এই ত্রাস এতই অত্যধিক যে, কেহ কেহ গ্রহণের হস্ত হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত মন্ত্রৌষধি আনিয়াছিল ; কেহ কেহ সমস্ত আলোকপথ রুদ্ধ করিয়া অর্গলবদ্ধ প্রকোষ্ঠ মধ্যে অথবা ভূগর্ভস্থ গুহা মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল ; সহস্র সহস্র ব্যক্তি স্ব স্ব গির্জ্জাভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কেহ বা অনিষ্টকর বিপত্তি মূলক প্রভাবের ভয়ে ভীত হইয়াছিল, জগতের শেষ-দিন সমাগত এবং এই গ্রহণই ইহার ভিত্তি ভূমিকে টলমল করিয়া তুলিবে মনে করিয়াছিল। যদিও গ্যাসেণ্ডি (২) ও রোবার্বল (৩) প্রমুখ বিখ্যাত

---

(১) এই পত্র পারস্যের অন্তর্গত সিরাজ হইতে ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে স্যাপেলিন্‌কে লিখিত হইয়াছিল। স্যাপেলিন্ দরিদ্র কবি ছিলেন। ফ্রান্সের তদানীন্তন মন্ত্রী কোলবার্ট কর্ত্তৃক তিনি সমসাময়িক সাহিত্যসেবিবৃন্দের তালিকা প্রস্তুত করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। বার্নিয়ার লিখিয়াছেন "এই পত্র হইতে প্রতীয়মান হইবে যে মনুষ্যের আত্মার পক্ষে যে কোনপ্রকার মত পোষণ করা সম্ভব।"

(২) গ্যাসেণ্ডি—সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক—ইনি বার্নিয়ারের শিক্ষক ছিলেন। "Gassendi's powers of acquistion must been singularly active ; nor was his logical acuteness, or the liveliness of his inagination, much inferior to the promptness and retentiveness of his memory." (Ency. Brit).

(৩) সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী অঙ্কশাস্ত্রবিৎ।

জ্যোতির্ব্বিদ ও দার্শনিক পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাদের যুক্তিপূর্ণ মতাবলী প্রচার দ্বারা ইহাই বিশদরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, কখনও কোন গ্রহণেই কোনও অনিষ্টপাত ঘটে নাই, উপস্থিত গ্রহণেও সুতরাং কোনও অনিষ্টের আশঙ্কা নাই ; সূর্য্যের এই গ্রাস পূর্ব্ব হইতেই গণনাদ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়াছে ; মূর্খ অথবা ধূর্ত্ত দৈবজ্ঞদের কল্পিত আশঙ্কাতেই ইহার যাহা কিছু বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হইতেছে মাত্র ; তথাপি (আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে) আমাদের স্বদেশবাসীরা এতাদৃশ অসঙ্গত ধারণা মনে স্থান দিয়াছিল।

১৬৬৬ সালের গ্রহণও হিন্দুস্থানবাসীদিগের উপহাসার্হ ভ্রান্তি ও অদ্ভুত অলীক ধর্ম্ম সংস্কার নিবন্ধন আমার স্মৃতিপটে অমোঘনীয় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। গ্রহণের অবধারিত সময়ে আমি আমার যমুনাতটস্থিত আবাস ভবনের ছাদের উপর অবস্থিত হইয়া দেখিলাম, প্রায় তিন মাইল ব্যাপিয়া নদীর উভয় তীর পৌত্তলিক হিন্দুপূর্ণ। ইহারা আ-নাভি জলনিমগ্ন অবস্থায় এবং যথা সময়ে ডুব দিয়া স্নানের অভিপ্রায়ে গ্রহণের প্রারম্ভকাল অবধারণ-মানসে আকাশে বদ্ধ দৃষ্টি রহিয়াছে। অল্পবয়স্ক বালিকারা সম্পূর্ণ অনাবৃত দেহ ; পুরুষদের কটিদেশ মাত্র একখণ্ড উত্তরীয়ে আচ্ছাদিত ; বিবাহিতা স্ত্রীলোক এবং ছয় সাত বৎসরের বালিকারা এক-বস্ত্রা। দেশীয় রাজা (ইঁহারা প্রায় রাজসভার বেতন-ভোগী আমাত্য) বণিক্, মহাজন, শ্রেষ্ঠি ও অন্যান্য ধনী সওদাগর প্রভৃতি পদস্থ এবং সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিরা সপরিবারে নদী উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়া এবং শিবির সংস্থাপন পূর্ব্বক জলমধ্যে "কণাৎ" বা পরদা প্রলম্বিত করিয়া দিলেন ; ইহার আচ্ছাদনে থাকিয়া তাঁহারা সাধারণ চক্ষুর অন্তরালে সস্ত্রীক স্নানাদিকৃত্য সম্পন্ন করিলেন। পৌত্তলিকগণ যেই দেখিল যে সূর্য্যের গ্রাস আরম্ভ হইয়াছে, অমনি তাহারা সমস্বরে উচ্চ চীৎকার ধ্বনি করিয়া উঠিল এবং ক্ষিপ্রভাবে পর পর অনেকবার তাহাদের সমগ্র দেহ জল-নিমগ্ন করিল। অতঃপর

তাহারা জলে দাঁড়াইয়া সূর্য্যের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক বাহ্য নিষ্ঠা সহকারে মন্ত্রপাঠ ও উপাসনাদি করিতে লাগিল; কভুবা অঞ্জলি জলে পূর্ণ করিয়া সূর্য্যের অভিমুখে নিক্ষেপ করে; কভুবা মস্তক অত্যন্ত প্রণমিত করে এবং হস্ত ও বাহু কখনও এদিকে, কখনও ওদিকে ফিরাইতে থাকে। গ্রহণের অবসান পর্য্যন্ত এই ভাবে ভ্রান্ত জনমণ্ডলীর স্নান, মন্ত্র-পাঠ, উপাসনা ও হস্ত মস্তকাদির অর্থহীন ভঙ্গী চলিতে থাকিল। প্রত্যাবর্ত্তন কালে তাহারা দূরে যমুনাগর্ভে রজত মুদ্রা নিক্ষেপ করিল এবং ব্রাহ্মণদিগকে ভিক্ষাদান করিল। বলাবাহুল্য ব্রাহ্মণেরা এই অর্থ-হীন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইতে বিরত হয় নাই। আমি লক্ষ্য করিলাম যে, প্রত্যেকেরই জন্য তীরে বালুকার উপর নববস্ত্র সংরক্ষিত ছিল; স্নানান্তে তাহারা তাহাই পরিধান করিল, এবং অধিকন্তু ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরা পরিত্যক্ত বস্ত্রাদি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া প্রস্থান করিল।

এইরূপে আমার বাটীর ছাদের উপর হইতে আমি এই গ্রহণ-মহোৎসবের বিধিমত অনুষ্ঠান অবলোকন করি। এই উৎসব একইবিধ সমারোহের সহিত সিন্ধু, গঙ্গা প্রভৃতি অন্যান্য নদীতে, এমন কি দীর্ঘিকাদিতেও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই শেষোক্ত গুলির মধ্যে থানেশ্বর নগরের দীর্ঘিকা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। যেহেতু গ্রহণের দিনে ইহার জল অন্য যাবতীয় জলাশয়ের জল অপেক্ষা অধিকতর পবিত্র ও শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে (৪) বলিয়া তথায় এই উপলক্ষে বিভিন্ন প্রদেশবাসী সার্দ্ধলক্ষাধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল।

মুগল সম্রাট্ মুসলমান হইয়াও এই সমস্ত প্রাচীন কুসংস্কারের অনুমোদন করিয়া থাকেন; হিন্দুদিগকে যথেচ্ছভাবে স্বকীয় ধর্ম্মের

---

(৪) গ্রহণের সময়ে সকল পুষ্করিণীর জল ইহাতে প্রবেশ করে, এরূপ কথিত আছে।

আচরণে বাধা দিতে তিনি ইচ্ছুক নহেন; অথবা সাহসই করেন না। কিন্তু উল্লিখিত ক্রিয়া কলাপ অনুষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে হিন্দুগণের পক্ষ হইতে তাঁহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ কতিপয় ব্রাহ্মণকে রাজ দরবারে উপস্থিত হইয়া সম্রাট্‌কে উপঢৌকন বলিয়া লক্ষ টাকা দিতে হয়। তখনকার দরে এক টাকা প্রায় আড়াই শিলিংএর তুল্য। ইহার প্রতিদানে সম্রাট্‌ও কতিপয় অঙ্গাবরণ ও একটি বৃদ্ধ হস্তী মাত্র তাহাদিগকে লইতে অনুরোধ করিয়া থাকেন।

গ্রহণ উৎসব ও তদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত ক্রিয়া কলাপের অনুকূলে যে সমস্ত সারগর্ভ ও অকাট্য যুক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে, আমি এক্ষণে তাহারই উল্লেখ করিব।

তাহারা বলে আমাদের চারিটী বেদ আছে। এগুলি ঈশ্বরের স্বরচিত পবিত্র ব্যবস্থা গ্রন্থ; তিনি স্বয়ং ব্রহ্মার হাত দিয়া আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। এই বেদের মত এই যে, অত্যন্ত কোপনস্বভাব ও অনিষ্টকারী, অতিমাত্র তামসিক ও কৃষ্ণবর্ণ, অতীব কলুষিত ও অপবিত্র (এগুলি সমস্তই তাহাদের নিজের কথা) দেবতাবিশেষ সূর্য্যকে অভিভূত করিয়া মসীলিপ্ত, কলুষিত ও আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে; সূর্য্যও দেবতা, কিন্তু সম্পূর্ণ অনুকূল ও দোষস্পর্শ-শূন্য, সুতরাং এই দুষ্টমতি ও তামসিক দেবের সংস্পর্শে ও প্রভাবে পীড়াগ্রস্ত হইয়া দুর্বিসহ যন্ত্রণা ও অস্বস্তি বোধ করিতে থাকেন; এই শোচনীয় অবস্থা হইতে সূর্য্যকে অব্যাহত করিবার চেষ্টা সকলের পক্ষেই কর্ত্তব্য। এই গরীয়ান্ ব্যাপার একমাত্র উপাসনা, স্নান, দান প্রভৃতি পুণ্য কার্য্যের দ্বারা সংসাধিত হইতে পারে; গ্রহণ কালে এই সমস্ত কার্য্যের শ্রেয়করী শক্তি প্রভূত; এই সময়ে যে ভিক্ষাদান করা যায়, তাহার ফল অন্য সময়ের দত্ত ভিক্ষার শতগুণ, সুতরাং কে এমন আছে যে এই শতকরা শত পরিমিত লাভে বিমুখ হইবে?

যে দুইটী গ্রহণের স্মৃতি অনপনেয় বলিয়াছি তাহা এই। ইহা হইতে স্বভাবতঃ এই হতভাগ্য পৌত্তলিকদের অন্যান্য উৎকট বিসদৃশ ক্রিয়া কাণ্ডের বর্ণনায় উপনীত হইতেছি এতৎ সম্পর্কে আপনার যেরূপ সিদ্ধান্তে অভিরুচি হয় তাহাতেই উপনীত হইবেন।

বঙ্গসাগরের উপকূলে অবস্থিত জগন্নাথ নামক শহরে উক্ত-নামধেয় এক সুপ্রতিষ্টিত বিগ্রহ আছে। তথায় (যদি আমার স্মৃতি আমাকে ছলনা না করিয়া থাকে) অষ্টাহ বা নবাহ-কাল ব্যাপী একটী বার্ষিক উৎসব হইয়া থাকে। পুরাকালে আমনের (৫) মন্দিরে যেরূপ হইত এবং অধুনা মক্কা সহরে যেরূপ হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই উৎসবেও অসংখ্য লোকের সমাগম হয়। আমি শুনিয়াছি জন-সংখ্যা কখন কখন দেড় লক্ষের অধিক হয়। আমি হিন্দুস্থানের অন্যত্র কতিপয় স্থলে যেরূপ দেখিয়াছি এইস্থানেও সেইরূপ একখানি রথ নির্ম্মিত হয় ও ইহাতে বহুসংখ্যক অদ্ভুত মূর্ত্তি সন্নিবিষ্ট থাকে। সেগুলি দেখিতে প্রায় আমাদের চিত্রাদিতে যেরূপ রাক্ষসের প্রতিকৃতি অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায় তদ্রূপ,—কোনটী বা অর্দ্ধ নরাকৃতি কোনটী বা অর্দ্ধ পশুর ন্যায়, কোনটীর বা অমানুষিক ভয়ানক মস্তক ইত্যাদি (৬)। এই প্রকাণ্ড কল কামান-বাহী শকটের ন্যায় চতুর্দ্দশ বা ষোড়শটী চক্রের উপর সংস্থাপিত হইয়া পঞ্চাশ ষাট জন লোকের সমবেত উদ্দমে সঞ্চালিত হয়। বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদিতে ভূষিত জগন্নাথ বিগ্রহ ইহার মধ্যভাগে দেদীপ্যমান রূপে সংস্থাপিত হইয়া এক মন্দির হইতে অন্য মন্দিরে নীত হইয়া থাকেন।

যে দিন প্রথম এই বিগ্রহ আনুষ্ঠানিক ভাবে মন্দিরে প্রদর্শিত হয়, সে দিবস লোকের এতই ভিড় হয় এবং চাপ এতই বেশি হয় যে বহুদূর

(৫) (Ammon) মিশরের দেবতা।
(৬) ঊনবিংশ খণ্ড, ফীচের বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

সমাগত ক্লান্ত যাত্রীদের কেহ কেহ চাপে পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পার্শ্ববর্ত্তী সমাকীর্ণ জনতা তাহাদিগকে সহস্র-মুখে আশীর্ব্বাদ করে, এবং এত পথ চলিয়া আসিয়া এই শুভযোগে মৃত্যু নিবন্ধন দেবতার বিশেষ অনুগৃহীত বলিয়া মনে করে। নারকীয় জয়গর্ব্ব সহকারে রথ যখন ইহার আড়ম্বরময় গতির অনুসরণ করিতে থাকে, তখন এমনও লোক দেখিতে পাওয়া যায় (আমি এখানে যাহা বলিতেছি: তাহা আমার স্বকপোলকল্পিত গল্প মাত্র নহে) যাহারা এরূপ অন্ধভাবে বিশ্বাস-পরায়ণ ও বর্ব্বর-সংস্কার-পূর্ণ যে অবলীলাক্রমে ইহার প্রকাণ্ড চক্রের গতিপথে স্ব স্ব দেহ নিপতিত করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে চূর্ণবিচর্ণ হইয়া যায়; ইহাতে দর্শক মণ্ডলীর ভীতি বা বিস্ময়ের লেশ মাত্র উদ্রিক্ত হয় না। তাহাদের মতে কোন কার্যাই এই আত্মবিনাশের তুল্য বীরোচিত শ্রেয়স্কর নহে। উৎসর্গীকৃত-দেহ বিড়ম্বিত ব্যক্তিরাও মনে করে যে জগন্নাথ তাহাদিগকে পুত্রত্বে গ্রহণ করিবেন, এবং সুখময় ও মহিমাময় ও নবজীবনে পুনরুজ্জীবিত করিবেন।

ব্রাহ্মণেরা এই সমস্ত ভয়ানক ভ্রম ও অন্ধবিশ্বাসের উৎসাহদান ও সহায়তা করিয়া থাকে; যে হেতু তাহাদের বিত্ত ও বৈভবের ইহাই মূল উপাদান, গুরুতর ও নিগূঢ় তত্ত্বসমূহে অনুরক্ত ও তদর্থে উৎসর্গীকৃত-জীবন বলিয়া লোক সাধারণের নিকট তাহারা যথেষ্ট পূজিত এবং তাহাদেরই দানে পরিপুষ্ট। ধূর্ত্ততা ও প্রবঞ্চনা এতই কুৎসিত ও হেয় যে সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে তাহারা যে এবম্বিধ গর্হিত উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে একথা আমি কদাচ বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। বলাবাহুল্য, এরূপ প্রমাণ আমি পাইয়াছি। এই পাষণ্ডেরা জগন্নাথের বিবাহের পাত্রী হইবার জন্য (তাহারা এইরূপ প্রচার করে ও মূর্খ লোকদিগকেও বিশ্বাস করায়) একটি সুন্দরী যুবতীকে নির্ব্বাচিত করে।

এই যুবতী পূর্ব্ব-বর্ণিত জাঁকজমক সহকারে জগন্নাথের সমভিব্যাহারে মন্দিরে যায় ও জগন্নাথ সমাগত হইয়া তাহার সহিত রাত্রিবাস করিবেন, এ কথা সত্যই বিশ্বাস করিয়া তথায় সমস্ত রাত্রি অবস্থান করে। উক্ত দেবতার নিকট বর্ষ-ফল জিজ্ঞাসার নিমিত্ত এবং তাঁহার প্রদত্ত ধন-ধান্যাদির প্রতিদানে কিরূপ সমারোহ, উৎসব, উপাসনা ও দানাদি তিনি চাহেন ইহা ভাবিয়া লইবার জন্য তাহাকে আদেশ করা হয়। রাত্রিকালে এই প্রতারকদিগের একজন পশ্চাতের কোন ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অসন্দিগ্ধচিত্তা যুবতীকে (জগন্নাথ ছলে) সম্ভোগ করে এবং যেরূপ যাহা প্রয়োজন বোধ করে, তাহাকে প্রত্যয় করায়। পরদিবস প্রাতে সমারোহযুক্ত রথে স্বীয় বর জগন্নাথ বিগ্রহের পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া মন্দিরান্তরে নীত হইবার কালে পথিমধ্যে ব্রাহ্মণেরা তাহাকে দিয়া পূর্ব্বরাত্রের লম্পট পুরোহিতের প্রমুখাৎ ঐ সকল সমাচার লোকমণ্ডলীর নিকট উচ্চৈঃস্বরে বলাইয়া লয়,—যেন প্রত্যেক বাক্যই জগন্নাথেরই মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে অন্যবিধ বর্ব্বরতার কথা উল্লেখ করা যাউক।

উৎসবের কয়েকদিন গণিকারা রথের সম্মুখে, এমন কি মন্দির মধ্যেও নৃত্য এবং অশ্লীল ও বিষদৃশ অঙ্গভঙ্গী করিয়া থাকে। এই সমস্তকে ব্রাহ্মণেরা দেশের ধর্ম্মের আনুষঙ্গিক বলিয়াই মনে করে। আমি দুই একটি নারীকে জানি, যাহাদের সৌন্দর্য্যের খ্যাতি এবং যাহারা সাধারণ ব্যবহারেও অতীব সুসংযত ছিল। ইহারা আপনাদিগকে দেবালয়ের সেবায় ও দেবালয়ের পুরোহিতগণের উদ্দেশে উৎসৃষ্ট বলিয়া মনে করিত বলিয়া মুসলমান, খৃষ্টান, অপিচ বিদেশীয় হিন্দুদিগেরও বহুমূল্য উপহার প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। এই ফকিরদের কাহারও কাহারও দেহ

সম্পূর্ণ উলঙ্গ ও বোধ করি "মেগারা"র (৭) কুন্তলের স্থায় বীভৎস কেশপাশ বিমাণ্ডত। ইহাদের উপবেশনের ভঙ্গী পরে বিবৃত হইবে। সহমৃতা স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এতগুলি পর্য্যটক বর্ণনা করিয়াছেন যে এই দুঃখজনক ব্যাপার সম্বন্ধে লোকে সন্দিহান হইবে না। এতদ্বিষয়ক আখ্যানগুলি অতিরঞ্জিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা সহমৃতা স্ত্রীলোকগণের সংখ্যাও হ্রাস পাইয়াছে। মুসলমানগণ সাধ্যানুসারে এই নৃশংস প্রথা দমন করিতেছে। অবশ্য তাহারা আইন দ্বারা ইহা নিষেধ করে নাই; মুসলমানগণ পৌত্তলিকতায় হস্তক্ষেপ করে না কিন্তু প্রকারান্তরে ইহা দমন করা হয়। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার অনুমতি ব্যতীত কোন স্ত্রীলোক সহমরণে যাইতে পারে না এবং স্ত্রীলোককে এরূপ কার্য্য হইতে বিরত করা অসম্ভব হইলেই তিনি অনুমতি প্রদান করেন। এই উদ্দেশ্য-সাধন মানসে শাসনকর্ত্তা বিধবাকে নানারূপে প্রলোভিতা করেন। ইহাতে বিফল মনোরথ হইলে তিনি বিধবাকে স্বীয় অন্তঃপুরে প্রেরণ করিয়া পুর-মহিলার দ্বারা উহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। এই সকল প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও সহমৃতা স্ত্রালোকের সংখ্যা অল্প নহে এবং রাজপুত-শাসিত প্রদেশেই ইহার সংখ্যা অধিক। প্রত্যেক সহমৃতা স্ত্রীলোকের ইতিহাস প্রদান না করিয়া আমি স্বচক্ষে দৃষ্ট কয়েকটী স্ত্রীলোকের কথা বর্ণনা করিব এবং সর্ব্বপ্রথমে যে স্ত্রীলোকটীকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে আমি স্বয়ং প্রেরিত হইয়াছিলাম তাহারই বৃত্তান্ত প্রদান করিব।

দানিশ মন্দ খাঁর প্রধান লেখক বেণীদাসের সহিত আমার সখ্য ছিল। সে ক্ষয়কারী জ্বরে পীড়িত হইয়া দুই বৎসরেরও অধিক কাল আমার চিকিৎসাধীনে থাকিয়া অবশেষে উক্ত রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

(৭) গ্রীক পুরাণের দেবতা বিশেষ।

স্বামীর দেহাবসান হইবা মাত্র, তাহার স্ত্রী স্বামীর সহিত এক চিতায় দগ্ধ হইবার সঙ্কল্প করে। এই স্ত্রীলোকটির আত্মীয়েরা আমার আগার অধীনে চাকুরি করিত এবং তাঁহার আদেশ-ক্রমে বিধবাকে এইরূপ উন্মাদবৎ সঙ্কল্প হইতে বিরত করিবার জন্য তাহাকে বলিল যে তাহার সঙ্কল্প মহৎ এবং প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই, এবং ইহা দ্বারা তাহার বংশের গৌরব ও সৌভাগ্যও যে বর্দ্ধিত হইবে, ইহাও সত্য; কিন্তু তাহার এ কথাও মনে করা উচিত, যে তাহার সন্তানেরা নিতান্ত শিশু, ইহাদিগকে ফেলিয়া যাওয়া নৃশংসের কার্য্য, এবং তাহার মৃত স্বামীর প্রতি অনুরাগ ইহাদিগের শুভানুধ্যানকে অতিক্রম করিয়া উঠিবে ইহা কদাচ উচিত নহে। কিন্তু হতভাগিনী তাহাদের যুক্তিপূর্ণ কথায় কর্ণপাত করিল না। তখন তাহার আত্মীয়েরা আমাকে ধরিয়া বসিল,—তুমি এই পরিবারের পুরাতন বন্ধু, তুমি একবার যাইয়া বল, তোমার আগা তোমাকে পাঠাইয়াছেন। আমি সম্মত হইয়া তাহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলাম, সাত আটটি কুরূপা বৃদ্ধায় মিলিত হইয়া যেন রীতিমত একটা ডাকিনীর বৈঠক বসাইয়াছে; অপিচ চারি পাঁচজন উত্তেজিত ভীষণমূর্ত্তি বৃদ্ধব্রাহ্মণ, মৃতদেহের চারিদিকে দাঁড়াইয়া বিকট ধ্বনি করিয়া প্রচণ্ডবেগে হস্ত চাপড়াইতেছে। বিধবাটী মৃত ভর্ত্তার পাদমূলে বসিয়াছিল; তাহার কেশ আলুলায়িত, মুখশ্রী মলিন, কিন্তু চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুবিহীন ও উৎসাহদীপ্ত। সেও অপরাপর সঙ্গীদের ন্যায় উৎকট চীৎকারধ্বনি করিতেছিল এবং করতালি সহযোগে এই বীভৎস সঙ্গীতের তাল রাখিতেছিল। গোলমাল থামিলে আমি সেই নরক-সভার সমীপবর্ত্তী হইয়া মৃদুস্বরে রমণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম:—"আমি এখানে দানিশ মন্দ খাঁর অভিপ্রায়ানুসারে তোমাকে জানাইতে আসিয়াছি, যে তিনি তোমার পুত্রদ্বয়ের প্রত্যেকের জন্য

মাসিক চারি টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিতে সম্মত আছেন; ইহার একমাত্র শর্ত্ত এই যে, তুমি তোমার আত্মবিনাশের সঙ্কল্প হইতে বিরত হইবে, কেন না, তোমার জীবন ইহাদের প্রতিপালন ও শিক্ষাবিধানের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। তোমাকে চিতারোহণে বাধা দিবার ও যাহারা এই গর্ব্বিত সঙ্কল্পে তোমাকে প্রোৎসাহিত করিতেছে, তাহাদিগকে দণ্ডিত করিবার আমাদের ক্ষমতা নাই, এমন নহে। তোমার সমস্ত আত্মীয়েরা অভিলাষ করেন যে, তুমি তোমার সন্তানগণের ইষ্টার্থে বাঁচিয়া থাকিবে। যে সকল নিঃসন্তান বিধবা সাহসের অভাব বশতঃ, মৃত স্বামীর সহিত চিতারোহণ করিতে পারে না, তুমি তাহাদের ন্যায় কলঙ্কিনী বলিয়া পরিগণিত হইবে না।" আমি অনেকবার এই সমস্ত যুক্তি প্রয়োগ করিলাম, কিন্তু কোনই উত্তর পাইলাম না। অবশেষে রমণী আমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি সংলগ্ন করিয়া বলিল,—"ভাল, আমাকে যদি সহমরণে যাইতে না দাও, আমি দেয়ালে মাথা ভাঙ্গিয়া প্রাণত্যাগ করিব।" আমি মনে মনে বলিলাম,—তোমাকে কি বিষম ভূতেই পাইয়াছে। প্রকাশ্যে স্পষ্ট ক্রোধের সহিত উত্তর করিলাম,—"তবে তাহাই হউক, কিন্তু অগ্রে, হে মাতৃ-রূপা রাক্ষসী, তোমার সন্তানদের ডাকিয়া লও, তাহাদের গলা কাটিয়া ফেল এবং একই চিতায় পুড়াইয়া দাও; নচেৎ তুমি তাহাদের রাখিয়া গেলে, তাহারা অনাহারে মরিবে; কেন না, আমি এখনই দানিশ মন্দ খাঁর নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, তাহাদের বৃত্তি রহিত করিয়া দিব।" দৃঢ়তাব্যঞ্জক সুস্পষ্ট স্বরে উচ্চারিত এই বাক্যে অভীপ্সিত ফল ফলিল। রমণী দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া, মস্তক জানুপরি আনমিত করিল, এবং বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদের অনেকে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। বিধবার আত্মীয়েরা আমার সমভিব্যাহারেই ছিল; এক্ষণে তাহাকে নিঃসন্দেহে তাহাদের

হস্তে সমর্পণ করিয়া যাওয়া যাইতে পারে মনে করিয়া আমিও অশ্বারোহণে বাটীতে প্রত্যাগমন করিলাম। সন্ধ্যাকালে এই সমস্ত ব্যাপার দানিশ মন্দ খাঁর নিকট বলিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার বাটীর দিকে যাইতেছি, এরূপ সময়ে, পথিমধ্যে রমণীর জনৈক আত্মীয়ের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সে আমাকে সাধুবাদ দিয়া বলিল,—মৃতের সৎকার সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, বিধবা আত্মহত্যা করিবে না এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছে।

যে সকল স্ত্রীলোক সহমরণে গমন করে তাহাদের এতগুলি বীভৎস কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যে অবশেষে আর দেখিবার প্রবৃত্তি ছিল না; এখনও যে সেই ব্যাপার পুনরায় মনে করিতেছি, ইহাতেই আমার লোমহর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, তথাপি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহা বিবৃত করিবার চেষ্টা করিব। কিন্তু এই ভয়াবহ শোকাভিনয়ের আদ্যোপান্তে, বিড়ম্বিতা হতভাগিনীরা যেরূপ অবিচলিত ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছে, আপনার মনে তাহার যথাযথ ধারণা করিয়া দিতে পারিব, এরূপ আশা করিতে পারি না। না দেখিলে তাহা বিশ্বাস করা অসম্ভব।

দেশীয় রাজন্যগণের অধিকারের মধ্য দিয়া আহম্মদাবাদ হইতে আগ্রা অভিমুখে পর্য্যটন কালে, আমাদিগের যাত্রীর বহর সন্ধ্যার শৈত্যের প্রতীক্ষায় এক বট বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছিল, এমন সময়ে সংবাদ আসিল, যে একটি বিধবা রমণী স্বামীর মৃত দেহের সহিত চিতারোহণ করিতে যাইতেছে। আমি তৎক্ষণাৎ সেই দিকে ছুটিলাম, এবং একটী শুষ্কপ্রায় বৃহৎ জলাশয়ের প্রান্তে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলাম, তাহার তলদেশে একটী গভীর কুণ্ড কাষ্ঠে পরিপূর্ণ; তদুপরি একটি শবদেহ পতিত রহিয়াছে এবং সেই একই চিতায় একটী রমণী সমাসীনা রহিয়াছে, চারি পাঁচ জন ব্রাহ্মণ চিতায় ইতস্ততঃ বহ্নি সংযোগ করিতেছে; পাঁচটী মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোক (তাহাদের বেশ-ভূষা মন্দ নহে),

পরস্পরের হাত ধরিয়া কুণ্ড প্রদক্ষিণ করিতেছে ও বহুসংখ্যক নরনারী এইদৃশ্য দেখিতেছে।

চিতায় বহুল পরিমাণে ঘৃত ও তৈল প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং অগ্নি-স্পর্শমাত্রে শিখা-সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। দেখিলাম, চন্দনকাষ্ঠচূর্ণ ও কুঙ্কুম সহযোগে সুবভিত এবং গন্ধ তৈলে সিক্ত রমণীর কেশপাশ জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু কই, অভাগিনীর মুখে যন্ত্রণা বা অস্বস্তির লেশমাত্রও পরিলক্ষিত হইল না। লোকে বলিল, তাহার মুখ হইতে "পাঁচ, দুই" এই কথা দুটী পরিস্ফুট ভাবে উচ্চারিত হইতে শুনা গিয়াছে; অর্থ এই যে, এই স্বামীর সহিত তাহার এইবার লইয়া পাঁচবার চিতারোহণ হইল এবং এইরূপ আর দুইবার মরিলে পুনর্জ্জন্মবাদ মতানুসারে সে পূর্ণতা (মোক্ষ) লাভ করিবে; যেন এই দেহাবসান কালে ভূত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সে অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছিল।

কিন্তু এই শোকাবহ নারকীয় দৃশ্যের ইহা প্রারম্ভ মাত্র। আমি মনে করিয়াছিলাম, স্ত্রীলোক পাঁচটীর নৃত্যগীতাদি ক্রিয়ার বিশেষ কোন অর্থ নাই; সুতরাং যখন দেখিলাম, যে উহাদের একজনের গাত্রবস্ত্রে অগ্নি সংযোগ হওয়ায় সে দ্রুতবেগে নিমেষ মধ্যে অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করিল, তখন আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। অপর একটী স্ত্রীলোকের গাত্রে অগ্নিস্পর্শ মাত্রে সেও এই ভীষণ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। যে তিন জন অবশিষ্ট রহিল, তাহারা সম্পূর্ণ ধৈর্য্যসহকারে পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া আবার নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল এবং ক্ষণকাল পরেই, ক্রমে ক্রমে অগ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

আমি অচিরে এই সমাহৃত আত্মোৎসর্গের অর্থ বুঝিতে পারিলাম। স্ত্রীলোক পাঁচটী ক্রীতদাসী। স্বামীর পীড়াকালে, তাহাদের প্রভুপত্নী নিতান্ত বিচলিত হইয়া উঠে ও অঙ্গীকার করে, যে স্বামীর দেহত্যাগ

হইলে সেও তাহার অনুগমন করিবে। এতদ্দর্শনে তাহাদের হৃদয় এতই সমবেদনায় পরবশ কাতর হইয়াছিল যে, তাহারাও তাহাদের অনুরাগ-ভাগিনী প্রভুপত্নীসহ একই চিতায় অনুমৃতা হইবার জন্য সত্যে আবদ্ধ হয়।

এতৎ সম্পর্কে তখন অনেককেই জিজ্ঞাসা করিয়াছি; তাহারা আমাকে বুঝাইতে চাহে, যে পতিপ্রেমের আধিক্য বশতঃই স্ত্রীলোকে মৃত পতির সহিত চিতারূঢ়া হয়। কিন্তু আমি অচিরেই জানিতে পারিলাম, যে এই জঘন্য প্রথা আশৈশব বদ্ধমূল কুসংস্কারের ফলমাত্র। মাতার নিকট প্রত্যেক বালিকাই এই শিক্ষা পায় যে, স্বামীর দেহভস্মের সহিত নিজ দেহভস্ম মিশাইতে পারা প্রশংসা ও পুণ্যের কার্য্য; কোনও সাধ্বী রমণীই এই চিরপ্রচলিত প্রথার অনুসরণে পরাঙ্মুখ হইবে না। এই উপায়ে সহজেই পত্নীকে বশে রাখা যাইতে পারে, পীড়াকালে তাহার নিকট সেবা শুশ্রূষা পাওয়া যাইতে পারে, ও পতির প্রতি বিষ পয়োগ চেষ্টা হইতে বিরত রাখা যাইতে পারে বলিয়া পুরুষেরা চিরকাল এই সমস্ত মত প্রচার করিয়া আসিতেছে।

এক্ষণে এই ভীষণ কাণ্ডের অপর একটির বর্ণনা করিবে। ইহা আমি স্বচক্ষে না দেখিলেও ইহার ঘটনা বৈচিত্র্য বশতঃ অপর দুই একটি প্রত্যক্ষ উপেক্ষা করিয়াও ইহার বিবরণ ঘটনা প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেছি। অন্যথা অবিশ্বাস্য এতগুলি ব্যাপার আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যে বক্ষ্যমাণ বৃত্তান্ত অদ্ভুত বলিয়া অবিশ্বাস করা আপনার বা আমার পক্ষে বিহিত হইবে না। উপাখ্যানটী হিন্দুস্থানে যত্রতত্র শুনিতে পাওয়া যায় এবং সকলেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, হয় ত এতদিন ইউরোপে আপনার নিকটও পৌছিয়া থাকিবে।

একটি স্ত্রীলোক তাহার প্রতিবেশী কোন মুসলমান যুবকের সহিত দীর্ঘকাল যাবৎ আসক্ত ছিল। যুবকটী দরজীর ব্যবসায় করিত ও খঞ্জনী

বাজাইত। তাহার সহিত বিবাহের আশায় স্ত্রীলোকটী একদা নিজ পতিকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিয়া অবিলম্বে প্রণয়ীর নিকট সমাগমন পূর্ব্বক সমস্ত ব্যাপার জানাইয়া বিবাহের প্রতিশ্রুতি পালনের প্রার্থনা করিল এবং পূর্ব্ব নির্দ্দেশ মত ঘটনাস্থান হইতে দ্রুত পলায়নের প্রয়োজনীয়তা নির্ব্বন্ধ সহকারে জানাইল; বলিল, ক্ষণমাত্র কাল গৌণ হইলে রীতানুযায়ী মৃত স্বামীর সহিত চিতারোহণ করিতে হইবে। ঈদৃশ ব্যবহার নিজে সঙ্কটাপন্ন ও বিপদগ্রস্ত হইবে বুঝিতে পারিয়া, যুবক দৃঢ়তাসহকারে এরূপ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল। স্ত্রীলোকটীও, বিন্দুমাত্র হৃদয়াবেগ প্রকাশ না করিয়া, সেই মুহূর্ত্তেই স্বজনবর্গের নিকট গিয়া স্বামীর আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদ সহ নিজের সহমৃতা হইবার স্থির সঙ্কল্প জানাইল। এই উদার সঙ্কল্পে পরিতুষ্ট হইয়া ও ইহাতে বংশের গৌরব যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইবে মনে করিয়া, আত্মীয়েরা চিতাকুণ্ড সাজাইয়া তাহা চন্দনকাষ্ঠে পূর্ণ করিয়া তদুপরি শবদেহ সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিল। এই বন্দোবস্ত সম্পন্ন হইলে স্ত্রীলোকটী আত্মীয় কুটুম্বের সহিত আলিঙ্গন পূর্ব্বক শেষ বিদায় গ্রহণের অভিপ্রায়ে চিতা প্রদক্ষিণ করিল। ইহাদের মধ্যে উপরিউক্ত যুবা দরজীও দণ্ডায়মান ছিল। দেশের প্রথানুসারে খঞ্জনা বাজাইবার জন্ত অন্যান্ত বাদ্যকরের সহিত সেও তথায় আহূত হইয়াছিল। সস্নেহ শেষ বিদায়ের অভিপ্রায়ে যেন, স্ত্রীলোকটী তাহার প্রণয়ীর সমীপবর্ত্তী হইল; অতঃপর ক্রুদ্ধা স্ত্রীলোকটী দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার গলদেশ ধরিয়া অনিবার্য্যাবেগে টানিতে টানিতে তাহাকে চিতা কুণ্ডের পার্শ্বে লইয়া গেল, এবং তাহাকে লইয়া ক্ষিপ্রগতিতে প্রচণ্ড বহ্নিমধ্যে ঝম্প প্রদান করিল।

পারস্যদেশে আসিবার উদ্দেশ্যে সুরাট পরিত্যাগ করিবার কালে, আমি আর একটি বিধবা রমণীর অগ্নিতে দেহ বিসর্জ্জন প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

কতিপয় ইংরেজ, ওলন্দাজ ও পারিস নগরের শার্ডিন্ (৮) উপস্থিত ছিলেন। রমণী মধ্যবয়স্কা কিন্তু কুৎসিত ছিল না। এই রমণীর মুখমণ্ডলে যে পাশব সাহসিকতা ও দুর্দ্ধর্ষ আমোদের ভাব প্রকটিত হইয়াছিল, আমার পরিমিত বর্ণনা শক্তি দ্বারা যে তাহার যথাযথ প্রতিরূপ অঙ্কিত করিতে পারি, এরূপ ভরসা করি না। তাহার অবিকম্পিত পদক্ষেপ, বাক্যালাপ ও দেহাভিষেককালীন উদ্বেগের ঐকান্তিক অভাব, আমাদিগের প্রতি নিক্ষিপ্ত আত্মপ্রত্যয়সূচক অথবা উদাসীনতাব্যঞ্জক বদ্ধদৃষ্টি, অবসাদবিহীন অব্যাহত ভাবভঙ্গী, তৎপরে প্রথম যখন সে শুষ্ক তৃণাদি সমন্বিত চিতাকুণ্ড পরীক্ষা করিয়া দেখিল, ও পশ্চাৎ তাহাতে প্রবেশ পূর্ব্বক কাষ্ঠস্তূপের উপর সমাসীন হইয়া স্বামীর মস্তক স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক স্বহস্তে বর্ত্তিকা সহযোগে অভ্যন্তর হইতে চিতায় অগ্নি সংযোগ করিয়া দিল, তৎপরে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণে বহির্দ্দেশ হইতে অগ্নি সংযোগ করিল, তাহার তৎকালীন জড়িমা বর্জ্জিত অতিশয় নির্ভীকতা,—এই সমগ্র দৃশ্য দর্শনকালে যেরূপ মনোভাব হইয়াছিল, বর্ণনায় তাহা যথাযথ প্রকটিত করা, অথবা ইহাকে যথেষ্ট প্রোজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করার বিষয়ে সহজে হতাশ হইতে পারে। এই ঘটনা স্মৃতিপটে এরূপ সুস্পষ্টরূপে জাগরূক রহিয়াছে যে, মনে হয় এই ভীষণ দৃশ্য সম্প্রতিমাত্র আমার নয়ন সমক্ষে অভিনীত হইয়াছে এবং অতিকষ্টে মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিই যে ইহা একটি বিভীষিকাময় স্বপ্নমাত্র।

কিন্তু ইহাও সত্য যে, আমি কোন কোন হতভাগিনী বিধবাকে চিতাস্তূপ দর্শনে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতে দেখিয়াছি। তদ্দর্শনে মনে বিন্দুমাত্র

---

(৮) সুবিখ্যাত পর্য্যটক। ইনি পারস্যে ও ভারতবর্ষে দুইবার ভ্রমণার্থ আগমন করিয়াছিলেন।

সন্দেহ থাকে না, যে যদি নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণেরা ছাড়িয়া দিত, তাহা হইলে তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক নিবৃত্ত হইত। কিন্তু ঐ দানবেরা ভয়বিহ্বলা অভাগিনীদিগকে প্রোৎসাহিত করিতে থাকে, অথবা তাহাদিগের বুদ্ধির বিলোপ ঘটাইয়া দেয়, এবং কখন কখন বা ধাক্কা দিয়া অগ্নির মধ্যে ফেলিয়া দেয়। একবার আমার সমক্ষে একটী অভাগিনী যুবতী পাঁচ ছয় পদ পশ্চাদ্বর্ত্তন করিয়া আসায়, তাহাকে পশ্চাৎ হইতে ধাক্কা মারিয়া চিতাভিমুখে অগ্রগামী করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আর একবার বহ্নিশিখা চতুর্দ্দিকে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলে, অপর একটী হতভাগিনী চিতা পরিত্যাগ করিয়া পলায়নের জন্য ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, তখন এই পৈশাচিক জল্লাদগণ হস্তস্থিত দীর্ঘ লগুড়ের দ্বারা তাহাকে প্রতিরোধ করে।

কিন্তু কখন কখন কোন কোন উৎসর্গীকৃত বিধবা এই নরঘাতী পুরোহিতদিগের সতর্কতা হইতে পলায়ন করে। একটী সুন্দরী বিধর্ম্মিণীর সহিত আমার অনেক সময়ে দেখা সাক্ষাৎ হইত। এই রমণী সম্মার্জ্জকদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করে। ইহারা কোথাও সহমরণ হইতে শুনিলে সদলবলে শ্মশান ভূমিতে সমাগত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যদি শুনিতে পায় যে অভিপ্রেত বলিটী সুন্দরী ও যুবতী, তাহার আত্মীয়েরা নগণ্য, ও সৎকার স্থলে অল্প কয়েক জন মাত্র লোক উপস্থিত থাকিবে, তাহা হইলে ত কথাই নাই। তথাপি কোন রমণী যদি মৃত্যুর এই উৎকট সরঞ্জাম দর্শনে ভয়বিহ্বলতা প্রযুক্ত ইহাদের শরণাপন্ন হইয়া উপস্থিত বিষম বিপদ হইতে অব্যাহতি লাভ করে, তাহা হইলে সে কদাপি এজীবনে সুখের, অথবা লোকের নিকট সম্ভ্রম বা সদয় ব্যবহারের প্রত্যাশা করিতে পারে না। হিন্দুরা আর তাহাকে গৃহে লইবে না। সে জাতির কেহ কখনও কোনও অবস্থায়

তাহার সহিত একত্র বাস করিবে না। সে তখন পতিতা, কলঙ্কিনী ও দেশের ধর্ম্মের অগৌরব বিধান হেতু অভিশপ্তা। সুতরাং আজীবন তাহাকে নীচ ও ইতর জাতীয় আশ্রয়দাতাদিগের দুর্ব্যবহার সহ্য করিতে হইবে। এমন মুগল নাই যে সে চিতার্থে উৎসৃষ্টা কোন রমণীর প্রাণরক্ষার সহায়তা করিবার দুষ্পরিণামের আশঙ্কা না করে, অথবা ব্রাহ্মণদের করাল কবল হইতে বিনির্গতা কোনও অভাগিনীকে আশ্রয় দিতে সাহসী হইতে পারে। কিন্তু সমুদ্রোপকণ্ঠে যেখানে পর্তুগীজদিগের আধিপত্য আছে, তথায় তাহারা অনেক বিধবার উদ্ধার সাধন করিয়াছে; আমার নিজের কিরূপ ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছে এবং আমি কিরূপ আগ্রহ সহকারে এই ঘৃণিত ব্রাহ্মণদের বিনাশ সাধনের সুযোগ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই।

লাহোরে একটী পরম সুন্দরী কিশোরী বিধবাকে উৎসর্গীকৃত হইতে দেখি। আমার বোধ হয়, ইহার বয়স দ্বাদশ বৎসরের অধিক হইবে না। অভাগিনী বালিকা বিভীষিকাময় চিতাকুণ্ডের সমীপবর্ত্তী হইবার কালে ভয়ে মৃতপ্রায়; তাহার মানসিক যন্ত্রণা বর্ণনাতীত; সে কাঁপিতে কাঁপিতে অতি করুণভাবে রোদন করিতেছিল। একটী বৃদ্ধা তাহাকে হস্ত দ্বারা জড়াইয়া ধরিল, ও তিন চারিজন ব্রাহ্মণ ধাক্কা দিতে দিতে তাহাকে চিতাভিমুখে লইয়া চলিল এবং পাছে সে পলায়ন করে এই আশঙ্কায় কাষ্ঠস্তূপের উপর বসাইয়া তাহার হাত পা বাঁধিয়া ফেলিয়া নিরপরাধিনী বালিকাকে জীবন্তে দাহ করা হইল। আমার পক্ষে মনোভাব চাপিয়া রাখিয়া নিষ্ফল আক্রোশ পরিব্যক্ত হইতে না দেওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। কিন্তু অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া আত্মসংবরণ করিলাম এবং ইহাদিগের হেয় কুসংস্কারের জন্য মনে মনে সন্তপ্ত হইয়া এবং

যেকালে আগামেম্‌নন্ স্বীয় দুহিতা ইফিজিনিয়াকে (৯) ডায়ানার উদ্দেশ্যে বলিদান করেন, তদুপলক্ষে কবি যাহা বলিয়াছেন, ইহাদের প্রতি সেই ভাষা প্রয়োগ করিয়াই অগত্যা নিরস্ত হইলাম।

"ধর্ম্ম কতপ্রকারে অপবিত্র পাপের প্রশয় দিতেছে। এই প্রকারে দায়ানার প্রধান ব্যক্তিগণ দায়ানার বেদী কলঙ্কিত করিল। ধর্ম্ম এরূপ পাপকেও প্রোৎসাহিত করিতে পারে।"

এই পিশাচদিগের সমস্তবিধ নৃশংস ব্যবহার ও অত্যাচারের বিষয় এখনও আমি উল্লেখ করি নাই। হিন্দুস্থানের কোন কোন অঞ্চলে, ব্রাহ্মণেরা সহমরণাকাঙ্ক্ষিণী রমণীকে স্বামীর চিতায় দগ্ধ না করিয়া জীয়ন্তে অল্পে অল্পে গলদেশ পর্য্যন্ত পুতিয়া ফেলে; পরিশেষে দুই তিন জন হঠাৎ তাহার উপর গিয়া পড়ে, ও তাহার ঘাড় মোচড়াইতে থাকে; এইরূপে যখন সম্পূর্ণরূপে তাহার শ্বাসরোধ হইয়া যায়, তখন পর পর কয়েক ঝুড়ি মাটি চাপা দেয়, ও তাহার মস্তক পদদলিত করিয়া প্রস্থান করে।

হিন্দুদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই শবদাহ করে; কিন্তু কেহ কেহ শব নদীতীরে লইয়া গিয়া তৃণাদি দ্বারা আংশিকরূপে ঝল্‌সাইয়া লইয়া উত্তুঙ্গ তীরভূমি হইতে নদীজলে নিক্ষেপ করে। গঙ্গাবক্ষে এই প্রকার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় আমি অনেকবার উপস্থিত হইয়াছি;—দেখিয়াছি, বায়সেরা ঝাঁকে ঝাঁকে শবদেহ বেষ্টন করিয়া উড়িতে থাকে, ও মৎস্য কুম্ভীরাদির সহিত একত্রে শবমাংস আহার করিতে থাকে।

আবার কেহ কেহ বা মুমূর্ষু রোগীকে নদীতীরে লইয়া যায়, ও তথায় লইয়া অল্পে অল্পে প্রথমতঃ তাহার পদদ্বয় ও অবশেষে গ্রীবা পর্য্যন্ত জলে

(৯) যুদ্ধ জয়লাভের আশায় দেবতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া গ্রীক সেনাপতি দায়ানা দেবীর নিকট স্বীয় কন্যাকে বলি দিয়াছিলেন।

নিমজ্জিত করে। তৎপরে রোগীর আসন্নকাল উপস্থিত হইলে তাহার সমস্ত দেহ উচ্চ করতালি ও বিকট চীৎকার সহকারে জলমগ্ন করিয়া তদবস্থায় রাখিয়া যায়। এই অনুষ্ঠানও আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ইহার অভিপ্রায় এই যে, দেহবাসকালে মানবাত্মার যে সমস্ত পাপস্পর্শ ঘটিয়াছে, দেহ মুক্তিকালে সে সমস্ত বিধৌত হইয়া যাইতে পারে। এই মূঢ়োচিত ধারণা কেবল ইতর জনের মধ্যে আবদ্ধ নহে; আমি বিশিষ্ট পণ্ডিতদিগকেও গম্ভীর ভাবে ইহার সমর্থন করিতে শুনিয়াছি।

হিন্দুস্থানের অসংখ্য এবং অশেষ প্রকার ফকির বা দরবেশ এবং সাধু বা হিন্দু সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে অনেকে আশ্রম গুরুর অধীনে এক প্রকার মঠে বাস করে। তথায় তাহাদিগকে ইন্দ্রিয়সংযম, দারিদ্র্য ও নিস্পৃহতার ব্রত গ্রহণ করিতে হয়। এই তপস্বীদের দিনচর্য্যা এতই অদ্ভুত যে, এতৎসম্বন্ধে লিখিত বিবরণ আপনি বিশ্বাস করিবেন কিনা, সন্দেহ। আমি বিশেষতঃ "যোগী" সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করিতেছি। এই নামের অর্থ ঈশ্বরের সহিত সাযুজ্য প্রাপ্ত। সচরাচর দীর্ঘিকাতটস্থিত বনস্পতি মূলে অথবা মন্দিরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী সোপানোপরি, কি দিবসে, কি রাত্রিতে ইহাদিগের অনেকগুলিকে সম্পূর্ণ নগ্নদেহে ভস্মাসনে সমাসীন বা শয়ান অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও কেশ আগুলফ বিলম্বিত ও জটাযুক্ত, দেখিতে আমাদের দেশের রোমশ কুক্কুরের চর্ম্মের ন্যায় অথবা পোল দেশের ব্যাধিগ্রস্তের (১০) কেশের ন্যায়। আমি কতকগুলিকে দেখিয়াছি তাহাদের কেহ বা এক বাহু, কেহ বা উভয় বাহুই স্থায়িভাবে মস্তকোপরি উৎক্ষিপ্ত করিয়া রাখে। হস্তের নখগুলি বক্র হইয়া এতই লম্বা হইয়াছে যে, আমি আমার কনিষ্ঠাঙ্গুলির দ্বারা মাপিয়া

(১০) ইউরোপে এই ব্যাধি Plica Polonica নামে আখ্যাত।

দেখিয়াছি, উহার অঙ্গ পরিমিত হইবে। যে সমস্ত রোগী ক্ষয়রোগে দেহত্যাগ করে, ইহাদের হস্ত তাহাদের ন্যায় শীর্ণ; কেন না, এরূপ অস্বাভাবিক বল প্রয়োগের জন্য উহাতে আদৌ কোনরূপ পুষ্টিসাধন হয় না, এবং পেশী সমূহ সঙ্কুচিত এবং ধমনী বিশুষ্ক ও কঠিন হইয়া যাওয়ায় উহা এমনই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে যে, আহারের গ্রাস মুখে উঠাইবার জন্যও নামাইবার সামর্থ্য থাকে না। অসাধারণ পুণ্যাত্ম-জ্ঞানে নবদীক্ষিতেরাও এই সমস্ত ধর্ম্মোন্মাদগ্রস্তদিগের পরিচর্য্যা করে ও ইহাদিগকে অতিশয় ভক্তি করে। পাতালবাসিনা কোনও উগ্রচণ্ডী প্রোক্তরূপ অদ্ভুত আসনে সমাসীন নগ্নদেহ কৃষ্ণকায় দীর্ঘকেশ উৰ্দ্ধবাহু বক্রনখ যোগীদিগের অপেক্ষা বীভৎসতর মূর্ত্তিতে কল্পিত হইতে পারে না।

সাধারণতঃ হিন্দুরাজগণেরই রাজ্য মধ্যে আমি যখন তখন এইরূপ ভীষণদর্শন নাগা সন্ন্যাসীর দল দেখিতে পাইয়াছি। কেহ কেহ পূর্ব্ব কথিত মত উৰ্দ্ধবাহু, কাহারও কাহারও উৎকট কেশরাশি স্বচ্ছন্দ বিলম্বিত বা শিরোপরি কুণ্ডলীকৃত; কেহ কেহ বা হার্কিউলিসের (১১) ন্যায় দণ্ডধারী; আবার কাহারও কাহারও বা স্কন্ধোপরি শুষ্ক শক্ত ব্যাঘ্রচর্ম্ম। এইরূপ সজ্জায় ইহাদিগকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় মহানগরীর ভিতর দিয়া নির্লজ্জভাবে গতায়াত করিতে দেখিয়াছি; স্ত্রী, পুরুষ, বালিকা সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবে তাহাদের দিকে চাহিয়া আছে; আমাদের সন্ন্যাসীরা রাস্তায় বাহির হইলে যেরূপ হওয়া সম্ভব, তদতিরিক্ত কোন রূপ বিকার কাহারও মুখে পরিলক্ষিত হয় না। অনেক সময়ে স্ত্রীলোকেরাও নিতান্ত ভক্তিসহকারে তাহাদের সমীপে ভিক্ষা লইয়া উপস্থিত হয়। তাহারা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করে যে, ইহারা পুণ্যাত্মা ব্যক্তি ও সাধারণ লোক অপেক্ষা নির্ম্মল চরিত্র।

---

(১১) প্রাচীন গ্রীসের বিখ্যাত বীর।

আমি সরমৎ নামধারী একজন বিখ্যাত ফকিরের আচরণে অনেক দিন যাবৎ অত্যন্ত বিরক্ত ছিলাম। এ ব্যক্তি ভূমিষ্ঠ হইবার কালে যেরূপ নগ্নদেহ ছিল, ঠিক সেইরূপ ভাবে দিল্লী সহরের সমস্ত রাজপথে বেড়াইত। সে ঔরংজীব বাদশাহের আশ্বাস বাক্য ও ভ্রূকুটী তুল্যরূপে উপেক্ষা করিত, ও বসন পরিধানে সনির্ব্বন্ধ অসম্মতি প্রযুক্ত পরিশেষে শিরশ্ছেদ দণ্ডে দণ্ডিত হয়।

এই ফকিরদের অনেকে, কেবল উলঙ্গ অবস্থায় নহে, অপিচ হস্তীর পায়ে যেরূপ বেড়ি পরান হয়, সেইরূপ ভারী বেড়ি পরিয়া দীর্ঘ তীর্থ যাত্রায় গমন করে। অন্য এক সম্প্রদায়ে দেখিয়াছি, যাহারা বিশেষ ব্রত পালনার্থ শয়ন বা উপবেশন কোনও রূপ বিশ্রাম না করিয়া এবং বিশেষ ক্লান্তিবোধ হইলে, রাত্রিকালে কতিপয় ঘণ্টামাত্র একগাছি রজ্জুর উপর ঝুলিয়া থাকা ব্যতীত অন্য কোনরূপ অবলম্বন ব্যতিরেকে, সাত আট দিন যাবৎ ঠিক সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। এ দিকে তাহাদের পদদ্বয় ফুলিয়া ঠিক উরুদেশের ন্যায় মোটা হইয়া উঠে। আবার অন্য কতকগুলিকে দেখিয়াছি তাহারা মস্তক নিম্নাভিমুখ করিয়া পদদ্বয় ঊর্দ্ধে তুলিয়া কতিপয় ঘণ্টা যাবৎ হস্তের উপর স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। এই হতভাগ্য ব্যক্তিরা আরও অনেক প্রকার কঠিন অবস্থানে নিজ নিজ শরীর স্থাপিত করিয়া থাকে। কতকগুলি এতই কঠিন, যে অস্মদ্দেশীয় বাজীকরেরাও তাহার অনুকরণ করিতে পারে না। আপনি মনে রাখিবেন, এ সকল ব্যাপারই কল্পিত ধর্ম্মভাবের প্রণোদনায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বলিতে কি, প্রকৃত ধর্ম্মভাবের ছায়ামাত্রও হিন্দুস্থানের কোথাও নাই।

আমি স্বীকার করি, হিন্দুস্থানে উপনীত হইয়া প্রথম প্রথম এই সকল ভয়ানক কুসংস্কার দর্শনে অতিমাত্র বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিলাম। প্রকৃত ব্যাপার, কি কিছুই স্থির করিতে পারিতাম না। এই ফকিরেরা যদি

আমার নিকট উদ্ভিজ্জ-ধর্ম্মী বলিয়া বোধ না হইয়া মানব-ধর্ম্মী বলিয়া বোধ না হইত, যদি ইহাদের চরিত্রে পাশবতা ও অজ্ঞতা ব্যতীত অন্য কোন গুণের পরিচয় পাইতাম, তাহা হইলে, হয় ত সময়ে সময়ে ইহাদিগকে প্রাচীন সিনিক-নামধেয় (১২) কলঙ্কিত সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক না হউক লুপ্তাবশেষ বলিয়া মনে করিতে পারা যাইত। কখন কখন বা ইহাদিগকে অকপট অথচ বিপথগামী ধর্ম্মান্ধ সম্প্রদায় বলিয়া মনে হইয়াছে। কিন্তু অবশেষে দেখিতে পাইয়াছি যে, প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা আদৌ ধর্ম্মজ্ঞান-বর্জ্জিত। পুনশ্চ ইহাও ভাবিয়াছি যে, হয় ত বা অলস, নিরবলম্ব, ভব-ঘুরে জীবনেরই কি গুপ্ত আকর্ষণ আছে; অথবা যে আত্মগরিমা মানবের প্রত্যেক উদ্দেশ্যের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত, ডায়োজেনিসের (১৩) শত গ্রন্থিযুক্ত ছিন্নবাস ও প্লেটোর শোভন পরিচ্ছদ এই উভয়ের মধ্যেই যাহার তুল্যরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, সেই বৃথা আত্মাভিমানই হয় ত বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এতগুলি মানব-যন্ত্রকে পরিচালিত করিয়াছে।

ফকিরেরা বলে, তাহারা যে এইরূপ কঠোর তপশ্চর্য্যা করে, সে কেবল পরজন্মে রাজা হইবে, অথবা, রাজা না হইলেও এমন জীবন লাভ করিবে, যাহাতে রাজপুরুষ অপেক্ষা অধিকতর উপাদেয় সুখের অধিকারী হওয়া যায়, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস বশতঃই ইহা করিয়া থাকে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, যে (এ প্রশ্ন আমি তাহাদের নিকটেও করিয়াছি) যখন পরজন্মও ইহজন্মেরই মত ক্ষণস্থায়ী ও অনিশ্চিত এবং জয়সিংহ বা যশোবন্তসিংহের ন্যায় উচ্চপদস্থ রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও যখন তাহাতে অধিকতর সুখের সম্ভাবনা নাই, তখন সেই পরজন্মের নিমিত্ত লোকে যে এতদূর

(১২) গ্রীসের দার্শনিক সম্প্রদায়।

(১৩) গ্রীসদেশীয় দার্শনিক

কষ্ট স্বীকার করে, একথা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারা যায়? আমি তাহাদিগকে বলিতাম—আমি এতদূর নির্ব্বোধ নহি যে, এরূপ কথা বিশ্বাস করিব; হয়, তোমরা গণ্ডমূর্খ, নতুবা তোমাদের কোনরূপ অসদভিপ্রায় আছে তাহা তোমরা সযত্নে গোপন করিয়া রাখ।

কোন কোন ফকিরের চরমজ্ঞানপ্রাপ্ত সার্থক যোগী বলিয়া বিশেষ খ্যাতি আছে। ইহারা আমাদের সন্ন্যাসীদের ন্যায় সম্পূর্ণ সংসারত্যাগী ও বানপ্রস্থাবলম্বী এবং কখনও নগরাদিতে সমাগত হয় না, লোকে এইরূপ অনুমান করে। কেহ তাহাদের নিকট খাদ্য উপস্থাপিত করিলে তাহারা তাহা গ্রহণ করে, অন্যথা ঐ সাধুরা না খাইয়াই বাঁচিয়া থাকে, লোকের এইরূপ সিদ্ধান্ত। তাহারা বলে, পূর্ব্ববর্ত্তী সুদীর্ঘ উপবাস ও অন্যবিধ তপস্যা হেতু ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ বলেই ইহারা বাঁচিয়া থাকে। অনেক সময়ে এই সমস্ত ধর্ম্মাত্মা যোগীরা সমাধি-নিমগ্ন হয়। লোকে বলে এবং এই ঈশ্বরানুগৃহীতদের একজন নিজেও আমাকে বলিয়াছে যে, সময়ে সময়ে তাহাদের জীবাত্মা কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া সুগভীর পরমানন্দ-সাগরে লীন হইয়া যায়, বহিরিন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়া বিলুপ্ত হয়; যোগীদের তখন অনপনেয় অত্যুজ্জ্বল তেজঃপুঞ্জ শ্বেতমূর্ত্তিতে আবির্ভূত ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ ঘটে ও এমন এক অতি অনির্ব্বচনীয় সুপবিত্র আনন্দোচ্ছ্বাস হইতে থাকে, যাহার নিকট পার্থিব সুখ অতিতুচ্ছ। এই সন্ন্যাসীটী আরও বলিয়াছে যে, সে নিজেও ইচ্ছা করিলেই প্রোক্তরূপ সমাধির অবস্থায় নিপতিত হইতে পারে, এবং যোগীদের নিকট যে সমস্ত লোক গতিবিধি করে, তাহাদের একজনও এবম্বিধ আনন্দোচ্ছ্বাস বিষয়ক স্পর্দ্ধাবাক্যে অবিশ্বাস করে না। হয় ত নিয়ত অনশন ও অবিরত বিজনবাস প্রযুক্ত কল্পনাশক্তি বিকারপ্রাপ্ত হইয়া মায়া সৃজন করে, অথবা, কর্ডান্ (১৪) যে বলেন তিনি ইচ্ছামাত্রেই

স্বাভাবিক আনন্দোচ্ছ্বাস লাভ করিতে পারিতেন, ফকিরদিগের এই আনন্দস্বপ্ন তদনুরূপ হওয়াও সম্ভব, বিশেষতঃ যখন ইহারা অল্পে অল্পে ইন্দ্রিয়-নিরোধ সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ নিয়মপালন প্রভৃতি কতকগুলি কৌশল অবলম্বন দ্বারা প্রক্রিয়া সহজ করিয়া লয়। তাহাদের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই উদাহরণ স্বরূপে উল্লেখ করিতেছি; যথা, কয়েক দিবস রুটি ও জল না খাইয়া থাকিয়া তৎপর একাকী বিজন প্রদেশে থাকিতে হয় ও আকাশের দিকে দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ করিতে হয়; অতঃপর যখন কিছুকাল এইরূপে দৃষ্টিস্থৈর্য্য সাধিত হয়, তখন অল্পে অল্পে দৃষ্টি নত করিয়া এরূপ ভাবে সংস্থাপিত করিতে হয় যে, উভয় চক্ষুর দৃষ্টিই যেন একই সময়ে যুগপৎ নাসাগ্রের উপর পতিত হয় ও নাসার উভয় পার্শ্বই যেন তুল্য ভাবে দৃষ্টিগোচর হয়; এইরূপ ভাবে অচল অবস্থায় থাকিতে থাকিতে অবশেষে সেই উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়।

এই সমাধি এবং এতৎ সম্ভোগের উপায়, ইহাই (হিন্দু) যোগী ও (মুসলমান) সূফি সম্প্রদায়ের নিগূঢ়তম রহস্য। রহস্য এইজন্য বলি, যে এ সমস্ত কথা তাহারা নিজ সম্প্রদায়ের বাহিরে কাহারও নিকট ব্যক্ত করে না। আর দানিশমন্দ খাঁ যে পণ্ডিতটীকে বেতনভোগী করিয়া রাখিয়াছেন, সে প্রভুর নিকট কোন কথা গোপন করিতে সাহসী হয় না বলিয়াই, সেই পণ্ডিতটীর জন্য আমিও এতগুলি তথ্য আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছি। অপিচ, আমার আগা সূফীদের ধর্ম্মমত ইতঃপূর্ব্বেই অবগত ছিলেন।

---

(১৩) চিকিৎসক ও জ্যোতিষশাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তির ১৫০১ সালে জন্ম ও ১৫৭৬ সালে মৃত্যু হইয়াছিল।

আমার বিশ্বাস, এই লোকেরা যে অবস্থায় উপনীত হয়, তৎপক্ষে ঐকান্তিক দারিদ্র্য, সুদীর্ঘ উপবাস ও চিরন্তন তপশ্চর্য্যায় কতকটা সহায়তা করিয়া থাকে। আমাদের দেশের যতি ও সন্ন্যাসী সম্প্রদায় মনে করিবেন না যে, এই সমস্ত বিষয়ে তাঁহারা যোগীদিগকে বা এসিয়ার অন্য কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে অতিক্রম করিয়া চলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপে আর্ম্মিনীয়, কপ্ট্, গ্রীক, নেষ্টরীয়, জ্যাকোবিন্ ও মারোনাইট্ (১৫) সম্প্রদায়ের আচরণ ও উপবাসের উল্লেখ করিতে পারি। এই ইউরোপীয় সন্ন্যাসীরা পূর্ব্বোক্তদের তুলনায় নিতান্ত শিক্ষানবিশ বলিয়া বোধ হইবে ; যদিও স্বীকার করিতে হয় যে, আমাদের শীতপ্রধান দেশে ক্ষুধার ক্লেশ যতটা অনুভূত হয়, হিন্দুস্থানে সেরূপ হয় না। ইহা আমি স্বয়ং উপলব্ধি করিয়াছি।

এক্ষণে অপর কতকগুলি ফকিরের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিবার আছে। ইহারা পূর্ব্ব-বর্ণিত সাধুগণ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, কিন্তু ইহারাও অসাধারণ পুরুষ, ইহারা প্রায় অবিরত ভাবে দেশময় ঘুরিয়া বেড়ায়, পার্থিব পদার্থ মাত্রকেই উপেক্ষা করে এবং এইরূপ ভাব দেখায়, যেন তাহাদের কোন চিন্তা নাই ও তাহারা কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় গূঢ়তত্ত্ব অবগত আছে। লোকে মনে করে, ইহারা স্বর্ণ প্রস্তুত করিবার কৌশল জানে এবং এরূপ চমৎকার ভাবে পারদ প্রস্তুত করিতে পারে যে, প্রত্যহ প্রাতে তাহার এক বা অর্দ্ধ রতি সেবন করিলে, রুগ্ন দেহে নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়া আইসে এবং পাকযন্ত্রের এরূপ বলাধান হয় যে, সকল দ্রব্যই আহার ও অনায়াসে পরিপাক করা যায় ; কেবল ইহাই নহে, যখন এই যোগীদের দুইজনের পরস্পর সাক্ষাৎ হয় এবং ইহাদের পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষাভাব উদ্দীপিত করিয়া দেওয়া যায়, তখন ইহারা এরূপ যোগিপনা (বুজরুকী) প্রদর্শন করে যে,

(১৫) বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়।

সাইমন্ মেগাস্ তাঁহার সমস্ত যাদুবিদ্যার সাহায্যে আশ্চর্য্যতর ব্যাপার সংঘটন করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। তাহারা যে কোন ব্যক্তিকে তাহার মনের কথা বলিয়া দিতে পারে, একঘণ্টার মধ্যে গাছের ডালে মুকুল ও ফল ধরায়, পনর মিনিটেরও কম সময়ে ডিম বুকে রাখিয়া তা দিয়া ফুটায়, ও যে কোন পাখী চাওয়া যাউক, তাহার শাবক বাহির করিয়া ঘরময় উড়াইয়া দেয়, ও আরও অনেক অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন করে। এখানে তৎসমস্তের নাম করা নিষ্প্রয়োজন।

দুঃখের বিষয় এই যে, এই ঐন্দ্রজালিকদের বিষয়ে লোকে যাহা বলে, আমি তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারি নাই। আমার আগা এই গণকদের একজনকে আনাইয়া বলিয়াছিলেন, যদি সে পর দিবস প্রাতে তাঁহার তখনকার মনের কথা বলিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে তিনশত টাকা পুরস্কার দিবেন। তিনি স্বয়ং যাহাতে কোনও রূপ ছলনা করিতে না পারেন, তদর্থে পূর্ব্বেই তাহার সমক্ষে তিনি সেই কথা লিখিয়া রাখিবেন। আমিও বলিলাম, আমার মনের কথা বলিতে পারিলে আমিও পঁচিশ টাকা দিব। কিন্তু এই গণক আর আমাদের বাড়ী আসিল না। আর একবার ইহাদের আর একজনকে, (যে ডিম ফুটাইয়া পাখী বাহির করিতে জানিত), আমি কুড়ি টাকা দিতে চাহিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারও আগমন বিষয়ে আমাকে নিরাশ হইতে হয়। তথ্যভেদ করিবার জন্য নিরন্তর আয়াস সত্ত্বেও আমি কোন দিন বিস্ময়জনক কোন ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া উঠিতে পারি নাই। যখনই আমার সমক্ষে এমন কোন অদ্ভুত ব্যাপার সম্পাদিত হইয়াছে, যাহাতে দর্শকমণ্ডলী বিশেষ আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছে, দুর্ভাগ্যক্রমে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান ও প্রশ্নদ্বারা ইহাই অবধারিত হইয়াছে যে, ইহার মূলে হয় প্রতারণা, না হয়, হাতের কৌশল ব্যতীত আর কিছু নাই।

আমার মনে আছে, আমার আগার টাকা হারাইলে এক ব্যক্তি বাটি-চালাইয়া চোর ধরিয়াদিবার ভাণ করে;—আমি সে লোকটার বদ্‌মাইসী ধরিয়া ফেলি।

যে সমস্ত ফকিরের কথা আলোচনা করা হইল ইহাদের অপেক্ষা সৌম্যদর্শন ফকিরও আছে। তাহাদের জীবনযাত্রা ও ধর্ম্মনিষ্ঠায় এতটা বাড়াবাড়িও নাই। তাহারা নগ্নপদে নগ্নশিরে চলিয়া বেড়ায়; পরিধানে আজানুলম্বিত বহির্বাস; শ্বেত উত্তরীয় অঙ্গাবরণ দক্ষিণবাহুর নিম্ন ভাগ দিয়া বাম অংশের উপর হইয়া বেষ্টিত; কিন্তু ভিতরে অন্য কোনপ্রকার অঙ্গরাখা নাই। ইহাদের দেহ নিত্যস্নাত এবং ইহারা সর্ব্বদা অধিকতর পরিচ্ছন্ন। ইহারা সচরাচর দুই দুই জনে মিলিয়া শোভনভাবে চলাফেরা করে; এক হস্তে ত্রিপাদাবিশিষ্ট দুই হাতল যুক্ত ক্ষুদ্র মৃৎকমণ্ডলু। ইহারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় না, পরন্তু অব্যাহতভাবে হিন্দুগণের বাটীতে প্রবেশ করে। তথায় তাহাদের পদার্পণ গৃহস্থের শুভজনক বলিয়া বিবেচিত হয় ও তাহারা পরম সমাদর ও স্বাগত অভ্যর্থনা লাভ করে। এই সাধু অভ্যাগতদের সহিত বাটীর স্ত্রীলোকমণ্ডলার কি ঘটনা ঘটে, সকলেই জানে; তথাপি ইহাদের চরিত্রে কেহ দোষারোপ করিলে সে হতভাগ্যের আর নিস্তার নাই। ইহা দেশাচার মাত্র বলিয়া পরিগণিত, ইহাতে তাহাদের সাধুতার হ্রাস হয় না। স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া তাহাদের যে আচরণ, তৎপ্রতি আমিও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি না; আমরা জানি, এরূপ ঘটনা মুগল সাম্রাজ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। কিন্তু তাহারা যে আপনাদিগকে আমাদের হিন্দুস্থানবাসী যাজক সম্প্রদায়ের সহিত তুলনা করে, ইহা আমার নিকট নিতান্ত কৌতুকাবহ বলিয়া বোধ হয়। তাহাদের দুর্ব্বলচিত্ততা ও দাম্ভিকতা দেখিয়া অনেক সময়ে আমি যথেষ্ট আমোদ

লাভ করিয়াছি। আমি যথেষ্ট শিষ্টাচার ও মৌখিক ভক্তিসহকারে তাহাদিগকে সম্ভাষণ করিতাম দেখিয়া তাহারা আপনাদের মধ্যে বলাবলি করিত—"এই ফিরিঙ্গি জানে, আমরা কে; অনেক দিন হিন্দুস্থানে বাস করিয়াছে কিনা, তাই জানিতে পারিয়াছে যে, আমরা হিন্দুদের পাদ্রী।" কিন্তু আমি এই বিধর্ম্মী ভিক্ষুকদের লইয়া অনেক সময় নষ্ট করিয়াছি; এক্ষণে (হিন্দুদের) ব্যবস্থাশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের গ্রন্থাদি সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতে হইবে।

যদিও আমি সংস্কৃত ভাষা জানি না, তথাপি উক্ত ভাষায় লিখিত পুস্তকের বিষয় কিছু বলিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না। আমার "আগা," দানিশমন্দ খাঁ, আমার অনুরোধে ও তাঁহার নিজের কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য ভারতবর্ষের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বে শাহ জাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারার নিকট ছিলেন। এই ব্যক্তি আমার নিকট তিন বৎসর কাল ছিলেন এবং অন্যান্য যে সকল পণ্ডিত তাঁহার গৃহে আসিতেন তাঁহাদের সহিতও আমার পরিচয় করাইয়া দিতেন। যখন আমার 'আগার' নিকট হার্ভিস্ ও পিকট্-এর শবচ্ছেদ শাস্ত্রে নূতন আবিষ্কারের বিষয় বর্ণনা করিয়া, এবং গাসেণ্ডি ও ডিকার্টিস্ (১৬) এর বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িতাম (এই সকল আমি তাঁহার নিকট পারস্য ভাষায় ব্যাখ্যা করি এবং প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর ইহাই আমার প্রধান কার্য্য ছিল) তখন আমরা পণ্ডিত মহাশয়ের শরণাপন্ন হইতাম। তিনি অত্যন্ত গম্ভীরভাবে তাঁহার গল্পগুলির বর্ণনা করিতেন ও অদ্ভুতরূপে তর্ক

---

(১৬) হার্ভিস্—চিকিৎসক; ইনি রক্তসঞ্চালন আবিষ্কার করেন। পিকট্—ইনিও চিকিৎসক ও বার্নিয়ারের সমসাময়িক ছিলেন। ডেকার্টিস্—সুবিখ্যাত দার্শনিক।

করিতেন। কিন্তু পরিশেষে আমরা তাঁহার নির্ব্বোধ তর্ক ও বালোচিত গল্প শুনিয়া বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

হিন্দুরা বলে, যে ঈশ্বর—(উহারা ঈশ্বরকে "অচর" অর্থাৎ অচল ও অপরিবর্ত্তনীয় বলে) তাহাদিগকে চারিটী পুস্তক প্রদান করিয়াছেন। সেইগুলিকে উহারা 'বেদ' আখ্যা প্রদান করিয়াছে ; বেদ অর্থে বিজ্ঞান বুঝায়। উহাদের মতে উক্ত পুস্তকগুলিতে পৃথিবীর যাবতীয় বিজ্ঞান আছে, এবং এইজন্য উহারা উহাকে "বেদ" এই আখ্যা প্রদান করিয়াছে। প্রথম পুস্তকটীর নাম অথর্ব্ববেদ, দ্বিতীয়টী যজুর্ব্বেদ, তৃতীয়টী ঋক্‌বেদ এবং চতুর্থটী সামবেদ। এই পুস্তকগুলিতে উক্ত আছে যে সমুদয় লোক চারি বর্ণে বিভক্ত হইবে এবং প্রকৃতই উহারা চারিটী জাতিতে বিভক্ত। প্রথম জাতি ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ন্যায়ের ব্যাখ্যাকারী, দ্বিতীয় জাতি ক্ষত্রিয় অর্থাৎ যোদ্ধৃগণ ; তৃতীয় জাতি বৈশ্য অর্থাৎ বণিক্ ও ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণ. উহারা সাধারণতঃ বেনিয়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে, চতুর্থ জাতি শূদ্র অর্থাৎ মুটে, মজুর, কুলী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ। এই বিভিন্ন জাতির পরস্পরের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত নাই, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে বিবাহ করিতে পারে না, এবং অন্যান্য জাতির মধ্যেও এইরূপ বাধা আছে।

পৌত্তলিকগণ, পাইথাগোরসের ন্যায় জন্মান্তরে বিশ্বাস করে। এই জন্য তাহারা কোন প্রকার প্রাণীবধ কিংবা ভক্ষণ করা অনুচিত মনে করে। কিন্তু ক্ষত্রিয়দিগকে এবিষয়ে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছে। তাহারা গাভী ও ময়ূর ব্যতীত অন্যান্য প্রাণী বধ করিয়া ভক্ষণ করিতে পারে। এই দুই প্রাণীকে এবং বিশেষতঃ গাভীকে তাহারা অত্যন্ত সম্মান করে। তাহাদের ধারণা যে গাভীর পুচ্ছ ধারণ করিয়াই তাহারা বৈতরণী নদী, (অর্থাৎ যে নদী ইহলোক ও পরলোকের

মধ্যে প্রবাহিত,) উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইবে। সম্ভবতঃ তাহাদের প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ মিশর দেশস্থ মেষপালকদিগকে এইরূপ ভাবে নীলনদ উত্তীর্ণ হইতে দেখিয়াছিল। বাম হস্তে কোন মহিষ কিংবা ষণ্ডের পুচ্ছ ধারণ করিত এবং উহাদিগকে পরিচালিত করিবার জন্য দক্ষিণ হস্তে যষ্টি ধারণ করিত। অথবা গাভীর অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তার জন্য তাহারা উহাকে এত ভক্তি করে। গাভীই তাহাদিগকে দুগ্ধ ও ঘৃত প্রদান করে, তাহাদের কৃষিকার্য্যের প্রধান সহায়, সুতরাং তাহাদের জীবনের প্রধান সহায়। ইহাও চিন্তা করা উচিত যে সিন্ধুতীরে পতিত ভূমির অভাব প্রযুক্ত বহুসংখ্যক গো মহিষাদি পালন করা সম্ভবপর ছিল না। ফ্রান্সে এবং ইংলণ্ডে যেরূপ গোমাংস ভক্ষণ করা হয় যদি তাহারাও সেইরূপ করিত তাহা হইলে সমুদয় গো জাতি নির্ম্মূল হইয়া যাইত, সুতরাং দেশে কৃষিকার্য্য পরিচালিত করিবার আর কোন সম্ভাবনা থাকিত না। দেশে গ্রীষ্মের এত আধিক্য এবং সে সময়ে ভূমি এত শুষ্ক হইয়া উঠে যে, বৎসরে প্রায় আট মাস কাল গৃহপালিত পশুগণ, ক্ষুধায় মৃতকল্প হইয়া শূকরের ন্যায় নানাপ্রকার ময়লা ও অপবিত্র খাদ্য ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে বাধ্য হয়।

গোমহিষাদির অল্পতা হেতু ব্রাহ্মণদিগের অনুরোধে জাহাঙ্গীর কয়েক বৎসরের জন্য গৃহপালিত পশু-হত্যা নিবারণ করেন। অনতিকাল পরে ব্রাহ্মণগণ আওরংজীবের নিকট বহু অর্থ উপঢৌকন প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় এক অনুরোধ পত্র প্রেরণ করে। তাহাদের মতে, গোজাতির অল্পতাই গত ৫০।৬০ বৎসর দেশের অধিকাংশ ভূমির পতিত অবস্থার কারণ।

বোধ হয়, পঞ্চনদে বাস কালে প্রথম নৈয়ায়িকগণ আদেশ করিয়াছিলেন যে, নিরামিষ ভোজন মনুষ্যের চরিত্র গঠনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইবে। তাহারা পশুজাতির সহিত সহৃদয়তার সহিত ব্যবহার করিতে আদিষ্ট হইলে,

পরস্পরের প্রতিও নিষ্ঠুরাচরণ করিবে না। জন্মান্তরে বিশ্বাস থাকা প্রযুক্ত তাহারা পশুজাতির প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবে না। কারণ যদি তাহাদের কোন না কোন পূর্ব্বপুরুষ পশুরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাদের হস্তে নিহত হন, তাহা হইলে তাহাদের পাপের আর সীমা থাকিবে না। ইহাও সম্ভবপর, যে ব্রাহ্মণেরা অনুমান করিয়াছিলেন যে গোমাংস, শীতঋতু ভিন্ন অন্য কোন সময়ে তাহাদের দেশের জলবায়ুর পক্ষে উপযোগী হইবে না।

বেদে এইরূপ বিধি আছে যে, দিবসে তিনবার—প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যাকালে পূর্ব্বদিকে চাহিয়া প্রার্থনা করা হিন্দুদের অবশ্য কর্ত্তব্য, দিবসে তিনবার, অন্ততঃপক্ষে প্রত্যেকবার আহারের পূর্ব্বে একবার করিয়া স্নানেরও বিধি আছে। স্থির জল অপেক্ষা স্রোতস্বতীর জলে স্নান ও আহ্নিক করা যে বিশেষ উপকারী, ইহাও তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করা হয়। এই নিয়মও ভারতবর্ষের জলবায়ুর উপযোগী করিয়া প্রচলিত হইয়াছে। যাহারা শীতপ্রধান দেশে বাস করে, তাহার পক্ষে ইহা বিশেষ ক্লেশজনক, এবং আমি দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিয়াছি যে, অনেকে এই নিয়ম দৃঢ়রূপে পালন করিতে যাইয়া মরণাপন্ন হইয়াছে। তাহারা কোন নদী কিংবা পুষ্করিণীতে অবগাহন করে, এবং যদি কোন নদী কিংবা পুষ্করিণী নিকটবর্ত্তী স্থানে না থাকে, তাহা হইলে বৃহৎ পাত্রপূর্ণ জল তাহাদের মস্তকে নিক্ষেপ করে। আমি মধ্যে মধ্যে তাহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিতাম যে, তাহাদের ধর্ম্মে এরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে, যাহা হিমপ্রধান দেশে, এবং বিশেষতঃ শীতঋতুতে প্রতিপালন করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে এই সকল নিয়মের মূলে কোনরূপ ঐশ্বরিক তত্ত্ব নিহিত নাই, কেবল মনুষ্যের উদ্ভাবিত যুক্তির সমষ্টি মাত্র। তাহারা ইহা

শুনিয়া বিশেষ হাস্যজনক উত্তর প্রদান করিত। তাহারা বলিত "আমরা বলি না যে আমাদের নিয়ম বিশ্বের উপযোগী। ঈশ্বর কেবল আমাদেরই জন্য ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন এবং সেইজন্যই আমরা কোন বিদেশীকে আমাদের ধর্ম্মে গ্রহণ করিতে পারি না। আমরা ইহাও বলি না যে তোমাদের ধর্ম্ম মিথ্যা; উহা তোমাদের অবস্থা ও অভাবের উপযোগী করিয়া নির্ম্মিত, কারণ ঈশ্বর স্বর্গে যাইবার জন্য বিভিন্ন পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন"। খৃষ্টধর্ম্ম যে বিশ্বের উপযোগী ইহা তাহাদিগকে বুঝাইতে আমি কখনও সমর্থ হই নাই।

বেদে উল্লিখিত আছে যে, ঈশ্বর পৃথিবী নির্ম্মাণ করিতে সংকল্প করিলে তাঁহার ইচ্ছা তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত করেন নাই। তিনি সর্ব্ব প্রথমে তিনটি পূর্ণ শক্তি সৃজন করেন। প্রথম ব্রহ্ম, অর্থাৎ যাঁহার সর্ব্বত্রই গতি, দ্বিতীয় বিষ্ণু অর্থাৎ যিনি সর্ব্বভূতে বিদ্যমান, এবং তৃতীয় মহাদেব, অর্থাৎ মহাপ্রভু। ব্রহ্মার দ্বারা তিনি পৃথিবী সৃজন করেন, বিষ্ণুর দ্বারা উহা পালন করেন এবং মহাদেব দ্বারা তিনি উহা বিনষ্ট করিবেন। ঈশ্বরের আদেশেই ব্রহ্মা চতুর্ব্বেদ প্রকাশিত করেন, এবং এই জন্যই তিনি কোন কোন মন্দিরেচ তুরাননরূপে পূজিত হইয়া থাকেন।

আমি ইউরোপীয় প্রচারকদিগের সহিত কথাবার্ত্তায় জানিয়াছি যে তাঁহারা অনুমান করেন যে, হিন্দুরা বোধ হয়, ত্রিত্বএর বিষয় কিঞ্চিৎ অবগত আছে, এবং তাঁহারা আরও বলেন যে বেদে বিশেষরূপে উল্লেখ আছে যে, পূর্ণ ত্রিশক্তির, যদিও তিনটি বিভিন্ন অস্তিত্ব আছে, তথাপি তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে এক। এই বিষয়ে আমি পণ্ডিতদিগকে প্রায়ই আলোচনা করিতে শুনিয়াছি, কিন্তু তাহারা এরূপ দুর্ব্বোধ্যরূপে এই বিষয়ের ব্যাখ্যা করে যে আমি কখনও তাহাদের মত সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। আমি তাহাদের কয়েকজনকে বলিতে

শুনিয়াছি যে, ত্রিশক্তি প্রকৃত পক্ষে তিনটি পূর্ণ মূর্ত্তি, এবং তাহারা উহাদিগকে দেবতা নামে অভিহিত করে কিন্তু "দেবতা" শব্দের অর্থ কি তাহা তাহারা স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারে না। আমাদের প্রাচীন পৌত্তলিকগণও 'জিনিয়াই' ও 'নিউমিনা' শব্দের অর্থ স্পষ্টরূপে জানিতেন না, এবং আমার বোধ হয় উক্ত শব্দদ্বয় হিন্দুদিগের 'দেবতা' শব্দেরই অনুরূপ। আমি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদিগের সহিত এই বিষয় আলোচনা করিয়াছি। তাঁহারা বলেন যে, এই তিনটি শক্তি প্রকৃত একই ঈশ্বর, সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কারী এই তিনটি বিভিন্ন রূপে পূজিত। কিন্তু তাঁহারা ঈশ্বরের তিনটি মূর্ত্তির বিষয় কিছুই বলেন নাই।

আমি জিশুইট্ প্রচারক রেভেরেণ্ড রোয়ার (১৭) সহিত পরিচিত ছিলাম। তিনি জার্ম্মাণ দেশীয় ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন এবং আগ্রায় প্রচারকের কার্য্য করেন। তিনি আমায় বলিয়াছেন যে হিন্দুদের শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে একই ঈশ্বর বিদ্যমান এবং দ্বিতীয় মূর্ত্তি নয়বার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, তিনি রোমে প্রত্যাগমন করিবার সময় সিরাজ নগরে ছিলেন, তখন ঐ নগরের একজন "কারমেলাইট ফাদার" (১৮) বিশেষ দক্ষতার সহিত হিন্দুদিগের নিম্নলিখিত ধর্ম্ম মত গুলি নির্ণয় করিতে সমর্থ হন। ত্রিত্বের দ্বিতীয় মূর্ত্তি ধরাধামে অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য নয়বার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অষ্টম অবতার কিন্তু কিছু আশ্চর্য্য জনক।

---

(১৭) প্রকৃত নাম ফাদার রথ—ইনি ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে গোয়া হইতে যাত্রা করিয়া ১৬৬০ সালে আগ্রায় পৌছেন। এই কয় বৎসর তিনি সংস্কৃত ও হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

(১৮) সিরিয়ার অন্তর্গত কার্ম্মেল পর্ব্বতে আন্দাজ ১১৫৬ সালে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়।

পৃথিবী দৈত্যের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইলে দ্বিতীয় মূর্ত্তি মধ্য রাত্রে কুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। দেববালাগণ সঙ্গীত ধ্বনি করিয়াছিলেন এবং সমস্ত রাত্রি পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল। ইহা অনেকটা ধর্ম্মের অনুরূপ। কিন্তু ইহার পর পুনরায় গল্প আরম্ভ হইল। কারণ লিখিত আছে যে, এই অবতীর্ণ ঈশ্বর একজন দৈত্যকে নিহত করেন; সে এরূপ বৃহদাকার ছিল যে, যখন সে শূন্যে লম্ফ প্রদান করিয়াছিল তখন সূর্য্য আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ধরার উপর পতিত হইলে ভূমিকম্প হইতে লাগিল এবং ধরায় পতিত হইয়া উহা ভেদ করিয়া একেবারে নরকের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই অবতারও পার্শ্ব-দেশে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার পতনে শত্রু-পক্ষেরা পলায়ন করিল। তি'ন পুনরায় উত্থান করিলেন এবং পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া স্বর্গে আরোহণ করিলেন। এইজন্য তিনি হিন্দু'দিগের মতে দশম অবতার—মনুষ্যকে মুসলমানদিগের অত্যাচার হইতে উদ্ধার করিবেন, এবং আমাদের গণনানুসারে সে সময়ে ঈদৃশ শত্রুর আবির্ভাব হইবে, তিনিও সেই সময়ে অবতীর্ণ হইবেন। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রে এ বিষয়ের কিছুরই উল্লেখ নাই, ইহা কেবল জনপ্রবাদ মাত্র।

তাহারা আরও উল্লেখ করে যে ত্রিত্বের তৃতীয় মূর্ত্তি অর্থাৎ মহাদেব ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নিম্নলিখিত গল্পটি তাঁহার সম্বন্ধে কথিত আছে। কোন নৃপতির কন্যা বিবাহযোগ্যা হইলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে নিজ স্বামী মনোনীত করিতে অনুজ্ঞা করেন। সেই কন্যা একজন কোন এক দেবশক্তির সহিত বিবাহিতা হইতে ইচ্ছুক হইলে মহাদেব তৎক্ষণাৎ অগ্নি-মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহার কন্যাকে এই সুসংবাদ প্রদান করিলে কন্যাও বিবাহে মত প্রদান করিলেন। অগ্নিমূর্ত্তিধারী মহাদেব রাজসভায়

নিমন্ত্রিত হইলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে অমাত্যবর্গ এই বিবাহে আপত্তি উত্থাপন করিতেছে, তখন তিনি প্রথমে তাহাদের শ্মশ্রু দগ্ধ করিলেন, তৎপরে তাহাদিগের সহিত নৃপতির আত্মীয়বর্গকে দগ্ধ করিয়া রাজকুমারীকে বিবাহ করিলেন। অদ্ভুত! দ্বিতীয় মূর্ত্তির বিষয় হিন্দুরা বলে যে, তাঁহার প্রথম অবতার প্রায় সিংহের আকারের ন্যায়, দ্বিতীয় অবতার বরাহমূর্ত্তি, কচ্ছপ তৃতীয় অবতার, সর্প চতুর্থ অবতার, বামন পঞ্চম অবতার, নরসিংহ ষষ্ঠ অবতার, তাঁহার সপ্তম অবতার পক্ষ-বিশিষ্ট সর্প, অষ্টম অবতারের বিষয় পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি নবম অবতার প্রায় হনুমানের আকার এবং একজন মহাপরাক্রমশালী যোদ্ধারূপে তিনি দশমবার ধরায় অবতীর্ণ হইবেন।

আমি নিঃসন্দেহে অনুমান করি যে মাননীয় প্রচারকেরা বেদ হইতেই হিন্দুদিগের ধর্ম্মমতগুলির বিষয় জানিতে পারিয়াছেন এবং আমি যে বিবরণ প্রদান করিলাম, তাহাই হিন্দুদিগের পুরাণের উপাদান। আমি এই বিষয় সবিস্তারে লিখিয়াছিলাম, তাহাদের মন্দিরস্থ কতিপয় দেবদেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছিলাম, এবং তাহাদের নিকট হইতে সংস্কৃত ভাষায় অক্ষরগুলিও লইয়াছিলাম, কিন্তু আমার পাণ্ডুলিপির প্রধান বিষয় গুলিই ফাদার কার্চার (১৯) লিখিত চায়না ইলস্ট্রেটায় আছে দেখিয়া আমার বোধ হয়, আপনি উহা পাঠ করিলেই যথেষ্ট হইবে। তিনিও রোমে অবস্থান কালে ফাদার রোয়ার নিকট হইতে অনেক বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমি ইহাও বলিয়া রাখিতেছি যে ফাদার কার্চারের ব্যবহৃত অবতার এই শব্দটী আমার নিকট নূতন

---

(১৯) ফাদার রথ রোমে যাইয়া ফাদার কার্চারের জন্য পাঁচ খানি ফলক প্রস্তুত করেন এবং কার্চার "China Illustrata" নামক পুস্তক প্রকাশ করেন।

বলিয়া বোধ হইতেছে, কারণ ইহার পূর্ব্বে আর কখনও ঐরূপ অর্থে উক্ত শব্দের ব্যবহার দেখি নাই। কয়েকজন পণ্ডিত তাঁহাদের ধর্ম্ম মতগুলি আমার নিকট এইরূপভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ঈশ্বর উল্লিখিত আকার ধারণ পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া বর্ণিত আশ্চর্য্য কার্য্যাবলী সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অন্যান্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, কতিপয় মহাপুরুষদিগের আত্মা উক্ত উল্লিখিত আকার পরিগ্রহ করিয়া দেবতা-রূপে পরিগণিত হন, অথবা পৌত্তলিকদিগের ভাষায় বলিতে হইলে, তাঁহারা ঐশ্বরিক শক্তিতে পরিণত হন। এই 'দেবতা' শব্দের অর্থের ব্যাখ্যা কিরূপে করিতে হইবে আমি তাহা জানি না। এই দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যাও প্রায় প্রথম ব্যাখার অনুরূপ, কারণ হিন্দুদিগের বিশ্বাস যে তাহাদের আত্মা কেবল দেবতারই কোন এক অংশ।

অন্যান্য কতিপয় পণ্ডিতগণ আমার নিকট আরও বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন যে পুস্তকলিখিত অবতার ও আবির্ভাব প্রভৃতির গূঢ়তত্ত্ব আছে। সেগুলি প্রকৃত ভাবে ধরিয়া লওয়ার উচিত নয়। উহা কেবল ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণাবলী প্রকাশিত করিবার জন্যই লিখিত হইয়াছে। এই বিখ্যাত পণ্ডিতদিগের মধ্যে কয়েকজন আমায় স্পষ্ট বলিয়াছিলেন যে, এই সব অবতার প্রভৃতি কল্পিত গল্প ব্যতীত কিছুই নহে। আইনকর্ত্তৃগণ যাহাতে লোকে ধর্ম্মে আস্থা স্থাপন করে, এই জন্যই এই সব কল্পনা করিয়াছিলেন। হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মমত যে আমাদের আত্মা কেবল ঈশ্বরেরই অংশ, এইমতে বিশ্বাস স্থাপন করিলে দর্শনের তীব্র তর্কের নিকট ঈশ্বরের অত্যাচারের সত্যতা টিকিতে পারে কি ? কারণ, আমাদের আত্মার বিষয় ধরিতে গেলে, আমরাই ঈশ্বর সুতরাং আমরা নিজেরই পূজা করি, এই সকল, এবং জন্মান্তর, স্বর্গ, নরক, প্রভৃতিতে বিশ্বাস সকলই অসঙ্গত হইয়া পড়ে।

আমি ফাদার কার্চার এবং রোয়ার নিকট যেরূপ কৃতজ্ঞ, সেইরূপ হেনরী লোর এবং আব্রাহাম রোজার (২০) নিকটও কৃতজ্ঞ। আমি হিন্দু-দিগের সম্বন্ধে অনেক বিবরণ অবগত হইয়াছিলাম, এবং তাহা আমি তাঁহাদের লিখিত পুস্তকেও পরে দেখিয়াছি। তাঁহারা যেরূপে উক্ত বিবরণ গুলি বিন্যাস করিয়াছেন, আমি তাহা তাঁহাদের পুস্তকে না দেখিলে বিশেষ পারিশ্রম ও কষ্ট ব্যতীত উহা উক্তরূপে সজ্জিত করিতে সমর্থ হইতাম না। এক্ষণে হিন্দুদিগের বিদ্যাচর্চ্চা ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমি সংক্ষেপে ও সাধারণ ভাবে বর্ণনা করিব।

বারাণসী নগর গঙ্গার তীরে এবং অত্যন্ত উর্ব্বর ও সুন্দর দেশের মধ্যে অবস্থিত। এই নগরই হিন্দুদিগের বিদ্যাচর্চ্চার শ্রেষ্ঠ স্থান। ইহাই ভারতের এথেন্স নগর। এইস্থানে যত ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসিগণের আবাস এবং ইঁহারাই বিদ্যাচর্চ্চায় কালযাপন করেন। এই নগরে আমাদের দেশস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় কোন বিদ্যালয় ও নিয়মিত অধ্যয়নশ্রেণী নাই। বরং ইহা প্রাচীনদিগের বিদ্যালয়ের অনুরূপ। শিক্ষকগণ নগরের বিভিন্ন স্থানে গৃহস্থদিগের আবাস স্থলে এবং সাধারণতঃ নগরের প্রান্তে উদ্যান সমূহে অধ্যাপনা করেন। এই সব উদ্যানগুলি নগরস্থ ধনাঢ্য বণিক্‌গণ তাঁহাদিগকে ব্যবহারার্থ প্রদান করেন। কোন কোন শিক্ষকের কেবল চারিজন ছাত্র, কাহারও বা ছয় সাত জন, এবং সর্ব্ব-

---

(২০) হেনার লর্ড—সুরাটের ধর্ম্ম প্রচারক এবং অনেকগুলি গ্রন্থের গ্রন্থকার। আব্রাহাম রোজার ওলন্দাজ ধর্ম্মযাজক। রোজারের মৃত্যুর পরে তাঁহার বিধবা "La Porte Ouverte, pour parvenir a' la Connoissance du Paganisme Cache" নামক স্বামীর পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের লিখিত বৃত্তান্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের নিকটই সংগৃহীত হইয়াছিল।

শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের দ্বাদশ কিংবা পঞ্চদশ জন ছাত্র এবং ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যা। ছাত্রেরা তাহাদের স্ব স্ব শিক্ষকদিগের অধীনে দশ কিংবা দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত থাকে। এই সময়ের মধ্যে তাহাদের বিদ্যা-চর্চ্চা অত্যন্ত ধীরভাবে অগ্রসর হইতে থাকে, কারণ দেশের গ্রীষ্মাধিক্য প্রযুক্ত এবং তাহাদের আহার্য্যের জন্য তাহারা প্রায়ই অত্যন্ত অলস হইয়া থাকে। আমাদের মধ্যে যেরূপ প্রতিযোগিতা দৃষ্ট হয়, ইহাদের মধ্যে সেরূপ কিছুই নাই এবং কোনরূপ সম্মানের বা অর্থ-প্রাপ্তির আশা না থাকাতে বিদ্যার্থীগণ স্থানীয় ধনী বণিক্‌গণ প্রদত্ত খিচুড়ী ভক্ষণ ও ধীরে ধীরে পাঠাভ্যাস করে।

সর্ব্বপ্রথমে সংস্কৃত ভাষাই শিক্ষা করিতে হয়। এই ভাষায় কেবল পণ্ডিতেরাই ব্যুৎপন্ন এবং হিন্দুস্থানে কথিত ভাষা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই সংস্কৃত ভাষার বর্ণই ফাদার কার্চার ফাদারা রোম্নার নিকট প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন। 'সংস্কৃত' শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ। হিন্দু-দিগের বিশ্বাস যে, যে ঈশ্বরের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া ব্রহ্মা বেদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, উহা প্রথমে সংস্কৃত ভাষাতেই লিখিত হইয়াছিল এবং এই জন্য উহারা উক্ত ভাষাকে পবিত্র কিংবা স্বর্গীয় ভাষা বলিয়া থাকে। তাহাদিগের বিশ্বাস যে, এই ভাষা ব্রহ্মার রচিত, তাঁহার বয়স প্রায় লক্ষাধিক বৎসর, ভাষা তাঁহারই ন্যায় প্রাচীন, কিন্তু আমি এই অদ্ভুত প্রাচীনতায় বিশ্বাস করি না। কিন্তু এই ভাষা যে অত্যন্ত প্রাচীন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কারণ হিন্দুদিগের সকল ধর্ম্ম পুস্তকই, যাহা সত্য সত্যই প্রাচীন সে সমুদয়ই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। এই ভাষাতে অন্যান্য গ্রন্থকারেরা দর্শনশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি শ্লোকে লিখিয়াছেন। আরও অনেক পুস্তক এই ভাষায় লিখিত হইয়াছে। বারাণসীর একটী সুবৃহৎ হর্ম্ম্য এই পুস্তকাবলীতে পরিপূর্ণ।

সংস্কৃত ভাষায় কোন উত্তম ব্যাকরণ না থাকায় এই ভাষা শিক্ষা ছাত্রদিগের পক্ষে বিশেষ দুরূহ ব্যাপার। এই ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিলে ইহারা প্রথমে পুরাণপাঠ আরম্ভ করে। পুরাণ বেদেরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণের ব্যাখ্যা। বারাণসীতে আমাকে যে বেদ দেখান হইয়াছিল, উহা যদি সত্য সত্যই বেদ হয়, তাহা হইলে বাস্তবিকই এই পুস্তক অত্যন্ত বৃহৎ। ইহা এত দুর্লভ যে, আমার আগা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও ইহা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। যাহাতে ইহা মুসলমানদিগের হস্তে পতিত হইয়া দগ্ধীভূত না হয়, তজ্জন্য হিন্দুগণ এই পুস্তক বিশেষ যত্নের সহিত লুক্কাইত রাখে ; প্রায়ই এইরূপ হইয়াছিল বলিয়াই এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।

পুরাণ-পাঠ শেষ হইলে ছাত্রেরা দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নে মনোযোগী হয়, কিন্তু এই শাস্ত্রে ইহারা অতি অল্পই অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে ইহারা কিঞ্চিৎ ধীর ও অলসভাবাপন্ন এবং ইউরোপস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যগণের মধ্যে কোন এক সম্মানজনক কার্য্যে উন্নতি লাভের সম্ভাবনা থাকিলে যে উৎসাহ ও উত্তেজনা আইসে ইহাদিগের মধ্যে সেরূপ প্রায় নাই।

যে সকল দার্শনিক ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ছয়জনই বিখ্যাত। এই ছয়জন হইতেই ছয়টী মতের উৎপত্তি হইয়াছে। এই ছয় মতের মধ্যে প্রায়ই বিশেষ কলহ ও হিংসার আবির্ভাব হইয়া থাকে। প্রত্যেক মতের পণ্ডিতেরাই তাঁহাদের স্ব স্ব ধর্ম্মমত সঠিক ও বেদের অনুরূপ বলিয়া অনুমান করেন। সপ্তম মতেরও উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা বৌদ্ধ দর্শন বলিয়া খ্যাত। এই মত আবার অন্যান্য দ্বাদশ বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই মত অন্যান্য মতের ন্যায় বিপুলকায় নহে। এই মতের অনুচরগণ অধর্ম্মাচারী এবং

নাস্তিক বলিয়া সকলের নিকট ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ইহারা তাহাদেরই বিশিষ্ট নিয়মানুসারে জীবন যাপন করে।

তাহাদের প্রত্যেক ধর্ম্মপুস্তকেই ধর্ম্মমত গুলির বিষয় লিখিত আছে, কিন্তু প্রত্যেকটীই অন্যটি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের। কেহ কেহ বলেন যে প্রত্যেক দ্রব্যই কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবিভাজ্য কণার সমষ্টি। এই কণাগুলি দৃঢ়তা, কাঠিন্য, ঘনত্ব প্রভৃতি গুণাবলীর জন্য অবিভাজ্য নহে; ইহারা অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলিয়াই অবিভাজ্য। এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা অন্যান্য মত প্রচার করিয়াছেন। সেগুলি ডেমোক্রিটস্ এবং এপিকিউরসের (২১) মতাবলীর অনুরূপ। কিন্তু তাহাদের মতগুলি এরূপ অসম্বন্ধ ও অনিশ্চিতরূপে প্রকাশিত যে উহাদের অর্থ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা এক প্রকার অসম্ভব। এই অসম্বদ্ধতা ও অনিশ্চয়তা গ্রন্থকারগণ অপেক্ষা পাণ্ডিত্যাভিমানী অজ্ঞ টীকাকারগণেরই দোষে ঘটিত বলিয়া বোধ হয়।

অন্য পণ্ডিতগণের মতে প্রত্যেক দ্রব্যই পদার্থ এবং আকৃতি দ্বারা গঠিত। কিন্তু কেহই, আকৃতির বিষয়ের ত কথাই নাই, পদার্থের বিষয়ও স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করে না। তাহাদের নিকট হইতে এই পর্য্যন্ত বুঝিয়াছি যে আমরা পদার্থ এবং আকৃতি বলিলে যাহা বুঝি, উহারা উক্ত শব্দদ্বয়ের সেরূপ অর্থ করে না। যেরূপ, নরম মৃত্তিকা হইতে কুম্ভকার নানাবিধ আকারের পাত্র নির্ম্মাণ করে সেইরূপ তাহারা বাস্তব দ্রব্য হইতে উদাহরণ গ্রহণ করে।

অন্য কতিপয় পণ্ডিত বলে যে, প্রত্যেক দ্রব্যই চতুর্ভূত দ্বারা ব্যোম হইতে নির্ম্মিত। কিন্তু তাহারা অনুমিশ্রণ কিংবা পরিবর্ত্তনের বিষয়

---

(২১) গ্রীসদেশীয় দার্শনিকদ্বয়।

কিছুই ব্যাখ্যা করে না। এই ব্যোম শব্দ, শূন্য শব্দের অনুরূপ, এবং ইহা পণ্ডিতগণ যে কত প্রকারে ব্যাখ্যা করেন তাহার ইয়ত্তা নাই। আমার বোধ হয় তাহারা এই শব্দের অর্থ উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই এবং অপরকে বুঝাইতেও সমর্থ নহে।

অন্য কয়েকজন পণ্ডিতের মতে আলোক এবং অন্ধকারই দ্রব্যের মূল উপাদান, এবং এই মতের সমর্থনের জন্য তাহারা নির্ব্বোধের ন্যায় সহস্রবিধ দুর্ব্বোধ্য ব্যাখ্যা প্রদান করে। তাহারা প্রকৃত দর্শন শাস্ত্রানুমোদিত প্রমাণ গ্রহণ করে না এবং এরূপ দীর্ঘতর্কের অবতারণা করে যাহা কেবল অশিক্ষিত ও অজ্ঞান লোকেরই শ্রবণ-যোগ্য।

আরও অনেক পণ্ডিত আছে যাহারা ব্যোমকেই মূল উপাদানরূপে নির্দ্ধারণ করে এবং উহাদের মতে ব্যোম শূন্য হইতে প্রভেদ। এই মতের সমর্থনের নিমিত্ত তাহারা সুবৃহৎ বিবরণ প্রদান করে যাহা এরূপ অপদার্থ ও দর্শনবিরুদ্ধ যে আমার বোধ হয় এই সামান্য মতের জন্য তাহাদের গ্রন্থকারগণ কখনও লেখনী ধারণ করেন নাই এবং তজ্জন্য দর্শনশাস্ত্রে উহার কোন উল্লেখ নাই।

আবার অনেক আছে যাহারা বলে যে সমস্ত ঘটনাই নিয়তির উপর নির্ভর করে এবং এইজন্য তাহারা এরূপ এক আশ্চর্য্যজনক বিরক্তিকর বিবরণ প্রকাশ করিয়াছে যাহা কেবল নির্ব্বোধ ও নীচ বাচালের পক্ষেই শোভনীয়।

এই তত্ত্বগুলি যে সনাতন এ বিষয়ে সকল পণ্ডিতেরই একমত। কিন্তু শূন্য হইতে উৎপত্তি, এ বিষয়ে তাহাদের কিংবা প্রাচীন দার্শনিকদের, কাহারও মনে এবিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু তাহারা বলে যে ঋষিদিগের মধ্যে একজন এবিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন।

তাহাদের আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধীয় অনেক পুস্তক আছে, কিন্তু সেগুলি পুস্তক নহে কেবল ঔষধের ব্যাবস্থা পত্র মাত্র। ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও মূল্যবান পুস্তকখানি শ্লোকে লিখিত। প্রসঙ্গক্রমে আমি বলিতেছি যে তাহাদের ব্যবস্থা আমাদের অপেক্ষা বিশেষ ভিন্ন। তাহাদের ব্যবস্থা নিম্নলিখিত কয়েকটী সর্ব্ববাদিসম্মত মূলতত্ত্বের উপর স্থাপিত। জ্বরাক্রান্ত রোগীর বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। উপবাসই রোগের প্রধান ঔষধ। জ্বরাক্রান্ত রোগীর পক্ষে মাংস অপেক্ষা কুপথ্য আর নাই; রুগ্ন পাকস্থলীতে মাংস বিকৃত হইয়া যায়। কেবল অসাধারণ অবস্থাতেই রোগীর রক্তনিষ্কাশনের ব্যবস্থা আছে। যে অবস্থায় এই ব্যবস্থা প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় তাহা এই;—মস্তিষ্কের বিকার, বক্ষঃশূল, যকৃতের কোন প্রকার বিকৃতি ইত্যাদি— এই সকল রোগে রক্তনিষ্কাশনের ব্যবস্থা আছে।

এই প্রকার ব্যবস্থা বিজ্ঞান-সম্মত কিনা তাহা আমাদের বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বিচার করিবেন। কিন্তু আমি জানি যে, ইহা হিন্দুস্থানে উত্তমরূপ প্রচলিত আছে এবং মুসলমান চিকিৎসকগণ, যাঁহারা 'অভিসেন্না' এবং "আভেরোস্"-এর নিয়মাবলী অনুযায়ী চিকিৎসা করেন, তাঁহারাও হিন্দুদিগের ন্যায় উক্ত ব্যবস্থার নিয়মগুলি প্রতিপালন করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ তাঁহারা জ্বরাক্রান্ত রোগীর পক্ষে মাংসভোজন যে বিশেষ অনিষ্টকর সে বিষয়ে একমত। হিন্দুদিগের অপেক্ষা মুগলগণ রক্ত-নিষ্কাশনের বিশেষ পক্ষপাতী। কারণ যে স্থানে তাঁহারা উল্লিখিত রোগে সাধারণতঃ একবার কিংবা দুইবার রক্ত নিষ্কাশন করেন, তাহা আধুনিক গোয়া কিংবা পারিসের চিকিৎসকদিগের ন্যায় সামান্য পরিমাণে নহে, প্রাচীন চিকিৎসকদিগের ন্যায় প্রচুর পরিমাণে, কখনও দুই তিন ছটাক রক্ত নিষ্কাশন করেন। এইরূপে তাঁহারা

গালেনের উপদেশ অনুসারে রোগের প্রারম্ভেই উহা দমন করেন। আমি অনেকবার তাঁহাদিগকে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি।

হিন্দুগণ যে শরীরতত্ত্ব বিষয়ে কিছুই জ্ঞাত নহে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাহারা কখনও মনুষ্য কিংবা পশুর শরীর ব্যবচ্ছেদ করে না, এবং যখনই আমি আমার আগাকে রক্ত সঞ্চালন দেখাইবার জন্য কিংবা পিকেটের (২২) দ্বারা আবিষ্কৃত প্রণালীগুলি যাহার দ্বারা অন্নরস হৃৎপিণ্ডের দাক্ষিণ কোষে আনীত হয়, সে গুলি দেখাইবার জন্য কোন জীবিত ছাগ কিংবা মেষের দেহ ব্যবচ্ছেদ করিতাম তখনই আমার গৃহস্থিত হিন্দুগণ আশ্চর্য্যান্বিত এবং ভীত হইয়া পলায়ন করিত। কিন্তু এ বিষয়ে তাহাদের কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও তাহারা বলে যে মনুষ্য শরীরে পঞ্চসহস্র শিরা আছে, ইহার অপেক্ষা অধিকও নাই, অল্পও নাই, যেন তাহারা সেগুলি সমস্ত উত্তমরূপে গণনা করিয়াছে।

জ্যোতিষ সম্বন্ধে, হিন্দুগণ তাহাদিগের তালিকা হইতে গ্রহণ প্রভৃতির বিষয় পূর্ব্বাহ্নে গণনা করিয়া থাকে। উহা যদিও ইউরোপীয় জ্যোতিষীদিগের ন্যায় সুক্ষ্মরূপে নির্দ্ধারিত হয় না, তথাপি উহা প্রায়ই ভ্রান্তিশূন্য হইয়া থাকে। তাহারা সূর্য্যগ্রহণের ন্যায় চন্দ্রগ্রহণের বিষয়েও উপহসনীয়রূপে কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। তাহাদিগের বিশ্বাস যে রক্ষঃ নাম ধারী এক দুষ্ট, অপবিত্র ও কৃষ্ণবর্ণ দেবতা চন্দ্রকে ধারণ পূর্ব্বক গ্রাস করে। তাহারা ঐকারণেই উল্লেখ করে যে চন্দ্র সূর্য্য হইতে চারিলক্ষ ক্রোশ দূরে অবস্থিত এবং উহার শরীর উজ্জ্বল। আমরা চন্দ্র হইতে এক প্রকার তরল জীবনীশক্তি প্রাপ্ত হই, যাহা

---

(২২) পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রধানতঃ মস্তিষ্কেই সংগৃহীত হইয়া থাকে, এবং তৎপরে শরীরের অন্যান্য অংশে বিস্তৃত হইয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত শক্তি প্রদান করিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস যে চন্দ্র, সূর্য্য, ও নক্ষত্র দল, সকলেই দেবতা। সূর্য্য সুমেরু পর্ব্বতের পশ্চাতে অস্তাচলে গমন করে বলিয়াই রাত্রিতে অন্ধকার হয়। এই সুমেরু পর্ব্বত পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং কয় লক্ষ ক্রোশ যে উচ্চ তাহার ইয়ত্তা নাই। এই জন্যই যে পর্য্যন্ত না সূর্য্য পুনরায় সুমেরুর পশ্চাৎ হইতে উত্থিত হয় সে পর্য্যন্ত দিবসের আলোক থাকে না।

ভৌগোলিক শাস্ত্রেও তাহারা কিছুই জ্ঞাত নহে। তাহাদিগের বিশ্বাস যে পৃথিবী সমতল ও ত্রিকোণ। পৃথিবীর মধ্যে কেবল সাতটী মহাদেশ আছে, প্রত্যেকটীই সৌন্দর্য্যে, আকারে এবং অধিবাসীদিগের বিষয়ে অন্য মহাদেশ হইতে বিভিন্ন, প্রত্যেকটীই বিশিষ্ট সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত। একটী সমুদ্র দুগ্ধের, অপরটী ক্ষীরের, তৎপরে ঘৃতের সমুদ্র, চতুর্থটী সুধার, এইরূপ ভাবে দেশের পর সমুদ্র, সমুদ্রের পর দেশ অবস্থিত। পৃথিবীর মধ্যস্থিত সুমেরু পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া এইরূপ ভাবে সাতটী দেশ সাতটী সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত। সুমেরুর নিকটে প্রথম দেশে দেবতাদিগের আবাস; তাহারা সর্ব্বগুণান্বিত। উহার পরবর্ত্তী দেশেও দেবতাদিগের আবাস, কিন্তু তাহারা প্রথমোক্ত দেবতাদিগের অপেক্ষা অল্প গুণবান। এইরূপ ভাবে পরবর্ত্তী প্রত্যেক দেশেই ক্রমান্বয়ে অল্প গুণশালী অধিবাসিগণ বাস করে। অবশেষে এই সপ্তম দেশ।—ইহা আমাদিগের এই পৃথিবী, মনুষ্যদিগের আবাস, এবং এই মনুষ্যগণ অন্যান্য সকল দেবতা অপেক্ষা অল্প গুণবান। এই সম্পূর্ণ পৃথিবী কতিপয় হস্তীর মস্তকে অবস্থিত। উহারাই মধ্যে মধ্যে মস্তক আন্দোলন করিলে ভূমিকম্প হয়।

যদি উল্লিখিত অত্যধিক কুসংস্কারগুলিই ভারতবর্ষের প্রাচীন ব্রাহ্মণদিগের বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞান হয়, তাহা হইলে বহুকাল হইতে উহাদিগের জ্ঞান সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা করায় মনুষ্য সমাজ নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইয়াছে। আমি নিজেই এ বিষয়ে বিশ্বাস করিতাম কিনা সন্দেহ, যদি না জানিতাম যে ভারতীয়দিগের ধর্ম্ম আবহমান কাল হইতে বর্ত্তমান, যে তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র ও বিজ্ঞানশাস্ত্র সমুদয়ই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। এই ভাষা এক্ষণে কেবল সাহিত্যসেবীর দ্বারাই আলোচিত হইয়া থাকে; এই ভাষা কোথা হইতে এবং কিরূপে উদ্ভূত হইয়াছিল তাহা অজ্ঞাত, সুতরাং ইহা যে অত্যন্ত প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে কিছু বলিব।

যখন গঙ্গা নদী হইয়া যাত্রা করিবার কালে বারাণসীর মধ্য দিয়া গমন করিতেছিলাম, সে সময়, তত্রস্থ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের বাটীতে উপস্থিত হই। তিনি একজন যোগীপুরুষ এবং বিদ্যার জন্য এরূপ বিখ্যাত যে শাহ জাহান, কতক এই জন্য, এবং কতক হিন্দুরাজদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য তাঁহাকে দুইসহস্র মুদ্রা মাসিক বৃত্তি প্রদান করিতেন। ইনি বলিষ্ঠ ও সুপুরুষ। পরিচ্ছদের মধ্যে কেবল একখণ্ড রেশমের শ্বেতবর্ণের পরিধেয় বস্ত্র এবং রক্তবর্ণের রেশমের উত্তরীয়। আমি তাঁহাকে প্রায়ই এইরূপ অল্প পরিচ্ছদ পরিহিত অবস্থায় কখনও ওমরাহদিগের সভায়, কখনও বা রাজাদিগের সম্মুখে দিল্লীতে দেখিতাম। তাঁহাকে রাজপথে কখনও পদব্রজে গমন করিতে কখনও বা পাল্কীতে আরোহণ করিয়া যাইতে দেখিতাম। প্রায় এক বৎসর কাল যাবৎ তিনি আমার আগার নিকট গমনাগমন করিতেন। আওরংজেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়া গোড়ামী দেখাইবার জন্য তাঁহার বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিলে যাহাতে তিনি পুনরায় তাঁহার বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দেন তজ্জন্য তিনি আমার আগার নিকট

আসিতেন। এই মহৎ ব্যক্তির সহিত আমার বিশেষ পরিচয় হইয়াছিল এবং তাঁহার সহিত আমার প্রায়ই কথোপকথন হইত। আমি বারাণসীতে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইলে তিনি আমাকে বিশেষ আদর ও আপ্যায়িত করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকালয়ে আমাকে নিমন্ত্রণ এবং তথায় আরও ছয়জন বিদ্বান পণ্ডিতকে আনয়ন করেন। এরূপ সুধীবর্গকে সমাগত দেখিয়া আমি মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে তাঁহাদিগের অভিমত জানিতে ইচ্ছা করিলাম। আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম যে ভারতবর্ষে সাধারণ জ্ঞান-বিরুদ্ধ পূজার প্রচার দেখিয়া বিশেষ দুঃখিত হইয়া আমি এই দেশ পরিত্যাগ করিতেছি। তাঁহাদিগের ন্যায় সুপণ্ডিত দার্শনিকের পক্ষে মূর্ত্তি পূজা বিশেষ নিন্দনীয়। তদুত্তরে তাঁহারা বলিলেন যে আমাদের মন্দিরমধ্যে অনেক প্রকার মূর্ত্তি আছেন যাঁহারা ব্রহ্মা, মহাদেব, গণেশ, ভবানী—ইঁহারা দেবতাদিগের মধ্যে প্রধান, এবং এতদ্ব্যতীত অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতা আছেন। তাঁহাদিগের সকলকেই আমরা অত্যন্ত সম্মান করি, তাঁহাদিগকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি, এবং তাঁহাদিগকে পুষ্প, ধান্য, গন্ধ, তৈল ও অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা পূজা করি। কিন্তু তথাপি আমরা বিশ্বাস করি না যে এই মূর্ত্তিগুলিই ব্রহ্মা, কিংবা বিষ্ণু, ইঁহারা কেবল তাঁহাদিগের পরিবর্ত্তেই স্থাপিত হইয়াছেন। আমরা মূর্ত্তিকে সম্মান করি এই জন্য যে তাঁহারা ব্রহ্মা বিষ্ণুর পরিবর্ত্তে স্থাপিত হইয়াছেন, কিন্তু যখন আমরা পূজা করি তখন কেবল ব্রহ্মা বিষ্ণুকেই করি, মূর্ত্তিকে করি না। মন্দিরমধ্যে মূর্ত্তি স্থাপনের কারণ এই যে পূজা করিবার সময় সম্মুখে কোন মূর্ত্তি থাকিলে মন স্থির হয় এবং পূজা বিশেষ ভক্তির সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের মত এই যে ঈশ্বর এক এবং তিনি আমাদের সর্ব্বশক্তিমান প্রভু।

পণ্ডিতগণ আমাকে যে উত্তর প্রদান করেন তাহা হইতে আমি

কিছু পরিত্যাগ কিংবা যোগ করি নাই। কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, যে খৃষ্টান ধর্ম্মমতের সহিত কিয়ৎ পরিমাণে সমন্বয় করিবার জন্যই তাঁহারা এরূপ উত্তর প্রদান করেন। অন্য পণ্ডিতগণ আমার নিকট এবিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করেন তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

তৎপর আমি কালগণনার বিষয় কথোপকথন আরম্ভ করিলে, তাঁহাদের গণনা আমাদের গণনা অপেক্ষা আরও অধিক পুরাতন দেখিলাম। তাঁহারা অবশ্য বলেন না যে পৃথিবী অনাদি, কিন্তু পৃথিবীর বয়স তাঁহাদের মতে এত অধিক যে উহা অনাদি বলিয়াই বোধ হয়। পৃথিবীর অস্তিত্বের কাল চারি যুগের দ্বারা নিরূপিত হয়; সে যুগ আমাদের যুগের ন্যায় এক শত বৎসরে হয় না,—উহা একশত লক্ষ বৎসরে হয়। আমার প্রকৃত স্মরণ হইতেছে না, প্রত্যেক যুগ কত বৎসর করিয়া হয়। প্রথম যুগকে সত্যযুগ বলে। সত্যযুগ পঞ্চবিংশ লক্ষ বৎসর স্থায়ী। দ্বিতীয় যুগকে ত্রেতাযুগ বলে। ইহা দ্বাদশ লক্ষ বৎসর কালব্যাপী। তৃতীয়তঃ, দ্বাপর যুগের বয়স অষ্টলক্ষ চতুঃষষ্টি বৎসর। চতুর্থ, কলিযুগ—আমার প্রকৃত স্মরণ নাই কত লক্ষ বৎসর কাল পর্য্যন্ত ইহা স্থায়ী হইবে। তাঁহারা উল্লেখ করেন যে প্রথম তিন যুগের ও চতুর্থ যুগের অধিকাংশই অতীত হইয়া গিয়াছে, এবং পৃথিবী আর অধিকদিন থাকিবে না, কারণ কলিযুগের শেষে পৃথিবী ধ্বংস হইবে এবং প্রত্যেক দ্রব্যই পঞ্চভূতে মিশ্রিত হইয়া যাইবে। পৃথিবীর প্রকৃত বয়স কত তাহা পণ্ডিতগণকে বলিতে অনুরোধ করিলে, তাঁহারা পুনঃ পুনঃ গণনা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে অত্যন্ত চিন্তিত দেখিয়া ও পরস্পরের গণনায় প্রায় লক্ষাধিক বৎসরের প্রভেদ হওয়ায়, "পৃথিবী অত্যন্ত পুরাতন" এই উত্তরেই আমাকে সন্তুষ্ট হইতে হইল। এই সকল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের কাহাকেও পৃথিবীর প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিতে বলিলে

তিনি জিজ্ঞাসাকারীর নিকট রাশি রাশি হাস্যজনক কাহিনী বর্ণনা করিয়া বলেন যে ব্রহ্মার প্রদত্ত বেদ পুস্তকে এইরূপ লিখিত আছে।

তাঁহাদিগের দেবতাদিগের স্বভাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা যাহা ব্যাখ্যা করিলেন তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি নাই। তাঁহাদের দেবতাগুলি তিন প্রকারের, সৎ, অসৎ ও মধ্যমপ্রকৃতির। কোন কোন পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে দেবতারা অগ্নিময়, কেহ বলেন যে উহাদের শরীর আলোকদ্বারা নির্ম্মিত, এবং আরও অনেকে বলেন যে উহারা "ব্যাপক" কিন্তু এই ব্যাপক শব্দের অর্থ আমি স্পষ্টরূপে প্রাপ্ত হই নাই। কেবল ইহাই বুঝিয়াছি যে ঈশ্বর ব্যাপক, আমাদের আত্মা ব্যাপক, এবং যাহা ব্যাপক তাহা মৃত্যু, সময় ও স্থানের অতীত। আমার নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা ও তাঁহার সহচরগণ উল্লেখ করেন যে অনেক পণ্ডিত আছেন যাঁহারা দেবতাদিগকে ঈশ্বরেরই অংশ বলিয়া বিশ্বাস করেন, এবং আরও অনেক পণ্ডিত আছেন যাঁহারা বলেন যে দেবতারা বিভিন্ন প্রকারের ঈশ্বর, বিশ্বের মধ্যে সর্ব্বত্রই তাঁহারা বর্ত্তমান।

আমার স্মরণ হইতেছে যে আমি তাঁহাদিগকে লিঙ্গ শরীরের বিষয়ও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। ইহা তাঁহাদের কোন কোন গ্রন্থকার স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমি পূর্ব্বে আমার পণ্ডিতের নিকট যাহা শিক্ষা করিয়াছিলাম তদপেক্ষা অধিক কিছুই জানিতে পারিলাম না। তরুলতার বীজ, কিংবা জন্তুদিগের নূতন সৃষ্টি হয় না। তাহারা পৃথিবীর প্রথম সৃষ্টি হইতেই অন্যান্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল। তাহারা কি প্রকৃত, কি অপ্রকৃত, কোন অবস্থাতেই তরুলতা ও জন্তু হইতে কোন পরিমাণে অধিক কিংবা অল্প নহে। কিন্তু তাহারা এত ক্ষুদ্র যে যখন তাহারা উপযুক্ত স্থানে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তখনই উহারা দৃষ্টিগোচর হইয়া

থাকে। যেমন, কোন বৃক্ষের বীজই উক্ত বৃক্ষের লিঙ্গশরীর, একটী অতি ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণ বৃক্ষ ও বীজের মধ্যে বর্ত্তমান। সেইরূপ, অশ্ব, হস্তী ও মনুষ্যের "লিঙ্গশরীর" অতি ক্ষুদ্র অশ্ব, ক্ষুদ্র হস্তী ও ক্ষুদ্র মনুষ্যে, জীবনী শক্তি ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্ত হইয়া উপযুক্ত শরীর ধারণ পূর্ব্বক নয়নগোচর হইয়া থাকে।

পরিশেষে আমি এক শ্রেণীর নিগূঢ়তত্ত্বের বর্ণনা করিব। এই তত্ত্ব সম্প্রতি হিন্দুস্থানে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। কয়েকজন এই শ্রেণীর পণ্ডিত শাহ জাহানের পুত্রদ্বয় দারা ও সুলতান শুজাকে এই মতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

আপনি বোধ হয় প্রাচীন দার্শনিকদিগের বিশ্বের জীবনীশক্তির মতের বিষয় অবগত আছেন। এ মতানুসারে, আমরা ও অন্যান্য প্রাণী সকলেই এই শক্তির বিভিন্ন অংশ। আমরা যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্লেটো ও অরিষ্টটসের গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করি তাহা হইলে বুঝিতে পারিব যে তাঁহারাও এবিষয়ের অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই মত ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের মধ্যে সর্ব্বত্রই প্রচারিত এবং ইহা সূফি ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যেও প্রচারিত। এই মত পারসীক কাব্য "গুলশান্ রাজ" (২৩) এর মধ্যে উচ্চভাব ও তেজোময়ী ভাষায় বর্ণিত আছে। এইমত ফ্লড্ও (২৪)পোষণ করেন, কিন্তু তাঁহার তর্কগুলি আমাদের মহান্ গ্যাসেণ্ডি খণ্ডন করিয়াছেন। এই মত আমাদের রসায়নিকদিগের মতেরও প্রায় অনুরূপ; হিন্দু পণ্ডিতগণ এই মতের অসঙ্গতিগুলি অন্যান্য দার্শনিক অপেক্ষা আরও গুরুভারাক্রান্ত করেন এবং বিশ্বাস করেন যে

(২৩) ১৩১৭ সালে রচিত সূফী ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তক।

(২৪) চিকিৎসক ও গ্রন্থকার।

ঈশ্বর অর্থাৎ সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি যাঁহাকে তাঁহারা 'অচল' আখ্যা প্রদান করেন, তিনি তাঁহার দেহ হইতে কেবল যে জীবনীশক্তি উৎপাদন করিয়াছেন তাহা নহে, তিনি এই বিশ্বের মধ্যে যাহা কিছু বাস্তব কিংবা শরীরযুক্ত আছে তাহাও সৃজন করিয়াছেন এবং এই সৃষ্টি মাকড়সা যেরূপ আপনার জাল স্বেচ্ছায় গুটাইয়া লইতে পারে, সেইরূপ ঈশ্বরও স্বেচ্ছায় ইহা স্বীয় শক্তির সহিত মিলিত করিয়া যাইতে পারেন। এই কল্পনাকারী দাশনিকদিগের মতে এই সৃষ্টি ঈশ্বরের শক্তির সূক্ষ্ম সূত্রের বিস্তার, এবং এই সৃষ্টির ধ্বংস কেবল এই সকল ঐশ্বরিক সূত্রের অপসরণ। সুতরাং পৃথিবীর শেষদিনে (যাহাকে ইহারা প্রলয় বলে,) ইহা কেবল এই সকল স্বর্গীয় শক্তির শ্রেষ্ঠ শক্তির সহিত সম্মিলন, এবং এই সময়ে বিশ্বের সকল পদার্থই ধ্বংস হইবে। সুতরাং তাঁহাদের মতে এই পৃথিবীতে আমরা যাহা দর্শন বা স্পর্শন করি ও যাহার আঘ্রাণ প্রাপ্ত হই, তাহাদের বস্তু নাই কিংবা কোন প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। সমস্ত পৃথিবী প্রায় স্বপ্নের ন্যায়। কারণ আমাদের বাহ্ ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যাহা কিছু ভিন্ন ভিন্ন রূপে অনুভব করি তাহা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সকলই এক, অর্থাৎ সকলই ঈশ্বর। সকল বিভিন্ন সংখ্যা যথা, দশ, কুড়ি, শত, সহস্র, সকল গুলিই যেরূপ সেই একের পুনরুক্তি, সেইরূপ এই বিশ্বের সকল দ্রব্যই সেই এক ঈশ্বরেরই ভিন্ন ভিন্ন আকার। কিন্তু যদি এই প্রকার ভাবের জন্য তাহাদের কোন কারণ জিজ্ঞাসা করা হয়, কিংবা কিরূপে বস্তুর সৃজন ও ধ্বংস হয়, কিরূপে তাহারা বিভিন্নরূপ ধারণ করে, কিরূপে ঈশ্বর, যাঁহার কোন শরীর নাই, যিনি ব্যাপক, ও অমর,—কিরূপে তিনি দেহ ও আত্মা-যুক্ত এতগুলি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইতে পারেন, এই সকল প্রশ্ন যদি তাহাদের জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহা হইলে তাহারা কেবল কতকগুলি সুন্দর সুন্দর উপমা দ্বারা উত্তর প্রদান করিবে।—ঈশ্বর যেন মহাসমুদ্র,

তাহার মধ্যে ইতস্ততঃ গতিশীল অসংখ্য জলপূর্ণ পাত্র ; যদি এই সকল পাত্র ভঙ্গ হয় তাহা হইলে তাহাদের জল সমুদ্রের জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যাইবে—যাহারা কেবল তাহার ক্ষুদ্র অংশমাত্র সেই পূর্ণের সহিত মিশ্রিত হইবে। অন্যত্র তাহারা বলিবে যে ঈশ্বর আলোকের ন্যায় সর্ব্বত্র একই ;— কেবল বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট কাচের মধ্য দিয়া গমন করিয়া বস্তুসমূহের উপর পতিত হইয়া তাহাদিগকে সহস্র প্রকার বিভিন্ন আকার প্রদান করে। তাহারা এইরূপ উপমা ভিন্ন অন্য কোনরূপে ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ নহে, এবং যাহা শ্রবণ করিয়া কেবল মূর্খেরাই চমৎকৃত হইতে পারে। কোন প্রকার বিধিসঙ্গত উত্তর প্রদান করিতে তাহারা সমর্থ নহে। কিন্তু যদি কেহ এইরূপ উত্তরের বিরুদ্ধে তর্ক করে যে জলপূর্ণ পাত্রগুলি অন্য প্রকারের জলপূর্ণ পাত্রেও ভাসমান হইতে পারে ও পৃথিবীর আলোক এক প্রকারের হইলেও এক নহে, তখনও তাহারা অন্যান্য উপমা কিংবা সুন্দর বাক্যাবলী দ্বারা উত্তর প্রদান করিবে, এবং সুফীধর্ম্মাবলম্বিগণ গুলশান রাজের সুন্দর কবিতাগুলি আবৃত্তি করিয়া তর্কের বিরুদ্ধে স্থাপন করিবে।

এই সমস্ত পাঠ করিয়া আপনার কি মনে হয় বলুন দেখি? এই দেশের অত্যধিক নির্ব্বোধজনক কার্য্য ও বালোচিত ভয় দেখিয়া, দেশস্থ লোকের কুসংস্কারপূর্ণ ধার্ম্মিকতা ও সূর্য্যের প্রতি দয়া, যাহাতে তিনি দুষ্ট দৈত্যের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান, তাহাদের পূজা, নদীর জলে স্নান, কিংবা ব্রাহ্মণদিগকে দান প্রভৃতির নষ্টামি, স্ত্রীলোকদিগের এরূপ উন্মত্ততা ও পৈশাচিক দুঃসাহসিকতা যে যাহাকে জীবন্ত অবস্থায় তাহারা প্রায় ঘৃণা করিত, তাহাদিগের সহিতই চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন, ফকিরদিগের উন্মত্ত সাধনা এবং পরিশেষে বেদ ও অন্যান্য পুস্তকস্থিত বাজে জঞ্জাল সমূহ, যাহা এত দেশভ্রমণ ও চিন্তার জঘন্য ফল—এই সমস্ত দেখিয়া

এই পত্রে—সর্ব্বোপরি কি লিখিতে পারি না যে "মনুষ্যের মনে যত প্রকার অসম্ভব ও হাস্যজনক ধর্ম্মমত প্রবেশ লাভ করে এরূপ আর কিছুতেই নহে" ?

পরিশেষে বক্তব্য এই যে আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক মাঁসয়ে সাপেলের (২৫) পত্রটী তাঁহার হস্তে প্রদান করিবেন। তিনিই আপনার আন্তরিক ও যশস্বী বন্ধু মঁসিয়ে গ্যাসোণ্ডর সহিত আমার পরিচয় করাইয়া প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। আমি তজ্জন্য তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ ও যেখানে যেরূপ ভাবেই থাকি না কেন, তাঁহাকে আজীবন সম্মান করিব ও স্মরণ রাখিব। আর আপনি যে আমার প্রতি এত অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, পত্রদ্বারা কত সদুপদেশ প্রদান পুর্ব্বক দেশ ভ্রমণ কালে আমার কত সাহায্য করিয়াছেন, নিতান্ত নিস্বার্থ ভাবে বিনামূল্যে পুস্তকাবলী পৃথিবীর শেষ প্রান্তে পাঠাইয়াছেন, (যেখানে আমি কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া আসিয়াছি,) তজ্জন্য আপনাকে আজীবন সম্মান করিতে আমি বাধ্য। অনেকে আছেন, যাঁহাদের আমি পুস্তকগুলি প্রেরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম, এবং যাহারা ঐগুলি প্রেরণ করিলে মার্সেলিসস্থিত আমার অর্থ হইতে মূল্য প্রাপ্ত হইতেন, এবং যাঁহাদের অন্ততঃপক্ষে ভদ্রতার খাতিরেও পুস্তকগুলি প্রেরণ করা উচিত ছিল, তাঁহারা এ সময় আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, আমার পত্র পাইয়া উপহাস করেন, ও আমাকে আর কখনও দেখিতে পাইবেন না ভাবিয়া আমার জীবনের প্রতি হতাশ হইয়াছেন।

---

(২৫) এই পত্র সিরাজ হইতে ১৬৬৮র ১০ই জুন প্রেরিত হইয়াছিল। এই পত্রের সহিত ভারতবর্ষের কোনই সম্পর্ক নাই বলিয়া ইহা প্রদত্ত হয় নাই।

ডি মার্ভেলিসের নিকট প্রথম পত্র

সম্রাট্ আওরংজীবেব সহিত কাশ্মীর যাত্রার বিবরণ

(এই পত্র দিল্লী হইতে ১৬৬৪ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে লিখিত)

বাদশাহ আওরংজীবের সুস্থ হইবার পরে প্রায়ই শুনা যাইত যে স্বাস্থ্যোন্নতির নিমিত্ত এবং আগামী গ্রীষ্মকালে আগ্রায় থাকিলে পুনরায় স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে এই আশঙ্কায় তিনি লাহোর ও কাশ্মীর দর্শনে ইচ্ছুক। কিন্তু বহু বুদ্ধিমান ব্যক্তি, শাহ জাহান আগ্রার দুর্গে বন্দী অবস্থায় থাকিতে আওরংজীব যে অতদূরদেশে ভ্রমণে বহির্গত হইবেন, একথা সহজে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। যাহা হউক রাজনীতির চিন্তা অপেক্ষা স্বাস্থ্যের চিন্তাই অধিক হইল। অবশ্য, রৌশন আরা বেগমেরও ইহার মধ্যে কিঞ্চিৎ চাতুরী ও প্ররোচনা ছিল। শাহ জাহানের রাজত্বকালে তিনিও অন্তঃপুরে বদ্ধ থাকা অপেক্ষা বিশাল বাহিনীর সহিত বেগমসাহেবার ন্যায় অন্তঃপুরের বহির্দ্দেশে যাইতে বহুকাল হইতে বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন।

৬ই ডিসেম্বর বৈকালবেলা তিন ঘটিকার সময় সম্রাট্ নগর পরিত্যাগ করিলেন। দিল্লীস্থিত জ্যোতিষীদিগের মতে ঐ সময়ে যাত্রা করিলে আশা অবশ্যই সফল হইবে। রাজধানী হইতে একক্রোশ দূরস্থিত সালিমার নামক গ্রাম্যবাসে তিনি অষ্টাদশ মাস ব্যাপী যাত্রার আয়োজনের নিমিত্ত ছয়দিন অতিবাহিত করিলেন। অদ্য শ্রবণ করিলাম যে তিনি লাহোরের পথে শিবির স্থাপন করিবার নিমিত্ত বহির্গত হইয়াছেন এবং দুইদিন পরে তিনি নিশ্চয়ই যাত্রা করিবেন।

বাদশাহের সহিত পঞ্চত্রিংশ সহস্র অশ্বারোহী শরীররক্ষী সৈন্য, দশসহস্রাধিক পদাতিক এবং বৃহৎ ও ক্ষুদ্র কামানবাহী গোলন্দাজী সৈন্য অনুগমন করিল। যাহাতে সহজে পরিচালিত হইতে পারে তজ্জন্য সুবৃহৎ কামানগুলি প্রায়ই প্রশস্ত রাজপথ দিয়া যাইত। বৃহৎ গোলন্দাজী সৈন্যে সপ্ততি সংখ্যক পিত্তলের কামান ছিল। উহাদের মধ্যে অনেকগুলি এরূপ বৃহৎ ছিল যে প্রায় চত্বারিংশটী যণ্ডের দ্বারা উহাদিগকে লইয়া যাওয়া এবং যে সময় পথ দুর্গম ও বন্ধুর হইত সে সময় বলদের সাহায্য ব্যতীত হস্তীকেও মস্তক ও শুণ্ড দ্বারা ঠেলিবার জন্য নিয়োজিত করা হয়। ক্ষুদ্র গোলন্দাজ সৈন্যে পঞ্চাশৎ কিংবা ষষ্ঠীটী পিত্তলের কামান আছে। প্রত্যেক কামানই অত্যন্ত সুন্দর ও চিত্রিত ও কয়েকটী রক্তবর্ণ পতাকা দ্বারা অলঙ্কৃত, ও একজন গোলন্দাজের অধীনে দুইটী সুন্দর অশ্ব দ্বারা পরিচালিত। একজন সাহায্যকারী গোলন্দাজ অন্য আর একটী অশ্ব লইয়া প্রত্যেক কামানের অনুগমন করে। এই সকল কামান অতি দ্রুত বেগে পরিচালিত হয়, কারণ তাহারা সম্রাটের পটবাসের সম্মুখে উপযুক্ত সময়ে উপস্থিত হইয়া তাঁহার আগমন বার্ত্তা ঘোষণ করিবার জন্য আওয়াজ করে।

এরূপ বৃহৎ সংখ্যক অনুচর দ্বারা পরিবৃত হইয়া যাত্রা করায় অনেকের মনে সন্দেহ হইয়াছে যে আমাদিগকে কেবল কাশ্মীরেই গমন করিতে হইবে না, পরন্তু কান্দাহার নগরও অবরোধ করিতে হইবে। এই নগর পারস্য, হিন্দুস্থান ও উজবকের সীমান্তে অবস্থিত। এই নগর একটী সুন্দর ও উর্ব্বর প্রদেশের রাজধানী, ও উক্ত দেশ হইতে প্রভূত রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে। এইজন্য এই নগরের অধিকারের নিমিত্ত পারস্য ও ভারতবর্ষের সম্রাটের মধ্যে সর্ব্বদাই অত্যন্ত বিবাদ হইত।

এই বিশাল বাহিনীর গন্তব্যস্থান যেখানেই হউক না কেন, ইহার সংস্পৃষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তিকেই শীঘ্র শীঘ্র দিল্লী পরিত্যাগ করিবার জন্য আয়োজন করিতে হইয়াছিল। বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্যও কোন ব্যক্তি দিল্লীতে অবস্থান করিতে পারে না। আমি যদি যাত্রা করিতে বিলম্ব করি তাহা হইলে সৈন্যের সহিত মিলিত হইতে সহজে সমর্থ হইব না। তদ্ব্যতীত আমার আগা দানিশমন্দ খাঁ আমার উপস্থিতির জন্য উৎসুক-চিত্তে অপেক্ষা করিতেছেন। প্রাতঃকালে তাঁহাকে যেরূপ বৈদেশিক রাজসংক্রান্ত কার্য্যাবলী ও প্রধান অশ্বপালকের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হয়, সেইরূপ অপরাহ্ণে তিনি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। জ্যোতিষশাস্ত্র, ভূগোল, শবব্যবচ্ছেদ শাস্ত্র তাঁহার নিকট অত্যন্ত প্রিয়, এবং তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত গাসেণ্ডি ও ডেকার্টিসের গ্রন্থাবলী পাঠ করেন। আমার সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া ও একজন উচ্চপদস্থ অশ্বারোহী কর্ম্মচারীর যে সকল দ্রব্যাদি আবশ্যক সেগুলি সংগ্রহ করিয়া আমি অদ্য রজনীতেই যাত্রা করিব। আমার বেতন ১৫০ ক্রাউন (প্রায় ৫০০৲ টাকা) হেতুতে আমাকে দুইটী তুরস্কদেশীয় অশ্ব রাখিতে হয়। তদ্ব্যতীত আমি একটী পারস্যদেশীয় বলিষ্ঠ উষ্ট্র ও একজন চালক, আমার অশ্বদ্বয়ের জন্য একজন সহিস, একজন পাচক এবং এতদ্দেশীয় রীত্যানুসারে আমার অশ্বের পূর্ব্বে জলপূর্ণ-কুম্ভ হস্তে গমন করিবার নিমিত্ত একজন ভৃত্য আমার সহিত লইলাম। এতদ্ভিন্ন সমস্ত আবশ্যকীয় নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি আমার সহিত লইলাম:—একটী নাতিবৃহৎ তাম্বু, একটী গালিচা, চারিটী শক্ত বেতের দ্বারা প্রস্তুত খাট, একটী উপাধান, দুইটী চাদর, উহার মধ্যে একটীকে দুইভাঁজ করিলে গদির ন্যায় ব্যবহৃত হইতে পারে, আহারের সময় ব্যবহার করিবার জন্য একটী গোলাকার টেবলক্লথ, কয়েকটী রঙ্গিন বস্ত্রের গাত্রমার্জ্জনী, তিনটী ক্ষুদ্র থলিয়া পূর্ণ রন্ধনের পাত্রাদি। এগুলি

একটী বৃহৎ থলিয়ার মধ্যে পূর্ণ করিয়া এই বৃহৎ থলিটী একজোড়া চর্ম্মনির্ম্মিত জালের ভিস্তিতে রাখা হইল। এই ভিস্তির মধ্যে প্রভুর ও ভৃত্যের উভয়েরই আহার্য্য দ্রব্য ও পরিধেয় বস্ত্রাদি ছিল। আমি পাঁচ ছয় দিনের আবশ্যক অতি উত্তম চাল এবং সুমিষ্ট বিস্কুটও সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম। দধি জলশূন্য করিবার জন্য একটী কাঁটা-যুক্ত বস্ত্রের থলি লইতেও আমি বিস্মৃত হই নাই। এদেশে দধি ও লেমনেড্ অপেক্ষা শীতলকর আর কিছুই নাই। এই সকল দ্রব্যাদি, একটী সুবৃহৎ থলিতে পূর্ণ করা হইল। ইহা এত ভারী হইল যে উহার এক অংশ উপবিষ্ট উষ্ট্রের পৃষ্ঠে তিন চারি জন লোকে অতি কষ্টে উঠাইতে সমর্থ হইয়াছিল।

এইরূপ সুদীর্ঘ ভ্রমণে উল্লিখিত দ্রব্যগুলির মধ্যে কোনটীকেও পরিত্যাগ করা সম্ভবপর নহে। এখানে আমাদের দেশের ন্যায় আরাম-দায়ক গৃহ কিংবা বিশ্রামস্থান নাই। একটী তাম্বুই সরাইয়ের ন্যায় ব্যবহৃত হইবে, এবং আরব ও তাতারদিগের ন্যায় আমাদের শিবির স্থাপন ও বাস করিতে হইবে। আমরা লুণ্ঠন দ্বারাও আমাদের অভাব পূরণ করিতে পারি না, কারণ হিন্দুস্থানের প্রত্যেক ভূমিখণ্ডই সম্রাটের সুতরাং কৃষকের ক্ষেত্র লুণ্ঠন করিলে উহা সম্রাটেরই ধন অপহরণ করা হইবে। এই দীর্ঘ ভ্রমণের এই মাত্র সান্ত্বনা ছিল যে আমাদিগকে উত্তর দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, শীত আরম্ভ হইয়াছে, ও বর্ষাকাল শেষ হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, ভারতবর্ষে ভ্রমণের এই উপযুক্ত সময়, বর্ষাকাল শেষ হইয়াছে ও অসহ্য গ্রীষ্ম ও ধূলির উপশম হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, রাজধানী অপেক্ষা উত্তম পানীয় জলও বোধ হয় প্রাপ্ত হইব। রাজধানীর জল এরূপ অপরিষ্কার যে উহা বর্ণনাতীত। রাজধানীর জলে সকল লোকে ও পশুতে অবগাহন করায় ও সকল

প্রকার ময়লা পতিত হওয়ায় উহা অত্যন্ত দূষিত। এইজন্য দুরারোগ্য জ্বর হয় ও পদদ্বয়ে এরূপ এক প্রকার কীট জন্মে যাহা অত্যন্ত যন্ত্রণাকর ও বিপদজনক। যদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তি দিল্লী পরিত্যাগ করে তাহা হইলে কীটগুলি শীঘ্র ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে কীটগুলি বৎসরাধিক দেহের মধ্যে জীবিত থাকে। সেগুলি প্রায় বেহালার তারের ন্যায় দীর্ঘ ও পুরু, এবং সহসা দেখিলে শিরা বলিয়া ভ্রম হয়। সেগুলি বাহির করিতে হইলে যাহাতে ছিন্ন না হয় সে বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইতে হয়। সেগুলিকে প্রত্যহ একটু করিয়া আলপিনের মত ক্ষুদ্র-কাষ্ঠ খণ্ডে গুটাইয়া রাখাই শ্রেষ্ঠ উপায়।

যাহা হউক, আমার প্রধান সান্ত্বনা এই যে আমার এই সকল অসুবিধায় ও বিপদে পতিত হইতে হইবে না। আমার আগা তাঁহার গৃহে-প্রস্তুত রূটী ও এক সরাই গঙ্গা-জল প্রত্যহ প্রাতঃকালে আমাকে প্রদান করিতে আদেশ করিয়াছেন। তিনিও অন্যান্য সভাসদের ন্যায় কতকগুলি উষ্ট্রের পৃষ্ঠে কেবল গঙ্গা-জল বোঝাই করিয়াছিলেন। "সরাই", টীনের একপ্রকার জলপাত্র, রক্তবর্ণ বস্ত্রের দ্বারা অচ্ছাদিত, ইহা এক ভৃত্য প্রভুর অশ্বের অগ্রে অগ্রে লইয়া চলে। প্রত্যেক সরাইয়ে প্রায় একসের জল থাকে, কিন্তু আমার সরাই এরূপ ভাবে নির্ম্মিত যে উহাতে প্রায় দুইসের জল ধরিতে পারে। সরাইয়ে জল বেশ শীতল হয়, বিশেষতঃ যদি আচ্ছাদিত বস্ত্রটী সিক্ত থাকে। যে ভৃত্য ইহা বহন করে সে সর্ব্বদা এটী বায়ুতে সঞ্চালন করিতে থাকে। ইহাকে বাতাসের মধ্যে রাখিবার জন্য তিনটী দণ্ডের উপর এরূপ ভাবে রাখা হয় যাহাতে উহা ভূমি স্পর্শ না করে। জলকে শীতল রাখিবার জন্য বস্ত্রটীকে সিক্ত করা, সরাইকে বায়ুর মধ্যে সঞ্চালন কিংবা বায়ুর মধ্যে স্থাপন করা বিশেষ প্রয়োজন। যেরূপ, জলকণা ও আলোক কণার মধ্যে

প্রভেদ বর্ত্তমান থাকায়, ও কাচকণার বিশেষত্বের জন্য, জল কাচের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু আলোক রশ্মি অনায়াসে উহার মধ্য গমন করে, সেইরূপ বস্ত্রস্থিত জলীয় বাষ্প বায়ুস্থিত অগ্নিকণার গতিরোধ করিয়া যবক্ষারিক ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলিকে প্রবেশ করিতে দেয়। এই কণাগুলি জলের সঞ্চালনে বাধা প্রদান করিয়া উহাকে শীতল করে। কেবল যুদ্ধক্ষেত্রেই এইরূপ সরাই ব্যবহার করা হয়। উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ, কি যুদ্ধক্ষেত্রে কি নগরে, সর্ব্বত্রই পানীয় জল শীতল রাখিবার জন্য সরাই ব্যবহার করেন। তাঁহারা পানীয় জল কিংবা অন্য কোন তরল দ্রব্য শীতল করিতে হইলে উহা ইংলণ্ড দেশীয় কাচের বোতলের ন্যায় এক প্রকার গোল মধ্যস্থল ও দীর্ঘ মুখযুক্ত টীনের পাত্রে ঢালেন। তৎপরে অন্য এক পাত্র জলে তিন চারি মুষ্টি সোরা নিক্ষেপ করিয়া জলে পাত্রটী সাত আট মিনিট কাল সঞ্চালন করা হয়। এইরূপে পাত্রস্থিত তরল পদার্থ অত্যন্ত শীতল হয় ও বিস্বাদও হয় না, কিন্তু প্রথম প্রথম ইহাতে উদরের পীড়া জন্মে (১)।

যাত্রার পূর্ব্বাহ্নে যখন, ভারতবর্ষের সর্ব্ব ঋতুতেই অসহ্য রৌদ্রের উত্তাপ, প্রত্যহ দ্রব্যাদি বন্ধন, পশুর পৃষ্ঠে ভার ন্যস্ত ও মুক্ত করণ, সর্ব্বদা ভৃত্যদিগকে উপদেশ প্রদান, পটবাস স্থাপন ও উত্তোলন, দিবানিশি পথ-ভ্রমণ, সংক্ষেপে, যে আগামী অষ্টাদশমাস কাল যাবৎ ভ্রমণকারীর দুঃসহ জীবন যাপন করিতে হইবে, সেই ভীষণ চিন্তাতেই আমার ব্যস্ত থাকা উচিত, তখন কেন অনর্থক বিজ্ঞান আলোচনায় সময়ক্ষেপ করিতেছি? এক্ষণে তবে বিদায়! বন্ধো! আমি আমার অঙ্গীকার পালন করিতে বিস্মৃত হইব না ও পথিমধ্যস্থ ঘটনাগুলির বিবরণ মধ্যে মধ্যে আপনাকে প্রদান

---

(১) আইন-ই-আকবরীতেও সোরা ব্যবহারের কথা লিখিত আছে।

করিব। এইবার সৈন্যগণ ধীরগতিতে অগ্রসর হইবে, কোন শত্রুর আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত থাকিবে না। হিন্দুস্থানের রাজাদিগের প্রকৃতি অনুসারে এই বিশাল বাহিনী মনোহর রূপে অগ্রসর হইবে। আমি লাহোরে উপস্থিত হইয়া পথিমধ্যস্থ চিত্তাকর্ষক ঘটনাবলির বিবরণ আপনাকে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত লিপিবদ্ধ করিব।

দ্বিতীয় পত্র

(লাহোর হইতে ১৬৬৫ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী লিখিত)

মুগল-শিবির

বাস্তবিকই আমারা অতি ধীর ও গম্ভীরভাবে সৈন্যচালনা করিয়া আসিয়াছি। লাহোর দিল্লী হইতে প্রায় ১২০ লীগের অপেক্ষা অল্প অধিক, অর্থাৎ পঞ্চদিবসের পথ কিন্তু আমাদের আসিতে প্রায় দুইমাস লাগিয়াছে। বাদশাহ রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া শীকার ও যমুনার জল প্রাপ্ত হইবার সুবিধার নিমিত্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আমরা যমুনাবারির নিমিত্ত দক্ষিণ পার্শ্বে গমন করিলাম। যমুনা-তীরস্থ তৃণগুলি এত উচ্চ যে উহার মধ্যে অশ্বারোহী ব্যক্তি পর্য্যন্ত লুকাইত থাকিতে পারে। ইহার মধ্যে নানাপ্রকারের মৃগয়াপযোগী পশু ছিল। এক্ষণে আমরা একটী সুন্দর নগরে উপস্থিত হইয়া বিশ্রামলাভ করিতেছি ও দিল্লী পরিত্যগের পর পথিমধ্যে যে সকল ঘটনা হইয়াছিল সেগুলি লিপিবদ্ধ করিতেছি। শীঘ্রই আমি কাশ্মীরে যাইয়া পৃথিবীর মধ্যে সৌন্দর্য্যে শ্রেষ্ঠ এক নগরের বর্ণনা আপনার নিকট প্রেরণ করিব।

যখনই সম্রাট্ সসৈন্যে ভ্রমণে বহির্গত হইয়া থাকেন তখনই তাঁহার দুইটী পৃথক পটবাসের প্রয়োজন হয়। একটী পটবাস অপরটীর সর্ব্বদাই একদিনের পথ অগ্রে থাকে, কারণ ভ্রমণান্তে সম্রাট্‌কে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত সকল দ্রব্য উক্ত পটবাসে প্রস্তুত করিয়া রাখা হয়। এই জন্যই এই দুইটী পটবাসকে পেশখানা অর্থাৎ অগ্রগামী গৃহ বলা হয়। দুইটী পেশখানা প্রায় সমান, এবং উহাদের একটীকে অগ্রে প্রেরণ করিতে ষাটটী হস্তী, দুইশত উষ্ট্র, একশত অশ্বতর, ও একশত বাহকের প্রয়োজন। বৃহৎ তাম্বু, ভারী, দীর্ঘ ও স্থূল দণ্ড প্রভৃতি ভারী দ্রব্য হস্তীর পৃষ্ঠে বোঝাই করা হয় এবং অন্যান্য দ্রব্যসম্ভার ও রন্ধন পাত্রাদি অশ্বতরে বহন করে। সম্রাটের ভোজনের জন্য ব্যবহৃত চীনদেশীয় মৃত্তিকার পাত্রাদি, চিত্রিত ও স্বর্ণমণ্ডিত পালঙ্কাদি, ও বহুমূল্য 'খরগা', (এক প্রকারের তাম্বু) প্রভৃতি লঘু ও মূল্যবান দ্রব্যাদি বাহকদিগের হস্তে প্রদান করা হয়।

যে স্থানে নূতন শিবির স্থাপন করা হইবে তথায় একটী পেশখানা পৌঁছিলে, "প্রধান গৃহতত্ত্বাবধায়ক" সম্রাটের পটবাসের নিমিত্ত একটী সুন্দর স্থান মনোনীত করেন, এবং সমস্ত শিবিরের সৌষ্ঠবের প্রতি যথাসম্ভব মনোযোগ প্রদান করেন। তৎপরে তিনি সেই স্থানে তিনশতাধিক পদ দীর্ঘ পার্শ্বযুক্ত একটী সুবৃহৎ বর্গক্ষেত্র অঙ্কিত করেন। একশত অগ্রগামী ভৃত্য তৎক্ষণাৎ উহা পরিষ্কার করিতে রত হয়। স্থানে স্থানে মৃত্তিকার অনুচ্চ মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় তাম্বু স্থাপন করা হয়। তৎপরে সেই বিস্তীর্ণ বর্গক্ষেত্র কানাত দ্বারা (এক প্রকার পর্দ্দা) পরিবেষ্টিত হয়। কানাত প্রায় সাত আট ফীট উচ্চ; রজ্জু ও কীলকদ্বারা বদ্ধ কানাত-গুলিকে, পরস্পরের দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে এরূপ দুইটী দণ্ড প্রায় পঞ্চবিংশ ফীট অন্তর মৃত্তিকায় প্রোথিত হইয়া ধারণ করে। কানাতগুলি শক্ত বস্ত্রদ্বারা নির্ম্মিত ও ভারতীয় চিত্রিত ক্ষৌম বস্ত্রদ্বারা উহার অভ্যন্তর

আচ্ছাদিত। আভ্যন্তরীণ বস্ত্রে পুষ্পপাত্রের বৃহৎ বৃহৎ চিত্র অঙ্কিত থাকে। সম্রাটের প্রবেশদ্বার অত্যন্ত বিস্তৃত ও শোভাসম্পদযুক্ত ও বর্গক্ষেত্রের এক পার্শ্বের মধ্যস্থলে স্থাপিত। যে পুষ্পাঙ্কিত বস্ত্র ও যে ক্ষৌম বস্ত্রদ্বারা বর্গক্ষেত্রের উক্ত পার্শ্বের বাহ্যদেশ আবৃত, উহা অন্যান্য বস্ত্রাপেক্ষা সুন্দর ও মূল্যবান।

সম্রাটের পটবাসের মধ্যে বৃহত্তম তাম্বু "আমখাস"; এই স্থানে প্রাতঃকালে নয় ঘটিকার সময় বাদশাহ ও সভাসদ্‌বর্গ উপস্থিত হইয়া রাজকার্য্য বিষয়ে মন্ত্রণা ও বিচার কার্য্য সমাধান করেন। হিন্দুস্থানের রাজন্যবর্গ রাজধানীর ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রেও এইরূপ সভা প্রত্যহ দুইবার করিয়া থাকেন। এই আচার নিয়ম ও কর্ত্তব্যের ন্যায় প্রতিপালিত হয় এবং কদাচিৎ ইহার অন্যথা হইয়া থাকে।

প্রথম তাম্বু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতম ও পটবাসের আরও ভিতরে দ্বিতীয় তাম্বু 'ঘুসলখানা' (১) অর্থাৎ স্নানের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। দিল্লীতে সভা হইলে যেরূপ সভাসদবর্গ সম্রাট্‌কে সম্মান প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ এই স্থানেও তাঁহারা সম্রাটের নিকট প্রণত হইবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া থাকেন। অদ্য সন্ধ্যার সভায় ওমরাহদিগকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু দীর্ঘ মশালশ্রেণী সহ তাঁহাদিগের ঘুসলখানায় গমন ও স্ব স্ব পটবাসে প্রত্যাগমনের দৃশ্য অন্ধকার রাত্রিতে দূর হইতে অতি সুন্দর ও মহান্ দেখায়। এই মশালগুলি আমাদের ফ্রান্সের ন্যায় মোমের প্রস্তুত না হইলেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রদীপ্ত থাকে। এই মশালগুলি দীর্ঘ দণ্ডের এক প্রান্তে প্রবিষ্ট লৌহখণ্ডের

---

(১) বাদশাহের গোপনীয় মন্ত্রণাগারের নাম ঘুসলখানা। আকবরের স্নানাগারের স্থানে রাজধানীতে মন্ত্রণাগার নির্ম্মিত হয় বলিয়া ঐরূপ নাম হয়।

দ্বারা প্রস্তুত। এই লৌহখণ্ডে ছিন্ন বস্ত্র উত্তমরূপে তৈলে সিক্ত করিয়া বেষ্টন করা হয়। মশালচি-জালকগণ লৌহ কিংবা পিত্তলের পাত্রে তৈল লইয়া মধ্যে মধ্যে প্রয়োজনানুসারে মশালে তৈল প্রদান করে।

বর্গক্ষেত্রের আরও অভ্যন্তরে ও অন্য দুইটী তাম্বু অপেক্ষা একটী ক্ষুদ্র তাম্বু 'কালেতখানা' (নির্জ্জন স্থান) অর্থাৎ মন্ত্রণাগারের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। এই স্থানে প্রধান অমাত্যগণ ব্যতীত অন্য কেহ প্রবেশলাভ করিতে পারে না। এহ স্থানেই সাম্রাজ্যের বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য সকল সম্পন্ন হইয়া থাকে।

'কালেতখানার' আরও দূরে সম্রাটের খাস পটবাসের চারিদিকে উচ্চ কানাত। কানাতের স্থানে স্থানে বিবিধ প্রকার চিত্রিত মস্‌লিপট্টমের ছিটের দ্বারা আচ্ছাদিত ও অন্য স্থানে রেশমের পাড়যুক্ত চিত্রিত সাটিন্ দ্বারা আবৃত। সম্রাটের পটবাসের পার্শ্বেই বেগম, শাহাজাদী ও অন্তঃপুরস্থ অন্যান্য প্রধান মহিলাদিগের তাম্বু। এই তাম্বুগুলিও মূল্যবান্ কানাতদ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার মধ্যে বাঁদীদিগের ও অন্তপুরস্থ অন্যান্য নিম্নপদস্থ মহিলাদিগের তাম্বু। এই তাম্বুগুলি অধিকারিণীদিগের পদমর্য্যাদানুসারে স্থাপিত।

আমখাস ও পাঁচ ছয়টী অন্য প্রধান তাম্বু গ্রীষ্ম নিবারণের নিমিত্ত ও দূর হইতে যাহাতে উহাদিগকে অনায়াসে দেখিতে পাওয়া যায় তজ্জন্য অন্যান্য তাম্বু অপেক্ষা উচ্চে অবস্থিত। শক্ত ও পুরু লাল বস্ত্রে তাম্বুর উপরের দিক প্রস্তুত। মধ্যে মধ্যে বিবিধ প্রকারের দীর্ঘ ডোরার দ্বারা অলঙ্কৃত। পটবাসের আভ্যন্তরীণদেশ মস্‌লিপট্টমে প্রস্তুত ও বিস্তৃত পাড়যুক্ত হস্তচিত্রিত ছিটের দ্বারা আবৃত। এই ছিট নানাবিধ বর্ণের মূল্যবান সাটিনের দ্বারা অলঙ্কৃত এবং স্বর্ণ, রৌপ্য ও রেশমের কারুকার্য্য খচিত। মেঝের উপর প্রায় তিন চারি ইঞ্চি পুরু কার্পাস নির্ম্মিত তোষক বিস্তৃত,

উহার উপর মূল্যবান গালিচা। গালিচার উপর বিবিধ কারুকার্য্য খচিত রেশমের উপাধান। কতিপয় চিত্রিত ও স্বর্ণমণ্ডিত দণ্ডের উপর তাম্বু-গুলি রক্ষিত।

যে দুইটি তাম্বু-মধ্যে সম্রাট্ ও সভাসদ্‌বর্গ মন্ত্রণার নিমিত্ত একত্র হইয়া থাকেন তাহার প্রত্যেকটীতেই একটী বিশেষরূপে অলঙ্কৃত মঞ্চ আছে; ইহারই উপর ও বিস্তৃত মকমল কিংবা পুষ্পাঙ্কিত রেশমের চন্দ্রাতপের নিম্নে উপবেশন করিয়া বাদশাহ সভার কার্য্য সম্পাদন করেন। অন্যান্য তাম্বুগুলিতেও উক্ত প্রকারের চন্দ্রাতপ আছে, এবং তাহাদের মধ্যে কারগুয়া, অর্থাৎ ক্ষুদ্র কক্ষও আছে। এই কক্ষগুলির কপাটদ্বয় রৌপ্যের তালা দ্বারা আবদ্ধ। আপনি এই কক্ষের কিঞ্চিৎ ধারণা করিতে সমর্থ হইবেন যদি আপনি স্বীয় মনোমধ্যে ভাঁজযুক্ত আবরণের দুইটী বর্গখণ্ডের এরূপ চিত্রাঙ্কন করেন যে এক খণ্ড অপর খণ্ডের উপর স্থাপন করিয়া রেশম সূত্রদ্বারা চতুর্দ্দিকে এরূপ ভাবে বন্ধন করা হয় যাহাতে উপরিস্থিত বর্গখণ্ডের পার্শ্বদ্বয় পরস্পরের দিকে নত হইয়া গম্বুজের আকারে পরিণত হয়। কিন্তু কারগুয়া ও ভাঁজযুক্ত আবরণের মধ্যে কেবল এই প্রভেদ যে কারগুয়ার পার্শ্বদেশ লঘু ও পাত্‌লা তক্তাদ্বারা নির্ম্মিত। এই তক্তাগুলির বাহ্যদেশ স্বর্ণ মণ্ডিত ও চিত্রিত এবং রেশমের পাড়যুক্ত। ইহার অভ্যন্তর রক্তবর্ণের পুষ্পাঙ্কিত সাটিন কিংবা কারুকার্য্য খচিত রেশমের দ্বারা আবৃত।

আমার বোধ হয় বৃহৎ বর্গক্ষেত্রের মধ্যে বর্ণনাযোগ্য বিষয় আর কিছু নাই।

বর্গক্ষেত্রের বহির্দ্দেশস্থ বর্ণনাযোগ্য বিষয়ের আলোচনাকালে আমি প্রথমে সিংহদ্বারের দুইপার্শ্বস্থ দুইটী সুন্দর তাম্বুর বিষয় বলিব। এই স্থানে কতিপয় সুন্দর ও মনোহর রূপে সজ্জিত অত্যন্ত সুশ্রী অশ্ব আছে।

সেগুলি কোন অচিন্তনীয় প্রয়োজনের নিমিত্ত সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি উৎসব ও আড়ম্বরের নিমিত্ত রক্ষিত।

উপরিউক্ত দ্বারের উভয় পার্শ্বে পঞ্চাশ ষাটটী ক্ষুদ্রায়তনের কামান থাকে এবং বাদশাহের স্বীয় পটবাসে প্রবেশ কালে এইগুলির আওয়াজ হয় এবং তাহা হইতেই সৈন্যাবলী বাদশাহের আগমন বার্ত্তা অবগত হয়।

সিংহদ্বারের সম্মুখে সম্ভবমত ও সুবিধাজনক রূপে উন্মুক্ত স্থান রাখা হয়। তৎপরেই একটী সুবৃহৎ তাম্বু। ইহাকে 'নাগড়াখানা' বলে, কারণ এই স্থানে রণশিঙ্গা ও ঝল্লরী প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র থাকে।

এই তাম্বুর সন্নিকটেই অন্য একটী তাম্বু "চৌকীখানা" রূপে ব্যবহৃত হয়। এই স্থানে ওমরাহগণ সপ্তাহে ক্রমান্বয়ে একবার করিয়া দিবারাত্রি প্রহরীর কার্য্য করেন। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই এই স্থান সুবিধাজনক নির্জ্জন বলিয়া ইহার সন্নিকটে স্ব স্ব পটবাসস্থ একটী তাম্বু স্থাপন করিবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করেন।

সুবৃহৎ বর্গক্ষেত্রের অন্যান্য পার্শ্বত্রয়ের কিঞ্চিৎ দূরেই রাজকর্ম্মচারী-দিগের পটবাস ও অন্যান্য বিশেষ কার্য্যের নিমিত্ত কতিপয় তাম্বু অবস্থিত। এই তাম্বুগুলি স্থানীয় কোনরূপ বাধা না থাকিলে পূর্ব্বের ন্যায় ক্রমানুসারে স্থাপিত। ইহাদের প্রত্যেকটীরই ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে, কিন্তু সেগুলি উচ্চারণ করা দুরূহ। আপনাকে এদেশের ভাষা শিক্ষা প্রদান করা আমার সাধ্য নয় বলিয়া, ইহা বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, এই তাম্বুগুলির মধ্যে একটীতে সম্রাটের অস্ত্রশস্ত্র রক্ষিত হয়, অন্যটীতে অশ্বের মূল্যবান সাজ সজ্জাদি এবং তৃতীয় তাম্বুর মধ্যে সম্রাটের দ্বারা প্রদত্ত উপহাররূপে ব্যবহৃত হইবার নিমিত্ত কারুকার্য্য খচিত পোষাক রক্ষিত হয়। ফলমূল, মিষ্টান্ন, গঙ্গাজল ও উহা শীতল করিবার নিমিত্ত আবশ্যকীয় সোরার জন্য অন্য চারিটী তাম্বু আছে।

(পূর্ব্বেই আমি ইহার বিষয় বর্ণনা করিয়াছি)। তাম্বূল নামক একপ্রকার পত্র, নানাবিধ উপায়ে প্রস্তুত করিয়া (তুরস্কদেশে কাফির ন্যায়) রাজানুগ্রহরূপে প্রদত্ত করা হয়। তাম্বুল চর্ব্বণ করিলে ওষ্ঠদ্বয় রক্তবর্ণ হয় ও বদন সুগন্ধযুক্ত হয়। তৎপরে পঞ্চদশ কিংবা ষোড়শ সংখ্যক তাম্বু রন্ধনাগারের নিমিত্ত ও উহার উপকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহাদের মধ্যে পাঁচ ছয়টী তাম্বু মধ্যে অন্যান্য কর্ম্মচারী ও খোজাগণ অবস্থান করে। শেষে ছয়টী সুদীর্ঘ তাম্বু, ইহার মধ্যে অশ্বগণ রক্ষিত হয়। তদ্ভিন্ন প্রিয় হস্তী ও মৃগয়ার জন্য ব্যবহৃত অন্যান্য জন্তু, শিকারের নিমিত্ত কিংবা প্রদর্শনীর জন্য শিকারী পক্ষী, কুকুর, হরিণ শিকারের জন্য চিতাবাঘ, নীলগাই কিংবা ধূসর বর্ণের ষণ্ড, আড়ম্বরের জন্য আনীত সিংহ ও গণ্ডার, সিংহকেও আক্রমণে সমার্থশালী এরূপ ভীষণ বঙ্গদেশীয় মহিষ, এবং সম্রাটের সম্মুখে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত পালিত কৃষ্ণসার প্রভৃতি জন্তুদিগের জন্যও ভিন্ন ভিন্ন তাম্বু স্থাপিত হইয়াছে।

সম্রাটের পটবাসমধ্যে বৃহৎ বর্গক্ষেত্র ব্যতীত উল্লিখিত তাম্বুগুলিও অবস্থিত। এই পটবাস সৈন্যদিগের মধ্যে সর্ব্বদাই অবস্থিত। আপনি সহজেই অনুমান করিতে পারেন যে সম্রাটের পটবাসের মধ্যে বিশেষ ও মনোহারীত্ব আছে। যদি ভূমি সমতল হয় এবং সাধারণ ও নিয়মিত সৈন্য সঞ্চালনে কোন প্রকার বাধা উপস্থিত না হয় তাহা হইলে অসংখ্য সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে অগণ্য রক্তবর্ণতাম্বুর দৃশ্য সন্নিকটস্থ উচ্চস্থান হইতে অতি সুন্দর ও রমণীয় বলিয়া বোধ হয়।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে মীরমঞ্জিল বা প্রধান গৃহতত্ত্বাবধায়কের প্রথম কার্য্য সম্রাটের পটবাস স্থাপনার্থ উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন করা। অন্যান্য তাম্বু হইতে আমখাসকে উচ্চে স্থাপন করা হয়, কারণ ইহার অবস্থান অনুসারেই সৈন্য শ্রেণীর ক্রমানুসারে স্থাপন ও বিন্যাস হইয়া থাকে।

তৎপরে তত্ত্বাবধায়ক প্রধান বাজারের জন্য স্থান নিরূপণ করেন। এই বাজার হইতেই সৈন্যগণ আহার্য্য প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া থাকে। প্রধান বাজার প্রশস্ত পথের আকারে সমস্ত সৈন্যশ্রেণীর বাসস্থানের মধ্য দিয়া ও কখন আমখাসের দক্ষিণে, কখনও বা বামদিকে স্থাপিত হয়, এবং সর্ব্বদাই পরবর্ত্তী দিবসের শিবিরের দিকে যতদূর সম্ভব অগ্রগামী রাখা হইয়া থাকে। অন্যান্য যে বাজারগুলি, এত দীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত নহে, সেগুলি ইহাকে অতিক্রম করিয়া সম্রাটের পটবাসের একদিকে কিংবা অন্যদিকে স্থাপিত হয়। সকল বাজারেরই বিশেষত্ব স্বরূপ প্রায় আট শত ফীট অন্তর সুদীর্ঘ দণ্ড মৃত্তিকায় প্রোথিত করা হয়। এই দণ্ডগুলির শিরোদেশে রক্তবর্ণের পতাকা ও তিব্বত দেশীয় গাভীর পুচ্ছ থাকে। সেগুলি দূর হইতে শিরস্ত্রাণের ন্যায় দেখায়।

তৎপরে যাহাতে সেই একইরূপ ব্যবস্থা প্রতিপালিত হয়, যাহাতে প্রত্যেক ওমরাহের পটবাস সম্রাটের পটবাসের দক্ষিণে কিংবা বামে, যেন নিয়মিত দূরে অবস্থিত থাকে এবং যাহাতে কোন ব্যক্তি যাত্রা করিবার পূর্ব্বে যে স্থান অধিকার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন কিংবা যে স্থান তাঁহার জন্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা যেন পরিত্যাগ করিতে না পারেন, সেই অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক ওমরাহদিগের পটবাসের জন্য স্থান নির্দ্দেশ করেন।

আমি সুবৃহৎ বর্গক্ষেত্রের যেরূপ বর্ণণা করিয়াছি, ওমরাহ ও রাজন্য-বর্গের পটবাস অনেকাংশে উহারই অনুরূপ ; সাধারণতঃ তাঁহাদেরও দুইটী করিয়া পায়েসখানা (অগ্রবর্ত্তী পটবাস) আছে ও তাঁহাদের পরিবারবর্গের তাম্বু কানাতদ্বারা পরিবেষ্টিত। কানাতের বাহিরে তাঁহাদের কর্ম্মচারিবৃন্দের ও অনুচরবর্গের জন্য তাম্বু থাকে। পথের আকারে বাজার স্থাপিত হয়। বাজারে সৈন্যদিগের অনুচরবর্গের তাম্বু—ইহার মধ্যে চাউল,

ঘৃত প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি থাকে। সুতরাং ওমরাহগণের সর্ব্বদা রাজ-বাজারে গমন করিবার প্রয়োজন হয় না। রাজ-বাজারে রাজধানীর ন্যায় সকল দ্রব্যই পাওয়া যায়। প্রত্যেক বাজারের দুইপার্শ্বে দুইটী দীর্ঘ দণ্ড মৃত্তিকায় প্রোথিত থাকে। যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন ওমরাহদিগের পটবাস অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়, তজ্জন্য প্রত্যেক দণ্ডের উপরে ভিন্ন ভিন্ন পতকা রাজবাজারের পতাকার ন্যায় উচ্চে উড্ডীয়মান থাকে।

প্রধান প্রধান ওমরাহ ও রাজন্যবর্গ তাঁহাদের তাম্বুর উচ্চতার জন্য গর্ব্ব অনুভব করেন। কিন্তু তাঁহারা তাম্বু অত্যধিক উচ্চ করেন না, পাছে সম্রাট্ দেখিতে পাইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী অভিযান কালের ন্যায় উহা ভঙ্গ করিতে আদেশ প্রদান করেন। উক্ত কারণের জন্য তাম্বুর বহির্দ্দেশ সম্পূর্ণ রক্তবর্ণের প্রস্তুত করা হয় না। রক্তবর্ণের তাম্বু কেবল সম্রাটের পটবাসের জন্যই স্থাপন করা হয়। সম্মানের চিহ্নস্বরূপ আমখাস ও সম্রাটের পটবাসের অভিমুখে পুরোভাগ স্থাপন করিয়া প্রত্যেক তাম্বু স্থাপন করা হয়। সম্রাট্ ও ওমরাহদিগের পটবাস ও বাজারের মধ্যবর্ত্তী স্থানে মনসবদার অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর ওমরাহদিগের পটবাস, নানা শ্রেণীর বণিক্‌দিগের, সৈন্যদিগের কর্ম্মচারী ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগের ও গোলন্দাজদিগের তাম্বু স্থাপিত হয়। সুতরাং অসংখ্য তাম্বু বহুদূর ব্যাপী স্থানে স্থাপিত হয়, কিন্তু তাম্বুর সংখ্যা ও স্থানের বিস্তৃতি সম্বন্ধে অনেকের অতিরঞ্জিত ধারণা আছে। যখন সৈন্যদল কোন সুন্দর ও সুবিধাজনক দেশে উপস্থিত হইয়া ব্যবস্থানুযায়ীরূপে গোলাকার শিবির স্থাপন করে তখন মধ্যে মধ্যে অবস্থিত শূন্য স্থান প্রভৃতি লইয়াও শিবিরের পরিধি পাঁচ সাত মাইলের অপেক্ষা অধিক হয় না। ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক যে বৃহৎ গোলন্দাজ সৈন্যের জন্য অধিক স্থানের প্রয়োজন বশতঃ উহারা প্রায়ই সৈন্যদল অপেক্ষা দুই এক দিনের পথ অগ্রে থাকে।

শিবির মধ্যে যে বিষম সংক্ষোভ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে ও তজ্জন্য কোন নবাগত ব্যক্তিকে যেরূপ ভীত হইতে হয়, উহার বর্ণনাও অত্যুক্তি বলিয়া অনুমান হয়। সৈন্য বিন্যাসের ব্যবস্থা সম্বন্ধে সামান্য মাত্র জ্ঞান থাকিলে আপনি বিশেষ অসুবিধায় পতিত না হইয়া কার্য্যের জন্য যে কোন স্থানে গমন করিতে পারেন। সম্রাটের পটবাস, প্রত্যেক ওমরাহের বিভিন্ন প্রকারের তাম্বু ও পতাকা, রাজ-বাজারের চিহ্ন ও পতাকা প্রভৃতির সহিত একটু পরিচিত হইলেই উহারা পথ প্রদর্শকের ন্যায় কার্য্য করে।

এই সকল সতর্কতা সত্ত্বেও মধ্যে মধ্যে বিশেষ অনিশ্চয়তা ও বিপ্লব উপস্থিত হয়, বিশেষতঃ যখন প্রাতঃকালে সকলে স্ব স্ব পটবাস স্থাপন কার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত তখন যদি সৈন্যদল শিবির স্থাপনের স্থানে উপস্থিত হয়। ধূলি উত্থিত হইয়া পতাকা প্রভৃতি সমস্ত চিহ্নগুলি আচ্ছন্ন করে; তখন সম্রাটের পটবাস, ভিন্ন ভিন্ন বাজারগুলি ও ওমরাহদিগের পটবাস প্রভৃতির পার্থক্য অবগত হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ স্থাপিত তাম্বুর দ্বারা ও নিম্নতর ওমরাহ ও মনসবদারদিগের 'যাহাদের পেশখানা নাই' পটবাসের পরিধির চিহ্নস্বরূপ রজ্জুর দ্বারা আপনার অগ্রসর হইবার পথ বন্ধ হইয়া যায়। ইহাদের পটবাসের সন্নিকটে যেখানে ইহারা পরিবারবর্গের সহিত অবস্থান করে, ইহারা জনসাধারণের জন্য পথ কিংবা কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে পটবাস স্থাপন করিতে দেয় না। তাহাদের একদল বলিষ্ঠ অনুচর যষ্টি হস্তে দণ্ডায়মান থাকে, কাহাকেও রজ্জু অপসৃত করিতে কিংবা নীচু করিতে দেয় না। তখন আপনাকে বাধ্য হইয়া যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়, কিন্তু তখন দেখিবেন যে, আপনি যতক্ষণ এক প্রান্ত দিয়া বহির্গত হইবার জন্য বৃথা প্রয়াস করিতেছিলেন ততক্ষণ অন্য প্রান্ত বন্ধ হইয়া

গিয়াছে। তখন আপনার ভারবাহী উষ্ট্রদল বাহির করিবার জন্য ভয় প্রদর্শন কিংবা অনুরোধ ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। কখনও বা অত্যন্ত ক্রোধের ভাব দেখাইবেন, কখনও বা ধীর ভাবে তাহাদের সহিত তর্ক বিতর্ক করিবেন, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন এরূপভাব দেখাইবেন, কিন্তু সাবধানতার সহিত কাহারও গাত্রস্পর্শ করিবেন না; দুই পক্ষের ভৃত্যদের মধ্যে বিষম কলহ বাধাইয়া দিবেন, কিন্তু পাছে কোন বিপ্লব উপস্থিত হয় এই ভয়ে পুনরায় তাহাদের শান্ত করিবেন, এইরূপ ভাবে উপযুক্ত সুযোগ বুঝিয়া আপনি আপনার উষ্ট্রদল বাহিরে লইয়া যাইবেন। কিন্তু সন্ধ্যাকালে কোন কার্য্যোপলক্ষে দূরস্থানে গমন করাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্টকর। এই সময়েই জন-সাধারণে উষ্ট্র ও গাভীর মলের পিষ্টকের ও সরস কাষ্টের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে রন্ধন করে এবং বহুস্থানে এরূপ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া এরূপ ধুমের উৎপত্তি হয় (বিশেষতঃ যখন বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে,) যে আকাশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়, এবং এই ধুম বিশেষ পীড়াদায়ক হওয়ায় একান্ত অসহ্য হইয়া উঠে। আমি দুর্ভাগ্যবশতঃ তিন চারি বার এই প্রকার বিস্তৃত ধুমের মধ্যে পতিত হইয়াছিলাম। অন্ধকারে লোককে পথের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু পথ খুজিয়া পাইলাম না, কোথায় যাইতেছি বুঝিতে না পারিয়া একবার আমি ধুম অপসৃত হইয়া চন্দ্রের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। অন্য এক সময় আমি অত্যন্ত কষ্ট সহকারে আকাশদীপের নিকট উপস্থিত হইতে সমর্থ হই, এবং উহার পাদদেশে অশ্ব ও ভৃত্যের সহিত রাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হই। আকাশদীপ জাহাজের মাস্তুলের ন্যায় দীর্ঘ ও সরু এবং তিন চারি খণ্ডে বিভক্ত। ইহা সম্রাটের পটবাস অভিমুখে নাগড়া, খানার সন্নিকটে স্থাপিত হয় এবং রাত্রিকালে ইহার শীর্ষদেশে আলোক

প্রজ্জ্বলিত করা হয়। এই আলোক অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কারণ যখন অভেদ্য অন্ধকারে কোন দ্রব্যই পরিলক্ষিত হয় না, তখনও এই আলোকের রশ্মি দেখিতে পাওয়া যায়। পথভ্রান্ত ব্যক্তিগণ দস্যুভয় শূন্য হইয়া নিরাপদে রাত্রি যাপন করিতে, কিংবা পুনরায় তাহাদের গৃহের অন্বেষণে গমন করিবার জন্য এই স্থানেই উপস্থিত হয়। আকাশদীপের অর্থ স্বর্গের দীপ—ইহা অনেক দূর হইতে নক্ষত্রের ন্যায় জ্বলিতে থাকে।

দস্যুভয় নিবারণ করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক ওমরাহ প্রহরী নিযুক্ত করেন। তাহারা রাত্রিকালে তাঁহাদের পটবাসের নিকট সর্ব্বদা ভ্রমণ করে ও 'খবরদার' অর্থাৎ "সাবধান হও" বলিয়া মধ্যে মধ্যে চীৎকার করে। তদ্ব্যতীত সৈন্যদলের মধ্যে প্রায় ১০০০ ফীট অন্তর প্রহরী নিযুক্ত থাকে, তাহারা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে ও "খবরদার" বলিয়া চীৎকার করে। এই সকল সাবধানতা অবলম্বন ব্যতীত কোতয়াল সর্ব্বত্র সৈন্য ও রক্ষা করে। এই সকল প্রহরীরা বাজারের নিকট ভ্রমণ করে ও মধ্যে মধ্যে চীৎকার ও তূরীবাদ্য করে। ইহা সত্ত্বেও প্রায়ই চুরি হয়। তজ্জন্য ভৃত্যদিগের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর না করিয়া স্বয়ং সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হয়। প্রথম রাত্রিতে বিশ্রাম করিয়া শেষ রাত্রিতে জাগরিত থাকিতে হয়।

এক্ষণে আমি মুগল-সম্রাট্ এই সকল সময়ে কিরূপ ভাবে ভ্রমণ করেন তাহা বর্ণনা করিব। সাধারণতঃ তিনি মনুষ্য দ্বারা বাহিত "তক্তিরয়ানে" উপবিষ্ট হইয়া ভ্রমণ করেন। তক্ত একপ্রকার অত্যন্ত সুন্দর পটমণ্ডল; ইহাতে স্বর্ণ মণ্ডিত ও চিত্রিত থাম ও কাচযুক্ত গবাক্ষ আছে। এই গবাক্ষগুলি আকাশের দুর্যোগের সময় রুদ্ধ থাকে। এই শিবিকার চারিটী দণ্ড রক্তবর্ণ রেশমের দ্বারা আবৃত এবং সুবর্ণ ও রেশমের কারুকার্য্য খচিত। প্রত্যেক দণ্ডের প্রান্তে দুইজন বলিষ্ঠ

ও সুন্দর পোষাক পরিহিত ব্যক্তি থাকে। ইহারা সর্ব্বদাই উপস্থিত অন্য আটজন বাহক দ্বারা মধ্যে মধ্যে মুক্ত হয়। কখন কখন সম্রাট্ অশ্বারোহণে ভ্রমণ করেন, বিশেষতঃ যখন আকাশের অবস্থা শিকারের উপযোগী থাকে। অন্য সময়ে তিনি হস্তিপৃষ্ঠে "মিক্‌দেম্বর" অথবা হাওদায় উপবিষ্ট হইয়া ভ্রমণ করেন। এইপ্রকার ভ্রমণেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৈচিত্র ও ভব্যতা আছে কারণ হস্তীর সাজ সজ্জাদি সৌন্দর্য্যে ও শোভায় অতুলনীয়। মিক্‌দেম্বর ক্ষুদ্র গৃহের আকারে গঠিত হয়। ইহা গিল্টি করা ও চিত্রিত কাষ্ঠের চূড়াযুক্ত কক্ষ। হাওদা একপ্রকার ডিম্বাকৃতি আসন। ইহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডের উপর চন্দ্রাতপ আছে। স্বর্ণ ও নানাবিধ বর্ণের দ্বারা ইহার সর্ব্বস্থান অলঙ্কৃত।

প্রত্যেক অভিযানেই অসংখ্য ওমরাহ ও রাজা অশ্বারোহণ পূর্ব্বক কোন প্রকার পর্য্যায় বা নিয়মের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া একত্র হইয়া সম্রাটের অনুগমন করেন। যাত্রার দিনে প্রাতঃকালে সকলে আমখাসে উপস্থিত হন ; যাঁহারা অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছেন কিংবা যাঁহাদের বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য থাকে তাঁহারাই কেবল উপস্থিত হন না। এই প্রকার ভ্রমণে তাঁহারা অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করেন বিশেষতঃ শিকারের দিনে ; অপরাহ্নে তিন ঘটীকা পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে সাধারণ সৈনিকের ন্যায় রৌদ্রে ও ধূলির মধ্যে ভ্রমণ করিতে হয়।

এই সকল বিলাসী সম্ভ্রান্ত ওমরাহ যখন সম্রাটের অনুগমন না করেন, তখন সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপে ভ্রমণ করেন। তখন ধূলি কিংবা রৌদ্রে তাঁহাদিগকে কষ্ট পাইতে হয় না। পাল্কীতে শয়ন করিয়া দ্বার বন্ধ ও দেহ আবৃত কিংবা অনাবৃত, যেরূপ সুবিধা বিবেচনা করেন, সেরূপভাবে ভ্রমণ করেন। শিবিকায় নিদ্রামগ্ন থাকিতে থাকিতে তাঁহারা পটবাসে উপস্থিত হন। তথায় তাঁহাদের জন্য উপাদেয় আহার প্রস্তুত থাকে,

কারণ পূর্ব্বরাত্রির আহারের পরই রন্ধনের সমস্ত আবশ্যক দ্রব্যাদি প্রেরণ করা হয়। ওমরাহগণ একদল অশ্বারোহী-অনুচর দ্বারা সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত থাকেন। ইহাদের হস্তে রৌপ্যের দণ্ড থাকে বলিয়া ইহারা গূর্জবরদার' নামে অভিহিত হয়। বাদশাহও ইহাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করেন। ইহারা তাঁহার দক্ষিণে ও বামে অগ্রে অগ্রে গমন করে; তদ্ব্যতীত কয়েক সংখ্যক পদাতিক সৈন্যও উহাদের সহিত গমন করে। গূর্জবরদারগণ সকলেই সুশ্রী ও সুন্দর অঙ্গ সৌষ্ঠবসম্পন্ন। তাহারা আদেশ প্রচার করিতে কিংবা সংবাদ বহন কার্য্যে নিযুক্ত হয়। সুদীর্ঘ দণ্ড হস্তে তাহারা সম্মুখস্থ সকলকে দূরীভূত ও সম্রাটের জন্য পথ পরিষ্কার করে।

রাজাদিগের পশ্চাতে একদল ঝল্লরী ও তূরীবাদক 'কুর' গুলির সহিত গমন করে। আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে কুরগুলি অদ্ভুত অদ্ভুত জন্তু, হস্ত, তুলাদণ্ড, মৎস্য প্রভৃতি বিবিধ আশ্চর্য্য দ্রব্যের রৌপ্যের প্রতিমূর্ত্তি। সুবৃহৎ রৌপ-দণ্ডের একপ্রান্তে ইহাদিগকে বহন করা হয়।

তৎপরে অসংখ্য মনসবদার ও নিম্নশ্রেণীর ওমরাহগণ অশ্বারূঢ় হইয়া তরবারি, তীর ও তূণদ্বারা সজ্জিত হইয়া অনুগমন করেন। এই দল ওমরাহ-দিগের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক; কারণ মনসবদারগণই যে কেবল এই দলে যোগদান করেন, তাহা নয়, তাঁহাদিগকে সম্রাটের অনুগমন করিবার নিমিত্ত প্রাতঃকালে তাঁহার পটবাসে উপস্থিত হইতে হয়; তদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেকে সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ নিমিত্ত ও উন্নতির আশায় এই দলে যোগদান করে।

শাহাজাদী ও অন্তঃপরস্থ সম্ভ্রান্ত মহিলাবর্গের ভ্রমণানুষ্ঠান বিভিন্নরূপে সম্পন্ন হয়। তাঁহারা কেহ কেহ চতুর্দ্দোলা পছন্দ করেন। উহা তক্তিরেয়ানের ন্যায় ও মনুষ্য দ্বারা বাহিত হয়। চতুর্দ্দোলাগুলি

স্বর্ণমণ্ডিত ও চিত্রিত এবং স্বর্ণ রৌপ্যের কারুকার্য্য খচিত অলঙ্কৃত অঞ্চল ও রেশমের সুন্দর গুচ্ছযুক্ত আবরণে আবৃত। অন্যান্য মহিলাগণ সুন্দর পাল্কীতে আরোহণ পূর্ব্বক ভ্রমণ করেন। এই পাল্কীগুলিও স্বর্ণ-মণ্ডিত ও উক্ত প্রকারের রেশমের আবরণে আবৃত। কেহ কেহ দুইটী উষ্ট্র কিংবা হস্তীর মধ্যে বিলম্বিত শিবিকায় গমন করেন। আমি রৌশনআরা বেগমকে এইরূপ ভাবে ভ্রমণ করিতে কয়েকবার দেখিয়াছি এবং একাধিকবার লক্ষ্য করিয়াছি যে তাঁহার উন্মুক্ত শিবিকার পুরোভাগে একজন সুবেশা যুবতী ক্রীতদাসী ময়ুর-পুচ্ছ হস্তে ধূলি ও মক্ষিকা নিবারণ করিতেছে। মহিলারা অনেক সময় হস্তীর পৃষ্ঠেও ভ্রমণ করেন; এই সময়ে হস্তীর গলদেশে সুবৃহৎ রৌপ্যের ঘণ্টা থাকে ও উহারা নানাবিধ মূল্যবান সাজসজ্জায় ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত হয়। এই সকল সুন্দরী সম্ভ্রান্ত মহিলারা পৃথিবী হইতে এইরূপ ভাবে উচ্চে অবস্থিত মিকৃদেম্বরে উপবিষ্ট হইয়া স্বর্গীয়া দেবীর ন্যায় শূন্যে বিচরণ করেন। প্রত্যেক মিকৃদেম্বরে আটজন রমণী থাকেন। এইগুলি জাফরীযুক্ত ও রেশমের আবরণে আবৃত। মূল্যে ও শোভায় ইহা চতুর্দ্দোলা কিংবা তক্তিরেয়ান অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে।

আমি অন্তঃপুরস্থ মহিলাদিগের আড়ম্বরযুক্ত শোভাযাত্রার বর্ণনা করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। ইহার প্রতি আমার দৃষ্টি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং উহা স্মরণ করিতে আমার এখনও আনন্দ হয়। রৌশন্ আরা বেগম যখন পেগু প্রদেশীয় বৃহদাকার হস্তীর উপর সুন্দর মিকদেম্বরে উপবিষ্ট হইয়া স্বর্ণালঙ্কারে ঝলমল করিতে থাকেন ও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যখন পাঁচ ছয়টী হস্তীর উপর ঐরূপই সুন্দর ও উজ্জ্বল মিকৃদেম্বরে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার সখিবৃন্দ অনুগমন করেন তখন ইহাপেক্ষা অধিক শোভাযুক্ত ও সৌন্দর্য্যশালী

দৃশ্য সৃষ্টি করিতে আমাদের কল্পনাশক্তিও পরাজিত হয়। শাহাজাদীর সন্নিকটেই প্রধান খোজাবৃন্দের দল। তাহারা সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়া ও সুন্দর অশ্বে আরোহণ করিয়া দণ্ড হস্তে তাঁহার অনুগমন করে। তাঁহার হস্তীর চতুর্দ্দিকে একদল তাতার ও কাশ্মীরীক্রীতদাসী বিবিধপ্রকারের ভূষণে ভূষিত হইয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক গমন করে। তদ্ব্যতীত কতিপয় খোজা অশ্বারোহণ পূর্ব্বক একদল পদাতিক অনুচরবর্গের সহিত অগ্রে গমন করে। তাহারা দীর্ঘ বেত্রদণ্ড হস্তে শাহাজাদীর অগ্রে অগ্রে গমন করে ও সম্মুখ হইতে সকলকে অপসারিত করে। রৌশন্-আরা বেগমের অনুচরবর্গের পশ্চাতেই রাজসভার একজন প্রধান মহিলা শাহাজাদীর ন্যায় হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া অনুচরবর্গের সহিত গমন করেন। তাঁহার পশ্চাতে তৃতীয় রমণী, তাঁহার পশ্চাতে চতুর্থ রমণী, এইরূপভাবে পঞ্চদশ কিংবা ষোড়শ জন মহিলা সুন্দর ও উজ্জ্বল সাজসজ্জায় ভূষিত হইয়া তাঁহাদের পদমর্যাদানুসারে অনুচরবর্গের সহিত আড়ম্বড়সহকারে গমন করেন। উজ্জ্বল পোষাক পরিহিত অসংখ্য অনুচরবর্গসহ ও সুন্দর মিকদেম্বর পৃষ্ঠে ষাট কিংবা ততোধিক হস্তীর ধীর ও মন্থর পদে গমন বাস্তবিকই চিত্তাকর্ষক ও রাজৈশ্বর্য্যের পরিচায়ক। আমি যদি এই রাজবৈভবের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ না করিতাম, তাহা হইলে আমিও বোধ হয় ভারতীয় কবিদিগের ন্যায় কল্পনায় মুগ্ধ হইয়া পড়িতাম। তাহারা এই দৃশ্য দেখিয়া বর্ণনা করে যে, স্বর্গের দেবীগণ মনুষ্য-দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া হস্তিপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিতেছেন।

বাস্তবিকই তাঁহারা মনুষ্য চক্ষুর অগোচরে থাকেন এবং অতিশয় কষ্টসহকারে তাঁহাদের দর্শনলাভ হয়। যদি কোন অশ্বারোহী, (তিনি যতই মান্যগণ্য হউন না কেন), এই শোভাযাত্রার অতি নিকটে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার দুর্গতির আর পরিসীমা থাকে না। অগ্রগামী

খোজাবৃন্দ ও পদাতিকদল যাহাদের মধ্যে তিনি পতিত হন, তাহারা অত্যন্ত উদ্ধত প্রকৃতির এবং কোন ব্যক্তিকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতে তাহারা সর্ব্বদাই ব্যগ্র। আমি কখন বিস্মৃত হইব না যে আমিও একবার ঐরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিলাম ও কিরূপ সঙ্কীর্ণরূপে উহাদের নিষ্ঠুর আচরণ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছিলাম। বিনা বাধায় ও আপত্তিতে প্রহারিত ও অঙ্গহীন হইব না এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি তরবারি নিষ্কাশিত করিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমার অশ্ব তেজস্বী ও বলিষ্ঠ ছিল, তজ্জন্য আমি অসি হস্তে আক্রমণকারীদের মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া সম্মুখস্থ খরস্রোতা নদী উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়াছিলাম। এই সেনাদল মধ্যে এরূপ প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে যে তিনটী বিষয় বিশেষরূপে পরিত্যজ্য। প্রথম, তেজস্বী অশ্বদলের মধ্যে প্রবিষ্ট না হওয়া, কারণ তথায় পদাঘাত প্রচুর পরিমাণে বর্ষিত হইতে থাকে; দ্বিতীয়তঃ মৃগয়াভূমির মধ্যে প্রবেশ না করা, এবং তৃতীয়তঃ অন্তঃপুরস্থ মহিলাদিগের সন্নিকটে গমন না করা। এস্থান অপেক্ষা পারস্যদেশের ব্যবস্থা আরও কঠোর। তথায় যদি কোন ব্যক্তি দেড় মাইল দূরে থাকিয়াও খোজাবৃন্দের দৃষ্টিপথে পতিত হয় তাহা হইলেও তাহার প্রাণদণ্ড হইয়া থাকে। যদি কোন নগর কিংব গ্রামের মধ্য দিয়া রাজান্তঃপুরচারিণীগণ গমন করেন তাহা হইলে নগরের ও গ্রামের অধিবাসিবৃন্দ আপনাপন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বহুদূরে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়।

এক্ষণে আমি সম্রাটের মৃগয়া-পদ্ধতি বর্ণনা করিব। আমি ধারণাই করিতে পারি নাই যে কিরূপে মুগল-সম্রাট্ একলক্ষ সৈন্য লইয়া মৃগয়া করিবেন। কিন্তু বাস্তবিক একপক্ষে, তিনি দুইলক্ষ কেন, অসংখ্য সৈন্য লইয়া শিকার করিতে পারেন।

আগ্রা ও দিল্লীর অন্তঃপাতী যমুনার উপকূলবর্ত্তী স্থানে পর্ব্বতশ্রেণীর সন্নিকটে ও লাহোরের পথের উভয় পার্শ্বে বিস্তর পতিত ভূমি আছে; সেগুলি দীর্ঘ তৃণ ও গুল্মবহুল ক্ষুদ্র বনে আচ্ছাদিত। এই সকল স্থান বিশেষ যত্নসহকারে রক্ষিত হয় এবং তিতির, বর্ত্তক প্রভৃতি পক্ষী ও খরগোস ব্যতীত আর কোন জন্তুই কেহ শিকার করিতে পারে না; উক্ত পক্ষী ও খরগোসকে এতদ্দেশীয়গণ জালদ্বারা ধৃত করে। সুতরাং এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে মৃগয়োপযোগী জন্তু থাকে।

যখন সম্রাটের মৃগয়া করিতে ইচ্ছা হয়, তখন সৈন্যদল যে প্রদেশের মধ্য দিয়া গমন করে, সেই প্রদেশের শিকারভূমি-রক্ষক আগমন পূর্ব্বক, তদ্বারা রক্ষিত বিবিধ প্রকারের মৃগের বিষয় ও কোন্ স্থানে উহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে তদ্বিষয় মৃগয়ার প্রধান তত্ত্বাবধায়ক মহাশয়কে জ্ঞাত করে। তৎক্ষণাৎ মনোনীত স্থান রক্ষা করিবার নিমিত্ত সেই প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন পথে প্রহরীদল প্রেরিত হয়। এই স্থান কোন কোন সময় চতুর্দ্দশ মাইল ব্যাপী হয়। যখন সৈন্যদল মনোনীত স্থান পরিত্যাগ করিয়া উহার এক পার্শ্বে কিংবা অন্য পার্শ্ব দিয়া গমন করে, তখন সম্রাট্ কতিপয় ওমরাহ ও অন্যান্য ব্যক্তির সহিত নির্ব্বিঘ্নে ও ধীরে ধীরে মৃগয়াসুখে রত হন।

আমি প্রথমতঃ পালিত চিতাবাঘ দ্বারা হরিণ শিকার পদ্ধতি বর্ণনা করিব।

বোধ হয় আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে ভারতবর্ষে অসংখ্য কৃষ্ণসার আছে, উহারা দেখিতে আমাদের দেশের হরিণ শাবকের ন্যায়। উহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে, প্রত্যেক দলে পাঁচ ছয়টীর অধিক থাকে না, এবং উহাদের পশ্চাতে একটী হরিণ অনুগমন করে। এই হরিণের বর্ণ দেখিলেই উহাদিগকে চিনিতে পারা যায়। যখন

এইরূপ একটী ক্ষুদ্র দল আবিষ্কৃত হয়, তখন প্রথমে শকটের মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ চিতাবাঘের দৃষ্টি ইহাদের প্রতি আকর্ষণ করিতে হয়। এই চতুর ধূর্ত্ত জন্তু তৎক্ষণাৎ উহাদের প্রতি ধাবিত হয় না, লুক্কাইত হইয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া গুঁড়ি মারিয়া যাহাতে নিকটবর্ত্তী হইয়া পাঁচ ছয় লম্ফে উহাদিগকে ধৃত করিতে সমর্থ হয় তজ্জন্য অতি ধীরে ও সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে থাকে। এইরূপ লম্ফ প্রদানে ইহারা বিশেষ পটু ও অতিরিক্ত আশ্চর্য্যজনক দ্রুততার সহিত সম্পন্ন করে। যদি ইহারা কৃতকার্য্য হয় তাহা হইলে শিকারের রক্ত, হৃৎপিণ্ড ও যকৃত ভক্ষণ দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করে, কিন্তু যদি কৃতকার্য্য না হইতে পারে, এবং প্রায়ই হইয়া থাকে— তখন ইহারা স্থির ভাবে দণ্ডায়মান থাকে, কোনরূপ চেষ্টা করে না। কৃষ্ণসারের প্রতি সরলভাবে ধাবিত হওয়া বৃথা, কারণ উহারা চিতাবাঘ অপেক্ষা অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত ও অধিক দ্রুতবেগে ধাবিত হইতে পারে। চিতাবাঘকে পুনরায় শকটের মধ্যে আনয়ন করিতে উহার রক্ষককে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। সে ধীরে ধীরে তাহার নিকটবর্ত্তী হয়, তাহাকে আদর করে ও কয়েক টুকরা মাংস তৎপ্রতি নিক্ষেপ করে, তৎপরে তাহার চক্ষুদ্বয় আবৃত করিয়া উহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে। এই সকল চিতাবাঘের মধ্যে একটী একদিন যাত্রাকালে, অনেককে বিব্রত করিয়া তুলিলেও আমাদিগকে আমোদ প্রদান করিয়াছিল। একদল হরিণ আমাদের সৈন্যদলের মধ্য দিয়া পলায়ন করিতেছিল; এরূপ ঘটনা প্রায়ই হইয়া থাকে, কিন্তু সেদিন যে শকটে চিতাবাঘদ্বয়টী বদ্ধ ছিল, উহার অতি নিকট দিয়া তাহারা পলায়ন করিতেছিল। উহাদের মধ্যে একটীর চক্ষু অনাবৃত ছিল। সে হরিণেরদলকে দেখিয়া উত্তেজিত হইয়া এরূপ বেগে শৃঙ্খল ধরিয়া টানিল যে উহা ভগ্ন হইয়া গেল এবং সেও তৎক্ষণাৎ উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল, কিন্তু

কাহাকেও ধৃত করিতে পারিল না। চতুর্দ্দিক হইতে পলায়নের পথ বন্ধ দেখিয়া ও সৈন্যদল কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া একটী হরিণ বাধ্য হইয়া পুনরায় চিতাবাঘের দিকে ফিরিল। চিতাবাঘ তৎক্ষণাৎ লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক পথিমধ্যস্থ অসংখ্য উষ্ট্র ও অশ্ব লঙ্ঘন করিয়া উহাকে ধৃত করিল। কিন্তু সাধারণের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদ আছে যে চিতাবাঘ একবার শিকারভ্রষ্ট হইলে পুনরায় তাহাকে আক্রমণ করে না।

নীলগরু শিকারে কিছু বিশেষত্ব নাই। চতুর্দ্দিকে জালদ্বারা বেষ্টন করিয়া উহা ক্রমশঃ টানা হয়। যখন বেষ্টিত স্থান অত্যন্ত অল্প হইয়া পড়ে, তখন সম্রাট্ ওমরাহদিগের সহিত উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া জন্তুগুলিকে তীর, বর্শা, তরবারি ও বন্দুকদ্বারা নিহত করেন। কখন কখন এই জন্তুগুলি এত অধিক সংখ্যায় হত হয় যে সম্রাট্ কিঞ্চিৎ মাংস ওমরাহবর্গকে উপহার স্বরূপ প্রেরণ করেন।

সারসপক্ষী শিকার অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক বলিয়া বোধ হয়। শ্যেনপক্ষীর সহিত ইহাদের আকাশ মধ্যে যুদ্ধ দেখিতে বেশ আমোদজনক। কখন কখন তাহারা তাহাদের আক্রমণকারীকে নিহত করে, কিন্তু তাহাদের গতির মন্থরতা হেতু শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে তাহারা শীঘ্র পরাজিত হয়।

কিন্তু মৃগয়া-ভূমির সকল প্রকার আমোদ হইতে সিংহ-শিকারই অত্যন্ত বিপজ্জনক ও প্রকৃতপক্ষে রাজোচিত। কারণ বিশিষ্ট আদেশ ব্যতীত সম্রাট্ ও কুমারগণ ভিন্ন অন্য কেহই এরূপ শিকারে রত হইতে পারেন না। প্রথমতঃ মৃগয়া-রক্ষকেরা যে স্থানে স্থির করিয়াছে যে সিংহ সাধারণতঃ আসিয়া বিশ্রাম করে, সেই স্থানে একটী গর্দ্দভ বন্ধন করিয়া রাখা হয়। বেচারী শীঘ্রই সিংহের উদরস্মাৎ হয়। এরূপ প্রচুর আহারের পর সিংহ আর কোন অন্য শিকার-অন্বেষণে বহির্গত

হয় না, কেবল জলের জন্য গমন করে ও তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া বিশ্রাম স্থানে প্রত্যাগমন করে। সে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তথায় নিদ্রামগ্ন থাকে। ইতিমধ্যে মৃগয়া-রক্ষক আর একটী গর্দ্দভ তথায় বন্ধন করিয়া রাখিয়া যায়। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে উহাকে দর্শন করিয়া বধ করে ও তদ্দারা ক্ষুধানিবৃত্তি করে। এইরূপভাবে তাহারা সিংহকে প্রলোভিত করিয়া একস্থানেই রাখে। তৎপরে সম্রাটের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিলে তাহারা যে স্থানে অসংখ্য গর্দ্দভ নিহত হইয়াছিল, সেই স্থানে একটী গর্দ্দভকে উত্তমরূপে অহিফেন খাওয়াইয়া বন্ধন করিয়া রাখে। সিংহের যাহাতে নেশা হয় তজ্জন্যই গর্দ্দভকে অহিফেন খাওয়ান হয়। তৎপরে পার্শ্বস্থ গ্রামবাসীদিগের দ্বারা বিস্তৃত জাল চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করা হয় এবং নীলগাই শিকার কালীনের ন্যায় উহা ক্রমাগত নিকটে টানা হয়। যখন সমস্ত দ্রব্য এইরূপ অবস্থায় থাকে, তখন সম্রাট্ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক ও বর্ম্মাবৃতাবস্থায় মৃগয়ার প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ও হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় অন্যান্য ওমরাহবর্গ সহ আগমন করেন। তদ্ব্যতীত অসংখ্য গূর্জ্জবরদার অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক ও মৃগয়ারক্ষক পদব্রজে বর্শাহস্তে আগমন করে। সম্রাট্ তৎক্ষণাৎ জালের সন্নিকটে গমন পূর্ব্বক বহির্দ্দেশ হইতে সিংহের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করেন। সিংহ আহত হইয়া উহার চিরাভ্যাসবশতঃ হস্তীর প্রতি লম্ফ প্রদান করে, কিন্তু জাল দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। এাদকে সম্রাট্ উহার প্রতি ক্রমাগত গুলি নিক্ষেপ করিয়া অবশেষে উহাকে নিহত করেন।

গতবার শিকারের সময়, সিংহ লম্ফ প্রদান করিয়া জাল উল্লঙ্ঘন ও একজন সৈনিকের প্রতি ধাবিত হইয়া উহার অশ্বকে নিহত করিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু শিকারীরা উহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া উহাকে অন্বেষণ পূর্ব্বক বাহির ও পুনরায় জালদ্বারা বেষ্টন করিল। এই

সময় সমস্ত সৈন্যদলকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল ও চতুর্দ্দিকে অত্যন্ত বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। আমাদিগকে তিন চারি দিন ক্রমাগত এরূপ স্থানে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল যে স্থানে কেবল পর্ব্বত-প্রবাহিত নদী, গুল্ম বন, সুদীর্ঘ তৃণরাশি ব্যতীত কিছুই ছিল না। এই স্থানে কোন প্রকার বাজার ছিল না এবং নিকটে কোন নগর কিংবা গ্রাম ছিল না। এই সময়ে যাহারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারিয়াছিল তাহাদিগকে সৌভাগ্যবান বলিতে হইবে। এরূপ কদর্য্য স্থানে এত অধিককাল থাকিবার কারণ কি জানেন? সম্রাট্ সিংহ বধ করিতে সমর্থ হইলে যেরূপ উহা বৎসরের জন্য বিশেষ মঙ্গলজনক বিবেচিত হয় সিংহের পলায়নও রাজ্যের অমঙ্গলজনক চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। সুতরাং বিশেষ উৎসবের সহিত শিকার শেষ হইয়া থাকে। ওমারহবর্গ দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত হইয়া সম্রাট্ উপবিষ্ট হইলে, মৃত সিংহ তাঁহার সম্মুখে আনীত হয়, উহার দেহের পরিমাণ রাজ গ্রন্থে লিখিত হয় যে, এরূপ দিনে, অমুক বাদশাহ এরূপ চর্ম্মবিশিষ্ট ও এরূপ দীর্ঘ এক সিংহ নিহত করিয়াছেন, উহার দন্ত গুলি এরূপ দীর্ঘ ছিল ও উহার থাবা এরূপ বিস্তৃত ছিল, এইরূপ ভাবে সামান্য বিষয় গুলি পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ হয়।

গর্দ্দভকে অহিফেন দিবার বিষয় একজন প্রধান শিকারীর বাচনিক শুনিয়াছি যে উহা প্রকৃত নয়। প্রচুর আহারের পর সিংহ আপনা হইতেই তন্দ্রালু হইয়া পড়ে।

আমি দেখিয়াছি যে বৃহৎ বৃহৎ নদীগুলিতে প্রায়ই সেতু থাকে না। সৈন্যদল নৌকার দুইটী সেতু নির্ম্মাণ করিয়া নদী অতিক্রম করে। সেতুদ্বয় প্রায় তিন চারি শত অন্তর অবস্থিত থাকে ও বিশেষ কৌশলের সহিত নির্ম্মিত হয়। যাহাতে গোমহিষাদি পদস্খলিত হইয়া পতিত না হয়, তজ্জন্য মৃত্তিকা ও তৃণ একত্র মিশ্রিত করিয়া নৌকার তক্তার উপর

বিস্তার করা হয়। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপর্য্যয় ও বিপদপাতের সম্ভাবনা সেতুর প্রান্তদ্বয়ের নিকটেই হইয়া থাকে, কারণ তথায় জনতা ও চাপ অধিক হয় ও মৃত্তিকাও নরম থাকে, তজ্জন্য স্থানে স্থানে মৃত্তিকা স্থানচ্যুত হইয়া গর্ত্ত হয়। সেই গর্ত্তে গোমহিষাদি পদস্খলিত হইয়া পতিত হয় ও লম্ফ প্রদান করিতে থাকে। কিন্তু জনতা ব্যস্ততা হেতু উহাদেরই উপর দিয়া চলিয়া যায়। যে দিন সৈন্যদলকে একদিনের মধ্যে নদী অতিক্রম করিতে হয় সে দিবস এরূপ বিপদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হয় কিন্তু সাধারণতঃ সম্রাট্ সেতু হইতে দুই মাইল দূরে শিবির স্থাপন ও দুই এক দিন পরে নদী অতিক্রম করেন। নদীর অপর পারে গমন করিয়াও তিনি সমস্ত সৈন্য পার হইবার জন্য তিন দিন অপেক্ষা করেন।

সৈন্য ও অন্যান্য লোক প্রভৃতি সমুদয় গণনার মধ্যে আনয়ন করিয়া শিবিরের লোকসংখ্যা নির্ভুলরূপে বলা কঠিন, কারণ এ বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। তথাপি, আমার বোধ হয় যে এই অভিযানে প্রায় এক লক্ষ অশ্বারোহী, দেড়লক্ষেরও অধিক অশ্ব, অশ্বতর, হস্তী প্রভৃতি জন্তু আছে। তদ্ব্যতীত পঞ্চাশৎ সহস্র উষ্ট্র ও পঞ্চাশৎ সহস্র অশ্ব ও বলদ আছে। এগুলি বাজারের দরিদ্র লোকদিগের পত্নী, পুত্র, আহার্য্য দ্রব্যাদি প্রভৃতি বহন করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই বাজারের লোকেরা যাযাবরের ন্যায় সমস্ত পরিবারবর্গের সহিত ও উহাদের দ্রব্যাদি লইয়া ভ্রমণ করে। সৈন্যদল মধ্যে ভৃত্যের সংখ্যা অগণ্য, কারণ তাহাদের সাহায্য ব্যতিরেকে কিছুই হইতে পারে না। আমার পদমর্য্যাদা দুইটী অশ্বাধিকারী সৈন্যের ন্যায়, তথাপি তিনজন ভৃত্য না হইলে আমার অসুবিধা হয়। অনেকের মতে, শিবিরের লোক সংখ্যা প্রায় তিন চারি লক্ষ হইবে। কেহ কেহ উহা অত্যন্ত অল্প মনে করেন, কেহ কেহ ইহা অত্যুক্তি বিবেচনা করেন। নির্ভুলরূপে বলিতে হইলে

লোকসংখ্যা গণনা করা কর্ত্তব্য। তবে আমি ইহা বলিতে পারি যে শিবিরের লোকসংখ্যা অত্যন্ত অধিক এবং না দেখিলে উহা সহজে বিশ্বাস হয় না। দিল্লী নগরের সমুদয় লোক শিবিরে একত্র হইয়াছে, কারণ তথাকার সকলেই সভা কিংবা সৈন্যদল হইতে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সুতরাং এই অভিযানে যোগদান না করিলে, উহাদের অনুপস্থিতি-কালে, অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায় আর তাহাদের নাই।

আপনি বোধ হয় আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছেন যে এত অধিক সংখ্যক লোক ও জন্তু কিরূপে অভিযানকালে খাদ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষীয়দের সংযম ও সামান্য খাদ্য দেখিলে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই থাকে না। একলক্ষ সেনার মধ্যে বোধ হয় দশমাংশ কিংবা বিংশাংশ মাংস ভক্ষণ করে না; তাহারা কেবল খিচুড়ী ভক্ষণেই পরিতৃপ্ত। খিচুড়ী চাউল ও অন্যান্য তরকারী মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত হয়, রন্ধন শেষ হইলে ইহার সহিত ঘৃত মিশ্রিত হয়। তদ্ভিন্ন উষ্ট্র অত্যন্ত আশ্চর্য্যরূপে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি প্রভৃতি কষ্ট সহ্য করিতে সমর্থ, সামান্য যে কোন প্রকার আহারে পরিতুষ্ট। প্রত্যেক কুচের শেষে উহাদিগকে প্রান্তর মধ্যে মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়, তথায় তাহারা যাহা কিছু প্রাপ্ত হয় তদ্দ্বারাই ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। ইহাও বলা আবশ্যক যে দিল্লীতে যে বাজারের লোকেরা সৈন্যদলের আহার্য্য সংগ্রহ করে, অভিযানকালেও তাহাদিগকে আহার্য্য যোগাইতে হয়। সে বাজারে যাহারা দোকান করে তাহাদিগকে কি রাজধানীতে, কি যুদ্ধক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই দোকানপত্র লইয়া সৈন্যদের অনুগমন করিতে হয়।

সৈন্যদিগের নিমিত্ত আহার্য্য সংগ্রহ করিতে এই সকল হতভাগ্য লোককে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। তাহারা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাহা

কিছু ক্রয় করিতে সমর্থ হয়, তাহাই সৈন্যদলের মধ্যে অধিক মূল্যে বিক্রয় করে। ইহারা সাধারণতঃ কর্ণিকের ন্যায় একপ্রকার যন্ত্রদ্বারা প্রান্তর হইতে তৃণ ছেদন করিয়া আনয়ন এবং উহাকে ধৌত ও পরিষ্কার করিয়া শিবিরে কখন অল্প, কখন অধিক মূল্যে বিক্রয় করে।

সম্রাটের বিষয় আর একটী আশ্চর্য্য কাহিনী আমি বর্ণনা করিতে বিস্মৃত হইয়াছি। তিনি কখন একদিক দিয়া কখন বা অন্য দিক দিয়া পটবাসমধ্যে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ তিনি অন্য কতিপয় ওমরাহদিগের পটবাসের নিকট দিয়া ও কল্য অন্য কতিপয় ওমরাহদিগের পটবাসের নিকট দিয়া স্বীয় পটবাসমধ্যে প্রবেশ করেন। এই পথ-পরিবর্ত্তন ঘটনাচক্রে সংঘটিত হয় না; যে সকল ওমরাহ সম্রাট্‌দ্বারা এরূপভাবে সম্মানিত হন, তাঁহারা স্ব স্ব পটবাস হইতে বহির্গত হইয়া সম্রাট্‌কে তাঁহাদের বেতন ও মুক্তহস্ততানুসারে বিংশ হইতে পঞ্চাশৎ স্বর্ণমুদ্রা উপহার স্বরূপ প্রদান করেন।

আমি দিল্লী ও লাহোরের মধ্যস্থিত গ্রাম ও নগরের বিষয় কিছুই বর্ণনা করিব না। কারণ আমি উহার একটীও দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ। আমার আগার স্থান সৈন্যদলের কেন্দ্রস্থলে নহে। উহারা প্রায়ই রাজপথে ভ্রমণ করে। তাঁহার স্থান দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ দলের সম্মুখদেশে। আমরা রাত্রিকালে প্রান্ত ও ক্ষুদ্র পথ দিয়া নক্ষত্রের সাহায্যে দিক্ নির্ণয় পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতাম। প্রায়ই পথভ্রষ্ট হইয়া দশ কিংবা একাদশ মাইলের পরিবর্ত্তে সপ্তদশ কি অষ্টাদশ মাইল ভ্রমণ করিতে হইত এবং রজনী প্রভাত হইলে পুনরায় প্রকৃত পথে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিতাম। এক শিবির হইতে অন্য শিবিরের দূরত্ব দশ কিংবা একাদশ মাইল।

তৃতীয় পত্র

লাহোরের বর্ণনা

লাহোর হইতে লিখিত

লাহোর যে প্রদেশের রাজধানী, সেই প্রদেশের নাম যে "পাঞ্জাব" অর্থাৎ "পঞ্চ নদীর স্থান" ইহা নিতান্ত নিরর্থক নহে। বাস্তবিকই পাঁচটী নদী কাশ্মীর প্রদেশ বেষ্টনকারী বৃহৎ পর্ব্বতমালা হইতে উত্থিত হইয়া দেশের মধ্যদিয়া সিন্ধুনদে মিলিত হইয়াছে। এই সিন্ধুনদ পারস্য উপসাগরের কূলে সিন্ধু নামক স্থানের নিকট সাগরে পতিত হইয়াছে। লাহোরই পুরাতন 'বৌকিফেলস্' (১) নগর কি না তাহা আমি স্থির করিবার স্পর্দ্ধা রাখি না। আলেকজান্দার এদেশে সেকেন্দর ফিলিপস্, অর্থাৎ 'ফিলিপের পুত্র আলেকজান্দার' এই নামে খ্যাত। কিন্তু তাঁহার অশ্বের বিষয় তাহারা কিছুই জানে না। পঞ্চনদীর মধ্যে যে নদীর তীরে এই নগর স্থাপিত সেই নদী আমাদের লয়র (২) নদীরই ন্যায় বৃহৎ। লয়র নদীর পার্শ্বে যে বাঁধের উপর পথ আছে, সেইরূপ বাঁধের এখানে বিশেষ প্রয়োজন। কারণ এই নদী প্রায়ই প্লাবিত হয় বলিয়া বিশেষ ক্ষতি হয় ও মধ্যে মধ্যে ইহা গতি পরিবর্ত্তন করে। কয়েক বৎসর মধ্যেই এই নদী লাহোর হইতে প্রায় এক মাইল দূরে চলিয়া গিয়াছে, ইহাতে লাহোরবাসীদিগের বিশেষ অসুবিধা হয়। লাহোরের অট্টালিকাসমূহ অত্যন্ত উচ্চ। দিল্লী

---

(১) আলেকজান্দারের মৃত অশ্বের নামানুসারে স্থাপিত নগর। 'সমসাময়িক ভারত', চতুর্থ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

(২) ফ্রান্সের অন্যতম নদী।

ও আগ্রায় অট্টালিকাগুলি এরূপ উচ্চ নহে। কিন্তু গত কুড়ি কিংবা ততোধিক বৎসর উক্ত নগরদ্বয়ের মধ্যে যে কোনটীতে রাজসভার অধিবেশন হওয়ায়, লাহোরের অট্টালিকাগুলির অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। গত কয়েক বৎসরের মুষল ধারা বৃষ্টিতে বহু অট্টালিকা ভূপতিত হইয়া অনেক লোককে জীবন্ত প্রোথিত করিয়াছে। তথাপি এস্থানে পাঁচ ছয়টী দীর্ঘ রাজপথ আছে, তন্মধ্যে দুই তিনটী দীর্ঘে তিন মাইলেরও অধিক হইবে। কিন্তু উহার পার্শ্বস্থ পতিত ও পতনোন্মুখ গৃহের সংখ্যা অল্প নহে। নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় রাজপ্রাসাদ এক্ষণে আর উহার তীরে অবস্থিত নহে। যদিও এই প্রাসাদ অত্যন্ত উচ্চ ও দেখিতে বেশ সুন্দর, তথাপি দিল্লী ও আগ্রাস্থিত প্রাসাদ অপেক্ষা ইহা অনেকাংশে হীন। দুই মাসের অধিক হইল আমরা লাহোরে উপস্থিত হইয়াছি। কাশ্মীরের তুষাররাশি যাহাতে দ্রবীভূত হইয়া গমনের পথ সুগম্য করিয়া দেয় তজ্জন্য আমরা এতদিন অপেক্ষা করিয়াছিলাম। আমাদিগকে আগামী কল্য নিশ্চিতরূপে যাত্রা করিতে হইবে, কারণ সম্রাট্ দুইদিবস পূর্ব্বে লাহোর হইতে যাত্রা করিয়াছেন। আমি একটী সুন্দর কাশ্মীর দেশীয় তাম্বু সংগ্রহ করিয়াছি। আমার ভারী ও বৃহৎ পুরাতন তাম্বু পরিত্যাগ করিয়া অন্য সকলের ন্যায় কাশ্মীর দেশীয় সুন্দর তাম্বু ক্রয় করিতে উপদিষ্ট হওয়ায় আমি উহা কল্য ক্রয় করিয়াছি। তাঁহারা বলেন যে কাশ্মীরের পর্ব্বতমালার মধ্যে আমাদের সকলের তাম্বুর স্থান হইবে কিনা সন্দেহ। তদ্ব্যতীত সে স্থান অতি দুর্গম বলিয়া তথায় উষ্ট্র গমন করিতে পারে না। তজ্জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার বহন করিবার নিমিত্ত বাহকের প্রয়োজন হইবে। আমার পুরাতন তাম্বু অত্যন্ত বৃহৎ ও ভারী বলিয়া উহার বহন-ব্যয় অত্যন্ত অধিক হইবে। এক্ষণে তবে বিদায়।

চতুর্থ পত্র

শিবির হইতে লিখিত

আমার আশা ছিল যে যখন আমি বাবেলমণ্ডপ উপসাগরের সন্নিকটস্থ মোকার (১) গ্রীষ্ম সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছি তখন পৃথিবীস্থ কোন স্থানেরই সূর্য্যের উত্তপ্ত রশ্মিকে ভয় করিতে হইবে না। কিন্তু সৈন্যদলের চারি দিবস পূর্ব্বে লাহোর পরিত্যাগ করিবার পরই আমার সে আশা বিনষ্ট হইয়াছে। লাহোর হইতে বিম্বর গমনে যে একাদশ কিংবা দ্বাদশদিন ভীষণ কষ্টে পতিত হইতে হইবে বলিয়া এমন কি ভারতবর্ষীয়গণও ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তজ্জন্য এক্ষণে আর আমার কোন প্রকার বিস্ময় নাই। এই বিম্বর কাশ্মীর পরিবেষ্টনকারী পর্ব্বতমালার প্রবেশদ্বারে অবস্থিত। আমি সামান্য মাত্র অত্যুক্তি না করিয়া বলিতেছি যে ভীষণ উত্তাপে আমার দুর্দ্দশার আর পরিসীমা নাই; প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া মনে হয় যে বোধ হয় অদ্য আর জীবিত থাকিব না। কাশ্মীরের উন্নত পর্ব্বতমালার জন্যই এই অসাধারণ উত্তাপের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই পর্ব্বতশ্রেণী আমাদের পথের উত্তরে অবস্থিত থাকিয়া উত্তর হইতে প্রবাহিত শীতল বায়ুর গতিরোধ করে এবং দগ্ধকর সূর্য্যের রশ্মি প্রতিফলিত করিয়া সমুদয় দেশকে শুষ্ক ও উত্তপ্ত করে। কিন্তু যাহার দ্বারা কল্য আমার প্রাণনাশ হইতে পারে তদ্বিষয়ে বৈজ্ঞানিকের ন্যায় আলোচনা করিবার আমার কি প্রয়োজন?

---

(১) এই খণ্ড ১পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম পত্র

শিবির হইতে লিখিত

গতকল্য আমি চিনাব নামক ভারতবর্ষের একটি সুবৃহৎ নদী অতিক্রম করিয়াছি। ওমরাহবর্গ এতদিন গঙ্গাজল ব্যবহার করিতেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা গঙ্গাজলের পরিবর্ত্তে এই নদীর জল সংগ্রহ করিতেছেন। ইহার সুপেয় বারি দর্শন করিয়া মনে হইতেছে যে ইহার উচ্চগতি আমাদিগকে নরকে না লইয়া গিয়া সত্য সত্য কাশ্মীর প্রদেশে লইয়া যাইবে। তাঁহারা বলেন যে, সেইস্থানে তুষার ও বরফরাশি দর্শনে আমাদের নয়ন পরিতৃপ্ত হইবে। প্রত্যেক দিনই পূর্ব্বদিন অপেক্ষা অসহ্য বোধ হয় এবং আমরা যত অগ্রসর হইতেছি ততই গ্রীষ্মের আতিশয্য দেখা যাইতেছে। আমি দিবা দ্বিপ্রহরের সময় নৌকা-সেতু অতিক্রম করিয়াছি বটে, কিন্তু যদি আমি শ্বাসরুদ্ধ-প্রায় হইয়া এই সময় তাম্বুতে অপেক্ষা করিতাম তাহা হইলেও বোধ হয় আমার কষ্ট কিছু অল্প হইত না। যাহা হউক, আমার অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে। যখন সকলে অপর তীরে স্থিরভাবে বিশ্রাম করিতেছে ও সন্ধ্যাকালে, যে সময় উত্তাপ অল্প হয়, সে সময় নদী অতিক্রম করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, আমি তখন নির্ব্বিঘ্নে সেতু অতিক্রম করিলাম। বোধ হয় আমি এই দূরদর্শিতা ও সতর্কতার জন্য কোন বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইলাম, কারণ দিল্লী পরিত্যাগের পর সকল নদী অতিক্রম করিবার কালেই ভীষণ বিপর্য্যয় ও বিপদ সংঘটিত হইয়াছে। নদীর উপকূলস্থ উষ্ণ ও অস্থির বালুকারাশির জন্য সেতুমধ্যে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত

প্রথম নৌকায় আরোহণ ও সেতু পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত শেষে নৌকা হইতে অবতরণ বিশেষ বিপজ্জনক। অসংখ্য জন্তুর পদভারে বালুকারাশি স্থানচ্যুত হইয়া নদীর স্রোতে প্রবাহিত হইয়া যাইলে, তৎস্থানে গভীর গহ্বরের উৎপত্তি হয়। সেই গহ্বরের মধ্যে ষণ্ড, উষ্ট্র, অশ্ব প্রভৃতি পতিত হইয়া পদদলিত হয়। এই সময়ে ওমরাহবর্গের অনুচরগণ প্রভুর ও তাঁহার উষ্ট্রাদির জন্য পথ পরিষ্কার করিবার কালেই সকলকে বেত্রদ্বারা অবিরত আঘাত করিতে থাকে। এই বিপ্লবে আমার আগার একটী উষ্ট্র ও লৌহের চুল্লী হারাইয়া গিয়াছে, সুতরাং বোধ হয় আমাকে বাজারের রুটী ভক্ষণ করিতে বাধ্য হইতে হইবে। বিদায়!

ষষ্ঠ পত্র

শিবির হইতে লিখিত

এই দুঃসহ উত্তাপে দগ্ধ হইবার ও ভীষণ বিপজ্জনক ও কষ্টকর অভিযানে যোগদান করিবার দুর্ম্মতি একজন ইউরোপবাসীর কেন হইয়াছিল বলুন দেখি মহাশয়? ইহা কৌতূহলের আতিশয্যের জন্য, না অসমসাহিকতা কিংবা অশেষ নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য? আমার জীবন সর্ব্বদাই সঙ্কটাপন্ন। যাহা হউক বিপদ হইতেও সুখের উদয় হইতে পারে। লাহোরে অবস্থান কালে আমি গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হই ও সমস্ত শরীরে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করি। দিল্লীতে যেরূপ উন্মুক্ত ছাদের উপর নির্ব্বিঘ্নে রাত্রিকালে শয়ন করিতাম, তদ্রূপ লাহোরেও শয়ন করায় এইরূপ বিপদ সংঘটিত হইয়াছিল। আমার স্বাস্থ্য এখনও সুস্থ হয় নাই, কিন্তু আট দশ দিন দেহ হইতে ক্রমাগত ঘর্ম্ম নির্গত হওয়ায় আমার দেহের সমস্ত দূষিত রস নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমার শুষ্ক ও ও ক্ষীণ দেহ এক্ষণে চালনীর ন্যায় হইয়াছে, এক কোয়ার্ট জল পান করিবা মাত্র আমার দেহের ছিদ্র হইতে সমস্ত বহির্গত হইয়া যায়। অদ্য আমি বোধ হয় ন্যূনকল্পে দশ পাইণ্ট জল পান করিয়াছি। তবে এত কষ্টের মধ্যে এই এক মাত্র সান্ত্বনা যে বিশুদ্ধ জল যথেচ্ছা পান করিলেও কোন বিপদের আশঙ্কা নাই।

সপ্তম পত্র

শিবির হইতে লিখিত

সূর্য্য এই মাত্র উদিত হইয়াছে, তথাপি গ্রীষ্ম অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নাই, বায়ুসঞ্চালন একবারে বন্ধ। আমার অশ্বগুলি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা লাহোর পরিত্যাগের পর একটীও হরিৎ তৃণ ভক্ষণ করে নাই। আমার ভারতীয় ভৃত্যগণ, তাহাদের কৃষ্ণবর্ণ, শুষ্ক ও শক্ত ত্বক্ সত্ত্বেও আর অধিক ক্লেশ সহ্য করিতে অসমর্থ। আমার সমস্ত শরীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবর্ণের স্ফোটক বাহির হইয়াছে, এবং সূচবিদ্ধের ন্যায় অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। গতকল্য একজন সেনা তাম্বু না থাকায় এক বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করে, তথায় তাহাকে মৃতাবস্থায় পাওয়া যায়। আমার বোধ হইতেছে যে আমি রাত্রির পূর্ব্বেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইব। আমার সমস্ত আশা ভরসা লেমনেড প্রস্তুত করিবার জন্য পাঁচটী লেবু ও সামান্য একটু শুষ্ক দধির উপর নির্ভর করিতেছে; এই দধিটুকু আমি চিনি ও জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া এক্ষণে পান করিতেছি। ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন! আমার লেখনীর অগ্রভাগস্থ মশী শুষ্ক হইয়া যাইতেছে এবং লেখনী হস্ত হইতে প্রায় খসিয়া পড়িতেছে।

অষ্টম পত্র

বিম্বর হইতে লিখিত

অবশেষে আমরা উচ্চ, কৃষ্ণবর্ণ ও উত্তপ্ত পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত বিম্বরে উপস্থিত হইয়াছি। আমরা একটী সুবিস্তৃত নদীর তটদেশে অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় উত্তপ্ত প্রস্তরখণ্ড ও বালুকারাশির উপর শিবির স্থাপন করিয়াছি। যদি অদ্য প্রাতঃকালে মুষল ধারায় বৃষ্টি পতিত না হইত ও পর্ব্বতমালা হইতে আনীত প্রচুর দধি, নেবু ও পক্ষী সংগ্রহ করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে আপনার এই হতভাগ্য সংবাদদাতার ভাগ্যে কি ঘটিত তাহা বলিতে পারি না! যাহা হউক ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে বায়ুমণ্ডল শীতল হইয়াছে ও আমার ক্ষুধার উদ্রেক হইতেছে এবং শক্তিও ফিরিয়া আসিয়াছে। আমার স্বাস্থ্য সুস্থ হওয়ায় প্রথম সুযোগেই আপনাকে পত্র দিতেছি। এক্ষণে আপনার নিকট নূতনতর ভ্রমণ ও বিপদকাহিনী বর্ণনা করিব।

গত কল্য বাদশাহ এই শ্বাসরুদ্ধকর উত্তপ্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সহিত রৌশন্ আরা বেগম ও অন্তঃপুরস্থ অন্যান্য মহিলাবর্গ, উজীর, রাজা রঘুনাথ, ও প্রধান পরিচারক ফাজেল খাঁ গমন করিয়াছেন। গত রাত্রিতে মৃগয়ার প্রধান তত্ত্বাবধায়ক, সম্রাটের কতিপয় প্রধান কর্ম্মচারী ও সম্ভ্রান্ত মহিলা সহ শিবির হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। অদ্য রজনীতে আমরা যাত্রা করিব। আমাদের সহিত আমার পরিবারবর্গ ব্যতীত মহম্মদ আমির খাঁ, মিরজুমলার পুত্র, যাঁহার বিষয় আমি পূর্ব্বেই বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছি, (১) আমার পরম বন্ধু দিয়ানত খাঁ ও তাঁহার পুত্রদ্বয় ও অন্যান্য কতিপয় ওমরাহ ও মনসবদার গমন করিবেন। অন্যান্য:

---

(১) ২০৮ পৃষ্ঠা।

যে সকল সম্ভ্রান্ত সভাসদবর্গ যাঁহারা কাশ্মীর দর্শন করিতে যাইবেন, যাহাতে, এস্থান হইতে কাশ্মীর যাইবার নিমিত্ত যে দুর্গম পার্ব্বত্যপথে পাঁচদিন অতিবাহিত করিতে হয়, তথায় কোনরূপ বিপর্য্যয় ও অসুবিধা না হয় তজ্জন্য তাঁহারা ক্রমানুসারে যাত্রা করিবেন। সভাস্থ অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ ফিদাই খাঁ, প্রধান গোলাধ্যক্ষ, তিন চারিজন প্রধান রাজা, ও বহু ওমরাহ প্রভৃতি এই নগরে কিংবা নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রহরীরূপে যে পর্য্যন্ত না অসহ্য গ্রীষ্ম শেষ হইবার পর সম্রাট্ প্রত্যাগমন করেন, ততদিন তিন চারিমাস নিযুক্ত থাকিবেন। কেহ কেহ চিনাবের তীরে পটবাস স্থাপন, কেহ বা নিকটবর্ত্তী নগরে কিংবা গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ এবং অবশিষ্ট এই উত্তপ্ত বিস্বরে পটবাস স্থাপন করিতে বাধ্য হইবেন।

যাহাতে ক্ষুদ্র প্রদেশ কাশ্মীরে খাদ্যদ্রব্য দুষ্প্রাপ্য না হয় তজ্জন্য সম্রাট্ কেবল কতিপয় অনুচরবর্গের সহিত গমন করিতেছেন। মহিলাদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রথম শ্রেণীর, যাঁহারা রৌশন্ আরা বেগমের পরম বন্ধু, ও যাঁহাদের বিশেষ প্রয়োজন, তাঁহারাই গমন করিবেন। ওমরাহগণ ও সৈন্য সংখ্যা যতদূর সম্ভব অল্প লওয়া হইবে। যে সকল ওমরাহ্ সম্রাটের অনুগমন করিতে আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেক শতের মধ্যে পঞ্চ-বিংশতি সৈন্যের অধিক লইতে পারিবেন না, কিন্তু তাঁহাদের গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত কর্ম্মচারিবৃন্দকে এ সংখ্যার মধ্যে গণনা করা হয় না। এই সকল নিয়ম কেহ সহজে ভঙ্গ করিতে পারেন না কারণ প্রত্যেক পার্ব্বত্য-পথে এক একজন ওমরাহ নিযুক্ত থাকেন। তিনি প্রত্যেক লোক গণনা করেন এবং কাশ্মীরের নির্ম্মল বায়ু সেবনেচ্ছু অসংখ্য মনসবদার ও সৈন্যের গতিরোধ করেন। বাজারের দরিদ্র বণিক্‌গণ যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত কাশ্মীরে গমন করিতে উৎসুক, তিনি তাহাদেরও গতিরোধ করেন।

সম্রাট্ দ্রব্য সম্ভার ও স্ত্রীলোকদিগকে বহন করিবার জন্য কতিপয় মনোনীত হস্তী তাঁহার সহিত লইয়া যাইয়া থাকেন। এইসকল জন্তু অত্যন্ত ভারী ও মন্থর গতি বিশিষ্ট হইলেও সহজে উহাদের পদস্খলন হয় না। পথ অত্যন্ত দুর্গম ও বিপজ্জনক হইলে উহারা বিশেষ সতর্কতার সহিত গমন করে এবং একটী পদ স্থিরভাবে স্থাপন না করিয়া অন্যপদ উত্তোলন করে না। সম্রাটের সহিত কতিপয় অশ্বতরও ছিল, কিন্তু উষ্ট্রগুলি পশ্চাতে পরিত্যক্ত হইয়াছে, কারণ তাহারা দীর্ঘ ও শক্ত পদ লইয়া উচ্চ ও বন্ধুর পর্ব্বতে আরোহণ করিতে পারে না। উষ্ট্রের পরিবর্ত্তে বাহকেরা কার্য্য করে। আমি শুনিয়াছি যে কেবল সম্রাটের জন্যই ন্যূনকল্পে ছয় সহস্র বাহক নিযুক্ত হইয়াছে। তাহা হইলে আপনি অনায়াসেই অনুমান করিতে পারেন যে কত অধিক সংখ্যক লোক এই কার্য্যের জন্য প্রয়োজন। যদিও আমি লাহোরে আমার পুরাতন তাম্বু ও অনেক দ্রব্যসম্ভার পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, তথাপি আমার জন্যই তিনজন বাহকের প্রয়োজন হইয়াছিল, ওমরাহবর্গ ও সম্রাট্ও তাহাই করিয়াছিলেন। ইহা সত্ত্বেও বিম্বরে প্রায় পঞ্চদশ সহস্র বাহক উপস্থিত ছিল। কতক কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা ও পার্শ্ববর্ত্তী জনপদের রাজগণ দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিল ও কেহ কেহ অর্থোপার্জ্জন করিবার নিমিত্ত স্বেচ্ছায় আসিয়াছিল। রাজনিয়মানুসারে প্রত্যেকে একমণ দ্রব্যের জন্য উহাদের বেতন দশ ক্রাউন ধার্য্য হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে প্রায় ত্রিশ সহস্র বাহকের প্রয়োজন। সম্রাট্ ও ওমরাহদিগের দ্রব্যসম্ভার ও বণিক্‌দিগের আগামী মাসের জন্য নানাবিধ দ্রব্যাদি প্রেরণের প্রয়োজন সত্ত্বেও উহাদের সংখ্যা অধিক বলিতে হইবে।

নবম পত্র

কাশ্মীর হইতে লিখিত

কাশ্মীরের পূর্ব্বতন রাজগণের ইতিহাসে (১) উল্লেখ আছে যে পুরাকালে এই দেশ বিস্তৃত হ্রদে পরিণত ছিল। কাশেব (২) নামক একজন বৃদ্ধ ঋষি বরমোল পর্ব্বত অত্যাশ্চর্য্যরূপে খনন পূর্ব্বক জল নির্গমনের জন্য পথের ব্যবস্থা করেন। উক্ত ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই সংস্করণ জাহাঙ্গীরের আদেশে প্রণীত হয় (৩) এবং আমি উহা এক্ষণে পারস্য ভাষা হইতে অনুবাদ করিতেছি। আমি অস্বীকার করিতেছি না যে এই দেশ এক কালে জলে পরিপূর্ণ ছিল। থেসালি (৪) প্রভৃতি দেশের বিষয়ও এইরূপ উল্লেখ আছে, কিন্তু আমি সহজে বিশ্বাস করিতে পারি না যে মনুষ্য দ্বারা উক্ত পথ নির্ম্মিত হইতে পারে, কারণ ঐ পর্ব্বত অত্যন্ত উচ্চ ও বিস্তৃত। আমার বোধ হয় যে উক্ত পর্ব্বত অত্যন্ত নীচু হইয়া গর্ত্তে পরিণত হইয়াছিল এবং ভীষণ ভূমিকম্পে উহা বাহির হইয়াছে। এদেশে ভূমিকম্প প্রায়ই হইয়া থাকে। ঐ স্থানের আরবদিগের বিশ্বাস যে বাবেলমণ্ডপের খাল উক্ত রূপেই হইয়াছিল। এইরূপে সমগ্র দেশ ও পর্ব্বত হ্রদের জলে আচ্ছন্ন হয়।

কাশ্মীর এক্ষণে আর হ্রদ নহে। ইহা একটী সুন্দর জনপদ; মধ্যে মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে। এই দেশ প্রায় ৯০ মাইল

---

(১) রাজতরঙ্গিণী।

(২) কশ্যপ।

(৩) হাইদার মালিক লিখিত।

(৪) গ্রীসের অন্তঃপাতী প্রদেশ।

দীর্ঘ ও ৩০।৩৫ মাইল বিস্তৃত। ইহা লাহোরের উত্তরে হিন্দুস্থানের একপ্রান্তে অবস্থিত। ককেসাস্ পর্ব্বতের পাদমূলে অবস্থিত পর্ব্বত-মালার দ্বারা ও বৃহৎ তিব্বত, ক্ষুদ্র তিব্বত ও জম্মু রাজ্যের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতমালার দ্বারা এই দেশ পরিবেষ্টিত।

প্রথম পর্ব্বতমালা অর্থাৎ সমতল ক্ষেত্রের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী অনুচ্চ ও উর্ব্বর, বৃক্ষলতাদিতে পরিপূর্ণ। এই স্থানে গো, অশ্ব, ছাগ মেষ প্রভৃতি পশুগণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া তৃণলতাদি দ্বারা উদর পূর্ণ করে। এই স্থানে নানা প্রকার তিতির, খরগোস, কৃষ্ণসার ও কস্তুরীহরিণ প্রভৃতি মৃগ প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। মধুমক্ষিকা এস্থানে অত্যন্ত অধিক। কিন্তু এস্থানে সর্প, ব্যাঘ্র, ভল্লুক কিংবা সিংহ কিছুই নাই। ভারতবর্ষের পক্ষে ইহা আশ্চর্য্যজনক বটে। এই সকল পর্ব্বতমালায় কোন প্রকার ভীতির কারণ নাই; পরন্তু মধু ও দুগ্ধ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই সকল পর্ব্বতমালার পশ্চাতে অত্যুচ্চ পর্ব্বতের শ্রেণী। ইহাদের চূড়া সদাসর্ব্বদাই তুষারাচ্ছন্ন এবং মেঘ ও কুয়াসার উচ্চে অবস্থিত। আমাদের অলিম্পস্ পর্ব্বতের ন্যায় সর্ব্বদাই উজ্জ্বল ও শান্তিপূর্ণ। এই সকল পর্ব্বতশ্রেণী হইতে অসংখ্য ঝরণা ও স্রোতস্বতী উত্থিত হইয়াছে। সেগুলি বাঁধযুক্ত খালের দ্বারা সমতল ক্ষেত্রস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতের চূড়া পর্য্যন্ত আনীত হয় এবং ইহারই জলের দ্বারা কৃষকেরা তাহাদের ধান্য-ক্ষেত্র কর্ষণ করে। এই সকল স্রোতস্বতী এই মনোহর দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী ও জলপ্রপাত সৃষ্টি করে ও তৎপরে সকলে একত্রে মিলিত হইয়া একটী বিস্তৃত নদীতে পরিণত হয়। আমাদের সীন্ নদীতে যে সকল সুবৃহৎ জলযান গমনা-গমন করে এই নদীও সেইরূপ বৃহৎ জলযান উপযোগী বিস্তৃত ও গভীর।

ইহা এই দেশের মধ্য দিয়া বক্রগতিতে প্রবাহিত হইয়া রাজধানীর পার্শ্ব দিয়া বরমৌলের দিকে প্রধাবিত হয়। তথায় দুইটী উচ্চ পর্ব্বতের মধ্য দিয়া বহির্গত হইয়া অন্যান্য নদী দ্বারা মিলিত হয়। তৎপরে উচ্চ পর্ব্বতের উপর হইতে ভীষণ বেগে পতিত হইয়া আটকের (৫) দিকে প্রবাহিত হয় এবং তথায় সিন্ধু নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

এই সকল অসংখ্য স্রোতস্বতী পর্ব্বতমালা হইতে উত্থিত হইয়া সমতল ভূমি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতপুঞ্জকে উর্ব্বর করিয়া রাখিয়াছে। সমস্ত রাজ্যটী একটী সুন্দর ও উর্ব্বর উদ্যানের আকার ধারণ করিয়াছে। সুন্দর সুন্দর উপবনের মধ্যে গ্রামগুলি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর শ্রেণী প্রায়ই দেখা যায়। বিস্তৃত প্রান্তর দ্রাক্ষাক্ষেত্র, ধান্য, যব, জাফরান প্রভৃতি পূর্ণ ও মধ্যে মধ্যে ঝরণা ও জলপূর্ণ খাল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদ অবস্থিত থাকায় দৃশ্যটি অতীব চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। সমুদয় ভূমি আপেল, পিয়ারা, এপ্রিকট প্রভৃতি ইউরোপীয় ফল ও পুষ্পে আচ্ছন্ন। উদ্যান-সমূহে তরমুজ, ফুটী, লাল পালঙ্গ, মূলা ও আরও আমাদের অজ্ঞাত অন্যান্য ফলমূল পরিপূর্ণ।

এদেশের ফল আমাদের দেশ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ও সেরূপ প্রচুর পরিমাণে জন্মে না। কিন্তু ইহা দেশের ভূমির অনুর্ব্বরতার জন্য নহে, আমরা যেরূপ ভাবে ফ্রান্স দেশে ফল-বৃক্ষাদি পালন করে এদেশের লোকেরা তদ্রূপ সুচারুরূপে করিতে পারে না। এই জন্য আমার কাশ্মীরে অবস্থান কালে আমি প্রচুর পরিমাণে সুন্দর ফলমূলাদি ভক্ষণ করিয়াছি। যদি এদেশের লোকেরা ইউরোপীয়দিগের ন্যায় বৃক্ষ রোপণে ও ভূমির

(৫) সম্ভবতঃ বার্নিয়ার এইস্থানে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ঝিলাম ঝাংয়ের নিকটে চিনাবের সহিত মিলিত হইয়াছে

প্রতি বিশেষ মনোযোগে প্রদান করে ও বিদেশ হইতে বৃক্ষের কলম প্রভৃতি আনয়ন করিয়া রোপণ করে, তাহা হইলে এদেশের ফলমূলাদি ইউরোপেরই ন্যায় সুন্দর ও সুমিষ্ট হইবে।

কাশ্মীরের রাজধানীর নাম কাশ্মীর। ইহার চতুষ্পার্শ্বে প্রাচীর নাই, এবং ইহা দুই মাইল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক দীর্ঘ ও সার্দ্ধ এক মাইল বিস্তৃত। এই নগর অর্দ্ধ বৃত্তাকারে অবস্থিত পর্ব্বতমালা হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে সমতল ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত ও প্রায় পঞ্চদশ মাইল সম্পন্ন একটী সুন্দর হ্রদের তীরে নির্ম্মিত। এই হ্রদ পর্ব্বতমালা হইতে উত্থিত স্রোতস্বতী ও ঝরণা সমূহের দ্বারা গঠিত। নগরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত নদীর সহিত খালদ্বারা ইহা যুক্ত হইয়াছে। এই খালটী বেশ বিস্তৃত,—নৌকা প্রভৃতি জলযানসমূহ ইহার মধ্য দিয়া গমনাগমন করিতে পারে। নগরের মধ্যে নদীর উপর দুইটী কাষ্ঠ-সেতু আছে। নগরের গৃহগুলি কাষ্ঠ নির্ম্মিত হইলেও বেশ দৃঢ়ভাবে নির্ম্মিত দ্বিতল ও ত্রিতল সম্পন্ন। দেশে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তররাশি আছে, কতিপয় প্রাচীন অট্টালিকা ও বহুসংখ্যক প্রাচীন মন্দির প্রস্তর নির্ম্মিত। কিন্তু কাষ্ঠদ্বারাই জনসাধারণ গৃহনির্ম্মাণ করে, কারণ ইহা অত্যন্ত সুলভ ও পর্ব্বতমালা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী দিয়া অনায়াসে আনীত হয়। নদীতীরে অবস্থিত গৃহগুলির দৃশ্য অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক,—বিশেষতঃ বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে যখন অধিকাংশ লোকেই জলবিহারে যোগদান করে। নগরের মধ্যে ও অধিকাংশ গৃহে উদ্যান আছে। অনেকে জলপ্রণালী নির্ম্মিত করিয়া হ্রদের সহিত যুক্ত করিয়াছে, তথায় জল-বিহারের নিমিত্ত নৌকা প্রভৃতি জলযান রক্ষিত হয়।

নগরের এক প্রান্তে একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত সঙ্গীহীন অবস্থায় দণ্ডায়মান। উহার ক্রমনিম্ন পার্শ্বে উদ্যান-সমন্বিত সুন্দর সুন্দর গৃহরাজি বর্ত্তমান।

চূড়ার সন্নিকটে একটী মসজিদ ও আশ্রম আছে,—এই দুইটীই অতি সুন্দররূপে নির্ম্মিত। পর্ব্বতের চূড়ার উপর বহুসংখ্যক সুন্দর সুন্দর বৃক্ষরাজি শোভা পাইতেছে। এই পর্ব্বতটী দেখিতে অত্যন্ত মনোরম এবং ইহার উদ্যান ও বৃক্ষরাজির জন্য দেশের লোকে ইহাকে "হারী পর্ব্বত" অর্থাৎ শ্যাম পর্ব্বত (৬) বলে।

এই পর্ব্বতের বিপরীত দিকে অন্য একটী পর্ব্বত আছে। ইহার উপরেও উদ্যান সমন্বিত একটী মসজিদ ও একটী অত্যন্ত প্রাচীন অট্টালিকা আছে, এবং ইহার নাম তক্ত সুলেমান অর্থাৎ সলোমনের সিংহাসন। মুসলমানের হইলেও দেব দেবীর মন্দিরে (৭) যেরূপ চিহ্নাদি থাকে, ইহাতে সেইরূপ চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

মুসলমানগণ বলে যে, সলোমন যখন কাশ্মীরে ভ্রমণ করিতে আসেন তখন তিনি এই অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি কখনও এদেশে আসিয়াছিলেন কিনা তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ হয়।

হ্রদমধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, সেগুলি যেন প্রমোদ ভূমিতে পরিগণিত হইয়াছে। ফলপুষ্পের বৃক্ষে সেগুলি পরিপূর্ণ ও উহাদের মধ্যে জাফরিযুক্ত পথ আছে। তজ্জন্য জলের মধ্যে দ্বীপগুলিকে অত্যন্ত সুন্দর ও শ্যামবর্ণ দেখা যায়। সাধারণতঃ উহারা দুই ফীট অন্তরে রোপিত বৃহৎ পত্রযুক্ত এস্পেন বৃক্ষদ্বারা পরিবেষ্টিত। এই বৃক্ষগুলির মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ তাহাকেও বাহুদ্বয়ের মধ্যে আবদ্ধ করা যাইতে পারে কিন্তু উহারা জাহাজের মাস্তুলের ন্যায় দীর্ঘ এবং তালবৃক্ষের ন্যায় উহাদের কেবল শীর্ষদেশে কতিপয় শাখা প্রশাখা আছে।

---

(৬) আকবর ইহার ঊর্দ্ধদেশে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

(৭) পর্ব্বত-শিখরে একটী বৌদ্ধ মন্দির রহিয়াছে।

হ্রদের অপর পার্শ্বস্থ পর্ব্বতের সানুদেশে অসংখ্য পুষ্পোদ্যান ও গৃহরাজি বিরাজ করিতেছে। তত্রস্থ জলবায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর ও স্থানটী বিশেষ শোভনীয়। অসংখ্য উৎস ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীতে স্থানটী পরিপূর্ণ। এই স্থান হইতে হ্রদ, দ্বীপগুলি ও নগরের দৃশ্য অতি সুন্দররূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

এই উদ্যানগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর উদ্যানটীর নাম "শালিমার" (৮); ইহা সম্রাটের। হ্রদ হইতে একটী বিস্তৃত খালের মধ্য দিয়া এই উদ্যানে প্রবেশ করিতে পারা যায়। এই খালের উভয় পার্শ্বে হরিৎবর্ণের ক্ষেত্র ও বৃক্ষরাজি বিরাজ করিতেছে। ইহা প্রায় ১২০০ ফীট দীর্ঘ ও উদ্যানের মধ্যস্থিত গ্রীষ্মাবাস পর্য্যন্ত বিস্তৃত। প্রথম খাল অপেক্ষাও সুন্দর অন্য একটী খালের মধ্য দিয়া উদ্যানের প্রান্তস্থিত গ্রীষ্মাবাসে গমন করিতে পারা যায়। এই খালের তলদেশ প্রস্তর দ্বারা মণ্ডিত। ইহার ক্রমনিম্ন পার্শ্বদ্বয়ও প্রস্তর দ্বারা আচ্ছাদিত। ইহার মধ্যস্থানে প্রায় ৩৬ ফীট অন্তরে অবস্থিত উৎসের দীর্ঘ শ্রেণী। তদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে অন্য আধার আছে, উহার মধ্য হইতেও বিভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট উৎস উত্থিত হইয়াছে।

গ্রীষ্মাবাসগুলি খালের মধ্যে অবস্থিত; সুতরাং উহারা চতুর্দ্দিকে জলরাশি দ্বারা পরিবেষ্টিত। আবাসগুলির উভয় পার্শ্বে দীর্ঘ বৃক্ষ শ্রেণী। ইহারা গম্বুজাকারে নির্ম্মিত ও মঞ্চদ্বারা পরিবেষ্টিত, তন্মধ্যে চারিটী দ্বার আছে; দুইটী খালের দুইদিক উন্মুক্ত ও অপর দুইটী দ্বার তীর হইতে আবাস মধ্যে গমন করিবার নিমিত্ত দুই পার্শ্বস্থ সেতুদ্বয়ের সম্মুখে উন্মুক্ত। আবাস মধ্যে, কেন্দ্রস্থলে একটী সুবৃহৎ কক্ষ ও চতুষ্পার্শ্বে

(৮) জাহাঙ্গীরের আদেশানুযায়ী নির্ম্মিত উদ্যান।

এক একটী ক্ষুদ্র কক্ষ আছে। অভ্যন্তর সমস্তই স্বর্ণমণ্ডিত, ও সকল কক্ষেরই প্রাচীর গাত্রে কতিপয় বাক্য বৃহৎ ও সুন্দর পারসীক (৯) অক্ষরে খোদিত আছে। চারিটী দ্বার অত্যন্ত মূল্যবান্। ইহা দুইটী মনোহর স্তম্ভের উপর স্থাপিত সুবৃহৎ প্রস্তর খণ্ডদ্বারা নির্ম্মিত। এই দ্বার ও স্তম্ভগুলি শাহ জাহান কর্ত্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত কতিপয় মন্দির হইতে আনীত হয়। ইহাদের মূল্য নিরূপণ করা অসম্ভব। আমি প্রস্তরগুলির প্রকৃত বর্ণনা করিতে অক্ষম, তবে ইহা বলিতে পারি যে উহারা অন্যান্য মর্ম্মর প্রস্তর অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট।

আপনি বোধ হয় পূর্ব্বেই বুঝিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, আমি কাশ্মীরের দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়াছি। বাস্তবিক এই প্রদেশ সৌন্দর্য্যে আমার পূর্ব্ব কল্পনাকেও পরাজিত করিয়াছে। আমার বোধ হয় ইহা অন্যান্য সমবিস্তৃত প্রদেশ মধ্যে অতুলনীয় ও পূর্ব্বকালের ন্যায় ইহা সন্নিকটস্থ পর্ব্বতমালা, এমন কি তাতার প্রদেশ হইতে সমস্ত হিন্দুস্থান ও সিংহল দ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের রাজধানী হইবার উপযুক্ত। মুগলগণ কাশ্মীরকে অকারণে ভারতবর্ষের পার্থিব স্বর্গ বলে না ও আকবর দেশীয় রাজগণের হস্ত হইতে এই দেশ অধিকার করিতে অকারণে সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন না। তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর এই রাজ্যের শোভায় অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া এই স্থানে তাঁহার প্রিয় আবাস স্থাপন করেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন যে তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে তিনি সমস্ত প্রদেশ পরিত্যাগ করিতে হইলেও কাশ্মীরকে পরিত্যাগ করিবেন না (১০)।

কাশ্মীরী ও মুগল কবিদিগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দর্শন করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলাম। আমরা কাশ্মীরে উপস্থিত হইতে

---

(৯) "যদি ভূতলে স্বর্গ থাকে তবে ইহাই সেই স্বর্গ"।

(১০) জাহাঙ্গীরের মৃত্যু এই প্রদেশেই ঘটিয়াছিল।

না হইতেই আওরংজেব উভয় জাতীয় কবিদিগের নিকট হইতে এই প্রদেশের প্রশংসাসূচক কবিতা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি এই সকল কবিতা গ্রহণ করিয়া কবিদিগকে সহৃদয়তার সহিত পুরস্কৃত করিলেন। কবিতাগুলি সমস্তই অত্যুক্তিতে পরিপূর্ণ। আমার স্মরণ আছে যে, একজন কবি বেষ্টনকারী পর্ব্বতমালার বিষয় বর্ণনা করিবার সময় লিখিয়াছেন যে, উহাদের অত্যধিক উচ্চতার জন্য আকাশ দূরে অপসৃত হইয়া গোলাকৃতি ধারণ করিয়াছে ও প্রকৃতিদেবী এই সৃজনকালে তাঁহার সমস্ত নিপুণতা নিঃশেষ করিয়াছেন ও বিদেশীয় শত্রু যাহাতে আক্রমণ করিতে সমর্থ না হয় সেইরূপ ভাবে ইহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কারণ পৃথিবীব্যাপ্ত সাম্রাজ্যের রাজধানী হওয়ায় যাহাতে ইহা কাহারও অধীন না হইয়া বিশ্বের উপর রাজত্ব করিতে সমর্থ হয় তজ্জন্য ইহার মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা সুবিবেচকের কার্য্য। কবি আরও বলিয়াছেন যে, দূরবর্ত্তী উচ্চ পর্ব্বতমালার চূড়াগুলি উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণে মণ্ডিত ও সন্নিকটস্থ অনুচ্চ পর্ব্বতগুলি চিরহরিৎশোভিত ও মনোহর বৃক্ষরাজিতে অলঙ্কৃত হইয়া বিরাজ করিতেছে, কারণ বিশ্বসাম্রাজ্যের রাজধানীর মুকুটে হীরকখচিত চূড়া মরকতমণ্ডিত ভিত্তি হইতে উত্থিত হওয়াই শ্রেয়ঃ। আমার নবাব্ দানিশমন্দ খাঁ আমাকে এই কবিতাগুলির রসাস্বাদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে আমি বলিলাম যে, কবি তাঁহার বর্ণনা আরও বৃদ্ধি করিতে পারিতেন। তিনি কবিসুলভ স্বাধীনতা সহকারে সন্নিকটস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশগুলিকেও কাশ্মীর প্রদেশভুক্ত করিলে বিশেষ দোষ হইত না, কারণ কথিত আছে যে উহারা এককালে এই প্রদেশের করদ ছিল। এই প্রদেশগুলির নাম,—ক্ষুদ্র তিব্বত, রাজা-গামনের রাজ্য খাশগড় ও শ্রীনগর। তিনি ইহা বলিলেও পারিতেন যে গঙ্গা, সিন্ধু, চন্দ্রভাগা ও যমুনা কাশ্মীর প্রদেশ হইতে নির্গত হইয়াছে এবং

এই সকল নদী সৌন্দর্য্যে ও উপকারিতায় পিসন ও জীহন অথবা জেনিসিসে (১১) উল্লিখিত নদীদ্বয় অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে সুতরাং অনায়াসেই অনুমান করিতে পারিতেন যে, ইডেন-উদ্যান প্রচলিত বিশ্বাসানুসারে আর্ম্মেনিয়ায় স্থাপিত হয় নাই, পরন্তু কাশ্মীরে স্থাপিত হইয়াছিল।

কাশ্মীরবাসিগণ কৌতুকপ্রিয়তার জন্য প্রসিদ্ধ, ভারতীয়দিগের মধ্যে তাহারাই উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন ও বুদ্ধিমান বলিয়া বিবেচিত হয়। কবিতা ও অন্যান্য শাস্ত্রে তাহারা পারসিকদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। তদ্ব্যতীত তাহারা অত্যন্ত তৎপর ও পরিশ্রমী। তাহাদের পাল্কী, পালঙ্ক, সিন্ধুক, দোয়াতদানী, বাক্স, চামচ প্রভৃতি কারুকার্য্যে ও সৌন্দর্য্যে অতুলনীয় এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এই সকল দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। তাহারা অতি উত্তমরূপে বার্ণিশ করিতে পারে ও একপ্রকার সুন্দর কাষ্ঠের বাক্স মনুষ্য শরীরের শিরাগুলির অনুকরণ করিয়া স্বর্ণসূত্রদ্বারা এরূপ নিপুণতার সহিত মণ্ডিত করে যে সেরূপ সুন্দর কারুকার্য্য আমি অন্যত্র দেখি নাই। কিন্তু অত্যধিক পরিমাণে শাল প্রস্তুত করাই কাশ্মীরের বিশেষত্ব। শালই এই দেশের প্রধান শিল্প, ইহার দ্বারাই দেশের বাণিজ্য বিস্তৃত হয় ও ধন বৃদ্ধি হয়। এমন কি এই শিল্পে বালক বালিকা পর্য্যন্ত নিযুক্ত থাকে। এই শালগুলি প্রায় ছয় ফীট দীর্ঘ ও চারি ফীট প্রস্থ, উহার প্রত্যেক পার্শ্ব একফুট বিস্তৃত তাঁতের প্রস্তুত কারুকার্য্যে অলঙ্কৃত। মুগল ও ভারতীয়গণ, স্ত্রী, পুরুষ সকলেই শীতকালে মস্তকে শাল বেষ্টন করিয়া বামস্কন্ধে চাদরের ন্যায় ধারণ করে। দুই প্রকার শাল নির্ম্মিত হয়। প্রথম প্রকারের শাল দেশীয় পশমে প্রস্তুত হয়। এই

(১১) খ্রীষ্টানদের বাইবেলের প্রথমাংশ।

পশম স্পেন দেশীয় পশম অপেক্ষা কোমল ও সূক্ষ্ম। দ্বিতীয় প্রকারের শাল "বৃহৎ তিব্বত" দেশীয় বন্য ছাগের বক্ষঃস্থিত লোমদ্বারা নির্ম্মিত। এই প্রকারের শালগুলি দেশীয় পশম নির্ম্মিত শালঅপেক্ষাও অধিক আদৃত হয়। ওমরাহদিগের জন্য বিশেষরূপে নির্ম্মিত কতকগুলি শাল আমি দেখিয়াছি, সেই গুলির প্রত্যেকটীর মূল্য প্রায় দেড়শত টাকা। কিন্তু অন্য শাল পঞ্চাশ টাকার অধিক মূল্যে বিক্রয় হইতে দেখি নাই। শালগুলি মধ্যে মধ্যে বায়ুতে উন্মুক্ত না রাখিলে শীঘ্র কীটদষ্ট হইবার সম্ভাবনা অধিক। বীবরের লোমও এই পার্ব্বতীয় ছাগের লোমের ন্যায় কোমল ও সূক্ষ্ম নহে।

পাটনা, আগ্রা ও লাহোরে শাল নির্ম্মাণ করিবার বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু সকলরূপ যত্ন সত্ত্বেও কাশ্মীরী শালের ন্যায় মসৃণ ও কোমল হয় নাই। কাশ্মীরী শালগুলির অতুল সৌন্দর্য্যের কারণ বোধ হয় ঐ দেশের জলের বিশেষত্বের জন্য।

কাশ্মীরের অধিবাসিগণ সুন্দর বর্ণ ও অঙ্গসৌষ্ঠবের জন্য প্রসিদ্ধ। তাহারা ইউরোপীয়দিগের ন্যায় সুন্দর ও সুশ্রী, তাতারবাসীদিগের ন্যায় তাহাদের নাসিকা খাঁদা নহে ও খাসগড় ও বৃহৎ তিব্বতের অধিবাসী দিগের ন্যায় চক্ষু ক্ষুদ্র নহে। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা দেখিতে অত্যন্ত সুশ্রী। যাহাতে তাহাদের সন্তানাদি ভারতীয়দিগের অপেক্ষা সুশ্রী হয় ও প্রকৃত মুগল বংশজাত বলিয়া পরিচিত হয় তজ্জন্য প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই, মুগল বাদশাহের সভায় নিযুক্ত হইলে, এই দেশ হইতেই স্ত্রীলোক নির্ব্বাচন করিয়া বিবাহকরে কিংবা অন্তঃপুরে রক্ষা করে। দোকানে ও পথে সাধারণ স্ত্রীলোকদিগকে দেখিয়া বোধ হয় যে উচ্চবংশে নিশ্চয়ই অত্যন্ত সুন্দরী স্ত্রীলোক আছে। লাহোরে থাকিবার সময় আমি এই এই সকল গুপ্ত সুন্দরীদিগকে দেখিবার নিমিত্ত এক কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলাম।

মুগলেরা প্রায়ই এইরূপ করিত। ঐ নগরের স্ত্রীলোকেরা ভারতীয়দিগের মধ্যে সৌন্দর্য্যে শ্রেষ্ঠ ও তাহাদিগের মনোহর ক্ষীণ তনুর জন্য প্রসিদ্ধ। আমি কতিপয় হস্তীর পশ্চাতে, বিশেষতঃ যেটী অত্যন্ত উত্তমরূপে সজ্জিত তাহার পশ্চাতে গমন করিলেই যাহা অন্বেষণ করিতাম তাহা দেখিতে পাইতাম। কারণ হস্তীর উভয় পার্শ্ব হইতে বিলম্বিত রৌপ্য:নির্ম্মিত ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ করিলেই তাহারা সকলে গবাক্ষ-পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইত। এরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া আমি প্রায়ই আনন্দ লাভ করিতাম, কিন্তু পরে নগরস্থ একজন প্রসিদ্ধ বৃদ্ধ মৌলবী এই সুন্দরী-দিগকে দেখিবার নিমিত্ত এক উত্তম কৌশল আবিষ্কার করেন। তাঁহার নিকট পারসিক কবিতা অধ্যয়ন করিতাম। আমি রাশি রাশি মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া প্রায় পঞ্চদশাধিক গৃহে, যেস্থানে তাঁহার অবাধ গতিবিধি ছিল, তাঁহার সহিত গমন করিলাম। তিনি প্রকাশ করিলেন যে, আমি তাঁহার আত্মীয়, পারস্য দেশ হইতে নূতন আসিয়াছি, আমার ধনসম্পদ আছে ও আমি বিবাহ করিতে উৎসুক। আমরা কোন গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি বালক বালিকাদিগগের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ করিতেন; তৎক্ষণাৎ, বিবাহিতা স্ত্রীলোক, কুমারী বালিকা, বৃদ্ধা, যুবতী, বাটীস্থ সকলেই মিষ্টান্নের অংশ গ্রহণ করিবার জন্য ও আমাকে দর্শন দিবার জন্য আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইত। এই কৌতূহল নিবৃত্ত করিবার জন্য আমার অনেক অর্থ ব্যয় হইয়াছিল, কিন্তু ইহার দ্বারা নিঃসন্দেহে বুঝিয়াছিলাম যে, কাশ্মীরের সুন্দরীবৃন্দ ইউরোপের যে কোন দেশের সুন্দরীগণ অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।

এক্ষণে কেবল বিম্বর হইতে এইস্থানে আমার আগমন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে বাকী আছে। পত্রের সূচনাতেই ইহা বর্ণনা করা উচিত ছিল। এই দেশে আমার ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও এই দেশের চতুর্দ্দিকস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশের

বিষয় আমার সাধ্যমত যাহা সংগ্রহ করিয়াছি তাহাও বর্ণনা করা হয় নাই।

বিম্বর হইতে আগমন-কালে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ হইতে নাতিশীতোষ্ণ দেশে সহসা উপস্থিত হওয়ায় আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। কারণ আমরা ভীষণ পৃথিবীর প্রাচীরের, অর্থাৎ অত্যুচ্চ বন্ধুর ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বিম্বরের পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্য পার্শ্বে অবতরণ করিবামাত্র বিশুদ্ধ, মধুর ও মনোরম বায়ু সেবন করিতে লাগিলাম। আমার আরও আশ্চর্য্যের কারণ এই যে আমার মনে হইতে লাগিল যেন আমি সহসা ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। যে পর্ব্বতমালা আমরা অতিক্রম করিতেছিলাম, সেগুলি আমাদের দেশের হিসপ্, থিম, মার্জোরম্, ও রোজমেরি ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত গুল্ম লতাদিতে আচ্ছন্ন। আমার মনে হইতে লাগিল যেন আমি আভার্ণ পর্ব্বতের মধ্য দিয়া ও ফার, ওক, এল্ম্ ও প্লেন বৃক্ষের অরণ্যের মধ্য দিয়া গমন করিতেছি। হিন্দুস্থানের উত্তপ্ত প্রান্তর ও এই দৃশ্যের মধ্যে বিষম প্রভেদ লক্ষ্য না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

বিম্বর হইতে দুই এক দিনের পথ পার হইলে উভয় পার্শ্বে বৃক্ষলতাদিতে আচ্ছন্ন একটী পর্ব্বতের প্রতি আমার চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। ইহার দক্ষিণ পার্শ্ব, অর্থাৎ হিন্দুস্থানের সমতল ভূমির দিকের গাত্র ভারতীয় ও ইউরোপীয় উভয় প্রকারের বৃক্ষলতাদিতে আচ্ছন্ন, কিন্তু উহার অপর পার্শ্ব কেবল ইউরোপীয় বৃক্ষাদিতে পরিপূর্ণ। দেখিয়া বোধ হয় যেন পর্ব্বতের একপার্শ্ব ইউরোপ ও ভারতবর্ষ উভয় দেশের জল বায়ুর মধ্যে ও অন্য পার্শ্ব কেবল ইউরোপের শীতল জল বায়ুর মধ্যেই অবস্থান করিতেছে।

আমাদের অভিযানকালে আমি বৃক্ষের ক্রমান্বয়ে বিনাশ ও উৎপত্তি দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। দেখিলাম যে সহস্র সহস্র

বৃক্ষ মনুষ্যের অগম্য গভীর গহ্বর মধ্যে পতিত হইয়া কালক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। অন্যত্র শত শত নূতন বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিতেছে। বহুসংখ্যক অগ্নিদগ্ধ বৃক্ষও দর্শন করিলাম। কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না যে উহারা বজ্রাঘাতে দগ্ধ হইয়াছে কিংবা যখন উত্তপ্ত প্রবল ঝটিকা বহিতে থাকে তখন ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নির উৎপত্তি হইয়া তাহারা দগ্ধ হইয়াছে, অথবা এইস্থানের অধিবাসীদিগের মতানুসারে যখন বৃক্ষগুলি অত্যন্ত পুরাতন ও শুষ্ক হইয়া যায় তখন আপনিই প্রজ্জলিত হইয়া দগ্ধ হইয়া যায়।

পর্ব্বত-মধ্যে মনোরম জলপ্রপাতগুলি দর্শনীয় সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি করে। তন্মধ্যে একটা প্রপাত সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। দূরস্থ একটা উচ্চ পর্ব্বতের পার্শ্ব হইতে আমি এই সুন্দর প্রপাত দর্শন করিয়াছিলাম। ভীষণ জলরাশি বৃক্ষাচ্ছাদিত সুদীর্ঘ অন্ধকার পথ হইয়া উন্মত্তভাবে ঘূর্ণিত হইতে হইতে সহসা অত্যুচ্চ পর্ব্বত গাত্র হইতে পতিত হইতেছে। এই উন্মত্ত জল রাশির ভীষণ পতন শব্দে কর্ণ প্রায় বধির হইয়া যায়। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর পার্শ্বস্থিত পর্ব্বত-গাত্র মসৃণ করিয়া যাহাতে সভাস্থ সকলে অবসর কালে প্রকৃতির এই অনন্তলীলার মাধুর্য্য উপভোগ করিতে পারেন, তজ্জন্য তথায় একটী সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। এই প্রপাত ও উল্লিখিত বৃক্ষগুলি অত্যন্ত প্রাচীন, বোধ হয় পৃথিবীর উৎপত্তি কালে ইহাদেরও উৎপত্তি হইয়াছিল।

অকস্মাৎ এক বিপদ্‌পাতে এই সুন্দর দৃশ্য গুলি বিষাদের ছায়ায় আবৃত হইয়া আমাদের চিত্তের প্রফুল্লতা বিনষ্ট করিল। সম্রাট্ তখন পীরপঞ্জল পর্ব্বত অতিক্রম করিতেছিলেন। এই পর্ব্বত সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ—ইহার চূড়া হইতেই কাশ্মীর প্রদেশের সকল দৃশ্য সর্ব্বপ্রথম দৃষ্ট হয়। সম্রাটের পশ্চাতে হস্তীর এক দীর্ঘ শ্রেণী ছিল। ইহাদের উপরে মহিলাবর্গ

মিকদেম্বর ও হাওদার অভ্যন্তরে মধ্যে উপবেশন করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথম হস্তীটী পথের দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা দর্শন করিয়া ভীতচিত্তে পশ্চাৎস্থিত হস্তীর উপর পতিত হইল। দ্বিতীয় হস্তী তৃতীয় হস্তীর উপর পতিত হইল, সে চতুর্থ হস্তীর উপর, এইরূপে ক্রমান্বয়ে প্রায় পঞ্চাদশটী হস্তী অপরিসর ও বন্ধুর পথে ঘুরিতে কিংবা পথ হইতে অপসৃত হইতে না পারিয়া একবারে খাদে পতিত হইল। স্ত্রীলোকদিগের সৌভাগ্যবশতঃ তাহারা যেস্থানে পতিত হইয়াছিল তাহা অধিক গভীর ছিল না, কেবল তিন চারি জন হত হইয়াছিল। কিন্তু হস্তীগুলিকে উদ্ধার করিবার কোন উপায় ছিল না। এই জন্তুগুলি যখন অত্যধিক বোঝার ভারে পতিত হয়, তখন তাহারা উত্তম ও প্রশস্ত পথেও উঠিতে পারে না। দুই দিন পরে আমি সেই পথ দিয়া গমন করিতে করিতে দেখিলাম যে, তখনও কয়েকটী হস্তী শুণ্ড নাড়িতেছে। সৈন্যদল একজনের পশ্চাতে একজন করিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চারি দিন ধরিয়া পর্ব্বত অতিক্রম করিতেছিল, তাহারা এই বিপদের জন্য অতিশয় অসুবিধায় পতিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট দিন ও সমস্ত রাত্রি স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষা করিতে ও অন্যান্য দ্রব্যাদি উদ্ধার করিতে অতিবাহিত হইল। সৈন্যদলকে ততক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই একই স্থানে সমস্তক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিতে হইয়াছিল, কারণ বহুস্থানে অগ্রসর কিংবা পশ্চাৎপদ হওয়া একপ্রকার অসম্ভব ছিল। ভারবাহকগণ তাম্বু ও খাদ্যদ্রব্যাদি লইয়া সন্নিকটে ছিল না। কিন্তু ভাগ্যদেবী এবারেও আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। আমি সৈন্যদলের নির্দ্দিষ্ট ভ্রমণ পথ হইতে কোনক্রমে বহির্গত হইয়া একটী সুন্দর স্থানে উপস্থিত হইলাম, তথায় আমার অশ্ব ও আমি সচ্ছন্দে নিদ্রিত হইলাম। আমার যে ভৃত্য আমার অনুগমন করিয়াছিল, তাহার

নিকট কিঞ্চিৎ রুটী ছিল, আমরা সকলে মিলিত হইয়া তাহা ভক্ষণ করিলাম। আমার স্মরণ আছে যে, এই স্থানেই, কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড স্থানচ্যুত করাতে একটী বৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ বৃশ্চিক বাহির হয়। আমার পরিচিত একজন মুগল যুবক উহাকে হস্তদ্বারা নিষ্পেষিত করিয়া আমার ভৃত্যের হস্তে ও তৎপরে আমার হস্তে প্রদান করে। উহা আর আমাদিগকে দংশন করিতে পারিল না। মুগল যুবক বলিল যে, সে কোরাণ হইতে একটী মন্ত্র পাঠ করিয়া বৃশ্চিককে মুগ্ধ করিয়াছে। সে আরও বলিল "আমি কিন্তু আপনাকে এই মন্ত্র বলিব না, কারণ তাহা হইলে এই মন্ত্রের শক্তি আমার নিকট হইতে আপনার নিকটে চলিয়া যাইবে। আমায় যিনি শিখাইয়াছিলেন এই শক্তি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট আসিয়াছিল।"

যে স্থানে হস্তীগুলি পদস্খলিত হইয়া পতিত হয়, সেই পীরপঞ্জল পর্ব্বত অতিক্রম করিবার সময় তিনটী ঘটনায় আমার দার্শনিক কল্পনার পুনরুদ্ভব হয়। প্রথমতঃ আমরা একই সময়ে দুইটী বিপরীত ঋতু—গ্রীষ্ম ও শীত অনুভব করিলাম। পর্ব্বত-অধিরোহণ কালে আমরা সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া পড়িলাম; কিন্তু যখন আমরা পর্ব্বতচূড়ায় উপস্থিত হইলাম, তখন দেখিলাম চতুর্দ্দিক তুষারাচ্ছন্ন এবং উহার মধ্য দিয়া সৈন্যদলের জন্য নূতন পথ প্রস্তুত হইয়াছিল। অল্প অল্প ঘনীভূত বৃষ্টি পতিত হইতেছিল ও অত্যন্ত শীতল বায়ু বহিতেছিল। ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে অধিকাংশই কখনও বরফ কিংবা তুষার দর্শন করে নাই ও এত অধিক শীত ভোগ করে নাই, সুতরাং তাহারা শীতে অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিতে লাগিল এবং বরফ ও তুষার দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, দ্বিশতপদের মধ্যে বায়ু দুই বিপরীত দিক

হইতে প্রবাহিত হইতেছিল। পর্ব্বতচূড়ায় আরোহণ করিবার সময় বায়ু আমার মুখের দিকে অর্থাৎ উত্তর দিক হইতে বহিতেছিল, কিন্তু আমি অন্যদিকে অবতরণ করিবামাত্র বায়ু আমার পৃষ্ঠদেশের দিকে, অর্থাৎ দক্ষিণ দিক হইতে বহিতে লাগিল। চতুর্দ্দিক হইতে বাষ্প উত্থিত হইয়া পর্ব্বতচূড়ায় ঘনীভূত ও বায়ুর উৎপত্তি করে। এই বায়ু নিম্নস্থ উত্তপ্ত ও বিরল বায়ুর দ্বারায় আকৃষ্ট হইয়া বিপরীতদিকস্থ দুইটী উপত্যকায় অবতীর্ণ হয়।

তৃতীয় আশ্চর্য্যের বিষয় একজন ফকির। তিনি জাহাঙ্গীরের সময় হইতে পর্ব্বত-চূড়ায় বাস করিতেছিলেন। তাঁহার ধর্ম্ম বিষয়ে কেহই কিছু অবগত নহে, কিন্তু কথিত আছে যে তিনি বহু অত্যাশ্চার্য্য কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, বজ্র উৎপাদন করিতেন এবং ঝড়, কুজ্ঝটিকা বৃষ্টি ও তুষারের সৃষ্টি করিতেন। তাঁহার শুভ্র ও বিশৃঙ্খল শ্মশ্রু অত্যন্ত দীর্ঘ, তাঁহার মুখমণ্ডলের ভাব কর্কশ। তিনি রূঢ়ভাবে ভিক্ষা যাজ্ঞা করিতেন। তিনি লোকদিগকে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে শ্রেণীবদ্ধরূপে স্থাপিত মৃত্তিকাপাত্র হইতে জলপান করিতে দিলেন ও হস্তসঞ্চালনদ্বারা তাহাদিগকে শীঘ্র পর্ব্বতচূড়া ত্যাগ করিতে বলিলেন। যে সকল ব্যক্তি অত্যন্ত গোলমাল করিতেছিল, তিনি তাহাদিগের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। আমি তাঁহার গুহায় প্রবেশ করিয়া তাঁহার হস্তে অর্দ্ধ রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করিয়া তাঁহার ক্রোধের কথঞ্চিৎ উপশম করিলে তিনি আমায় বলিলেন যে সে স্থানে গোলমাল করিলে ভীষণ ঝটিকা উত্থিত হয়। তিনি আরও বলিলেন যে, তাঁহার উপদেশানুসারে আওরংজীব শীঘ্র শীঘ্র ও নিঃশব্দে সৈন্যসহ সে স্থান অতিক্রম করিলে অত্যন্ত বুদ্ধিমানের কার্য্য করিবেন। তাঁহায় পিতা শাহ জাহান সর্ব্বদাই এইরূপ সুবুদ্ধি সহকারে কার্য্য করিতেন। কিন্তু জাহাঙ্গীর তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া

তাঁহাকে বিদ্রূপ ও অমান্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও ঝল্লরী প্রভৃতি যন্ত্রগুলি বাজাইতে আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া অতিকষ্টে রক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই প্রদেশে আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণনা করিবার কালে আমি প্রথমে আপনাকে লিখিতেছি যে, কাশ্মীর নগরে আসিবামাত্র আমার নবাব দানিশমন্দ খাঁ আমাকে এই দেশের প্রান্তভাগে এক আশ্চর্য্য উৎস দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। রাজধানী হইতে এই স্থানে আসিতে হইলে পথিমধ্যে তিনবার বিশ্রাম করিলেই উপস্থিত হওয়া যায়। আমার সহিত এতদ্দেশীয় এক ব্যক্তি ও আমার নবাবের একজন পদাতিক আসিয়াছিল। আশ্চর্য্যের মধ্যে এই যে, "মে মাসে যখন কেবলমাত্র বরফ দ্রবীভূত হইতে আরম্ভ হয় তখন এই উৎস হইতে পঞ্চদশ দিবস কাল ব্যাপিয়া দিবসের মধ্যে তিনবার প্রাতঃ-কালে, দিবা দ্বিপ্রহরে ও রাত্রিকালে ক্রমাগত জল প্রবাহিত হইতে থাকে ও বন্ধ হইয়া যায়। উৎস প্রায় ৪৫ মিনিট কাল যাবৎ বারি প্রবাহিত হইতে থাকে, ও ইহার প্রবাহ এত অধিক যে দশ কিংবা দ্বাদশ ফুট দীর্ঘ, প্রস্থ ও গভীর কুণ্ড পূর্ণ হইয়া যায়। পঞ্চদশ দিবসের পর জলের প্রবাহ পরিমিত ও নিয়মিত হইয়া উঠে এবং একমাসের পর অন্যান্য একবারে বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু ক্রমাগত মুষলধারে বৃষ্টির সময় ইহার উৎসের ন্যায় উৎস প্রবাহের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। হিন্দুগণ কুণ্ডের পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদিগের ব্ররী নামক দেবতাকে উৎসর্গ করিয়াছে। এই জন্যই এই উৎস 'সেন্দব্ররী' অর্থাৎ ব্ররীর বারি নামে অভিহিত হয়। নানাস্থান হইতে যাত্রীরা এই স্থানে সমাগত হইয়া এই পবিত্র ও আশ্চর্য্যগুণসম্পন্ন জলে স্নান করিয়া পাপমুক্ত হয়। এই উৎসের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প প্রচলিত

আছে, কিন্তু তন্মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্রও সত্য নিহিত না থাকায় উহার উল্লেখ বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইবে না। আমি যে পাঁচ ছয় দিন 'সৈন্দব্রবী' উৎসের সন্নিকটে ছিলাম উহা কেবল উক্ত আশ্চর্য্যের কারণ অনুসন্ধানেই অতিবাহিত হইয়াছিল। যে পর্ব্বতের পাদমূলে এই অসাধারণ উৎস বর্ত্তমান, সেই পর্ব্বত আমি বিশেষরূপে পরিদর্শন করিয়াছিলাম। প্রত্যেক পদে তন্ন তন্ন অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিয়া এবং কোন স্থান বাদ না দিয়া বিশেষ পরিশ্রম ও কষ্ট সহকারে আমি পর্ব্বতচূড়ায় উপস্থিত হইলাম। পর্ব্বতটী উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত ও অন্যান্য পর্ব্বত-মালার নিকটবর্ত্তী হইলেও উহাদিগের নিকট হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন। ইহার আকার গর্দ্দভের পৃষ্ঠের ন্যায়; ইহার চূড়া অত্যন্ত দীর্ঘ কিন্তু উহার বিস্তার শতপদ অপেক্ষাও অল্প। এই পর্ব্বতের একপার্শ্ব কেবল হরিৎ তৃণ দ্বারা আবৃত ও প্রাচ্যদেশস্থ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সম্মুখস্থ পর্ব্বতমালা দ্বারা সূর্য্য আবৃত থাকায় প্রাতঃকালে অষ্টম ঘটিকার পূর্ব্বে ইহার উপর সূর্য্যরশ্মি পতিত হয় না। পর্ব্বতের পশ্চিমপার্শ্ব বৃক্ষরাজি ও গুল্মবনে আবৃত।

এই সকল লক্ষ্য করিয়া আমার মনে হইল যে সূর্য্যের উত্তাপ ও পর্ব্বতের অবস্থিতি ও আভ্যন্তরীণ অবস্থার বিশেষত্বই বোধ হয় এই উৎসের অদ্ভুত কারণ।

আমি অনুমান করিলাম যে, শীতকালে যখন সকল স্থান তুষারে আচ্ছন্ন হয়, সেই সময় পর্ব্বতের যে পার্শ্বে প্রাতঃকালীন সূর্য্যের রশ্মি পতিত হয়, সেই পার্শ্বস্থ স্থানে বরফ অল্প অল্প দ্রবীভূত হইয়া পর্ব্বতগাত্রে প্রবেশ করে। এই জল ক্রমশঃ প্রবাহিত হইয়া পর্ব্বতের অভ্যন্তরস্থ এক আধার মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়, তৎপরে উৎসের দিকে প্রবাহিত হইয়া দ্বিপ্রহরের সময় প্রস্রবণের সৃষ্টি করে। সূর্য্যের রশ্মি পর্ব্বতের এই

পার্শ্ব হইতে চলিয়া যাইলে ইহা শীতল হইয়া যায়। তখন সূর্য্য-কিরণ পর্ব্বতচূড়ায় পতিত হইয়া তত্রস্থ তুষার দ্রবীভূত করে। এই জল ধীরে ধীরে অন্ত পথ দিয়া সেই আধারে আসিয়া উপস্থিত হয় ও রজনীতে উৎসমুখে জলপ্রবাহের সৃষ্টি করে। সর্ব্বশেষে, সূর্য্য-কিরণ পর্ব্বতের পশ্চিম পার্শ্বস্থ গাত্রের উপর পতিত হওয়ায় উক্তরূপে প্রাতঃকালীন প্রস্রবণের উৎপত্তি হয়। শেষ প্রবাহ অন্যান্য প্রবাহ অপেক্ষা ক্ষীণতর হইবার কারণ পর্ব্বতের পশ্চিমদিকস্থ গাত্র উৎস হইতে বহুদূরে এবং জঙ্গল দ্বারা আচ্ছন্ন থাকায় সূর্য্যের কিরণ তথায় বিশেষ প্রখর হয় না, অথবা হয়ত কেবল রাত্রিকালীন হিমের জন্য প্রবাহের ধারা ক্ষীণতর হইতে পারে। আমার অনুমান বোধ হয় সত্য, কারণ. প্রথম কয়দিবস জলধারা প্রবলভাবে পতিত হইতে থাকে, তৎপরে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অবশেষে একবারে বন্ধ হইয়া যায়। ইহাতে বোধ হয় যে প্রথমে জল অধিক থাকে, তৎপরে কমিয়া যায়। কিন্তু প্রবাহের প্রারম্ভে জলধারার কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই। হয় ত দ্বিপ্রহরের প্রবাহ রজনী কিংবা প্রাতঃকালীন প্রবাহ অপেক্ষা প্রবল হইতে পারে, কিংবা প্রাতঃকালে জলধারা দ্বিপ্রহরের জলধারা অপেক্ষা প্রবল হইতে পারে। ইহার কারণ বোধ হয় সকল দিন সমভাবে উত্তাপ থাকে না, ও মেঘমালা উত্তাপের পরিমাণ অসমান করায় জলধারা কখন প্রবল ও কখন ক্ষীণতর হয়।

সেন্দব্ররী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আমি রাজপথ হইতে অবতরণ করিয়া কিঞ্চিদ্দূরস্থ আচিবল (১২) দর্শন করিতে চলিলাম। আচিবল পূর্ব্বে কাশ্মীররাজদিগের গ্রাম্যাবাস ছিল; এক্ষণে ইহা

(১২) রাজপথ হইতে পাঁচমাইল দূরে অবস্থিত। ইহা নূরজাহান বেগমের প্রিয় স্থান ছিল।

মুগল সম্রাটের অধীন। একটী উৎসই এই স্থানে প্রধান সৌন্দর্য্য। এই উৎসের জল একশত প্রণালী দ্বারা সুন্দর গৃহের চতুর্দ্দিকে ও উদ্যানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। ভূমিমধ্য হইতে উৎস ধারা প্রবল ভাবে উত্থিত হইতে থাকে, যেন কোন কূপ হইতে উত্থিত হইতেছে। ইহার জল এত প্রচুর যে ইহাকে উৎসের পরিবর্ত্তে নদী বলাই কর্ত্তব্য। ইহার জল অত্যন্ত নির্ম্মল ও বরফের ন্যায় শীতল। উদ্যানটীও অত্যন্ত সুন্দর, উহার মধ্যে ও চতুর্দ্দিকে পথ আছে। তদ্ব্যতীত উদ্যানটী নানাবিধ ফলপুষ্পের বৃক্ষে পরিপূর্ণ। তথায় একটী সুউচ্চ জলপ্রপাত আছে। ইহা প্রায় ৭০।৮০ ফীট; দীর্ঘ বৃহৎ শ্বেত চাদরের আকারে পতিত হইয়া কল্পনাতীত শোভা ধারণ করে; বিশেষতঃ রাত্রিকালে যখন অসংখ্য প্রদীপ প্রাচীরগাত্রে স্থাপিত হইয়া পতনশীল জলরাশির দেশে প্রজ্জ্বলিত করা হয়, তখন অতুল শোভা ধারণ করে।

আচিবল হইতে আমি অন্য একটী রাজোদ্যানে গমন করিলাম। এই উদ্যানটীও উক্তরূপে শোভিত ও সজ্জিত। এই উদ্যানস্থ একটী পুষ্করিণীর মধ্যে এরূপ শান্ত মৎস্য আছে যে উহাদিগকে ডাকিলে কিংবা রুটীর টুকরা জলে নিক্ষেপ করিলে উহারা নিকটে আইসে। বৃহত্তম মৎস্যটীর নাকে নামাঙ্কিত সোণার নথ আছে। কথিত আছে যে আওরংজেবের পিতামহ জাহাঙ্গীরের পত্নী প্রসিদ্ধ নূরমহল বেগম উক্ত নথ ঐ মৎস্যের মুখে গ্রথিত করেন।

দানিশমন্দ খাঁ আমার সেন্দব্ররী ভ্রমণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং অন্য এক স্থানে এক অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিবার নিমিত্ত পুনরায় ভ্রমণে বহির্গত হইবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। ঐ স্থানের ব্যাপার এত অদ্ভুত যে, উহা দর্শন করিলে আমি

স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিব এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন "বরমৌলে গমন করুন; উহা সেন্দব্ররী অপেক্ষা অধিক দূরে নহে। তথায় মসজিদে এক প্রসিদ্ধ পীর, অর্থাৎ ধার্ম্মিক দরবেশের কবর আছে। তিনি মৃত হইলেও আশ্চর্য্যরূপে পীড়িত ও আতুরদিগকে নীরোগ করেন। হয়ত আপনি পীড়া ও আরোগ্যের যথার্থ্য অস্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু উক্ত পবিত্রাত্মার শক্তির দ্বারা আর এরূপ এক অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য সম্পন্ন হয় যে কোন ব্যক্তি উহা দর্শন করিলে তাঁহার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ থাকিতে পারে না। তথায় একখণ্ড সুবৃহৎ প্রস্তর আছে, উহা এক জন অত্যন্ত বলিষ্ঠ লোকেও ভূমি হইতে উত্তোলন করিতে সমর্থ নহে, কিন্তু একাদশ ব্যক্তি প্রার্থনা করিয়া উক্ত প্রস্তরখণ্ডকে তাহাদের একাদশ অঙ্গুলিদ্বারা এরূপ অনায়াসে উত্তোলন করে যে, দেখিলে বোধ হয় যেন তাহারা একখণ্ড তৃণ ধারণ করিয়া আছে।" পুনরায় ভ্রমণে বহির্গত হইতে আমার বিশেষ আপত্তি ছিল না। সুতরাং পূর্ব্বেকার দুইজন সঙ্গী অর্থাৎ একজন সৈনিক ও একজন তদ্দেশীয় লোককে লইয়া যাত্রা করিলাম। বরমৌলে স্থানটী সুন্দর, মসজিদের নির্ম্মাণ কৌশলও মন্দ নহে, ও পীরের সমাধিস্থান বহুমূল্য দ্রব্যাদি দ্বারা বিশেষরূপে অলঙ্কৃত। এই স্থান বহুসংখ্যক পীড়িত ও প্রার্থনা-রত ব্যক্তিদ্বারা পরিবেষ্টিত। মসজিদের পার্শ্বে রন্ধনাগার। তন্মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ পাত্রমধ্যে মাংস ও অন্ন প্রস্তুত হইতেছে। উহা দেখিবামাত্র আমি বুঝিতে পারিলাম যে উহারই আকর্ষণে পীড়িত ব্যক্তিগণ আগমন করে ও উক্ত অলৌকিকভাবেই উহারা আরোগ্যলাভ করে। মসজিদের অপর পার্শ্বে মোল্লাদিগের গৃহ ও উদ্যান। উহারা পীরের আশ্রয়ে নিরাপদে জীবন যাপন করে। তাহারা পীরের বিস্তর

প্রশংসা করিল, কিন্তু ঐরূপ ঘটনাবলীর সময় দুর্ভাগ্যক্রমে আমার যেমন হইয়া থাকে, তথায় অবস্থান কালে কোন পীড়িত ব্যক্তি রোগমুক্ত হয় নাই। আর সেই গোলাকার ও গুরুভার বিশিষ্ট প্রস্তরের বিষয়ে, যাহা দেখিবামাত্র আমার মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার আশঙ্কা ছিল, আমি দেখিলাম যে একাদশ জন মৌলবী উহার চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকারে দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু তাহাদের সুদীর্ঘ অঙ্গাবরণের জন্য ও ইচ্ছাকৃত জনতার কারণ, তাহারা কি উপায়ে প্রস্তরটী শূন্যে উত্তোলন করিয়া ধারণ করিয়াছিল তাহা দেখিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। এই প্রবঞ্চনা আমি তীক্ষ্ণদৃষ্টি সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম এবং যদিও মৌলবীগণ দৃঢ়তার সহিত স্বীকার করিতে লাগিল যে তাহারা প্রত্যেকে কেবল একটী অঙ্গুলীর অগ্রভাগদ্বারা প্রস্তরটী ধারণ করিয়া আছে ও উহা পালকের ন্যায় হাল্‌কা অনুভব করিতেছে, তথাপি আমি লক্ষ্য করিলাম যে প্রস্তরটী অত্যন্ত ক্লেশ সহকারে ভূমি হইতে উত্তোলন করা হইয়াছে ও মৌলবীগণ তর্জ্জনী ব্যতীত বৃদ্ধাঙ্গুলীরও সাহায্য লইয়াছেন। কিন্তু আমি দর্শকদিগের ও প্রবঞ্চকদিগের সহিত "কেরামত" (আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য,) চীৎকারে যোগদান করিলাম। তৎপরে তাহাদিগকে একটী রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করিয়া, ও বিশেষ ধার্ম্মিকতার ভান করিয়া তাহাদিগকে অনুরোধ করিলাম যে, আমিও যেন একাদশ-জন প্রস্তর-উত্তোলনকারীর মধ্যে একজন হইবার সম্মান প্রাপ্ত হই। মৌলবীগণ আমার অনুরোধ রক্ষা করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদিগকে পুনরায় আর একটী রৌপ্যমুদ্রা উপহার প্রদান করায় ও উক্ত অলৌকিক ব্যাপারে আমার বিশ্বাস প্রকাশ করায় উহাদের মধ্যে একজন তাহার স্থান আমাকে প্রদান করিল। তাহারা বোধ হয় ভাবিয়াছিল যে, দশজনে মিলিয়া বিশেষ

ক্লেশসহকারে প্রস্তরটী উত্তোলন করিতে সমর্থ হইবে এবং যদিও আমি তর্জ্জনীর অগ্রভাগ ব্যতীত অন্য অঙ্গুলীর সাহায্য লইব না, তথাপি তাহারা এরূপ ভাবে কার্য্য সম্পন্ন করিবার আশা করিয়াছিল যাহাতে আমি তাহাদের প্রবঞ্চনা আবিষ্কার করিতে না পারি। কিন্তু তাহারা যখন দেখিল যে, প্রস্তরটী ক্রমাগত আমার দিকে হেলিয়া পড়িতেছে, তখন বিশেষ আশঙ্কিত হইয়া উঠিল। যাহাহউক অবশেষে প্রস্তরটী দুই অঙ্গুলী দ্বারা ধারণ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য বিবেচনা করিয়া আমি উহা দৃঢ়রূপে ধারণ করিলাম, ও অতিকষ্টে নির্দ্দিষ্ট উচ্চতা উত্তোলন করিতে সমর্থ হইলাম। যখন দেখিলাম যে, প্রত্যেকেই আমার প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে ও আমার বিশেষ বিপদের আশঙ্কা আছে, তখন আমি উহাদের সহিত "কেরামত" চীৎকারে যোগদান করিলাম ও আর একটী রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করিয়া জনতা হইতে অলক্ষিতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। যদিও আমি উক্ত স্থানে আইসা অবধি জলযোগ করি নাই, তথাপি অশ্বারোহণ পূর্ব্বক পীর ও তাহার অলৌকিক ঘটনাসমূহ চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিতে ইতস্ততঃ করিলাম না। যে সকল পর্ব্বত কাশ্মীর-রাজ্যের নদীগুলির উৎপত্তিস্থল এবং পত্রারম্ভে আমি যেগুলির উল্লেখ করিয়াছিলাম, এই সুযোগে সেই সকল পর্ব্বতপুঞ্জ দর্শন করিয়াছিলাম।

কিয়দ্দূরে একটী সুবৃহৎ হ্রদ দর্শন করিয়া আমি রাজপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উহার তীরে গমন করিলাম। হ্রদটী মৎস্যাদিতে পরিপূর্ণ ও তথায় নানা প্রকার বন্য হংস প্রভৃতি অসংখ্য জলচর পক্ষী বিচরণ করিতেছে। শীতকালে, যখন বহুসংখ্যক পক্ষী এই স্থানে থাকে তখন শাসনকর্ত্তা পক্ষী শিকার করিতে আগমন করেন। হ্রদের মধ্যস্থলে উদ্যান-পরিবেষ্টিত একটী আশ্রম আছে। লোকের বিশ্বাস

যে উহা অলৌকিক রূপে হ্রদের উপরে ভাসমান থাকে। উক্ত আশ্রমের সন্ন্যাসী চিরকালই তথায় অতিবাহিত করেন কদাচ উহা পরিত্যাগ করেন না। এই আশ্রমের বিষয় উল্লিখিত অসংখ্য অসম্ভব গল্পদ্বারা আমি এই পত্র পূর্ণ করিব না, তবে এই মাত্র বলিব যে, প্রবাদ আছে যে, কাশ্মীরের কোন রাজা কতিপয় সুবৃহৎ বরগা উত্তমরূপে পরস্পর বদ্ধ করিয়া তদুপরি আশ্রমটী নির্ম্মাণ করেন। যে নদী বরমোলার দিকে ধাবিত হইয়াছে উহা এই হ্রদের মধ্য দিয়া প্রবহমান।

এই হ্রদ দর্শনপূর্ব্বক আমি একটী আশ্চর্য্য উৎসের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলাম। ইহা কিঞ্চিৎ বুদ্বুদ সহকারে বেগে উত্থিত হয় ও উহার সহিত অতি উৎকৃষ্ট বালুকা আনয়ন করে। এই বালুকা যে পথদ্বারা বহির্গত হইয়াছিল পুনরায় সেই পথেই নিম্নে গমন করে। তৎপরে কিয়ৎক্ষণ উৎসের জল স্থির থাকে। বুদ্বুদও হয় না, বালুকণাও বহির্গত হয় না। তৎপরে পুনরায় বুদ্বুদ সহকারে বালুকারাশি নিক্ষিপ্ত হয়। এইরূপে এই উৎস নিয়মিতরূপে প্রবাহিত হইতে থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জনশ্রুতি আছে যে কথা কহিয়া কিংবা ভূমিতে আঘাত করিয়া সামান্য শব্দ করিলেই উৎসের জল উত্তেজিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বুদ্বুদ সহকারে উত্থিত হয়। আমি কিন্তু দেখিলাম যে, কথা কিংবা ভূমিতে আঘাতের শব্দে উৎসের জল উত্তেজিত হয় না, এবং কথা কহিলে কিংবা নীরব থাকলে ইহার নিয়মিত প্রবাহের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে না। এইরূপ ভাবে উৎসের প্রবাহিত হইবার প্রকৃত কারণের বিষয় আমি এখনও উত্তমরূপে চিন্তা করি নাই, সুতরাং এই বিষয়ে আমি আপনার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারিলাম না। তবে বোধ হয় বালুরাশি নীচে প্রত্যাগমন করিয়া ক্ষীণ উৎসের ক্ষুদ্র ছিদ্র বন্ধ করিয়া দেয়। পরে তথায় অধিক জল একত্র হইয়া

বালুকা উত্তোলন করিয়া বহির্গমনের পথ করে অথবা যেরূপ কৃত্রিম উৎসে হইয়া থাকে সেইরূপ ইহাও হইতে পারে যে উৎসের পথে আবদ্ধ বায়ু মধ্যে মধ্যে উত্থিত হয়।

এই উৎস পরীক্ষা করিবার পর একটী বিস্তৃত হ্রদ দর্শন মানসে আমরা পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিলাম। এই হ্রদে গ্রীষ্মকালেও বরফ ভাসিতে থাকে। বরফাচ্ছন্ন সমুদ্রের ন্যায় এই হ্রদেও বরফরাশি বায়ু কর্ত্তৃক কখনও বা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। আমরা তৎপরে "সঙ্গসফেদ" অর্থাৎ 'শ্বেতপ্রস্তর' নামক স্থান দর্শন করিলাম। এই স্থানে গ্রীষ্মকালে সুরক্ষিত উদ্যানের ন্যায় সকলপ্রকার পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। এই স্থান আর একটী বিষয়ের জন্য প্রসিদ্ধ। বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে যে, বহু দর্শক এই স্থানে একত্র হইয়া চীৎকার পূর্ব্বক বায়ুমণ্ডল আলোড়িত করিলে নিশ্চয়ই মুষলধারায় বৃষ্টিপাত হইবে। ইহা সত্য কি মিথ্যা তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও ইহা সত্য যে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন শাহ জাহান এই স্থানে আগমন করেন তখন তিনি অনাবশ্যক গোলমাল করিতে নিষেধ করা সত্ত্বেও এত অধিক বৃষ্টিপাত হইয়াছিল যে, তাঁহার সদলে বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা হইয়াছিল। এই বিষয় পাঠ করিয়া পীরপঞ্জল-চূড়ার বৃদ্ধ ফকিরের সহিত আমার কথোপকথনের বিষয় আপনার স্মরণ থকিতে পারে।

"সঙ্গ্‌সফেদ" হইতে দুইদিবসের পথ দূরবর্ত্তী এক অপূর্ব্ব গুহা সন্দর্শন মানসে গমন করিতেছিলাম এরূপ সময়ে সংবাদ পাইলাম যে, আমার নবাব আমার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে বিশেষ ব্যস্ত ও চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন।

চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতরাজির বিশেষ বিবরণ আপনাকে প্রদান করিতে পারিলাম না বলিয়া আমি দুঃখিত। আমি এদেশে আসিয়া অবধি

এই বিষয়ের জন্য চিন্তিত ছিলাম। কিন্তু এরূপ কোন উপযুক্ত ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির দর্শন পাইলাম না যিনি আমার জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির বিবরণ প্রদান করিতে সমর্থ। যাহা হউক আমি যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহা আপনাকে লিখিতেছি।

যে সকল বণিক্ প্রত্যেক বৎসর পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে ভ্রমণ করিয়া শাল নির্ম্মাণের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট পশম সংগ্রহ করে তাহারা সকলেই বলে যে কাশ্মীরের পর্ব্বতমালার মধ্যে অনেক সুন্দর ভূখণ্ড আছে। এই সকল ভূখণ্ডের মধ্যে এক স্থানের অধিবাসীরা পশম ও চর্ম্মদ্বারা রাজস্ব প্রদান করে। এই স্থানের স্ত্রীলোকেরা সৌন্দর্য্য, সতীত্ব ও শ্রমশীলতার জন্য প্রসিদ্ধ। এই ভূখণ্ডের পর আর এক ভূখণ্ড আছে, উহার উপত্যকাগুলি মনোরম ও সমতল, প্রদেশগুলি উর্ব্বর এবং ধান্য ও অন্যান্য শস্য এবং আপেল, উৎকৃষ্ট তরমুজ প্রভৃতি ফলাদিতে পরিপূর্ণ। যে আঙ্গুর হইতে উৎকৃষ্ট মদ্য প্রস্তুত হয় উহাও তথায় প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই প্রদেশের রাজস্বও পশম ও চর্ম্মদ্বারা প্রদত্ত হয়। এই স্থানের অধিবাসীরা দেশের দুর্গম অবস্থিতির উপর নির্ভর করিয়া মধ্যে মধ্যে রাজস্ব প্রদান করিতে অস্বীকার করে। কিন্তু সৈন্যদল সর্ব্বদাই উক্ত প্রদেশে প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হয় ও অধিবাসীদিগকে বশীভূত করে। বণিক্‌দিগের নিকট শুনিয়াছি যে, যে দূরবর্ত্তী পর্ব্বতমালা এক্ষণে আর কাশ্মীরের অধীন নহে, উহার মধ্যে অন্যান্য সুন্দর ভূখণ্ড ও প্রদেশ আছে। তদ্দেশীয় অধিবাসীরা শ্বেতকায় ও সুগঠিত। তাহারা দেশানুরাগের জন্য প্রসিদ্ধ ও কদাচ স্বদেশ পরিত্যাগ করে না। এতদ্দেশীয় কতিপয় জাতির মধ্যে রাজা নাই, এমন কি, যতদূর জানা গিয়াছে, কোন ধর্ম্মও নাই। কোন কোন জাতি মৎস্য অপবিত্র বোধে ভক্ষণ করে না।

কয়েকদিবস পূর্ব্বে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক যাহা বলিয়াছিলেন আমি তাহার বিবরণও প্রদান করিতেছি। তিনি কাশ্মীরের পূর্ব্বতন রাজবংশে বিবাহ করিয়াছেন। জাহাঙ্গীর যে সময় রাজবংশভুক্ত ব্যক্তিদিগের বিশেষ সন্ধান করিতেছিলেন তখন এই ব্যক্তি তিনজন অনুচর সহ উক্ত পর্ব্বতমালা মধ্যে পলায়ন করেন। কোথায় যাইতেছেন তাহার কিছুই স্থিরতা ছিল না। নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তিনি এক ক্ষুদ্র কিন্তু মনোহর প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তত্রস্থ অধিবাসীরা তাঁহার পরিচয় পাইবামাত্র তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া প্রচুর উপহার প্রদান করিল। সন্ধ্যাকালে সুন্দরী সুন্দরী কুমারীগণকে লইয়া তাহাদের পিতৃগণ তাঁহার নিকট আগমন করিল ও যাহাতে তাঁহার ঔরসজাত সন্তানদ্বারা তাহাদের দেশ সম্মানিত হয় তজ্জন্য তাঁহাকে উহাদের মধ্য হইতে একজনকে মনোনীত করিতে অনুরোধ করিল; তৎপরে তিনি নিকটবর্ত্তী অন্য এক প্রদেশে গমন করিলেন। তথায়ও তিনি তুল্যরূপে সম্মানিত ও আদৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই স্থানে সান্ধ্য-উৎসব এক বিষয়ে বিভিন্ন ছিল। এক্ষেত্রে পিতৃগণ তাহাদের কুমারী কন্যাদিগকে আনয়ন করে নাই, বিবাহিত ব্যক্তিগণ তাহাদের পত্নীদিগকে তাঁহার নিকট আনয়ন করিয়া বলিল যে তাহাদের প্রতিবাসীগণ তাঁহাকে কন্যা সমর্পণ করিয়া নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য করিয়াছে, কারণ তাঁহার ঔরসজাত সন্তান তাহা হইলে তাহাদিগের গৃহে থাকিতে পাইবে না, কন্যাদিগের সহিত তাহাদিগের ভবিষ্যৎ স্বামীগৃহে গমন করিবে।

কাশ্মীর-রাজ্যের নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র তিব্বত নামক প্রদেশে রাজ-পরিবারের মধ্যে কয়েকবৎসর হইতে বিবাদ চলিতেছিল। রাজসিংহাসন-প্রার্থীদিগের মধ্যে একজন কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তার নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করিলে, শাহ জাহান তাঁহাকে সর্ব্ববিষয়ে সাহায্য

করিতে আদেশ করেন। কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা তজ্জন্য ক্ষুদ্র তিব্বত আক্রমণ করিয়া অন্যান্য সিংহাসনপ্রার্থীদিগকে হত কিংবা বিতাড়িত করিয়া উক্ত রাজাকে সিংহাসনে স্থাপিত করেন ও তাঁহার নিকট হইতে কস্তূরী, মূল্যবান্ প্রস্তর ও পশম প্রভৃতি রাজস্ব স্বরূপ প্রত্যেক বৎসর গ্রহণ করেন। এরূপ অবস্থায়, উক্ত ক্ষুদ্র রাজা উল্লিখিত দ্রব্যাদি উপঢৌকনের নিমিত্ত লইয়া আওরংজেবের সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক সম্মান প্রদশন করিতে না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না। কিন্তু তিন এরূপ তুচ্ছ অনুচরের সহিত আসিয়াছিলেন যে, আমি তাঁহাকে একজন উচ্চপদ বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়াও বুঝিতে সমর্থ হইলাম না। আমার নবাব এই পার্ব্বত্য প্রদেশগুলির বিবরণ সংগ্রহ করিবার আশায় তাঁহাকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি আমাদিগকে বলিলেন যে, তাঁহার রাজ্যের পূর্ব্বদিকে বৃহৎ তিব্বত; তাঁহার রাজ্য প্রায় আশী কিংবা নব্বই মাইল বিস্তৃত; কস্তূরী, পশম ও প্রস্তরাদি থাকা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত দরিদ্র ও তাঁহার রাজ্যে স্বর্ণখনি আছে এই সাধারণ বিশ্বাস ভ্রমমূলক। তিনি আরও বলেন যে তাঁহার রাজ্যে স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট ফল, বিশেষতঃ তরমুজ উৎপন্ন হয়, কিন্তু গভীর তুষার পাতের জন্য অত্যধিক শীতের প্রাদুর্ভাব হয়। অধিবাসীরা পূর্ব্বে হিন্দু ছিল, কিন্তু এক্ষণে অধিকাংশই সিয়া মতাবলম্বী মুসলমান হইয়াছে। তিনিও উক্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

সপ্তদশ কি অষ্টাদশ বৎসর পূর্ব্বে শাহ জাহান কর্তৃক বৃহৎ তিব্বত অধিকার করিবার উদ্যমের বিষয়ও তিনি বর্ণনা করিলেন। কাশ্মীরের রাজগণ প্রায়ই এই দেশ আক্রমণ করিয়া থাকেন। সৈন্যদল, পর্ব্বতমালার মধ্য দিয়া ষোড়শ দিবস বিশেষ কষ্ট সহকারে গমন করিয়া একটী দুর্গ অবরোধ ও অধিকার করিল। অধিবাসীরা এরূপ ভীত হইয়া পড়িয়াছিল যে, সৈন্যদল যদি একটী খরস্রোতা নদী অতিক্রম করিয়া সাহসের

সহিত রাজধানী আক্রমণ করিত তাহা হইলে সমস্ত প্রদেশ নিশ্চয়ই অধিকৃত হইত। কিন্তু শীতঋতুর আবির্ভাব হওয়ায় কাশ্মীরের শাসন-কর্ত্তা, যিনি সৈন্যদল পরিচালনা করিতেছিলেন,—তুষারমালা মধ্যে পতিত হইবার ভয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে মনঃস্থ করিলেন। বসন্তকালের প্রারম্ভে উক্ত প্রদেশ পুনরাক্রমণ করিবার নিমিত্ত তিনি নবাধিকৃত দুর্গে একদল সৈন্য স্থাপন করিলেন। কিন্তু উক্ত সৈন্যদল শত্রুভয়ে কিংবা খাদ্যদ্রব্যাভাবে আশ্চর্য্য ও অচিন্তনীয়রূপে দুর্গ পরিত্যাগ করায় বসন্তের প্রারম্ভে সঙ্কল্পিত আক্রমণ হইতে "বৃহৎ তিব্বত" রক্ষা পাইল।

আওরংজেব কর্ত্তৃক উক্ত রাজ্য আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকায় মুগলেরা কাশ্মীরে আগমন করিলে তিব্বত-রাজ এক দূত প্রেরণ করেন। দূতের সহিত উক্ত দেশজাত কস্তুরী, বহুমূল্য প্রস্তর, একখণ্ড মণি ও তিব্বত দেশীয় গাভীর মূল্যবান শ্বেত পুচ্ছ—যাহা হস্তীকর্ণে অলঙ্কারস্বরূপ বিলম্বিত থাকে—ইত্যাদি উপঢৌকন আসিয়াছিল। এই উপলক্ষে প্রদত্ত মণিটী সুবৃহৎ ও মূল্যবান্ ছিল। মুগল-রাজসভায় "যাচেন্" প্রস্তর বিশেষ আদৃত হয়। ইহার বর্ণ হরিৎ, মধ্যে মধ্যে শ্বেতবর্ণের শিরা আছে। এই প্রস্তর এত কঠিন যে কেবল হীরক চূর্ণ দ্বারা ইহা মসৃণ করা হয়। পান-পাত্র ও পুষ্পদান প্রভৃতি এই প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হয়। আমার নিকট একটী সুন্দর কারুকার্য্য খচিত পান-পাত্র আছে। ইহার অন্তর্দেশ স্বর্ণসূত্র দ্বারা খচিত ও মূল্যবান্ প্রস্তর খণ্ডদ্বারা সজ্জিত। কেবল তিন চারি জন অশ্বারোহী, দশ কিংবা দ্বাদশ জন দীর্ঘ শুষ্কপ্রায় পদাতিক দূত মহাশয়ের অনুচর, এবং ইহাদের চীনবাসীদিগের ন্যায় চিবুকদেশে যৎকিঞ্চিৎ শ্মশ্রু আছে। আমাদের নাবিকদিগের ন্যায় ইহারা সাধারণ লাল টুপী ব্যবহার করে। তাহাদের অবশিষ্ট পরিচ্ছদ শিরস্ত্রাণেরই অনুরূপ। আমার বোধ হয়

যে, চারি পাঁচ জনের নিকট তরবারি ছিল, কিন্তু দূত মহাশয়ের অন্যান্য অনুচরবর্গের নিকট দণ্ড কিংবা যষ্টিও ছিল না। দূতমহাশয় আওরংজেবের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ও তাঁহার প্রভুর পক্ষ হইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তাঁহাদের রাজধানীতে মসজিদ নির্ম্মাণ করা হইবে ও তথায় মুসলমানদিগের রীত্যনুসারে প্রার্থনা করা হইবে। উক্তরাজ্যে প্রচলিত মুদ্রার এক পার্শ্বে আওরংজেবের প্রতিকৃতি চিহ্নিত থাকিবে ও বাদশাহ বাৎসরিক কর প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ মাত্র ছিল না যে, আওরংজেব কাশ্মীর পরিত্যাগ করিবামাত্র তিব্বত-রাজ শাহ জাহানের সহিত সন্ধির শর্ত্তের ন্যায় এবারও এই সকল শর্ত্ত ভঙ্গ করিবেন।

দূতমহাশয়ের অনুচরবর্গের মধ্যে একজন চিকিৎসক ছিলেন। তিনি লাসা রাজ্যের রাজধানী হইতে আসিয়াছিলেন ও লামা বংশোদ্ভব। ভারতের ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ইঁহারা লাসার ব্যবস্থা প্রণয়ন কর্ত্তা। কেবল এই প্রভেদ যে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে খলিফা নাই। কিন্তু এই বংশের মধ্যে তাহা আছে। তিনি কেবল লাসায় নহে, তাতার প্রদেশের সর্ব্বত্র পরিচিত ও দেবতার ন্যায় সম্মান ও পূজিত হন। এই চিকিৎসকের নিকট একটী ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীর পুস্তক ছিল। উহা বিক্রয় করিতে তাঁহাকে কিছুতেই সম্মত করাইতে পারিলাম না। দূর হইতে উহার লেখা প্রায় আমাদের ভাষার লেখার ন্যায় বোধ হয়। আমরা তাঁহাকে তাঁহাদের বর্ণমালা লিখিয়া দিতে সম্মত করাইলাম, কিন্তু তিনি উহা এরূপ কষ্ট-সহকারে লিখিলেন ও তাঁহার লেখা পুস্তকের লেখার তুলনায় এরূপ কুৎসিত যে আমরা তাঁহাকে একবারে অজ্ঞ বলিয়াই বুঝিলাম। পুনর্জন্মে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে এবং তিনি আমাদিগকে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প বলিলেন। অন্যান্য গল্পের মধ্যে তিনি বলিলেন যে, যখন তাহাদের

প্রধান লামা অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়া মৃত্যুর সন্নিকটস্থ হইয়াছিলেন তখন তিনি সভা আহ্বান করিয়া সকলকে কহিলেন যে, তাঁহার আত্মা এক নবজাত শিশু-শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। শিশুটাকে বিশেষ যত্নের সহিত লালন পালন করা হইল। তৎপরে তাহার ছয় সাত বৎসর বয়সের সময় প্রচুর পরিমাণে গৃহ সজ্জা ও পরিধেয় বস্ত্র তাহার নিজের দ্রব্যাদির সহিত মিশ্রিত করিয়া সম্মুখে স্থাপিত হইলে, সেই বালক নিজ বুদ্ধি প্রভাবে কোন্‌টী তাহার ও কোন্‌টী তাহার নয় চিনিয়া লইল। চিকিৎসক বলিলেন যে, পুনর্জ্জন্মবাদের পক্ষে ইহা এক অকাট্য প্রমাণ। প্রথমে আমি মনে করিয়াছিলাম যে, বোধ হয় তিনি উপহাস করিতেছেন কিন্তু পরে বুঝিলাম যে তিনি সত্য সত্যই এই সব বলিতেছিলেন। একদিন আমি তিব্বত-ভাষায় অভিজ্ঞ একজন দ্বিভাষী কাশ্মীরী বণিক্‌কে সঙ্গে লইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে রাজদূতের আবাসে গিয়াছিলাম। এই ছল করিয়া গিয়াছিলাম যে, আমি তাঁহার নিকট বিক্রয়ার্থ বস্ত্রাদি হইতে একফুট বিস্তৃত এক প্রকার বস্ত্র ক্রয় করিব কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল যে এই সকল অজ্ঞাত দেশের সংবাদ সংগ্রহ করিব। কিন্তু আমি নূতন কিছুই জ্ঞাত হইলাম না। তিনি কেবল বলিলেন যে, তাঁহার দেশের তুলনায় 'বৃহৎ তিব্বত' কিছুই নহে। বৃহৎ তিব্বৎ বৎসরের মধ্যে পাঁচ মাস কেবল তুষারেই আচ্ছন্ন থাকে এবং প্রায়ই তাতারদিগের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকে, কিন্তু কোন্ তাতারগণ তাহা তিনি বিশেষ করিয়া বলিতে পারিলেন না। অবশেষে আমি দেখিলাম যে এই ব্যক্তির সহিত আমার সময় বৃথা নষ্ট হইল, কারণ আমার বহুবিধ প্রশ্নের কোনটীর উত্তর প্রদান করিতে তিনি সমর্থ নহেন।

বিংশতি বৎসরের অনধিক কাল পূর্ব্বে বণিকের দল প্রত্যেক বৎসর কাশ্মীর হইতে চীনে গমন করিত; ইহা এরূপ নিশ্চিত যে কেহ

এই সংবাদে অবিশ্বাস করে না। তাহারা বৃহৎ তিব্বতের পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া তাতার প্রদেশে প্রবেশ করিত ও প্রায় তিন মাস পরে কাটেতে (১৩) উপস্থিত হইত। এই পথ অত্যন্ত দুর্গম ও ইহার মধ্যে মধ্যে ভীষণ পার্ব্বত্য নদী আছে; এই নদীগুলি পর্ব্বতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত রজ্জুর সেতু (ঝোলা) দ্বারা অতিক্রম করিতে হয়। বণিক্‌দল কস্তূরী, ঔষধি, রুবার্ব ও মামিরণ (যাহা চক্ষুরোগের পক্ষে মহৌষধ) এবং বৃহৎ তিব্বতের মধ্য দিয়া প্রত্যাগমন করিবার সময় তদ্দেশীয় দ্রব্যাদি, কস্তূরী, মূল্যবান প্রস্তর ইত্যাদি ও বিশেষতঃ অত্যন্ত সুন্দর দুই প্রকার পশম সংগ্রহ করিয়া আনিত। প্রথম প্রকারের পশম তদ্দেশীয় মেষ হইতে উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় প্রকারের পশম 'তাউজ' নামে পরিচিত। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে উহা বীবরের লোমের ন্যায় দেখিতে ও পশম অপেক্ষা লোম বলাই ঠিক। কিন্তু শাহ জাহানের বৃহৎ তিব্বত অভিযানের পর হইতে রাজা বণিক্‌দিগের পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন ও কাশ্মীর হইতে কেহ তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না এরূপ আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন। তজ্জন্যই বণিক্‌দল পাটনা হইতে গঙ্গা-বক্ষে যাত্রা করিয়া বৃহৎ তিব্বত বামভাগে রাখিয়া একবারে লামাদিগের রাজ্য লাসায় গমন করে।

এস্থানে "খাশগড়" নামে পরিচিত রাজ্য, (যাহা বোধ হয় আমাদের মানচিত্রে "কাসকর" নামে অভিহিত হয়), সম্বন্ধে আমি তদ্দেশীয় বণিক্‌দিগের নিকট যাহা শ্রবণ করিয়াছি তাহা বর্ণনা করিতেছি। যখন এই বণিক্‌গণ শুনিল যে আওরংজেব কাশ্মীরে আগমন করিতেছেন তখন তাহারা এদেশে অসংখ্য ক্রীতদাস বালক বালিকা আনয়ন করিল।

---

(১৩) "Katay" (বার্নিয়ার) চীন।

তাহারা বলে যে খাশগড় কাশ্মীরের উত্তর পূর্ব্বদিকে কথঞ্চিৎ অবস্থিত। ঐদেশে গমনের সরল পথ বৃহৎ তিব্বতের মধ্য দিয়া গিয়াছে কিন্তু এই পথ এখন বন্ধ হওয়ায়, ক্ষুদ্র তিব্বতের মধ্য দিয়া সকলে গমন করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহাদিগের প্রত্যাগমনের পথে "গোর্শী"ই (১৪) প্রথম নগর। ইহাই কাশ্মীর রাজ্যের অধীন শেষ নগর ও কাশ্মীর নগর হইতে চারি দিবসের পথ। গুরীজ হইতে তাহারা আট দিবসে ক্ষুদ্র তিব্বতের রাজধানী স্বার্দ্দুতে উপস্থিত হয়। দুই দিবস পরে তাহারা ক্ষুদ্র তিব্বতের অন্তঃপাতী "শিগার" নামক এক ক্ষুদ্র সহরে উপস্থিত হয়। এই নগর যে নদী-তীরে অবস্থিত তাহার জলের ঔষধের ন্যায় গুণ আছে। পঞ্চদশ দিবস পরে তাহারা ক্ষুদ্র তিব্বতের প্রান্তে এক বৃহৎ অরণ্যের সমীপে উপস্থিত হয় ও আরও পঞ্চদশদিবস পরে "খাশগড়" নামক এক ক্ষুদ্র নগরে উপস্থিত হয়। ইহা পূর্ব্বে রাজার আবাসস্থান ছিল, কিন্তু এক্ষণে এই নগর হইতে দশদিবস পথ উত্তরে "জোরখন্দ" নামক স্থানে রাজা বাস করেন। এই বণিক্‌গণ আরও বলিল যে খাশগড় হইতে কাটে ন্যূনপক্ষে দুই মাসের পথ দূরে। প্রত্যেক বৎসর তথায় বণিক্‌দল গমন করে ও উল্লিখিত দ্রব্যাদি লইয়া প্রত্যাগমন এবং যেরূপ অপর বণিক্‌দল চীন হইতে হিন্দুস্থানের মধ্যস্থিত পাটনা সহরে গমন করে, ইহারা সেইরূপ "উজবকে"র মধ্য দিয়া পারস্য দেশে গমন করে। তাহারা আমাকে আরও সংবাদ দিল যে, খাশগড় হইতে কাটের পথ খোটেন হইতে আট মাইল দূরস্থিত একটী ক্ষুদ্র নগরের মধ্য দিয়া গিয়াছে। এই খোটেনই খাশগড় রাজ্যের শেষ নগর। তাহারা বলে যে, কাশ্মীর হইতে খাশগড়ের পথ অত্যন্ত দুর্গম ও অন্যান্য দুর্গম পথের

---

(১৪) গুরীজ।

মধ্যে এরূপ একস্থান আছে যে স্থানে বৎসরের সকল ঋতুতেই তাহাদিগকে প্রায় এক মাইল পথ বরফের উপর দিয়া গমনাগমন করিতে হয়।

আমি এই সকল প্রদেশের বিষয় যাহা জ্ঞাত হইয়াছি তাহা সংবাদ মাত্র। অবশ্য ইহা অতি অল্প ও অসম্বদ্ধ। কিন্তু তথাপি যাহারা কোন ঘটনার জন্য কোন কারণ প্রদান করিতে পারে না, এরূপ লোকদিগের অজ্ঞতা বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে ইহা প্রায় সম্পূর্ণ। তদ্ব্যতীত আমার সহিত এরূপ দ্বিভাষী ছিল যাহারা আমার প্রশ্নগুলি পরিষ্কার রূপে অনুবাদ করিতে ও তাহার উত্তর গুলি উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারিতোছল না।

এইস্থলে এই পত্র ও তৎসঙ্গে এই পুস্তক শেষ করিয়া আমাদিগের দিল্লীতে প্রত্যাগমনের সময় পর্য্যন্ত আপনার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমার লিখিবার বাসনা এখনও যথেষ্ট আছে এবং যৎসামান্য অবসরও আছে। সুতরাং আপনি পূর্ব্বপত্রে পরিশ্রমী ও অনুসন্ধিৎসু মঁশিয়ে থেবেনটের (১৫) জন্য যে পাঁচটী প্রশ্ন করিয়াছেন তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। তিনি অধ্যয়ন করিয়া যাহা আবিষ্কার করেন অনেকে তাহা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় না।

তাঁহার প্রথম প্রশ্ন এই যে, ইহুদীগণ কাশ্মীর প্রদেশে বহুকাল হইতে বাস করিতেছে ইহা সত্য কি না এবং তাহাদের নিকট পবিত্র ধর্ম্মপুস্তক আছে কি না। যদি থাকে তাহা হইলে তাহাদিগের পুস্তকের সহিত আমাদের পুরাতন ধর্ম্মগ্রন্থের কোন অনৈক্য আছে কি না।

তাঁহার দ্বিতীয় অনুরোধ যে ভারতবর্ষের বর্ষা ঋতু সম্বন্ধে আমি যাহা লক্ষ্য করিয়াছি তাহা যেন বর্ণনা করি।

(১৫) সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার।

তাঁহার তৃতীয় অনুরোধ যে আমি ভারতীয় বায়ু ও সমুদ্রের স্রোতের মধ্যে যাহা কিছু নির্দ্দিষ্ট নিয়ম দর্শন করিয়াছি তদ্বিষয়ে আমার মতামত তাঁহাকে জানাইতে হইবে।

তাঁহার চতুর্থ প্রশ্ন এই যে, যেরূপ জনশ্রুতি আছে বাঙ্গলা দেশ সত্যসত্যই সেরূপ উর্ব্বর, সমৃদ্ধ ও সুন্দর কি না। তাঁহার পঞ্চম অনুরোধ যে পুরাতন তর্কের বিষয়—নীলনদের বৃদ্ধির কারণ—সম্বন্ধে আমি কোন ঠিক মত প্রদান করি।

ইহুদীদিগের সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর

যদি এই পার্ব্বত্য প্রদেশে আমি ইহুদীদিগের দর্শন পাইতাম তাহা হইলে মঁশিয়ে থেবেনটের ন্যায় আমিও অত্যন্ত আহ্লাদিত হইতাম। কিন্তু আপনি উক্ত মহাশয়কে বলিবেন যে, এস্থানে ইহুদীগণ যে পূর্ব্বে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান আছে, কিন্তু কালক্রমে সকলেই হিন্দু কিংবা মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া পড়িয়াছে। চীনদেশে বোধ হয় উক্ত জাতীয় লোক আছে; কারণ কিছুদিন পূর্ব্বে আমি দিল্লীর খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক মহাশয়ের হস্তে পিকিনের জার্ম্মান দেশীয় একজন প্রচারক লিখিত এক পত্র দেখিয়াছি। তৎপত্রে তিনি লিখিয়াছেন যে, উক্ত নগরে ইহুদীদিগের সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা হইয়াছে, তাহারা এখনও তাহাদের ইহুদীয় ধর্ম্ম ও পুরাতন ধর্ম্ম পুস্তক রক্ষা করিতেছে। তাহারা যিশুখৃষ্টের মৃত্যুর বিষয় কিছুই জ্ঞাত নহে, ও পিকিনস্থ ধর্ম্মপ্রচারককে

বলিয়াছে যে, যদি তিনি শূকরের মাংস পরিহার করেন তাহা হইলে তাহারা তাঁহাকে তাহাদের "কাকান্" (১৬) পদে নিযুক্ত করিবে।

যাহা হউক, এদেশেও ইহুদীয়ধর্ম্মের বহু চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। পীরপিঞ্জল পর্ব্বতমালা অতিক্রম পূর্ব্বক এদেশে প্রবেশ-পথের প্রান্তস্থিত গ্রামগুলির অধিবাসীদিগকে আমার ইহুদী বলিয়া বোধ হইল। তাহাদের আকার প্রকার, ভাবভঙ্গী ও অন্যান্য অনেক অবর্ণনীয় বিশেষত্ব যাহা দর্শন করিয়া একজন পর্য্যটক ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকদিগকে বুঝিতে পারে, তাহা সকলই উক্ত প্রাচীন জাতির ন্যায় বোধ হইল। আমি যাহা বলিলাম তাহা আপনি আমার কল্পনা বলিয়া মনে করিবেন না। আমার কাশ্মীর আগমনের বহুপূর্ব্বে আমাদের ধর্ম্মপ্রচারক মহাশয় ও অন্যান্য অনেক ইউরোপীয় ভদ্রলোকেও এই গ্রামের অধিবাসীদিগের মধ্যে ইহুদী জাতির বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছেন। দ্বিতীয় চিহ্ন এই যে, এই গ্রামের অধিবাসিগণ মুসলমান হইলেও ইহাদের মধ্যে মৌসা অর্থাৎ মোসেস্ নাম বিশেষ প্রচলিত আছে।

তৃতীয় চিহ্ন এই যে, প্রবাদ আছে যে সলোমন্ (১৭) এই দেশে আগমন করিয়া বরমৌলী পর্ব্বত ছেদন করিয়া জল নির্গমনের পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

চতুর্থ চিহ্ন এই যে, লোকের বিশ্বাস যে মোসেস্ কাশ্মীর নগরে প্রাণত্যাগ করেন ও তাঁহার সমাধি নগর হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত।

---

(১৬) চেঙ্গিস্ খাঁ ও তাঁহার বংশধরগণের উপাধি। ১১৬৩ সাল হইতে ইহুদীগণ চীনে বাস করিতে আরম্ভ করে।

(১৭) ইস্রাইল-রাজ।

জন সাধারণের বিশ্বাস যে, যে ক্ষুদ্র ও অত্যন্ত প্রাচীন অট্টালিকাটি একটি উচ্চ পর্ব্বতের উপর দৃষ্ট হয় উহা সলোমন কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং তজ্জন্যই উহাকে এখনও সলোমনের সিংহাসন বলা হয়।

আপনি বোধ হয় বুঝিয়াছেন যে, ইহুদীগণ যে কাশ্মীরে বাস স্থাপন করিয়াছিল তাহা আমি অস্বীকার করিতেছি না।

কালের গতিতে তাহাদের ব্যবস্থার বিশুদ্ধতা নষ্ট হওয়ায় তাহারা পৌত্তলিকে পরিণত হইয়াছিল ও পরে অন্যান্য পৌত্তলিকদিগের ন্যায় তাহারাও মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে।

ইহা নিশ্চিত যে বহু সংখ্যক ইহুদী পারস্য দেশে লার ও ইস্পাহানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। তাহারা হিন্দুস্থানে গোয়া ও কোচিনের নিকট বাসস্থাপন করিয়াছে। আমি শুনিয়াছি যে, ইথিওপিয়ায় ইহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ও ইহারা তথায় সাহস ও রণকুশলতার জন্য প্রসিদ্ধ। কিছুদিন পূর্ব্বে এই রাজসভায় আগত ইথিওপিয়ার রাজার দুইজন দূতের নিকট শ্রবণ করিয়াছি যে, পঞ্চদশ কিংবা ষোড়শ বৎসর পূর্ব্বে একজন ইহুদী এত পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, সে কোন এক ক্ষুদ্র ও দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

ভারতে বর্ষা ঋতু বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর

ভারতে সম্বৎসর ধরিয়া বিশেষতঃ আটমাস কাল সূর্য্যের উত্তাপ এরূপ অধিক ও ক্লেশজনক যে যদি ঈশ্বর বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া জুলাই মাসে, (যে সময়ে সূর্য্যের উত্তাপ অত্যন্ত অধিক হইয়া উঠে), বৃষ্টিপাতের সূচনা না করিতেন তবে সমস্ত ভূমি দগ্ধ হইয়া একেবারে অনুর্ব্বর ও বাসের

অযোগ্য হইয়া উঠিত। এই বৃষ্টিপাত ক্রমাগত তিনমাস হইতে থাকে। তখন বায়ুর উত্তাপ সহ্য হয় ও ভূমি শস্যশালিনী হইয়া উঠে। কিন্তু এই বৃষ্টি এরূপ নিয়মিতরূপে হয় না যে প্রত্যেক বৎসর একই দিনে কিংবা একই সপ্তাহে আরম্ভ হয়। আমি নানাস্থানে থাকিয়া বিশেষতঃ দিল্লীতে (যে স্থানে আমি বহুদিন ছিলাম) আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে, এই বৃষ্টিপাত দুই বৎসর কখন একই রূপে হয় না। কখন কখন দুই কিংবা তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে কিংবা পরে আরম্ভ ও শেষ হয়, কোন বৎসর বা অন্য বৎসর অপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। আমি জানি যে, দুই বৎসর এরূপ হইয়াছে যে বিন্দুমাত্র বৃষ্টিপাত হয় নাই ও এই অসাধারণ অনাবৃষ্টির ফলে চতুর্দ্দিকে রোগ ও দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। ইহাও উল্লেখ করা উচিত যে, দেশের পরস্পর নৈকট্য ও দূরত্ব অনুসারে বর্ষা ঋতুরও শীঘ্র ও বিলম্বে সমাগম হইয়া থাকে এবং বৃষ্টিপাতও অল্প ও অধিক হইয়া থাকে। বাঙ্গলা দেশে, করমণ্ডল উপকূলে, এমন কি সিংহল পর্য্যন্ত, বর্ষা ঋতু মালাবার উপকূল অপেক্ষা একমাস পূর্ব্বে আরম্ভ ও শেষ হয়। বাঙ্গলা-দেশে চারি মাস কাল যাবৎ ভীষণ বৃষ্টিপাত হয়; তৎকালে কখন কখন আট দিবস ক্রমাগত দিনরাত্রি ধরিয়া এবং একবারও না থামিয়া বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু দিল্লী ও আগ্রাতে বৃষ্টিপাত এত প্রচুর ও অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। দুই তিন দিন যাবৎ প্রায় কোন রূপ বৃষ্টিপাত হয় না, ও কোন দিন প্রাতঃকাল হইতে ৮।৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত যৎসামান্য বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে, কখন বা কিছুই হয় না। কিন্তু আমি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছি যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে বৃষ্টি আসিয়া থাকে। পূর্ব্বদিক হইতে অর্থাৎ যে দিকে বাঙ্গলাদেশ অবস্থিত, সেই দিক হইতে দিল্লীর নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে বৃষ্টির আবির্ভাব হয়, বাঙ্গলাদেশে ও করমণ্ডল

উপকূলে দক্ষিণ দিক হইতে এবং মালাবার উপকূলে প্রায়ই পশ্চিম দিক হইতে বৃষ্টির সূচনা হয়।

আমি আর একটী বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি, এবং তদ্বিষয়ে এদেশীয় লোকে সকলেই একমত যে, গ্রীষ্মের উত্তাপ যেরূপ শীঘ্র কিংবা বিলম্বে আরম্ভ হয়, অত্যন্ত প্রচণ্ড কিংবা অল্প উগ্র হয় অথবা অধিকক্ষণ কিংবা অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়, বর্ষাও তদ্রূপ শীঘ্র কিংবা বিলম্বে আরম্ভ হয়, প্রচুর কিংবা অল্প পরিমাণে হয়, অথবা অধিকদিন কিংবা অল্পদিন স্থায়ী হয়।

এই সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমি অনুমান করিতেছি যে, ভূমির উত্তাপ ও বায়ুমণ্ডলের লঘুতাই বৃষ্টি পতনের প্রধান কারণ। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী বায়ুমণ্ডল অপেক্ষাকৃত শীতল, ঘন ও পুঞ্জীকৃত হওয়ায় গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে জলরাশি হইতে উৎপন্ন মেঘমালা দ্বারা আচ্ছন্ন হয়। এই মেঘমালা বায়ুপ্রবাহের দ্বারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ও পরিচালিত হইয়া স্থলদেশে, যেস্থানে বায়ুমণ্ডল অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত, লঘু ও সমুদ্রস্থ বায়ুমণ্ডল অপেক্ষা অল্প প্রতিরুদ্ধকারী সে স্থানে বারি বর্ষণ করে। সুতরাং গ্রীষ্ম শীঘ্র কিংবা বিলম্বে আরম্ভ হইলে এবং অধিক কিংবা অল্প উগ্র হইলে এই বারিবর্ষণও অল্প কিংবা প্রচুর হইয়া থাকে।

এই পত্রে লিখিত মতানুসারে ইহাও অনুমান করিতে পারা যায় যে মালাবার উপকূল অপেক্ষা করমণ্ডল উপকূলে গ্রীষ্মের শীঘ্র সূচনা হয় বলিয়াই বর্ষাও শীঘ্র অরম্ভ হইয়া থাকে। করমণ্ডল উপকূলে গ্রীষ্মের শীঘ্র সূচনা, বোধ হয়, কয়েকটী বিশেষ কারণের জন্য হয় এবং ঐ দেশ উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে সম্ভবতঃ উক্ত কারণগুলি নির্দ্ধারিত হইতে পারে। আমরা জ্ঞাত আছি যে (সমুদ্র কিংবা পর্ব্বত-মালার নিকটানুযায়ী অথবা বালুপূর্ণ কিংবা ভূমি ও পর্ব্বতে পরিপূর্ণ),

দেশের এই সকল বিভিন্ন অবস্থানুসারে গ্রীষ্ম শীঘ্র কিংবা বিলম্বে, অধিক কিংবা অল্প উগ্রভাবে অনুভূত হয়।

ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, বর্ষা বিভিন্ন দিক হইতে আইসে। করমণ্ডল উপকূলে দক্ষিণদিক হইতে ও মালাবার উপকূলে পশ্চিমদিক হইতে আইসে। কারণ নিকটবর্ত্তী সমুদ্র হইতেহ বৃষ্টি আইসে। করমণ্ডল উপকূলের নিকটবর্ত্তী ও পার্শ্ববর্ত্তী সমুদ্র দক্ষিণদিকে অবস্থিত। অন্যত্র মালাবারের পশ্চিমদিকে অবস্থিত সমুদ্রই উহার উপকূল বিধৌত করিয়া বাবেলমণ্ডলে আরব ও পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।

যদিও আমরা দেখি যে দিল্লীতে মেঘমালা পূর্ব্বদিক হইতে আগমন করে, তথাপি আমি সত্যই অনুমান করিয়াছি যে, উক্ত নগরীর দক্ষিণে অবস্থিত সমুদ্র হইতেই তাহাদের উৎপত্তি। যে পর্ব্বতমালা কিংবা স্থলদেশের বায়ুমণ্ডল অপেক্ষাকৃত শীতল ও ঘন তদ্দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া এই মেঘমালা অন্যদিকে গমন করে ও যে দেশে বায়ুমণ্ডল লঘু ও অল্প প্রতিরোধকারী তদ্দেশে বারি বর্ষণ করে।

দিল্লীতে অবস্থানকালে আমি আর এক বিষয় লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তাহার উল্লেখ করিতে প্রায় বিস্মৃত হইয়াছি। কয়েক দিবস ক্রমাগত যদি অসংখ্য মেঘমালা পশ্চিমদিকে গমন না করে তবে মুষলধারায় বৃষ্টিপাত হয় না। যেন, বৃষ্টি হইবার নিমিত্ত প্রথমে দিল্লীতে পশ্চিম-দিকস্থ সমস্ত বায়ুমণ্ডল মেঘমালায় আচ্ছন্ন হওয়া প্রয়োজন এবং এই মেঘরাশি অপেক্ষাকৃত অল্প উত্তপ্ত ও লঘু; তন্নিমিত্ত অধিক প্রতিরোধক বায়ুমণ্ডলদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া, অথবা বায়ুচালিত হইয়া মেঘরাশি যেরূপ উচ্চ পর্ব্বতগাত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয় তদ্রূপ অন্যান্য মেঘমালাও বিপরীত বায়ুর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত নিবিড়, গুরুভারাক্রান্ত জলে পূর্ণ হইয়া উঠে এবং অবশেষে বৃষ্টিধারা পতিত হয়।

সমুদ্র ও বায়ুর নিয়মিত প্রবাহ সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর

অক্টোবর মাসের প্রারম্ভেই বর্ষাঋতুর অবসান হয় এবং তৎসঙ্গে উত্তর দিক হইতে শীতল বায়ু বহিতে থাকে ও সমুদ্র দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ু চারি পাঁচ মাস যাবৎ অবিশ্রান্ত ভাবে বহিতে থাকে। উক্ত চারি পাঁচ মাসের মধ্যে ঝটিকা কিংবা বৃষ্টি প্রায়ই হয় না ও উত্তর বায়ু প্রায় সমভাবেই বহিতে থাকে। কেবল এক এক দিন ইহার গতির পরিবর্ত্তন হয় কিংবা বেগ প্রশমিত হয়। এই ঋতুর অবসান হইলে বায়ু দুইমাস কাল যাবৎ কোন নিয়মের বশবর্ত্তী না হইয়া অনির্দ্দিষ্ট রূপে বহিতে থাকে। এই সময়কে মধ্য-ঋতু বলে। ওলন্দাজগণ প্রকৃতই এই সময়কে বায়ুর অনির্দ্দিষ্ট ও পরিবর্ত্তনশীল গতির সময় বলে। এই দুই মাস অতিবাহিত হইলে সমুদ্র পুনরায় দক্ষিণদিক হইতে উত্তরাভিমুখে প্রবাহিত হয় ও দক্ষিণ বায়ু বহিতে আরম্ভ হয়। সমুদ্রের স্রোত চারি পাঁচ মাস যাবৎ উত্তর দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। ইহার পর যে দুই মাস অতিবাহিত হয় তাহাকেও মধ্য ঋতু বলে। এই সময়েও বায়ুর গতির কোন স্থিরতা থাকে না এবং সমুদ্র যাত্রা অত্যন্ত কঠিন ও বিপজ্জনক হইয়া উঠে। কিন্তু ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী শরৎ ও শীত ঋতু অবসানের অল্পকাল পূর্ব্বে সমুদ্র যাত্রা অতি নিরাপদ ও মনোরম হয়। যদিও ভারতবাসিগণ সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তথাপি উক্ত দুই ঋতুতে তাহারা যে বঙ্গদেশ হইতে টানাসেরী, আচীম, মলাক্কা, শ্যাম, কিংবা মছলিপত্তন, সিংহল, মালদ্বীপ, মোচা এবং বন্দর আব্বাস প্রভৃতি দূরদেশে সমুদ্রপথে প্রয়োজন বশতঃ গমনাগমন করে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাহারা অবশ্য

সুযোগ বুঝিয়া অনুকূল বায়ু-সাহায্যে যাত্রা ও উহার সাহায্যেই প্রত্যাগমন করে। প্রতিকূল বায়ুর জন্য কিংবা তরী ভগ্ন হওয়ায় প্রায়ই তাহাদের নির্দ্দিষ্ট সময় অপেক্ষা বিলম্ব হইত। যদিও ইউরোপীয়গণ মধ্যে মধ্যে এইরূপ অবস্থায় পতিত হইত, তথাপি তাহারা ভারতবাসী অপেক্ষা সুদক্ষ নাবিক ও তাহাদের জাহাজ অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। দুইটী মধ্যঋতুর মধ্যে যে ঋতু দক্ষিণ বাতাসের পরেই আরম্ভ হয়, সেইটী অপেক্ষাকৃত অধিক বিপজ্জনক। কারণ ঐ সময়ে প্রবল বায়ু ও ঝটিকা প্রায়ই বহিতে থাকে। উক্ত দক্ষিণ বাতাস সাধারণতঃ উত্তর বাতাস অপেক্ষা অধিক প্রবল ও পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু এস্থলে আমি উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইব না যে, দক্ষিণ বায়ুর অবসান কালে ও বর্ষাঋতুর প্রারম্ভে সমুদ্র সম্পূর্ণরূপে শান্ত থাকিলেও উপকূলের নিকটবর্ত্তী ৩০।৪০ মাইল ব্যাপী স্থানে অত্যন্ত প্রবল বেগে ঝটিকা প্রবাহিত হইতে থাকে। ইউরোপীয় ও অন্যান্য জাহাজের অধ্যক্ষগণ সুরাট কিংবা মছলিপত্তন প্রভৃতি ভারতের উপকূলস্থিত স্থানে আগমন করিবার সময় বিশেষ সতর্ক হয়, নতুবা সমুদ্রতীরে প্রতিহত হইয়া তাহাদের জাহাজ চূর্ণবিচূর্ণ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে।

ভারতবর্ষে ঋতু সম্বন্ধে আমি যাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি তাহাতে আমার বোধ হয় যে উক্ত ক্রমানুসারেই এস্থানে ঋতুর সূচনা হয়। ইহার কারণ জানিতে সমর্থ হইলে বিশেষ আনন্দিত হইতাম, কিন্তু প্রকৃতি দেবীর এই সকল গুপ্ত রহস্যের আবিষ্কার করা অসম্ভব। আমি প্রথমতঃ অনুমান করিয়াছি যে, যেরূপ সমুদ্র ও নদীর জল পরস্পরের অংশ, (কারণ উভয়েই এই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে আকৃষ্ট ও একই কেন্দ্রাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া ভূমণ্ডলে অবস্থান করিতেছে, সেইরূপ পৃথিবীর চতুর্দ্দিকৃস্থ বায়ু ইহারই অংশ মাত্র। সুতরাং এই ভূমণ্ডল বায়ু, জল ও মৃত্তিকা এই

তিন পদার্থে নির্ম্মিত। দ্বিতীয়তঃ—আমাদের এই পৃথিবী, ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে উন্মুক্ত শূন্যে বিলম্বিত রহিয়াছে এবং যদি ইহা কোন অজ্ঞাত গ্রহের সংস্পর্শে আইসে তাহা হইলে অতি সহজেই স্থানচ্যুত হইবে। তৃতীয়তঃ—সূর্য্য বিষুব রেখা অতিক্রম পূর্ব্বক সুমেরুর অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তদ্দিকে কিরণজাল প্রেরণ ও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া উক্ত মেরুকে কিঞ্চিৎ অবনত করে। সূর্য্য যতই ক্রান্তির দিকে অগ্রসর হয় সুমেরুও তত আনত হইতে থাকে। এইরূপে সূর্য্য বিষুব রেখায় প্রত্যাগমন করিলে এই মেরুদেশ পুনরায় উত্থিত হয়। সূর্য্য যখন কুমের অভিমুখে অগ্রসর হয় তখনও এইরূপ হইয়া থাকে।

এই সকল অনুমান সত্য মনে করিলে এবং পৃথিবীর দৈনিক গতির সহিত ইহার বিচার করিয়া লইলে আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি যে, ভারতবাসীরা অকারণে বিশ্বাস করে না যে, সূর্য্য সমুদ্র ও বায়ুকে আকর্ষণ করিয়া পরিচালিত করে। কারণ ইহা যদি সত্য হয় যে, সূর্য্য বিষুবরেখা অতিক্রম করিয়া মেরুর অভিমুখে গমনকালে পৃথিবীর মেরুদণ্ডের গতি পরিবর্ত্তন ও মেরুস্থানকে অবনত করে তাহা হইলে অপর মেরু নিশ্চয়ই উন্নত হইবে এবং সমুদ্র ও বায়ু উভয়ই তরল বলিয়া যে দিক নত হইয়াছে সেই দিকে প্রবাহিত হইবে। সুতরাং ইহা সত্য যে সূর্য্য মেরুর অভিমুখে গমন কালে উক্ত দিকে যে দুইটী বৃহৎ ও নিয়মিত প্রবাহের সৃষ্টি করে, তাহা সমুদ্রপ্রবাহ ও বায়ুপ্রবাহ। এই শেষোক্ত প্রবাহ "মনসুন" প্রবাহ, কারণ সূর্য্য অন্য মেরু অভিমুখে গমন করিবার সময় দুইটী বিপরীতগামী প্রবাহের উৎপত্তি হয়।

এই মতানুসারে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সমুদ্রের কেবল দুইটী প্রধান ও বিপরীতগামী প্রবাহ আছে, একটী উত্তরাভিমুখ হইতে ও

অপরটী দক্ষিণাভিমুখ হইতে প্রবাহিত। যদি মেরুদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত একটী সমুদ্র ইউরোপ অতিক্রম করিত, তাহা হইলে আমরা দেখিতাম যে, ভারতবর্ষের ন্যায় তথায়ও দুইটী প্রধান স্রোত নিয়মিতরূপে প্রবাহিত হইতেছে। এই নিয়মিত স্রোত সর্ব্বত্র প্রবাহিত হয় না; তাহার কারণ এই যে, সমুদ্রের মধ্যে মধ্যে স্থল থাকায় উহার স্রোতের গতি ভঙ্গ ও পরিবর্ত্তিত হয়। উক্ত কারণেই অনেকের মত এই যে, ভূমধ্যসাগর প্রভৃতি যে সকল সমুদ্র পূর্ব্ব-পশ্চিমদিকে বিস্তৃত তথায় নিয়মিত প্রবাহ বাধা প্রাপ্ত হয়। এই মতানুসারে আমার বোধ হয় ইহাও বলা যাইতে পারে যে, বায়ুমণ্ডলেও দুইটী প্রধান প্রবাহ বর্ত্তমান আছে এবং পৃথিবী যদি সর্ব্বত্র সমান এবং সমতল থাকিত তাহা হইলে বায়ুমণ্ডলেও সর্ব্বত্র একইরূপ নিয়মিত প্রবাহ থাকিত।

বঙ্গদেশের উর্ব্বরতা, ধন ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর

মিশর সর্ব্বযুগেই সৌন্দর্য্যে ও উর্ব্বরতায় পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেশ বলিয়া বিখ্যাত ছিল ও বর্ত্তমান যুগেও লেখকেরা, প্রকৃতি দেবীর এরূপ প্রিয় অন্য দেশ আছে একথা অস্বীকার করেন। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে দুইবার গমন করিয়া আমি উক্তদেশের বিষয়ে যাহা অবগত হইয়াছি তাহাতে আমার বোধ হয় যে, মিশরের শ্রেষ্ঠত্ব বাঙ্গলা দেশেরই প্রাপ্য। এই দেশে এরূপ প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে যে, নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ ব্যতীত দূরবর্ত্তী দেশ সমূহেও ধান্য রপ্তানী হইয়া থাকে। এই ধান্য গঙ্গাবক্ষে পাটনা পর্য্যন্ত নীত হয় ও তৎপরে সমুদ্র

পথে মসলিপত্তন ও করমণ্ডল উপকূলস্থ অন্যান্য বন্দরে প্রেরিত হয়। এই ধান্য বিদেশেও প্রেরিত হইয়া থাকে এবং ইহা প্রধানতঃ সিংহল ও মালদ্বীপে রপ্তানী হয়। বাঙ্গলাদেশে শর্করাও প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং এই শর্করা গোলকুণ্ডা ও কর্ণাট রাজ্যে প্রেরিত হয় এবং মোচা ও বসোরা নগরের মধ্য দিয়া আরব ও মেসোপটেমিয়া রাজ্যে এবং বন্দর আব্বাসের মধ্য দিয়া পারস্যদেশেও রপ্তানী হইয়া থাকে। বাঙ্গলা দেশ মিষ্টান্নের জন্য প্রসিদ্ধ, বিশেষতঃ পর্ত্তুগীজগণ যে স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, তথায় তাহারা মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে সুদক্ষ ও ইহা তাহাদিগের একটি লাভজনক ব্যবসায়। অন্যান্য ফলের মধ্যে তাহারা লেবু, শতমূলী, আম্র, আনারস, হরিতকী, আদ্রক প্রভৃতি ফলমূলের মোরব্বা করে।

ইহা সত্য যে, মিশর দেশের ন্যায় বঙ্গদেশে প্রচুর পরিমাণে গোধূম উৎপন্ন হয় না; কিন্তু ইহা কেবল অধিবাসীদিগের দোষেই হয়—কারণ উহারা মিশরবাসী অপেক্ষা অধিক পরিমাণে চাউল ব্যবহার করে ও কদাচিৎ রুটি ভক্ষণ করে। তাহা সত্ত্বেও এস্থানে গোধূম যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। তদ্দ্বারা দেশের অধিবাসীদিগের অভাব পূর্ণ হয় এবং ইংরাজ, ওলন্দাজ ও পর্ত্তুগীজ নাবিকদিগের জন্য সুলভ বিস্কুট প্রস্তুত হয়। যে তিন চারিটী তরকারী, চাউল ও ঘৃত এদেশের সাধারণ ব্যক্তি-গণের প্রধান খাদ্য, উহা অতি অল্প মূল্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। একটী রৌপ্যমুদ্রা দ্বারা বিংশতি কিংবা ততোধিক উত্তম কুক্কুট ক্রয় করিতে পারা যায়। রাজহংস, পাতিহংস প্রভৃতি আরও অল্প মূল্যে বিক্রয় হয়। ছাগ ও মেষ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এদেশে শূকর এত প্রচুর যে, বঙ্গদেশবাসী পর্ত্তুগীজগণ কেবল শূকর মাংসই ব্যবহার করে। এই মাংস জাহাজে ব্যবহারের নিমিত্ত ইংরাজ ও ওলন্দাজগণ অতি অল্প

মূল্যেই লবণাক্ত করিয়া থাকে। সকলপ্রকার মৎস্য (সদ্য বা লবণাক্ত) যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। সংক্ষেপে, বঙ্গদেশে প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই দেশের প্রাচুর্য্যের জন্যই পর্ত্তুগীজ, মাষ্টিকোস ও অন্যান্য খৃষ্টানগণ স্ব স্ব উপনিবেশ হইতে ওলন্দাজগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া এই উর্ব্বর দেশে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। জিস্যুইট ও আগষ্টিন্‌গণ (ইহাদিগের সুবৃহৎ গির্জ্জা আছে ও ইহারা স্বাধীনভাবে ধর্ম্মাচরণ করিতে আদেশ পাইয়াছে) আমাকে বলিয়াছে যে, হুগলীতে প্রায় ৮।৯ সহস্র খৃষ্টান আছে এবং দেশের অন্যান্য স্থানে তাহাদিগের সংখ্যা প্রায় পঞ্চবিংশতি সহস্র অপেক্ষাও অধিক। দেশের অত্যধিক উর্ব্বরতা এবং স্ত্রীলোকদিগের সৌন্দর্য্য ও কোমল স্বভাবের জন্য এই প্রবাদ বাক্য পর্ত্তুগীজ, ইংরাজ ও ওলন্দাজদিগের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে যে, বঙ্গদেশে প্রবেশের জন্য শত শত দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে, কিন্তু প্রত্যাগমন করিবার নিমিত্ত একটী দ্বারও উন্মুক্ত নাই।

যে সকল মূল্যবান্ দ্রব্যসম্ভার বিদেশীয় বণিক্‌দিগের মনোযোগ আকর্ষণ করে সেই সকল দ্রব্য এরূপ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আর অন্য কোন দেশে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শর্করার বিষয় আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ইহাও মূল্যবান বাণিজ্যদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। তদ্ব্যতীত বঙ্গদেশে এরূপ প্রচুর পরিমাণে কার্পাস ও রেশম উৎপন্ন হয় যে, কেবল হিন্দুস্থান ও মুগল সাম্রাজ্য নহে, পরন্তু পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য সমূহে, এমন কি ইউরোপেও এই দুই বাণিজ্যদ্রব্য এই স্থান হইতে রপ্তানী হইয়া থাকে। ওলন্দাজগণ এস্থান হইতে জাপান ও ইউরোপে যে বিভিন্ন প্রকারের উত্তম ও স্থূল কার্পাস বস্ত্র রপ্তানী করে তাহার পরিমাণ দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। ইংরাজ, পর্ত্তুগীজ ও দেশীয় বণিক্‌গণও এই সকল দ্রব্য লইয়া প্রচুর ব্যবসায় করে। রেশম ও তন্নির্ম্মিত নানাবিধ

দ্রব্যাদি লইয়াও উহারা ব্যবসায় করে। লাহোর ও কাবুল পর্য্যন্ত বিস্তৃত মুগল-সাম্রাজ্যে, এমন কি অন্যান্য বিদেশীয় জাতির মধ্যে প্রত্যেক বৎসর যে পরিমাণ কার্পাস বস্ত্র বঙ্গদেশ হইতে প্রেরিত হয়, তাহা নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে। বঙ্গদেশীয় রেশম, পারস্য, সিরিয়া, সৈয়দ, এবং বৈরুত (১৮) দেশোৎপন্ন রেশম অপেক্ষা নিকৃষ্ট, কিন্তু ইহার মূল্যও অপেক্ষাকৃত অল্প, এবং আমি বিশেষজ্ঞের নিকট শুনিয়াছি যে, এই রেশম যদি বিশেষরূপে নির্ব্বাচন করিয়া যত্নের সহিত বয়ন করা যায় তাহা হইলে অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্র হইতে পারে। ওলন্দাজগণ কাশিমবাজার-স্থিত রেশম কুঠিতে প্রায় সাত আট শত দেশীয় ব্যক্তিকে নিযুক্ত রাখিয়াছে, এবং ইংরাজ ও ও অন্যান্য বণিক্‌গণও উপযুক্ত সংখ্যক লোক স্ব স্ব কারখানায় নিযুক্ত করিয়াছে।

বঙ্গদেশ সোরারও প্রধান ভাণ্ডার। পাটনা হইতে অত্যধিক পরিমাণে সোরা আমদানি হইয়া থাকে। ইহা অতি সহজে গঙ্গাবক্ষে আনীত হয় এবং ইংরাজ ও ওলন্দাজগণ ইউরোপে ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ইহা প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী করিয়া থাকে।

পরিশেষে, এই শস্যশালী দেশ হইতেই লাক্ষা, অহিফেন, মোম, কস্তূরি, লঙ্কা প্রভৃতি মসলা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঘৃত আপনাদের নিকট অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু উহা এস্থানে এত প্রচুর যে, উহা সমুদ্র-পথে নানা স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে।

কিন্তু এস্থানে উল্লেখ করা উচিত যে, বিদেশীয়গণের পক্ষে এদেশের, বিশেষতঃ সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের জল বায়ু বিশেষ স্বাস্থ্যকর নহে। প্রথমে যখন ওলন্দাজ ও ইংরাজগণ বঙ্গদেশে আগমন করে

---

(১৮) ইটালির পূর্ব্বদিকস্থ ভূমধ্য সাগর।

তখন তাহাদিগের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল। আমি বালেশ্বরের নিকটে ইংরাজদিগের দুইটী সুন্দর জাহাজ দেখিয়াছিলাম। হলাণ্ডের সহিত যুদ্ধের জন্য উক্ত জাহাজদ্বয় তথায় প্রায় এক বৎসর ছিল, কিন্তু তৎপরে উহার অধিকাংশ নাবিকই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় জাহাজদ্বয় আর সমুদ্রে যাত্রা করিতে পারে নাই। ইংরাজ ও ওলন্দাজ উভয়েই অধুনা বিশেষ সতর্কতার সহিত বাস করে, তজ্জন্য তাহাদিগের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। নাবিকগণ যাহাতে অধিক মদ্যপান না করে জাহাজের অধ্যক্ষগণ তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকে। তাহারা নাবিকদিগকে ভারতীয় স্ত্রীলোক কিংবা মদ্য ও তাম্রকূট বিক্রেতার নিকট প্রায় যাইতে দেয় না। উৎকৃষ্ট কানারি কিংবা সিরাজ মদ্য অল্পমাত্রায় পান করিলে মন্দ জল বায়ুতে বিশেষ উপকারী ; সুতরাং আমার মতে, যাহারা সাবধানে বাস করে, তাহাদিগের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা পৃথিবীস্থ অন্যান্য লোকদিগের অপেক্ষা অধিক হইবে না। "বোলপঞ্জ" নামক এক প্রকার মদ্য, গুড়ের আরক ও নেবুর রস, জল ও জায়ফলে প্রস্তুত হয়। এইগুলি মিশ্রিত করিলে বিশেষ সুস্বাদু পানীয় হয়, কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর।

বঙ্গদেশের সৌন্দর্য্য বর্ণনা কালে ইহাও উল্লেখ করা উচিত যে, গঙ্গার উভয় পার্শ্বে প্রায় তিনশত মাইল ব্যাপিয়া রাজমহল হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত দেশের সর্ব্বত্র উক্তনদী হইতে বহুপূর্ব্বে খনিত অসংখ্য খাল আছে ; এই সকল খাল দিয়া জল আনীত হয় ও বাণিজ্য দ্রব্যাদি লইয়া নৌকা গমনাগমন করে। ভারতবাসীদিগের বিশ্বাস যে, এই জল পৃথিবীস্থ যাবতীয় জল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই খালের উভয় পার্শ্বে গ্রাম ও নগর আছে এবং উহার অধিকাংশ অধিবাসীরা হিন্দু। উভয় পার্শ্বে ধান্য, ইক্ষু, শস্য, নানাবিধ ফলমূলাদি, তৈলের জন্য সর্ষপ ও তিল এবং গুটীপোকার

নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া আমাদেরই ন্যায়, হস্তদ্বারা বহু সংখ্যক মৎস্য ধৃত করিয়াছিল।

পরদিবস অধিক বেলায় আমরা দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হইলাম ও যে স্থানটী ব্যাঘ্রশূন্য বলিয়া বোধ হইল, তথায় অবতীর্ণ হইয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিলাম। কতিপয় কুক্কুট ও কিছু মৎস্য রন্ধন করিবার জন্য আমি আদেশ করিলাম ও আমরা সকলেই বিশেষ পরিতোষের সহিত ভোজন করিলাম। মৎস্য অত্যন্ত সুস্বাদু ছিল। তৎপরে আমরা পুনরায় নৌকারোহণ ও লোকদিগকে রাত্রি পর্য্যন্ত নৌকাচালন করিতে আদেশ করিলাম। অন্ধকার রাত্রিতে ভিন্ন ভিন্ন খালের মধ্যে পথ ভ্রষ্ট হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। তজ্জন্য আমরা প্রধান খাল পরিত্যাগ করিয়া একটী সুন্দর ক্ষুদ্র প্রণালী মধ্যে প্রবেশ করিয়া তথায় রাত্রি যাপন করিলাম। নৌকাটী একটী বৃক্ষশাখায় বাঁধিয়া তীর হইতে বিশেষ দূরে রাখা হইয়াছিল। রাত্রিকালে পর্য্যবেক্ষণ করিবার সময় আমি প্রকৃতির এক অপরূপ লীলা দর্শন করিলাম। দিল্লীতেও এইরূপ দুইবার দর্শন করিয়াছিলাম। আমি চন্দ্রের রামধনু দেখিলাম ও সকলকে জাগরিত করিয়া দেখাইলাম। সকলেই (বিশেষতঃ দুইজন পর্ত্তুগীজ জাহাজ-চালক) অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল। ইহাদিগকে আমি একজন বন্ধুর অনুরোধে নৌকায় গ্রহণ করিয়াছিলাম। তাহারা বলিল যে, এরূপ রামধনু তাহারা কখনও দর্শন করে নাই ও উহার বিষয় কখন শ্রবণও করে নাই।

তৃতীয় দিবসে আমরা প্রণালী সমূহের মধ্যে পথভ্রষ্ট হইয়াছিলাম এবং যদি কতিপয় পর্ত্তুগীজের দর্শন না পাইতাম তাহা হইলে কিরূপে যে পুনরায় প্রকৃত পথের সন্ধান পাইতাম তাহা বলিতে পারি না। এই পর্ত্তুগীজগণ একটী দ্বীপে লবণ প্রস্তুত করিতেছিল। অন্য রাত্রিতেও

আমাদের নৌকা একটী ক্ষুদ্র খালে রক্ষিত হইবার পর যে পর্ত্তুগীজ-চালক পূর্ব্বদিন রামধনু দর্শন করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল, ও অদ্য সর্ব্বদা আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল, সে আমাকে গভীর নিদ্রা হইতে জাগরিত করিয়া পূর্ব্বদিনেরই ন্যায় এক অতি সুন্দর রামধনু দেখাইল। আপনি মনে করিবেন না যে, আমি চন্দ্রের বেষ্টক-মণ্ডলকে রামধনু বলিয়া ভ্রম করিয়াছি। আমি বেষ্টক মণ্ডল উত্তমরূপে চিনি, কারণ দিল্লীতে বর্ষাকালে প্রত্যেক মাসেই প্রায় চন্দ্রের মণ্ডল দেখিতে পাওয়া যাইত। চন্দ্র যখন দিঙ্মণ্ডলের অনেক উপরে উঠিত তখনই এই মণ্ডলের দর্শন পাওয়া যাইত। আমি তিন চারি রাত্রি উপর্য্যুপরি উহা দর্শন করিয়াছি ও মধ্যে মধ্যে উহা দুই প্রস্থ হইয়া উঠিয়াছে এরূপও লক্ষ্য করিয়াছি। যে রামধনুর বিষয় আমি বলিতেছি উহা চন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত নহে, পরন্তু ইন্দ্র ধনুর ন্যায় উহা চন্দ্রের বিপরীত দিকেই উদিত হইয়াছিল। আমি যখনই রাত্রিকালে রামধনু দেখিয়াছি, তখনই লক্ষ্য করিয়াছি যে চন্দ্র পশ্চিম দিকে ও রামধনু পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। চন্দ্রও প্রায় পূর্ণ ছিল, কারণ তাহা না হইলে বোধ হয় রামধনু সৃষ্টি করিবার মত তাহার উজ্জ্বল কিরণ থাকিত না। এই ধনু চন্দ্রের মণ্ডলের ন্যায় শুভ্র নহে, কিন্তু বেশ স্পষ্ট, এমন কি তাহাতে বিভিন্ন বর্ণও দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। সুতরাং আপনি দেখিতেছেন যে, আমি প্রাচীন লোকদিগের অপেক্ষাও সৌভাগ্যবান্, কারণ আরিষ্টটলের মতে তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ চন্দ্রের রামধনু দর্শন করে নাই।

চতুর্থ দিবস সন্ধ্যাকালে আমরা পূর্ব্বের ন্যায় প্রধান খাল পরিত্যাগ করিয়া নিরাপদ্ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম ও অত্যন্ত কষ্টের সহিত রজনী অতিবাহিত করিলাম। আদৌ বায়ু বহিতেছিল না ও এত উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে নিশ্বাস গ্রহণ করিতে পারিতেছিলাম না।

আমাদের পার্শ্বস্থিত গুল্মের ঝোঁপগুলি জোনাকি পোকায় এরূপ পরিপূর্ণ ছিল যে, মনে হইতেছিল যেন উহারা প্রজ্বলিত হইয়াছে। প্রতি মুহূর্ত্তে অগ্নিশিখা উত্থিত হইতেছিল। নাবিকগণ ঐ সকলকে প্রেত ভাবিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিতেছিল। এই সকল অগ্নি শিখার মধ্যে দুইটী অতি আশ্চর্য্যজনক। একটী গোলাকার অগ্নিপিণ্ডের ন্যায় উত্থিত হইয়া কিছুক্ষণ ছিল, অপরটী প্রজ্বলিত বৃক্ষের আকারে উত্থিত হইয়া প্রায় পঞ্চদশ মিনিট কাল ছিল।

পঞ্চম দিবসের রাত্রি অতি ভয়াবহ ও বিপজ্জনক হইয়াছিল। এরূপ ভীষণ ঝটিকা উত্থিত হইল যে, যদিও আমরা বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়া নিরাপদ্ হইয়াছি মনে করিতেছিলাম ও আমাদের নৌকা উত্তমরূপে বদ্ধ ছিল, তথাপি রজ্জু ছিন্ন হইয়া গেল। যদি আমি ও সেই দুইজন পর্ত্তুগীজ এককালে বাহুদ্বয় দ্বারা বৃক্ষশাখা উত্তমরূপে আকর্ষণ না করিতাম, তাহা হইলে বায়ুর বেগে প্রধান খালে নৌকা চলিয়া গিয়া সকলেই বিনষ্ট হইতাম। প্রায় দুইঘণ্টা কাল ভীষণ ঝটিকার সময়ে এইরূপ ভাবে থাকিতে হইয়াছিল। ভারতীয় নাবিকগণ ভয়ে এরূপ মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহাদের নিকট হইতে কোন প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হইবার আশা ছিল না। বৃক্ষশাখা আলিঙ্গন করিয়া প্রাণের ভয়ে ঐরূপভাবে থাকা আমাদের পক্ষে ভীষণ কষ্টকর হইয়া উঠিল। এরূপ নিকটে বিদ্যুৎ খেলিতেছিল ও বজ্রধ্বনি হইতেছিল যে, আমরা জীবনের আশা একরূপ পরিত্যাগ করিয়াছিলাম।

অবশিষ্ট পথ বেশ মনোরম বোধ হইয়াছিল। আমরা নবম দিবসে হুগলীতে উপস্থিত হইলাম। সুন্দর সুন্দর দেশ দর্শন করিয়া আমার নয়নদ্বয় যেন পরিতৃপ্ত হইতেছিল না। কিন্তু আমার বস্ত্রাদি ও বিস্কুট জলে ভিজিয়া গিয়াছিল, সমস্ত কুক্কুট মরিয়া ও মৎস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

নীলনদ সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তর

আমি জানি না আমার এই প্রশ্নের উত্তর সন্তোষজনক হইবে কিনা। কিন্তু আমি দুইবার নীলনদের স্ফীতি দর্শন করিয়াছি, ও বিশেষ মনোযোগের সহিত এই বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া এবং ভারতবর্ষে কিছু কিছু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমার অভিমত প্রকাশ করিতেছি। যিনি কখনও মিশর দেশ দর্শন না করিয়া, কেবল পুস্তক পাঠ করিয়া বিশেষ বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানবত্তার সহিত উক্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহার ভাগ্যে কিন্তু এসকল সুবিধা ঘটে নাই।

আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, যখন ইথিওপিয়ার রাজদূতদ্বয় (২০) দিল্লীতে অবস্থান করিতেছিলেন তখন আমার আগা জ্ঞানপিপাসু দানিশমন্দ খাঁ তাঁহাদিগকে নিজালয়ে নিমন্ত্রণ করিতেন ও আমিও নিমন্ত্রিত হইতাম। দেশের অবস্থা ও শাসন প্রণালী জ্ঞাত হওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। অন্যান্য বিষয়ের আলোচনার পর আমরা নীলনদের উৎপত্তি স্থান সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছিলাম। তাঁহারা নীলনদকে আব্বাবাইল নামে অভিহিত করিতেন। তাঁহাদের মতে নীলনদের উৎপত্তি স্থান সম্বন্ধে কাহার কোন প্রকার সন্দেহ নাই ও প্রায় সকলেই তদ্বিষয় জ্ঞাত আছে। দূতদ্বয়ের মধ্যে একজন কোন মুগলের সহিত গমন করিয়া উহা দর্শন করিয়াছেন। উক্ত মুগল তাঁহার সহিত পুনরায় হিন্দুস্থানে ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন যে, নীলনদের উৎপত্তিস্থান "আগোস" নামক দেশের মধ্যে। এই নদ দুইটী পার্শ্বস্থিত উৎসের আকারে

(২০) ১৬৭ পৃষ্ঠা।

উত্থিত হইয়া প্রায় ৩০।৪০ পাদ দীর্ঘ একটী হ্রদের স্বজন করে, তৎপরে প্রশস্ত আকারে হ্রদ হইতে বহির্গত হইয়া পথিমধ্যে বহু শাখানদীর সহিত মিলিত হইয়া এক বৃহৎ নদে পরিণত হইয়াছে। তাঁহারা আরও বলিলেন যে, এই নদ বক্রগতিতে অগ্রসর হইয়াছে ও বিস্তৃত উপদ্বীপের সৃষ্টি করিয়াছে। কতিপয় বন্ধুর পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া উৎপত্তি স্থান হইতে চারি পাঁচ দিবসের পথ দূরস্থিত দম্বিয়া দেশে এক হ্রদে পতিত হয়। দম্বিয়া ইথিওপিয়ার রাজধানী গোণ্ডার হইতে তিন বেলার পথ। এই হ্রদ অতিক্রম পূর্ব্বক হ্রদের সমস্ত জলরাশি আহরণ করিয়া নদী পুনরায় বহির্গত হইয়া ইথিওপিয়ার রাজার অধীন ফুঙ্গিস কিংবা বারবেরিসের রাজধানী সেনারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। তথা হইতে জলপ্রপাতের মধ্যে পতিত হইয়া মেসার (২১) অর্থাৎ মিশরের উপত্যকার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয়।

রাজদূতদ্বয় যখন আমাকে নীলনদের উৎপত্তি স্থান ও গতির বিষয় বলিলেন, তখন যে দেশে নীলনদের উৎপত্তি হইয়াছে তাহার বিষয় বিস্তারিত ভাবে জানিতে উৎসুক হইলাম। তজ্জন্য আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আফ্রিকায় বাবেলমাণ্ডবের কোন্ দিকে দম্বিয়া অবস্থিত। কিন্তু তাঁহারা কেবল বলিলেন যে দম্বিয়া পশ্চিম দিকে অবস্থিত, তদ্ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ একজন মুসলমান রাজদূতের নিকট হইতে আমি এই সকল শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। কোন্ স্থান কোন্ দিকে অবস্থিত খ্রীষ্টানদিগের অপেক্ষা মুসলমানদিগের তাহা অধিক জানা উচিত, কারণ সকল মুসলমানকেই প্রার্থনা করিবার সময় মক্কার দিকে ফিরিয়া প্রার্থনা করিতে হয়। উক্ত

(২১) প্রান্তদেশ।

রাজদূত বলিল যে, দম্বিয়া বাবেলমাণ্ডবেরও পশ্চিমে। সুতরাং তাহাদিগের কথা বিশ্বাস করিতে হইলে, টলেমী ও আমাদিগের মানচিত্র অনুসারে নীলনদের উৎপত্তি স্থান যে বিষুব রেখার দক্ষিণে তাহা ঠিক নহে, পরন্তু উহা বিষুব রেখার বহু উত্তরে।

আমরা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ইথিওপিয়ায় কোন্ সময় বৃষ্টি পতিত হয় ও ভারতবর্ষের ন্যায় তথায় ঋতু অনুসারে বৃষ্টি পতিত হয় কি না। তাঁহারা বলিলেন যে, লোহিত সাগরের উপকূলে সোকেন, আর্কিকো ও মসোবা দ্বীপ হইতে বাবেলমাণ্ডেব পর্য্যন্ত বৃষ্টি কদাচিৎ পড়ে কিংবা কখনও হয় না। অন্য তীরস্থ মোচা এবং বৃহৎ আরবে এত বৃষ্টি পতিত হয় না। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে অগোস্ প্রদেশে ও দম্বিয়ায় যে দুইমাসে গ্রীষ্ম অত্যন্ত প্রখর হয় সেই সময় অত্যধিক বৃষ্টিপাত হয়। উক্ত দুইমাসে ভারতবর্ষেও প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় ও আমার গণনা অনুসারে সেই সময় মিশর দেশস্থ নীলনদ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। রাজদূতগণ আরও বলিলেন যে, ইথিওপিয়ায় বৃষ্টির জন্যই নীলনদ বর্দ্ধিত ও মিশর দেশ জলপ্লাবিত হয়। নীলনদ দ্বারা আনীত নূতন ও উত্তম মৃত্তিকা দ্বারাই উক্ত দেশ অত্যন্ত উর্ব্বর হইয়াছে। এই জন্যই ইথিওপিয়ার রাজা মিশর হইতে কর গ্রহণে ন্যায়তঃ অধিকারী। কিন্তু যে সময় মিশর মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল ও উহার খৃষ্টান অধিবাসিগণ নানারূপে নির্য্যাতিত ও নিগৃহীত হইতে লাগিল, তখন ইথিওপিয়ার সম্রাট্ নীলনদের গতি লোহিত সমুদ্রের দিকে ফিরাইবার কল্পনা করিলেন, তাহা হইলে মিশরের সমস্ত উর্ব্বরতা বিনষ্ট হইয়া উহার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিত। কিন্তু এই কল্পনা অসম্ভব না হইলেও এরূপ দুঃসাধ্য বলিয়া বোধ হইল যে, উহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আর কোন প্রকার চেষ্টা করা হয় নাই।

এই সকল বৃত্তান্ত মোচায় অবস্থান কালে, দশ বার জন গোণ্ডার দেশীয় বণিক্‌দিগের সহিত আলোচনা করিয়া আমি জ্ঞাত হইয়াছিলাম। উহারা প্রত্যেক বৎসর ভারতবর্ষীয় জাহাজের সহিত বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত ইথিওপিয়ার রাজা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইত। এই সংবাদ বিশেষ প্রয়োজনীয়, কারণ ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, মিশর দেশ হইতে বহুদূরে নীলনদের উৎপত্তি স্থানে বৃষ্টি পাতের জন্যই নীলনদের বৃদ্ধি হয়। কিন্তু উক্ত নদের প্লাবনের সময় আমি দুইবার মিশরে গমন করিয়া যাহা লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাতেই সাধারণ বিশ্বাসের ভ্রম দৃষ্ট হয় ও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, সেগুলি অস্বাভাবিক গল্প মাত্র ও বৃষ্টি শূন্য দেশে নদীর বৃদ্ধি দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত কুসংস্কার সম্পন্ন লোকের কল্পনা মাত্র। আমি অন্যান্য সাধারণ বিশ্বাসের মধ্যে একটীর উল্লেখ করিতেছি। লোকের বিশ্বাস যে, কোন এক নির্দ্দিষ্ট দিনে নীলনদের বৃদ্ধির সূত্রপাত হয়। বৃদ্ধির প্রথম দিনে গোতী নামক একপ্রকার শিশির পতিত হইতে থাকে; এই শিশির প্লেগ বিনষ্ট করে, আর কেহই উক্ত ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয় না এবং নীলনদের বৃদ্ধি কোন বিশেষ ও গোপনীয় কারণেই হইয়া থাকে। আমি দেখিয়াছি যে, এই নদ অন্যান্য নদীর ন্যায় প্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্যই স্ফীত হইয়া দেশপ্লাবিত করে, যাবক্ষারিক মৃত্তিকা উচ্ছলনের নিমিত্ত উহা স্ফীত হয় না।

নির্দ্দিষ্ট বৃদ্ধির সময়ের প্রায় একমাস পূর্ব্বেই আমি এই নদের জল এক ফুট বর্দ্ধিত ও কর্দ্দমাক্ত হইতে দেখিয়াছি।

আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে, এই নদের জল বর্দ্ধিত হইবার সময় ও ক্ষেত্রের জলসেচনের জন্য প্রণালীর দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবার পূর্ব্বে উহার জল দুই এক ফুট বর্দ্ধিত হইয়া পুনরায় ধীরে ধীরে কমিতে থাকে, তৎপরে আবার বর্দ্ধিত হইতে থাকে; এইরূপ ভাবে উহার উৎপত্তিস্থানে

বৃষ্টির পতন অনুসারে উহার জলও বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। আমাদের লয়ার নদীতেও এইরূপ ঘটিয়া থাকে। যে পর্ব্বত হইতে লয়ার নদী উৎপন্ন হইয়াছে, সেই স্থানের বৃষ্টিপাত অনুসারে উহার জলের হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়।

একবার জেরুজালেম হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আমি দামিয়েত্তা হইতে কাইরো পর্য্যন্ত নীলনদ দিয়া, যে নির্দ্দিষ্ট দিনে গৌতী শিশির পতিত হয় বলিয়া কথিত হয়, তাহার প্রায় একমাস পূর্ব্বে গমন করিয়াছিলাম। প্রাতঃকালে দেখিলাম যে, রাত্রির শিশিরে আমাদের বস্ত্রাদি সিক্ত হইয়া গিয়াছে।

গৌতী শিশির পতিত হইবার আট দশ দিন পরে রসেটার সহকারী রাজপ্রতিনিধি এম্. দি বার্ম্মনের সহিত নৈশ ভোজন করি। সেই দিন সন্ধ্যার সময় দলস্থ তিন জন প্লেগ রোগে আক্রান্ত হন, তন্মধ্যে দুইজন আট দিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন; বার্ম্মনই তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন এবং আমি যদি ঔষধ প্রদান ও তাঁহার স্ফোটকে অস্ত্র না করিতাম তাহা হইলে বোধ হয় তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হইতেন। আমিও আক্রান্ত হইলাম। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আন্টিমনি হইতে প্রস্তুত ঔষধ গ্রহণ না করিলে গৌতী শিশির পাতের পরও যে লোকের প্লেগে মৃত্যু ঘটিতে পারে আমিও তাহার দৃষ্টান্তস্থল হইতাম। রোগের প্রথম অবস্থাতেই এই ঔষধ সেবন করায় আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হইলাম। তিনি চারি দিবসের অধিক কাল আমি শয্যাগত ছিলাম না। একজন বেদুইন প্রদেশীয় ভৃত্য আমার শুশ্রূষা করিত। সে আমাকে প্রফুল্ল রাখিবার নিমিত্ত কিঞ্চিন্মাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া আমার ভুক্তাবশিষ্ট পথ্য গ্রহণ করিত ও অদৃষ্টবাদী হওয়ায় প্লেগের আশঙ্কাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিত।

অবশ্য আমি অস্বীকার করিতেছি না যে, গৌতী শিশির পাতের পরে এই ব্যাধির প্রতাপ হ্রাস হয়, তবে আমার বক্তব্য এই যে গৌতি-পাতের

জন্যই ইহা হ্রাস হয় না। আমার বিশ্বাস যে বায়ুর উত্তাপের জন্যই এই ব্যাধির হ্রাস হয়, কারণ গ্রীষ্ম প্রখর হওয়ায় শরীরের লোমকূপ উন্মুক্ত হয় এবং দেহস্থিত দূষিত ও অপকারী মল বহির্গত হয়।

তদ্ব্যতীত আমি কতিপয় 'রায়ৈ' অর্থাৎ প্রধান প্রধান নৌকাধ্যক্ষদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাহারা নীলনদ দিয়া মিশরের সমতলভূমির প্রায় প্রান্তভাগে অবস্থিত পর্ব্বত ও জলপ্রপাতের নিকট পর্য্যন্ত গিয়াছিল। তাহারা আমাকে বলিল যে, যদিও জলপ্রপাতের মধ্যস্থিত পর্ব্বতে যবক্ষারের অস্তিত্বের কোনরূপ চিহ্ন নাই, তথাপি নীলনদ যখন যাবক্ষারিক ও উচ্ছলনকারী মৃত্তিকা সম্পন্ন মিশরের সমতলভূমি নিমজ্জিত করে, তখন তথায় আশ্চর্য্যরূপ জল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া চারিদিক প্লাবিত করে।

যে সকল নিগ্রো সোন্নার হইতে কাইরোতে কার্য্য করিবার নিমিত্ত আগমন করে, আমি তাহাদিগকেও বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাহাদের দেশ ইথিওপিয়ার রাজার করদ ও মিশরের দক্ষিণে পার্ব্বত্য স্থানের মধ্যে নীলনদের তীরে অবস্থিত। এই নিগ্রোগণ সকলেই বলে যে, যে সময় নীলনদ মিশরের সমতলভূমি প্লাবিত করে, সে সময়ে তাহাদের দেশেও ঐ নদ স্ফীত ও খরস্রোতা হইয়া উঠে, তাহাদের পর্ব্বতে যে বৃষ্টি পড়ে কেবল তাহার জন্য ইহা নহে, পরন্তু আরও দূরে হাবেশী বা ইথিওপিয়া দেশে যে বৃষ্টিপাত হয় ইহা তজ্জন্য ঘটে।

মিশর দেশে যে সময় নীলনদের বৃদ্ধি হয় সেই সময় ভারতবর্ষেও বর্ষা আরম্ভ হয়। এই সময় আমি যাহা লক্ষ্য করিয়াছি আপনি তাহা দেখিলে সিন্ধু, গঙ্গা, প্রভৃতি এদেশের প্রত্যেক নদীকেই এক একটী নীলনদ মনে করিবেন ও ঐসকল নদীর মোহনাস্থিত দেশকে আপনি এক একটী মিশর বলিয়া ভ্রম করিবেন। আমি যখন বঙ্গদেশে ছিলাম

তখন আমিও তাহাই মনে করিয়াছিলাম এবং সে সময়ে এবিষয় যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি।

বঙ্গোপসাগরে গঙ্গার মোহনাস্থিত দ্বীপপুঞ্জ বহুকালের প্রবাহের দ্বারা পরস্পর মিলিত হইয়া অবশেষে এই মহাদেশের সহিত যুক্ত হইয়াছে। ইহা দর্শন করিয়া নীলনদের মোহনার কথা মনে উদিত হয়। মিশরে অবস্থান কালে আমি প্রকৃতির সেই একই কার্য্য দেখিয়াছিলাম। আরিষ্টটল যেরূপ বলিয়াছিলেন যে, নীলনদই মিশর দেশ সৃষ্টি করিয়াছে, সেইরূপ তাঁহার ভাষায় বলিতে পারা যায় যে, গঙ্গানদীই বঙ্গদেশ সৃষ্টি করিয়াছে। তবে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, গঙ্গা নদী নীলনদ অপেক্ষা অত্যন্ত বৃহৎ, তজ্জন্য উহা অধিক পরিমাণে মৃত্তিকা লইয়া সমুদ্রে পুঞ্জীকৃত এবং এইরূপে নীলনদ অপেক্ষা অধিক সংখ্যক ও বৃহত্তর দ্বীপপুঞ্জের সৃষ্টি করে। নীলনদের দ্বীপপুঞ্জ বৃক্ষশূন্য কিন্তু গঙ্গার দ্বীপপুঞ্জে চারি মাস যে নিয়মিত ও মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়, তজ্জন্য বৃক্ষাদিতে পরিপূর্ণ থাকে। এই বৃষ্টির জন্যই মিশর দেশের ন্যায় ক্ষেত্রে জল সেচন করিবার নিমিত্ত বঙ্গদেশে জলপ্রণালী খনন করিতে হয় না। এই সকল জলপ্রণালী মিশর দেশের ন্যায় এদেশেও অতি সহজে খনন করিতে পারা যায়, ও গঙ্গা ও হিন্দুস্থানের অন্যান্য নদী সমূহও গ্রীষ্ম কালে পতিত বৃষ্টিধারার জন্য নীলনদের ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠে। দুই দেশের মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ যে, মিশর দেশে গ্রীষ্ম কাল কিংবা অন্যান্য সময়ে কখনও বৃষ্টিপাত হয় না, কেবল মধ্যে মধ্যে সমুদ্রের উপকূলে যৎকিঞ্চিৎ হইয়া থাকে। কেবল নীলনদের উৎপত্তি স্থানের নিকট ইথিওপিয়া দেশেই বৃষ্টি পতিত হয়, কিন্তু এদেশে যে সকল স্থানে নদী প্রবাহিত হইয়াছে, সেই সকল স্থানে নিয়মিত রূপে বৃষ্টিপাত হয়। অবশ্য এস্থলে উল্লেখ করা উচিত যে, এনিয়ম সর্ব্বত্র খাটে না। সিন্ধুদেশে পারস্যোপসাগরের

নিকটে যে স্থানে সিন্ধুনদের মোহনা আছে তথায় কোন কোন বৎসর কিঞ্চিন্মাত্র বৃষ্টিপাত হয় না। তথাপি সিন্ধুনদ অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠে। তখন মিশর দেশের ন্যায় খাল দ্বারা ক্ষেত্রে সেচনের জন্য জল আনীত হয়।

মঁশিয়ে থেবেনট, লোহিত সাগর, সুয়েজ, তর, সিনাই পর্ব্বত, জিদ্দা, (মক্কা হইতে অর্দ্ধদিবসের পথ ও মুহম্মদের পবিত্র স্থান বলিয়া প্রচলিত) এবং কামারণ দ্বীপ ও লোহায়ায় (২২) আমার বিস্তারিত ভ্রমণবৃত্তান্ত ও মোচায় অবস্থান কালে ইথিওপিয়া রাজ্য সম্বন্ধে যাহা আমি অবগত হইয়াছি ও তৎপ্রদেশে গমনের নিমিত্ত প্রশস্ত পথ সম্বন্ধে অবগত হইতে চাহিয়াছেন। ঈশ্বর অনুগ্রহ করিলে আমার কাগজ পত্রাদি গুছাইয়া লইবার পর তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিব এইরূপ ইচ্ছা রহিল।

---

(২২) কামারণ আরবের উপকূলে অবস্থিত। লোহায়ও আরবের একটী নগর।

স্মরণার্থ লিপি

(বার্নিয়ার লিখিত)

১। সুবা—প্রদেশ।

২। পরগণা—প্রধান নগর, বা গ্রাম যাহার অধীনে অনেক গ্রাম প্রভৃতি থাকে এবং যে স্থান হইতে বাদশাহকে খাজনা দেওয়া হয়। 'বাদশাহই সকল ভূমির অধীশ্বর।

৩। সরকার—সকল প্রকার উৎপন্ন দ্রব্য হইতে বাদশাহের আয়ের কোষ।

৪। খাজনা—রাজস্ব।

৫। রূপী—দেশের প্রচলিত মুদ্রা = ত্রিশটী ফরাসী সোল।

৬। লক্ষ—একশত সহস্র।

৭। ক্রোড়—একশত লক্ষ।

১। জাহানাবাদ বা দিল্লী প্রথম সুবা; ইহার অধীনে ত্রিশটী সরকার ও দুইশত ত্রিশটী পরগণা আছে। ইহা ১৯৫২৫০০০০টাকা রাজস্ব দেয়।

২। আগ্রা বা আকবরাবাদ—ইহা দ্বিতীয় সুবা—ইহার অধীনে চতুর্দ্দশটী সরকার, দুইশত যোড়শটী পরগণা এবং ইহা রাজস্ব দেয় ২৫২২৫০০০০টাকা।

৩। লাহোর—চতুর্দ্দশটী সরকার ও ৩১৪ পরগণা—রাজস্ব ২৪৬৯৫০০০০।

৪। আজমীর—ইহা রাজপুতের অধীন; ২১৯৭০০০০ কর প্রদান করে।

৫। গুজরাট—ইহার রাজধানী আহাম্মদাবাদ; ইহাতে ৯টী সরকার, ১৯০টী পরগণা আছে; রাজস্ব ১৩৩৯৫০০০।

৬। কান্দাহার রাজ্য—পারস্য-রাজের হইলেও ইহার অন্তর্গত পঞ্চদশটী পরগণা বাদশাহকে ১৯৯২৫০০ খাজনা দেয়।

৭। মালব—৯টি সরকার ও ১৯০ পরগণা—রাজস্ব ৯১৬২৫০০০।

৮। পাটনা বা বেহার—৮টী সরকার, ২৪৫ পরগণা—রাজস্ব ৯৫,৮০,০০০।

৯। এলাহাবাদ—১৭টী সরকার, ২১৬ পরগণা রাজস্ব ৯৪,৭০,০০০।

১০। অযোধ্যা—৫টী সরকার, ১৪৯ পরগণা রাজস্ব ৬৮,৩০০০০।

১১। মূলতান—৪টী সরকার, ৯৬ পরগণা রাজস্ব ১,১৮৪০,৫০০।

১২। জগন্নাথ—(বঙ্গদেশ ইহারই অন্তর্ভূত) ১১টী সরকার, ১২ পরগণা রাজস্ব ৭২,৭০,০০০।

১৩। কাশ্মীর—৫টী সরকার, ৪৫ পরগণা, রাজস্ব ৩৫০,০০০।*

১৪। কাবুল—৩৫টী পরগণা খাজনা ৩২,৭২৫০০।

১৫। টাট্টা—৪টী সরকার, ৫৪ পরগণা খাজনা ২৩,২০,০০০।

১৬। আওরঙ্গাবাদ—৮টী সরকার, ৭৯টী পরগণা, খাজনা ১৭২,২৭৫০০।

১৭। বেরার—২০টী সরকার, ১৯১ পরগণা রাজস্ব ১,৫৮,৭৫০০০।

১৮। খান্দেস—(প্রধান নগর বুর্হানপুর) ৩টী সরকার, ৩০০ পরগণা রাজস্ব ১৮৫৫০,০০০।

১৯। তেলিঙ্গানা (গোলকন্দার সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত) ৪৩টী পরগণা রাজস্ব ৬৮৮৫০০০।

২০। বাগলান্—(পর্ত্তুগীজদের ও শিবাজির অধিকৃত দেশের সীমান্তে অবস্থিত)—১২টী সরকার, ৮টী পরগণা রাজস্ব ৫০০০০০

২২,৫৯,৩৫,৫০০

মোট।

এতদৃষ্টে প্রতীয়মান হইবে (যদিও আমি ইহা সম্পূর্ণরূপে ঠিক বিশ্বাসের যোগ্য মনে করি না) যে বাদশাহের কেবল ভূমি হইতেই দুইকোটীর† অধিক রাজস্ব আদায় হয়।

* ইহা বার্নিয়ারের ভুল—আওরংজেবের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে কাশ্মীর ৩৮৫৯৭৫০ খাজনা দিত। বার্নিয়ারের একটী ০ বাদ পড়িয়াছে।

† বস্তুতঃ পক্ষে দুই কোটী নহে—২২কোটী।

জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের স্বাক্ষর

কুন্তলীন প্রেস কলিকাতা।

বিবিধ টীকা

(১)

প্রথম সংস্করণের উৎসর্গ পত্র

(ইহা ফ্রান্সের তদানীন্তন সম্রাট্ চতুর্দ্দশ লুইকে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল)

মহারাজ !

ভারতবাসীরা বলিয়া থাকে যে, মানুষের মন সর্ব্বদাই গুরুতর বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিতে পারে না, এবিষয়ে সে চিরকাল শিশুর ন্যায় থাকে। তাহার যে উত্তম গুণগুলি আছে তাহার বিকাশ করিতে হইলে, তাহার অধ্যাপনায় যতটুকু যত্ন লইতে হয়, ইহাতে প্রায় ততটুকু যত্ন লইয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখিতে হয়। এসিয়ার অধিবাসীদের পক্ষে একথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু গঙ্গা ও সিন্ধু, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী হইতে সীন নদী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ফ্রান্স ও ফ্রান্সের রাজা সম্বন্ধে যে সকল মহৎ বিষয় শুনিয়াছি তাহা দ্বারা বিচার করিলে, একথা যে সর্ব্বত্র প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে। তথাপি আমি মহারাজকে এই ইতিহাস উৎসর্গ করিয়া দুঃসাহসিকতা দেখাইব কারণ রাজা যদি রাজ্যের গুরুতর কার্য্য হইতে বিশ্রাম লাভ করিতে চাহেন তাহা হইলে ইহা হইতে তিনি কয়েক ঘণ্টার জন্য আনন্দ লাভ করিতে পারেন; জগতের বৃহত্তম রঙ্গমঞ্চে আমি অনতিপূর্ব্বে যে বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় দেখিয়াছি এই ইতিহাস খানিতে তাহাই বিবৃত হইয়াছে বলিয়াই নহে, পরন্তু এসিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত রাজবংশের সম্বন্ধে কয়েকটী গুরুতর ও অসাধারণ ঘটনাও ইহার মধ্য অন্তর্ভুক্ত বলিয়াও বটে। ইহার লিখন পদ্ধতি যে সৌষ্ঠববিহীন এবং ঘটনাগুলি যে ভাল করিয়া গুছাইয়া বলিতে পারি নাই তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু আমার ভরসা আছে যে ভবদীয় রাজশ্রী কেবল বিষয়টি সম্বন্ধেই প্রধানতঃ বিবেচনা করিবেন, এবং জগতের যত্রতত্র ভ্রমণকালে কিম্বা বিদেশীয় রাজ্যে রাজদৌত্যকালে স্বদেশে দীর্ঘকাল অনুপস্থিতের সময়ে আমার ভাষা যে অর্দ্ধ অসভ্য হইয়া থাকিতে পারে তাহা মহারাজ অসাধারণ বিবেচনা

করিবেন না। আমি এত দূরদেশ হইতে যে সম্পূর্ণ শূন্য হস্তে ভবদীয় রাজশ্রীর সম্মুখে আসিতেছি না তাহাতেই আমি আনন্দিত হইয়াছি এবং ভবদীয় রাজ্য হইতে দূরে থাকিয়া আমার জীবনের এতদিন কিরূপে অতিবাহিত হইয়াছে এইরূপে তাহার হিসাব প্রদান করিবার দাবী করিতেছি। কারণ আমি যতদূরেই থাকিনা কেন, এক মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মৃত হই নাই যে, আমার একজন প্রভু আছেন, যাঁহাকে আমার হিসাব দিতে হইবে।

ভবদীয় রাজশ্রীর
অত্যন্ত বিনীত ও বশংবদ
প্রজা ও দাস
এফ্ বার্নিয়ার

(২)

বার্নিয়ারের প্রথম সংস্করণের পাঠকের প্রতি নিবেদন

আমি আপনাদিগকে মুগল ও ভারতবাসীর আচার ব্যবহার, বিদ্যাশিক্ষা এবং জীবনযাপন প্রণালী মুখ্যভাবে শুনাইব না। পরন্তু প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা দ্বারা এ সকল বিষয় জ্ঞাপন করিতে চেষ্টা করিব। আমি প্রথমতঃ গৃহযুদ্ধ ও বিপ্লবের বর্ণনা প্রদান করিব। ইহাতে এই জাতির প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আমার কাহিনী যাহাতে ভালরূপে বুঝিতে পারেন তজ্জন্য ইহার সহিত মানচিত্রও প্রদত্ত হইল, ইহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ বলিতে আমি ইচ্ছা করি না, তবে আমি অন্য যে সকল মানচিত্র দেখিয়াছি ইহা সেগুলি অপেক্ষা অল্প অশুদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের পরে ও আমার ভারতবর্ষ পরিত্যাগের পূর্ব্বে যে সকল প্রয়োজনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা বর্ণনা করিব। তৃতীয়তঃ আমার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে সকল পত্র প্রয়োজনীয় মনে করি তাহাই এতন্মধ্যে সন্নিবেশিত হইবে।

যদি সফলতা লাভ করিবার সৌভাগ্য হয় তবে আমার ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্বন্ধে অন্যান্য পত্র প্রকাশ এবং যিনি বহু কৌশলে কাশ্মীর রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন সেই মনস্বী আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীরের আদেশে সংগৃহীত ফার্সী ভাষায় লিখিত কাশ্মীর রাজগণের পুরাতন ও প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের অনুবাদ প্রকাশ করিতে আমার উৎসাহ হইবে।

(৩)

বার্নিয়ারের ফরাসীভাষায় লিখিত ভ্রমণ বৃত্তান্তের প্রথম ইংরাজী অনুবাদক ও রয়াল সোসাইটির প্রথম সম্পাদক হেন্‌রী ওল্ডেন্‌বার্গের নিকট মুঁশে দি মন্‌সিঁও কর্তৃক লিখিত পত্রাংশ

আমি আপনাকে হিন্দুস্থানের বিবরণ পাঠাইতেছি। আপনি ইহাতে এত অধিক ঘটনার বিবরণ দেখিতে পাইবেন যে আপনাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা অপেক্ষা অধিক গ্রহণযোগ্য উপহার আমি আপনাকে প্রেরণ করিতে পারিতাম না এবং ইহার লেখক মুঁশে বার্নিয়ার অত্যন্ত সাহসী ব্যক্তি ও এরূপ ছাঁচে গঠিত যে সকল ভ্রমণকারীই তাঁহার ন্যায় হইলে বড়ই ভাল হইত। আমরা সাধারণতঃ কৌতূহল অপেক্ষা অস্থিরতা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ভ্রমণ করি, অধিবাসী ও উৎপন্ন দ্রব্যের বিষয় জানা অপেক্ষা আমাদের নগর ও দেশ দেখিবারই অধিক ইচ্ছা থাকে, এবং রাজ্যশাসনপ্রণালী, নীতি, অধিবাসীদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে উত্তমরূপে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য আমরা দীর্ঘকাল কোনস্থানে অবস্থান করি না। বার্নিয়ার, বিখ্যাত গ্যাসেণ্ডির সহিত বহুবৎসর কথোপকথনে উপকৃত হইবার পরে (তাঁহার ক্রোড়ে গ্যাসেণ্ডির মৃত্যু হইলে), তাঁহার জ্ঞান, অভিমত ও আবিষ্ক্রিয়ার একমাত্র উত্তরাধিকারীরূপে মিশর প্রদেশের জন্য সমুদ্র যাত্রা করেন এবং কাইরোতে পূর্ণ এক বৎসর কালেরও অধিক অবস্থান করিয়া, লোহিত সাগরের বন্দরে যে সকল ভারতীয় জাহাজ বাণিজ্য করে তাহাদের সাহায্যে সুরাটে উপস্থিত হন। তৎপরে মুগল-কুলচূড়ামনির রাজসভায় দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া, তাঁহার পরিদর্শন ও আবিষ্ক্রিয়ার বিবরণ প্রকাশ করিতে এবং যাহা তিনি ভারতবর্ষে সঞ্চিত করিয়াছেন তাহা ফ্রান্সের বক্ষে ঢালিয়া দিবার জন্য তাঁহার জন্মভূমিতে বিশ্রাম লাভ করিতে অবশেষে উপস্থিত হইয়াছেন।

মহাশয়, আমি আপনাকে তাঁহার দুঃসাহসিক কর্ম্মের কথা বলিব না, তিনি যে বিবরণ পরে প্রদান করিবেন, আপনি উহা তাহাতেই দেখিতে পাইবেন। তিনি কৌতূহলী ব্যক্তিদিগের সন্তোষ বিধানার্থ তাহা করিবেন কারণ তাঁহারা স্বীয় সন্তোষের জন্য তাঁহাকে শান্তিতে থাকিতে দিবে না এবং পূর্ব্ব হইতে এই ইতিহাসের পরবর্ত্তী ঘটনা জানিবার জন্য তাহারা তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি মক্কার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া যে সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন আমি তাহার কথাও আপনাকে বলিব না কিংবা তিনি যে বিজ্ঞের ন্যায় ব্যবহারের জন্য সদাশয় ফাজিল খাঁর প্রশংসাভাজনা হইয়াছিলেন সে সম্বন্ধেও আপনাকে কিছু বলিব না। এই ফাজিল খাঁ তৎপরে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। তিনি এই ফাজিল খাঁকে ইউরোপের প্রধান প্রধান ভাষা শিখাইয়াছিলেন এবং তাঁহার জন্য লাটিনে লিখিত গ্যাসেণ্ডির দর্শন অনুবাদ করিয়া দিবার পরে যে পর্য্যন্ত না তিনি তাঁহার অনুপস্থিতির জন্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আমাদের উৎকৃষ্ট ইউরোপীয় পুস্তক সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন সে পর্য্যন্ত তিনি বিদায় গ্রহণ করিতে পান নাই। আমি আপনাকে অন্ততঃ এই আশ্বাস দিয়া বলিতে পারি যে, আর কখনও কোন ভ্রমণকারী এত অধিক পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতা লইয়া গৃহত্যাগ করে নাই। কিম্বা কেহ এত অধিক জ্ঞান, সরলতা ও সদাশয়তা লইয়া ভ্রমণ বিবরণ লেখে নাই। কনষ্টান্টিনোপল ও গ্রীসের কয়েকটি নগরে তাঁহার এত সুন্দর ব্যবহার দেখিয়াছিলাম যে, "সূর্য্যোদয়ের দেশ" পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করিবার কল্পনায় আমি তাঁহাকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম, এবং তিনি কথোপকথনে যে আনন্দ প্রদান করিতেন তাহাতে অনেক সময় আমার মনোবেদনা দূর হইত; তিনি না থাকিলে আমাকে একাকীই এসিয়ার ন্যায় বিরক্তিকর ও আনন্দহীন পথে মনোবেদনা সহ্য করিতে হইত।

মহাশয়, আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই পুস্তক সম্বন্ধে আপনাদের বিখ্যাত সমিতির অভিমত জানাইবেন। সমিতির প্রশংসাবাদ বুদ্ধিমানদিগের মধ্যে

প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে এবং সমিতিকে সন্তুষ্ট করা ব্যতীত ইহাদিগের অন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই। আমি স্বয়ং আপনার নিকট স্বীকার করিতেছি যে, যদি আমি বুঝিতাম যে আমি এইরূপ প্রশংসালাভের যোগ্য তাহা হইলে লিভাণ্টে আমি যাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি ও যে সকল মন্তব্য লিখিবদ্ধ করিয়াছি তাহা প্রকাশের জন্য যেরূপ দৃঢ়ভাবে আপত্তি করিয়াছি তাহা করিতাম না। এগুলিকে যে আলমারিতে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি, আমার বন্ধুদিগকে সেগুলি লইতে নিষেধ করিতে নাও পারি কিন্তু আমার যে রাজপ্রভুর আদেশে এই সমুদ্রযাত্রায় ব্রতী হইয়াছিলাম তিনি আদেশ করিলে আমি জগতের সম্মুখে এগুলিকে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইব। ইতোমধ্যে, যে সকল পৃথিবীর বিজ্ঞতম ব্যক্তি লইয়া এই সমিতি গঠিত তাঁহাদিগকে জানাইয়া বাধিত করিবেন যে তাঁহাদের মুখ হইতে যে বাণী বহির্গত হয় তাহার কিরূপ আমি সম্মান করি এবং তাঁহাদের প্রশংসাকারীদিগের মধ্যে তাঁহাদের যশের জন্য দি মন্‌সিঁও অপেক্ষা আর কেহ অধিক চিন্তিত নহে।

পারিস ১৫ই জুলাই ১৬৭০ খৃঃ।

(৪)

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের বার্নিয়ারের বোম্বাই হইতে প্রকাশিত সংস্করণের বিজ্ঞাপনের অংশ

ভারতের সাহিত্য

সাধারণভাবে সাহিত্যিকমাত্রকেই এবং বিশেষ করিয়া প্রাচ্য সাহিত্য যাঁহাদের প্রিয় তাঁহাদিগকে অবগত করা যাইতেছে যে,—

মোঁ মণ্ট্‌পেলিয়ারের ফ্যাকল্টির চিকিৎসক মঁশে এফ্‌ বার্নিয়ার কর্তৃক আন্দাজ ১৬৫৬ খৃঃ লিখিত "মহামুগলের সাম্রাজ্যে বিপ্লব" নামক পুস্তক পুনর্মুদ্রিত করা হইবে। এই পুস্তকের নামেই ইহার প্রয়োজনীয়তা, ইহার দুর্লভতা ও মূল্য

বুঝিতে পারা যায়। এই পুস্তকে ভারতীয় ব্যাপার আছে বলিয়া ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকের চক্ষে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনা গুরুতর ইহা তাহাদের অন্যতম। যে প্রয়োজনীয় ব্যাপার বংশপরিবর্ত্তনরূপ ঐতিহাসিক মহাযুগের প্রবর্ত্তক ইহা সেই ব্যাপারের প্রত্যক্ষদর্শী কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া প্রত্যেক ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদের পুস্তকাগারে প্রথম স্থান পাইবার যোগ্য, এখন ইহা দুর্লভ বলিয়া সহজে প্রাপ্য হইলে তাঁহাদের নিকট মূল্যবান্ বলিয়া বোধ হইবে। এই পুস্তকখানি প্রাচ্য সাহিত্যের অনুরাগীদিগের নিকট যে পরিমাণে বহুমূল্য তাহা অপেক্ষা সকলের অধিক পরিজ্ঞাত নহে। অথচ ইহা এক্ষণে এত দুর্লভ যে, ইহার এক মুহূর্ত্তের জন্য দর্শনলাভও আনন্দদায়ক। এ পুস্তক একখানি পাইতে হইলে বহুবৎসর ধীরভাবে অনুসন্ধান করিতে হয়, বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ আওরংজেব সম্বন্ধে প্রত্যেক দলিলের ভিত্তি এই পুস্তকে আছে—কেবল এই কারণেই ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

হিন্দুস্থানের পূর্ব্বতন শক্তিশালী রাষ্ট্র সমূহের বিবরণের সত্যতা সপ্রমাণ করিতে হইলে এবং ইহার ইতিহাস নির্ণয়ের জন্য বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বা সাহিত্যিক গবেষণার জন্য চেষ্টা করিতে হইলে এই পুস্তক হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে বা ইহার উল্লেখ করিতে হইবে, কারণ ইহাই প্রত্যক্ষদর্শী ইউরোপীয় কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া ঐ তথ্যের একমাত্র অকৃত্রিম মূল। ইঁহারা ইউরোপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অত্যন্ত অনুকূল অবস্থায় দেশ ও কালের সুবিধা পাইয়াছিলেন। তিনি উদার বৃত্তিতে শিক্ষিত এবং চিকিৎসকরূপে অসন্দিগ্ধ ভাবে পর্য্যবেক্ষণের সুবিধার প্রথম স্থানে থাকিয়া, প্রত্যেক প্রাপ্য বিবরণ সংগ্রহের নির্ব্বিবাদে সুবিধা পাইয়া এবং যোধের রাজপরিবারের চিকিৎসা কালে, তিনি যাহা শ্রবণ ও দর্শন করিয়াছিলেন এবং খুব সম্ভবতঃ যে সকল কারণ ও উপায়ে এই বিবাদের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল তিনি তাহার গুপ্ত কারণও বিশ্বস্তভাবে জ্ঞাত হইয়াছিলেন। আবার তিনি সুদীর্ঘকাল এই রূপ পদে থাকিয়া দেশীয়

লোকের বিবিধ চরিত্রের সকল প্রকার রূপই এই ঘটনাবহুল যুগে জানিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় এত অধিক সুবিধা কাহারও ছিল না। ঘটনা ঘটিবার কালে দর্শন করিয়া সরল ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য যেন বিধাতা তাঁহাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

তজ্জন্য স্থির করা হইয়াছে যে, ১৬৭১ খৃঃ ফরাসী হইতে যে ইংরাজী অনুবাদ রচিত হয় তাহার লণ্ডন সংস্করণ পুনর্মুদ্রিত করা হইবে। যে সকল ব্যক্তি ইহা পুস্তকাগারে রাখিতে চাহেন বা বসিবার গৃহে সহচর দার্শনিকের চিন্তা ও যুবকের শিক্ষার সহচর করিতে চাহেন তাঁহারা যাহাতে এই দুর্লভ, মূল্যবান্ ও বাঞ্ছনীয় পুস্তক সহজে প্রাপ্ত হন তজ্জন্য ইহা কোনরূপ পরিবর্ত্তিত হইবে না। এতদ্দেশীয় লোকের চরিত্র ও তাহাদের বিপ্লব সাধনপ্রণালী এই পুস্তক পাঠে অবগত হইতে পারা যায়। প্রবল ও অকস্মাৎ উৎপাদিত চিরস্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী ফল হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে, এমন একজন নিয়ন্তা আছেন যিনি মানবের ইচ্ছা ও ভালবাসার গতি নিরূপণ করেন।

(৫)

বার্নিয়ারের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ত্রয়োদশ লুই যখন ফ্রান্সের নরপতি ছিলেন, সেই সময়ে ১৬২০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে কি ২৬শে সেপ্টেম্বর আঞ্জো প্রদেশের জোওনগরে ফ্রান্সিস্ বার্নিয়ার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাল্যজীবনের বিশেষ কিছু অবগত হওয়া না গেলেও ইহা জানা গিয়াছে যে ১৬৪৭ হইতে ১৬৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি উত্তর জর্ম্মানী, পোলণ্ড, সুইজরলণ্ড এবং ইতালিতে ভ্রমণ করেন। গ্রন্থোক্ত দার্শনিক গ্যাসেণ্ডির নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া তিনি ১৬৫২ সালের মে মাসে প্রাথমিক (Matriculation) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও জুলাই ও আগষ্টমাসে চিকিৎসাশাস্ত্রে উপাধি গ্রহণ করেন। ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়ায় পর্য্যটন করিয়া ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে গ্যাসেণ্ডির মৃত্যু হয়।

১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে বার্নিয়ার মিশরে গমন করেন। তথায় বৎসরাধিক কাইরোতে বাস করিয়া সুয়েজ হইতে গিড্ডা (বা জেড্ডা)-ভিমুখে ও তথা হইতে মোচায় গমন করেন। এই স্থান হইতে আবিসিনিয়া ভ্রমণে ইচ্ছুক হইলেও সে আশা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং সম্ভবতঃ ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে অথবা ১৬৫৯র প্রারম্ভে সুরাটে পৌছেন।

সিংহাসন সংক্রান্ত ১৬৫৯ সালের ১২ই ও ১৩ই মার্চের দেওয়াড়ার যুদ্ধে দারা পরাজিত ও পলায়নপর হইবার সময় বার্নিয়ারের সহিত দারার সাক্ষাৎ হয় এবং দারা তাঁহাকে চিকিৎসকরূপে তাঁহার অনুগমন করিতে বাধ্য করেন। তৎপরে, বার্নিয়ার আহম্মদাবাদে গমন ও দানিশমন্দ খাঁর অনুগ্রহ লাভ করেন। ১৬৬৩ সালের ১লা জুলাই (বা তৎপূর্ব্বে) দিল্লী পৌছেন। এই সময় হইতে তাঁহার পর্য্যটনের বৃত্তান্ত গ্রন্থ মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে। ১৬৬৪ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তিনি কাশ্মীর যাত্রা করেন এবং ১৬৬৫র ২৫শে ফেব্রুয়ারী লাহোরে পৌছেন। তৎপরে, তিনি ট্যাভার্নিয়ার নামক অন্যতম ফরাসী পর্য্যটকের সহিত বঙ্গদেশে গমন করেন। রাজমহল ও কাশীমবাজার হইয়া বার্নিয়ার গোলকণ্ডায় ও তথা হইতে তিনি সুরাটে গমন করিয়া জাহাজে উঠেন। তিনি সিরাজ হইতে ফ্রান্সের অন্যতম প্রধান নগর মার্শেলিসে গমন ও বাস করেন। ১৬৮৫ সালে তিনি ইংলণ্ডে গমন ও ১৬৮৮ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৬৭০-১৮৩০ সালের মধ্যে বার্নিয়ারের পুস্তকের কুড়িটী বিভিন্ন সংস্করণ হইয়াছে। তৎপর কয়েক বৎসর মধ্যে আরও কয়েকটী সংস্করণ হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আরভাইন বার্নিয়ারকে এই সময়ের লেখকগণের মধ্যে প্রমাণস্বরূপ (Authority) বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

(৬)
অতিরিক্ত টীকা

১২২ পৃষ্ঠা—সিপিহর শুকো কিছুকাল গোয়ালিয়র দুর্গে আবদ্ধ থাকিলেও পরে আওরংজেবের অন্যতম কন্যা জুব্দাৎ-উন্নিসার সহিত বিবাহিত হইয়া ১৭০৮ সালের ২রা জুলাই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

৮৭ পৃষ্ঠা ৮৪ পাদটীকা—শাহ আব্বাস্‌কে অকস্মাৎ চারিজন লোকে ধৃত করিয়া হত্যা করে।

(৭)
ভৌগোলিক টীকা

বারমৌলা—শ্রীনগর হইতে হইতে স্থলপথে ১১½ ও জলপথে ১৪ ক্রোশ।

গুয়েরগা বা ঘরগা—বর্ত্তমান কুড়িগ্রাম বলিয়া অনুমিত হয়। রেনেল ইহাকে গোয়ালপাড়ার ১৬০ মাইলের পূর্ব্বে অবস্থিত বলিয়াছেন।

পীরপঞ্জল—শ্রীনগর হইতে ২৬ মাইল।

টাট্টাবাখর—মূলতান হইতে ২১৫ মাইল।

(৮)
শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা ১০—লাইন ৩—জয়সিংহ না হইয়া যশোবন্ত হইবে।

" ১৩ " ৯—ঐ প্রদেশের রাজা (১৭) ও ১৫ পৃষ্ঠার ১৭ পাদটীকা এই পৃষ্ঠায় হইবে।

" ১৫ ১৩ পৃষ্ঠার ১৮ পদটীকা ১৫ পৃষ্ঠায় যাইবে।

" ১৬ " ৫—১৮ এই স্থানে হইবে না। (উপরের পাদটীকা দেখুন)

পৃষ্ঠা ১৫৮ „ ১৩—"মহ্মটের" স্থলে মশহদ্ হইবে।

„ ২০৪—পাদটীকা—কনেষ্টবল ও ভিনসেণ্ট স্মিথ উভয়েই সৈন্যাধ্যক্ষ (Commander-in-chief) বলিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইঁহারাই বেতন দাতা (Paymaster) ছিলেন।

„ ২১৩—লাইন ১৪—কনসাল্ড – কন্সালভে হইবে।

„ ২২২—পাদটীকা—শফিউল্লা খাঁ (ইঁহার উপাধি ছিল তর্বিয়ৎ খাঁ)।

„ ২২৪—লাইন ২০—'আওরংজেবের দুর্গ' না হইয়া 'আওরংবাদের দুর্গ' হইবে।

কিন্তু ইহা বার্নিয়ারের ভুল—ইহা—পুনা—আওরংবাদ নহে। এখানে দুর্গ বা প্রাচীর ছিল না।

„ ২২৯—লাইন ১৮—কনেষ্টবল ও ভিনসেণ্টস্মিথ পারান্দাকে পুরন্দর বলিয়াছেন।

গ্রাণ্ট ডাফ্ও পুরন্দর বলিয়াছেন। ইহা পরেন্দা—পুরন্দর নহে।

„ „ নর্ম্মদা নদী হইবে না—খান্দেশের অন্তর্গত নন্দুরবার।

„ ২৩১—পাদটীকা—'আব্দুল হামিদ রচিত বাদশা-নামায় উল্লিখিত হইয়াছে যে নিজাম-শাহ গোয়ালিয়র দুর্গে কারারুদ্ধ ছিলেন' হইবে।

„ ২৩৫—লাইন ১৮—'মক্কা' স্থলে 'মোচা হইবে। 'প্রত্যাগমন' স্থলে 'গমন' হইবে।

„ „ ২০—'মোচা হইতে মক্কায় রাজ্ঞীর সহিত অনুগমন কালে' হইবে।

সুলতান 'বাক্' 'বাঁকে' এবং 'আমির খাঁ' 'আমিন্ খাঁ' হইবে। শেষোক্ত ভুল ভিনসেণ্ট স্মিথের সংস্করণানুযায়ী হইয়াছিল।

অর্থবোধে যে স্থানসমূহ দুঃসাধ্য হইবে, তাহাই উপরে প্রদত্ত হইল।

নির্ঘণ্ট